কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

(সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষাটীকা, যোগভাষ্যটীকা ভাস্বতী
ও সাংখ্যতত্ত্বালোক আদি সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত)

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ

"ন হি কিঞ্চিদপূর্বমত্র বাচ্যং ন চ সংগ্রথনকৌশলং মমাস্তি।
অতএব ন মে পরার্থচিন্তা স্বমনো বাসয়িতুং কৃতং মযেদম্।
অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেদপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্॥"
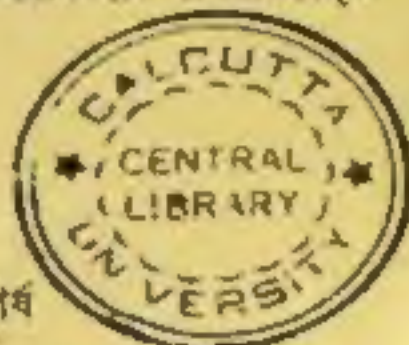
সাংখ্যযোগাচার্য

শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত

এবং

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য

ও

রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর, এম.এ., পি-এইচ.

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
প্রকাশিত
সন ১৩৭৪ । ইং ১৯৬৭

মূল্য—৯ টাকা

তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদন

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা বহুশঃ পঠিত ও অধ্যাপিত হইয়াছে। তাহাতে যে সব শঙ্কা উঠিয়াছে এবং অস্পষ্টতা দেখা গিয়াছে, তাহা এই সংস্করণে নিরসিত হইয়াছে। ফলে এই সংস্করণে বহু অংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে এই দর্শন-পাঠিদের সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

অধুনা প্রায় সর্ব্বদেশেই এক শ্রেণীর লোক 'যোগে'র পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যোগ অর্থে, দীর্ঘায়ু, ectoplasy, thought-reading আদি ক্ষুদ্র সিদ্ধির উপায়; আবার অন্য শ্রেণীর লোকেরা আসন-মুদ্রাদিকেই যোগ বলে মনে করেন—ইঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ নহে। যদিচ অসাধারণ শক্তি কি করিয়া হয় ও কেন হয় তাহার দর্শন ও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ইহাতে আছে, কিন্তু তাহা সব এই শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক ও অবান্তর কথা।

এই শাস্ত্রের যোগ-শব্দের অর্থ চিত্তশান্তি, যাহা জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সর্ব্বজীবেরই অভীষ্ট। যুক্তিসহ সেই শান্তিলাভের কার্য্যকর উপায় এবং তৎসাধনের জন্য যে মনোবিজ্ঞান (Science of Psychology), যথোপযোগী পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) আবশ্যক তাহাই এই যোগশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—যদ্দ্বারা সাধনেচ্ছু ব্যক্তি নিঃসংশয় হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। কারণ, 'আমি কি? জগৎ কি? কেন ও কোথা হইতে সব হইয়াছে? শান্তির জন্য গন্তব্য পথ কি?' —ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ নিশ্চয় জ্ঞান না হইলে কেহ সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না।

উক্ত বিষয়ে আদিম উপদেষ্টারা চরম তথ্য বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি সূত্রকারও কেবল "অনুশাসন" করিয়াছেন সেবিষয়ে নূতন কিছু বলেন নাই। তবে যাহাতে সেই তথ্যসকল বোধগম্য হয় সেই প্রণালী সম্যক্ বিবৃত করার জন্য সূত্রকারের অতুলনীয় ধী ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সূচিত হয়। ভাষ্যকারও তাঁহার বিমল প্রতিভার আলোকপাতে সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত যোগবিদ্যার ঐ তথ্যসকল সমুদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন।

যোগের মূল তথ্যবিষয়ে নূতন করিয়া কিছু বলিবার না থাকিলেও, উহা জিজ্ঞাসুদেরকে নিঃসংশয়ে বোধগম্য করাইবার জন্য, উহার সমীচীনতা স্থাপন করিবার জন্য, দুর্ব্বোধ স্থলকে বিশদ করিবার জন্য এবং বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য যেসব নূতন যুক্তি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আদি আবশ্যক—বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা এই গ্রন্থে যথেষ্টই দেখিতে পাইবেন; ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। আরও বিশেষত্ব এই যে, কেবল বিভিন্ন দর্শনের টীকা আদি রচনা করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, কোনও এক দর্শনে যাঁহারা স্থিরমতি নহেন তাদৃশ ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা ইহা নহে, কিন্তু যাঁহাদের জীবন ইহার জন্যই উৎসর্গীকৃত, যাঁহাদিগকে শত শত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সংশয় অপনোদন করতঃ উপদেশ ও আচরণের দ্বারা এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হয়—ইহা তাদৃশ একনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই গ্রন্থ।

সন ১৩৪৫। ইং ১৯৩৮

পঞ্চম সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদন

স্বর্গত পূজনীয় গ্রন্থকারের কয়েকখানি পত্রে এবং সাক্ষাতে ভাষিত উপদেশে যেসব সূক্ষ্ম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান পরে পাওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী অতীব যত্নপূর্বক এবং সাবধানতাসহকারে এই সংস্করণের বহুস্থল মার্জিত ও বিশদীকৃত হইয়াছে এবং নূতন কয়েকটি বিষয়ও বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অনেক স্থলে কঠিন এবং অপ্রচলিত শব্দের অর্থও দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে ভারতীয় দর্শনরাজ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নূতন আবিষ্কৃত পুথিদৃষ্টে মাদ্রাজ হইতে (Madras Govt. Oriental Series) ইংরাজী ১৯৫২ সালে 'শ্রীগোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদ শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্যশঙ্কর' প্রণীত 'ভাষ্যবিবরণম্' নামক পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যের টীকার প্রকাশন। এই টীকাকে উহার সম্পাদক পণ্ডিতবর্য এক সুদীর্ঘ ভূমিকায় শারীরক-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু যিনি অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক তিনি যে যোগভাষ্যের টীকা রচনা করিবেন এবং তাহার কয়েক স্থলে পুরুষবহুত্ববাদ সমর্থন করিবেন তাহা মনে হয় না। উহার ভাষাও শারীরকের তুলনায় যেন কিছু লঘু বলিয়া প্রতীত হয়। আবার বেদান্তভাষ্যে ব্যবহৃত শঙ্করের কয়েকটি প্রিয় বাক্যও এই টীকাতে উদ্ধৃত পাওয়া যায়। যেমন, 'যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্' 'প্রধান-মল্লনির্বর্হণন্যায়:' ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যার সহিত বিশেষ অমিলও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পাদের ৪৭ সূত্রের অনন্ত সমাপত্তির অর্থে মিশ্র ও ভিক্ষু উভয়েই, সহস্রফণী অনন্তনাগ বুঝাইয়াছেন, ইহা অসঙ্গত। কিন্তু ইনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তদপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং ইঁহার টীকা মুদ্রিত হওয়ার বহুপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থ (আচার্য্য স্বামীজির) ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।

শঙ্করাচার্য্য ছিলেন সাংখ্যকারিকার ভাষ্যরচয়িতা গৌড়পাদাচার্য্যের প্রশিষ্য। যদি এই 'বিবরণ' টীকা যথার্থই তাঁহার রচিত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি প্রথম বয়সে পাতঞ্জলেরই অনুরক্ত ছিলেন পরে মতের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অথবা, আত্মসাক্ষাৎকারেচ্ছুগণের পক্ষে যোগসাধন অপরিত্যাজ্য বলিয়া আত্মবিদ্ বৈদান্তিক তিনি সাধনপ্রকরণে পাতঞ্জলকেও স্বীকারপূর্বক সমাদর করিয়াছেন। তত্ত্বের দৃষ্টিতে পুরুষের একত্ব কিংবা বহুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও পরমার্থ সাধনে উভয় পক্ষেরই আদর্শ উপনিষদুক্ত একাত্মপ্রত্যয়সার শুদ্ধ। বস্তুতঃ বেদান্তভাষ্যে তিনি অন্যান্য মত যেরূপ তীব্র ভাষায় খণ্ডিত করিয়াছেন পাতঞ্জল-মত সম্বন্ধে সেরূপ ভাষা কোথাও ব্যবহার করেন নাই। বেদান্তসূত্রের ২।১।৩ ভাষ্যে উহার মৃদু সমালোচনা করিলেও নানা শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া যোগমত যে শ্রুতিসম্মত তাহা স্থাপিত করিয়াছেন এবং যোগের সাধনাংশ যে অতীব সমীচীন তাহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিতই স্বীকার করিয়াছেন, যথা, বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৩।৩৩।

এই সংস্করণে প্রকরণমালার সর্বশেষে 'ত্রিগুণ ও ত্রৈগুণিক' নামক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ সংযুক্ত হইয়াছে, আশা করা যায় এবিষয় বুঝিতে উহা পাঠকদের সহায়ক হইবে। গ্রন্থে উদ্ধৃত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের অল্প কয়েকটি উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত বলিয়া আকর গ্রন্থের উল্লেখ নাই।

উপসংহারে, গ্রন্থকার পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামীজির পরিচয়স্বরূপ এক সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার জন্য বহু অনুরোধ আসিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার যে নিষেধ আছে তাহা স্মরণ করিয়া বিরত হইতে হইল। তাঁহার এক গ্রন্থে আছে, 'মহাপুরুষদের ভক্তগণের জন্যই আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণ পাই না -------- যাহা নিজেরা সত্য ও উপযুক্ত মনে করেন তাহাই বলেন এবং মহাপুরুষদের মুখ দিয়া বলান'। তাঁহার নিজের জীবনচরিত লেখা সম্বন্ধে শুধু কথায় নহে, লিখিত পত্রেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন—'জীবনচরিত্রের দিক দিয়াও যেও না, কেবল কতকগুলি অতিরঞ্জিত কথা থাকে'। কিন্তু তাঁহার তাপস জীবন তিনি নিজেই এরূপ গুহায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন যে তাহাকে আর অতিরঞ্জন করার অবকাশ তত ছিল না, তথাপি জীবনীর যথেষ্ট উপাদান হাতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ঐ সুস্পষ্ট নির্দেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

সুমহান্ অন্তরের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ স্বরচিত পারমার্থিক গ্রন্থমালাই তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হইয়া চিরমাহাত্ম্য খ্যাপিত করিতে থাকিবে।

কাপিল মঠ
১৩৭৩ সাল, ইংরাজী ১৯৬৬

ধর্মমেঘ আরণ্য

সমগ্র সূচী

পরিশিষ্ট

যোগদর্শন-সম্বন্ধীয় প্রচলিত গ্রন্থ

যোগদর্শনের যে সব প্রাচীন ও এই গ্রন্থকারবিরচিত সংস্কৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ আছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল, উহার অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থসকল যথা—

(১) ব্যাসকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য
(২) বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী নাম্নী ভাষ্যটীকা
(৩) বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত যোগবার্ত্তিক নামক ভাষ্যটীকা
(৪) গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভাস্বতী নাম্নী ভাষ্যটীকা
(৫) রাঘবানন্দকৃত পাতঞ্জলরহস্য
(৬) গ্রন্থকারকৃত সটীকা যোগকারিকা
(৭) নাগেশভট্ট-রচিত সূত্রভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা
(৮) অনন্ত-রচিত যোগসূত্রার্থ চন্দ্রিকা বা যোগচন্দ্রিকা
(৯) আনন্দশিষ্য-রচিত যোগসুধাকর (বৃত্তি)
(১০) উদয়শঙ্কর-রচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ
(১১) উমাপতি ত্রিপাঠি-কৃত যোগসূত্র-বৃত্তি
(১২) গণেশ দীক্ষিত-কৃত পাতঞ্জলবৃত্তি
(১৩) জ্ঞানানন্দ-কৃত যোগসূত্রবিবৃতি
(১৪) নারায়ণ ভিক্ষু বা নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী-কৃত যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা
(১৫) ভবদেব-কৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য
(১৬) ভবদেব-কৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পন
(১৭) ভোজরাজ-কৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যাবিবৃতি বা ভোজবৃত্তি
(১৮) মহাদেব-প্রণীত যোগসূত্রবৃত্তি
(১৯) রামানন্দ সরস্বতী-কৃত যোগমণিপ্রভা
(২০) রামানুজ-কৃত যোগসূত্র-ভাষ্য
(২১) বৃন্দাবন শুক্ল-রচিত যোগসূত্রবৃত্তি
(২২) শিবশঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তি
(২৩) সদাশিব-রচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি
(২৪) শ্রীধরানন্দ যতি-কৃত পাতঞ্জলরহস্যপ্রকাশ
(২৫) পাতঞ্জল আর্য্যা
(২৬) নারায়ণ তীর্থ-বিরচিত যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ও সূত্রার্থবোধিনী
(২৭) শঙ্করভগবৎপাদ প্রণীত পাতঞ্জল-যোগসূত্র-ভাষ্য-বিবরণম্ (নবপ্রকাশিত)
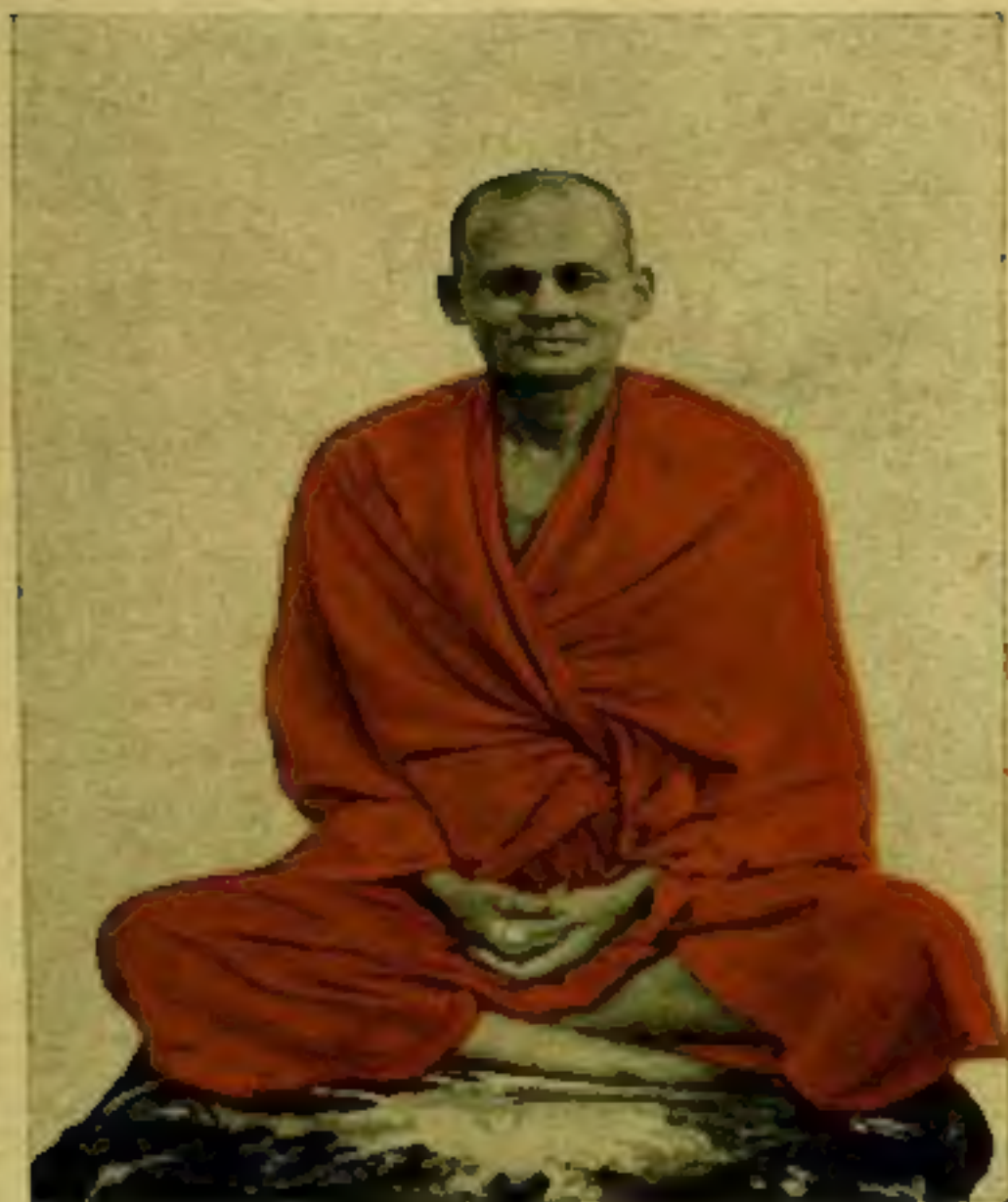
(রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ ও অন্যত্র হইতে সঙ্কলিত)

ভূমিকা

ভারতীয় মোক্ষদর্শন

পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস যে বহুকাল হইতে আছে এই সত্য ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সত্য জানিলেও উহার সহিত কল্পনা যোগ করিয়া উহার অনেক অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সংস্কারবশে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই তিন হাজার বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের জন্ম এরূপ কল্পনা করার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলে, কালসম্বন্ধে পৌরাণিকদের অসম্ভব ভূরি কল্পনাও যেমন মৃষা, পাশ্চাত্যদের সঙ্কীর্ণ কল্পনাও সেইরূপ মৃষা। সত্যানুসন্ধিৎসুদের সংস্কৃত সাহিত্যের কালসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কতকটা অনির্ণেয় (open question) রাখাই যুক্তিযুক্ত।* যথাযথ কালনির্দ্দেশ না হইলেও বৈদিক ও দার্শনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা দেখিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তবে সর্ব্বস্থলে ইহাও খাটে না, কারণ প্রাচীন ভাষার অনুকরণে অনেক আধুনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখা যায়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণস্বরূপ বেদের মধ্যে তিন চারি প্রকার ভাষা দেখা যায়। তন্মধ্যে ঋক্ বা মন্ত্রসকল যজুস্ অপেক্ষা প্রায়শঃ প্রাচীন। মন্ত্রের মধ্যেও প্রাচীন, অপ্রাচীন এবং নব্যতর অংশসকল আছে। বাহুল্যভয়ে এ বিষয় উদাহৃত হইল না। দার্শনিক মতেরও পৌর্ব্বাপর্য্য ঐরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল ইহা নানা যুক্তিতে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাভারতের ব্যক্তিগণ প্রায় পঞ্চসহস্রবৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ ধরা যাইতে পারে। বেদ তাঁহাদের বহু পূর্ব্ব হইতে আছে। বিশেষতঃ বেদের মন্ত্রভাগ যে তাঁহাদের বহু পূর্ব্বেকার তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও হেতু নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে ঐ সব ব্যক্তির আখ্যান থাকাতে ঐ ঐ বেদাংশ পঞ্চসহস্র বৎসরের এদিকে রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহসা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—

এতেন হবা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেয়ঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ, ইত্যাদি। ৮প:।২১। অর্থাৎ কবষপুত্র তুর এই ঐন্দ্র মহাভিষেক অনুষ্ঠানের দ্বারা পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের অভিষেক করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে যথা—এতেন হেন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার, ইত্যাদি। ১৩।৫।৪।১। অর্থাৎ ইন্দ্রোতো

* মোক্ষমূলর বলেন, "All this is very discouraging to students accustomed to chronological accuracy, but it has always seemed to me far better to acknowledge our poverty and the utter absence of historical dates in the literary history of India, than to build up systems after systems which collapse at the first breath of criticism or scepticism." The Six Systems of Indian Philosophy. Page 120.

দৈবাপ শৌনক পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের (অশ্বমেধ) যজ্ঞে যাজন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের বিষয় আছে দেখা যায়।

কিন্তু ঐ সকল বেদাংশের অধিকাংশ যুধিষ্ঠিরাদির পরে রচিত বিবেচনা করা অপেক্ষা ঐ ঐ অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত এরূপ মনে করাও সঙ্গত। "চতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতমুচ্যতে বুধৈঃ॥" মহাভারতোক্ত (আদিপর্ব্ব) এই বচন হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে ব্যাস চব্বিশ হাজার মাত্র শ্লোকময় ভারত রচনা করেন। কিন্তু ক্রমে যেমন তাহাতে লক্ষাধিক শ্লোক হইয়াছে, সেইরূপ বহুসহস্র বৎসর কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিয়া ও নানা প্রতিভাশালী আচার্য্যের দ্বারা অধ্যাপিত হইয়া বেদাংশসকল যে প্রক্ষিপ্ত ভাগের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা সমধিক ন্যায্য (মহাভারতের প্রথম রচনার নাম জয়, পরে ভারত ও তাহার পরে মহাভারত হইয়াছে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে)। বিশেষতঃ ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নামের ব্যক্তিরা যে একাধিক ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়। শ্রুতির আখ্যায়িকার যাজ্ঞবল্ক্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক যাজ্ঞবল্ক্য যে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণেই অনেকস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যক্তির সংবাদ দেখা যায়। পতঞ্জলি নামের শাস্ত্রকারও একাধিক-সংখ্যক ছিলেন। বস্তুতঃ পতঞ্জলি বা পতঞ্চলি একটি বংশ-নাম, ইহা বৃহদারণ্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন পতঞ্জলি ইলাবৃতবর্ষের বা ভারতের উত্তরস্থ হিমবৎ-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে ভারতের মধ্যদেশবাসী ছিলেন তাহা মহাভাষ্য-পাঠে অনুমিত হইতে পারে। লোহশাস্ত্রকার একজন পতঞ্জলিও ছিলেন।

এইরূপে নানাকালে নানা অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং এক নামের নানা ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কালে শাস্ত্র প্রণীত হওয়াতে কোন গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। তাহা বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। আমরা ইহাতে কেবল ধর্ম্মমতের বিশেষতঃ মোক্ষধর্ম্মমতের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামের বিষয় বিচার করিব।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নাম আর্ষধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রা-বিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" বৌদ্ধেরাও সনাতন ধর্ম্মকে ইসিমত বা ঋষিমত বলিতেন, এবং জটী ও সন্ন্যাসীদেরকে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত বলিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মের মূল যে বেদ তাহা সব ঋষিবাক্য। যাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা তাঁহারাই ঋষি। ঋষিরা সাধারণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যাঁহাদের অলৌকিক শক্তি থাকিত, তাঁহারাই ঋষিযুগে ঋষি হইতেন। ঋষি শব্দ প্রাচীনকালে অতি পূজার্থে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে 'মহেসি' বা মহর্ষি বলেন। ফলে সেই যুগে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঋষি হইতেন; স্ত্রী-শূদ্রেরাও ঋষি হইয়া গিয়াছেন।

ঋষিপ্রণীত বা ঋষিদৃষ্ট শাস্ত্রই বেদ। কেহ কেহ বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। বেদে কিন্তু ইহার কিছু প্রমাণ নাই। অন্যেরা বলেন "ঈশ্বর-প্রণীত হইলে বেদ পৌরুষেয় হয়, অতএব বেদ ঈশ্বর-প্রণীত নহে।" আধুনিক বৈদান্তিকেরা বলেন—বেদ ঈশ্বর হইতে 'নিশ্বসিতবৎ' উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা ঈশ্বরজাত হইলেও পৌরুষেয় নহে, কারণ, নিশ্বাস পৌরুষেয় ক্রিয়া বলিয়া গণ্য নহে। 'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।" (বৃহদারণ্যক—২।৪।১০) এই শ্রুতি হইতে বৈদান্তিকেরা উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা স্থাপিত করেন। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতি রূপক অর্থেই সঙ্গত হয়।

যাহা কিছু আত্মজ্ঞান লোকে পাইয়াছে তাহা যেন সেই অন্তর্যামীর নিশ্বাসের মত। এইরূপ অর্থ ই এস্থলে সঙ্গত, হঠাৎ ঈশ্বর নিশ্বাস ফেলিলেন, আর সব বেদাদি শাস্ত্র হইয়া গেল, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অযুক্ত ও অনালোচিত।

ঋষিদৃষ্ট শব্দের আর এক ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে বেদ নিত্য কাল হইতে আছে ঋষিরা তাহা দেখিয়া অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সেই পদ্য ও গদ্যসকল প্রকাশ করিয়াছেন। এমত মতের অবশ্য শ্রৌত প্রমাণ নাই। "অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত" ইত্যাদি বৈদিক শব্দাবলী যে অনাদিকাল হইতে আছে, ইহা অবশ্য নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। ঋষিরা অলৌকিক দৃষ্টিবলে সত্যসকল আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত ভাষায় শ্লোকাদি রচনা করিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এই মতই এবিষয়ে সমীচীন মত।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন বেদ অসভ্য মনুষ্যের গীত। ইহাও অযুক্ত কুসংস্কার। বস্তুতঃ সমগ্র বেদে যে সব ধর্ম্মচিন্তা আছে, এখনকার সুসভ্য মনুষ্যেরা তদপেক্ষা কিছুই উন্নত চিন্তা করে না। আর পরমার্থ সম্বন্ধে বেদে যে উন্নত চিন্তা ও সত্যসকল আছে পাশ্চাত্য সভ্য মনুষ্যদের তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে এখনও অনেক দেরি। ঈশ্বর, পরলোক, নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রভৃতির বিষয়ে বেদে যে সব কথা আছে, তদপেক্ষা উন্নত চিন্তা মনুষ্যেরা এ অবধি করিতে পারে নাই। মেয়ার্স, লজ (F. W H Meyers, Sir Oliver Lodge) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমানকালে পরলোকসম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলেন, তাহাও বেদান্ত মতের অন্তর্গত।

উপনিষদে আছে "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" (ঈশ ১০) যিনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি অন্য কোন ধীর ঋষির নিকট শুনিয়া তবে ঐ শ্লোক রচনা করিয়াছেন অতএব শ্রুতিরই প্রমাণে শ্রুতি মনুষ্যের দ্বারা রচিত। যাঁহাদের দ্বারা শ্রুতি রচিত তাঁহারাই ঋষি। ঋষি সকল দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। কর্ম্মকাণ্ডের যাঁহারা প্রবর্ত্তয়িতা এবং কর্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধীয় মন্ত্রের যাঁহারা দ্রষ্টা বা রচয়িতা তাঁহারা প্রবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। "নমস্তে ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ঋষিরাই প্রবৃত্তিধর্ম্মের পথিকৃৎ ঋষি। (বেদের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে গীতার ঐরূপ অভিমত ২।৪২-৪৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

আর যাঁহারা মোক্ষপথ সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে যে মোক্ষ-ধর্ম্মবিষয়ক অংশ আছে তাহার দ্রষ্টা রাজর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। যেমন বাক্ আম্ভৃণী, জনক, অজাতশত্রু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। পরমর্ষি কপিল মোক্ষধর্ম্মের প্রধান ঋষি ইহা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মযুগে প্রখ্যাত ছিল। যথা মহাভারতে 'ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং প্রভুং যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।'

মোক্ষধর্ম্মে সিদ্ধ ঋষিগণ, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের দ্বারা অদ্যাবধি জগতের অধিকাংশ মানব ধর্ম্মাচরণ করিয়া সুখশান্তি লাভ করিতেছে, তাঁহারা যে বিশ্বসম্বন্ধীয় সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ স্বরূপ জ্ঞান-স্তূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন আধুনিক বহির্দৃষ্টি সভ্যংমন্য পণ্ডিতগণ পিপীলিকের ন্যায় তাহার তলদেশে বিচরণ করিতেছেন।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম বা মোক্ষধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অধিকতর সুখলাভ হয় তাহাই প্রবৃত্তিধর্ম্ম, আর যাহার দ্বারা নির্ব্বাণ বা শান্তিলাভ হয় তাহা নিবৃত্তিধর্ম্ম। নিবৃত্তিধর্ম্ম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রবৃত্তিধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে।

প্রবৃত্তিধর্ম্মের মূল এই দুইটি আচরণ—(১) ঈশ্বর বা মহাপুরুষের অর্চনা ও (২) দান, পরোপকার, মৈত্রী আদি পুণ্যকর্ম্মাচরণ। ইহার মধ্যে অর্চনার প্রণালী আবার মূলতঃ এই—স্তুতি এবং নমস্যা, ধূপ দীপ ও আহার্য্যাদিরূপ বলি। বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যেই এই সকল মূল আচরণ দেখা যায়। কর্ম্মকাণ্ডের (ritual-এর) প্রণালী নানারূপ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল মূল আচরণ সর্ব্বধর্ম্মে সমান। বৈদিককালে অগ্নিতে বলি আহুতি দিয়া দেবতার অর্চনা করা হইত এবং তৎসহ দানাদি করা হইত এবং সোমাদি আহার্য্য নিবেদিত হইত। য়িহুদীরাও পশুমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেবতার অর্চনা করিত। খ্রীষ্টানদের sacrament এবং আহারের উপর grace পাঠও আহার্য্যবলি, মুসলমানদের কোরবান এবং নেমাজও আহার্য্যবলি।

ঐ প্রকার প্রবৃত্তিধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হয়, ইহা বেদে দেখা যায়, 'যত্র জ্যোতি-রজস্রং ত্রিণাকে ত্রিদিবে দিবঃ' ইত্যাদি বেদমন্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান আদিরাও ঐরূপ কর্ম্মের ঐরূপ ফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন

পরকাল বা স্বর্গ ও নরক-সম্বন্ধীয় সত্য জানিতে হইলে অলৌকিক দৃষ্টি চাই ; আমাদের ঋষিরা এবং খৃষ্টানাদির ধর্ম্মোপদেষ্টারা (prophets) অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলে মানবকে একপ্রকার-না-একপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। ঋষিরা যাগযজ্ঞরূপ এবং খৃষ্টান মুসলমানাদিরাও এক-একরূপ পূজা পদ্ধতি (ritual) অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু সর্ব্বত্র অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহাপুরুষের অর্চনা, এবং দানাদিকর্ম্ম এইগুলি সাধারণরূপে পাওয়া যায়। আর্ষ প্রবৃত্তিধর্ম্ম যে কত বৎসর হইতে আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্ত্যেরা আপাতকালের দোষে দুষ্টবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া যে চার পাঁচ হাজার বৎসর আন্দাজ করেন তাহা সঙ্কীর্ণ কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে।

নিবৃত্তিধর্ম্মের দুই প্রধান সম্প্রদায়—আর্ষ ও অনার্ষ। আর্ষ সম্প্রদায় সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি। অনার্ষ সম্প্রদায় বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি। যদিও আর্ষসম্প্রদায় সর্ব্বমূল তথাপি বৌদ্ধাদিরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তককে মূল বলে বলাতে তাঁহাদের অনার্ষ বলা যায়।

নিবৃত্তিধর্ম্মের মূল মত ও চর্য্যা এই—পুণ্যের দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও স্বর্গলাভ অচির-স্থায়ী, কারণ তাহাতেও জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয় না। সম্যক্ দর্শন জন্মপরম্পরার বা সংসারের নিবৃত্তির হেতু। সম্যক্ যোগ (অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধি) এবং সম্যক্ বৈরাগ্য সম্যক্ দর্শনের বা প্রজ্ঞার হেতু। সম্যক্ দর্শনের দ্বারা দুঃখমূল অবিদ্যার নাশ হয়, সুতরাং দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত নিবৃত্তিধর্ম্মবাদীর এই মত। অবশ্য প্রবৃত্তিধর্ম্মবাদীদের যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতির ভেদ আছে সেইরূপ নিবৃত্তিবাদীদের সম্যগ্-দর্শন এবং সম্যগ্ যোগেও ভেদ আছে। আর্ষসম্প্রদায়ের নিবৃত্তিবাদীদের মধ্যে, আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মবিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্য এই দুই ধর্ম্ম সাধারণ। বৌদ্ধেরা কেবল বৈরাগ্যবাদী, জৈনেরা এবং বৈষ্ণবাদিরা বৈরাগ্য এবং এক এক প্রকার আত্মজ্ঞানবাদী।

নির্গুণ ও সগুণ ভেদে আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষবাদী, বৈদান্তিকদের আত্মা নির্গুণ ও সগুণ (ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন) দুই-ই, তান্ত্রিকদের আত্মা সগুণ। কিন্তু সর্ব্বমতেই যোগ অর্থাৎ অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিরোধ আত্মসাক্ষাৎকারের ও শাশ্বতী শান্তির উপায়।

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধরূপ আত্মা শূন্য এইরূপ জ্ঞানই সম্যক্ দর্শন। তৎপূর্ব্বক সম্যক্ তৃষ্ণাশূন্যতা বা বৈরাগ্যই নির্ব্বাণ। জৈনেরাও বলেন বৈরাগ্যপূর্ব্বক সমাধিবিশেষ তাঁহাদের মোক্ষ। বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও বৈরাগ্য এবং সমাধিকে মোক্ষোপায় বিবেচনা করেন।

শ্রুতিতে আত্মা পরমা গতি বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ প্রাচীন ঋষিরা পরম পদার্থকে বহুশ "আত্মা" নামে ব্যবহার করিতেন। ঋষিরা ঈশাদি দেবতাদের এবং প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। হিরণ্যগর্ভদেবই কালক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডাধীশ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের অপর নাম অক্ষর আত্মা। তিনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনি স্তুত হইয়াছেন।

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষর আত্মা ব্যতীত নির্গুণ পুরুষও শ্রুতিতে আছে। তিনি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐশ্বর্য্যনির্ম্মুক্ত সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

আত্মাকে অক্ষর পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এবং নির্গুণ পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। তন্মধ্যে নির্গুণ পুরুষরূপ আত্মা সাংখ্যসম্মত। বৈদান্তিকেরা আত্মাকে ঈশ্বরও বলেন, আবার নির্গুণও বলেন। সাংখ্যমতে (এবং ন্যায়-বৈশেষিক-জৈনাদিমতে) পুরুষ বহু। সাংখ্যমতে পুরুষ স্বরূপতঃ নির্গুণ, স্ব স্ব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি অনুসারে পুরুষগণ ঈশ্বর বা অনীশ্বর হন। বেদান্তমতে পুরুষ এক, মায়ার দ্বারা তিনি ঈশ্বর ও জীব হন। নির্গুণ পুরুষের মধ্যে মায়া কিরূপে আসে বৈদান্তিকেরা তাহা বুঝান নাই বলিয়া তাঁহাদের মত তত বিশদ নহে।

সগুণ (অর্থাৎ ঈশ্বরতাযুক্ত বা সত্ত্বগুণপ্রধান) এবং নির্গুণ আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবকাল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রথমে সগুণ আত্মজ্ঞান ঋষি-সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিল। যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তিধর্ম্মের আচরণ সর্ব্বপ্রথম। তৎপরে সগুণ আত্মজ্ঞানের দ্রষ্টা কোন কোন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। বাগাম্ভৃণী ঋষি ইহার উদাহরণ। "অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত ঋষি সার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বব্যাপিত্বাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত সগুণ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ করিয়াছেন। বেদের সংহিতা-ভাগে আরও অনেক স্থলে ঐরূপ আত্মজ্ঞান দেখা যায়।

পরে পরমর্ষি কপিল নির্গুণ আত্মজ্ঞান আবিষ্কার করেন। তাহা ক্রমশঃ ঋষি-যুগের মনীষী ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া শ্রুতিতে প্রথিত হইয়াছে। সংহিতা অপেক্ষা উপনিষদেই উহা স্পষ্টতঃ দেখা যায়। মহাভারত তৎসম্বন্ধে বলেন "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥" শান্তিপর্ব্ব। অর্থাৎ হে নরেন্দ্র! যে মহৎ জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে বেদ-সকলে সাংখ্যসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।

অতএব পরমর্ষি আদিবিদ্বান্ কপিলের আবিষ্কৃত নির্গুণ পুরুষ উপনিষদেও দেখা যায়। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" (কঠ) ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখীয় সুমহৎ

অনেক অংশে তাহার ঠিক থাকে, মহাভারতের সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ। কারিকা ও সাংখ্যপ্রবচন ব্যতীত তত্ত্বসমাস বা কাপিলসূত্র নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে অনেকে প্রাচীন মনে করেন। মোক্ষমুলর তাহাতে কয়েকটা অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ দেখিয়া তাহাকে প্রাচীন মনে করিয়া গিয়াছেন। উহা কিছু প্রাচীন হইলেও অধিক প্রাচীন নহে। উহার টীকা অতি আধুনিক। অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না, কিন্তু আধুনিকত্বই প্রমাণ করে। অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দ প্রাচীন সুতরাং প্রসিদ্ধ হইলে প্রচলিত থাকিত তাহা যখন নাই তখন নূতন পারিভাষিক শব্দ অপ্রাচীনতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতে মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। সগুণ আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হইলে অবশ্য তৎপর যোগও আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কারণ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোন প্রকার আত্মজ্ঞান সাধ্য নহে। নির্গুণ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে যোগও তদনুরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল। পরমর্ষি কপিল হইতে যেমন নির্গুণ আত্মজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেইরূপ নির্গুণ পুরুষ-প্রাপক যোগও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উদর ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাভাবী, সাংখ্য এবং যোগও সেইরূপ। তাই প্রাচীন শাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগকে একই দেখিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। যাঁহারা কেবল তত্ত্বনিদিধ্যাসন করিয়া এবং বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন, তাঁহারা সাংখ্য; এবং যাঁহারা তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন তাঁহারা যোগ-সম্প্রদায়ী। মহাভারতের সাংখ্যযোগ-সম্বন্ধীয় কয়েকটা সংবাদের ইহাই সার মর্ম। বস্তুত মোক্ষধর্মের সাংখ্য তত্ত্বকাণ্ড এবং যোগ সাধনকাণ্ড।

" হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ " ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়, যোগের আদিম বক্তা হিরণ্যগর্ভদেব। হিরণ্যগর্ভদেব কোন স্বাধ্যায়শীল ঋষির নিকট যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জগতে যোগবিদ্যার প্রচার হয়। অথবা হিরণ্যগর্ভ কপিলর্ষিকেও লক্ষ্য করিতে পারে। " হ্যাতঃ কপিলঃ সাংখ্যাঃ পরমর্ষিঃ প্রজাপতিম্," " হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষচ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ " (শান্তিপর্ব্ব) ইত্যাদি ভারতবাক্য হইতে জানা যায় যে, কপিলর্ষি প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত হইতেন।

কিন্তু কপিলর্ষির উৎকর্ষবিষয়ে বিবিধ মত আছে। একমতে (সাংখ্যমতে) তিনি পূর্ব্ব-জন্মের উত্তমসংস্কারবলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রজ্ঞাবলে পরমপদ লাভ করিয়া জগতে প্রচার করেন। অন্যমতে (যোগমতে) তিনি ঈশ্বরের (সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের) নিকট জ্ঞানলাভ করেন। " ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি " ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যে এই মত প্রকটিত আছে। শ্বেতা-শ্বতর উপনিষদ্ প্রাচীন যোগসম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

ফলে কপিলের পূর্ব্বে যেরূপ সগুণ আত্মজ্ঞান প্রচলিত ছিল সেইরূপ যোগও প্রচলিত ছিল। কপিলের দ্বারা নির্গুণপুরুষবিদ্যা ও কৈবল্যপ্রাপক যোগ প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি স্বীয় পূর্ব্বসংস্কারবলে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সাধন-বলে ঈশ্বরপ্রসাদেই হউক বা স্বতই হউক পরমপদলাভ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহা হইতেই প্রচলিত সাংখ্য-যোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যোগসূত্র প্রচলিত ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের মতের উল্লেখ বা খণ্ডন নাই। কেবল স্বমতের ন্যায্যতাকে প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্কা সকলের নিরাস করা আছে। যেমন " ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ " এই সূত্রে স্বাভাবিক

শঙ্কা যাহা আসিতে পারে তাহাই নিরাস করা আছে। ঐ শঙ্কা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মত না হইতে পারে। ভাষ্যকার সূত্রের তাৎপর্য্যের দ্বারা অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রকার কেবল স্বাভাবিক ন্যায়দোষেরই নিরাস করিয়াছেন মাত্র, কুত্রাপি তিনি বৌদ্ধাদিমত নিরাস করেন নাই। কেবল 'ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ' এই সূত্রে বৌদ্ধমতের (উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত মত নাও হইতে পারে) আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সূত্র ভাষ্যেরই অঙ্গ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভোজরাজ উহা সূত্ররূপে ধরেন নাই। অতএব বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবারও পূর্ব্বে পাতঞ্জল যোগদর্শন রচিত তাহা অনুমিত হইতে পারে। অনন্তদেব 'চন্দ্রিকা' টীকাতেও উহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

যোগভাষ্য প্রচলিত সমস্ত দর্শনের ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু উহা বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবার পর রচিত। উহার সরল প্রাচীন ভাষা, প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষার ন্যায়, এবং ন্যায়াদি অন্য দর্শনের মতের অনুল্লেখ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উহা ব্যাসের দ্বারা রচিত। অবশ্য এই ব্যাস মহাভারতের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন। বুদ্ধের কয়েক শত বর্ষ পরে যে ব্যাস ছিলেন উহা তাঁহার দ্বারা রচিত। একজন চিরজীবী ব্যাস কল্পনা করা অপেক্ষা বহু ব্যাস স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কল্পে কল্পে ব্যাস হয়েন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা ব্যাসের বহুত্বকে উপলক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ঊনত্রিংশজন ব্যাস হইয়াছেন ইহাও পুরাণশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ন্যায়ের প্রাচীন বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যোগভাষ্য উদ্ধৃত আছে। কণিষ্কের সময়ের ভদন্ত ধর্ম্মত্রাত প্রভৃতিও ব্যাসভাষ্যের কথা বলিয়াছেন (শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ দ্রষ্টব্য)।

যোগসূত্র ও যোগভাষ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, ন্যায্য, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। সূত্রকারের ন্যায়ানুসারী লক্ষণ, যুক্তির শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার গম্ভীরতা ও নির্ম্মলা ধীশক্তির ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। যোগভাষ্যের ন্যায় সারবৎ, বিশুদ্ধ ন্যায়পূর্ণ, গভীর দার্শনিক পুস্তকও আর নাই। ইহা ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গৌরবের অবশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাংখ্য-যোগের প্রচলিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সাংখ্যযোগবিদ্যা বহু প্রাচীন। তাহার জ্ঞান যেরূপ উচ্চতম, তাহার ন্যায় যেরূপ বিশুদ্ধতম ও মূল পর্য্যন্ত অন্ধ-বিশ্বাসের কলঙ্কশূন্য, তাহার শীলও সেইরূপ বিশুদ্ধতম। অহিংসা-সত্যাদি শীল ও মৈত্রীকরুণাদি ভাবনা অপেক্ষা বিশুদ্ধ শীল ও পবিত্র ভাবনা হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা এই সাংখ্যযোগের শীল সমস্ত লইয়াছেন, এবং তাহা সাধারণে প্রচারযোগ্য (popular) গল্পাদিতে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করাতে জগন্ময় পূজিত হইতেছেন।

বুদ্ধ কালাম গোত্রের অরাড় মুনির নিকট প্রথমে শিক্ষা করেন। বুদ্ধচরিতকার অশ্বঘোষ, যিনি পূর্ব্বপ্রচলিত গ্রন্থ সকল হইতে ঐ মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি জানিতেন যে অরাড় সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্য ছিলেন। মগধে তিনিই তখন প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য্য ছিলেন। অরাড় বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যুর্জরৈব চ। * * তত্র চ প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতি-কোবিদঃ। পঞ্চভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ॥" ইত্যাদি। অন্যত্র "ততো রাগাদ্ ভয়ং দৃষ্ট্বা বৈরাগ্যাচ্চ পরং শিবম্। নিগৃহ্ণন্নিন্দ্রিয়গ্রামং যততে মনসঃ শমে॥" অন্যত্র "জৈগীষব্যোঽপি জনকো বৃদ্ধশ্চৈব পরাশরঃ। ইমং পন্থানমাসাদ্য মুক্তা হ্যন্যে চ মোক্ষিণঃ॥" অবশ্য অশ্বঘোষ সাংখ্যমতকে যেরূপ জানিতেন তাহাই অরাড়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন এবং বুদ্ধের মুখ দিয়া পরবর্ত্তী চাঁচাছোলা বৌদ্ধমত বলাইয়াছেন। প্রাচীন (খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে)

বৌদ্ধেরা পরমতের খুব কমই বুঝিতেন বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। পালিতে আজীবকাদি বুদ্ধের সমসাময়িক সম্প্রদায়ের মত কয়েকটি বাঁধা বাক্যমাত্রে নিবদ্ধ আছে তাহাই সব গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় এবং উহা অতি অস্পষ্ট। অতএব অরাড় ও গৌতমের ঐ কথোপকথন যে কবির কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা হইতে এই মাত্র তথ্য জানা যায় যে অশ্বঘোষের এবং তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেও এই প্রখ্যাতি ছিল যে অরাড় সাংখ্য। কাওয়েল (Cowell) মনে করেন যে অরাড় একরূপ সাংখ্যমতের আচার্য্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষই ঐরূপ কিছু বিকৃতভাবে সাংখ্যমত বুঝিতেন। উহা অশ্বঘোষেরই কথা, অরাড়ের নহে। অশ্বঘোষের কাব্যে অরাড়ের নিকট বুদ্ধের শিক্ষা এক বেলাতেই শেষ হয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবনী হইতে (পালিগ্রন্থে) জানা যায় যে তিনি ছয় বৎসর শিক্ষা করিয়া পরে সাধনের জন্য উরুবিল্বে যান। অরাড়ের নিকট শিক্ষা করিয়া 'বিশেষ' শিক্ষার জন্য তিনি রুদ্রক-রামপুত্রের নিকট যান এবং তথায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন।

সাংখ্যের সাধন যোগ বা সমাধি এবং বুদ্ধও আসন-প্রাণায়ামাদি পূর্ব্বক সমাধিসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং রুদ্রক যোগাচার্য্য ছিলেন। সাংখ্যযোগের সাধন কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস দমন করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া। বুদ্ধও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। মার-বিজয় অর্থে কাম, ক্রোধ ও ভয়কে জয়। মার লোভ, ভয় ও তাড়না দেখাইয়া তাঁহাকে টলিত করিতে পারে নাই। আর সাতদিন নিরাহারে নিরোধ সমাপত্তিতে থাকা অর্থে শ্বাস ও নিদ্রাকে জয়। বৌদ্ধেরা এবং আধুনিক কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধ যোগের কঠোর আচরণ করিয়া তাহাতে কিছু হয় না দেখিয়া মধ্যমার্গ ধরেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সাংখ্যযোগে যথেষ্ট কঠোরতা লিখিত আছে। শ্রুতিও বলেন "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরা গতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" অর্থাৎ অবিদ্বান্ বা গূঢ়বিদ্যাবর্জিত, শুধু কায়িক তপস্যাকারীরা তথায় যাইতে পারেন না। যোগভাষ্যেও আছে "চিত্তপ্রসাদমবাধমানমনেন আসেব্যমিতি" (২।১ দ্রষ্টব্য)। পরন্তু বৌদ্ধদের প্রধান সূত্রে আছে "লোহিতে সুস্সমানম্হি পিত্তং সেম্হঞ্চ সুস্সতি। মংসেসু খীয়মানেসু ভীয্যো চিত্তং পসীদতি। ভীয্যো সতি চ পঞ্ঞা চ সমাধি চুপতিট্ঠতি॥" অর্থাৎ রক্ত শুষ্ক (সাধনপথে) হইলে পিত্ত ও শ্লেষ্ম শুষ্ক হয়, তাহাতে মাংস ক্ষীণ হইলে তবে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আর উত্তমরূপে স্মৃতি, প্রজ্ঞা এবং সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাতে কঠোর তপস্যারই কথা আছে। নির্বীর্য্য, ভোজনলোভী পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরাই সুখের পথ ধরিতে তৎপর ছিল।

জৈনদের সর্বপ্রামাণ্য কল্পসূত্র গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন সূত্রেও ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীর (পালির নিগণ্ঠ নাটপুত্ত) এই এই বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যথা, "রিউবেয় জজুব্বেয় সামবেয় অহব্বণবেয় ইতিহাস পঞ্চমাণং নিঘণ্টুছট্ঠাণং .. সট্ঠিতন্তবিসারএ সংখাণে সিক্খা কপ্পে বাগরণে ছন্দে নিরুত্তে জোইসামযণে ." অর্থাৎ মহাবীর ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, নিঘণ্টু, ষষ্টিতন্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এই সব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবেন। ইহাতে দেখা যায় ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া (পাঠক লক্ষ্য করিবেন ন্যায়-বেদান্তাদি অন্য শাস্ত্রের উল্লেখ নাই) জৈনদের মধ্যেও প্রখ্যাত ছিল। জৈনদের যোগেরও প্রধান সাধন পাঁচটি যম। চাণক্যের সময়েও সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত এই তিনই 'আন্বীক্ষকী' (আন্বীক্ষিকী) বা ন্যায়োপজীবী দর্শন (philosophy) ছিল, ন্যায়-বৈশেষিক আদি ছিল না যথা, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে (১.২) "সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী।" সাংখ্যের

প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ চিরন্তন প্রখ্যাতি থাকিলেও কোন কোন আধুনিক প্রত্নব্যবসায়ী সাংখ্যের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন। ইহা সর্বৈব নিঃসার। "সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণম্" (মহাভারত) এ বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

বুদ্ধের সময়ে অবশ্যই অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা থাকিত কিন্তু প্রাচীন সূত্রে নির্গ্রন্থ, আজীবক, পূরণ-কাশ্যপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কথাই আছে। তবে ব্রহ্মজাল সূত্র, যাহা বুদ্ধের অন্তত শত বৎসর পরে রচিত (কারণ উহাতে 'লোকধাতু কম্পন' প্রভৃতি কাল্পনিক কথা আছে) তাহাতে যে শাশ্বতবাদের কথা আছে তাহার একটী সাংখ্যকে লক্ষ্য করিতেছে যথা, 'যাঁহারা তর্কযুক্তির দ্বারা আত্মা শাশ্বত বলেন' ইত্যাদি বাদ সাংখ্য হওয়া খুব সম্ভব। এই সময়ের লোকেরা বুদ্ধের মৌলিকত্ব-স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

ফলে মহর্ষি কপিলের প্রবর্তিত জ্ঞান ও শীলের দ্বারা এ পর্যন্ত পৃথিবীর যত লোক আলোকিত ও শান্তিশীল হইয়াছে সেরূপ আর কোন ধর্মপ্রবর্তয়িতার ধর্মের দ্বারা হয় নাই। সাংখ্যের সত্ত্ব, রজ ও তম হইতে বৈদ্যকশাস্ত্রও ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাভারতে আছে—"শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ গুণা রাজন্ শরীরজাঃ। তেষাং গুণানাং সাম্যং চেত্তদাহুঃ স্বস্থ লক্ষণম্॥ উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং বাধ্যতে। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ত্রয় আত্মগুণাঃ স্মৃতাঃ॥" সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ আবিষ্কৃত হইয়া বৈদ্যক-বিদ্যা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব সাংখ্য হইতে জগৎ যেরূপ ধর্মবিষয়ে ঋণী, সেইরূপ স্বাস্থ্যবিষয়েও ঋণী (৩।২৯ যোগসূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগ হইতে অন্যান্য মোক্ষদর্শন উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনার্যদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধদর্শন প্রধান ও প্রাচীন এবং আর্যদর্শনের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায় প্রাচীন, কিন্তু বেদান্ত প্রধান। বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থলে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তের বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রকরণে দেখান হইয়াছে। তর্কদর্শন (অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক) মোক্ষদর্শন হইলেও কখনও যে তাহা মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। ঐ দুই দর্শনের মতে যোগই মোক্ষের সাধন, আর সাধনলভ্য তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। তন্মতে তত্ত্বের লক্ষণ এই—"সতঃ সদ্ভাবঃ অসতশ্চ অসদ্ভাবঃ" (বাৎস্যায়ন-ভাষ্য)। ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের দ্বারা অপবর্গাদি সমস্ত বুঝা-ই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে যোগের অপেক্ষা আছে। বৈশেষিকেরা ছয় পদার্থের দ্বারা তত্ত্ব বুঝেন। ন্যায় অপেক্ষা বৈশেষিকের যুক্তি-প্রণালী অধিকতর বিশুদ্ধ।

অতঃপর আমরা সর্বশিক্ষাবহ সাংখ্যের সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ দেখাইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপসংহার করিব। সাংখ্যের মূল মত এই কয়টি—

(১) ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ, (২) মোক্ষাবস্থায়, আমাদের মধ্যে যে নির্গুণ অবিকারী পুরুষ নামক তত্ত্ব আছে, তাহাতে স্থিতি হয়, (৩) মোক্ষে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, (৪) চিত্তনিরোধের উপায় সমাধিজ প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য, (৫) সমাধির উপায় যমাদি শীল ও ধ্যানাদি সাধন, (৬) মোক্ষ হইলে জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয়, (৭) জন্মপরম্পরা অনাদি, তাহা অনাদি কর্ম হইতে হয় (৮) প্রকৃতি এবং বহু পুরুষ মূল উপাদান ও হেতু; (৯) পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য বা স্বতই পদার্থ, (১০) ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেষ, (১১) তিনি জগৎ বা আমাদের সৃষ্টি করেন না, (১২) প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা জন্য-ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি অক্ষর, তাঁহার প্রণালীতে ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে ('সাংখ্যের ঈশ্বর" প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

উহার মধ্যে বৌদ্ধেরা (১) (৩) (৪), (৫), (৬), (৭), ও (১১) এই কয় মত সম্পূর্ণ লইয়াছেন। (২) মত উঁহারা কতক লইয়াছেন উঁহারা পুরুষের পরিবর্ত্তে কতকাংশে পুরুষের লক্ষণসম্পন্ন ‘শূন্য’ নামক অবিকারী, গুণশূন্য পদার্থ লইয়াছেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা আদি-বুদ্ধ নামক যে ঈশ্বর স্বীকার করেন তাহা সাংখ্যের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের তুল্য পদার্থ। মহাযান ও হীনযান উভয় বৌদ্ধেরা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার অধীশ্বরত্ব তত স্বীকার করেন না।

বৈদান্তিকেরা উহার সমস্তই প্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল পুরুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন মত লইয়াছেন। তন্মতে পুরুষ ও ঈশ্বর বস্তুত একই পদার্থ। আর পুরুষ বহু নহে, এবং ঈশ্বর সৃষ্টি করেন (হিরণ্যগর্ভাদিরূপে)। প্রকৃতিকে তাঁহারা ঈশ্বরের মায়া বা ইচ্ছা বলেন; তাহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে ঈশ্বরে থাকে। ঈশ্বরই অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার দ্বারা নিজেকে অনাদি কাল হইতে জীব করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য হইতে বৈদান্তিক পৃথক্ হইয়াছেন।

তার্কিকেরাও ঐ সকল মত প্রায় সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা নিজেদের ষোল বা ছয় পদার্থের মধ্যে ফেলিয়া উহা বুঝিতে চান। নির্গুণ পুরুষ তাঁহারা তত বুঝেন না, আত্মাকে সগুণ করেন। তর্কদার্শনিকেরা সাংখ্যের ন্যায় মূল পর্য্যন্ত যুক্তিবাদী, বৌদ্ধ-বৈদান্তিকাদিরা মূলতঃ অন্ধবিশ্বাসবাদী।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও, বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা, ঐ সমস্ত প্রায় গ্রহণ করেন। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ, অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে নিত্য প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। জীব ও ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং জীব তন্মতেও অনন্ত তবে ঈশ্বর বিশ্বের রচয়িতা সাংখ্যমতের জন্য-ঈশ্বরের ন্যায়। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও যোগের দ্বারা ঈশ্বরবৎ হওয়া যায় (কেবল সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য হয় না)। মুক্ত ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি বিষয়ে এই মত বেদান্তের পক্ষীয় ও সাংখ্যের প্রতিপক্ষীয়।

সর্ব্বমূল সাংখ্যযোগকে আশ্রয় করিয়া কালক্রমে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। মৌলিক বিষয়ে তাঁহারা সব সাংখ্যতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও অবান্তর বিষয়ে তাঁহারা অনেক ভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতে যখন ঋষিযুগ বা স্বর্ণযুগ ছিল, তখন মনীষী ঋষিরা সাংখ্যযোগ মতের দ্বারা তত্ত্ব-দর্শন করিতেন। তখন মোক্ষবিষয়ে কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনা জন্মে নাই। তখনকার মুমুক্ষু ঋষিরা বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ শীল অবলম্বন করিতেন। কালক্রমে সাংখ্যযোগ ও ভারতীয় লোকসমাজ নিপতিত হইলে বুদ্ধদেব উৎপন্ন হইয়া মোক্ষধর্ম্মে পুনশ্চ বলসঞ্চার করিলেন। বুদ্ধের মহানুভাবতার দ্বারা সাংখ্যযোগ বা মোক্ষধর্ম্ম অনেক পরিমাণে সাধারণের প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরাও কালক্রমে বিকৃত হইলে আচার্য্যবর শঙ্কর আসিয়া মোক্ষধর্ম্মের ক্ষীণ দেহে পুনঃ বল প্রদান করেন।

শঙ্করের পর হইতে ভারত অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় ক্রমশঃ গিয়াছে। অধঃপতিত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও হীনবীর্য্য ভারতে অন্ধবিশ্বাসমূলক যুক্তিহীন মোক্ষধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মতসকলই উপযোগী বলিয়া প্রসার-লাভ করিয়াছে। স্বপক্ষ-সমর্থনে তাঁহারা বলেন যে কলিতে এরূপ ধর্ম্মই জীবকে উদ্ধার করে।

সাংখ্যযোগ বা প্রকৃত মোক্ষধর্ম্ম মানবসমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রহণ করিতে পারে। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন ‘অল্পকাস্তে মনুষ্যেষু যে জনাঃ পারগামিনঃ। ইতরাস্তু

প্রশান্তাশ্চ জীবসেবানুবর্ত্তি হি ॥" সাংখ্যযোগী হইতে হইলে পরমার্থ-বিষয়িণী ধী চাই, মহান্ ন্যায়পরপর মেধা চাই ও বিশুদ্ধ চরিত্র চাই। এই সকল একাধারে দুর্লভ।

যেমন সমুদ্র সুদূর হইলেও তাহার বাষ্প মহাদেশের অভ্যন্তর সিক্ত করিয়া প্রাণীদের সঞ্জীবিত রাখিতেছে, সেইরূপ সাংখ্যযোগ সাধারণ মানবের অগম্য হইলেও তাহার স্নিগ্ধ ছায়া মানবের ধর্ম্মজীবনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সাধারণ মানব সত্যের ও ন্যায়ের সহিত অতি অল্পই সম্পর্ক রাখে। সত্যের অতি অল্পই তাহাতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনা মিশ্রিত থাকিলে তাহাদের হৃদয় কিছু আকৃষ্ট হয়। যদি বল "সত্যং ব্রূয়াৎ" তাহা হইলে কাহারও হৃদয়ে বসিবে না, কিন্ত যদি কল্পনা মিশাইয়া বল "অশ্বমেধ-সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥" তাহা হইলে অনেকের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ সাধারণ মানবের মধ্যে যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে (তাহারা যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) তাহা পনর আনা মিথ্যাকল্পনা-মিশ্রিত সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমানাদিরা ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করেন, তাহার যদি একতম মত সত্য হয়, তবে অন্য সব মিথ্যা হইবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর কত লোক ভ্রান্ত। ফলে "ঈশ্বর ও পরলোক আছে এবং সত্যাদি সৎ কর্ম্মের ভাল ফল হয়" এই দুইটি সত্যের ভিত্তিতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া জনতা তুষ্ট আছে।

"ঈশ্বর আমাদের সৃজন করিয়াছেন" ইত্যাদি ঈশ্বরসম্বন্ধে বহু বহু প্রমাণশূন্য অন্ধ-বিশ্বাসমূলক কল্পনাবিলাসে জনতা মুগ্ধ। পরলোকসম্বন্ধেও নানা সম্প্রদায়ের নানা কল্পনা। ইহার উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। বুদ্ধ যে নির্ব্বাণধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণের মধ্যে যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কেবল ভূরি ভূরি কাল্পনিক গল্পই (এক আনা সত্য পনর আনা মিথ্যা) বৌদ্ধসাধারণের সার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল। আমাদের অপ্রাচীন পৌরাণিক মহাশয়গণও তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তবে বুদ্ধের বলে বৌদ্ধ-সাধারণ নির্ব্বাণধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করে কিন্তু হিন্দু-সাধারণ তাহাও করে না।

অনন্ত বুদ্ধ, খৃষ্ট আদি মহাপুরুষগণ যদি ফিরিয়া আসেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধর্ম্মমত জগতে খুঁজিয়া পাইবেন না, পাইলেও সাশ্চর্য্যে দেখিবেন তাঁহাদের গোঁড়া ভক্তেরা তাঁহাদের নামের কিরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক সাংখ্যযোগ যেরূপ বিশুদ্ধ, ন্যায্য এবং মিথ্যাকল্পনাশূন্য অন্ধবিশ্বাসহীন আন্বীক্ষিকীর প্রণালীতে আছে তাহা সাধারণ্যে সকল-প্রচারযোগ্য হইবার নহে। বুদ্ধের বা বৌদ্ধের এবং পৌরাণিকদের বাক্য তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্ত কি ফল হইয়াছিল তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবত একরূপ কল্পনাবিলাসী যে বিশুদ্ধ ন্যায় অপেক্ষা অবিশুদ্ধ, কল্পনামিশ্রিত ন্যায়ই তাহাদের কর্ম্মে (সৎ বা অসৎ কর্ম্মে) অধিকতর উৎসাহিত করে। যদি নিছক সত্য ধর্ম্ম বল তবে প্রায় কেহ অগ্রসর হইবে না, কিন্ত যদি সত্যের সহিত প্রভূত কল্পনা ও বুজরুকি মিশাও তবে দলে দলে লোক ধরিবে না।

উপসংহারে বক্তব্য যাঁহাদের একরূপ ধী আছে যে মোক্ষধর্ম্মের আমূলাগ্র বুঝিতে কুত্রাপি অন্ধবিশ্বাসের সাহায্য লইতে হয় না, যাঁহাদের মেধা একরূপ ন্যায়পরপর যে ন্যায়ানুসারে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহাতেই নিশ্চয়মতি হইয়া কর্ত্তব্যপথে যাইতে উদ্যত হয়েন, কর্ত্তব্যপথে চলিতে যাঁহাদের ভয়, লোভ বা অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না, যাঁহাদের হৃদয় স্বভাবত অহিংসাসত্যাদি বিশুদ্ধ শীলের পক্ষপাতী তাঁহারাই সাংখ্যযোগের অধিকারী।

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

অথ পাতঞ্জলদর্শনম্

সমাধিপাদঃ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতো-'স্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥*

১। অথ যোগ অনুশিষ্ট হইতেছে ॥ সূত্র

ভাষ্যানুবাদ—(১) 'অথ' শব্দ অধিকারার্থ। যোগানুশাসনরূপ শাস্ত্র (২) অধিকৃত হইয়াছে ইহা জ্ঞাতব্য (৩)। যোগ অর্থে সমাধি (৪), তাহা চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম, (অর্থাৎ চিত্তের সর্বভূমিতেই সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে)। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তভূমিকা (৫)। তাহার মধ্যে (৬) বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন যে সমাধি তাহাতে বিক্ষেপসংস্কারসকল উপসর্জন বা অপ্রধান ভাবে থাকে (৭), তাহা যোগপক্ষে বর্তায় না (৮) কিন্তু যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়া সদ্ভূত অর্থকে (৯) প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপিত করে, অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে (১০), কর্মবন্ধনকে বা পূর্ব-সংস্কার-পাশকে শ্লথ করে (১১) এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখ করে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ (১২) বলা যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতা-নুগত। ইহাদের বিষয় অগ্রে আমরা সম্যক্‌রূপে প্রবেদন করিব বা বলিব। সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহা অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১ম সূত্র (১)। যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতো'নেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাশির্বিষম-বিষধরো'নেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞান-প্রসূতির্ভুজগ-পরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্
দেবো'হীশঃ স বো'ব্যাৎ সিতবিমল-তনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ ॥

জগতের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য যিনি নিজের আদ্যরূপ ত্যাগ করিয়া বহুধা অবতীর্ণ হন, যাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বিষম বিষধর, বহুবক্ত্র, সুভোগী ও সর্বজ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ, ভুজঙ্গ-সন্দর্ভ যাঁহাকে নিত্য প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে, সেই শ্বেতবিমলতনু, যোগদাতা ও যোগযুক্ত অহীশ (নাগপতি) দেব তোমাদিগকে পালন করুন।

* সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে যতি না করিয়া পদসকল পৃথক্ রাখা হইয়াছে। লুপ্ত 'অ'-কারের স্থলে ' চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই শ্লোক ভাষ্যের কোন কোন পাঠে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ইহা বাচস্পতির পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ ছন্দের শ্লোক ভাষ্যের ন্যায় প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(২) শিষ্টস্য শাসনম্ = অনুশাসন। এই সকল সূত্রে প্রতিপাদিত যোগবিদ্যা হিরণ্যগর্ভ ও প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সূত্রকারের মনোভাবিত শাস্ত্র নহে।

যোগশাস্ত্র যে কেবল দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র মাত্র নহে, কিন্তু মূলে যে ইহা প্রত্যক্ষকারী পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার যুক্তিপ্রণালী এইরূপ — চিৎ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান অধুনা আমাদের নিকট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ অনুমানের জন্য প্রথমতঃ সেই বিষয়ক প্রতিজ্ঞার বা প্রমেয় বিষয়ের নির্দেশের আবশ্যক। কারণ অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রথমে কোন পরিচয় না থাকিলে তাহাতে অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চিতিশক্তি প্রভৃতির নিশ্চয়জ্ঞান অস্মদাদির পরম্পরাগত শিক্ষাপ্রণালী হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি আদি শিক্ষক, যাঁহার আর অন্য শিক্ষক ছিল না তাঁহার দ্বারা কিরূপে ঐ অতীন্দ্রিয় বিষয়সকল প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সেই আদি শিক্ষক অবশ্যই সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলের উপলব্ধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে সাংখ্যীয় দৃষ্টান্ত যথা "ইতরথা অন্ধপরম্পরা" (৩।৮১ সাংখ্য সূ.) অর্থাৎ যদি মুক্তিশাস্ত্র জীবন্মুক্ত বা চরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বারা প্রথমে উপদিষ্ট না হইত, তাহা হইলে অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইবে। অন্ধপরম্পরাগত উপদেশে যেমন রূপবিষয়ক কিছু থাকিতে পারে না, সেইরূপ অসাক্ষাৎকারীদের উপদেশে কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানসাধ্য উপদেশ থাকিতে পারে না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিৎ, মুক্তি প্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়ত্ব-হেতু হয় শিক্ষণীয়, নয় সাক্ষাৎকরণীয়। আদি শিক্ষকের তাহা শিক্ষণীয় হইতে পারে না, সুতরাং আদি উপদেষ্টার তাহা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান।

ঐ সকল বিষয় যে কাল্পনিক বা প্রবঞ্চনা নহে, তাহা অনুমানপ্রমাণদ্বারা নিশ্চিত হয়। আদিম প্রবক্তৃগণের প্রতিজ্ঞাত বিষয়সকল অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্যই দর্শনশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা তু সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রোতব্য, উপপত্তির দ্বারা মন্তব্য, মননানন্তর সতত ধ্যান করা কর্তব্য, ইহারা (শ্রবণ, মনন, ধ্যান) দর্শন বা সাক্ষাৎকারের হেতু, এতন্মধ্যে শ্রুতার্থের মননের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও এই কথা বলিয়াছেন যথা, "তথা শ্রুত্যা মননার্থমুপদেষ্টুম্" ইত্যাদি। মহাভারতেও বলেন, "সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্"।

১। (৩) 'অথ' শব্দের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে যোগানুশাসনই এই সূত্রের দ্বারা অধিকৃত বা আরব্ধ করা হইয়াছে।

১। (৪) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা, 'প্রাণাপান-সমাযোগ' প্রভৃতি যোগ-শব্দের অনেক পারিভাষিক, যৌগিক ও রূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে যোগ অর্থে সমাধি তাহার অর্থ ২য় সূত্রোক্ত লক্ষণের দ্বারা স্ফুট হইবে।

১ (৫) চিত্তের ভূমিকা অর্থে চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিকের মত অবস্থা। চিত্তভূমি পঞ্চ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে যে-চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত

অস্থির, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তার জন্য যে-পরিমাণ স্থৈর্য্যের ও ধীশক্তির প্রয়োজন তাহা যে-চিত্তের নাই, সুতরাং যে-চিত্তের নিকট তত্ত্বসকলের সত্তা অচিন্ত্য বোধ হয়, সেই চিত্ত ক্ষিপ্ত-ভূমিক। প্রবল হিংসাদি প্রবৃত্তির বশে কখনও কখনও ইহাতে সমাধি হইতে পারে। মহা-ভারতের আখ্যায়িকার জয়দ্রথ ইহার দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবদের নিকট পরাভূত হইয়া প্রবল দ্বেষ-বশতঃ সে শিবে সমাহিতচিত্ত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

মূঢ়ভূমি দ্বিতীয়। যে চিত্ত কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে মুগ্ধ হওয়াহেতু তত্ত্বচিন্তার অযোগ্য তাহা মূঢ়ভূমিক চিত্ত। ক্ষিপ্ত অপেক্ষা ইহা মোহকর বিষয়ে সহজে সমাহিত হয় বলিয়া ইহা দ্বিতীয়। দারা-দ্রবিণাদির অনুরাগে লোকে তত্তদ্বিষয়ে ধ্যানশীল হয়, এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা মূঢ়চিত্তে সমাহিততার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় ভূমি, বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট। অধিকাংশ সাধকেরই চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। যে অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত সময়ে সময়ে স্থির হয় ও সময়ে সময়ে চঞ্চল হয় তাহা বিক্ষিপ্ত। সাময়িক স্থৈর্য্যহেতু বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত তত্ত্বসকলের শ্রবণমননাদি-পূর্ব্বক স্বরূপাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। মেধা ও সৎপ্রবৃত্তিসকলের ন্যূনাধিক্যানুসারে বিক্ষিপ্তচিত্ত-মনুষ্যগণের অসংখ্য ভেদ আছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমাধি হইতে পারে কিন্তু উহা সর্ব্ব-কালস্থায়ী হয় না, কারণ ঐ ভূমির প্রকৃতি সাময়িক স্থৈর্য্য ও সাময়িক অস্থৈর্য্য।

একাগ্র ভূমিকা চতুর্থ। এক অগ্র বা অবলম্বন যে চিত্তের তাহা একাগ্র চিত্ত। সূত্রকার বলিয়াছেন "শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ" (৩।১২ সূত্র) অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে যদি তাহার পরে ঠিক তৎসদৃশ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রচিত্ত বলে। এরূপ একাগ্রতা যখন চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, যখন অহোরাত্রের অধিকাংশ সময়ে চিত্ত একাগ্র থাকে, এমন কি স্বপ্না-বস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয়*, তখন তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা যায়। একাগ্র ভূমিকা আয়ত্ত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। সেই সমাধিই প্রকৃত যোগ বা কৈবল্যের সাধক হয়। শ্রুতি বলেন "যো হৈনং পাপ্মা মায়য়া স্পৃশতি ন হৈনং সো তিরতি" (শতপথ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অজ্ঞাতে বা অবশভাবে যে পাপ মনে আসে সেইরূপ পাপও এতাদৃশ জ্ঞান-বান্‌কে অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবান্‌কে অভিভূত করিতে পারে না।

পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধভূমি। ইহা শেষ অবস্থা। নিরোধ সমাধির (১।১৮ সূত্র) অভ্যাসদ্বারা যখন চিত্তের অধিককালস্থায়ী নিরোধ আয়ত্ত হয়, তখন সেই চিত্তাবস্থাকে নিরোধ-ভূমি বলে। নিরোধভূমির দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয়।

যত প্রকার জীব আছে তাহাদের সকলের চিত্তই মূলতঃ এই পঞ্চ অবস্থায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূমির সমাধি মুক্তিপক্ষে উপাদেয় এবং কোন্ ভূমির সমাধি অনুপাদেয় তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১। (৬) তাহার মধ্যে = ভূমিকা সকলের মধ্যে ক্ষিপ্তভূমিক ও মূঢ়ভূমিক চিত্তে যে ক্রোধ, লোভ ও মোহ আদি হইতে কোন কোন স্থলে সমাধি হইতে পারে সেই সমাধি কৈবল্যের সাধক হয় না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তেও ঐরূপ কৈবল্য হয় না

* জাগ্রতের সংস্কার হইতে স্বপ্ন হয়। জাগ্রৎ কালে যদি অত্যধিক কাল সমস্ত চিত্ত একাগ্র থাকে তবে স্বপ্নও সেইরূপ হইবে। একাগ্রতার লক্ষণ স্মৃত্যা স্মৃতি, অথবা সর্ব্বদাই আত্মস্মৃতি। উহার সংস্কারে স্বপ্নেও আত্মবিস্মরণ হয় না, কেবল শারীরিক স্বভাবে ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকে।

১। (৭) যে ব্যক্তির চিত্তকে সময়ে সময়ে সমাহিত করিতে পারা যায়, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হইয়াছে। যে সময়ে ধৈর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে অধৈর্য্য অভিভূত হইয়া থাকে। বিক্ষেপের সেই অভিভূতভাবে থাকার নাম উপসর্জনভাবে বা অপ্রধানভাবে থাকা। পুরাণাদিতে যে অনেকানেক সমাহিতচিত্ত ঋষির অপ্সরাদি-কর্তৃক ভ্রংশ বর্ণিত আছে, তাহা এই প্রকার উপসর্জনীভূত বিক্ষেপের দ্বারা সংঘটিত হয়।

১। (৮) যোগপক্ষে = কৈবল্যপক্ষে। সমাধিভঙ্গে পুনর্বার বিক্ষেপসকল উঠে বলিয়া সমাধিজ প্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যতদিন-না সেই সকল বিক্ষেপ দূরীভূত হইয়া চিত্তে সর্বকালীন ঐকাগ্র্য জন্মায়, ততদিন তাহা কৈবল্যের সাধক হইতে পারে না।

১। (৯-১২) যে যোগের দ্বারা বুদ্ধি হইতে ভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বসকলের সম্যক্ সর্ব্বতোমুখী ও প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে জ্ঞান হয়, যে জ্ঞানের পর আর সেই বিষয়ের কিছু অজ্ঞাত থাকে না তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। একাগ্রভূমিক সমাধি হইলেই প্রকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। একাগ্র-ভূমিতে চিত্তকে অনায়াসে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ কোন পর্য্যায়ে সংলগ্ন রাখিতে পারা যায়। পদার্থের যাহা সত্যজ্ঞান তাহা সর্ব্বদা চিত্তে রাখাই মানবমাত্রের অভীষ্ট হইবে। কারণ, সত্য-জ্ঞান চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে কেহ মিথ্যা-জ্ঞান চায় না। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সাময়িক সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেও বিক্ষেপাভিভবে তাহা থাকে না, সুতরাং একাগ্রভূমিক চিত্তেই সাত্ত্বিক সমাধি-প্রজ্ঞা হইতে পারে। যে জ্ঞান সদাস্থায়ী (অর্থাৎ যাবদ্‌বুদ্ধি স্থায়ী) এবং যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর জ্ঞান হয় না, ও যাহা বিপর্য্যস্ত হয় না তাহাই চরম সত্য-জ্ঞান। সেই সত্য-জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় সদ্ভূত বিষয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন একাগ্রভূমিক সমাধি হইতে সদ্ভূত অর্থ প্রকাশিত হয়। ঐ কারণে তখন যে ক্লেশবৃত্তিকে এবং কর্ম্মকে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করা যায়, তাহার ত্যাগ সর্বকালীন হয়। সুতরাং এই অবস্থায় ক্লেশসকল ক্ষীণ হয় এবং কর্ম্মবন্ধনসকল শ্লথ হয়। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর চরম জ্ঞান হইলে পর-বৈরাগ্যপূর্ব্বক যখন জ্ঞানবৃত্তিকেও নিরালম্ব করিয়া লীন করা যায়, তখন তাহাকে নিরোধ-সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে পদার্থের চরম জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে থাকে বলিয়া এই যোগ নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে।

সদ্ভূত অর্থকে (বাস্তব বিষয়কে) প্রকাশ করা, ক্লেশগণকে ক্ষীণ করা, কর্ম্মবন্ধনকে শ্লথ করা এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখীন করা একাগ্রভূমিক সমাধির এই কার্য্যচতুষ্টয় কিরূপে হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সমাধির দ্বারা ভূতের স্বরূপ বা তন্মাত্রের জ্ঞান হয় (১।৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহশূন্য অর্থাৎ যে যোগী তন্মাত্র সাক্ষাৎ করেন তিনি তন্মাত্র (বাহ্য জগৎ) হইতে সুখী, দুঃখী অথবা মূঢ় হন না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে সমাধিকালে ঐরূপ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু যখন অভিভূতবিক্ষেপ পুনরুত্থিত হয়, তখন সেই চিত্ত পুনর্বার সুখী, দুঃখী ও মূঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তে সেরূপ হয় না, তাহাতে সেই সমাধিপ্রজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমাধির দ্বারা পদার্থের প্রজ্ঞান হইতে পারে বটে কিন্তু একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান বা সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞান সাত্ত্বিক হয়। ক্লেশাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে কর ধনবিষয়ে রাগ আছে, তদ্বিষয়ক বিরাগ-ভাবে সমাহিত হইলে সেই কালে হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে যেন সেই রাগ দূরীভূত হয়, একাগ্র-ভূমিক চিত্ত হইলে সেই বৈরাগ্য চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাগাদির ক্ষয়ে তজ্জনিত কর্ম্মও একে একে সর্বকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপে নিরোধাবস্থা অভিমুখ হয়।

সম্প্রজ্ঞাত যোগকে শুধু সমাধি বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। সমাধিযুক্ত চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে।

ভাষ্যম্। তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টমৈশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ, সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্, অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিতি। অতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি, তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিংচিৎ সম্প্রজ্ঞায়ত ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উক্ত দ্বিবিধ যোগের লক্ষণ বলিবার ইচ্ছায় এই সূত্র প্রণয়িত হইতেছে—

২। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ (১) ॥ সূ

সূত্রে 'সর্ব্ব' শব্দ গ্রহণ না করাতে (অর্থাৎ "সর্ব্ব চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ" এরূপ না বলিয়া কেবল "চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ" এরূপ বলাতে) সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হইয়াছে। প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব প্রবৃত্তিশীলত্ব ও স্থিতিশীলত্ব এই ত্রিবিধ স্বভাবহেতু চিত্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক (২)। প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্ব (৩) রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সংসৃষ্ট হইলে তাদৃশ চিত্তের ঐশ্বর্য্য ও বিষয়সকল প্রিয় হয়। সেই চিত্ত তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সকল তামসগুণে উপগত হয় (৪)। প্রক্ষীণমোহাবরণযুক্ত হইয়া (গৃহীতা গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের) সর্ব্বতোরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে, রজোমাত্রার দ্বারা অনুবিদ্ধ (৫) সেই চিত্তসত্ত্ব ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে উপগত হয়। যখন লেশমাত্র রজোগুণের অস্থৈর্য্যরূপ মলও অপগত হয় তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (৬), কেবলমাত্র বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-যুক্ত, ধর্ম্মমেঘ-ধ্যানোপগত হয়। ইহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলিয়া থাকেন। চিতিশক্তি অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা, দর্শিত-বিষয়া, শুদ্ধা এবং অনন্তা (৭); আর এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা (৮) সেইহেতু চিতিশক্তির বিপরীত। এইজন্য বিবেকখ্যাতিরও সমলত্বহেতু বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগযুক্ত চিত্ত সেই খ্যাতিকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই অবস্থায় চিত্ত সংস্কারোপগত থাকে। তাহাই নির্বীজ সমাধি, তাহাতে কোন প্রকার সম্প্রজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত (৯)। অতএব চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ দ্বিবিধ হইল।

টীকা। ২। (১) চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। মোক্ষধর্ম্মে আছে "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্" সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই, যোগের তুল্য বল নাই। বৃত্তির নিরোধ কিরূপে মানসিক বল হইতে পারে তাহা দেখান যাইতেছে।

বৃত্তিনিরোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অথবা অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। স্থৈর্যের ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদানুসারে যোগের অনেক অবান্তর ভেদ আছে। বিষয় শুধু বাহ্যবস্তু বা শব্দাদি নহে, কিন্তু মানসিক ভাবও ধ্যেয় বিষয় হইতে পারে। যখন চিত্তে স্থৈর্যশক্তি জন্মায়, তখন যে-কোন একটি মনোবৃত্তি চিত্তে স্থির রাখা যায়। এখন বিবেচনা কর, আমাদের যে দুর্বলতা তাহা কেবল মনে সদিচ্ছা স্থির রাখিতে না পারা মাত্র; কিন্তু বৃত্তিস্থৈর্য হইলে সদিচ্ছাসকল মনে স্থির রাখা যাইবে, সুতরাং সেই পুরুষ মানসিক বল-সম্পন্ন হইবেন। সেই স্থৈর্যের যত বৃদ্ধি হইবে মানসিক বলেরও তত বৃদ্ধি হইবে। স্থৈর্যের চরম সীমার নাম সমাধি বা আত্মহারার ন্যায় অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা। শ্রুতি ও দার্শনিক যুক্তির দ্বারা দুঃখের কারণ ও শাশ্বতী শান্তির উপায় বুঝিলেও আমরা কেবল মানসিক দুর্বলতাহেতু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। তৈত্তিরীয় শ্রুতির উপদেশ আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে পুরুষ কিছু হইতে ভীত হন না। ইহা জানিয়া এবং ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা জানিয়াও কেবল মানসিক দুর্বলতাহেতু আমরা তদনুযায়ী ভীতিশূন্য হইতে পারি না। কিন্তু যাঁহার সমাধিবল লাভ হয় সেই বলী ও বশী পুরুষ সর্বাভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া ত্রিতাপমুক্ত হইতে পারেন। এই জন্য শাস্ত্র বলেন "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচয়োঽচিরাৎ॥" (বিষ্ণুপুরাণ, ৭ম অংশ)। সমাধিসিদ্ধি হইলে সেই জন্মেই মুক্তি হইতে পারে। শ্রুতিতেও তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ ও মননের পর নিদিধ্যাসন (ধ্যান বা সমাধি) অভ্যাস করিতে উপদেশ আছে। শ্রুতি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সমাধি অভ্যাস না করিলে কেহ মুক্ত হইতে পারেন না। মুক্তি সমাধিবললভ্য পরম ধর্ম। শ্রুতিতে আছে "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠ)। শাস্ত্রে আছে "অয়ং তু পরমো ধর্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন তাহাই পরম (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম। ধর্মের ফল সুখ, আত্মদর্শন বা মুক্তাবস্থায় দুঃখনিবৃত্তি বা ইহার পরাকাষ্ঠারূপ শান্তিলাভ হয় বলিয়া, আত্মদর্শন পরম-ধর্ম।

পৃথিবীতে যাঁহারা মোক্ষধর্মাচরণ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই সেই পরমধর্মের কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস করিতেছেন। ঈশ্বরোপাসনার প্রধান ফল চিত্তস্থৈর্য, দানাদির ও সদ্ব্যবহারাদি কর্ম সমূহের ফলও পরম্পরা সম্বন্ধে চিত্তস্থৈর্য। অতএব পৃথিবীর সমস্ত সাধক জানিয়া হউক, বা না জানিয়া হউক, উক্ত সার্বজনীন চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ পরম-ধর্মের কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস করিতেছেন।

২। (২) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন শব্দের বিশেষ বিবরণ ২।১৮ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার ক্রমশঃ চিত্তের কি কি গুণের প্রাবল্য এবং তজ্জন্য চিত্তের কি কি বিষয় প্রিয় হয়, তাহা দেখাইতেছেন।

২। (৩-৪) চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে চিত্ত চাঞ্চল্য ও আবরণ-হেতু প্রত্যাহারে ধ্যানপ্রবণ না হয় সেই চিত্ত ঐশ্বর্য ও শব্দাদি বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। তাদৃশ ক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত আত্মজ্ঞানে ও বিষয়-বৈরাগ্যে সুখী হয় না, পরন্তু তাহা কল্পনারূপে ঐশ্বর্য বা ইচ্ছার অনভিঘাতে (অর্থাৎ কামনাসিদ্ধিতে) এবং শব্দাদি বিষয় গ্রহণ হইতে সুখী হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিদের (তাঁহারা সাধক হইলে) অণিমাদির, অথবা (অসাধকের)

লৌকিক ঐশ্বর্য্যের কামনা মনে প্রবলভাবে উঠে এবং তাহারা পারমার্থিক ও লৌকিক বিষয়-সকলের উপদেশ, শিক্ষা ও আলোচনাদি করিয়া সুখ পায়। উত্তরোত্তর যত তাহাদের সত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ও ইতর গুণের অভিভব হইতে থাকে, ততই তাহারা বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া আভ্যন্তর ভাবে স্থিতিলাভ করিয়া সুখী হয়। বিক্ষিপ্ত-ভূমিকেরা প্রকৃত নিবৃত্তি বা শান্তি চাহে না কিন্তু শক্তির উৎকর্ষমাত্র চাহে।

যে চিত্তে প্রবল তমোগুণের দ্বারা চিত্তসত্ত্ব অভিভূত, তাদৃশ চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা (মূঢ়ভূমিক) বাহুল্যরূপে অধর্মের অর্থাৎ যে কর্মের ফল অধিক পরিমাণে দুঃখ ('কর্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য) তাহার আচরণশীল হয়, এবং তাহারা অজ্ঞানী বা বিপরীত (পরমার্থের বিরোধী) -জ্ঞান-যুক্ত হয়। আর তাহারা বাহ্য বিষয়ের প্রবল অনুরাগী হয় এবং প্রধানতঃ লোভবশে এরূপ আচরণ করে যাহার ফল অনৈশ্বর্য্য বা ইচ্ছার অপ্রাপ্তি।

২। (৫) রজোগুণের কার্য্য চাঞ্চল্য অর্থাৎ এক ভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি। প্রক্ষীণ-মোহ চিত্তের গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ বিষয়সকলের খ্যাতি হইতে থাকে বলিয়া সেই চিত্তেও কতক পরিমাণ চাঞ্চল্য থাকে অর্থাৎ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ সাধনে অভিরত থাকারূপ চাঞ্চল্য থাকে।

২। (৬) রজোগুণরূপ মলের লেশমাত্রও অপগত হইলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ (যদপেক্ষা আর অধিকতর বিকাশ হইতে পারে না) হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক-প্রকাশগুণবিশিষ্ট হয়। যেমন অগ্নিবশে বিশুদ্ধ কাঞ্চন, মলজনিত বৈরূপ্য ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করে, তদ্বৎ। কিন্তু তাহা পুরুষস্বরূপে বা পুরুষ-বিষয়ক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক সমাপত্তি বলে। তাদৃশ চিত্ত বিবেকখ্যাতিতে বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতার উপলব্ধিমাত্রে রত হয়। যখন সেই বিবেকখ্যাতি 'সর্বথা' হয় অর্থাৎ যখন বিবেকখ্যাতির বাধাকর যে সর্বজ্ঞতা ও সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাতে বিরাগযুক্ত হইয়া অবিপ্লবা হয়, তখন তাহাকে ধর্মমেঘ সমাধি বলা হয়। (৪।২৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পরম প্রসংখ্যান অর্থে পুরুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বা বিবেকখ্যাতি। তাহাই ধ্যায়ীদের সম্যক্ নিরোধোপায়। ধর্মমেঘের দ্বারা ক্লেশের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় বলিয়া, এবং তদবস্থায় সার্বজ্ঞ্যাদি বিবেকজসিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হয় বলিয়া তাহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন।

২। (৭) চিতিশক্তির পাঁচটি বিশেষণ যথা —শুদ্ধা অনন্তা অপরিণামিনী অপ্রতি-সংক্রমা ও দর্শিত-বিষয়া। দর্শিত-বিষয়া —বিষয়সকল যাহার নিকট বুদ্ধির দ্বারা দর্শিত হয়। অর্থাৎ যাহার সত্তায় বুদ্ধি চেতনাবতী হইলে বুদ্ধিস্থ বিষয়সকলের প্রতিসংবেদন হয়। বিষয়সকল প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ শক্তি (পারিভাষিক শব্দার্থ দ্রষ্টব্য) যে কিছু ক্রিয়াশালিনী বা বিকৃতা হন তাহা নহে, এই হেতু বলিয়াছেন 'অপ্রতিসংক্রমা' অর্থাৎ প্রতিসংক্রম- (=সঞ্চার। কার্য্যে বা বিষয়ে সঞ্চার হওয়া) শূন্যা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া ও নির্লিপ্তা। অপরিণামিনী অর্থে বিকারশূন্যা। শুদ্ধা অর্থে সাত্ত্বিক প্রকাশের ন্যায় আবরণশীল ও চলনশীল নহে, কিন্তু সেই চিতিশক্তি পূর্ণ স্বপ্রকাশ। অনন্তা অর্থে পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য অবয়বের সমষ্টিরূপ যে অনন্ত তাহা চিতিতে কল্পনীয় নহে, কিন্তু 'অন্ত' পদার্থ তাঁহার সহিত সংযোজ্যই নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। (৮) বিবেকবুদ্ধি সত্ত্বগুণ-প্রধানা। প্রকাশকের যোগে যে প্রকাশ হয় এবং যাহা নিত্যসহচর রজস্তমোগুণের দ্বারা অল্পাধিক আবরিত ও চঞ্চল, তাহাই সাত্ত্বিক প্রকাশ বা বুদ্ধির প্রকাশ। এই হেতু বুদ্ধির প্রকাশ্য বিষয় (শব্দাদি ও বিবেক) পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বর।

সুতরাং স্বপ্রকাশ চিতিশক্তি হইতে বুদ্ধি বিপরীত। সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া পরে নিরোধ সমাধির দ্বারা চৈতন্যমাত্রাধিগম হইলে সেই বুদ্ধি ও চৈতন্যের যে পৃথক্ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বলে (২।২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেই বিবেকখ্যাতির দ্বারা পরবৈরাগ্য-পূর্বক চিত্তনিরোধ সাধিত হইলে তাহাকে কৈবল্যাবস্থা বলা যায়।

২। (৯) সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হইয়া পরবৈরাগ্যবশতঃ তাহাও (সম্প্রজ্ঞানও) নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ঐ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত হইতে পারে না।

ভাষ্যম্। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাদ্‌বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তির্যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত তাদৃশ নিরোধাবস্থাপন্ন হইলে, তখন বিষয়াভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধিবোধাত্মক (১) পুরুষ কি স্বভাব হন ?—

৩। সেই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়॥ সূ

সেই সময়ে চিতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকেন। যেরূপ কৈবল্যাবস্থায় থাকেন ইহাতেও সেইরূপ থাকেন (২)। চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থায় চিতিশক্তি (পরমার্থতঃ) তাদৃশ (স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ) হইলেও (ব্যবহারতঃ) তাদৃশ হন না। (কেন? তাহা নিম্নসূত্রে উক্ত হইয়াছে)।

টীকা। ৩। (১) বুদ্ধিবোধাত্মক—বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির বোদ্ধা বা সাক্ষিস্বরূপ। প্রধান বুদ্ধি—অহম্প্রত্যয়।

৩। (২) এই অবস্থার মত বৃত্তির সম্যক্ নিরুদ্ধাবস্থাই কৈবল্য। নিরোধ সমাধি চিত্তের লয়, আর কৈবল্য প্রলয়। দ্রষ্টার ‘স্বরূপস্থিতি’ ও বৃত্তি-সারূপ্যরূপ ‘অস্বরূপস্থিতি’ বহির্দৃষ্টি হইতেই বলা হয়, উহা কথার কথা বা প্রতীতিমাত্র। (নিরোধ সম্বন্ধে ১।১৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। কথং তর্হি? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ, তথা চ সূত্রম্ "একমেব দর্শনম্, খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কেন ?—দর্শিতবিষয়ত্বই ইহার কারণ (১)।

৪। অপর (বিক্ষেপ) অবস্থায় বৃত্তির সহিত (পুরুষের) সারূপ্য (প্রতীতি) হয়। সূ

ব্যুত্থানাবস্থায় যে সকল চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তাহাদের সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্য্যের) সূত্র প্রমাণ, যথা—"একই দর্শন, খ্যাতিই দর্শন" (২) অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে "খ্যাতি বা বুদ্ধিবৃত্তিই দর্শন"। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত দর্শন (বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পৌরুষেয় চৈতন্য) একাকার বলিয়া প্রতীত হয়। চিত্ত অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৩), দৃশ্যত্ব গুণের দ্বারা ইহা স্বামী পুরুষের 'স্ব'-স্বরূপ হয় (৪)। সেইহেতু পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগই চিত্তবৃত্তির উপদর্শন-বিষয়ে কারণ (৫)।

টীকা। ৪। (১) দর্শিতবিষয়ত্ব পূর্ব্বে (১।২) উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও পুরুষের একপ্রত্যয়গতত্বহেতু অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হইতে চিৎস্বভাব পুরুষের দ্বারা বুদ্ধ্যারূঢ় (বুদ্ধিতে আরোপিত) বিষয়সকল প্রকাশিত হয়। তদ্রূপে বৌদ্ধ বিষয়-প্রকাশের হেতুস্বরূপ হওয়াতে, পুরুষ যেন বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হন।

৪। (২) পঞ্চশিখাচার্য্য একজন অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য। কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চশিখাচার্য্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রথমে সূত্রিত করিয়া যান। তাঁহার যে কয়েকটি প্রবচন ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় উক্তির পোষকতা করিয়াছেন, তাহারা এক একটি অমূল্য রত্নস্বরূপ। যে গ্রন্থ হইতে ভাষ্যকার এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চশিখ সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে,—"সর্ব্বসন্ন্যাসধর্ম্মাণাং তত্ত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে। সুপর্য্যবসিতার্থশ্চ নির্দ্বন্দ্বো নষ্টসংশয়ঃ॥ ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং নৃষু। শাশ্বতং সুখমত্যন্তমন্বিচ্ছন্ স সুদুর্লভম্॥ যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্। স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্॥" ইত্যাদি (মোক্ষধর্ম্মে)। পঞ্চশিখবাক্যের 'দর্শন' শব্দের অর্থ চৈতন্য, এবং 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধ প্রকাশ।

৪। (৩) বিজ্ঞানভিক্ষু এই দৃষ্টান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—'যেমন অয়স্কান্ত মণি নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া (আকর্ষণ করিয়া) লৌহশল্য নিষ্কর্ষণরূপ উপকার করে এবং তদ্দ্বারা ভোগসাধনত্বহেতু নিজ স্বামীর 'স্ব'-স্বরূপ হয়, সেইরূপ চিত্ত বিষয়রূপ লৌহসকলকে নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া, দৃশ্যত্বরূপ উপকার করণপূর্ব্বক স্বীয় স্বামী পুরুষের ভোগসাধকত্ব-হেতু 'স্ব'-স্বরূপ হয়।"

৪। (৪) "আমি দেখিতেছি" "আমি শুনিব" "আমি সংকল্প করি" "আমি বিকল্প করি" ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে "আমি" এই ভাব সাধারণ। এই আমিত্বের দ্বারা জ্ঞ-স্বরূপ মৌলিক লক্ষ্য তাহাই দ্রষ্টৃপুরুষ। দ্রষ্টৃপুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ। দ্রষ্টৃ-চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্তের ন্যায় হইয়া বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ করে। যাহা প্রকাশ হয় বা আমরা জ্ঞাত হই তাহা দৃশ্য। রূপ-রসাদিরা যাহা দৃশ্য। চিত্তের দ্বারা উহাদের জ্ঞান হয়। বিষয়-জ্ঞানে "আমি" জ্ঞাতা বা গ্রহীতা, চিত্ত (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জ্ঞানকরণ বা দর্শন-শক্তি এবং বিষয়-সকল দৃশ্য বা জ্ঞেয়। সাধারণতঃ অনুব্যবসায় দ্বারা আমাদের চিত্ত-বিষয়ক জ্ঞান হয়। তজ্জন্য আমরা চিত্তের জ্ঞানবৃত্তিকে উদয়কালে অনুভবপূর্ব্বক পরে স্মরণের দ্বারা তাহার পুনরনুভব করিয়া বিচারাদি করি। চিত্ত বিষয়-জ্ঞান সম্বন্ধে যদিও দ্রষ্টার করণস্বরূপ হয়, তথাপি অবস্থা-ভেদে তাহা আবার দৃশ্যস্বরূপ হয়। চিত্তের বা মনের উপাদান অস্মিতাখ্য অভিমান। চিত্ত-গত বিষয়-জ্ঞান সেই অভিমানের বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকৃতিমাত্র। যখন চিত্তকে স্থির

করিবার সামর্থ্য হয়, তখন অহংকার বা অভিমানকে সাক্ষাৎ করা যায়। শুদ্ধ পরিণম্যমান অহংকারভাবে অবস্থান করিলে তাহার বিকৃতি-স্বরূপ ঐন্দ্রিয় বিষয়-জ্ঞান যে পৃথক্ তাহা বুঝা যায়। তখন বিষয় প্রত্যক্ষকারী চিত্ত (বিষয়াকার চিত্তবৃত্তিসকল) দৃশ্য হইল, এবং অহংকার বা শুদ্ধ অভিমান দর্শনশক্তি বা করণ-স্বরূপ হইল। পুনশ্চ অভিমানকে সংস্কৃত করিয়া যখন শুদ্ধ "অস্মি"-ভাবে অবস্থান (সাস্মিত ধ্যান) করা যায়, তখন অভিমানাত্মক অহংকার যে পৃথক্ বা দৃশ্য তাহা বুঝা যায়। শুদ্ধ অহং-ভাব বা বুদ্ধি তখন জ্ঞানকরণ-স্বরূপ হয়। সেই বুদ্ধি বিকারশীলা সত্তা ইত্যাদি তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্তা-নিশ্চয় হয়, তখন সেই বিবেক জ্ঞান পুরুষের সত্তাকেই খ্যাপিত করিতে থাকে। সেই বিবেক-জ্ঞানও যখন সমাপ্ত হইয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা বিলয়-ভাবে লীন হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃভাবের অস্মিতারূপ পরিচ্ছেদও যখন না থাকে তখন দ্রষ্টা পুরুষকে কেবল বা স্বরূপস্থ বলা যায়। বুদ্ধি যে অবস্থায় প্রত্যুদ্ভূত হয় বলিয়া তাহাও দৃশ্য। এইরূপে আবুদ্ধি সমস্তই দৃশ্য। যাহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে তাহা দৃশ্য। আর যাহার বোধের জন্য অন্য বোধয়িতার অপেক্ষা নাই, তাহা স্বয় প্রকাশ চিৎ। দ্রষ্টৃপুরুষ স্বয়ংপ্রকাশ এবং বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য বা প্রকাশ্য। তাহারা পৌরুষেয় চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্তবৎ মাত্র হয়। ইহাই দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যের দ্রষ্টা দৃশি-স্বরূপ এবং দৃশ্য 'দৃ'-স্বরূপ। বুদ্ধ্যাদির সাক্ষাৎকার যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

৪। (ক) দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-স্বভাবত সমস্ত চিত্তবৃত্তির দর্শনের বা পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবেদনের হেতু অবিদ্যাকৃত অনাদি-সংযোগ (২।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ক্লেশহেতুকাঃ কর্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যো-ঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি। এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ততে। তদেবংভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই নিরোদ্ধব্য বৃত্তিসকল বহু হইলেও চিত্তের—

৫। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকার ॥ সূ

(ক্লিষ্টাক্লিষ্টরূপ নিরোদ্ধব্য চিত্তের বৃত্তিসকল বহু হইলেও পঞ্চভাগে বিভাজ্য)। অবিদ্যাদিক্লেশ-মূলিকা (১), কর্মসংস্কারসমূহের ক্ষেত্রীভূতা (২) বৃত্তিসকল ক্লিষ্টাবৃত্তি। বিবেক-জ্ঞানবিষয়া, গুণাধিকার-বিরোধিনী (৩) বৃত্তিসকল অক্লিষ্টাবৃত্তি। ক্লিষ্টাবৃত্তির প্রবাহপতিতা (৪) বৃত্তিসকলও অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট ছিদ্রেও (৫) অক্লিষ্টাবৃত্তি এবং অক্লিষ্ট ছিদ্রেও ক্লিষ্টাবৃত্তি উৎপন্ন হয়। (ক্লিষ্টা বা অক্লিষ্টা)-বৃত্তির দ্বারা সেই সেই জাতীয় সংস্কার

বিবেকের এবং বিবেকের সাধক জ্ঞানসহ যাবতাবাদির স্মৃতি অক্লিষ্টা স্মৃতি, অন্যা ক্লিষ্টা স্মৃতি। বিবেকাভ্যাস এবং তদনুকূল জ্ঞানসহ আত্মস্মৃত্যাদির অভ্যাসের বা সংস্কারের দ্বারা ক্ষীয়মাণ নিদ্রা অর্থাৎ যে নিদ্রার পূর্বে ও পরে আত্মস্মৃতি থাকে এবং যাহা আত্মস্মৃতির দ্বারা ক্ষীণ হইতেছে বা যাহা সাধনাবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক তাহাই অক্লিষ্টা নিদ্রা, এবং সাধারণ নিদ্রা ক্লিষ্টা নিদ্রা।

৫। (৭) 'সৎ'এর বিনাশ নাই বলিয়া দর্শনশাস্ত্র লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা যতদিন লৌকিক দৃষ্টি থাকিবে ততদিন সৎ-রূপে প্রতীত হইবে। প্রাকৃত পদার্থ মাত্রই বিকারশীল। তাহারা সর্বদা একরূপে 'সৎ' বা বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, যেমন 'মাটি আছে,' 'মাটি ঘট হইল'। ঘটাবস্থায় মাটি নষ্ট হইল না, তবে মাটি পূর্বের পিণ্ডরূপ ত্যাগ করিয়া ঘটরূপে 'বিদ্যমান' রহিল। এইরূপে লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমস্ত দ্রব্যই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকিতেছে। তাহাদের অভাব আমরা একেবারে চিন্তা করিতেই পারি না। এই যে বস্তুর রূপান্তরপরিণাম—তাহার মধ্যে যাহা পূর্বরূপে স্থিত রয়, তাহাকে উত্তর-রূপ-প্রাপ্ত বস্তুর অনুগামী কারণ বলা যায়। যেমন ঘটের অনুগামী কারণ মাটি। আর যখন স্বীয় কারণরূপে প্রত্যাবর্তন করে তাহাকে নাশ বলা যায়। সুতরাং নাশ অর্থে কারণে লীন থাকা। এই হেতু লৌকিক দৃষ্টিতে মুক্ত চিত্তকে নিজের মূল উপাদান অব্যক্তে লীন বলিয়া অনুমিতি হইবে। দুঃখজ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থাৎ পরমার্থ সিদ্ধ হইলে যখন ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার পুনরায় আর আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া চিত্ত প্রলীন বা অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়। চিত্ত তখন ত্রিগুণসাম্যরূপে থাকে, কেবল দুঃখকারণ প্রবৃত্তি সংযোগেরই অভাব হয়। [৪।৩৪ (২)]।

ধর্মমেঘধ্যানে চিত্তসত্ত্ব নিজের প্রকৃত-স্বরূপে অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণরূপে থাকে, আর কৈবল্যে গুণরূপে লীন হইয়া থাকে। রজস্তমোমলহীনা অর্থ রজস্তমোহীন নহে, কিন্তু বিবেকবিরোধী মলা মালিন্যহীন।

ভাষ্যম্। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ—

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকার, যথা—

৬। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি (১)॥ সূ

টীকা। ৬। (১) এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে, যখন নিদ্রা বৃত্তি বলিয়া গণিত হইল, তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নই বা কেন গণিত হইল না? আর সংকল্পাদি বৃত্তিই বা কেন উক্ত হইল না? তদুত্তরে বক্তব্য—জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান এবং তাহাতে বিকল্পাদিও থাকে, স্বপ্নাবস্থা তেমনি বিপর্যয়প্রধান, বিকল্প, স্মৃতি এবং প্রমাণও তাহাতে থাকে সুতরাং প্রমাণাদি বৃত্তি-চতুষ্টয়ের উল্লেখে উহারা উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং উহাদের নিরোধে জাগ্রদাদিরও নিরোধ হইবে বলিয়া ইহারা পৃথক্ উক্ত হয় নাই। সেইরূপ সংকল্প (কর্মের মানস) জ্ঞানবৃত্তিপূর্বক

উদিত ও তন্নিরোধে নিরুদ্ধ হয় বলিয়া উহাও উক্ত হয় নাই। কিন্তু পঞ্চ বিপর্য্যয়ের দ্বারা সংকল্পও সূচিত হইয়াছে, কারণ, রাগদ্বেষাদি-পূর্ব্বকই সংকল্পাদি হয়। ফলতঃ এস্থলে সূত্রকার মূল নিরোদ্ধব্য বৃত্তিসকলের উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য সুখদুঃখাদিরূপ বেদনা বা অবস্থাবৃত্তিসকলও এস্থলে সংগৃহীত হয় নাই। সুখদুঃখাদি পৃথগ্‌রূপে নিরোদ্ধব্য নহে, প্রমাণাদির নিরোধের দ্বারাই তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুও যোগসারসংগ্রহে বলিয়াছেন " ইচ্ছাকৃত্যাদিরূপবৃত্তীনাং চৈতদ্বৃত্ত্যবরোধেনৈব নিরোধো ভবতি।"

যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রত্যয় অর্থাৎ পরিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধ সকলকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রমাণ যথাভূত বোধ, বিপর্য্যয় অযথাভূত বোধ, বিকল্প প্রমাণবিপর্য্যয়-ব্যতিরিক্ত অবস্তু বিষয়ক বোধ, নিদ্রা জড়াবস্থার অস্ফুটবোধ ও স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের পুনর্বোধ। বোধপূর্ব্বক প্রবৃত্তি ও স্থিতি "বৃত্তি"-সকল হয় বলিয়া এবং বোধ সকল প্রকার বৃত্তির মধ্য বলিয়া বোধবৃত্তিসকলের নিরোধে সমস্ত চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। তজ্জন্য যোগের নিরোদ্ধব্য বৃত্তিসকল জ্ঞানবৃত্তি বা প্রত্যয়। যোগীরা চিত্ত-নিরোধের জন্য জ্ঞানবৃত্তিসকলের নিরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হন। জ্ঞানবৃত্তি রোধ করিয়া চিত্তনিরোধ করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। যোগের বৃত্তি চিত্তদ্রব্যের বা প্রধানের ভেদ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়বিজ্ঞান, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্তিহার চালন বা দেশান্তরপ্রাপ্তি ও চাল্যতাবোধ, পঞ্চ প্রাণের দ্বারা শরীরের জড়তা-ধর্ম্মের বোধ এবং সুখাদি করণগত ভাবসকলের অনুভব, এই সকল লইয়া যে মানস শক্তি মিলাইয়া মিশাইয়া বোধ করে, চেষ্টা করে ও ধারণ করে তাহাই চিত্ত। এ বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, একটি হস্তী দর্শন করিলে, সেই দর্শনে চক্ষুর দ্বারা কেবল বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আকার মাত্র জানা যায়, কিন্তু হস্তীর যে অন্যান্য গুণ আছে তাহা চক্ষুমাত্রের দ্বারা জানা যায় না। হস্তীর ভারবহন-শক্তি, গমন-শক্তি, ভোজন-শক্তি তাহার শরীরের দৃঢ়তা, তাহার রব প্রভৃতি গুণসকল পূর্ব্বে অন্যান্য যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া অন্তরে ধৃত ছিল। হস্তিদর্শন-কালে সেই সমস্ত মিলাইয়া মিশাইয়া যে মানস শক্তি 'এই হস্তী' এইরূপ জ্ঞান উৎপাদন করিল, তাহাই চিত্ত। আর হস্তিদর্শনের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হওয়াতে যদি আনন্দ হয় তাহাও চিত্তক্রিয়া। সেই আনন্দানুভবের স্বরূপ অন্তঃকরণগত অনুকূল হস্তি-দর্শনাবস্থার বোধ মাত্র। (সাং তত্ত্বা° ২৮ পৃঃ পাদটীকা)।

বৃত্তির দ্বারা চিত্তের বর্ত্তমানতা অনুভূত হয় এবং তাহা না থাকিলে চিত্ত লীন হয়। সেই বৃত্তিসকল ত্রিগুণানুসারে অনেক প্রকার লক্ষণে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যোগার্থ মূল নিরোদ্ধব্য বৃত্তিসকল সূত্রকার পঞ্চ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রপাঠীদের চিত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখা উচিত। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণ চিত্ত। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি = জ্ঞান ও চেষ্টা-ভাব। স্থিতি অর্থে সংস্কার। প্রত্যক্ষাদির বোধ, সংস্কারের বোধ (স্মৃতিরূপ), প্রবৃত্তির বোধ, সুখাদি অনুভবের বিশেষ বোধ, এই সব বিজ্ঞানমাত্র চিত্তবৃত্তি বা প্রত্যয়। ইচ্ছাদি চেষ্টাও দৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া প্রত্যয়-রূপ। সংস্কার অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার এই ধর্ম্মদ্বয়যুক্ত বস্তু। তন্মধ্যে প্রত্যয়সকলের নাম চিত্তবৃত্তি। সাধারণতঃ বৃত্তিসকলই এই শাস্ত্রে চিত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। বৃত্তিসকল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সত্ত্ব-পরিণাম যে বুদ্ধি তাহার অনুগত পরিণাম। তাই চিত্ত ও বুদ্ধি শব্দ বহুস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হয়। সেই বুদ্ধি বুদ্ধিতত্ত্ব নহে, চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। চিত্ত ও মন শব্দ অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত

হয়, কিন্তু বস্তুতঃ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক চেষ্টা, বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রবর্তন ও চিত্তবৃত্তির অর্থাৎ মানসভাবের চৈত্তিক বিজ্ঞান হইবার জন্য যে আলোচনের প্রয়োজন সেই আলোচন মনের কার্য। বাহ্যকরণের ন্যায় অন্তঃকরণেরও প্রথমে আলোচন জ্ঞান হয় পরে তাহার বিজ্ঞান হয়। মানস প্রত্যক্ষ ঐ আলোচন-পূর্বক হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। অতএব প্রবৃত্তিরূপ সংকল্পক ইন্দ্রিয় বা মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক কেন্দ্র, আর চিত্তবৃত্তি কেবল বিজ্ঞান। মনের দ্বারা গৃহীত বা কৃত বা ধৃত বিষয়ের বিশেষ প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। প্রাচীন বিভাগ এইরূপ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভাষ্যম্। তত্র—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যা-বধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্। যথা দেশান্তরপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ, বিন্ধ্যশ্চা-প্রাপ্তিরগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাত্তদর্থ-বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে—

৭। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (এই তিন প্রকারে প্রমিত যথার্থ জ্ঞানের নাম) প্রমাণ (১)॥ সূ

ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা চিত্তের বাহ্য বস্তু হইতে উপরাগহেতু (২) বাহ্য-বিষয়া এবং সামান্য ও বিশেষ-আত্মক বিষয়ের মধ্যে বিশেষাবধারণ-প্রধানা (৩) বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃত্তির সহিত অবিশিষ্ট পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধই (বৃত্তানুভূতবৃত্তির) ফল (৪)। পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী (৫)। ইহা আমি প্রতিপাদন করিব (২।২০ সূত্র)।

অনুমেয়ের সহিত তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত এবং তাহার ভিন্ন জাতীয় বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্) সম্বন্ধ (৬)। সেই সম্বন্ধ-বিষয়া (সম্বন্ধ-পূর্বিকা) সামান্যাবধারণ-প্রধানা বৃত্তি অনুমান। যথা—দেশান্তরপ্রাপ্তিহেতু চন্দ্র, তারকা ও গ্রহগণ গতিমান্, যেমন চৈত্র প্রভৃতি, বিন্ধ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি হয় না সুতরাং তাহা অগতিমান্।

আপ্ত পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট অথবা অনুমিত যে অর্থ বা বিষয়, তাহা অপর ব্যক্তিতে নিজের বোধসংক্রান্তিহেতু তিনি শব্দের দ্বারা উপদেশ করিলে সেই শব্দের অর্থবিষয়া যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রোতা পুরুষের আগম প্রমাণ (৭)। যে আগমের বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ বা বঞ্চক-পুরুষ, আর যাহার অর্থ (বক্তার দ্বারা) দৃষ্ট বা অনুমিত হয় নাই, সেই আগম বিপ্লুত হয় বা সেই স্থলে আগম প্রমাণ হয় না। যে বিষয় মূলবক্তার বা আপ্তের দৃষ্ট বা অনুমিত, তদ্বিষয়ক আগম প্রমাণ নির্বিপ্লব অর্থাৎ সত্য হয় (৮)।

টীকা। ৭ (১) প্রমা—বিপর্য্যয়ের দ্বারা অবাধিত অর্থবিষয়ক বোধ। প্রমার করণ = প্রমাণ। অনধিগত সৎ বা বস্তুভূত বিষয়ের সত্তা-নিশ্চয়ের নাম প্রমাণ। অন্য-কথায় অজ্ঞাত বিষয়ের প্রমার প্রক্রিয়ার নাম প্রমাণ হইল। এই প্রমাণ-লক্ষণে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, অনুমানের দ্বারা 'বহ্নি নাই' এরূপ যখন "অসত্তা-নিশ্চয়" হয়, তখন প্রমাণ-লক্ষণ অনুমানে অব্যাপ্ত। এতদুত্তরে বক্তব্য 'অসত্তা-বোধ' প্রকৃতপক্ষে বাহ্যার অসত্তা তদতিরিক্ত অন্য পদার্থের বোধপূর্ব্বক বিকল্প মাত্র। 'ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিৎ তু ব্যপেক্ষয়া।" অর্থাৎ অভাব প্রকৃতপক্ষে অন্য একটা ভাবপদার্থ কোনও এক বিষয়ের সত্তার অপেক্ষাতেই অন্য বস্তুকে অভাব বলা হয়। বস্তুতঃ নাস্তিত্ব-জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লোকবার্ত্তিকে আছে "গৃহীত্বা বস্তুসদ্ভাবং স্মৃত্বা চ প্রতিযোগিনম্। মানসং নাস্তিতাজ্ঞানং জায়তেঽক্ষানপেক্ষয়া॥" অর্থাৎ সদ্বস্তু গ্রহণ করিয়া এবং প্রতিযোগী বা যাহার অভাব তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে (বৈকল্পিক) নাস্তিতা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন, কোন স্থানে ঘট না দেখিলে সেই স্থানের এবং আলোকিত অবকাশের রূপজ্ঞান চক্ষুর দ্বারা হয় পরে মনে "ঘটাভাব" শব্দের দ্বারা বিকল্পবৃত্তি হয় (১।৯ সূত্র)। ফলতঃ নির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। আর জ্ঞান হওয়া অর্থে সত্তার নিশ্চয় হওয়া। শাস্ত্র বলেন "যদি চানুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সংবেদনাদৃতে॥" অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধিই যদি সত্তা হয়, তবে সর্ব্বপদার্থের সত্তা সংবেদন ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

যত প্রকার সদ্বিষয়ক বোধ আছে তাহারা মূলতঃ দ্বিবিধ, প্রমাণ ও অনুভব। তন্মধ্যে প্রমাণ করণবাহ্য পদার্থ-বিষয়ক অথবা করণবাহ্যরূপে অবগত পদার্থ-বিষয়ক। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণেরই এই লক্ষণ সাধারণ। আর অনুভব করণগত ভাব-বিষয়ক; যেমন, সুখানুভব, দুঃখানুভব ইত্যাদি। অনধিগত তত্ত্বাববোধ প্রমা, ইহা প্রমার আর এক অর্থ, তাহার করণ = প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বারা স্মৃতি হইতে তাহার ভেদ সূচিত হয়।

এই শাস্ত্রে কতক অনুভবকে মানস প্রত্যক্ষ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। স্মৃত্যনুভব কিন্তু মানস প্রত্যক্ষ নহে কারণ তাহা অধিগত বিষয়ের পুনরনুভব। অতএব প্রমাণ হইতে স্মৃতি পৃথক্।

৭। (২) বাহ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া চিত্তকে উপরঞ্জিত করে। তজ্জন্য চিত্তের বাহ্য বস্তুজনিত উপরঞ্জন হয়। ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বিষয়ের সম্পর্ক ঘটিয়া চিত্ত উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়। চিত্তের সেই এক এক পরিণামই এক এক জ্ঞান। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা চিত্তের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হয়। পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন বা আন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয় ইন্দ্রিয় এই শাস্ত্রে গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনজ্ঞান [illegible] হয়। কেবল কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই আলোচনজ্ঞান। যেমন কাক ডাকিলে যে 'কা' 'কা' মাত্র ধ্বনি বোধ হয়, তাহা আলোচনজ্ঞান। তৎপরে অন্তঃকরণস্থ অন্য বৃত্তির সহায়ে ইহা কাকের 'কা কা' রব ইত্যাকার যে বিজ্ঞান হয়, তাহাই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ।

মানস বিষয়ের প্রত্যক্ষে অনুভবের বিজ্ঞান হয়, বা করণে স্থিত ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার বিজ্ঞান হয়। সুখাদিবেদনার অনুভূতিমাত্র মানস আলোচন, পরে তাহারও যে বিজ্ঞান হয় তাহাই মানস বিষয়ের প্রত্যক্ষ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের দ্বারা সেই বিষয় প্রথমে গৃহীত হয়; পরে তদ্দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত হইয়া তাহার চৈত্তিক প্রত্যক্ষ হয়। অতএব সমস্ত চৈত্তিক

প্রত্যক্ষে প্রথমে গ্রহণ, পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। সুতরাং 'করণদ্বারা জ্ঞানের নিশ্চয় = প্রমাণ' এই লক্ষণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে যুক্ত হইল।

৭। (৩) মূর্ত্তি ও ব্যবধির (বাহ্যবিষয়ের) নাম বিশেষ। প্রত্যেক দ্রব্যের যে স্বকীয়, বিশেষ বা ইতর-ব্যবচ্ছিন্ন সমস্পর্শাদি গুণ, তাহাই তাহার মূর্ত্তি, আর ব্যবধি অর্থে আকার। মনে কর এক খণ্ড ইষ্টক। তাহার ঠিক যাহা বর্ণ এবং আকার তাহা শত সহস্র শব্দের দ্বারাও যথাবৎ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান হয়। অতএব প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ বিশেষ-বিষয়ক। 'প্রধানতঃ' বলিবার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষে সামান্য-জ্ঞানও থাকে, কিন্তু বিশেষ-জ্ঞানেরই প্রাধান্য। বহুর মধ্যে যাহা সাধারণ পদার্থ (পদের বা Common termএর অর্থ) তাহাই সামান্য। অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শব্দ সামান্য অর্থেই সঙ্কেত করা হইয়াছে। আকার-প্রকারভেদে অগ্নি অসংখ্য প্রকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সামান্য নাম অগ্নি। সত্তা-পদার্থ সর্ব্ব-বস্তু-সাধারণ সামান্য। প্রত্যক্ষে তাদৃশ সামান্য-জ্ঞানও অপ্রধানভাবে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ অনুমান ও আগম প্রমাণের বিষয় সামান্যমাত্র। কারণ তাহারা শব্দের বা অন্য আকারাদি সঙ্কেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যদি বল 'চৈত্র আছে' এরূপ জ্ঞান যদি অনুমান বা আগমের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তবে ত চৈত্র নামে বিশেষপদার্থের জ্ঞান হইল—তাহা নহে, কারণ চৈত্র যদি পূর্ব্বদৃষ্ট হয়, তবে 'চৈত্র' শব্দের দ্বারা স্মরণ-জ্ঞানমাত্র হইবে। আর 'মনুষ্য আছে' এইটুকুমাত্রই প্রমাণ হইবে। চৈত্র অদৃষ্ট হইলে ত কথাই নাই তাহা হইলে চৈত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান হইবে না, কেবল সামান্য এক এক অংশের জ্ঞান অনুমান বা আগমের দ্বারা হইতে পারিবে।

৭। (৪) ফল = প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "বৃত্তিরূপ করণের ফল।" "পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তি-বোধ" ইহার উদাহরণ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ বোধ। কিন্তু ঐরূপ বোধ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে 'এই ঘট' বা 'ঘট আছে' এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞাতৃভাব থাকে বলিয়া তাহা 'আমি ঘট দেখিতেছি' এইরূপ সঙ্কেতের দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আর ঘট দেখিতে দেখিতে মনে মনে চিন্তা হয় "আমি ঘট দেখিতেছি।" প্রথমটি (ঘট আছে) ব্যবসায-প্রধান, দ্বিতীয়টি (আমি ঘট জানিতেছি) অনুব্যবসায়-প্রধান। প্রথমটি অর্থাৎ 'এই ঘট' অথবা 'ঘট আছে' ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ঐ প্রত্যক্ষে 'আমি' 'ঘট' 'দেখিতেছি' এইরূপ ভাগত্রয় আছে। কিন্তু ঘট-প্রত্যক্ষকালে কেবল 'ঘট আছে' বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। 'আমি দ্রষ্টা' এ জ্ঞান না থাকাতে এবং কেবল 'ঘট আছে' এইরূপ বোধ হওয়াতে, অধিষ্ঠাতৃ স্বরূপ ও দ্রষ্টৃ-পুরুষ এবং গ্রাহ্য ঘট অবিশিষ্ট বা অবিভাগাপন্নের ন্যায় অর্থাৎ অভিন্নবৎ হয়। চতুর্থ সূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। কোন একটি প্রত্যক্ষবৃত্তি ক্ষণব্যাপী উদিত হয়, পরে লয় ও তাহার প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু যে ক্ষণে একটি 'ঘট-প্রত্যক্ষ'-বৃত্তি উদিত হয়, তাহাতে 'আমি ঘট দেখিতেছি' এরূপ বিভাগাপন্ন ভাব হয় না, কেবল 'ঘট' এইরূপ ভাব হয়। আর ঘটবোধে সেই বোধের দ্রষ্টা মূলে আছে। সুতরাং সেই দ্রষ্টা ঘটের বোধে অবিশিষ্টভাবে (পৃথক্ হইলেও অপৃথক্-রূপে) থাকে বলিতে হইবে।

এবিষয় অন্যরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই করণাত্মক অভিমানের বিকারমাত্র। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্যক্রিয়া-জনিত অভিমান-বিকার। সুতরাং ঘটবোধ বস্তুতঃ অভিমান বা অস্মিতার বিকারবিশেষ মাত্র। কিন্তু অস্মিতার মধ্যে দ্রষ্টাও অনুগত। সুতরাং

ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটজ্ঞানরূপ আমিত্বের বিকার ও দ্রষ্টা অভিভূতবৎ হয়। অবশ্য অনুব্যবসায়ের দ্বারা বিচার-পূর্ব্বক দ্রষ্টা ও ঘটের পৃথক্‌ত্ববোধ হইতে পারে কিন্তু ঘটপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবসায়-প্রধান বুদ্ধিতে তাহা হইতে পারে না।

“পৌরুষের চিত্তবৃত্তিবোধ” অর্থে পুরুষসাক্ষিক বা পুরুষোপদৃষ্ট চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি পুরুষ নানাবৃত্তির প্রকাশক তবে তিনিও নানাত্বযুক্ত বা পরিণামী। তাহা নহে। ঐ নানাত্ব যদি পুরুষে থাকিত তবে উহা যুক্ত হইত। কিন্তু নানাত্ব ইন্দ্রিয়ে ও অন্তঃকরণে থাকে। বিষয়সকলকে বিশ্লেষ করিলে ক্ষণে ক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান সূক্ষ্ম ক্রিয়ামাত্র পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা আমিত্বরূপ বুদ্ধির তাদৃশ সূক্ষ্ম ক্ষণিক পরিণাম হয়। সেই একরূপ ক্ষণিক বিকারশীল আমিত্বের প্রকাশয়িতা পুরুষ। সেই বিকার উপশান্ত হইলে যাহা থাকে তাহা পুরুষ, আর সেই বিকার ব্যক্ত হইলে যাহা হয় তাহা বুদ্ধি, সুতরাং সেই বিকার পুরুষে থাকিতে পারে না। যোগী প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপেই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হন। প্রথমে তিনি সমস্ত নীল, পীত, অম্ল, মধুর আদি নানাত্বের মধ্যে রূপমাত্র, রসমাত্র ইত্যাদিরূপ তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। পরে তন্মাত্রতত্ত্ব অস্মিতায় (ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ধ্যানের দ্বারা) বিলীন হওয়া সাক্ষাৎ করেন। সেই সুসূক্ষ্ম তন্মাত্রতত্ত্ব কিরূপে অস্মিতার বিকার তাহা উপলব্ধি করিয়া অস্মিতামাত্রে উপনীত হন এবং পরে বিবেকখ্যাতির দ্বারা পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিকারকে নিরোধ করিয়া পুরুষতত্ত্বে স্থিতি হয়।

৭। (৫) “পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী” পুরুষের এই লক্ষণটি অতি গভীরার্থক। যেমন প্রতিফলন অর্থে কোন দর্পণাদি ফলককে লাগিয়া অন্যদিকে গমন করা, প্রতিসংবেদন অর্থে সেইরূপ কোন সংবেদকে লাগিয়া অন্য সংবেদন উৎপাদন করা বা অন্য সংবেদনরূপে প্রতিভাত হওয়াই প্রতিসংবেদন। যথাদি প্রতিফলনের যেমন দর্পণাদি প্রতিফলক থাকে, তেমনি বুদ্ধির বা ব্যবহারিক আমিত্বের বর্ত্তমান ক্ষণে যে সংবেদন হয় সেই সংবেদন পুনশ্চ উত্তর ক্ষণে আমিত্বরূপে প্রতিসংবিদিত হয়। এই প্রতিসংবেদনের যাহা কেন্দ্র, তাহাই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। ‘আমি আছি’ এরূপ চিন্তা করিতে পারাও প্রতিসংবেদনের ফল। (‘পুরুষ বা আত্মা’ § ১৯ দ্রষ্টব্য)।

সমস্ত নিম্ন শারীরবোধের বা বৈষয়িকবোধের প্রতিসংবেদনের কেন্দ্র বুদ্ধি বা তদ্গ্রাহক স্মরণশক্তিসকল। কিন্তু বুদ্ধিরূপ সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারিক আত্মভাবের যাহা প্রতিসংবেদী তাহা বুদ্ধির অতীত, তাহাই নির্ব্বিকার চিদ্রূপ পুরুষ। এই প্রতিসংবেদন ভাবের দ্বারাই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সমাধিবলে বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া বিচারানুগত ধ্যানের দ্বারা প্রতিসংবেদন-ভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিসংবেদী পুরুষের উপলব্ধি হয়। ইহাই বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি।

৭। (৬) সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ। সহভাব = তৎসত্ত্বে সত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে অসত্ত্ব। অসহভাব = তৎসত্ত্বে অসত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে সত্ত্ব। মূলতঃ এই কয় প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া সম্বধ্যমান বস্তুর একভাগ প্রাপ্ত হইয়া অন্যভাগের জ্ঞানের নাম অনুমান। অনুমেয় বস্তুর যে যে স্থলে অসত্ত্ব-নিশ্চয় হয়, তাহার অর্থ তদতিরিক্ত অন্যভাবের নিশ্চয়। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিষয়ক বা অভাব বিষয়ক প্রমাণ জ্ঞান এইশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

৭। (৭) শুধু শব্দ অর্থাৎ শব্দময় ক্রিয়াকারকযুক্ত বাক্য হইতে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অর্থের অবাধিত যথার্থ নিশ্চয় সকল স্থলে হয় না। কোন স্থলে তদ্বিষয়ে সংশয় হয়, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা সংশয় নিরাকৃত হইয়া নিশ্চয় হয়। যথা, ‘অমুক ব্যক্তি

বিশ্বাস্য ; সে বলিতেছে, তবে সত্য ' এইরূপ। পাঠ হইতেও এইরূপে নিশ্চয় হয়। উহা অনুমান প্রমাণ হইল। ইহাতে অনেকে মনে করেন, আগম একটি স্বতন্ত্র প্রমার করণ বা প্রমাণ নহে। তাহা যথার্থ নহে। আগম নামে এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। কতকগুলি লোকের স্বভাবতঃ এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তাহারা পরের মনের কথা জানিতে পারে ও পরের মনে নিজের চিন্তা দিতে পারে। তাহাদিগকে পরচিত্তজ্ঞ (Thought-reader) বলে। তাহাদের চিন্তাক্ষেপ (Thought-transference) শক্তিও থাকে। Telepathyও এই জাতীয়। তুমি তাহাদের নিকট মনে কর ' অমুকস্থানে পুস্তক আছে ' অমনি তাহার মনে উহা উঠিবে অর্থাৎ তাহার সেই স্থানে পুস্তকের সত্তাজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তির প্রমাণ কিরূপে হয় ?—সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে। একজনের মনে মনে উচ্চারিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয়-জ্ঞান আর একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিরও নিশ্চয়-জ্ঞান হইল। উহা প্রত্যক্ষানুমান ছাড়া অন্য প্রকার প্রমাণ বলিতে হইবে। সাধারণ মনুষ্যের পরচিত্তজ্ঞতা অল্প থাকাতে স্ফুটরূপে শব্দ উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয় জ্ঞান হয় না। আমরা মনোভাব-সকল প্রায়শঃ শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করি, সুতরাং একজনের মনোভাব আর একজনে সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্দ বা বাক্য দ্বারাই করিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে যাহারা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা অনুমিত নিশ্চয় জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমার প্রত্যয় বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না, আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা তোমার নিশ্চয়ের জন্য কোন কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাদের এমন শক্তি আছে যে, বাক্য-বাহিত হইয়া তোমার মনে তাহাদের মনোভাব একেবারে বসিয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তারা এই প্রকার। যাহাদের কথায় ঐরূপ অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহারাই তোমার আপ্ত। আপ্তের বাক্য শুনিয়া যে তাহার নিশ্চয়-জ্ঞান একেবারে যাইয়া তোমার মনেও স্বসদৃশ নিশ্চয়-জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই আগম প্রমাণ। শাস্ত্রসকল অলিখিত তত্ত্বসাক্ষাৎকারী আপ্ত পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আগম নামে কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম প্রমাণ নহে। আগম প্রমাণে বক্তা ও শ্রোতার আবশ্যক। অনুমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সদোষ হয়, সেইরূপ আপ্তের দোষ থাকিলে সেই আগম দুষ্ট হয়। শুধু শব্দার্থ জ্ঞান আগম নহে। আপ্তোক্ত শব্দার্থ-সহায়ে কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত করাই আগম প্রমাণ। অভিনব গুপ্ত ইহাকে প্রাতিভী (সহজ) শক্তিপাত বলিয়াছেন। (Plato বলেন No Philosophical truth could be communicated in writing at all, it was only by some sort of immediate contact that one soul could kindle the flame in another—Burnet)

৭। (৮) যেমন সম্বন্ধ জ্ঞানাদির দোষ থাকিলে অনুমান দুষ্ট হয় এবং যেমন ইন্দ্রিয়বৈকল্যাদি থাকিলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়, সেইরূপ তাহাদের সজাতীয় আগম প্রমাণেরও দোষ হয়।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। স কস্মান্ন প্রমাণম্ ? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং তদ্‌যথা দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে

ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্বা ভবত্যবিদ্যা, অবিদ্যা'স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিস্তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো'ন্ধতামিস্র ইতি এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভি-ধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

৮। বিপর্যয়, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (১) মিথ্যাজ্ঞান ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিপর্যয় কেন প্রমাণ নহে ?—যেহেতু তাহা প্রমাণের দ্বারা বাধিত (নিরাকৃত) হয়। কেননা, প্রমাণ ভূতার্থ-বিষয়ক (প্রমাণের বিষয় যথাভূত, কিন্তু বিপর্যয়ের বিষয় তাহার বিপরীত)। প্রমাণের দ্বারা অপ্রমাণের বাধা-প্রাপ্তি দেখা যায়, যেমন দ্বিচন্দ্র-দর্শন (রূপ বিপর্যয়) সদ্বিষয় একচন্দ্রদর্শন (-রূপ প্রমাণের) দ্বারা বাধিত হয়, ইত্যাদি। এই বিপর্যয়রূপা অবিদ্যা পঞ্চপর্বা। তাহা যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ। ইহারা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই সংজ্ঞার দ্বারাও অভিহিত হয়। চিত্তমলপ্রসঙ্গে ইহারা ব্যাখ্যাত হইবে।

টীকা। ৮। (১) অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন এক জ্ঞেয় বিষয়ক। প্রমাণ যথারূপ-বিষয়প্রতিষ্ঠ, বিপর্যয় অযথারূপ-বিষয়প্রতিষ্ঠ, বিকল্প অবাস্তব-বিষয়বাচী শব্দপ্রতিষ্ঠ; নিদ্রা তম বা জড়তা-প্রতিষ্ঠ; স্মৃতি অনুভূত-বিষয়মাত্রপ্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠা অনুসারে বৃত্তির এইরূপে ভেদ হয়। প্রখ্যা = চিত্তের যথার্থ বিষয়ের প্রকাশশীল শক্তি। সমাধিপ্রজ্ঞা প্রজ্ঞাই প্রখ্যার চরমোৎকর্ষ। প্রমাণ দ্বারা যে অজ্ঞান (বা বস্তুকে অন্যরূপে জ্ঞান) -সমূহ নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের সাধারণ নাম বিপর্যয়। অবিদ্যাদিরা পঞ্চ বিপর্যয় (২।৩-৯ সূত্র)। তাহাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষণ—অযথাভূত জ্ঞান এবং তাহারা সকলেই যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিরোধ্য। বিপর্যয় ভ্রান্তি জ্ঞানমাত্রেরই নাম। অবিদ্যাদি ক্লেশসকল বিপর্যয় হইলেও কেবল পরমার্থ (দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-সাধন) সম্বন্ধে পরিভাষিত বিপর্যয়-জ্ঞান। যে-কোন ভ্রান্ত-জ্ঞানকে বিপর্যয়বৃত্তি বলা যায়, আর যোগীরা যে-সমস্ত বিপর্যয়কে দুঃখের মূল স্থির করিয়া নিরোধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নাম ক্লেশরূপ বিপর্যয়।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। স ন প্রমাণোপারোহী ন বিপর্যয়োপারোহী চ। বস্তুশূন্যত্বে'পি শব্দজ্ঞান-মাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে, তদ্যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমিতি। যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তির্যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ। তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থ-মাত্রং গম্যতে। তথা'নুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইত্যুৎপত্তিধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ। তস্মাদ্বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি। ৯ ॥

৯। বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী ও বস্তুশূন্য অর্থাৎ অবাস্তব পদার্থ- (পদের অর্থ মাত্র) বিষয়ক অথচ ব্যবহার্য্য এক প্রকার জ্ঞান (১) ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিকল্প প্রমাণান্তর্গত নহে এবং বিপর্যয়ান্তর্গতও নহে, কারণ বস্তুশূন্য হইলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ব্যবহার বিকল্প হইতে হয়। বিকল্প যথা—"চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ", যখন চিতিশক্তিই পুরুষ তখন এস্থলে কোন্ বিশেষ্য কিসের দ্বারা ব্যপদিষ্ট

বা বিশেষিত হইতেছে ? ব্যপদেশ বা বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকিলে বাক্যবৃত্তি হয়, যথা—'চৈত্রের গো' (২)। সেইরূপ পুরুষ প্রতিষিদ্ধ- (পৃথিব্যাদি-) বস্তু-ধর্ম, নিষ্ক্রিয়। (লৌকিক উদাহরণ, যথা—) বাণ যাইতেছে না, যাইবে না, যায় নাই'; গতিনিবৃত্তি হইতে 'স্থা' ধাতুর অর্থমাত্রের জ্ঞান হয়। (অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—) "অনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ" এস্থলে পুরুষানুযায়ী কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র জানা যায়। সেইহেতু সেই ধর্ম বিকল্পিত। তাহার (বিকল্পের) দ্বারা (উক্ত বাক্যের) ব্যবহার হয়।

টীকা। ৯। (১) অনেক এরূপ পদ ও বাক্য আছে যাহাদের বাস্তব অর্থ নাই। তাদৃশ পদ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুপাতী এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হয়। তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে সমস্ত জীব ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তাহাদেরকে বহু পরিমাণে বিকল্পবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। 'অনন্ত' একটি বৈকল্পিক পদ। ইহা আমরা সতত: ব্যবহার করি এবং অর্থের দ্বারাও একরূপ বুঝি। 'অনন্ত' পদের যথাযথ অর্থ আমাদের মনে ধারণা হইবার নহে। 'অন্ত' পদের অর্থ ধারণা করিতে পারি, তাহা লইয়া 'অনন্ত' পদের অর্থ বিষয়ে এক প্রকার অলীক অস্ফুট ধারণা আমাদের চিত্তে জন্মে। তবে 'অনন্ত', 'অসংখ্য' আদি শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন, যাহার পরিমাণ অথবা সংখ্যা করিতে করিতে শেষে যাইতে পারি না তাহাই 'অনন্ত' ও 'অসংখ্য'। এইরূপ অর্থে 'অনন্ত' আদি শব্দ বিকল্প নহে। কিন্তু অনন্ত কে একটা সত্য ধরিয়া ব্যবহার করিতে গেলে উহা বিকল্প হইবে, কারণ 'সত্য' বুঝিলেই তাহা সান্ত হইবে। যোগিগণ যখন সমাধিসাধন-পূর্বক প্রজ্ঞার দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের যথাভূত জ্ঞানলাভ করিতে যান, তখন তাঁহাদের বিকল্পবৃত্তি ত্যাগ করিতে হয়। কারণ বিকল্প এক প্রকার অযথা চিন্তা। ঋতম্ভরা নামক প্রজ্ঞা (১।৪৮ সূত্র) সর্ব বিকল্পের বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ চিন্তা হইতে বিকল্প অপগত না হইলে প্রকৃত তত্ত্বের (সাক্ষাৎ অধিগত সত্তার) চিন্তা হয় না। বিকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বস্তু-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা—"চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ," "রাহুর শির"। এই সকল স্থলে দ্রব্যদ্বয়ের একতা থাকিলেও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। অকর্তা যেখানে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়া-বিকল্প। যেমন "বাণস্তিষ্ঠতি," স্থা ধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি সেই গতিনিবৃত্তি-ক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাব-বিকল্প। যেমন "পুরুষ উৎপত্তিধর্মশূন্য।" শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাব-পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তব বিষয়তা নাই। গাংৎ ভাষার দ্বারা চিন্তা করা যায় বলিয়া বিকল্পবৃত্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়।

বিকল্পের অনেক রকম অর্থ হয় যথা—(ক) উপরে লিখিত বিকল্পবৃত্তি, (খ) 'বা'-অর্থে, (alternative) যেমন, [illegible], (গ) পৃথক্, যেমন, বৈদান্তিক নির্বিকল্প সমাধি, (ঘ) কাল্পনিক আরোপিত হওয়া, যেমন, অশিস্থতার বৈকল্পিক রূপ।

৯। (২) "চৈত্রের গো" এই অবিকল্পিত উদাহরণে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্ত বাক্যের যেরূপ বৃত্তি হয়, "চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ" এই বিকল্পের উদাহরণের বাস্তব অর্থ না থাকিলেও শব্দজ্ঞান মাহাত্ম্যনিবন্ধন ঐরূপ বাক্যবৃত্তি বা বাক্যজনিত চিত্তের এক প্রকার বুদ্ধ-ভাব হয়। এই বিকল্পবৃত্তি বুঝা কিছু দুরূহ বলিয়া ভাষ্যকার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন।

বস্তুতঃ ইহা না বুঝিলে নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাধি বুঝা সম্ভব নহে। বিপর্য্যয়ের ব্যবহার্য্যতা নাই, কিন্তু বিকল্পের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যবহার সিদ্ধ হয়।*

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং সুখমহমস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদীকরোতি। দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনো ভ্রমত্যনবস্থিতম্। গাঢ়ং মূঢোঽহমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং (অলসমিতি পাঠান্তরম্) মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ। তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধাবিতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি ॥ ১০ ॥

১০। (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) অভাবের প্রত্যয় বা হেতুভূত যে তম (জড়তাবিশেষ), তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—জাগরিত হইলে তাহার স্মরণ হয় বলিয়া নিদ্রা প্রত্যয় বা বৃত্তিবিশেষ। কিরূপ?—যথা, "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম আমার মন প্রসন্ন হইয়াছে, আমার প্রজ্ঞাকে শুভ্র করিতেছে।" অথবা "আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন চাঞ্চল্যহেতু কর্ম্মক্ষম হইয়াছে এবং অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।" অথবা "গাঢ়রূপে ও মূঢ়ভাবে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর গুরু হইয়াছে, আমার চিত্ত ক্লান্ত ও অলস, যেন পরের দ্বারা অপহৃত হইয়া শূন্যভাবে অবস্থান করিতেছে।" যদি নিদ্রাকালে প্রত্যয়ানুভব (তামসভাবের অনুভব) না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জাগরিত ব্যক্তির সেরূপ প্রত্যবমর্শ বা অনুস্মরণ হইত না। আর চিত্তাশ্রিত স্মৃতিসকলও সেই প্রত্যয়-বিষয়ক (নিদ্রা-বিষয়ক) হইত না। সেই কারণ নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ এবং তাহাকে সমাধিকালে ইতরপ্রত্যয়বৎ নিরোধ করা উচিত (১)।

টীকা। ১০। (১) জাগ্রৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চিত্তাধিষ্ঠান (মস্তিষ্কের অংশবিশেষ) অজড়ভাবে চেষ্টা করে; স্বপ্নকালে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়ীভূত হয়, কেবল চিত্তাধিষ্ঠান চেষ্টা করে। কিন্তু সুষুপ্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চিত্তস্থান সমস্তই জড়তাপ্রাপ্ত হয়। নিদ্রার পূর্ব্বে শরীরের যে আচ্ছন্নভাব বোধ হয় তাহাই জড়তা বা তম। উৎস্বপ্ন (nightmare) নামক অস্বাভাবিক নিদ্রায় কখন কখন জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় জড় থাকে। সেই ব্যক্তি তখন কতক কতক শুনিতে ও দেখিতে পায়, কিন্তু হস্তপদাদি নাড়িতে পারে না; বোধ করে যে, উহারা জমিয়া গিয়াছে। সেই জমিয়া

* 'শশশৃঙ্গ,' 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি পদ বিকল্প কি না, তদ্বিষয়ে শঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য যে, বিকল্পের বিষয় অবস্তু। তাহা বস্তুরূপে ধারণা বা মানসিক রচনা করার যোগ্য নহে। যেমন 'রাহুর শির'। যখন, যে রাহু সেই শির, তখন দুইটি পৃথক্ করিয়া মানস অথবা বাহ্য প্রত্যক্ষ করার সম্ভাবনা নাই। আর, সম্বন্ধও ওখানে অলীক। তেমনি 'বাণ যাইতেছে না' এই বাক্যে 'বাণ' এবং 'যাইতেছে না' বাচক তাহার ক্রিয়া পৃথক্ নাই। অতএব কারকের ক্রিয়া বিকল্প। কিন্তু 'শশশৃঙ্গ' সেরূপ নহে। শশক ও তাহার মস্তকে শৃঙ্গ যোজনা করিয়া আমরা মানস প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি, সুতরাং উহা কল্পনা। আর, একথা বলে যে, 'শশকের শৃঙ্গ' এই সম্বন্ধ বলি, তাহা দুইটা বস্তুর সম্বন্ধ সুতরাং বিকল্প নহে। আর ঐ সম্বন্ধটি অলীক হইলেও আমরা সেই অলীকত্বের বিশেষণ ঐরূপ বলি, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য বলিতে বাধা হয় না। অলীককে অলীক বলা বিকল্প নহে। ফলে 'শশশৃঙ্গ' বা 'আকাশকুসুম' অর্থ কিছু অসম্ভব। (ভাস্বতী, ৪।২০ সাংখ্যিকা দ্রষ্টব্য)।

যাওয়া বা জড়তারই তম। সেই তম যে বৃত্তির বিষয়ীভূত তাহাই সূত্রোক্ত নিদ্রা। নিদ্রায় তমোঽভিভূত হইয়া ক্রিয়াশীলতা রোধ হয় বলিয়া উহাও একরূপ স্থৈর্য বটে, কিন্তু উহা সমাধি স্থৈর্যের ঠিক বিপরীত। নিদ্রা অবশ ও অস্বচ্ছ স্থৈর্য, সমাধি স্ববশ ও স্বচ্ছ স্থৈর্য। স্থির কিন্তু সুপঙ্কিল জল নিদ্রা এবং স্থির সুনির্মল জল সমাধি।

ভাষ্যকার যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নিদ্রার উদাহরণ দিয়া নিদ্রার ত্রিগুণত্ব ও বৃত্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। নিদ্রারও এক প্রকার অস্ফুট অনুভব হয় তাহাতে নিদ্রারও স্মরণ-জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ নিদ্রা আনয়ন করিবার সময়ে আমরা পূর্বে অনুভূত নিদ্রা-ভাবকে স্মরণ করি মাত্র। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা তামসবৃত্তি। যথা—"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নিদ্রার তামসত্ব জানা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানবিশেষ। সুষুপ্তিকালে যে জড়, আচ্ছন্ন-বৎ-ভাব হয়, নিদ্রাবৃত্তি তাহারই বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি হয়, সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। নিদ্রা সার্বাঙ্গিক জড়তাবৃত্তি (সাংখ্যতত্ত্বা-লোক দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ সুষুপ্তিতে শরীরের যে আচ্ছন্নভাব হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়গণেরও যে আচ্ছন্নভাব হয় তাহাই নিদ্রা এবং সেই আচ্ছন্নভাবের বোধই নিদ্রা নামক চিত্তবৃত্তি।

নিদ্রাবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে সর্বদা শরীরের স্থিরতা সাধনে অভ্যাস। তাহাতে শরীরের শ্রমজনিত প্রতিক্রিয়া যে নিদ্রা, তাহার আবশ্যক হয় না। শরীর স্থির থাকিলেও মস্তিষ্কের শান্তির জন্য একাগ্রভূমি বা প্রজ্ঞা স্মৃতি চাই। তাহাই নিদ্রারোধের প্রধান সাধন। উহার নাম 'সত্ত্বসংসেবন,' ('সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রাম্'—মহাভা°)। নিরন্তর জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানেচ্ছা বা 'নিজেকে ভুলিব না' এরূপ সম্প্রজন্যরূপ জ্ঞানাভ্যাসও ঐ সাধন ('জ্ঞানাভ্যাসাজ্জাগরণং জিজ্ঞাসার্থমনন্তরম্'—মহাভা°)। অহোরাত্র ঐ সাধনে স্থিতি করিতে পারিলে তবেই নিদ্রাজয় হয় এবং ঐরূপ একাগ্রভূমি হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্প্রজ্ঞাতের পর তবেই সম্প্রজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

সাধারণ অবস্থায় যেমন কোন কোন অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ নিদ্রাহীনতাও (অনিদ্রারূপ রোগ নহে) আসিতে পারে। অন্য অবস্থাতেও ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু অন্য বৃত্তি নিরোধ না হওয়াতে উহা যোগ নহে। স্মৃতিসাধন করিতে করিতে প্রতিক্রিয়া-বশে কাহারও চিত্ত স্তব্ধ বা সুষুপ্ত হয়, ইহার অনেক উদাহরণ আমরা জানি। ঐ সময়ে কাহারও মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে, কাহারও শরীর ও মাথা ঠিক সোজা থাকে কিন্তু নিদ্রিতের মত শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। প্রায়ই নিরায়াসজনিত অস্ফুট আনন্দবোধ থাকে এবং অন্য কিছুর স্মরণ থাকে না। ইহাও পূর্বোক্ত সত্ত্বসেবনের দ্বারা তাড়াইতে হয়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি আহোস্বিদ্ বিষয়স্যেতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসস্তজ্জাতীয়কং সংস্কারমারভতে। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্বা বুদ্ধিঃ। গ্রাহ্যাকারপূর্বা স্মৃতিঃ। সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্তব্যা চাভাবিতস্মর্তব্যা চ। স্বপ্নে ভাবিতস্মর্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে ত্বভাবিতস্মর্তব্যেতি। সর্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতী-

নামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ। সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি, এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥

১১। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ (১) অর্থাৎ তাহার অনুরূপ আকারযুক্ত যে বৃত্তি তাহাই স্মৃতি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত কি পূর্ব্বানুভবরূপ প্রত্যয়কে স্মরণ করে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে (২)? প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত হইলেও, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এতদুভয়ের স্বরূপ নির্ভাসিত বা প্রকাশিত করে এবং সেই জাতীয় সংস্কার উৎপাদন করে। সেই সংস্কার নিজের ব্যঞ্জকের দ্বারা (উপলক্ষণ আদির দ্বারা) উদ্বুদ্ধ হয় (৩) এবং তাহা স্বকারণাকার (নিজের অনুরূপ) গ্রাহ্য ও গ্রহণাত্মক স্মৃতিই উৎপাদন করে। (এখানে স্মৃতি অর্থে মানসশক্তির বিকাশ, তন্মধ্যে অধিগত বিষয়ের বিকাশই স্মৃতি এবং গ্রহণ-শক্তির যাহা বিকাশ তাহা প্রমাণরূপ বুদ্ধি)। তাহার মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণাকারপূর্ব্বা এবং স্মৃতি গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা। সেই স্মৃতি দুই প্রকার—ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা ও অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা। স্বপ্নে ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা (৪) ও জাগ্রৎ-সময়ে অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা। সমস্ত স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির অনুভব হইতে হয়। (পূর্ব্বোক্ত) বৃত্তিসকল সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মিকা। সুখ, দুঃখ ও মোহ (৫) ক্লেশের ভিতর ব্যাখ্যাত হইবে। সুখানুশয়ী রাগ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষ এবং মোহ অবিদ্যা। এই সমস্ত বৃত্তি নিরোদ্ধব্য। ইহাদের নিরোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়।

টীকা। ১১। (১) অসম্প্রমোষ—অস্তেয় বা নিজস্বমাত্র-গ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। অর্থাৎ স্মৃতিতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়মাত্রই পুনরনুভূত হয় অধিক আর কিছু অননুভূতভাব গ্রহণপূর্ব্বক স্মৃতি হয় না।

১১। (২) ঘটরূপ গ্রাহ্যমাত্রের কি স্মরণ হয়? অথবা কেবল প্রত্যয়ের (অনুভবমাত্রের বা ঘট জানার) স্মরণ হয়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয়ের স্মরণ হয়। যদিও প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত সুতরাং গ্রাহ্যাকার, তথাপি তাহাতে গ্রহণভাব অনুস্যূত থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ ঘটের জ্ঞান হয় না, কিন্তু 'ঘট জানি জানিলাম' এইরূপ গ্রহণভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ ঘটাকার প্রত্যয় হয়। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষই স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত গ্রাহ্য বিষয়মাত্রের অনুভব। কিন্তু ঐরূপ গ্রাহ্য-স্মৃতিতে গ্রহণ বা 'জানিছি' বা 'জানিলাম' এরূপ এক নূতন জ্ঞানও থাকে। 'নূতন' অর্থে যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয় নহে, কিন্তু স্মৃতিরূপ যে ঘটনা মনের ভিতর নূতন করিয়া ঘটিল তাহাই নূতন। স্মরণ-জ্ঞানেতে তাদৃশ জ্ঞানও যখন থাকে তখন স্মরণ-জ্ঞানে দুই-ই আছে বলিতে হইবে—(ক) পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, আর, (খ) ঐ 'জানিলাম'রূপ নূতন মানসিক ঘটনা। [উহার মধ্যে প্রথমটি অধিগত বিষয়ের জ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান। সুতরাং প্রথমটি স্মৃতির লক্ষণে পড়িবে। দ্বিতীয়টি প্রমাণের ভিতর পড়িবে—ইহাই প্রমাণরূপ 'বুদ্ধি।'

সমস্ত অনুভবের ভিতরে গ্রাহ্যও থাকে গ্রহণও থাকে এবং ঐ দুইয়েরই সংস্কার হয়। সুতরাং ঐ দুই হইতেই প্রত্যয় উঠিবে। তন্মধ্যে গ্রাহ্য-সংস্কারজনিত যে প্রত্যয় তাহাই স্মৃতি। গ্রহণ-সংস্কার হইতে যে প্রত্যয় উঠে তাহা ক্রিয়া অর্থাৎ মানসক্রিয়া বা জানিবার শক্তি, সুতরাং সেই সংস্কারই জানার শক্তি। জানার শক্তি হইতে যে মানসক্রিয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ নহে, তাহা নূতন জানারূপ একটা প্রত্যয়—সেইটাই প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—গ্রহণাকারপূর্ব্বা অর্থে প্রধানতঃ অনধিগত বিষয়ের গ্রহণ বা আদান করাই বুদ্ধি (বস্তুতঃ বুদ্ধি ও গ্রহণ একার্থক, এস্থলে বিকল্পিত ভেদ করিয়া বুদ্ধির কার্য্য বুঝান হইয়াছে)। স্মৃতি প্রধানতঃ গ্রাহ্যাকারা অর্থাৎ অন্যবৃত্তির গোচরীকৃত বিষয়াবলম্বিনী, অতএব অধিগত-বিষয়াকারা।

১১। (৩) দ্রব্যাত্মকাঞ্জন—দ্রব্যাত্মক = দ্যোতক, অঞ্জন = আকার যাহার, অথবা ব্যঞ্জক = উদ্বোধক, অঞ্জন = অনাভিব্যক্তীকরণ যাহার (বাচস্পতি মিশ্র)।

১১। (৪) ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা অর্থাৎ উদ্ভাবিত বা কল্পিত ও বিপর্য্যস্ত প্রত্যয়ের অনুগত যে বিষয় তাহার স্মরণকারিণী। যেমন 'আমি রাজা হইয়াছি' এই কল্পিত প্রত্যয়ের সহভাবী প্রাসাদ, সিংহাসনাদি স্বপ্নগত স্মৃতির স্মর্ত্তব্য। জাগ্রৎকালে তদ্বিপরীত, অর্থাৎ প্রধানতঃ অনুদ্ভাবিত প্রত্যয় এবং গ্রাহ্য এই বাহ্য বিষয় তখন স্মর্ত্তব্য হয়।

১১। (৫) বস্তুতঃ যে-বোধে সুখ ও দুঃখের স্ফুট-জ্ঞানের সামর্থ্য থাকে না তাহাই মোহ। যেমন অত্যন্ত পীড়াবোধের পর দুঃখ-জ্ঞান শূন্য মোহ হয়। (তাদৃত্তীতে ত্রিবিধ-বোধের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। মোহ তমঃপ্রধান বলিয়া অবিদ্যার অতি নিকট। চিত্তের সমস্ত বোধই সুখ, দুঃখ বা মোহের সহিত হয়, সুতরাং ইহাদিগকে চিত্তের বোধগত অবস্থাবৃত্তি বলা যাইতে পারে। আর রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ সহ চিত্তের সমস্ত চেষ্টা হয়। তজ্জন্য তাহাদের নাম চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ধার্য্যগত অবস্থাবৃত্তি। (সাংখ্য-তত্ত্বালোক, ৩৮।৩৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। অথাসাং নিরোধে ক উপায় ইতি—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাট্যত। ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহাদের নিরোধের কি উপায়?—

১২। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাদের নিরোধ হয় ॥ সূ

চিত্ত নামক নদী উভয়দিগ্‌বাহিনী। তাহা কল্যাণের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পাপের দিকেও প্রবাহিত হয়। যাহা কৈবল্যরূপ উচ্চভূমি পর্য্যন্ত প্রবাহিণী ও বিবেক বিষয়রূপ নিম্নমার্গ গামিনী তাহা কল্যাণবহা, আর যাহা সংসাররূপ প্রাগ্‌ভার পর্য্যন্ত বাহিনী ও অবিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গ গামিনী তাহা পাপবহা, তাহার মধ্যে বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত মন্দ বা দুর্বলীভূত হয় এবং বিবেকদর্শনাভ্যাসের দ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। এই প্রকারে চিত্তবৃত্তিনিরোধ উভয়াধীন (১)।

টীকা। ১২। (১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য মোক্ষসাধনের সাধারণতম উপায়। অন্য সব উপায় ইহাদের অন্তর্গত। যোগের এই তত্ত্বদ্বয় গীতাতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" (৬।৩৫) ইহা বলিয়া ভাষ্যকার বিবেক-দর্শনের অভ্যাসকেই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু সমাধান সমাধিই অভ্যাসের বিষয়। যত-টুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে, আর্দ্ধেক পূর্ণ নয় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না,

যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যাও। অনেকে সাধনকে দুষ্কর দেখিয়া এবং দুষ্ট প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া "ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছি" এইরূপ তত্ত্ব স্থির করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারাই হউক বা যেরূপেই হউক, পাপাভ্যাস করিলে তাহার কষ্টময় ফলভোগ করিতেই হইবে এবং কল্যাণ করিলে সুখময় ফলভোগ হইবে, ইহা জানা উচিত। প্রত্যুত "ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সমস্ত করিতেছি" এরূপ ভাবও অভ্যাসের বিষয়। পুণ্যোদ্য কর্ম্মে এইরূপ ভাব থাকিলে ঐ উক্তি যথার্থ হয় ও কল্যাণকর হয়। কিন্তু উদ্দাম প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবার জন্য উহাকে যুক্তি-স্বরূপ করিলে মহৎ দুঃখ ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? যত্ন ব্যতীত যদি মোক্ষ লভ্য হইত তবে এতদিনে সকলেরই মোক্ষলাভ হইত।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যম্ উৎসাহঃ তৎসম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

১৩। তাহার (অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের) মধ্যে স্থিতি বিষয়ে যত্নের নাম অভ্যাস ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অবৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা (১) অর্থাৎ নিরোধের যে প্রবাহ তাহার নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ন বা বীর্য্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই স্থিতির সম্পাদনেচ্ছায় তাহার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস।

টীকা। ১৩। (১) নিরুদ্ধ অবস্থার বা সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধের প্রবাহের নাম প্রশান্ত-বাহিতা। তাহাই চিত্তের চরম স্থিতি, অন্য স্থৈর্য্য গৌণ স্থিতি। সাধনের উৎকর্ষ হইতে অবশ্য স্থিতিরও উৎকর্ষ হয়। প্রশান্তবাহিতাকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সাধক যেরূপ স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাহাকেই উন্নত রাখিবার যত্ন করার নাম অভ্যাস। যত উৎসাহ ও বীর্য্য সহকারে সেই যত্ন করিবে, ততই শীঘ্র অভ্যাসের দৃঢ়তা লাভ করিবে। শ্রুতিও বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥" (মুণ্ডক)।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থানসংস্কারেণ দ্রাগ্ ইত্যেবানভিভূতবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দীর্ঘকালাসেবিত, নিরন্তরাসেবিত ও (সৎকারযুক্ত অর্থাৎ) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে তাহাকে সৎকারবান্ বলা যায় ও সেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ স্থৈর্য্যরূপ অভ্যাসের বিষয় ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা শীঘ্র অভিভূত হয় না (১)।

টীকা। ১৪। (১) নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক, অথবা সাধ্য হইলে প্রতিক্ষণিক, যে স্থৈর্য্যাভ্যাস, যাহা তদ্বিপরীত অস্থৈর্য্যাভ্যাসের দ্বারা অন্তরিত বা ভগ্ন হয় না, তাহাই নিরন্তর অভ্যাস।

তপস্যা = বিষয়-সুখত্যাগ। শাস্ত্র যথা "সুখত্যাগে তপোযোগং সর্ব্বত্যাগে সমাপনম্" অর্থাৎ সুখত্যাগ তপঃ এবং সর্ব্বত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগে যোগ সমাপ্ত হয়। বিদ্যা = তত্ত্বজ্ঞান। তপস্যা প্রভৃতিপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে থাকিলে সেই অভ্যাস যে প্রকৃত সংস্কারপূর্ব্বক কৃত হইতেছে তাহা নিশ্চয়। এইরূপে অভ্যাস কৃত হইলে তাহা দৃঢ় ও অনভিভাব্য হয়।

শ্রুতিতে আছে "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দোগ্য)। অর্থাৎ যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞানপূর্ব্বক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও সারশাস্ত্রজ্ঞান-পূর্ব্বক সুতরাং প্রকৃত প্রণালীতে করা যায় তাহাই অধিকতর বীর্য্যবান্ হয়।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। স্ত্রিয়ঃ অন্নপানম্ ঐশ্বর্য্যম্ ইতি দৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্য, স্বর্গ-বৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্ব-প্রাপ্তাবানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্যবিষয়সম্প্রয়োগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাৎ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ চিত্তের যে স্বাভাবিক বশীকার সংজ্ঞা হয় তাহার নাম বৈরাগ্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য্য এই সকল দৃষ্ট বিষয়, ইহাতে বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গ-বিদেহলয় (১) ও প্রকৃতিলয় এই সকলের প্রাপ্তিরূপ আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং উক্ত প্রকার দিব্যাদিব্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিষয়দোষদর্শী যে চিত্ত, তাহার যে প্রসংখ্যানবলে অনাভোগাত্মক (২) হেয়োপাদেয়শূন্যা বৃত্তি, বা নির্ব্বিকল্পক বুদ্ধিবিশেষ হয় সেই বশীকারভাবের নামই বৈরাগ্য (৩)।

টীকা। ১৫। (১) বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়ের বিষয় আগামী ১৯ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

১৫। (২) প্রসংখ্যান = বিবেক-সাক্ষাৎকার। অনাভোগ = চিত্তের পূর্ণ ভাবে বিষয়ে বর্ত্তমান থাকার নাম আভোগ, সমাধির সময়ে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত যে ভাবে থাকে তাহা আভোগের উদাহরণ, অনাভোগ উহার বিপরীত। বিক্ষেপকালে চিত্তের সাধারণ ক্লেশজনক বিষয়ে আভোগ থাকে। যে বিষয়ে রাগ অধিক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে বিষয়ে চিত্ত ব্যাপৃত করা যায়, তাহাতেই আভোগ হয়। রাগ অপগত হইলে চিত্তের অনাভোগ হয়, অর্থাৎ তদ্বিষয় হইতে চিত্তের ব্যাপার নিবর্ত্তিত হয়। তখন তদ্বিষয়ের স্মরণ হয় না বা তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না।

১৫। (৩) যখন বিষয়ের ত্রিতাপজননতা-দোষ প্রসংখ্যানবলে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন অগ্নিতে দহ্যমান গাত্রের দাহ যেরূপ সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, তাহাও সেইরূপ হয়। 'অগ্নি দাহ উৎপাদন করে' ইহা জানা ও দাহ অনুভব করা এই দুইয়ে যে ভেদ, শ্রবণ-মননের দ্বারা বিষয়দোষ জানা এবং প্রসংখ্যানবলে জানার সেইরূপ ভেদ। প্রসংখ্যানবলে সমস্ত বিষয়ের দোষ সাক্ষাৎ করিলে বিষয়ে চিত্তের যে সম্যক্ অনাভোগ হয়, চিত্তের সেই বশীকার-সংজ্ঞাই অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে বশীকৃতভাবরূপ সংজ্ঞা বা মনোভাবই বৈরাগ্য।

বশীকাররূপ চিত্তাবস্থা একেবারেই সিদ্ধ হয় না। তাহার পূর্ব্বে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে। (ক) যতমান, (খ) ব্যতিরেক, (গ) একেন্দ্রিয়, এই তিন অবস্থার পর (ঘ) বশীকার সিদ্ধ হয়। "বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করিব না" এই চেষ্টা করিতে থাকা যতমান-বৈরাগ্য। তাহা কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে, তখন ব্যতিরেকপূর্ব্বক বা পৃথক্ করিয়া কচিৎ কচিৎ বৈরাগ্যাবস্থা অবধারণ করিবার সামর্থ্য। জন্মিলে তাহাকে ব্যতিরেক-বৈরাগ্য বলে। অভ্যাসের দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় হইতে সম্যক্ নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কেবল রাগ ঔৎসুক্য-রূপে মনে থাকে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয় বলা যায়। একেন্দ্রিয় অর্থে যাহা কেবল মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে থাকে। পরে বশী যোগীর যখন ইচ্ছাপূর্ব্বকও আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, যখন স্বভাবত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে অপর বৈরাগ্যের পূর্ণ তারূপ হেয়োপাদের বা ত্যাগ-গ্রহণ শূন্য বশীকার-বৈরাগ্য বলে। তাহা বিষয়ের পরম উপেক্ষা।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যো ব্যক্তাব্যক্তধর্মকেভ্যো বিরক্ত ইতি। তদ্ দ্বয়ং বৈরাগ্যং, তত্র যদ্ উত্তরং তদ্ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে "প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে, ইতি।" জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্ এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

১৬। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ যে বৈরাগ্য তাহাই পরবৈরাগ্য ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়-দোষদর্শী, বিরক্তচিত্ত যোগী, পুরুষের দর্শনাভ্যাস করিতে করিতে তাহার (দর্শনের) শুদ্ধি বা সর্ব্বোৎকৃষ্টতা জন্মে। এই শুদ্ধ-দর্শনজাত প্রকৃষ্ট বিবেকের (১) দ্বারা আপ্যায়িত বা উৎকর্ষ-প্রাপ্ত বুদ্ধি বা তৃপ্ত-বুদ্ধি যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মক গুণসকলে (২) বিরক্ত (৩) হন। অতএব সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইল। তাহার মধ্যে যাহা শেষের (অর্থাৎ পরবৈরাগ্য), তাহা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র (৪)। জ্ঞানপ্রসাদরূপ পর-বৈরাগ্যের উদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতি (নিষ্পন্নাত্মজ্ঞান) যোগী এইরূপ মনে করেন,—প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ক্ষেতব্য (ক্ষয় করা উচিত) ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়াছে, শ্লিষ্টপর্ব্ব বা অবিরল ভবসংক্রম (জন্মমরণপ্রবাহ) ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, যে ভবসংক্রম বিচ্ছিন্ন না হইলে জীব জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া জন্মাইতে থাকে। জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য আর কৈবল্য বৈরাগ্যের অবিনাভাবী।

টীকা। ১৬। (১) (২) প্রবিবেক অর্থে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। শুধু চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই কৈবল্য সিদ্ধ হয় না। পারবশ্য বা স্বেচ্ছায় অনধীনতা হেতু নিরোধের (প্রাকৃতিক নিয়মে বা সংস্কারবশে) যে ভঙ্গ তাহা যখন আর না হয়, তখন তাহাকে কৈবল্য বলে। অভঙ্গ-নীয় নিরোধের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্যের জন্য তত্ত্বজ্ঞান (পুরুষও একটি তত্ত্ব) আবশ্যক। বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বিষয়নিবৃত্ত করিয়া পুরুষখ্যাতির দ্বারা নিরোধ

সমাধি অভ্যাস করিতে হয়। পুরুষখ্যাতিকালে চিত্ত বাহ্যবিষয় শূন্য কেবল বিবেক বিষয়ক হয়। যাঁহারা বশীকার-বৈরাগ্যপূর্ব্বক বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত নিরোধ করিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) সাধন না করেন, কেবল অব্যক্ত অথবা শূন্যকে চরমতত্ত্ব স্থির করিয়া তদভিমুখে সমাহিত হন (যেমন কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়), তাঁহাদের বৈরাগ্য পূর্ণ হয় না, সুতরাং চিত্ত নিরোধও শাশ্বতিক হয় না। কারণ, তাঁহাদের বৈরাগ্য ব্যক্ত বিষয়ে (ইহামুত্র বিষয়ে) সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অব্যক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা প্রকৃতিলীন থাকিয়া পুনরুত্থিত হন। কিন্তু অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতি না হওয়াতে তাঁহাদের সম্যগ্দর্শনও সিদ্ধ হয় না। সেই সূক্ষ্ম অজ্ঞানবীজ হইতেই তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়। তজ্জন্য যোগিগণ বশীকার-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া পুরুষদর্শনের অভ্যাসপূর্ব্বক চেতনবৎ বুদ্ধি হইতে চিদ্রূপ পুরুষের পৃথক্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্ববিকারের মূল-স্বরূপ অব্যক্তেও বিতৃষ্ণ হন অর্থাৎ গুণত্রয়ের ব্যক্ত বা অব্যক্ত (শূন্যবৎ) সর্ব্ব অবস্থায় বিরক্ত হন।

১৬। (৩) রাগ বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) ধর্ম। সুতরাং বৈরাগ্যও তাহার ধর্ম। রাগে প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যে নিবৃত্তি। যে বুদ্ধির দ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে অগ্র্যা বুদ্ধি বলে। শ্রুতি যথা—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" (কঠ)। পুরুষখ্যাতি হইলে তদ্দ্বারা আপ্যায়িত বুদ্ধি আর অব্যক্তে বা শূন্যে সমাহিত হইবার জন্য অনুরক্ত হয় না, কিন্তু স্বকীয় স্বরূপে সম্যক্ স্থিতির জন্য প্রবৃত্ত হইয়া শাশ্বতী শান্তিলাভ করে বা প্রলীন হয়। গুণ ও গুণবিকার হইতে তখন সম্যক্ বিয়োগ ঘটে। পরবৈরাগ্য এবং নির্দ্দিষ্টরূপ পুরুষখ্যাতি অবিনাভাবী। তদ্দ্বারাই চিত্তপ্রলয়রূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

১৬। (৪) জ্ঞানের প্রসাদ অর্থে জ্ঞানের চরম শুদ্ধি। মানবের সমস্ত জ্ঞানই দুঃখ-নিবৃত্তির সাক্ষাৎ অথবা গৌণ হেতু। যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় তাহাই চরম জ্ঞান। তদধিক আর জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না। পরবৈরাগ্যের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সুতরাং পরবৈরাগ্যই জ্ঞানের চরম অবস্থা বা চরম শুদ্ধি। কিন্তু তাহা জ্ঞান-স্বরূপ, কারণ, তাহাতে কোনও প্রবৃত্তি থাকে না, প্রবৃত্তি না থাকিলে চিত্ত সমাহিত থাকিবে এবং কেবল পুরুষখ্যাতি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তাহা প্রবৃত্তিশূন্য জ্ঞান-প্রসাদমাত্র। প্রবৃত্তিহীন এবং কাঙ্ক্ষাহীন চিত্তাবস্থা হইলে তাহাই প্রকাশ বা জ্ঞান। 'প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি' ইত্যাদির দ্বারা ভাষ্যকার প্রবৃত্তিশূন্যতা ও জ্ঞানপ্রসাদমাত্রতা দেখাইয়াছেন। পরবৈরাগ্য বিষয়ে শ্রুতি বলেন—"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।" (কঠ)।

ভাষ্যম্। অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ?—

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কঃ চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচারঃ, আনন্দো হ্লাদঃ, একাত্মিকা সংবিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমশ্চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ো বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থস্তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপায়দ্বয়ের (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের) দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (১) কাহাকে বলা যায় ?—

১৭। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই ভাব-চতুষ্টয়ানুগত (অর্থাৎ এই চারি পদার্থ গ্রহণপূর্ব্বক অথবা অতিক্রমপূর্ব্বক হওয়াই অনুগত ভাবে হওয়া) সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ॥ সূ

১ম, বিতর্ক = আলম্বনে সমাহিত (২) চিত্তের সেই আলম্বনের স্থূলরূপবিষয়ক আভোগ অর্থাৎ স্থূলস্বরূপের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা। (তেমনি) ২য়, বিচার = সূক্ষ্ম আভোগ (৩)। ৩য়, আনন্দ = হ্লাদযুক্ত আভোগ (৪)। ৪র্থ, অস্মিতা = একাত্মিকা সংবিৎ (৫)। তাহার মধ্যে প্রথম সবিতর্ক সমাধি চতুষ্টয়ানুগত। দ্বিতীয় সবিচার সমাধি বিতর্ক-বিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কলা বা অংশ হীন (৬)। তৃতীয় সানন্দ সমাধি বিচারবিকল (৭)। চতুর্থ আনন্দবিকল অস্মিতামাত্র (৮)। এই সকল সমাধি সালম্বন (৯)।

টীকা। ১৭। (১) ১ম সূত্রের ভাষ্য ও টিপ্পনীতে সম্প্রজ্ঞাত যোগের যে বিবরণ আছে পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিসিদ্ধি হইলে যে ক্লেশের মূলঘাতিনী প্রজ্ঞা হইতে থাকে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যে সকল সমাধি হইতে সেই সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয় তাহার বিতর্কাদি চারি প্রকার ভেদ আছে। বিষয়ভেদে বিতর্কাদি-ভেদ হয়। আর সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক বা সবিচার ও নির্বিচার-রূপ যে সমাপত্তিভেদ তাহা সমাধির বিষয় ও সমাধির প্রকৃতি এই উভয়ভেদে হয়। (১।৪১-৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১৭। (২) শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পযুক্ত চিত্তবৃত্তি যদি স্থূলবিষয়া হয়, তবে তাহাকে বিতর্কানুগী বৃত্তি বলে। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গো, ঘট, নীল, পীতাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাই স্থূল বিষয়। তত্ত্বত বলিতে গেলে সাধারণ স্থূলগ্রাহী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন শব্দ-রূপাদি নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম সংকীর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়া 'এক' দ্রব্যরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাই স্থূলত্বের সাধারণ লক্ষণ, যেমন গো। গো, নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্মসমষ্টির সঙ্কীর্ণ এক-ভাবে গৃহীত হওয়া মাত্র। এরূপ স্থূল বিষয় যখন শব্দাদি-পূর্ব্বক, অর্থাৎ শব্দবাচ্যরূপে, সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় হয়, তখন তাহাকে সবিতর্ক বলে আর বিতর্কহীন সমাধিকে নির্বিতর্ক বলে, এই উভয়ই বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত (১।৪২ সূত্র)।

১৭। (৩) স্থূলবিষয়ক সমাধি আয়ত্ত হইলে সেই সমাধিকালীন অনুভবপূর্ব্বক বিচার-বিশেষের দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বের সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহাই সবিচার সম্প্রজ্ঞাত। শব্দবর্জিত বিচার হয় না, অতএব ইহাও শব্দার্থ-জ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ, কিন্তু সূক্ষ্মবিষয়ক। চৈতসিক অর্থাৎ ধ্যানকালীন বিচারবিশেষ ইহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব ইহা বিতর্কবিকল বা বিতর্করূপ অংশহীন। সূক্ষ্ম গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই সমাধির বিষয়। আর, ইহাতে বিচারপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ধ্যেয় উপলব্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম সবিচার। ইহা এবং নির্বিচার উভয়ই 'বিচার'-পদার্থ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধ হয় বলিয়া দুই-ই বিচারানুগত সমাধি। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যে বিচারের দ্বারা যাওয়া যায় তাহাই এই বিচার, এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় এই কয় বিষয়ক জ্ঞান যাহা সমাধির দ্বারা সূক্ষ্মতর বা স্ফুটতর হইতে থাকে তাহাও বিচার। তত্ত্ব ও যোগবিষয়ক সূক্ষ্মভাব এইরূপ বিচারের দ্বারা উপলব্ধ হয় বলিয়া সূক্ষ্ম-বিষয়ক সমাধির নাম বিচারানুগত সমাধি।

১৭। (৪) আনন্দানুগত সমাধি বিতর্ক ও বিচার-হীন। তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত-বিষয়ক নহে। স্থৈর্য্যবিশেষ হইতে চিত্তাধিকরণ-ব্যাপী সাত্ত্বিক সুখময় ভাববিশেষ এই সমাধির আলম্বন। শরীরই চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানস্বরূপ। সুতরাং

ঐ আনন্দ সর্ব্ব শরীরের সাত্ত্বিক স্থৈর্য্য বা স্থৈর্য্যের সাহজিক বোধস্বরূপ। অতএব সানন্দ সমাধি বস্তুত করণ বা গ্রহণ-বিষয়ক। করণসকলের বিষয়ব্যাপার অপেক্ষা তাহাদের শান্তিই যে পরমানন্দকর এইরূপ সম্প্রজ্ঞান আনন্দানুগত সমাধির ফল। এই সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা আনন্দ-প্রাপ্ত যোগী করণসকলকে সর্বকালের জন্য শান্ত করিতে আবদ্ধবীর্য্য হন।

প্রাণায়াম-বিশেষের দ্বারা বা নাড়ীচক্ররূপ শরীরের মর্ম্মস্থানধ্যানের দ্বারা শরীর সুস্থির হইলে, শরীরব্যাপী যে সুখময় বোধ হয়, তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে কেবল আনন্দময় করণপ্রসাদস্বরূপ ভাবের অধিগম হয়। ইহাই সানন্দ সমাধির সাধন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন সাস্মিত সমাধির তুলনায় সানন্দ অস্মিতার স্থূলভাব, কারণ চিত্তাদি করণসকল অস্মিতার বিকার বা স্থূল অবস্থা।

বিতর্কে যেমন বাচক শব্দ সহকারে চিত্তে প্রজ্ঞা হয়, ইহাতে সেরূপ বাচক শব্দের তত অপেক্ষা নাই। কারণ, ইহা অনুভূয়মান আনন্দবিষয়ক। কোন শব্দের অপেক্ষা থাকিলে কেবল আনন্দশব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। আর ভূত হইতে তন্মাত্রতত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ বিচারপূর্ব্বক ধ্যানের আবশ্যক ইহাতে তাহারও অপেক্ষা নাই, এবং বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের বিষয় যে সূক্ষ্মভূত তাহারও অপেক্ষা নাই, এই জন্য ইহা বিতর্ক-বিচার-বিকল। সমাপত্তির দৃষ্টিতে বলিলে ইহা নির্ব্বিচারা সমাপত্তির বিষয়।

এ বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ আছে "ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকরোত্যয়ম্। এষ ধ্যানপথঃ পূর্ব্বো ময়া সমনুবর্ণিতঃ ॥ এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং শনৈঃ সম্পরিভাবয়েৎ। সংহরেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিষ্যতি ॥ স্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূর্ব্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি ॥ ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেষ্যতি তত্তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্ম্মণি।" (মোক্ষধর্ম্ম)। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হীন করিয়া মনে পিণ্ডীভূত করিলে (গ্রহণতত্ত্ব মাত্র অবলম্বন করিলে) যে উত্তম সুখলাভ হয় তাহা দৈব অথবা ঐহলৌকিক অন্য কোন পুরুষকারলভ্য বিষয়লাভে হইতে পারে না। সেই সুখ-সংযুক্ত হইয়া যোগীরা ধ্যান-কর্ম্মে রমণ করেন।

১৭। (৩-৮) গ্রাহ্যালম্বী বিতর্কানুগত ও বিচারানুগত সমাধি গ্রাহ্যবিষয়ক, আনন্দানুগত সমাধি গ্রহণবিষয়ক, অস্মিতানুগত সমাধি গ্রহীতৃবিষয়ক। গ্রহীতৃবিষয়ক বলিয়া অর্থাৎ কেবল 'আমি আনন্দেরও গ্রহীতা' এইরূপ 'আমি মাত্র'-বিষয়ক বলিয়া ইহা আনন্দবিকল। আনন্দবিকল অর্থে আনন্দের অতীত, কিন্তু নিরানন্দ নহে, ইহা আনন্দ অপেক্ষা অভীষ্ট শান্তিস্বরূপ। সানন্দধ্যানে সমস্ত করণগত আনন্দ তাহার বিষয় হয়। আনন্দ-বিকল সাস্মিতধ্যানে সে আনন্দ বিষয় হয় না, কিন্তু আনন্দের গ্রহীতাই বিষয় হয়, ইহাই সানন্দ ও সাস্মিতের ভেদ। পুরুষ স্বরূপতঃ এই সমাধির বিষয় নহেন। অস্মিতামাত্র বা "আমি" এইরূপ বোধমাত্রই এই সমাধির বিষয়। এই আত্মভাবের নাম গ্রহীতৃপুরুষ। পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ইহা ব্যক্ত হয়। গ্রহীতৃপুরুষ এই সমাধির বিষয় বলিয়া সাস্মিত সমাধিকে গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলা হয়। সাস্মিতসমাধির আলম্বন স্বরূপদ্রষ্টা নহেন, কিন্তু বিজ্ঞান-দ্রষ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা বা মহান্ আত্মাই তাহার আলম্বন। সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। ইহা পুরুষাকারা বুদ্ধি বা 'আমি আমার জ্ঞাতা' এইরূপ পুরুষের সহিত একাত্মিকা সংবিৎ। সংবিৎ অর্থে চিত্তভাবের বা বুদ্ধির বোধ।

অস্মিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সারবান্ নহে। ভোজরাজ বলেন—"যে অবস্থায় অন্তর্মুখতাহেতু প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিলীন হইলে সত্তামাত্র অবভাত হয়, তাহাই শুদ্ধ অস্মিতা।" এই কথা গভীর হইলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট, কারণ প্রকৃতিলীন চিত্তের বিষয় থাকিতে পারে না, ব্যক্ত চিত্তেরই বিষয় থাকিবে। সাস্মিত সমাধি সালম্বন সুতরাং অব্যক্ততা-প্রাপ্ত চিত্তের তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। সাস্মিত-সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্তর্মুখ হইয়া যখন বিষয়গ্রহণ না করেন তখন তাঁহার চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়, কিন্তু তখন আর সাস্মিতসমাধি থাকে না তখন তৎপ্রত্যয় নির্ব্বীজ সমাধি হইয়া যোগী কৈবল্যপদের ন্যায় পদ অনুভব করেন। অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকৃতিতে লীন থাকিলে চিত্তের আলম্বন থাকিতে পারে। তদর্থে ভোজরাজের উক্তি যথার্থ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" (১।৩৬) ভাষ্যোদ্ধৃত এই পঞ্চশিখাচার্য্যের বচন হইতে সাস্মিত-সমাধির ও বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ প্রস্ফুটরূপে জানা যায়। বস্তুত "আমি" এইরূপ প্রত্যয়-মাত্র বা অস্মিভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব। "আমি জ্ঞাতা" "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, আমিত্ব সমস্ত করণ-ব্যাপারের মূল বা শীর্ষস্থান। বুদ্ধিতত্ত্বও বাচ্যের মধ্যে প্রথম। জ্ঞান যতই সূক্ষ্ম হউক না, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। জ্ঞানের সম্যক্ নিরোধ হইলে তবে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের বা ব্যবহারিক আমিত্বের নিরোধ হইবে, তৎপরে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। শ্রুতি বলেন "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" (কঠ)। অতএব এই মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং আমিত্ব-মাত্র বোধ একই হইল। বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার, অতএব অস্মদ্-প্রত্যয়ের যে "আমি অমুকের জ্ঞাতা বা কর্ত্তা" ইত্যাদি অনাত্মভাব হয়, তাহাই অহংকার। শাস্ত্রও বলেন "অভিমানোঽহংকারঃ।" ভোজ-রাজ বলিয়াছেন "বহির্ম্মুখতয়েন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহংকারঃ।" এই অহং অস্মিতা-মাত্র নহে কিন্তু অভিমানরূপ। সূত্রকার দৃক্‌শক্তির ও দর্শনশক্তির একতাকে অস্মিতা বলিয়াছেন। বুদ্ধির সহিতই পুরুষের সূক্ষ্মতম একতা আছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা তাহার অপগম হইলে বুদ্ধি লীন হয়। অতএব সাস্মিত সমাধি চরম অস্মিতাস্বরূপ বুদ্ধি-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। তাহাই অস্মি-প্রত্যয়রূপ ব্যবহারিক গ্রহীতা।

১৭। (৯) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসকলে চিত্ত ব্যক্তধর্ম্মক (অর্থাৎ অসম্যক্ নিরুদ্ধ) থাকে। সুতরাং তাহার আলম্বন অবিনাভাবী। এজন্য ইহারা সালম্বন সমাধি। বক্ষ্যমাণ অসম্প্রজ্ঞাত নিরালম্ব। সালম্বন সমাধি উত্তমরূপে না বুঝিলে নিরালম্ব সমাধি বুঝা অসাধ্য ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

ভাষ্যম্। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিংস্বভাবো বেতি?—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। ১৮॥

সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধশ্চিত্তস্য সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যমুপায়ঃ, সালম্বনো হি অভ্যাসস্তৎসাধনায় ন কল্পত ইতি। বিরামপ্রত্যয়ো নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে, স চার্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ব্বং হি চিত্তং নিরালম্বনমভাবপ্রাপ্তমিব ভবতীতি এষ নির্ব্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে সাধ্য এবং তাহার স্বরূপ কি ?—

১৮। বিরামের (সর্বপ্রকার আলম্বন বৃত্তির নিরোধের) কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কারশেষস্বরূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত ॥ সূ

সর্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে সংস্কারশেষস্বরূপ (১) চিত্ত-নিরোধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পরবৈরাগ্য তাহার উপায়, যেহেতু সালম্বন অভ্যাস তাহা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। বিরামের কারণ (২) পরবৈরাগ্য নির্বস্তুক আলম্বনে প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ তাহাতে চিন্তনীয় কিছু থাকে না। তাহা অর্থশূন্য। তাহার অভ্যাসযুক্ত চিত্ত নিরালম্ব, অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হয়। এবংবিধ নির্বীজ সমাধি (১) অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১৮। (১) সংস্কারশেষ = সংস্কারমাত্র যাহার স্বরূপ। নিরোধ প্রত্যয়াত্মক নহে অর্থাৎ নীল পীতাদির ন্যায় জ্ঞানবৃত্তি নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের বিচ্ছেদের সংস্কারমাত্র। অতএব তাহা সংস্কারশেষ। চিত্তের দুই ধর্ম—প্রত্যয় ও সংস্কার। নিরোধকালে প্রত্যয় থাকে না কিন্তু প্রত্যয় পুনশ্চ উঠিতে পারে বলিয়া প্রত্যয় উঠার বা ব্যুত্থানের সংস্কার যে তখন চিত্তে থাকে ইহা স্বীকার্য। অতএব সংস্কারশেষ অর্থে ব্যুত্থান ও নিরোধ এতদুভয়ের সংস্কার-শেষ। নিরোধ-সংস্কার ব্যুত্থানসংস্কারের বিচ্ছেদ। সুতরাং "বিচ্ছিন্ন ব্যুত্থান সংস্কার-শেষ" এরূপ অর্থও "সংস্কারশেষ" শব্দের হইতে পারে। কেহ এক ঘণ্টা নিরোধ করিতে পারিলে বস্তুত তাহার ব্যুত্থানসংস্কার (প্রত্যয় সহ) এক ঘণ্টার জন্য অভিভূত থাকে। অতএব নিরোধ বিচ্ছিন্নব্যুত্থান। নিরোধকে অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে সংস্কারশেষ = বিচ্ছিন্নব্যুত্থান-সংস্কারশেষ। আর নিরোধকে ব্যক্ত অবস্থারূপ ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে—"নিরোধসংস্কার-শেষ ও ব্যুত্থানসংস্কার-শেষ" = সংস্কারশেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা ব্যুত্থান-সংস্কার প্রত্যয়প্রসূ না হয় তাহাই সংস্কারশেষ বা সংস্কার মাত্র থাকা।

১৮। (২) তাহার উপায় "বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাস"। বিরামের প্রত্যয়* বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ ভাবনা। পরবৈরাগ্যের দ্বারা যেরূপে নিরোধ হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে স্থূলতত্ত্ব শান্ত হইয়া ক্রমশঃ মহত্তত্ত্বরূপ অস্মিতাতে স্থিতি হয়। সেই অস্মিতাতে স্থূল ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তাহা সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের বেদয়িতা, বৌদ্ধদের ভাষায় ইহা 'নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন'। তাহা সত্ত্বগুণময় সর্বশীর্ষ ভাব। 'তাদৃশ অস্মিতাভাবও চাহি না' মনে করিয়া নিরোধবেগ আনয়ন করিলে পরক্ষণে আর অন্য চিত্তবৃত্তি উঠিতে পারে না। তখন চিত্ত লীন বা অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়, বা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নিরোধক্ষণও বলে। এই অবস্থাই দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি। তখন জ্ঞ-মাত্রের নিরোধ হয় না, অনাত্মের জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং অনাত্মভাবের বেদয়িতা অস্মিতাও রুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতেও পরবৈরাগ্যের কর্তা বা নিরোধের কর্তা নিষ্পন্নকৃত্য বেদয়িতৃমাত্র হইয়া থাকিবে। বিষয়নিবৃত্ত করিয়া আমরা বিজ্ঞানকে রুদ্ধ করিতে পারি কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞাতার অভাব হইতে পারে না। বিষয়সংযোগই জ্ঞানের কারণ, সংযোগ হইলে দুই পদার্থ চাই। একটি বিষয় অন্যটি কি ? বৌদ্ধেরা বলিবেন

* ভোজরাজ "বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেও প্রত্যয় অর্থে কারণ করিতে হইবে। প্রত্যয় অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ববৃত্তির অভাবকে বিরাম বলিয়াছেন। অতএব এখানে প্রত্যয় অর্থে সাক্ষাৎ কারণ। এরূপ অর্থই শ্রেষ্ঠ।

তাহা বিজ্ঞানধাতু। কিন্তু বিজ্ঞানধাতু যে কি, বৌদ্ধেরা তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। ধাতু অর্থে তাঁহারা বলেন নিঃসত্ত্ব-নির্জীব। নিঃসত্ত্ব-নির্জীব অর্থে যদি চেতয়িতৃ-শূন্য বা impersonal হয় তবে "চেতয়িতৃ-শূন্য বিজ্ঞানাবস্থা" অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞাতৃহীন বিজ্ঞান অবস্থা বা যে বিজ্ঞান তাহাই বিজ্ঞাতা—বিজ্ঞানধাতু এইরূপ হইবে। তাহা সাংখ্য-দর্শনের চিতিশক্তির নিকটবর্ত্তী পদার্থ। আর নিঃসত্ত্ব-নির্জীব অর্থে যদি "শূন্য" হয়, এবং শূন্য অর্থে যদি অসত্তা হয় তবে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানধাতু প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইবে?

১৮। (১) নির্বীজ-সমাধি হইলেই তাহা অসম্প্রজ্ঞাত হয় না। যেমন ধারণধ্যানসমাধি-মাত্রই সম্প্রজ্ঞাত নহে, কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধি, তত্ত্ব-সাক্ষাৎক হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলে, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানপূর্ব্বক নিরোধভূমিক চিত্তের সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। তখন নিরোধই চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। এই ভেদ বিশেষরূপে অবধার্য্য। অসম্প্রজ্ঞাত কৈবল্যের সাধক, কিন্তু নির্বীজ কৈবল্যের সাধক না-ও হইতে পারে। ইহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজের ভেদ না বুঝিয়া কিছু গোল করিয়াছেন।

নিরোধের স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যয়হীনতাই নিরোধ। প্রথমতঃ নিরোধ দ্বিবিধ, সভঙ্গ বা সংস্কারশেষ এবং শাশ্বত বা সংস্কারহীনতার দ্বারা হয়। সভঙ্গ নিরোধ আবার দ্বিবিধ যথা, (ক) এক প্রত্যয়ের ভঙ্গ হইয়া নিরুদ্ধ হওয়া বা সংস্কারে যাওয়া। ইহা নিয়ত ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতেছে এবং ব্যুত্থান অবস্থার ইহাই স্বরূপ, এই নিরোধ লক্ষ্য হয় না। (খ) সমাধির দ্বারা যে কতককালের জন্য সম্যক্ প্রত্যয়হীনতা হয় তাহা। ইহাই নিরোধ-সমাধি নামে খ্যাত।

সভঙ্গ নিরোধ কেবল প্রত্যয়ের নিরোধ, তাহাতে প্রত্যয় সংস্কাররূপে যায় ও থাকে। আর শাশ্বত নিরোধ বা কৈবল্য সংস্কারক্ষয়ে সম্যক্ প্রত্যয়নিরোধ এবং সমগ্র চিত্তের (প্রত্যয় ও সংস্কারের) স্বকারণ ত্রিগুণে প্রলয় বা প্রতিপ্রসব। ব্যুত্থান অবস্থায় নিয়ত সংস্কার হইতে প্রত্যয় উঠিতেছে, তাহাতে প্রত্যয়হীনতা অলক্ষ্য হয় এবং মনে হয় যেন অবিরল প্রত্যয়-প্রবাহ চলিতেছে। সমাধির কৌশলে যখন সংস্কারের এই উদ্ভিন্নতার ক্ষয় হয় এবং প্রত্যয়ের লীয়মানতার প্রবাহ চলে তখন তাহাকেই নিরোধ-সমাধি বলা যায়। এ অবস্থা ব্যুত্থানের বিপরীত ভাব হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানে প্রত্যয়ের অবিরলতা প্রতীত হয় আর নিরোধে সংস্কারের অবিরলতা থাকে। প্রত্যয়ের অবিরলতার প্রতীতি থাকিলে সংস্কারের অবিরলতারও প্রতীতি হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সংস্কারসকল সূক্ষ্ম শক্তিস্বরূপ হইলেও তখন তাহারা বিরামপ্রত্যয়ের অভ্যাসবলে অভিভূত বা বলহীন হইয়া কিছুকাল প্রত্যয়োৎপাদ্য হইতে পারে না। সভঙ্গ নিরোধে প্রত্যয়ের অভিভব হইলেও সংস্কার সম্যক্ বলহীন না হওয়াতে পুন-রুত্থানের সম্ভাবনা যায় না তাই তাহা সংস্কারশেষ। আর সংস্কার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার দ্বারা বিনষ্ট হইলে প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক সমগ্র চিত্তই অব্যক্ততা বা গুণসাম্য প্রাপ্ত হয়। যখন প্রত্যয় ও সংস্কার এই উভয়বিধ ধর্মই ভঙ্গশীল তখন সমগ্র চিত্তও ভঙ্গুর। সমগ্র চিত্তের ভঙ্গ অবশ্য কালে কালেই গুণসাম্য-প্রাপ্তি। প্রথমে অন্য বৃত্তির নিরোধ করিয়া এক বৃত্তিতে স্থিতি তাহা সম্পূর্ণ হইলে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ। প্রথমতঃ সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ দুষ্কর হইবার কথা, কারণ ব্যুত্থান-সংস্কার সহসা নষ্ট হয় না। নিরোধাভ্যাসের বা নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা ক্রমশঃ তাহা নষ্ট হইলে আর প্রত্যয় উঠার সামর্থ্য থাকে না সুতরাং তখন সংস্কার-প্রত্যয়-হীন শাশ্বত নিরোধ বা প্রতিপ্রসব হয়। চিত্তভূত সেই গুণবৈষম্যের সাম্য হয় মাত্র, কিন্তু অত্যন্ত নাশ হয় না।

সংস্কাররূপে থাকা অপরিদৃষ্ট অবস্থা, তাহা গুণসাম্যরূপ অব্যক্তাবস্থা নহে। তরঙ্গের উপমা দিলে সমতল জল গুণসাম্য। সেই সমতল রেখার উপরের ভাগ প্রত্যয় ও নিম্নভাগ সংস্কার। প্রত্যয় হইতে সংস্কারে ও সংস্কার হইতে প্রত্যয়ে যাইতে হইলে সেই 'সমতল রেখা' পার হইতে হইবে। তাহাই সমগ্র চিত্তের ভঙ্গ বা গুণসাম্য। যেমন এক দোলক এদিক-ওদিক দুলিলে এমন এক স্থানে থাকিবে যাহা এদিক বা ওদিকে গমন নহে সুতরাং স্থিতি, চিত্তেরও সেইরূপ ধর্মান্তরতার মধ্যস্থল সমগ্র ভঙ্গ। বৃত্তির ব্যক্তিকাল ক্ষণমাত্র ও ক্ষণে ভঙ্গ, সুতরাং তদনুরূপ সংস্কারেরও ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইবে। অতএব সঞ্চিত সংস্কার-সমূহের ও তৎফলভূত প্রত্যয়ের (উপরে দর্শিত প্রকারে) প্রতিক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে। যাহাতে তরঙ্গ হয় তাদৃশ ক্রিয়া ঘন ঘন করিলে যেমন তরঙ্গ-প্রবাহ অবিরলের মত বোধ হয় কিন্তু ভঙ্গ থাকিলেও তাহা তত লক্ষ্য হয় না, চিত্তের ব্যুত্থানকালেও সেইরূপ প্রত্যয় অভঙ্গবৎ প্রতীত হয়। সেইরূপ নিরোধজনক ক্রিয়া ঘন ঘন করিলে নিরোধভঙ্গের প্রবাহ (প্রশান্তবাহিতা) একতানের মত প্রতীত হয়। তাহাই নিরোধক্ষণ। (এখানে সংস্কারাত্মক নিরোধকে সমতল জলের নিম্নদিকের খাদরূপে এবং প্রত্যয়াত্মক ব্যুত্থানকে সমতলের উপরস্থ তরঙ্গরূপে উপমিত করা হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে)। তরঙ্গজনক ক্রিয়া না করিলে যেমন জল সমতল থাকে সেইরূপ ব্যুত্থানজনক ক্রিয়া না করিলে অর্থাৎ সেই ক্রিয়াহীনতার দ্বারা ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ হইলে চিত্তে আর তরঙ্গ থাকে না, গুণসাম্যরূপ সমতলতাই থাকে তাহাই কৈবল্য।

ব্যাপী কালজ্ঞান প্রত্যয়ের সংখ্যা মাত্র। অনেক বৃত্তি উঠিলে দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং নিরুদ্ধ চিত্তের স্থিতিকাল তাহার পক্ষে একক্ষণমাত্র অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা ভঙ্গের মত উহা একক্ষণব্যাপী মাত্র, যদিচ সেই সময় বহু বৃত্তির অনুভবকারীর নিকট দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইতে পারে। অতএব প্রতিক্ষণিক ভঙ্গ যেমন ক্ষণমাত্রব্যাপী, দীর্ঘ-কাল নিরোধও সেইরূপ নিরুদ্ধচিত্তের পক্ষে ক্ষণমাত্র অর্থাৎ কালজ্ঞানহীন। কেবল সংস্কারের উদিততাদিই ক্ষয় হয় অথবা প্রকাশ হয় মাত্র।

সংস্কার শক্তিরূপ হইলেও ব্যক্ত শক্তি, কারণ তাহা হেতুমান্ ও অব্যাপী, গুণত্রয় অহেতুমান্ ও সর্বব্যাপী শক্তি বলিয়া অব্যক্ত শক্তি। বর্তমান কাল ক্ষণমাত্র বলিয়া যাহা বর্তমান তাহা ক্ষণমাত্রব্যাপী এবং তাহা ভঙ্গুর হইলে ক্ষণ-ভঙ্গুর।

ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদের মতে প্রতিক্ষণে সমগ্র চিত্ত (প্রত্যয় ও সংস্কার) নিরুদ্ধ হইতেছে। ইহা সাংখ্যের অনুমত। কিন্তু তাঁহারা যে বলেন নিরুদ্ধ হইয়া 'শূন্য' হয় এবং 'শূন্য' হইতে পুনশ্চ 'ভাব' উঠে তাহাই অযুক্ত। যেহেতু চিত্তের কারণ শূন্য নহে, কিন্তু ত্রিগুণ ও পুরুষই চিত্তের কারণ।

সতত নিরোধে সংস্কার থাকে সুতরাং তাদৃশ নিরোধের ভঙ্গুরতার অনুভূতিপূর্বক নিরোধ হয় এবং নিরোধভঙ্গেরও অনুভূতি হয়। ইহাতেই 'আমার চিত্ত নিরুদ্ধ ছিল' এরূপ অনুভূতি হয়। 'আমি নিরোধ-প্রযত্নের দ্বারা প্রত্যয় রুদ্ধ করিয়াছিলাম পরে পুনঃ উঠিয়াছে' এইরূপ স্মরণই নিরোধের অনুস্মৃতি। প্রত্যেক ক্রিয়াই (সুতরাং মানস ক্রিয়াও) সতত। তাহার ভঙ্গ অবস্থায় তাহা সূক্ষ্মাবস্থায় লীন হইয়া ব্যক্তিত্ব হারায়। ব্যক্তিত্ব হারান অর্থে তুল্যমান জড়তার দ্বারা ক্রিয়ার অভিভব অর্থাৎ প্রকাশিত বা জ্ঞানগোচর না হওয়া। অতএব তাহা সেই বস্তুগত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির সাম্য। সমগ্র অন্তঃকরণ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার মূল কারণ যে ত্রিগুণ তাহার সাম্যাবস্থা হয়।

প্রত্যয় প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি-স্বরূপ সুতরাং প্রত্যয়ের সংস্কার অর্থে জ্ঞান ও চেষ্টার সংস্কার। বুঝিবার অর্থে সুতরাং কোন জ্ঞান এবং তাহা উঠা-রূপ চেষ্টা। যেমন প্রত্যয় থাকিলে চিত্ত প্রত্যয় বা পরিদৃষ্ট ধর্ম্মক রূপে থাকে তেমনি প্রত্যয়নিরোধে সংস্কারোপগ হইয়া তখন চিত্ত থাকে। প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়ই ত্রৈগুণিক চিত্তভাব। তন্মধ্যে যাহা পরিদৃষ্ট তাহাকেই প্রত্যয় বলা যায়, আর যাহা অপরিদৃষ্ট তাহাকে সংস্কার বলা যায়

প্রত্যয় ছাড়া কি সংস্কার থাকিতে পারে—এরূপ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ পরিদৃষ্ট ভাব ছাড়া শুদ্ধ অপরিদৃষ্ট ভাবে কি চিত্ত থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—হাঁ, নিরোধের কৌশলে তাহা পারে। 'আমি কিছু জানিব না'—সমাধি-বলে এরূপ নিরোধ-প্রযত্নের দ্বারা যদি বিষয় না জানি তখন বিষয়ের গ্রহীতৃভাবও (আমি বিষয়ের গ্রহীতা এরূপ ভাবও) রুদ্ধ হইবে। সেরূপ নিরোধ যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে প্রত্যয় উঠার চেষ্টারূপ সংস্কার ছিল ও তাহাতে ভাঙ্গিল বলিতে হয়। তাই তখন চিত্ত সংস্কারোপগ থাকে বলা হয়। প্রত্যয় এবং সংস্কার এপিঠ এবং ওপিঠের ন্যায়। এপিঠ দেখিলে ওপিঠ অপরিদৃষ্ট, চোখ বুজিলে অর্থাৎ নিরোধাবস্থায় দুই পিঠই অপরিদৃষ্ট (শুধু সংস্কার বা সংস্কারশেষ), তখন পরিদৃষ্ট (প্রত্যয়) কিছু থাকে না।

নিরোধের সম্যক্ সম্যক্ চিত্তকার্য্য-রোধ হইলে শরীরের, মনের এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও সম্যক্ রুদ্ধ হইবে। শরীর রুদ্ধ হইলেও অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়-কার্য্য (অলৌকিক দৃষ্টি আদি) থাকিতে পারে। আবার মন রুদ্ধ হইলেও শরীরের কার্য্য শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল ও পরিপাকাদি চলিতে পারে। নিরোধে ইহার কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতিবিশেষের লোকের মন রুদ্ধ হইলে তখন কোনই জ্ঞান থাকে না, তাহাতে সেই ব্যক্তির অনুভূতির ভাষা নিরোধ-লক্ষণের সদৃশ হইতে পারে কিন্তু উহা প্রবল তামস ভাব। কারণ শরীর চলিলে তাহা চিত্তের দ্বারাই চালিত হয়, নিরুদ্ধ চিত্তের দ্বারা শরীর চালিত হইতে পারে না। নিরোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কারণ আমিত্বই ঐ যন্ত্র সকলের সংস্থাপকাদিগের মূল কেন্দ্র ও প্রযোক্তা। অতএব নিরোধের বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শারীর ক্রিয়াসকলের রোধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ শরীর-নিরোধ না করিতে পারিলে কেহ যোগের নিরোধ অবস্থায় যাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়, আভ্যন্তর লক্ষণ শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের রোধ। গ্রহণ ও গ্রহীতার উপলব্ধি না করিতে পারিলে ইহার সম্যক্ রোধ হয় না। শারীর ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া রোধপূর্ব্বক গ্রহীতৃভাবে স্থিতি করিতে পারিলে এবং তাহাতে সমাহিত হইতে পারিলে তবেই নিরোধ-বেগ বা সর্ব্বক্রিয়া-শূন্যতার বেগের দ্বারা চিত্তকে নিরুদ্ধ বা অব্যক্ততাপ্রাপ্ত করা যাইবে। অতএব সমাধিসিদ্ধি-ব্যতীত নিরোধ হইতে পারে না। আর সমাধিসিদ্ধি হইলে যোগী যে-কোনও বিষয়ে সমাহিত হইতে পারেন কারণ সমাধি মনের স্বেচ্ছাধীন বলবিশেষ, এক বিষয়ে সমাধি করিতে পারা যাইবে অন্যটীতে পারা যাইবে না—এরূপ হইতে পারে না। রূপে সমাহিত হইলে শব্দেও সমাহিত হওয়া যাইবে।

প্রকৃত নিরোধকালে মনের সহিত শরীরের সমস্ত যন্ত্র ক্রিয়াহীন হইবেই হইবে। তাহা না হইয়া শুধু মনের স্তব্ধীভাব হইলে সুষুপ্তি বা মোহবিশেষ হইবে। শরীরের যন্ত্র-সকলের ক্রিয়া যখন অস্মিতামূলক তখন নিরোধে সেই সকলের ক্রিয়ার রোধ অবশ্যম্ভাবী। নিরোধকালে যে সংস্কার থাকে সেই সংস্কারের আধারভূত শরীরধাতুসকল যান্ত্রিক ক্রিয়ার অভাবে স্তম্ভিতপ্রাণ (suspended animation) অবস্থায় থাকে। সাত্ত্বিক ভাবপূর্ব্বক বা সর্ব্ব শরীরে

ধ্যানপূর্ব্বক নিরায়াসতা বা নিষ্ক্রিয়তা (restfulness) পূর্ব্বক রুদ্ধ হওয়াতে ধাতুসকল দীর্ঘকাল অবিকৃত ভাবে থাকে। হঠযোগীরা ইহার উদাহরণ। নিরোধভঙ্গে আবার শরীরে যান্ত্রিক ক্রিয়া ফিরিয়া আসিলে ধাতুসকলও পূর্ব্ববৎ হয়।

এইরূপে স্বেচ্ছায় সমাধিবলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের (আমিত্ব পর্য্যন্ত) রোধই নিরোধ-সমাধি। এই নির্ব্বীজ সমাধির অসম্প্রজ্ঞাত ও ভবপ্রত্যয়-রূপ যে ভেদ আছে তাহা পরসূত্রে দ্রষ্টব্য।

কোন কোন প্রকৃতির লোকের চিত্ত সহজেই স্তব্ধীভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের কোনও পরিস্ফুট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আদি শারীর ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং নিদ্রাসদৃশ তামস প্রত্যয় থাকে। ইহারা যোগশাস্ত্রে সুশিক্ষিত না হইলে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে 'নির্ব্বিকল্প' নিরোধ আদি সমাধি হইয়া গিয়াছে। ১।৩৯(১) দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্। স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ো ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন (-মাত্রোপভোগেন ইতি পাঠান্তরম্) চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততেঽধিকারবশাৎ চিত্তমিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঐ নির্ব্বীজ-সমাধি দ্বিবিধ—উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় (১)। তাহার মধ্যে যোগীদের উপায়প্রত্যয়, আর—

১৯। বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয়॥ সূ

বিদেহ (২) দেবতাদের (পদ) ভবপ্রত্যয়, তাঁহারা স্বকীয় জাতির অন্তর্ভূত (নিকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট) সংস্কারোপগত চিত্তের দ্বারা কৈবল্যের ন্যায় অবস্থা অনুভবপূর্ব্বক সেই জাতীয় নিজ সংস্কারের বিপাক বা ফল অতিবাহন করেন; সেইরূপ, প্রকৃতিলীনেরা (৩) তাঁহাদের সাধিকারচিত্ত (৪) প্রকৃতিতে লীন হইলে কৈবল্যের ন্যায় পদ অনুভব করেন, যতদিন না অধিকারবশতঃ তাঁহাদের চিত্ত পুনরায় আবর্ত্তন করে।

টীকা। ১৯। (১) উপায়প্রত্যয় = শ্রদ্ধাদি (১।২০ সূ) বিবেকের সাধক শ্রদ্ধাদি উপায় যাহার প্রত্যয় বা কারণ। ভবপ্রত্যয় শব্দের ভব শব্দ নানা অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মিশ্র বলেন ভব অবিদ্যা, ভোজরাজ বলেন ভব সংসার, ভিক্ষু বলেন ভব জন্ম। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে 'ভব পচ্চয়া জাতি' অর্থাৎ জন্মের নির্ব্বর্ত্তক কারণ ভব। বস্তুত এই সকল অর্থ আংশিক সত্য। অবিদ্যার পরিবর্ত্তে ভব-শব্দ ব্যবহারের অবশ্য কারণ আছে, অতএব ভব কেবলমাত্র অবিদ্যা নহে। সম্যক্‌রূপে যাহা নষ্ট হয় নাই তাদৃশ বা সূক্ষ্ম অবিদ্যা-মূলক সংস্কার যাহা হইতে বিদেহাদির জন্ম বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়—তাহাই ভব।

পূর্বসংস্কারবশে যে আত্মভাবের উৎপত্তি, অবচ্ছিন্ন কাল যাবৎ স্থিতি ও পরে নাশ হয় তাহাই জন্ম। বিদেহদের ও প্রকৃতিলীনদের পদও তদ্রূপ জন্ম। ভাষ্যকার বলিয়াছেন স্ব-সংস্কারোপযোগে তাঁহাদের ঐ ঐ পদপ্রাপ্তি হয়। সাংখ্যসূত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের উত্থানের ন্যায় পুনরাবৃত্তি হয়। অতএব জন্মের হেতুভূত অবিদ্যামূলক সংস্কারই ভব। সেই বিদেহাদি জন্মের কারণ কি? প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্ উপলব্ধি না করা অর্থাৎ অবিদ্যাই তাহার কারণ। সমাধিসংস্কারবশে তাঁহারা ঐ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব সূক্ষ্মাবিদ্যামূলক, জন্মহেতু সংস্কার বিদেহাদির ভব হইল। সূক্ষ্ম অবিদ্যা অর্থে যাহা অসমাহিতদের অবিদ্যার ন্যায় স্থূল নহে এবং যাহা বিবেকসাক্ষাৎকারের দ্বারা সম্যক্ নষ্ট নহে। সাধারণ জীবের ভব ক্লিষ্ট কর্মাশয়রূপ অঙ্গীভূত অবিদ্যামূলক সংস্কার।

১৯। (২) বিদেহ দেব বা বিদেহলীন দেব। এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ দেখা যায়। ভোজরাজ বলেন "সানন্দ সমাধিতে (সবিতর্ক-সমাপত্তিতে) যাঁহারা বদ্ধধৃতি হইয়া প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন না তাঁহারা দেহাহংকারশূন্যত্বহেতু বিদেহ-শব্দ-বাচ্য হন"। মিশ্র বলেন "ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অন্যতমকে আত্মরূপ জ্ঞান করিয়া তদুপাসনার সংস্কার মাত্র দেহান্তে যাঁহারা উপাস্যে লীন হন তাঁহারা বিদেহ"। ইহা স্পষ্ট নহে। কারণ ভূতকে আত্মভাবে উপাসনা করিয়া ভূতে লীন হইলে নির্বীজ-সমাধি কিরূপে হইবে?

বিজ্ঞানভিক্ষু বিভূতি-পাদের ৪৩ সূত্রানুসারে বলেন "শরীরনিরপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃত্তি তদ্যুক্ত মহদাদি দেবতা বিদেহ"। ইহা কল্পিত অর্থ।

ফলতঃ ব্যাখ্যাকারগণ এই বিষয় সম্যক্ লক্ষ্য করেন নাই। সূত্রকার ও ভাষ্যকার বলেন বিদেহদের নির্বীজ-সমাধি হয়। সানন্দ-সমাধিমাত্র নির্বীজ নহে। সানন্দসিদ্ধেরা দেহপাতে লোকবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে পারেন। বিদেহ ও প্রকৃতি-লীনেরা কোন লোকান্তর্গত নহেন। (৩।২৬ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

আর ভূতগণে সমাপন্ন-চিত্তও কখন নির্বীজ হইতে পারে না। এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই—স্থূলগ্রহণে সমাপন্ন যোগী বিষয়ত্যাগে আনন্দলাভ করত যদি বিষয়ত্যাগই পরমপদ জ্ঞান করেন* এবং শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের (শব্দাদি-জ্ঞানের)

* হঠযোগ-প্রণালীতে যে অবস্থা লাভ হয় তাহাও বিদেহের তুল্য। হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় উড্ডীন, জালন্ধর ও মূল এই তিন বন্ধ ও খেচরীমুদ্রার দ্বারা প্রাণ রোধ করিতে হয়। দীর্ঘকাল (২।৩ মাস) রোধ করিতে হইলে নেতি, ধৌতি, কপাল ভাতি আদির দ্বারা শরীর-শোধনপূর্বক 'বস্তি' দ্বারা মল পরিষ্কার করিতে হয়। গুহ্যের দ্বারা জলপান করিয়া অন্ত্রের মধ্যে চালিত করত মল ধৌত করার নাম 'জল বস্তি'। পরে তালুগর্তবিশেষ-পূর্বক কুণ্ডলীকে দশম দ্বারে বা মস্তিষ্কের উপরে উত্থাপিত করিয়া রুদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে শরীর কাষ্ঠবৎ হয় এবং চিত্তের মস্তিষ্ক প্রকাশবিশেষে রুদ্ধ হওয়াতে চিন্তা বা চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া নিরোধের মত বিদেহ (শরীর সম্যক্ রোধ হেতু) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিত্তনাশ হওয়াতে দুঃখ সে সময়ে থাকে না বলিয়া ইহা যোগের মত অবস্থা। কিন্তু স্মৃতিপ্রজ্ঞাদিপূর্বক সংস্কারক্ষয় ও তত্ত্বসাক্ষাৎ না হওয়াতে ইহা প্রকৃত কৈবল্য নহে। সেইজন্য যাহা সমাধি-সিদ্ধিজনিত যে প্রজ্ঞা-শক্তি ও নিবৃত্তির উৎকর্ষ তাহা ইহাদের হয় না। হরিদাস যোগী তিন মাস ঐরূপ "সমাধি" র (ইহা প্রকৃত সমাধি নহে) পর মাটির গর্ত হইতে উঠিয়া বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমেই রণজিৎ সিংহকে বলেন "আপনি এখন আমাকে বিশ্বাস করেন?" অনন্য খেচরী আদি সিদ্ধি করিয়া পরে স্মৃতির দ্বারা একাগ্র ভূমির সাধনের উপদেশ আছে, যথা যোগতারাবলীতে—'সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষং লয়াবধানানি বসন্তি লোকে' (পরের সূত্র দ্রষ্টব্য।) তাহাই স্মৃতিসাধন এবং তাহাই সমাধি, একাগ্র ভূমি, সংস্কারক্ষয় ও সম্প্রজ্ঞানের উপায়—অন্যথা প্রকৃত যোগীদের উপায়-প্রত্যয়-নিরোধ হয়।

সম্যক্ নিরোধ করেন, তখন বিষয়সংযোগের অভাবে করণবর্গ লীন হইবে। কারণ বিষয় ব্যতীত করণগণ মুহূর্তমাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাদৃশ বিষয়গ্রহণরোধ বা অনাস্রব (অক্লিষ্ট)-সংস্কার সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে বিলীনকরণ হইয়া নির্বীজ-সমাধি লাভপূর্ব্বক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্নকাল কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। ইঁহারাই বিদেহ দেব। আর যে যোগিগণ সম্যক্ বিষয়দোষের প্রখ্যা না করিয়া আনন্দময় সালম্বন গ্রহণ-তত্ত্বধ্যানেই তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে যথাযোগ্য লোকে অতিনির্বৃত্ত হইয়া দিব্য আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ঐ ধ্যানসুখ ভোগ করেন। (৩।২৬ 'সভাষ্য' দ্রষ্টব্য)। পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হওয়াতে বিদেহ দেবতাদের "অদর্শন" বীজ থাকিয়া যায়, তজ্জন্য তাঁহারা পুনরাবর্ত্তিত হন, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না।

১৯। (১) প্রকৃতিলয়। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (৪৫ সংখ্যক) ভাষ্যে আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন "যাঁহাদের বৈরাগ্য আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই, অজ্ঞানহেতু তাঁহারা মৃত্যুর পর প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতির অন্যতমে লীন হন।" ইহার মধ্যে এই সূত্রোক্ত প্রকৃতিলয়, প্রধান ও মূলা প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে। কারণ তাহাতেই চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয় বা নির্বীজ-সমাধি হয়। অন্য প্রকৃতিতে লীন হইলে তাদৃশ চিত্ত-লয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন হওয়ার নাম লয় কার্য্যই কারণে লয় হয়, কারণ কার্য্যে লয় হয় না। তন্মাত্রতত্ত্বে কোন যোগী লয় হইলেন বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে যোগীর চিত্ত তন্মাত্রে লীন হইল। কিন্তু যোগীর চিত্তের কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব নহে, অতএব যোগীর চিত্ত কখনও তন্মাত্রে লীন হইতে পারে না। সুতরাং যোগী তন্মাত্রে লীন হন একথা যথার্থ নহে, কিন্তু তাহাতে তন্ময় হন, ইহাই ঠিক কথা।

পরন্তু ভূততত্ত্বে বৈরাগ্য হইলে ভূততত্ত্বজ্ঞান তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে ইহাই উহার অর্থ। তখন যোগীর স্বরূপশূন্যের ন্যায় বা 'আধারা' হইয়া তন্মাত্রতত্ত্বই ধ্যানগোচর থাকে। সুতরাং তাহা সালম্বন সমাধি হইল। অতএব কেবলমাত্র প্রধানে লয়ই সূত্র ও ভাষ্যে উক্ত প্রকৃতিলয় বুঝিতে হইবে। যখন তত্ত্বজ্ঞানহীন শূন্যবৎ সমাধি অধিগত হয়, কিন্তু পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ না করিয়া তাহাকেই চরম গতি মনে করিয়া অন্তর্মুখ হইয়া বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়বিয়োগহেতু অন্তঃকরণ লয় হয়, তখনই এতাদৃশ প্রকৃতিলয় হয়।

এই প্রকৃতিলয়াদি পদসম্বন্ধে বায়ুপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে—"দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রমাভিমানিকাঃ॥ বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ। পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥"

১৯। (৪) বিবেকখ্যাতি হইলে চিত্তের অধিকার সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাতেই চিত্তের যে বিষয়প্রবৃত্তি বা ব্যক্তাবস্থা তাহার বীজ সম্যক্ দগ্ধ হয়। অধিকারসমাপ্তির অপর নাম চরিতার্থতা। ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ তাহাতে সম্যক্ চরিত বা নির্বর্তিত বা সমাপ্ত হয়। বিবেকখ্যাতি না হইলে অধিকার সমাপ্ত হয় না, সুতরাং চিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তিত হয়।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি। তস্য হি শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনো বীর্য্যম্ উপজায়তে, সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ত্ততে, যেন যথার্থং বস্তু জানাতি, তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাদ্ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি॥ ২০॥

২০। (যাঁহাদের উপায়প্রত্যয় তাঁহাদের) শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়ের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—যোগীদের উপায়প্রত্যয় (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) হয়। শ্রদ্ধা চিত্তের সম্প্রসাদ, (১) তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীর ন্যায় পালন করে। এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত বিবেকার্থীর বীর্য্য (২) হয়। বীর্য্যবানের স্মৃতি উপস্থিত হয় (৩)। স্মৃতি উপস্থিত হইলে চিত্ত অনাকুল হইয়া সমাহিত হয় (৪)। সমাহিত চিত্তের প্রজ্ঞাবিবেক বা বিশিষ্ট প্রজ্ঞা সমুদিত হয়। বিবেকের দ্বারা (যোগী) বস্তু যথাবৎ জানেন। সেই বিবেকের অভ্যাস হইতে এবং তাহার (সেই চিত্তের) বিষয়েতেও বৈরাগ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (৫) উৎপন্ন হয়।

টীকা। ২০। (১) শ্রদ্ধা=চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিমতী ইচ্ছাশক্তি। "শ্রৎ সত্যং ধীয়তে অস্যাম্ ইতি শ্রদ্ধা" (যাস্ক-নিরুক্ত)। গীতা বলেন "শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" শ্রুতিও বলেন "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে" (মুণ্ডক) ইত্যাদি। অনেকের শাস্ত্র ও গুরু হইতে লব্ধ জ্ঞান ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি করে মাত্র। তাদৃশ ঔৎসুক্যাপগত জ্ঞান শ্রদ্ধা নহে। যে জ্ঞানের সহিত চিত্তের সম্প্রসাদ থাকে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাভাব থাকিলে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধেয় বিষয়ের তত্ত্বাধিকারপূর্ব্বক প্রীতি ও আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

২০। (২) উৎসাহ বা বলের নাম বীর্য্য। চিত্ত ক্লান্ত হইলে অথবা বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চাহিলে, যে বলের দ্বারা পুনঃ সাধনে নিনিবেশিত করা যায় তাহাই বীর্য্য। শ্রদ্ধা থাকিলেই বীর্য্য হয়। যেমন কষ্টপূর্ব্বক গুরুভার উত্তোলন করিতে করিতে ব্যায়ামীর তাহাতে কুশলতা হয়, সেইরূপ প্রাণপণে আলস্যত্যাগ ও সৎ অভ্যাস করিতে করিতে বীর্য্য উন্মুক্ত হয়। 'বিবেকার্থীর' এই শব্দের দ্বারা বিবেকবিষয়ে শ্রদ্ধাবীর্য্যাদিই কৈবল্যের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যবিষয়ে শ্রদ্ধাদি থাকিতে পারে কিন্তু তাহা থাকিলেও যোগ বা কৈবল্যসিদ্ধি হয় না।

২০। (৩) স্মৃতি। ইহাই প্রধান সাধন। অনুভূত বোধভাবের পুনঃ পুনঃ যথাবৎ অনুভব করিতে থাকা এবং তাহা যে অনুভব করিতেছি ও করিব তাহাও অনুভব করিতে থাকার নাম স্মৃতিসাধন। স্মৃতি সাধিত হইলে স্মৃত্যুপস্থান হয়। স্মৃতি একাগ্রভূমির একমাত্র সাধন। সাত্ত্বিক স্মৃতি উপস্থিত হইলেই একাগ্রভূমি সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর ও তত্ত্বসকল বোধ্য বিষয়। স্মৃতিও তদবলম্বন করিয়া সাধ্য। ঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতিসাধন এইরূপ —প্রণব এবং ঈশ্বরের বাচক ও বাচ্য-সম্বন্ধ প্রথমে স্মরণ অভ্যাস করিয়া যখন প্রণব উচ্চারিত (মনে মনে বা ব্যক্ত ভাবে) হইলে ক্লেশাদিশূন্য ঈশ্বরভাব মনে আসিবে, তখন বাচ্য-বাচক-স্মৃতি স্থির হইবে। তাহা সিদ্ধ হইলে তাদৃশ ঈশ্বরকে হৃদয়াকাশে

অথবা আত্মমধ্যে স্থিত জানিয়া বাচকশব্দ জপপূর্ব্বক স্মরণ করিতে থাকিবে এবং তাহা যে স্মরণ করিতেছ ও করিতে থাকিবে তাহাও স্মরণারূঢ় রাখিবে। প্রথমতঃ এক শব্দের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস না করিয়া বাক্যময় মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস করা বিধেয়।

সেইরূপ ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই তত্ত্বসকলের স্বরূপলক্ষণ অনুসারে তত্তদ্ভাব চিত্তে উদিত করিয়া স্মৃতিসাধন করিতে হয়। বিবেক-স্মৃতিই মুখ্য সাধন।

চিত্তকে সর্ব্বদা যেন সম্মুখে রাখিয়া দর্শন করিতে করিতে তাহাতে কোন প্রকার সঙ্কল্প আসিতে দিব না এবং কেবল প্রত্যাহার বিষয়ের দ্রষ্টৃরূপ হইয়া থাকিব এই প্রকার স্মৃতিসাধন আনুব্যবসায়িক। ইহা চিত্তপ্রসাদ বা সত্ত্বশুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়। যোগতারাবলীতে আছে "প্রশান্তমুদাসীনমুখ্যা প্রপঞ্চং সঙ্কল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ।" ইহা উত্তম স্মৃতিসাধন।

স্মৃতিসাধন ব্যতীত কোনপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে না। স্মৃতি সর্ব্বদা সর্ব্বচেষ্টাতেই সাধ্য। শয়ন, উপবেশন, গমন সকল অবস্থায় স্মৃতিসাধন হইতে পারে। কোন কার্য্য করিতে হইলে পারমার্থিক ধ্যেয় বিষয় উত্তমরূপে মনে উদিত করিয়া, তাহা মন হইতে অনুপস্থিত না থাকে, এইরূপ সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাকে "যোগযুক্ত কর্ম্ম" বলা যায়। তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণের ন্যায় এই যোগযুক্ত কর্ম্ম।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনের চিন্তায় এরূপ ব্যাপৃত থাকে যে বাহ্য বিষয়কে তত লক্ষ্য করে না। ইহাদের সম্মুখে কোনও ঘটনা ঘটিলে হয়ত ইহারা আপন চিন্তায় এরূপ বিভোর থাকে যে তাহা লক্ষ্য করে না। উন্মাদ ও নেশাখোর লোকও প্রায় এইরূপ "একাগ্র" হয়। ইহা প্রকৃত একাগ্রতা নহে এবং সমাধিরও সম্যক বিরোধী অবস্থা। ইহাদের সমাধি-সাধক স্মৃতি কদাপি হয় না। ইহারা মূঢ় হইয়া বা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তার প্রবাহে চলিতে থাকে। নিজের বিক্ষেপ বুঝিতে পারে না।

স্মৃতিসাধনে চিত্তে যে ভাব উঠিতেছে তাহা সর্ব্বদা অনুভূত হওয়া চাই এবং বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ করিয়া অবিক্ষিপ্ত বা সঙ্কল্পহীন ভাব স্মৃতিগোচর রাখিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সত্ত্ব-শুদ্ধির বা জ্ঞানপ্রসাদের উপায়, এই স্মৃতি প্রবল হইলে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি যখন একেবারেই না হয়, তখন সেই আত্মস্মৃতিমাত্রে নিমগ্ন হইয়া যে সমাধি হয় তাহাই প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

স্মৃতি-রক্ষার জন্য সম্প্রজন্যের আবশ্যক। সম্প্রজন্য সাধন করিতে করিতে যখন সতর্কতা সহজ হয় তখনই স্মৃতি উপস্থিত থাকে। 'যোগকারিকা'র স্মৃতিলক্ষণে "কর্ত্তা অহং স্মরিষ্যাংশ্চ স্মরামি যোগমিত্যপি" ইহার ব্যাখ্যা—

"কর্ত্তা অহং স্মরিষ্যন্" = সম্প্রজন্য, এবং "স্মরামি যোগম্" = স্মৃতি।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এই স্মৃতির প্রাধান্য গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারাও বলেন যে, স্মৃতি ও সম্প্রজন্য (যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞানের সহিত সাদৃশ্য আছে) ব্যতীত চিত্তের জ্ঞানপূর্ব্বক রোধ হয় না। সম্প্রজন্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"এতদেব সমাসেন সম্প্রজন্যস্য লক্ষণম্।
যৎকায়চিত্তাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ॥" বোধিচর্য্যাবতার ৫।১০৮

অর্থাৎ শরীরের ও চিত্তের যখন যে অবস্থা তাহার অনুক্ষণ প্রত্যবেক্ষার নামই সম্প্রজন্য। ইহাতে আত্মবিস্মৃতি নষ্ট হয়, এবং চিত্তের সূক্ষ্মতম বিক্ষেপও দৃষ্ট হয় ও তাহা রোধ করার ক্ষমতা হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমাপন্ন হইবার সামর্থ্য হয়।

শঙ্কা হইতে পারে যে চিত্তক্ষিপ্তে উপস্থিত বিষয় দেখিয়া যাওয়া একাগ্রতা নহে, কিন্তু অনেকাগ্রতা—গ্রাহ্য-বিষয়ে উহা অনেকাগ্র হইলেও গ্রহণ বিষয়ে উহা একাগ্র। কারণ "আমি আত্মস্মৃতিমান্ থাকিব ও থাকিতেছি"—এইরূপ গ্রহণাকারা বৃত্তি উহাতে একই থাকে। এই একাগ্রতাই মুখ্য একাগ্রতা, উহা সিদ্ধ হইলে গ্রাহ্যের একাগ্রতা সহজ হয়। শুধু গ্রাহ্যের একাগ্রতায় প্রতিসংবেদনসহকারীয় একাগ্রতা না আসিতে পারে।

যাহারা আপন মনে হাসে, কাঁদে, বকে, অঙ্গভঙ্গী করে, তাদৃশ "একাগ্র" বা বাহ্য-খেয়ালহীন মূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসাধন যে অসম্ভব, ইহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্বদা সপ্রতিভ থাকাই স্মৃতির সাধন বলিয়া উপলব্ধি হয়।

এইরূপ সাধনকালে যোগীরা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না, কিন্তু সঙ্কল্পহীন চিত্তে উপস্থিত বিষয়কে দেখিয়া যান। চিত্তাদিতে যাহা আসিতেছে তাহা তাঁহাদের কদাপি অলক্ষ্য হয় না (কারণ উহা অলক্ষ্য হওয়া এবং মোহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হওয়া একই কথা) এবং এইরূপ সাধনের সময়ে বাহ্য শব্দাদি অননুকূল হয় না। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সমস্ত ছাপ আত্মভাবের উপর পড়িতেছে তাহা সব তাঁহারা গোচর করিয়া যান। উহা (বাহ্যগত ছাপ) গোচর না করা সুতরাং আত্মবিস্মৃতি বা মোহ।

এইরূপে চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়াদি যখন স্থির হয় বা পিণ্ডীভূত হয়, তখন বাহ্য বিষয় আত্মভাবে ছাপ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় যে বিষয় লক্ষ্য না হওয়া, তাহা সুতরাং আত্মবিস্মৃতি নহে, কিন্তু বিষয়হীন আত্মস্মৃতি বা প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাতযোগ ও প্রকৃত সমাধি। সেই আত্মস্মৃতি যত সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হইবে ততই সূক্ষ্মতত্ত্বের অধিগম হইবে। বিবেকই সেই আত্ম-জ্ঞানের সীমা।

প্রবল বিক্ষিপ্ত চিন্তায় পড়িয়া বাহ্যবিষয়ের খেয়াল না করা, আর, ঐচ্ছিক ইন্দ্রিয়গণকে পিণ্ডীভূত করিয়া জ্ঞান ও ইচ্ছা পূর্বক বিষয়গ্রহণ রোধ করা এই দুই অবস্থার ভেদ সাধকদের উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। (স্মৃতিসাধনের বিষয় 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

আবার ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যেন্দ্রিয়মাত্র রুদ্ধ করিয়া বিষয়গ্রহণ রোধ করিলেই যে চিত্তরোধ হয়, তাহাও নহে। চিত্ত তখনও বিষয়স্রোতে ভাসিতে পারে। আত্মস্মৃতির দ্বারা তখনও চিত্তের প্রত্যবেক্ষা করিয়া চিত্তকে নির্মল ও নিঃসঙ্কল্প করিতে হয়। পরে চিত্তকেও পিণ্ডীভূত করিয়া রোধ করিলে তবেই সম্যক্ চিত্তরোধ হয়।

পরন্তু এইরূপে সম্যক্ চিত্তরোধ বা নিরোধ-সমাধি করিলেও কৃতকৃত্যতা না হইতে পারে। পূর্বে কথিত ভবপ্রত্যয়-নিরোধ তাদৃশ নিরোধ। চিত্তের বা আত্মভাবেরও প্রতি-সংবেদী যে দ্রষ্টৃপুরুষ তদ্বিষয়ক স্মৃতি (অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান) লাভ করিয়া যে সম্যক্ নিরোধ হয় তাহাই কৈবল্যমোক্ষের নিরোধ।

২০। (৪) শ্রদ্ধা হইতে বীর্য হয়। যাহাদের যে বিষয়ে উত্তম শ্রদ্ধা নাই, তাহারা তদ্বিষয়ে বীর্য করিতে পারে না। বীর্য বা পুনঃ পুনঃ কষ্টসহনপূর্বক চিত্ত নিবেশন করিতে করিতে চিত্তে স্মৃতি উপস্থিত হয়। স্মৃতি প্রবল বা অচলা হইলে সমাধি হয়। সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞার দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান (অর্থাৎ বিবেক) হইয়া নির্বিকার দ্রষ্টৃপুরুষে স্থিতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হয়। ইহারা মোক্ষের উপায়। যিনি যে মার্গে যান এই সাধারণ উপায়সকলকে অতিক্রম করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। শ্রুতিও বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥" অর্থাৎ বল (বীর্য), অপ্রমাদ (স্মৃতি) ও

সম্প্রজ্ঞান-যুক্তজ্ঞান (বৈরাগ্য যুক্ত প্রজ্ঞা) এই সকল উপায়ের দ্বারা যিনি প্রযত্ন বা অভ্যাস করেন তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয় (মুণ্ডক)। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন—(ধর্মপদে) শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও ধর্মবিনিশ্চয় (প্রজ্ঞা) এই সকল উপায়ের দ্বারা সমস্ত দুঃখের উপশম হয়।

২০। (৩) অনাত্মবিষয়ের কর্তা, জ্ঞাতা এবং ধর্তা এই তিন ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, কর্তা বা ধর্তা বলিলে সাধারণতঃ অন্তরে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই মহান্ আত্মা। সেই বুদ্ধিরূপ আত্মভাবও পুরুষ নহেন ইহা অভিনিবিষ্ট, সমাধি-নির্মল চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া অন্য জ্ঞান রোধ করিয়া পৌরুষ প্রত্যয়ে স্থির হইবার সামর্থ্যই বিবেক বা বিবেকখ্যাতি। বিবেকের দ্বারা বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বা নিরোধসমাধি হয়। আর বিবেকজ-জ্ঞান হইতে সার্বজ্ঞ্যও হয়। সেই বিবেকজ ঐশ্বর্যেও বিরাগপূর্বক উক্ত বিবেকমূলক নিরোধের অভ্যাস করিতে করিতে যখন সেই নিরোধ, সংস্কার-বলে চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। তাহাতে বিবেকরূপ এবং অন্যান্য সম্প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

ভাষ্যম্। তে খলু নব যোগিনো মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি, তদ্ যথা মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগ ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্—

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে সেই (শ্রদ্ধাবীর্যাদি-সাধনশীল) যোগীরা নব প্রকার। যথা—মৃদূপায়, মধ্যোপায় ও অধিমাত্রোপায়। তাহার মধ্যে মৃদূপায়ও ত্রিবিধ—মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও অধিমাত্রসংবেগ (১)। মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়ও এইরূপ। তাহার মধ্যে অধিমাত্রোপায়—

২১। তীব্রসংবেগশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধির ফল আসন্ন ॥ সূ

অর্থাৎ সমাধিলাভ ও সমাধিফল (কৈবল্য) লাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২১। (১) ব্যাখ্যাকারগণ সংবেগশব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিশ্র বলেন সংবেগ = বৈরাগ্য। ভিক্ষু বলেন—উপায়ানুষ্ঠানে শৈঘ্র্য। ভোজদেব বলেন ক্রিয়ার হেতুভূত দৃঢ়তর সংস্কার। বৌদ্ধশাস্ত্রেও সংবেগ-শব্দের প্রয়োগ (শ্রদ্ধাদি উপায়ের সহিত) আছে যথা—"যেমন ভদ্র অশ্ব কশাবৃষ্ট হইলে হয়, সেইরূপ তোমরা আতাপী (বীর্যবান্) ও সংবেগী হও, আর শ্রদ্ধাদির দ্বারা তুমি দুঃখ নাশ কর" (ধর্মপদ ১০।১৬)। বস্তুত সংবেগ যোগবিদ্যার একটি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ শুধু বৈরাগ্য নহে কিন্তু বৈরাগ্যমূলক সাধনকার্যে কুশলতা ও তজ্জনিত অপ্রমত্তভাব। ভোজদেবই ইহার যথার্থ লক্ষণ দিয়াছেন। গতিসংস্কারও (momentum) সংবেগ। বলবান্ ও ক্ষিপ্রগতি অশ্ব যেরূপ ধাবনকালে গতিসংস্কার-যুক্ত হইয়া শীঘ্র অভীষ্ট দেশে যায় সেইরূপ বৈরাগ্যাদির সংস্কারযুক্ত উদ্যুক্তবীর্য সাধক সাধনকার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হইয়া উন্নতির দিকে সংবেগে

অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগকে তীব্রসংবেগী বলা যায়। বিষয়ে বিরক্ত হইয়া "আমি শীঘ্র সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইব"—এইরূপ ভাবের সহিত সাধনে অগ্রসর হওয়াই সংবেগ। শ্বাপদসঙ্কুল বনে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, বন পার হওয়ার জন্য পথিকের যেরূপ ভয়যুক্ত ত্বরাভাব হয়, সংসারারণ্য হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেইরূপ করাই যোগীদের সংবেগ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি, ততোঽপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্য আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥

২২। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র হেতু (তীব্র-সংবেগ-সম্পন্নদিগের মধ্যেও) বিশেষ আছে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র এই বিশেষ। সেই বিশেষ-হেতু মৃদুতীব্র-সংবেগশালীর আসন্ন, এবং মধ্যতীব্র-সংবেগশালীর আসন্নতর ও অধিমাত্র উপায়াবলম্বনকারীর (১) সমাধি এবং তাহার ফলের লাভ আসন্নতম হয়।

টীকা। ২২। (১) অধিমাত্রোপায় = অধিকপ্রমাণক উপায়, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা যে শ্রদ্ধা কেবল সমাধি-সাধনের মুখ্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সমাধি-সাধনের অধিমাত্রোপায়। বীর্য্যও সেইরূপ। অন্যবিষয় ত্যাগ করিয়া যাহা কেবল চিত্ত-স্থৈর্য্য-সম্পাদনে আবদ্ধ তাহা অধিমাত্রোপায়রূপ বীর্য্য। তত্ত্ব ও ঈশ্বর-স্মৃতি অধিমাত্রস্মৃতি। সবীজের মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বীজের মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত অধিমাত্র। সমাধির মুখ্যফল কৈবল্যলাভের ইহারা অধিমাত্রোপায়।

ভাষ্যম্। কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি—

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহা হইতেই (গ্রহীতৃ-গ্রহণাদি বিষয়ে সমাপন্ন হইবার জন্য তীব্র সংবেগ-সম্পন্ন হইলেই) কি সমাধি আসন্ন হয়? ইহার লাভের জন্য কোনও উপায় আছে কিম্বা নাই?—

২৩। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয় ॥ সূ

প্রণিধান-দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিবিশেষের দ্বারা (১) আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁহার অভিধ্যান (২) হইতেও যোগীর সমাধি ও তাহার ফল কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২৩। (১) পূর্ব্বে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ পদার্থের ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া একাগ্রভূমিক সম্প্রজ্ঞাত যোগসাধনের উপদেশ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত চিত্তকে একাগ্রভূমিক বা বিক্ষিপ্ত করার জন্য যে উপায় আছে তাহা অতঃপর বলা যাইতেছে। প্রণিধান = ভক্তিবিশেষ। আন্তরবো অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, বক্ষ্যমাণ-লক্ষণক ঈশ্বরের সত্তা অনুভবপূর্ব্বক তাঁহাতেই আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকা এই ভক্তির স্বরূপ, সমস্ত কার্য্য সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা যেন (বস্তুত নহে) প্রেরিত হইয়া করিতেছি, এইরূপ অহরহঃ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করার নাম ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। তাহার দ্বারা ঐ ভক্তি সাধিত হয়। শাস্ত্র বলেন—“কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥” অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক যে সব কর্ম্ম করিতেছি তাহার ফল সুখ দুঃখ তোমাতেই ন্যস্ত করিলাম। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ চাহি না বা তাহাতে বিচলিত হইব না। আর, সমস্ত কর্ম্ম যেন তোমার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। এইরূপে নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে কর্ম্ম করাই এই সাধন। ইহার দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যতা ও ঈশ্বরস্মরণ সিদ্ধ হয়।

২৩। (২) অভিধ্যান। ভক্তির দ্বারা অভিমুখ হইয়া ঈশ্বর সদাকৃপাপরায়ণত ভক্তের প্রতি যে ইচ্ছা করেন “ইহার অভিমত বিষয় সিদ্ধ হউক” তাহাই অভিধ্যান। ঈশ্বর অবশ্য জীবের পরমকল্যাণ মোক্ষের জন্যই অভিধ্যান করিবেন নচেৎ মায়াময় সাংসারিক সুখের সিদ্ধিবিষয়ে তাঁহার অভিধ্যান হওয়া সম্ভবপর নহে এবং তাঁহার নিকট তাহা প্রার্থনা করা তাঁহার স্বরূপ ও পরমার্থবিষয়ে অজ্ঞতা মাত্র। বিশেষত সাংসারিক সুখ প্রায়ই কিছু না কিছু পরপীড়া হইতে উৎপন্ন হয়। সাংসারিক সুখদুঃখ, কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ কর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের আভিমুখ্য লাভ হইয়া তদনুগ্রহে পারমার্থিক বিশেষজ্ঞান লাভ হয়, ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। কিন্তু মুক্তপুরুষধ্যানের ন্যায় ঈশ্বরধ্যান করিলে স্বাভাবিক নিয়মেও চিত্ত সমাধিলাভ করিতে পারে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞালাভপূর্ব্বক তাহাতে যোগীর পরমার্থ সিদ্ধ হয়। ইহাতে ঈশ্বরের অভিধ্যানের অপেক্ষা নাই। আর যে যোগীরা ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ করিয়া তাঁহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ করিতে পরিনিশ্চিত-বুদ্ধি তাঁহারাই ঈশ্বরের অভিধ্যানফলে উপকৃত হন। ইহা বিবেচ্য।

অভিধ্যান অর্থে অভিমুখে ধ্যান এইরূপ অর্থও হয়। তাদৃশ ধ্যানের দ্বারা অভিমুখ হইয়া ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন এবং ঐরূপ ধ্যান হইতেও (তদভিধ্যানাৎ) সমাধিসিদ্ধি হয়। উপনিষদে এই অর্থে অভিধ্যান শব্দ প্রযুক্ত আছে।

ভাষ্যম্। অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি?—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। ২৪ ॥

অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ো

বা ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যো হ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ, ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। যথা মুক্তস্য পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি। যোঽসৌ প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ ? আহোস্বিন্নির্নিমিত্ত ইতি ? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তম্ ? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ এতস্মাদ্ এতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি।

তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তং, ন তাবদ্ ঐশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে যদেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ, তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্য্যমস্তি, কস্মাৎ, দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্ত্বিত্যেকস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং, দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রধান ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত সেই ঈশ্বর যে (১) ?—

২৪। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর ॥ সু

ক্লেশ = অবিদ্যাদি, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের সংস্কার, কর্ম্মের ফলই বিপাক; আর সেই বিপাকের অনুরূপ (কোন এক বিপাক অনুভূত হইলে সেই অনুভূতি-জাত সুতরাং সেই বিপাকের অনুরূপ) বাসনাসকল আশয়। ইহারা মনে বর্ত্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয় বা আরোপিত বলিয়া বোধ হয় (তাহাতে) পুরুষ সেই ফলের ভোক্তৃস্বরূপ হন। যেমন জয় বা পরাজয় যোদ্ধৃসৈনিকগণের বর্ত্তমান থাকিয়া, সেনাপতিতে ব্যপদিষ্ট হয়, সেইরূপ। যিনি এই ভোগের (ভোক্তৃভাবের) ব্যপদেশের দ্বারাও (অনাদিমুক্তত্বহেতু) অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট বা অসংযুক্ত) সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ অনেক কেবলী পুরুষ আছেন; তাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন (২) ছেদ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের সেই সম্বন্ধ ভূতকালে ছিল না ভবিষ্যৎকালেও হইবে না। যেমন মুক্তপুরুষের পূর্ব্ববন্ধকোটি (৩) জানা যায় ঈশ্বরের সেরূপ নাই। প্রকৃতিলীনের উত্তরবন্ধ-কোটির সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ নাই, তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের যে এই প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসত্ত্বোপাদান-হেতু (৪) শাশ্বতিক উৎকর্ষ তাহা কি সনিমিত্ত (সপ্রমাণক) অথবা নির্নিমিত্তক (নিষ্প্রমাণক) ? তাহার শাস্ত্রই নিমিত্ত বা প্রমাণ। শাস্ত্র আবার কি প্রমাণক ? প্রকৃষ্ট সত্ত্ব-প্রমাণক। ঈশ্বরসত্ত্বে (চিত্তে) বর্ত্তমান এই শাস্ত্র এবং উৎকর্ষের অনাদি সম্বন্ধ (৫)। ইহা হইতে (উপরে উক্ত যুক্তিসকল হইতে) সিদ্ধ হইতেছে—তিনি সদাই ঈশ্বর ও সদাই মুক্ত।

তাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয় শূন্য। (কিরূপে ? তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) যাহা অন্য কাহারও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অতিক্রান্ত হইবার নহে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঐশ্বর্য্য এবং যে ঐশ্বর্য্য নিরতিশয় তাহাই ঈশ্বরের। সেই কারণ যে পুরুষে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুল্য আর ঐশ্বর্য্য নাই, কেননা (সমান ঐশ্বর্য্যশালী দুই পুরুষ থাকিলে) দুইজনে একই বস্তুতে, একই সময়ে যদি "ইহা নূতন হউক" ও "ইহা পুরাণ হউক" এরূপ বিপরীত কামনা করেন, তাহা হইলে একের কামনা সিদ্ধ হইলে, অপরের প্রাকাম্যহানি-প্রযুক্ত ন্যূনতা হইবে, এবং উভয়ে তুল্যৈশ্বর্য্যশালী হইলে

বিরুদ্ধত্বহেতু কাহারও কাঙ্ক্ষিত অর্থের প্রাপ্তি হইবে না। সেই কারণ (৩) যাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্যাতিশয়শূন্য, তিনিই ঈশ্বর, কিন্তু তিনি পুরুষবিশেষ।

টীকা। ২৪। (১) ঈশ্বর যে প্রধানতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব নহেন, তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত। ঈশ্বরও প্রধানপুরুষ-নিষ্পিত; তিনি পুরুষবিশেষ এবং তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত। বস্তুত পুরুষোপসৃষ্ট যে প্রাকৃত উপাধি অনাদিকাল হইতে নিরতিশয় উৎকর্ষসম্পন্ন (সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তি-যুক্ত), তাহাই ঐশ্বরিক উপাধি। পরমার্থ সাধনহেতু যোগীরা কেবল তাদৃশ নির্ম্মল নানা ঐশ্বরিক আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া তৎপ্রণিধান-পরায়ণ হন। (২৪ সূত্রে ঈশ্বরের নানা লক্ষণ, ২৫ সূত্রে প্রমাণ ও ২৬ সূত্রে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে)।

২৪। (২) প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণ এই ত্রিবিধ বন্ধন। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন। বিদেহলীনদের বৈকারিক বন্ধন, কারণ তাঁহারা মূলা প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাইতে পারেন না, তাঁহাদের চিত্ত উত্থিত হইলে প্রকৃতি-বিকারেই পর্য্যবসিত থাকে। দক্ষিণাদি-নিষ্পাদ্য যজ্ঞাদির দ্বারা ইহামুত্রবিষয়ভোগীদের দাক্ষিণ বন্ধন।

২৪। (৩) যেমন কপিলাদি ঋষি পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন পরে মুক্ত হইলেন জানা যায় অথবা কোনও প্রকৃতিলীন অধুনা মুক্তবৎ আছেন, কিন্তু পরে বাহ্য উপাধি লইয়া ঐশ্বর্য্য-সংযোগে বদ্ধ হইবেন জানা যায়, ঈশ্বরের সেইরূপ বন্ধন নাই ও হইবে না। ভূত ও ভাবী যতকাল আমরা চিন্তা করিতে পারি তাহাতে যে পুরুষের ভূত ও ভাবী বন্ধন জানিতে পারি না তিনিই ঈশ্বর।

২৪। (৪) প্রকৃষ্ট বা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বা নিরতিশয়-উৎকর্ষযুক্ত যথা অনাদি বিবেক-খ্যাতিহেতু অনাদি সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-যুক্ত সত্ত্বোপাদান বা উপাধিযোগ। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তামাত্র নিশ্চয় হয়, কিন্তু তাঁহার বাদিতে জ্ঞানধর্ম্ম-প্রকাশাদি তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান শাস্ত্র হইতে হয়। কপিলাদি ঋষিগণ মোক্ষধর্ম্মের আদিম উপদেষ্টা। শ্রুতি আছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ কপিলর্ষিও ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। ঋষিগণ হইতেই শাস্ত্র (অথবা মোক্ষশাস্ত্রই এখানে মুখ্যতঃ গ্রাহ্য) সুতরাং শাস্ত্রও মূলতঃ ঈশ্বর হইতে। এই সর্গ-পরম্পরা অনাদি বলিয়া "ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র (মোক্ষবিদ্যা) ও শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর-জ্ঞান" এই নিমিত্ত-পরম্পরাও অনাদি।

আরও বুঝিতে হইবে যে সার্ব্বজ্ঞ্য অর্থে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত অক্রমে যুগপৎ জানা; সাক্ষাৎ জানাতে তাঁহার নিকট অতীতানাগত থাকিবে না সবই বর্ত্তমান বা ক্ষণমাত্র (কারণ সাক্ষাৎ জানাই বর্ত্তমান)। অতএব তাঁহার নিকট কাল কেবল ক্ষণমাত্র, পূর্ব্বোত্তর কাল থাকিবে না, সুতরাং সমস্ত জানার মূল সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার জানন ক্রিয়া বা চিত্তবৃত্তি সুতরাং রুদ্ধ থাকিবে এবং তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করিবেন। এই কারণে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে শান্ত সমাহিত ও মুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২৪। (৫) ঈশ্বরসত্ত্বে (চিত্তে) বর্ত্তমান যে উৎকর্ষ বা অনাদি-মুক্ততা সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি এবং সেই উৎকর্ষ-মূলক যে মোক্ষশাস্ত্র, তাহাদের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ অনাদি। অর্থাৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বরও যেমন আছেন, অনাদি মোক্ষশাস্ত্রও সেইরূপ আছে। আপত্তি হইতে পারে এরূপ অনেক "শাস্ত্র" আছে যাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রভাবে কৃত হওয়া দূরের কথা, পরন্তু তাহাদের কর্ত্তা বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিও নহেন। তাহা সত্য, তন্মধ্যে কেবল মোক্ষ-বিদ্যাই শাস্ত্র-শব্দবাচ্য করা সঙ্গত। প্রচলিত শাস্ত্রসকল সেই মোক্ষবিদ্যা অবলম্বনে রচিত।

২৪ (৬) অনেক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষ আছেন, ঈশ্বরও তাদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের তুল্য বা তদধিক ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ থাকিলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না, সেই কারণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য নিরতিশয়ত্বহেতু সাম্যাতিশয়শূন্য তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্॥ ২৫॥

যদিদম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণমল্পং বহ্বিতি সর্ব্বজ্ঞবীজম্, এতদ্ধি বর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্য-মাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষ-প্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষ-প্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধর্ম্মো-পদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথা চোক্তম্ "আদি-বিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাস-মানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" ইতি॥ ২৫॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ

২৫। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে॥ সূ

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ইহাদের প্রত্যেক ও সমষ্টিরূপে বর্ত্তমান (অর্থাৎ অতীতাদি কোনও একটা বিষয় বা একত্র বহু বিষয়ের) যে (কোন জীবে) অল্প, (কোন জীবে বা) অধিক অতীন্দ্রিয়জ্ঞান দেখা যায়, তাহাই (১) সর্ব্বজ্ঞবীজ বা সার্ব্বজ্ঞ্যের অনুমাপক। এই (অল্প, বহু, বহুতর ইত্যাদিপ্রকারে) জ্ঞান বর্দ্ধমান হইয়া যে পুরুষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। (এ বিষয়ের ন্যায় এইরূপ)—

সর্ব্বজ্ঞ বীজ কাষ্ঠা প্রাপ্ত (বা নিরতিশয়) হইয়াছে।

সাতিশয়ত্ব হেতু, (অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধমানত্ব হেতু);

পরিমাণের ন্যায় (পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওয়াতে নিরতিশয়, তদ্বৎ)

যে পুরুষে তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, আর তিনি পুরুষবিশেষ।

(সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, এইরূপ) সামান্যের নিশ্চয়মাত্র করিয়াই অনুমানের কার্য্য পর্য্যবসিত হয়, তাহা বিশেষ-জ্ঞান-জননে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ-জ্ঞান আগম হইতে জ্ঞাতব্য। তাঁহার স্বোপকারের প্রয়োজন না থাকিলেও "কল্পপ্রলয়-মহাপ্রলয়সকলে জ্ঞান-ধর্ম্মের উপদেশদ্বারা সংসারী পুরুষসকলকে উদ্ধার করিব" এইরূপ জীবানুগ্রহ তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন (২)। (এবিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা) ইহা কথিত হইয়াছে— "আদি-বিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি কপিল কারুণ্যবশতঃ নির্ম্মাণ-চিত্তাধিষ্ঠানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসমান আসুরিকে তন্ত্র বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছিলেন।"

টীকা। ২৫। (১) ইহাতে ঈশ্বর-সিদ্ধির অনুমানপ্রণালী কথিত হইয়াছে। তাহা বিশদ করিয়া উক্ত হইতেছে।

(ক) যদি কোন অমেয় পদার্থকে অংশতঃ বা খণ্ডরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই অংশসকল অসংখ্য হইবে। অর্থাৎ অমেয় ÷ মেয় = অসংখ্য।

যেমন অমেয় কালকে যদি মেয় ঘণ্টায় ভাগ করা যায় তবে অসংখ্য ঘণ্টা পাওয়া যাইবে।

(খ) যদি কোন অমেয় পদার্থের ভাগসকল সাতিশয়ী বা ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমানরূপে গ্রহণ করা যায় তবে শেষে তাহা এক নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইবে। অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পদার্থ আর ধারণার যোগ্য হইবে না। তাহাই নিরতিশয় মহত্ত্ব। অতএব—

মেয় ভাগ × অসংখ্য = নিরতিশয়, অর্থাৎ—অসংখ্য মাপ্য পদার্থ = নিরতিশয় বৃহৎ।

যেমন পরিমাণের অংশ-সকলকে একহাত, একক্রোশ, ৮,০০০ ক্রোশ ইত্যাদিরূপ বর্দ্ধমান করিয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তবে শেষে এরূপ বৃহৎ পরিমাণে উপনীত হইতে হইবে যে, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ ধারণাযোগ্য নহে; তাহাই নিরতিশয় বৃহৎ পরিমাণ।

(গ) আমাদের জ্ঞানশক্তির মূল উপাদান যে প্রকৃতি তাহা অমেয় পদার্থ; নানা জীবে অল্প, অধিক, তদধিক ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞান-শক্তি দেখা যায় তাহারা সেই অমেয় প্রধানের খণ্ডরূপ। (ক)-অনুসারে অমেয় পদার্থের খণ্ডরূপ-সকল অসংখ্য হইবে। সুতরাং জ্ঞানশক্তি-সকল অর্থাৎ জীব-সকল অসংখ্য।

(ঘ) ক্রিমি হইতে মানব পর্য্যন্ত যে জ্ঞান-শক্তি, তাহা ক্রমশঃ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত* সুতরাং তাহা সাতিশয়। কিন্তু (খ)-অনুসারে যে সকল সাতিশয় পদার্থের উপাদান অমেয় তাহারা শেষে নিরতিশয় হয়।

সাতিশয় জ্ঞান-শক্তি-সকলের কারণ অমেয়, (যাহা অপেক্ষা বড় আছে তাহা সাতিশয়)।

অতএব তাহারা শেষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, (যাহা অপেক্ষা বড় নাই তাহা নিরতিশয়)।

(ঙ) সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি যাঁহার তিনিই ঈশ্বর।

সূত্র ও ভাষ্যকারের মতে এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষ যে আছেন ইহা মাত্র নিশ্চয় হয়। আগম হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা তাঁহার প্রণিধান হইতে তাঁহার বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য হইতে, ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি-বিশেষ জ্ঞাতব্য।

২৫। (২) সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত পূর্ব্ব-সংস্কারবশে অবশীভূতভাবে নিরন্তর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না। বিবেকসিদ্ধ যোগী যখন সর্ব্বসংস্কারকে নাশ করিয়া চিত্তকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করিতে পারেন, তখন তিনি যদি কোন প্রয়োজনে "এতকাল নিরুদ্ধ থাকিব" এরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক চিত্তনিরোধ করেন, তবে ঠিক তৎকাল পরে তাঁহার নির্ম্মাণচিত্ত হইয়া চিত্ত ব্যক্ত হইবে†। তখন যে চিত্ত উঠিবে তাহার প্রবৃত্তির হেতুভূত আর অবিদ্যামূলক সংস্কার না থাকাতে সাধারণের ন্যায় অবশভাবে উঠিবে না, পরন্তু তাহা যোগীর ইচ্ছাতে নির্ম্মাণমূলক হইয়া উঠিবে। যোগী সেই চিত্তের কার্য্যের দ্বারা বদ্ধ হন না। কারণ তাহা যেমন ইচ্ছামাত্রে উঠে তেমনি ইচ্ছামাত্রে যোগী তাহা বিলীন করিতে পারেন। যেমন নট রাম সাজিলে তাহার 'আমি রাম' এরূপ ভ্রান্তি

* জ্ঞান-শক্তিসকল ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বের আধিক্য তাহাদের উৎকর্ষের কারণ। গুণসংযোগের অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। সত্ত্বের ক্রমিক আধিক্যই জ্ঞানশক্তি-সমূহের ক্রমিক উৎকর্ষরূপ সাতিশয়ত্বের মূলকারণ।

† যেমন 'কাল অতি প্রাতে উঠিব' এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ব্বক রাত্রে ঘুমাইলে তবে ঠিক প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তদ্বৎ। (নিদ্রু)।

হয় না, সেইরূপ। ঈদৃশ চিত্তকে নির্ম্মাণচিত্ত বলে। অবশ্য যে কৃতকার্য্য যোগী "আমি অনন্ত কালের জন্য প্রশান্ত হইব" এরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হন, তাঁহার আর নির্ম্মাণচিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুক্তপুরুষগণও এতাদৃশ নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য্য করিতে পারেন, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার পঞ্চশিখ ঋষির বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরও তাদৃশ নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা জীবানুগ্রহ করেন। "ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ হইলেও কিরূপে ভূতানুগ্রহ করেন" এই শঙ্কা ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইল। নির্ম্মাণচিত্ত কোনও প্রয়োজনে যোগীরা নির্ম্মাণ করেন। "সংসারী জীবকে সংসারবন্ধন হইতে জ্ঞানধর্ম্মোপদেশের দ্বারা মুক্ত করিব" এরূপ জীবানুগ্রহই ঐশ্বরিক নির্ম্মাণচিত্ত নির্ম্মাণের প্রয়োজক। কল্পপ্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে যে ভগবান্ ঐরূপ নির্ম্মাণচিত্ত করেন, ইহা ভাষ্যকারের মত। সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র ঈশ্বর হইতে জ্ঞানধর্ম্মলাভে পর্য্যবসিতবুদ্ধি, তাঁহারা প্রলয়কালে তাহা লাভ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদি উপায়ে চিত্তকে সমাহিত করিয়া প্রচলিত যোগবিদ্যার দ্বারা যাঁহারা শান্তমনী হইতে ইচ্ছু, তাঁহাদের কালনিয়ম নাই। অনুগ্রহ অর্থে অনিষ্ট নিবারণপূর্ব্বক ইষ্ট সাধনেচ্ছা। যাঁহার নিজের অনিষ্ট নাই তাঁহার স্বার্থানুগ্রহও নাই।

সাংখ্যসূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এবং যোগে ঈশ্বর-বিষয়ক সূত্র পাঠ করিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা এদেশে চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যোগ সেশ্বর সাংখ্য। ইহা সাংখ্যের প্রতিপক্ষদের আবিষ্কার।

বস্তুত জগতের উপাদানভূত ও (দ্রষ্টৃরূপ) নিমিত্তভূত তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর নাই, ইহা সাংখ্য প্রতিপাদন করেন। যোগেরও অবিকল তাহা মত। উপনিষদও তাহাই বলেন যথা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (কঠ)। ইহাতে কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। মহাভারতও তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ঐ শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, যথা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা পরো মতঃ॥" (শান্তি পর্ব)। এখানেও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রধান ও পুরুষ হইতে সমস্ত জগৎ হইয়াছে ইহা মৌলিক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও এক বিশেষ সৃষ্টিরূপ রচনার জন্য কোনও মহাপুরুষের সঙ্কল্প আবশ্যক (সঙ্কল্প অর্থে এখানে বিশ্বশরীরাভিমান, অভিমান থাকিলেই সঙ্কল্পাদি থাকিবে) কিন্তু নিত্য মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প ইচ্ছা আদি থাকিতে পারে না এবিষয়ে সাংখ্য ও যোগ একমত। যোগসূত্রে ও ভাষ্যে কুত্রাপি এরূপ নাই যে,—'মুক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ হইয়াছে,' পূর্ব্বসিদ্ধের (১।৪০) বা হিরণ্যগর্ভের অধীশত্বের কথাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা অন্য-ঈশ্বর না বললেও চলিবে, কিন্তু তিনি প্রকৃতিসমবৃত ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। মূল উপাদানের স্রষ্টা নহেন। এই বিশ্ব প্রকৃতি ও পুরুষ সম্ভূত, ইহা সাংখ্য যোগ ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত। সাংখ্য যে-সমস্ত যুক্তি দিয়া জগৎকর্ত্তা মুক্তপুরুষ ঈশ্বর নিরাস করেন, যোগের ঈশ্বর তদ্দ্বারা নিরস্ত হন না। বরং সাংখ্যের দিক্ হইতেও যোগের ঈশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহা যথা—

প্রধান ও পুরুষ অনাদি।

সুতরাং প্রধান ও পুরুষ হইতে যে যে প্রকার বস্তু হইতে পারে তাহারাও অনাদি।

অতএব যেমন বদ্ধপুরুষ অনাদি কাল হইতে আছে মুক্তপুরুষও সেইরূপ অনাদি কাল হইতে আছেন।

সর্ব্বকালেই যে মুক্তপুরুষ নিরতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন এবং যিনি নির্ম্মাণচিত্তরূপ-বিদ্যাযুক্ত হইয়া ভূতানুগ্রহ করেন তিনিই ঈশ্বর।

অতএব নিরতিশয় উৎকর্ষসম্পন্ন অনাদি মুক্ত পুরুষ থাকা সাংখ্য-দৃষ্টিতে ন্যায্য। এবং মুক্ত পুরুষেরাও যে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করেন, তাহা ভাষ্যকার সাংখ্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" (গীতা)।

অনাদিমুক্ত পুরুষ নিত্যকাল-যাবৎ প্রলয়কালে জ্ঞানধর্ম্ম উপদেশ করিতে থাকিবেন—যোগসম্প্রদায়ে এই যে মত প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেকের সংশয় হয়। যদিচ ইহা যোগের অতি অনাবশ্যক বিষয়ে সংশয়, তথাপি ইহা বিচার্য্য। এই সংশয় যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে উহা তত সহজ নহে। সংশয়কর্ত্তার প্রশ্নই সদোষ। যাহাকে কেহ অনাদি-অনন্তকাল মনে করে তাহা কার্য্যত তাহার নিকট সাদি-সান্ত এবং সর্ব্বদাই তাহা সেইরূপই থাকিবে। অতএব শঙ্ককের প্রকৃত প্রশ্ন—'এতাবৎ অবচ্ছিন্ন কালে কোনও মুক্ত পুরুষ জ্ঞানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া জীবানুগ্রহ করেন কিনা'—এইরূপই হইবে। অনবচ্ছিন্ন কাল ধারণা করিতে না পারিলেও তাহা ধারণাযোগ্য মনে করিয়া শঙ্কক ঐরূপ প্রশ্ন বা শঙ্কা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ অনন্তকে সান্ত ধরিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নেরই দোষ বলিয়া উত্তর দিতে হইবে।

অবচ্ছিন্নকালে কোনও মুক্ত পুরুষ জীবানুগ্রহ যে করিতে পারেন ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আগমের বিষয়, দর্শনের বিষয় নহে। ভাষ্যকার ইহার সম্ভাব্যতাই দেখাইয়াছেন, ঘটনীয়তা দেখান নাই, বরং কল্পপ্রলয়-মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে এরূপ বলাতে উহার প্রয়োজনীয়তা যে অতি অল্পই ইহা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা ত্রিকালবিৎ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহারা ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানই দেখেন এবং সেই বর্ত্তমান তাঁহাদের ব্যবহার্য্যও হয়। তাহাতে তিনি এরূপ কারণ স্বেচ্ছায় সংযোগ করিতে পারেন অথবা সেই ভবিষ্যৎ কারণ-কার্য্য-স্রোত এরূপ নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যে, পরে তাঁহার ঔৎসুক্য না থাকিলেও যখন সেই ভবিষ্যৎ কাহারও নিকট বর্ত্তমান হইবে তখন সেই নিয়মিত কারণ-কার্য্যের ফলই সে দেখিবে। যেমন কেহ এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মৃত হইলেও পরের লোকেরা সেই গৃহে বাসাদি করিতে পারে—সেইরূপ সর্ব্বশক্ত ত্রিকালবিৎ, তাঁহার নিকট বর্ত্তমানবৎ যেকোনও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনায় অথাৎ 'ঈদৃশ জীবের বিবেকজ্ঞান অন্তরে প্রস্ফুট হউক'—এরূপভাবে কারণকার্য্য-স্রোতকে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যদ্দ্বারা তাদৃশ জীবের সেই কালে সেই কারণকার্য্যের নিয়মনে স্বতই বিবেক প্রস্ফুট হইবে। তুমি যে অবচ্ছিন্ন কালকে অনাদি-অনন্ত মনে কর ও বল তাহাতে ইহা সম্ভব হইলে সর্ব্বকালেই ইহা সম্ভব বলিতে হইবে। যোগসম্প্রদায়ের আগমে ইহার উল্লেখ থাকাতে এইরূপে ইহার সম্ভাব্যতা বুঝিতে হইবে। কার্য্যকালে যাঁহার উহাতে আস্থা জন্মিবে তিনি ঐ উপায়ে বিবেকলাভ করিবেন। অন্যে প্রকৃত দার্শনিক উপায়ে লাভ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরপ্রণিধানে স্বাভাবিক নিয়মে সমাধি ও বিবেকলাভ যে কার্য্যকর উপায় তাহাই দর্শনের প্রতিপাদ্য ও তাহাই সূত্রকার প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এবিষয়ে এই সব কথা স্মর্ত্তব্য, যথা—১। (সগুণ বা নির্গুণ) ঈশ্বর হইতে বিবেকজ্ঞানই লভ্য, অন্য কিছু নহে। ২। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতেই বা প্রাগুক্ত ঐশ নিয়মনের দ্বারাই উহা লাভ করিতে ইচ্ছু তাঁহারাই উহা লাভ করিবেন এবং কেবল তাঁহাদের জন্যই ঐরূপ ঐশ নিয়মন ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। ৩। লোকের গুরুভূত হইয়া ঈশ্বরকে বিবেক প্রকাশ করিতে হয় না, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে উহা তাঁহার উপযুক্ত অলৌকিক নিয়মেই প্রকটিত হয়। ৪। যেমন সর্ব্বকালে মুক্ত পুরুষ আছেন বলিয়া অনাদিমুক্ত ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, তাদৃশ মুক্ত পুরুষ বহু হইলেও যেমন তাঁহাদের পৃথক্‌জ্ঞানধারণের উপায় নাই বলিয়া এক অনাদিমুক্ত পুরুষ বলা হয়, সেইরূপ সর্ব্বকালেই একরূপ কোনও ঐশ নিয়মন থাকিতে পারে যদ্দ্বারা পুরুষাত্মা হইতে বিবেকলাভেচ্ছু সাধকের হৃদয়ে বিবেকজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে। ৫। অবশ্য সাধকের উহাতে উপযোগিতা চাই নচেৎ সকলের পক্ষেই উহা প্রাপ্য হইত ও সকলেরই সংসৃতির উচ্ছেদ হইত, তাহা যখন হয় নাই তখন কেবল উপযোগী সাধকেরই উহা হইবে। সেই উপযোগিতা ঈশ্বর-সমাপন্নতা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। অবশ্য তাহার জন্য সমাধি সাধন আবশ্যক এবং সমাধিও আবশ্যক, কেবল অপেক্ষিত বিবেকই ঐরূপ ঐশ নিয়মনে লাভ হইবে—যদি সাধক তাবন্মাত্রেই পর্য্যবসিতবুদ্ধি থাকেন। (শঙ্কানিরাস—'ঐশ-অনুগ্রহ কিরূপ' দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বরসম্বন্ধে আরও বিবরণ "সাংখ্যের ঈশ্বর" প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যম্। স এষঃ

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছিদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। ভাষ্যানুবাদ—তিনি,
(কপিলাদি) পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণেরও গুরু, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে ॥ সূ

পূর্ব্বেকার (জ্ঞানধর্ম্মোপদেষ্টা, মুক্ত, সুতরাং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত কপিলাদি) গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (১) যাঁহার ঈশ্বরতার অবচ্ছেদকারী কাল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি পূর্ব্ব-গুরুগণেরও গুরু (২)। যেমন বর্ত্তমান সর্গের আদিতে তিনি উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত, তেমনি অতিক্রান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি সেইরূপ, ইহা জ্ঞাতব্য (৩)।

টীকা। ২৬। (১), (২), (৩) ২৪ সূত্রের (৩), (৪), (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বম্, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ। সঙ্কেতস্ত্বীশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা

অয়মস্য পুত্র ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে॥ ২৭॥

২৭। তাঁহার বাচক প্রণব বা ওঁ শব্দ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য বাচকের কি সংকেতকৃত, অথবা প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় অবস্থিত?—এই বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবস্থিত আছে। পরন্তু ঈশ্বরের সঙ্কেত সেই অবস্থিত বিষয়কেই অভিনয় বা প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে, আর তাহা সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশিত করা যায় যে "ইনি এঁর পিতা, ইনি এঁর পুত্র," সেইরূপ। অন্যান্য সর্গসকলেও সেইরূপ (এই সর্গের ন্যায় কোন শব্দের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা) বাচ্যবাচক-শক্তি-সাপেক্ষ সঙ্কেত কৃত হয় (১)। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য (২) ইহা আগমবেত্তারা বলেন।

টীকা। ২৭। (১) অনেক পদার্থ এরূপ আছে যাহাদের নাম কোন এক পদ অথবা শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হয় কিন্তু সেই নাম না থাকিলে সেই পদার্থ-জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না। আর অন্য কতক পদার্থ এরূপ আছে, যাহারা কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বারা যুক্ত হয়। তাহাদেরও নাম সঙ্কেত করা হয়, কিন্তু সেই নামের অর্থ—তদ্বিষয়ক সমস্ত শব্দময় চিন্তা। প্রথমজাতীয় উদাহরণ—চৈত্র, মৈত্র ইত্যাদি। চৈত্রাদি নাম না থাকিলেও তত্তৎ মনুষ্য-বোধের কিছু ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের উদাহরণ—পিতা, পুত্র ইত্যাদি। "পুত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি কতকগুলি শব্দময় চিন্তা 'পিতা' শব্দের অর্থ। "চৈত্রের পিতা মৈত্র" এস্থলে চৈত্র বলিলে মাত্র চৈত্রনামা মনুষ্যের জ্ঞান হইবে। 'চৈত্র' এই নাম না জানিয়া, তাহাকে দেখিলেও ঐ জ্ঞান হইবে। কিঞ্চ পূর্ব্বদৃষ্ট চৈত্রকে 'চৈত্র' এই নামের দ্বারা স্মরণজ্ঞানারূঢ় করা যায়। অথবা তাহার নাম ভুলিয়া গেলেও তাহাকে স্মরণ করা যায় ও স্মরণারূঢ় রাখা যায়। কিন্তু চৈত্র ও মৈত্রের যাহা সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতা-শব্দের যাহা অর্থ, তাহা কোন শব্দব্যতীত ভাবনা করা যায় না। কারণ শব্দ-স্পর্শাদি-যাবদ্বাহ্যকে বাচক-শব্দ-ব্যতিরেকেও ভাবনা করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চিন্তারূপ অনু-ব্যবসায় শব্দব্যতীত (বা অন্য সঙ্কেতব্যতীত) ভাবনা করা সাধ্য নহে। পিতা-শব্দার্থ সেইরূপ চিন্তার ফল বলিয়া তাহাও শব্দব্যতিরেকে ভাবনা করা সাধ্য নহে। বস্তুত পিতা ও পিতৃশব্দার্থ, প্রদীপ ও প্রকাশের ন্যায়। প্রদীপ থাকিলেই যেমন প্রকাশ, পিতা বলিলেই সেইরূপ (জ্ঞাত-সঙ্কেত ব্যক্তির নিকট) পিতৃ-শব্দার্থ মনে প্রকাশ হয়। শব্দময় চিন্তা বা তাহার এক শাব্দিক সঙ্কেতব্যতিরেকে ওরূপ অর্থ মনে প্রকাশ পায় না।

ঈশ্বরপদার্থ ও সেইরূপ শব্দময় চিন্তা। কতকগুলি শব্দবাচ্য পদার্থ কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের বোধ হয় না। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সেই যে সমস্ত শব্দময় চিন্তা (বাচক শব্দের সহিত যে চিন্তা অবিনাভাবী) তাহা ওঁ শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে। উক্তরূপ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী হইলেও একই শব্দের সহিত একই অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না, কারণ মানবেরা ইচ্ছানুসারে সঙ্কেত করিয়া থাকে। অনেক নূতন ধাতুপ্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন অথবা অন্যরূপ শব্দের দ্বারা নূতন সঙ্কেত করিতে দেখা যায়। তবে টীকাকারদের মতে ওঁ শব্দ যে কেবল এই সর্গেই ঈশ্বরবাচকরূপে সঙ্কেত করা হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ব সর্গেও ঐরূপ সঙ্কেতে ওঁ শব্দ ব্যবহৃত ছিল। ইহ সর্গে সর্ব্বজ্ঞ অথবা জাতিস্মর পুরুষদের দ্বারা পুনশ্চ ঐ সঙ্কেত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যকারেরও ইহা সম্মত হইতে পারে। আর্ষ শাস্ত্রে

ওঁ শব্দের এরূপ আদর থাকিবার বিশিষ্ট কারণ এই যে, প্রণবের দ্বারা যেরূপ চিত্তস্থৈর্য্য হয় সেরূপ আর কোনও শব্দের দ্বারা হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণ সকল একতান ভাবে উচ্চারণ করা যায় না। স্বরবর্ণ সকলই একতান ভাবে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক বাক্‌শক্তির ব্যয় হয়। কেবল ওকার অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চারিত হয়। আর অনুনাসিক ম-কার একতান ভাবে ও অতি অল্প প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। ইহা প্রশ্বাসের সহিত একতান ভাবে ঘ্রাণরন্ধ্রের (নাসা ছিদ্রের মূল বা naso-pharynx) সাহায্যে প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। এই জন্য চিত্তকে একতান করিবার পক্ষে ওম্ শব্দের অতি উপযোগিতা আছে। বস্তুত এই শব্দ মনে মনে উচ্চারিত হইলে কণ্ঠ হইতে মস্তিষ্কের দিকে এক প্রযত্ন যায় (যাহাকে কৌশলে যোগীরা ধ্যানের দিকে লাগান) কিন্তু মুখের কোন প্রযত্ন হয় না। একতান শব্দের উচ্চারণ ব্যতীত প্রণবে চিত্তের একতানতা বা ধ্যান আয়ত্ত হয় না। প্রণব তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা উপকারী। সোঽহম্ শব্দও বস্তুত ও-কার এবং ম্-কার ভাবে প্রধানত উচ্চারিত হয়। তজ্জন্য উহাও উত্তম ও পরমার্থ-ব্যঞ্জক মন্ত্র।

ভাষ্যকার ঈশ্বরসম্বন্ধে বাচ্য-বাচক সংকেত আবশ্যক বলায় স্বীকার করা হইল যে ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। পাঞ্চভৌতিক জন্ম মরণশীল শরীরযুক্ত জীবই প্রত্যক্ষযোগ্য সুতরাং তাঁহাদের জানার জন্য বাচক সংকেত অনাবশ্যক।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে আছে "অহর্বিশ্বতো দেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ। তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতো নাম তেনাহূতঃ প্রসীদতি॥" শ্রুতিও ওঙ্কার-সম্বন্ধে বলেন "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্" (কঠ) অর্থাৎ পরমার্থসাধনের আলম্বনের মধ্যে প্রণবই শ্রেষ্ঠ ও পরম আলম্বন।

২৭। (২) সম্প্রতিপত্তি = সদৃশ-ব্যবহার-পরম্পরা। তাহার নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে 'ঘট' শব্দ ও তাহার অর্থ (বিষয়) এতদুভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একই অর্থ পুরুষের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা সঙ্কেতীকৃত হইতে পারে। ৩।১৭ সূ (২) (ক) টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে সব অর্থ শব্দময় চিন্তার দ্বারা বোধগম্য হয় তাহাদের সহিত কোন না কোন বাচক শব্দের সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ভাষ্যের 'শব্দ' এই শব্দের অর্থ "কোন এক শব্দ"। মোটামুটি কোন বিশেষ শব্দের সহিত যে তদর্থের সম্বন্ধ নিত্য এই মত যুক্ত নহে। 'করা' ও 'do' এই ক্রিয়াবাচক শব্দের বাচকের ভেদ আছে ও কালক্রমে ভেদ হইয়া যাইতে পারে কিন্তু 'করা' ও 'do' শব্দের যাহা অর্থ তাহা কৃ ধাতুর সমার্থক কোন শব্দ বা সঙ্কেত ব্যতীত বুদ্ধ হইবার উপায় নাই। এইরূপেই সঙ্কেতযুক্ত শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী। আর সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু অর্থাৎ 'যতদিন নর ছিল ও থাকিবে ততদিন তাহা শব্দের দ্বারা বাচ্য পদার্থের বোধ করিয়াছে ও করিবে" মানব এই একইরূপে ব্যবহার করা স্বভাবতঃ, পরম্পরাক্রমে নিত্য বলিয়া, শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য। অবশ্য ইহা কূটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে। ইহাকে প্রবাহ নিত্য বলা যায়।

যাঁহারা বলেন অনাদি-পরম্পরাক্রমে কোনও শব্দ স্ব স্ব অর্থে নিয়তরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং 'সম্প্রতিপত্তি' শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, তাঁহাদের পক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে।

ভাষ্যম্। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে, তথা চোক্তম্ "স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ (স্বাধ্যায়মাসতে)। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাচ্য-বাচকত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যোগী—

২৮। তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন ॥ সূ

প্রণবের জপ আর তাহার অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা, এইরূপ প্রণবজপনশীল ও প্রণবার্থ-ভাবনশীল যোগীর চিত্ত একাগ্র হয় (১)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "স্বাধ্যায় হইতে যোগারূঢ় হইবে এবং যোগ হইতে আবার স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সাধন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন" (২)।

টীকা। ২৮। (১) ঈশ্বরের অর্থ ধারণা করিবার জন্য যে সব শব্দময় চিন্তা করিতে হয়, তাহা সব ওম্-শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে। সুতরাং ওম্-শব্দের প্রকৃত সঙ্কেত মনে থাকিলে ঈশ্বরবিষয়ক ভাব মনে প্রকাশিত হয়। যখন ওম্-শব্দ উচ্চারণমাত্র মনে ঈশ্বর-পদার্থ সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তখন প্রকৃত সঙ্কেত বা বাচ্যবাচক-সম্বন্ধের জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধকদের সাবধানে প্রথমে এই বাচ্য-বাচক-ভাব মনে উঠান অভ্যাস করিতে হয়। ওম্-শব্দ জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিতে করিতে উহা স্বভাব হয়। পরে স্বতই প্রণবের এবং তদর্থের প্রতিপত্তি (সিদ্ধবৎ জ্ঞান) চিত্তে উঠিতে থাকিলে প্রকৃষ্ট প্রণিধান হয়।

গ্রহণতত্ত্ব ও গ্রহীতৃতত্ত্ব আমাদের আত্মভাবের অন্তর্ভূত, সুতরাং তাহারা অনুভূত বা সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে। তজ্জন্য প্রথমত শাব্দিক চিন্তা তাহাদের উপলব্ধির হেতু হইলেও, শব্দশূন্যভাবেও তাহাদের ভাবনা হইতে পারে। নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান সেইরূপ। কিন্তু আত্মভাবের বহির্ভূত ঈশ্বরের ভাবনা শব্দব্যতীত হইতে পারে না। আর সেই ভাবনাও কেবল কতকগুলি গুণবাচী বাক্যের চিন্তা মাত্র অর্থাৎ যিনি ক্লেশশূন্য, যিনি কর্মশূন্য ইত্যাদি। কিন্তু সেই 'যিনি'কে ধারণা করিতে গেলে—তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে গেলে—ওরূপ নানাবিধ চিন্তা করা সেই ধ্যানের অনুকূল নহে।

কিন্তু যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি—যাহা এক সত্তারূপে অনুভব করিতে পারি—তাহা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই তিন জাতীয় তত্ত্বের অন্তর্গত হইবেই হইবে। অর্থাৎ তাহা রূপরসাদিরূপে বা বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিরূপে (বুদ্ধি আদি গ্রহণতত্ত্বকে ধারণা করিতে হইলে অবশ্য অতি স্থির ধ্যানবিশেষ চাই) ধারণা করিতে হইবেই হইবে। তন্মধ্যে বাহ্যভাবে ধারণা করিতে গেলে রূপাদিযুক্ত-ভাবে এবং আত্মভাবের অন্তররূপে অর্থাৎ অস্মিতাদিরূপে ধারণা করিতে গেলে বুদ্ধ্যাদিরূপে ধারণা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

অতএব ঈশ্বরকে বাহ্য ভাবে ধারণা করিতে হইলে রূপাদিযুক্তরূপে ধারণা করা যুক্ত। যোগের প্রথমাধিকারীরা সেইরূপই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলেন "যোগারম্ভে মূর্ত্তহরি-মমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ"।

আর, বুদ্ধ্যাদি আত্মভাবস্বরূপেই অনুভূত হয়, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধ্যাদি ব্যতীত অন্যের বুদ্ধি আমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি না। অতএব আত্মভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে 'সোঽহম্' এইভাবে ধারণা করিতে হইবে। শাস্ত্রও বলেন "যঃ সর্বভূতচিত্তজ্ঞো যশ্চ সর্বহৃদি স্থিতঃ। যশ্চ সর্বান্তরো জ্ঞেয়ঃ সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ।।" লিঙ্গপুরাণেও যোগদর্শনোক্ত ঈশ্বরভাবনা-বিষয়ে এইরূপ আছে—"শম্ভোঃ প্রণববাচ্যস্য ভাবনা তজ্জপাদপি। আশু সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্যা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।। এবং প্রণবময়ং ধ্যায়েৎ সর্বং বিশ্বং চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যক্ত্বেদমহমিতি স্মরন্।।" শ্রুতিও বলেন—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" (কঠ)।

কার্যতঃ ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে হৃদয়ের* মধ্যে করিতে হয়। প্রথমাধিকারী যাঁহারা মূর্ত-ঈশ্বর প্রণিধান সহজ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ে জ্যোতির্ময় ঐশ্বরিক রূপ কল্পনা করিতে হয়। মুক্ত পুরুষ যেরূপ স্থিরচিত্ত ও পরমপদে স্থিতিহেতু প্রসন্নবদন, সেইরূপ স্বীয় ধ্যেয় মূর্তিকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ধ্যান করিতে হয়। প্রণবজপের দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরপ্রতীকস্থ, স্থির, নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, এইরূপ স্মরণ করিতে হয়।

ইহার অভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির, নিশ্চিন্ত এবং ঐশ্বরিকভাবে স্থিতি করিতে সমর্থ হইবে তখন হৃদয়ে স্বচ্ছ, শুভ্র, অসীমবৎ আকাশ ধারণা করিতে হয়। সেই আকাশমধ্যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে আমিত্বকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত (আমিই সেই হার্দাকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত) ধ্যান করিতে হয়। হার্দাকাশস্থ ঈশ্বর-চিন্তায় নিজের চিত্তকে বিলীন করিয়া নিশ্চিন্ত, সঙ্কল্পশূন্য, তূষ্ণী ভাবে অবস্থান অভ্যাস করিতে হয়। একটি শ্রুতিতে এই প্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথা "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।।" (মুণ্ডক)। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা হার্দাকাশস্থ ঈশ্বর লক্ষ্যস্বরূপ, প্রণব ধনুঃস্বরূপ, আর আত্মা বা অহং ভাব শরস্বরূপ। অপ্রমত্ত বা সদা স্মৃতিযুক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম-লক্ষ্যে আত্মশরকে প্রবিষ্ট করিয়া তন্ময় করিতে হয়। অর্থাৎ ওম্ পদের দ্বারা "আমিই হার্দাকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত" এইরূপ ভাব স্মরণ করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

এই ধ্যান অভ্যস্ত হইলে সাধক ধ্যানকালে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন। তখন ঈশ্বরে স্থিতিজাত সেই আনন্দময় বোধই 'আমি' এইরূপ স্মরণ করিয়া গ্রহণতত্ত্বে যাইতে হয়।

*বক্ষের অভ্যন্তরে যে প্রদেশে ভালবাসা বা শোকনাশ হইলে সুখময় বোধ হয়, এবং দুঃখভয়াদি হইলে বিষাদময় বোধ হয় সেই প্রদেশই হৃদয়। বস্তুত অনুভব অনুসরণ করিয়া হৃদয়প্রদেশ স্থির করিতে হয়। স্নায়ু, রক্ত, মাংসাদি বিচার করিয়া হৃদয়প্রতীক স্থির করিতে গেলে তত ফল লাভ হয় না। হৃদয়ে রাগাদি মানস ভাবের প্রতিফলন (reflex action) হয়। সেই প্রতিফলিত ভাব আমরা হৃদয়স্থানে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু চিত্তবৃত্তি কোন্ স্থানে হয় তাহা অনুভব করিতে পারি না; একন্য হৃদয়প্রদেশে ধ্যান করিয়া বোধবিভাগে যাওয়া সুকর।

পরন্তু হৃদয়প্রদেশই দৈহিক আমিত্বভাব কেন্দ্র। মস্তিষ্ক দৈহিক কেন্দ্র বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ চিত্তবৃত্তি রোধ করিলে, বোধ হয় যেন আমিত্ব হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে। হৃদয়প্রদেশে ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্ম অস্মিতাভাব উপলব্ধি করিয়া, সুষুম্নামার্গে মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে যাইতে পারিলে অস্মিতার সূক্ষ্মতম কেন্দ্র পাওয়া যায়। তখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক এক হইয়া যায়।

কিন্তু যদি স্থির ও প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহীতাকে ক্লেশাদিশূন্য (অর্থাৎ নিরুদ্ধ) ও স্বরূপস্থ ভাবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত করিতে হয়। ইহা সাবধানতা-পূর্বক দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও সৎকারে অভ্যাস করিলে ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রকৃত ফল যে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম তাহার লাভ হয় (পরসূত্র দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর-বাচক প্রণব (প্রণবের অন্য অর্থও আছে) জপ করিতে হইলে 'ও'কারকে অল্পকালব্যাপী-ভাবে এবং 'ম্'কারকে প্লুত বা দীর্ঘ ও একতান-ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। অবশ্য স্ফুট স্বরে উচ্চারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করাই উত্তম। যে জপে বাগিন্দ্রিয় কিছুমাত্রও কম্পিত না হয় তাহাই উত্তম জপ। আর একপ্রকার উত্তম জপ আছে যাহা অনাহত নাদের সহিত করিতে হয়। মনে হয় যেন অনাহত নাদই মন্ত্ররূপে শ্রুত হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে মন্ত্র-চৈতন্য বলে। তন্ত্র বলেন "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি নৈব সিদ্ধিঃ প্রজায়তে"॥ সো'হংভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা। তাহাই যোগীদের গ্রাহ্য যোনিমুদ্রা।

ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে হইলে অবশ্য ভক্তিপূর্বক করিতে হয়। (ভক্তির তত্ত্ব 'পরভক্তি-সূত্রে' দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর-স্মরণে সুখবোধ হইলে সেই সুখবোধময় ও মমত্ববোধযুক্ত যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। প্রিয়জনকে স্মরণ করিলে যেমন হৃদয়ে সুখময় বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরস্মরণেও যখন সেইরূপ হইবে তখনই ভক্তিভাব ব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে সুখবোধ উদিত হইলে সেই সুখবোধকে স্থির রাখিয়া, প্রিয়জন-ত্যাগ-পূর্বক তৎস্থানে ঈশ্বরকে সেই সুখবোধসহকারে চিন্তা করিতে থাকিলে ভক্তিভাব শীঘ্র ব্যক্ত ও বর্দ্ধিত হয়। প্রণব-জপের অন্য সঙ্কেত এই—"ও"-কারের উচ্চারণ-কালে বোধভাবকে স্মরণ করিতে হয়, আর দীর্ঘ একতান "ম্"-কারের উচ্চারণ-কালে সেই বোধ ভাবে স্থিতি করিতে হয়। ইহা অভ্যাস করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সহ প্রণব জপ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। শ্বাস সহজতঃ গ্রহণ করিতে করিতে "ও"-কার-পূর্বক বোধ স্মরণ করিবে ও পরে দীর্ঘ প্রশ্বাস সহকারে "ম্"-কার মনে মনে একতান ভাবে উচ্চারণ পূর্বক বোধভাবে স্থিতি করিবে। ইহার দ্বারা দুই প্রকার প্রযত্নে চিত্ত একই ধ্যানে ন্যস্ত থাকে।

এইরূপ ভাবনা-সহিত জপ হইতে চিত্ত একাগ্রভূমিকা লাভ করে। একাগ্রভূমিকা হইতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তৎপূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

২৮। (২) গাথাটির অর্থ এইরূপ—স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্বক জপের দ্বারা যোগারূঢ় বা চিত্তকে একতান করিবে। চিত্ত একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হয়; সেই সূক্ষ্মার্থভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে। তৎপরে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্মল ভাবাধিগম হইলে তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করে।

ভাষ্যম্। কিঞ্চাস্য ভবতি—

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ।

যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানান্ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

২৯। ভাষ্যানুবাদ—আর কি হয়?—

তাহা হইতে প্রত্যক্চেতনের (১) সাক্ষাৎকার হয় এবং অন্তরায় সকল বিলীন হয় ॥ সু

ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় তাহারা ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে করিতে নষ্ট হয় এবং সেই যোগীর স্বরূপ-দর্শনও হয়। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ (ধর্মাধর্মরহিত), প্রসন্ন (অবিদ্যাদি-ক্লেশশূন্য), কেবল (বুদ্ধ্যাদিহীন), অতএব অনুপসর্গ (জাতি, আয়ু ও ভোগ-শূন্য) পুরুষ; এই (সাধকের নিজের) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তিনিও তেমনি (২), এইরূপে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

টীকা। ২৯। (১) প্রত্যক্ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বস্তুতে যাহা অনুস্যূত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্। আর প্রত্যক্ অর্থে পশ্চিম বা পুরাণ, অতএব 'পুরাণ পুরুষ' বা ঈশ্বর প্রত্যক্। এখানে এরূপ অর্থ নহে। এখানে প্রত্যক্ অর্থে বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা। 'প্রতীপং বিপরীতম্ অঞ্চতি বিজানাতি ইতি প্রত্যক্' (বাচস্পতি)। অর্থাৎ আত্মবিপরীত অনাত্মভাবের বোদ্ধা। তাদৃশ চেতনা বা চিতিশক্তিই প্রত্যক্চেতন বা পুরুষ। শুধু পুরুষ বলিলে মুক্ত, বদ্ধ, ঈশ্বর এই সর্বপ্রকার পুরুষকে বুঝায়। কিন্তু প্রত্যক্চেতন অর্থে অবিদ্যাবান্ পুরুষের (সুতরাং বিদ্যাবান্ পুরুষেরও) স্বস্বরূপ চিদ্রূপাত্মা বুঝায়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়ের প্রতিকূল বা আত্মাভিমুখ যে চৈতন্য বা দৃক্ শক্তি তাহাই প্রত্যক্চেতন, প্রত্যক্ শব্দের এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু ফলত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাই হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্চেতন। 'নিজের' আত্মাই প্রত্যক্চেতন।

২৯। (২) ইহা ২৮ সূত্রে (১) সংখ্যক টিপ্পনীতে বুঝান হইয়াছে। ঈশ্বর স্বরূপত চিন্মাত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বরূপ-ঈশ্বরে দ্বৈতভাবে (গ্রাহ্য ভাবে) স্থিত হইবার যোগ্যতা মনের নাই। কারণ চিৎ স্ববোধ, তাহা আত্মবহির্ভূত ভাবে বা অনাত্মভাবে গ্রহণের যোগ্য নহে। যাহা আত্মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অতএব চৈতন্যকে তাদৃশ ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চৈতন্য হইবে না, তাহা রূপরসাদিযুক্ত বাহ্য পদার্থ হইবে। ফলত ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত প্রণালীমতে ভাবনা করিতে করিতে যে স্বস্বরূপ চিন্মাত্রে স্থিতি হয়, তাহারই নাম ঈশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করা। "আত্মাকে আত্মাতে অবলোকন" করার অর্থও কার্যত ঠিক ঐরূপ। ঈশ্বর 'অবিদ্যাদিশূন্য স্বরূপস্থ, চিৎপ্রতিষ্ঠ' এরূপ ভাবনা করিতে করিতে এই সব বাক্যার্থের প্রকৃত বোধ হয়। স্বসংবেদ্য পদার্থের প্রকৃত বোধ হওয়া অর্থে নিজেই সেইরূপ হওয়া। এইরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে স্বরূপাধিগম হয়।

নির্গুণ মুক্ত ঈশ্বরের প্রণিধানের দ্বারা কিরূপে যোগলাভ হয় তাহা সূত্রকার দেখাইয়াছেন কারণ উহাই কর্মযোগের প্রধান সাধন এবং উহাতে সগুণ ঈশ্বরের প্রণিধানও অন্তর্গত আছে। সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের প্রণিধানও সাংখ্যযোগ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। সগুণ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া নির্গুণে যাওয়া এবং একেবারে নির্গুণ আদর্শ ধরা কার্যত ও ফলত একই

কথা কারণ সাংখ্যযোগীদের সগুণ ঈশ্বর সমাহিত, শান্ত, সাস্মিতধ্যানস্থ মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহার প্রণিধানেও সমাধিসিদ্ধি ও বিবেকলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং কোন কোন অধিকারীর ইহাই অনুকূল। ফলে দুই পথাই প্রায় এক এবং জ্ঞানযোগের ঐ উভয় পথা বহুত তুল্য। উহা লইয়া প্রাচীন কালে সাধক-সম্প্রদায়ের ভেদ হইয়াছিল কিন্তু মতভেদ ছিল না (গীতা দ্রষ্টব্য)। হৃদয়ের মধ্যে শান্ত, জ্ঞানময়, সমাহিত পুরুষ চিন্তা করিতে করিতে কি ফল হইবে?—সাধকও আমাতে তাদৃশ ভাব অনুভব করিবেন। জ্ঞানময় আত্মস্মৃতির প্রবাহ চলিলে সাধক শব্দস্পর্শাদি গ্রাহ্য আলম্বন অতিক্রম করিয়া গ্রহণ-তত্ত্বে উপনীত হইবেন। কিরূপে তাহা হয় ও তৎপথে কিরূপে বিবেকজ্ঞান হয় তাহা মহাভারত এইরূপে দেখাইয়াছেন (শান্তিপর্ব। ৩০১)।

সগুণপুরুষের প্রণিধানপর কর্মযোগীরা এবং সগুণালম্বনধ্যায়ী জ্ঞানযোগীরা সাধনবিশেষের দ্বারা রূপ, রস, স্পর্শ আদি বিষয় অতিক্রম করিয়া আকাশের পররূপ বা ভূতাদির তামস অভিমানে উপনীত হইতেন, যথা "স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, সেই বায়ু আকাশের পরমা গতিতে বা শব্দতন্মাত্রে বা ভূতাদিরূপ তামস অভিমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় বাহিত করিয়া লইয়া যায়। এই তম পুনশ্চ রজোগুণের শ্রেষ্ঠা গতি অহঙ্কার-তত্ত্বে লইয়া যায়, যথা "নভো বহতি লোকেশ রজসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে লোকেশ, সত্ত বা উক্ত তম, যোগীকে রজোগুণের পরম গতি অহঙ্কার-তত্ত্বে লইয়া যায়, কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব হইতেই অহঙ্কারতত্ত্বে উপনীত হওয়া যোগশাস্ত্রের সনাতন প্রণালী। তৎপরে "রজো বহতি রাজেন্দ্র সত্ত্বস্য পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র, রজোগুণের পরিণাম যে অহঙ্কারতত্ত্ব তাহা সত্ত্বের পরমা গতি যে অস্মীতিমাত্র বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব তাহাতে বাহিত করিয়া লইয়া যায় অর্থাৎ যোগীর অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হয়। পুরাণও বলেন ঈশ্বর-ধ্যানে নিজেকে ঈশ্বরবৎ চিন্তা করিয়া "চরাচরবিভাগজ্ঞ তাজেদহমিতি স্মরন্"।

সেই অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হইলে যোগীর 'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' এই সগুণ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। তাহা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণেরই স্বরূপ। তাই পরে বলিয়াছেন "সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্" অর্থাৎ হে শুদ্ধাত্মন্ (অথবা শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ), সত্ত্বগুণের যে শ্রেষ্ঠ পরিণাম মহত্তত্ত্ব (অস্মীতিমাত্ররূপ) তাহা নারায়ণে বাহিত করিয়া লইয়া যায় বা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণের সহিত যোগীর তাদাত্ম্য হয়।

তৎপরে "প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা" অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা প্রভু নারায়ণ আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে বাহিত করেন অর্থাৎ তিনি বিবেকজ্ঞানযুক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। এই-রূপে যোগীও নারায়ণ-সদৃশ হইয়া তাঁহার বিবেকজ্ঞান লাভ করেন। যোগভাষ্যকারও তাই বলিয়াছেন "যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতি-সংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি।"

বিবেকের পর "পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতায়তনামলাঃ। অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্ত্তন্তি বা বিভো॥ পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্। সত্যার্জ্জবরতানাং বৈ সর্ব্বভূত-দয়াবতাম্॥" এই নারায়ণের সহিত তাদাত্ম্যসাধন যে প্রাচীন সাংখ্যদের অন্যতম সাধন ছিল তাহা আদি সাংখ্যসূত্রকর্ত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখের 'পঞ্চরাত্রবিশারদঃ' এই মহাভারতোক্ত বিশেষণ হইতেও জানা যায়। পঞ্চরাত্র অর্থে বিষ্ণু-প্রাপক ক্রতু বা যজ্ঞ। "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত অত্যতিষ্ঠেয় সর্ব্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্ব্বং স্যাম্ ইতি। স এতং পঞ্চরাত্রং পুরুষমেধং যজ্ঞক্রতুম্ অপশ্যৎ" অর্থাৎ পুরুষ নারায়ণ কামনা করিলেন আমি যেন যাবতীয় বস্তু অতিক্রম করি এবং আমিই যেন সর্ব্ব বস্তু হই—শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত

এই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ-স্থাপক অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মস্থাপক মতে তিনি বিশারদ ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যদের লক্ষণ "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমতিবর্ত্ততে" অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মার বা সগুণ ব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভের অভিভূবে স্থিত। অর্থাৎ পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় বিবেকযুক্ত নারায়ণই সাংখ্যদের আদর্শ। এই জন্য সাংখ্যদের অন্য নাম হৈরণ্যগর্ভ।

সাংখ্যযোগীদের মধ্যে যাঁহারা বিবেককে আদর্শ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগের সাধন করিতেন তাঁহাদের সেই সাধন-সম্বন্ধে মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ আছে যথা—ক্রোধ, ভয়, কাম আদি দমন করার পর "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেজ্ জ্ঞানচক্ষুষা। জ্ঞানমাত্মাববোধেন যচ্ছেচ্ছান্তমাত্মনা ॥" উপনিষদুক্ত জ্ঞানযোগের ইহা ঠিক অনুরূপ যথা, "যচ্ছেদ্ বাঙ্-মনসী প্রাজ্ঞ তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥" (ইহার অর্থ 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

কাহারও কাহারও সংশয় হয় যে ব্রহ্মাণ্ডাধীশ হিরণ্যগর্ভদেব যদি সৃষ্টি না করেন তবে জীবের শরীরধারণ ও দুঃখ হয় না। ইহাও অলীক শঙ্কা। মুক্ত পুরুষেরাই উপাধিকে সম্যক্ বিনাশিত করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর তাহা পারেন না, সুতরাং তাঁহার ব্যক্ত উপাধি থাকিলেই ও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য প্রাণী ব্যক্ত শরীর ধারণ করিবেই (অবশ্য যাহার যাদৃশ সংস্কার আছে তদ্রূপ)। হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মের আয়ুষ্কাল মনুষ্যের এক মহাকল্প বলিয়া কথিত হয় তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার মহামনের এক ক্ষণ যে আমাদের বহু কোটি বৎসর এরূপ কল্পনা সম্যক্ ন্যায্য।

ভাষ্যম্। অথ কেঽন্তরায়াঃ যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি?—

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ। ৩০।

নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণবৈষম্যং, স্ত্যানম্ অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয় উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদম্ এবং নৈবং স্যাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামভাবনম্, আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানম্, অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ, অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি তদবস্থিতং স্যাৎ। ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তবিক্ষেপকারী অন্তরায় কি? তাহাদের নাম কি? তাহারা কয়টি?—

৩০। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই চিত্তবিক্ষেপ সকল অন্তরায় ॥ সূ

এই সব অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ, চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত ইহারা উদ্ভূত হয়, ইহাদের অভাবে পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তিসকল উদ্ভূত হয় না। ব্যাধি—ধাতু, রস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা। সংশয়—উভয়দিক্‌স্পর্শী বিজ্ঞান, যথা "ইহা কি এরূপ হইবে, অথবা এরূপ হইবে না"। প্রমাদ—সমাধির সাধনসকলের ভাবনা না করা।

আলস্য—শরীরের এবং চিত্তের গুরুত্বহেতু অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয়-সন্নিকর্ষের জন্য (অথবা বিষয়ভোগরূপা) তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন—বিপর্যয়-জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব—সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব—লব্ধভূমিতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। সমাধির প্রতিলম্ভ (নিষ্পত্তি) হইলে চিত্ত অবস্থিত হয়। এই নয় প্রকার চিত্তবিক্ষেপকে যোগমল, যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগান্তরায় বলা যায় (১)।

টীকা। ৩০। (১) অন্তরায় নাশ হওয়া ও চিত্ত সম্যক্ সমাহিত হওয়া একই কথা। শরীর ব্যাধিত হইলে যোগের পূর্ণ সমাপ্তি হইতে পারে না। "উপদ্রবাংস্তথা যোগান্ হিত-জীর্ণমিতাশনাৎ" (ভারত)। অর্থাৎ কায়িক উপদ্রবকে এবং রোগসকলকে হিত, পরিমিত এবং জীর্ণ হইলে পর ভুক্ত এরূপ আহারের দ্বারা দূর করিবে। ব্যাধিনাশের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরের দিকে প্রণিধান করিলে সাত্ত্বিকতা ও শুভবুদ্ধি আসিবে তাহাতে যোগী হিত, জীর্ণ ও মিতাশন করিবেন ও যথাযথ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহার ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না। কর্তব্য-জ্ঞান উত্তমরূপে থাকিলেও যে অভ্যাসবিরতার জন্য চিত্তকে ধ্যানাদির সাধনে প্রবৃত্ত করিতে বা রাখিতে ইচ্ছা হয় না তাহাই স্ত্যান। অপ্রীতিকর হইলেও বীর্য্য করিতে করিতে স্ত্যান অপগত হয়। সংশয় থাকিলে যথোপযুক্ত বীর্য্য করা যায় না। অতিমাত্র দৃঢ়তা ও বীর্য্য ব্যতীত যোগে সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব হয় না, তজ্জন্য নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের দ্বারা এবং স্থির নিঃসংশয়-চিত্ত উপদেষ্টার সঙ্গ হইতে সংশয় দূর হয়। সমাধির সাধনসমূহ ভাবনা না করিয়া ও আত্মবিস্মৃত হইয়া বিষয়ে লিপ্ত থাকাই প্রমাদ। স্মৃতি ইহার প্রতিপক্ষ। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ" (মুণ্ডক ৩।২।৪), বুদ্ধদেবও ধর্মপদে বলিয়াছেন 'অপ্রমাদ অমৃতপদ আর প্রমাদ মৃত্যুপদ'।

আলস্য—কায়িক ও মানসিক গুরুতাজনিত আসনধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি। স্ত্যানে চিত্ত অবশ হইয়া অবশ করে তজ্জন্য সাধন-কার্য্যে প্রযোগ করা যায় না। আর চৈত্তিক আলস্যে চিত্ত তমোগুণের প্রাবল্যে জড়বৎ থাকে এই বিশেষ। মিতাহার, জাগরণ ও উদ্যমের দ্বারা আলস্য জয় হয়। বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া বৈষয়িক সংকল্প ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলে অবিরতি দূর হয়। "কামং সংকল্পবর্জনাৎ" (মহাভারত) এ বিষয়ে এই শাস্ত্র-বাক্য সারভূত।

প্রকৃত হান ও হানোপায় না জানিয়া অবরপদকে উচ্চপদ বা উচ্চপদকে নিম্নপদ মনে করা ভ্রান্তিদর্শন। কেহ বা সাধন করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে। কেহ বা কিছু আনন্দ অনুভব করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কারণ ব্রহ্ম আনন্দময়। কেহ বা কিছু ঔপনিষদ জ্ঞান লাভ করিয়া মনে করিল আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, এখন যথেচ্ছাচার করিলে ক্ষতি নাই ইত্যাদি ভ্রান্তি-দর্শন। ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদনুসারী অন্তর্দৃষ্টি হইতে ভ্রান্তিদর্শন নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি বলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥

ভ্রান্তিদর্শন অনেক রকম আছে। কাহারও দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ, ভবিষ্যৎ-কথন ইত্যাদি কিছু সিদ্ধি আসিলে তাহাকেই প্রকৃত যোগ মনে করে। আর এক শ্রেণীর স্নায়ু প্রকৃতির লোক আছে (hysteric বা hypnotic প্রকৃতির) তাহারা কিছু সাধন করিয়া (কেহ বা প্রথম হইতেই এবং অর্থোপার্জন ও গৃহস্থালীতে লিপ্ত থাকিয়াও) কিছু

কালের জন্য স্তম্ভিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (উহা এক প্রকার জড়তা)। এই প্রকৃতির লোকের পরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া (Supraliminal Consciousness) এবং অপরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া (Subliminal Consciousness) সহজে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাতে প্রথমোক্ত চিত্তক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া কোনও-বিষয়ক স্ফুট জ্ঞান থাকে না কিন্তু শেষোক্ত চিত্তক্রিয়া যথাবৎ চলিতে থাকে এবং শরীরের কার্য্যও চলিতে থাকে। বহুক্ষণ পরেও তাহাদের ঐ স্তব্ধ অবস্থা ভাঙ্গে না এরূপও দেখা গিয়াছে।

এই প্রকৃতির বহু সাধকেরা মনে করে যে তাহাদের 'নির্ব্বিকল্প' বা নিরোধ সমাধি আদি হইয়া থাকে এবং তাহারা 'দেশকালাতীত' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কথায় উহা ব্যক্ত করিলে অন্য লোকেও ভ্রান্ত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত থাকিয়াও অনেক ক্ষেত্রে ইহারা নিজেদেরকে জীবন্মুক্ত মনে করে। যদি ইহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় শাস্ত্রে ঐরূপ সমাধির যে সব সিদ্ধি ও নিবৃত্তি আদি ফলের ও লক্ষণের কথা আছে তাহা কোথায়? তাহাতে উহারা সাধারণতঃ দুই প্রকার উত্তর দিয়া থাকে—কেহ বলে সিদ্ধি আদি তুচ্ছ কথা উহাতে আমরা দৃক্পাত করি না, নিবৃত্তিও আমাদের আছে উহা আর বেশী কথা কি? অন্যেরা বলে শাস্ত্রে যে সব অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে তাহা সব ভুল বা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু ইহারা ভাবে না যে ইহাতে অপরে তখনই বলিবে যে শাস্ত্রের অত বড় অংশই যদি মিথ্যা তাহা হইলে 'নির্ব্বিকল্প' সমাধি মোক্ষ ইত্যাদিও মিথ্যা। বস্তুত বৃহৎ হীরক খণ্ডের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে হীরকচূর্ণের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যেমন অযুক্ত তেমনি শাশ্বত কালের জন্য সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তদ্‌নিম্ন অন্যান্য সিদ্ধিকে অসম্ভব বলা মোক্ষশাস্ত্রে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ পঞ্চভূতকে বশীভূত করার ক্ষমতা হইবে না অথচ অনন্তকালের জন্য পঞ্চভূতের অতীত অবস্থা লাভ হইবে ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। তবে যোগের সিদ্ধিলাভ করা এবং তৃষ্ণা উপেক্ষা ত্যাগ করিয়া তাহার ব্যবহারে নিরত থাকা—এক কথা নহে। (৩।৩৭ সূঃ দ্রষ্টব্য)।

কথিত বায়ু প্রকৃতির (Hystoric ও hypnotic) লোকের বাহ্যজ্ঞান সহজে উঠিয়া যায়, কিন্তু তখন উহাদের মন যে স্থির হয় তাহা নহে। তাদৃশ লোকের অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ও ভাব আসিতে পারে (আমাদের নিকট এইরূপ অনেক সাধকের অনুভূতির লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে), কিন্তু উহা প্রকৃত চিত্তস্থৈর্য্যও নহে বা তত্ত্বদৃষ্টিও নহে। তবে যাহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শনের পথে চালিত হয় তাহারা ঐ বাহ্যবোধহরণ স্বভাবের দ্বারা কিছু স্ফুটভাবে ধারণা করিতে পারে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা কিছু মানসিক উত্থান করিলে প্রতিক্রিয়া (reaction) বশে ইহাদের স্তব্ধভাব আসে ও ভ্রান্তিবশত তাহাকেই 'নির্ব্বিকল্প,' 'নিরোধ' আদি মনে করে। যাহারা প্রকৃত সাধনেচ্ছু তাহাদের এই রোগ কষ্টে অপনোদন করিতে হয়। অনেকে যোগের বিভূতির কিছু হয়ত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে এবং যাহা বলে তাহা হয়ত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু যোগের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে একেকে অন্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, সুতরাং ইহারা জানিয়া মিথ্যা না বলিলেও '[illegible] সত্য কথা' বলে।

মধুমতী আদি যোগভূমির অলাভই অলব্ধভূমিকত্ব। যোগভূমির বিবরণ ৩।৫১ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ভূমি লাভ করিয়া তাহাতে স্থিত না হওয়া অনবস্থিতত্ব। লব্ধভূমিতে স্থিত হইতে হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারকরূপ সমাধির নিষ্পত্তি চাই নচেৎ তাহা হইতে ভ্রংশ হইতে পারে।

ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা এই সমস্ত অন্তরায় নিবৃত্তি হয়। কারণ, যে অন্তরায়ের যাহা প্রতিপক্ষ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে তাহা আরব্ধ হইয়া সেই সেই অন্তরায়কে দূর করে। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সাত্ত্বিক নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং যোগীর মধ্যে ঈশ্বরের অনভিঘাতরূপ ঐশ্বর্যের ক্রমিক প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাতে সাধকের অভীষ্ট যে অন্তরায়াভাব এবং অন্তরায় নাশের যে উপায়লাভ তাহা সিদ্ধ হয়।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখমাধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকম্ আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্ দুঃখম্। দৌর্মনস্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চেতসঃ ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভুবঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি ॥ ৩১ ॥

৩১। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহভূ ॥ স

ভাষ্যানুবাদ—দুঃখ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, যাহার দ্বারা উপহত হইয়া প্রাণীরা তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করে তাহাই দুঃখ। দৌর্মনস্য ইচ্ছার অভিঘাত হইলে চিত্তের ক্ষোভ। অঙ্গকে যে কম্পিত করে তাহা অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণ যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ করে তাহা শ্বাস আর যে অভ্যন্তরের বায়ু ত্যাগ করে তাহা প্রশ্বাস (১)। ইহারা বিক্ষেপের সহভূ। বিক্ষিপ্ত চিত্তেই ইহারা থাকে, সমাহিত চিত্তে থাকে না।

টীকা। ৩১ (১) শ্বাস ও প্রশ্বাস—স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। লোকে যে অনিচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাস করে তাহা সমাধির অন্তরায়। কিন্তু সমাধির অঙ্গীভূত যে বুদ্ধিবোধক বা প্রাণায়ামিক প্রযত্নপূর্বক শ্বাস ও প্রশ্বাস অর্থাৎ রেচন ও পূরণ তাহা বিক্ষেপসহভূ না ও হইতে পারে। অবশ্য গাঢ় সমাধিতে রেচন-পূরণাদিরও রোধ হইয়া যায়। কিন্তু রেচন-পূরণ-বর্জিত স্বাভাবিক শ্বাস ও তৎসংবিৎ-প্রবাহে সম্যক্ অবহিত হইলেও সেই বিষয়ে সাধন সমাধি হইতে পারে।

ভাষ্যম্। অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং তস্য সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থনিয়তম্। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্মস্তদৈকং

নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ। অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ স সর্ব্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্ অথ কথমন্যপ্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়স্যান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ? কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতদ্ গোময়পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি।

কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি, কথং যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চাস্প্রাক্ষং তৎ পশ্যামীতি অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্যভেদেনোপস্থিতঃ। একপ্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্ত্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ? স্বানুভবগ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্॥ ৩২॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধির প্রতিপক্ষ এই বিক্ষেপসকল উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোদ্ধব্য। তাহার মধ্যে অভ্যাসের বিষয়কে উপসংহারপূর্ব্বক এই সূত্র বলিতেছেন—

৩২। তাহার (বিক্ষেপের) নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করিবে। সূ

বিক্ষেপ-নাশের জন্য চিত্তকে একতত্ত্বালম্বন (১) করিয়া অভ্যাস করিবে। যাঁহাদের মতে চিত্ত (২) প্রত্যর্থনিয়ত (ক) অতএব প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ আধারশূন্য, কেবল বৃত্তিরূপ এবং ক্ষণিক, তাঁহাদের মতে (স্বভাবতঃ) সমস্তচিত্তই একাগ্র হইবে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত আর থাকে না। কিন্তু যদি সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া চিত্তকে একই অর্থে সমাহিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা একাগ্র হয়, এই হেতু চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত নহে (খ)। আর যাঁহারা সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহ দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এরূপ মনে করেন, তাঁহাদেরও যাহা একাগ্রতা তাহাকে যদি প্রবাহচিত্তের ধর্ম্ম বলা যায় তবে তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ (তাঁহাদের মতানুসারে) চিত্তের ক্ষণিকত্ব হেতু এক প্রবাহচিত্তের সম্ভাবনা নাই। আর (একাগ্রতাকে) প্রবাহের অংশস্বরূপ এক একটী প্রত্যয়ের ধর্ম্ম বলিলে সেই প্রত্যয়প্রবাহ সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক বা বিসদৃশ প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, প্রত্যয়সকল প্রত্যর্থনিয়ত বলিয়া সকলই একাগ্র হইবে, অতএব এরূপ হইলে বিক্ষিপ্তচিত্তের অনুপপত্তি হয়। এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত (অর্থাৎ অস্থিরতারূপ বস্তুরূপে অবস্থিত)। আর যদি (বাস্তবিক) এক চিত্তের সহিত অসম্বদ্ধ, স্বতন্ত্র পরস্পরভিন্ন প্রত্যয়সকল জন্মায়, (গ) তাহা হইলে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের স্মর্ত্তা অন্য-প্রত্যয় কিরূপে হইবে এবং এক প্রত্যয়ের দ্বারা সঞ্চিত ভাবের স্মরণকর্ত্তা এবং কর্ম্মাশয়ের উপভোক্তাই বা অন্য-প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক কোনও প্রকারে সমাধীয়মান হইলেও ইহা 'গোময়-পায়সীয়' ন্যায় (১) অপেক্ষাও অধিক অযুক্ত হইতেছে।

কিঞ্চ চিত্তের এক একটী প্রত্যয় যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ হয় তাহা হইলে স্বানুভবের অপলাপ হয় (ঘ)। কিরূপে?—'যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি স্পর্শ করিতেছি আর, যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি' এইরূপ অনুভবে প্রত্যয়সকলের ভেদ থাকিলেও 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ প্রত্যয়ীর নিকট অভেদরূপে উপস্থিত হয়। এক প্রত্যয়ের বিষয়, অভেদাকার অহংপ্রত্যয়, অত্যন্ত ভিন্ন চিত্তাংশ সকলে বর্ত্তমান থাকিয়া কিরূপে একপ্রত্যয়ীকে আশ্রয় করিতে পারে? অভেদাকার এই অহংরূপ প্রত্যয়

স্বানুভবগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণান্তরের দ্বারা অভিভূত হয় না, অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষবলেই ব্যবহার লাভ করে। এইহেতু চিত্ত এক এবং অনেক-বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত অর্থাৎ শূন্য নহে কিন্তু এক স্বতন্ত্র সত্তা।

টীকা। ৩২। (১) একতত্ত্ব অর্থে মিশ্র বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থূলাদি কোন তত্ত্ব, ভোজরাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ত্ব। বস্তুত এখানে বোধ্যপদার্থের কোন নির্দেশ-বিষয়ে বিবক্ষা নাই (বোধের প্রকার-সম্বন্ধেই বিবক্ষা), কিন্তু ঈশ্বরাদি যাহাই বোধ্য হউক তাহা একতত্ত্বরূপে আলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরাদি ধ্যান নানা ভাবে করণ করা যাইতে পারে। যেমন স্তোত্র আবৃত্তিপূর্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বরবিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে। একতত্ত্বালম্বন সেরূপ নহে। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন কোন একইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় চিত্তের স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরূপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতত্ত্বাভ্যাস। তাহা বিক্ষেপের বিনাশী সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষেপ বিধূরিত হয়। অন্যান্য বোধ্য সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

একতত্ত্বাভ্যাসের আলম্বনের মধ্যে ঈশ্বর এবং অহং ভাব উত্তম। প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিত্তবৃত্তিসকলের 'আমি দ্রষ্টা' এই প্রকার অহংরূপ একালম্বনকে স্মরণ করা অতীব চিত্ত-প্রসাদকর। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান-আত্মার ধারণা।

শুধু ঈশ্বর বলা উদ্দেশ্য থাকিলে সূত্রকার একতত্ত্ব শব্দ ব্যবহার করিতেন না। আবার ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা অন্তরায়শূন্য হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং একতত্ত্বাভ্যাস তদ্ব্যতীত উপায়-বিশেষ। যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি সমস্ত শারীর ক্রিয়া হইতে একস্বরূপ চিত্তভাবের স্মরণ হয় তাহাই একতত্ত্ব। সেই ভাব ঈশ্বর অথবা অহংতত্ত্ব-বিষয়ক হওয়াই উত্তম। অন্য-বিষয়কও হইতে পারে। বস্তুত যে আলম্বন সর্বাঙ্গীণ এক চিত্তভাবস্বরূপ তাহাই একতত্ত্বা-লম্বন। তাহার অভ্যাসে চিত্ত সহজে উত্তমরূপে স্থিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সহ সেইভাব অভ্যস্ত হইলে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস যাইয়া যোগাঙ্গভূত শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, এবং উহা অভ্যস্ত হইলে দুঃখের দ্বারা সহসা অভিভব হয় না। তাহাই সহজ ও সুখকর আলম্বন হয় বলিয়া দৌর্মনস্যও ত্যাগ হয়। আর, এক অবস্থা স্থির রাখিতে প্রযত্ন থাকে বলিয়া অঙ্গমেজয়ত্বও কমিতে থাকে, এইরূপে ক্রমশ স্থিতি লাভ করিতে করিতে বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহভূ সকল অপগত হয়।

৩২। (২) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে ইহা উপদিষ্ট হইল। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদের মতে ইহার কোন অর্থ হয় না। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা বলেন। কিন্তু তাঁহাদের মতানুসারে একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দের তাৎপর্যগ্রহণ ও সঙ্গতি যে হয় না, তাহা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন।

।ক ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমত ক্ষণিকবাদ বুঝা উচিত। তন্মতে চিত্ত বা বিজ্ঞান প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত হয়। আর তাহা প্রত্যয়মাত্র* বা ক্ষণবৃত্তিমাত্র, নিরাধার ক্ষণিক বা ক্ষণবাদী যেমন—রূপজ্ঞান-ব্যাপী ঘট বিজ্ঞান হইলে তাহাতে ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন ঘটবিজ্ঞান উঠিবে এবং অন্তঃস্থান প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ব বিজ্ঞানটি পর বিজ্ঞানের প্রত্যয় বা হেতু। তাহাদের মূল সূত্র অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে এমন কোন এক স্থির পদার্থ অনুস্যূত থাকে না, যে জ্ঞানপদার্থের তাহারা বিকার বা

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু। প্রত্যয়মাত্র = সমনন্তর বিজ্ঞানের হেতুমাত্র, এরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক্ হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে প্রত্যয় অর্থ জ্ঞানবৃত্তি

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বৌদ্ধদের গাথা আছে "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা উপ্পাদবয়ধম্মিনো। উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো"। অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার (বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহারা উৎপাদ ও ব্যয়ধর্ম্মী। তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা বিলীন হয়। তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উঠা ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ বা নির্ব্বাণ। শুধু সংস্কার নহে ইহলোক সিদ্ধান্তও ঐরূপ। সাংখ্যশাস্ত্র-মতেও চিত্ত-বৃত্তিসকল পরিণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক্ নিরোধই কৈবল্য। সুতরাং প্রধানতঃ উভয়বাদে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয়বাদের মধ্যে যে ভেদ আছে। সাংখ্যরা বলেন চিত্তস্থ বৃত্তিসকল উৎপত্তিনাশশীল বা সঙ্কোচবিকাশী বটে, কিন্তু বৃত্তিসকল চিত্ত নামক একই পদার্থের বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যেমন একখণ্ড মাটির তাল্কে তুমি প্রতিক্ষণে নানা আকারে পরিণত করিতে পার কিন্তু তাহাদের সব আকারেই এক সেই মাটি অনুস্যূত থাকিবে। অতএব সেই একদেহ মাটিরই উহা বিকার, এরূপ বলা যায়। ইহাই সৎকার্য্যবাদের অঙ্গ ও পরিণামবাদ। ৩।১৩ (৬)।

বৌদ্ধ বলিবেন তাহা নহে। যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি উহা একই প্রদীপ বলিয়া প্রতীত হয় তা-নয় বিজ্ঞান বা আমিত্বও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রবাহ হইলেও এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে ন্যায়দোষ আছে। বস্তুত যাহা আলোক প্রদান করে ইত্যাদি অর্থে লোকে দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে। একইরূপ আলোক-প্রদান গুণ দেখিয়া লোকে বলে এক দীপশিখা। আলোকপ্রদান গুণ বহু নহে কিন্তু এক। "প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাতে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হয় তাহা দীপশিখা" এ অর্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে না। যদি কেহ করে তবে সে পূর্ব্ব ও পরের দীপশিখা এক এরূপ মনে করে না।

গঙ্গাজল অর্থে যেমন গঙ্গার খাতে যে জল থাকে, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট জল-খণ্ডকে কেহ গঙ্গাজল বলে না, দীপশিখাও তদ্রূপ। বলিতে পার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবর্ত্তিনী দীপ-শিখাকে এক বলিয়াই প্রতীতি বা ভ্রান্তি হয়। হইতে পারে, কিন্তু তাহা কেন হয়?—প্রতি মুহূর্ত্তে শিখায় যে তৈল আসে তাহা পূর্ব্ব তৈলের সমধর্ম্মক বলিয়া।

ইহা হইতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে একাকার বহুদ্রব্য অলক্ষিতভাবে একে একে আমাদের গোচর হইলে তাহা এক বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা পরিণামবাদ নিরস্ত হয় না। একাকার অনেক দ্রব্য থাকিলে এবং প্রকারবিশেষে বোধগম্য হইলে তবে এরূপ প্রতীতি হইবে। কিন্তু সেই একাকার বহুদ্রব্য হয় কেমন করিয়া, তাহা সৎকার্য্যবাদ দেখায়। দীপশিখার উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত মৃৎপিণ্ডের উদাহরণের বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু পৃথক্ কথা, তাই একের দ্বারা অন্যের বাধ হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা ন্যায্য প্রকারে দেখাইতে পারেন না কেমন করিয়া এক বা অন্য বিজ্ঞান হয়। পূর্ব্ব প্রত্যয় বা হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তর কার্য্যভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাতে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা অতি অন্যায্য উত্তর দেন। প্রত্যয়ভূত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ শূন্য বা নাশ হইয়া গেল, আর অভাব হইতে এক বিজ্ঞানরূপ ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইল—ক্ষণিকবাদীদের এই মত নিতান্ত অন্যায্য। অসৎ হইতে সৎ হওয়া অথবা সতের অসৎ হইয়া যাওয়া ন্যায্য মানবচিন্তার বিষয় নহে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরাও বলেন ex nihilo nihil fit অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না। (বৈজ্ঞানিকদের Conservation of energy-বাদও সৎকার্য্যবাদের ছায়া)।

আর, অসৎ হইতে সৎ হওয়া অথবা সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ জগতে নাই। সমস্ত কার্য্যেরই উপাদান ও হেতু বা নিমিত্ত (বৌদ্ধের 'প্রত্যয়') এই দুই কারণ থাকা চাই। পূর্ব্ব বিজ্ঞান উত্তর বিজ্ঞানের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু উত্তর বিজ্ঞানের উপাদান কি? আর পূর্ব্ব বিজ্ঞানের উপাদানই বা কোথায় যায়? এতদুত্তরে বৌদ্ধ বলেন পূর্ব্ব বিজ্ঞান 'শূন্য' হইয়া যায়, আর উত্তর বিজ্ঞান 'শূন্য' হইতে হয়। শূন্য অর্থে যদি সাক্ষাৎ অজ্ঞেয় কোন সত্তা হয়, তবে উহা ন্যায্য এবং না হইলেই অযুক্ত।

সাংখ্য বলেন সমস্ত বাহ্য দ্রব্যের মূল উপাদান অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্তরূপে ধারণার অযোগ্য এক সত্তা। সাংখ্যেরা বাহ্য ও অধ্যাত্মভূত পদার্থের মধ্যে কার্য্য ও কারণের পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহংমাত্র-বোধ নামক সর্ব্বোচ্চ ব্যক্ত কারণ স্থির করেন। তাহার উপাদান অব্যক্ত।

বৌদ্ধের বিজ্ঞানের ভিতর সাংখ্যের বুদ্ধ্যাদি তত্ত্ব আছে সুতরাং সেই বিজ্ঞানের কারণ 'শূন্য' নামক সত্তা বলিলে সাংখ্যেরই অনুগত কথা বলা হয়। "দধির কারণ দুগ্ধ, দুগ্ধের কারণ গো" এইরূপ বলা এবং "গোরসের কারণ গো" এরূপ বলা যেমন অবিরুদ্ধ, সেইরূপ। তবে বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতাকে ধরিয়া তাহার অনাত্মতা প্রতিপাদন করা সর্ব্বথা অন্যায্য।

সাংখ্যযোগীর শিষ্য বুদ্ধদেব সম্ভবত 'শূন্য' শব্দ সত্তা-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম দার্শনিক বিচার হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত, সুতরাং জনসাধারণে বহুল প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। এখনও এরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা শূন্যকে অভাব মাত্র মনে করেন না কিন্তু সত্তাবিশেষ বলেন। শিকাগোর ধর্ম্মসভায় জাপানী বৌদ্ধগণ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের এক 'essence' বা মূল আছে। ব্রহ্ম্য বৌদ্ধদেরও অনেকে "শূন্যকে" নির্ব্বাণ-ধাতু নামক এক সত্তা বলেন। বস্তুত 'শূন্য' শব্দ অস্পষ্টার্থ।

কিন্তু ভারতে প্রাচীনকালে* এরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল যাহারা 'শূন্য'কে অভাবমাত্র বলিত, তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহা ভাষ্যকার নিম্নলিখিত প্রকারে যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন :—

(ক) চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী পদার্থমাত্র বলিলে ক্ষণিকবাদীরা যে বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আদি চিত্তাবস্থার বিষয় বলেন, তাহার কোন প্রকৃত অর্থসঙ্গতি হয় না। কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী-মাত্র হয়, তবে তাহা সবই একাগ্র, যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এক একটি চিত্ত ত এক একটী করিয়াই আলম্বন পায়।

যদি বল সমানাকার বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র-চিত্ত বলি, তাহাও নিরর্থক। কারণ সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম্ম? প্রত্যেক চিত্তেরই যখন পৃথক্ সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে এক সত্তা হইতে পারে না। অতএব একাগ্রতা 'প্রবাহ-চিত্তের ধর্ম্ম' এরূপ বলা সঙ্গত নহে। আর প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক্ পৃথক্ তখন চিত্তের সদৃশ আলম্বনই হউক, আর বিসদৃশ আলম্বনই হউক, সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে। বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না।

(খ) আর প্রত্যয়সকল পৃথক্ ও অসম্বদ্ধ হইলে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের বা কৃত কর্ম্মের অপর প্রত্যয় স্মর্ত্তা বা ফলভোক্তা হইতে পারে না। এবিষয়ে ক্ষণিকবাদীরা উত্তর

* কথাবত্থু নামক পালি গ্রন্থ, যাহা অশোকের সময়ে রচিত, তাহাতে আছে যে সে সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রকার বিভিন্নবাদী ছিল। মোগ্গলিপুত্র তিস্স পাটলীপুত্রে (পাটনায়) অশোকের সভায় খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে কথাবত্থু রচনা করেন। উহাতে তিনি ২৫০টি বিভিন্ন মত বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন vide Dialogues of the Buddha, by T. W. Rhys Davids, Preface X-XI)

দিলেন যে বিজ্ঞান সংস্কার-সংস্কারাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয় আর পূর্বক্ষণিক বিজ্ঞান উত্তর-ক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া উত্তর বিজ্ঞান পূর্ব বিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়। স্মৃতি ও কর্ম (চেতনা-বিশেষ) দৌর্বল্যে সংস্কার তজ্জন্য উত্তর বিজ্ঞানে পূর্ববিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত স্মৃত্যাদি অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাতে পূর্ব বিজ্ঞান হইতে উত্তর বিজ্ঞানে কোন সত্তা যায়, এরূপ স্বীকার করা অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু ক্ষণিকবাদে পূর্ব বিজ্ঞানের সমস্তই নাশ বা অভাব হয়। অতএব প্রত্যয়সকল একই মৌলিক চিত্ত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম এই সাংখ্যীয় দর্শনই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

(খ) ঐরূপ দর্শনের অনুকূল আর এক যুক্তি এই—"যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি স্পর্শ করিতেছি", "যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম সেই আমি দেখিতেছি" এইরূপ প্রত্যয়ে বা প্রত্যভিজ্ঞায় 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়া অনুভব হয় (১।১৪)।

ক্ষণিকবাদীরা বলিবেন উহা 'একই দীপশিখা' এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্ত একত্ব-জ্ঞান। কিন্তু উহা যে দীপ-শিখার ন্যায় এরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি? ক্ষণিকবাদীরা কেবল উপমা দেন কিন্তু কোনও যুক্তি দেন না। শূন্যত 'শূন্য' অর্থে অভাব ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এরূপ কল্পনা করেন। অথবা "যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক" এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু করিয়া—"আমির সৎ" অতএব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অযুক্ত উপনয় ও নিগমন করেন। কিন্তু এরূপ কল্পনায় প্রত্যক্ষ একত্বানুভব বাধিত হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবৎ। আধুনিক কোন কোন বৌদ্ধবাদীও সত্তের অভাব হয়, এরূপ স্বীকার করিয়া বাদানুবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন—"যে ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেল তাহা ত একেবারেই নাশ-প্রাপ্ত হইল" অতএব এরূপ স্থলে সত্তের নাশ স্বীকার্য্য। ইহা কেবল বাক্যময় যুক্ত্যাভাসমাত্র। বস্তুত যে ঘট-নাম জানে না, সে যদি এক ঘট দেখিতে থাকে, এবং তৎকালে যদি ঘট কেহ ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে কি দেখিবে? সে দেখিবে যে খাপরাসকল (মৃত্তিকার) পূর্বে এক স্থানে ছিল পরে অন্য স্থানে রহিল। পরন্তু কোনও সৎ পদার্থের অভাব তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না।

৩২। (৩) 'গোময়-পায়সীয়' ন্যায়। ইহা এক প্রকার ন্যায়াভাস বা দুষ্ট ন্যায়। তাহা যথা—গোময়ই পায়স (বা পয়ঃ), কারণ গোময় গব্য (গোজাত), এবং পায়সও গব্য, অতএব উভয়ে একই দ্রব্য। এইরূপ 'ন্যায়ে'-ই কেবল ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের সমর্থন হইতে পারে।

ভাষ্যম্। যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম নির্দিশ্যতে তৎ কথম্?—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্র সর্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম্, অপুণ্যশীলেষু উপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে। ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ —শাস্ত্রে চিত্তের যে পরিকার-প্রণালী (নির্মল করিবার উপায়) কথিত আছে, তাহা কিরূপ ?—

৩৩। সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়॥ সূ

তাহার মধ্যে সুখসম্ভোগযুক্ত সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রীভাবনা করিবে, দুঃখিত প্রাণীতে করুণা, পুণ্যাত্মাতে মুদিতা এবং অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা করিবে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে শুক্লধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন (নির্মল) হয়, প্রসন্নচিত্ত একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৩। (১) যাহাদের সুখে আমাদের স্বার্থ নাই বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাদের সুখ দেখিলে বা ভাবিলে সাধারণ মানুষের চিত্ত প্রায়ই ঈর্ষ্যাদিযুক্ত হয়। সেইরূপ শত্রু-আদির দুঃখ দেখিলে নিষ্ঠুর হর্ষ হয়। যে স্বমতাবলম্বী নহে অথচ পুণ্যকারী, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতিপত্তি প্রভৃতি দেখিলে বা চিন্তা করিলে অসূয়া ও অমুদিত ভাব হয়। আর অপুণ্য-কারীদের প্রতি (স্বার্থ না থাকিলে) অমর্ষ বা ক্রুদ্ধ ও পৈশুন্যযুক্ত ভাব হয়। এই প্রকার ঈর্ষা, নিষ্ঠুর হর্ষ, অমুদিতা ও ক্রুদ্ধ-পিশুন-ভাব মনুষ্যের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া সমাহিত হইতে দেয় না। তজ্জন্য মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন বা রাজস মলশূন্য ও সুখী করিলে তাহা একাগ্র হইয়া স্থিতি লাভ করে। আবশ্যক হইলে সাধক ইহার ভাবনা করিবেন।

নিজের সুখ হইলে তোমার মনে যেরূপ সুখ হয়, তাহা প্রথমে স্মরণারূঢ় করিবে। পরে যে যে লোকের (শত্রু অপকারক আদির) সুখে তোমার ঈর্ষা বোধ হয়, তাহাদের সুখে "আমি নিজের সুখের মত সুখী" এইরূপ ভাবনা করিবে। "সুখং মিত্রাণি তোমাস্থনিমর্থক্তু সুখঞ্চ বঃ" (হে মিত্রগণ ! তোমরা সুখে থাক, তোমাদের সুখ বর্দ্ধিত হউক) এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ ভাবনা করা সুকর। শত্রু আদি যাহাদের দুঃখে তোমার নিষ্ঠুর হর্ষ হয়, তাহাদের দুঃখ চিন্তা করিয়া প্রিয়জনের দুঃখে যেরূপ করুণা-ভাব হয়, তাহা দুঃখীদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া করুণা ভাবনা করিতে অভ্যাস করিবে।

স্বধর্মী বিধর্মী যে-কোন ব্যক্তি পুণ্যবান্ হউক না, তাহাদের পুণ্যাচরণ চিন্তাপূর্ব্বক নিজের বা স্বধর্মীদের পুণ্যাচরণে মনে যেরূপ মুদিত ভাব হয়, তাহা তাহাদের প্রতিও চিন্তা করিবে। পরের দোষ (অপুণ্য) গ্রাহ্য না করাই উপেক্ষা। ইহা ভাবনা নহে ; কিন্তু অমর্ষাদি ভাব মনে না আনা (৩।২৩ দ্রষ্টব্য)। এই চারি সাধনকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্মবিহার বলেন এবং বলেন যে ইহার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন হয় ও বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ইহারা ছিল।

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাদ্ বমনং প্রচ্ছর্দনম্, বিধারণং প্রাণায়ামঃ। তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। প্রাণের প্রচ্ছর্দন এবং বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অভ্যন্তরের বায়ুকে নাসিকাপুটদ্বারা প্রযত্নবিশেষের সহিত বমন করা প্রচ্ছর্দন (১)। বিধারণ—প্রাণায়াম বা প্রাণকে সংযত করিয়া রাখা। ইহাদের দ্বারাও মনের স্থিতি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

টীকা। ৩৪। (১) চিত্তের স্থিতির জন্য চিত্তের বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং চিত্তবন্ধনের চেষ্টা না করিয়া শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া অভ্যাস করিলে কখনও চিত্ত স্থিতিলাভ করিবে না। তজ্জন্য ধ্যান-সহকারে প্রাণায়াম না করিলে চিত্ত স্থির না হইয়া অধিকতর চঞ্চল হয়। মহাভারতে আছে "অপশ্যন্নতি যুঞ্জন্ বৈ প্রাণায়ামৈর্মৈথিলসত্তম। বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচরেৎ॥" (মোক্ষধর্ম)। অর্থাৎ না দেখিয়া বা ধ্যানশূন্য প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য বা চিত্তচাঞ্চল্য হয়। অতএব হে মৈথিলসত্তম। তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাসের সঙ্গে চিত্তকেও ভাববিশেষে একাগ্র করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ" অর্থাৎ প্রাণকে শূন্যভাবে যুক্ত করিবে। অর্থাৎ রেচন-আদিকালে যেন মন শূন্যবৎ বা নিঃসঙ্কল্প থাকে, এরূপ ভাবনা করিবে। তাদৃশ ভাবনা-সহ রেচনাদি করিলেই চিত্ত স্থিতিলাভ করে, নচেৎ নহে।

যে প্রযত্নবিশেষের দ্বারা রেচন হয়, তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ—প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিবার বা ধীরে ধীরে করিবার প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ—তৎকালে শরীরকে স্থির ও শিথিল রাখিবার প্রযত্ন। তৃতীয়তঃ—তৎসহ মনকে শূন্যবৎ বা নিঃসঙ্কল্প রাখিবার প্রযত্ন। এইরূপ প্রযত্নবিশেষ-সহ রেচন বা প্রচ্ছর্দন করিতে হয়।

পরে রেচিত হইলে বায়ু গ্রহণ না করিয়া যথাসাধ্য সেইরূপ স্থির শূন্যবৎ মনোভাবে অবস্থান করাই বিধারণ। এই প্রণালীতে পূরণের কোন বিশেষ প্রযত্ন নাই, সহজ ভাবেই পূরণ করিতে হয়, কিন্তু সে সময়েও যেন মন শূন্যবৎ স্থির থাকে তাহা দেখিতে হয়।

শরীর হইতে আত্মবোধ উঠিয়া গিয়া হৃদয়স্থ আত্মানুভব সেই নিঃসঙ্কল্প বাক্যহীন বা একতান প্রণবাগ্র অবস্থায় যাইয়া স্থিত হইতেছে—এরূপ ভাবনা রেচন-কালেই হয়, পূরণে হয় না, তাই পূরণের কথা বলা হয় নাই। প্রচ্ছর্দনে ও বিধারণে শরীরের সর্ব্ব শিথিল হইয়া নিঃসঙ্কল্প ও নিষ্ক্রিয় মনে স্থিতি করার ভাব সাধিত হয়, পূরণে তাহা হয় না।

এই প্রণালী অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে দীর্ঘ প্রশ্বাস (উপর্য্যুক্ত প্রযত্নসহকারে) করিতে হয়। সমস্ত শরীর ও বক্ষ স্থির রাখিয়া কেবল উদর চালনা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। কিছুকাল উত্তমরূপে ইহা অভ্যাস করিলে, সর্ব্বশরীরব্যাপী সুখময়বোধ বা লঘুতাবোধ হয়। সেই বোধসহকারেই ইহা অভ্যস্য। ইহা অভ্যস্ত হইলে, পরে প্রত্যেক প্রশ্বাসের বা রেচনের পর বিধারণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে করা যাইতে পারে, তাহাতে অধিক শ্রমবোধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক রেচনের পর বিধারণ করা সহজ হয়

যাহাতে রেচনে ও বিধারণে সুস্পষ্ট প্রযত্ন না হয়, যাহাতে উভয়ে একত্র মিলাইয়া যায়, তাহাই এই অভ্যাসের কৌশল। প্রচ্ছর্দনকালে কোষ্ঠস্থ সমস্ত বায়ু রেচন না করিলেও হয়। কিছু বায়ু থাকিতে থাকিতে রেচন সূক্ষ্ম করিয়া বিধারণে মিলাইয়া দিতে হয়। সাবধানে তাহা আয়ত্ত করিয়া, যাহাতে প্রচ্ছর্দন ও বিধারণ এই উভয় প্রযত্নে (এবং সহজত বা অনতি-বেগে পূরণ-কালে) শরীর ও মনের স্থির-শূন্যবৎ ভাব থাকে, তাহা সাবধানে লক্ষ্য করিতে হয়। অভ্যাসের দ্বারা যখন ইহা দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে করিতে পারা যায় এবং যখন ইচ্ছা তখনই করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত স্থিতিলাভ করে। অর্থাৎ তাহাই এক প্রকার স্থিতি এবং তৎপূর্ব্বক সমাধিসিদ্ধি হইতে পারে। শ্বাসের সহিত একপ্রযত্নে বিক্ষিপ্ত চিত্তও সহজে আধ্যাত্মিক প্রদেশে বদ্ধ হয়, তজ্জন্য ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট স্থিত্যুপায়। এইরূপ প্রাণায়াম নিরন্তর অভ্যাস করা যায় বলিয়া ইহা স্থিতির জন্য উপযোগী।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্‌। নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিদিত্যেতাঃ প্রবৃত্তয় উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্নাদিষু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয়বত্যেব বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশো-পোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ শ্রদ্ধীয়তে, এতদর্থমেবেদং চিত্তপরিকর্ম্ম নির্দি-শ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং চিত্তং সমর্থং স্যাৎ তস্য তস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথা চ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্য-ন্তীতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। বিষয়বতী (১) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নাসিকাগ্রে চিত্তধারণা করিলে যে দিব্যগন্ধসংবিদ্‌ (আমোদযুক্ত জ্ঞান) হয়, তাহা গন্ধপ্রবৃত্তি। (সেইরূপ) জিহ্বাগ্রে ধারণা করিলে দিব্যরসসংবিদ্‌, তালুতে রূপসংবিদ্‌, জিহ্বার ভিতরে স্পর্শসংবিদ্‌ ও জিহ্বামূলে শব্দসংবিদ্‌ হয়। এই প্রবৃত্তি- (প্রকৃষ্টাবৃত্তি) সকল উৎপন্ন হইয়া স্থিতিতে চিত্তকে সুনিবদ্ধ করে, সংশয় অপসারিত করে, আর ইহারা সমাধি-প্রজ্ঞার দ্বার-স্বরূপ হয়। ইহার দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রত্ন প্রভৃতিতে উৎপন্না প্রবৃত্তিকেও বিষয়বতী বলিয়া জানা যায়। শাস্ত্রের, অনুমানের ও আচার্য্যোপদেশের যথা-ভূতবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য থাকা হেতু যদিও তাহাদের দ্বারা পারমার্থিক অর্থতত্ত্বের অবগতি হয়, তথাপি যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত উপায়ে অবগত কোন একটি বিষয় নিজের ইন্দ্রিয়-গোচর না হয়, ততদিন সমস্ত পরোক্ষের ন্যায় (অদৃষ্ট, কাল্পনিকের মত) বোধ হয়, (কিন্তু) মোক্ষাবস্থা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃঢ় বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সে কারণ, শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত উপদেশের সংশয় নিরাকরণের জন্য কোন বিশেষ বিষয় প্রত্যক্ষ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। শাস্ত্রাদ্যুপদিষ্ট বিষয়ের একাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তখন কৈবল্য পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাতিশয় হয়, এইজন্য এই প্রকার চিত্তপরিকর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যবস্থিত বৃত্তিসকলের মধ্যে দিব্যগন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে (ও সাধারণ গন্ধাদির দোষাবধারণ হইলে) গন্ধাদি বিষয়ে যোগীর বশীকাররূপ সংজ্ঞা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সেই সেই (গন্ধাদি) বিষয়ের সম্যক্‌ প্রত্যক্ষীকরণে (সম্প্রজ্ঞানে) চিত্ত সমর্থ (উপযোগী) হয়। তাহা হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি—ইহারা সাধকের চিত্তে প্রতিবন্ধশূন্য-ভাবে উৎপন্ন হয়।

টীকা। ৩৫। (১) বিষয়বতী = গন্ধস্পর্শাদি বিষয়বতী। প্রবৃত্তি = প্রকৃষ্টাবৃত্তি। অর্থাৎ (দিব্য) শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ-স্বরূপা সূক্ষ্মাবৃত্তি। নাসাগ্রে ধারণা করিলে শ্বাসবায়ুর মধ্যেই যে অননুভূতপূর্ব্ব এক প্রকার সুগন্ধ বোধ হয় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

তালুর উপরেই চাক্ষুষ স্নায়ু (optic nerve)। জিহ্বাতে স্পর্শজ্ঞানের অতি পরিস্ফুটতাও। আর জিহ্বামূল বাক্যোচ্চারণ সম্বন্ধে কর্ণের সহিত সম্বদ্ধ। অতএব এই এই স্থানে ধারণা করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তি প্রকটিত হয়।

চন্দ্রাদিকে স্থির নেত্রে নিরীক্ষণপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যথাবৎ তত্তদ্রূপের জ্ঞান হইতে থাকে। তাহা ধ্যান করিতে করিতে তত্তদ্রূপা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাহারাও বিষয়বতী, কারণ, তাহারা রূপাদির অন্তর্গত। বৌদ্ধেরা এইরূপ প্রবৃত্তিকে কসিন বলেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভেদে তাঁহারা দশ কসিনের উল্লেখ করেন, কিন্তু সবগুলিই বস্তুতঃ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের অন্তর্গত।

২।১ দিন অনবরত ধ্যান না করিলে ইহাতে ফললাভ হয় না। কিছুদিন যত্নে যত্নে অভ্যাস করিয়া পরে কিছু দিনের জন্য কোন চিন্তা বা উপসর্গ না ঘটে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ২।৩ দিবস অল্পাহারে বা উপবাস করিয়া উক্ত নাসাগ্রাদি-প্রদেশে ধ্যান করিলে বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলে যে যোগে শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় ও পার্থিব শব্দাদিতে বৈরাগ্য হয়, তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। এবিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে "পৃথ্ব্যপ্‌-তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।" উহার ভাষ্যে আছে "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগ-প্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ॥" ইহার অর্থ (ভাস্বতী ১।৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬॥

ভাষ্যম্। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ। বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দু-গ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে। তথাঽস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা, বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতী-ত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি॥ ৩৬॥

৩৬। বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও (১) চিত্তের স্থিতি সাধন করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—"প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়" ইহা উহ্য আছে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারণা করিলে বুদ্ধিসংবিৎ হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় আকাশকল্প, তাহাতে বিশারদী স্থিতির নাম প্রবৃত্তি, তাহা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও মণির প্রভারূপের সাদৃশ্যে বহুবিধ হইতে পারে। সেইরূপ অস্মিতাতে (২) সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের ন্যায় শান্ত অনন্ত, অস্মিতামাত্র হয়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে "সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদন-পূর্ব্বক 'আমি' এই মাত্র ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি হয়।" এই বিশোকা প্রবৃত্তি দ্বিবিধা—বিষয়বতী ও অস্মিতামাত্রা। ইহাদিগকে জ্যোতিষ্মতী বলা যায়, ইহাদের দ্বারা যোগীর চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

টীকা। ৩৬। (১) বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অর্থ পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে। পরম সুখময় সাত্ত্বিকভাব অভ্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা চিত্ত অবসিক্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম বিশোকা। আর সাত্ত্বিক প্রকাশের বা জ্ঞানালোকের আতিশয্য হেতু

ইহার নাম জ্যোতিষ্মতী। জ্যোতি এখানে তেজঃ নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশকারী জ্ঞানালোক। সূত্রকার অন্যত্র (৩।২৫ সূত্রে) ঈদৃশী প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্ত্যালোক বলিয়াছেন। তবে জ্যোতিঃপদার্থের সহিত এই ধ্যানের কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

৩৬। (২) হৃদয়-পুণ্ডরীক [১।২৮ (১) দ্রষ্টব্য] বা হৃদয়বেশ্মের মধ্যে শুভ্র আকাশ-কল্প (বাধাহীন) জ্যোতি ভাবনাপূর্বক বুদ্ধিসত্ত্বে ক্রমশঃ উপনীত হইতে হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব গ্রাহ্যপদার্থ নহে, কিন্তু গ্রহণপদার্থ, তজ্জন্য অবশ্য শুধু আকাশকল্প জ্যোতি ভাবিলে বুদ্ধিসত্ত্বের ভাবনা হয় না। গ্রহণতত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে গ্রাহ্যের এক অস্পষ্ট ছায়া প্রথম প্রথম তৎসহ ধারণা হয়। অভ্যাসবিশেষ শ্বেত হার্দজ্যোতিই সাধারণতঃ অস্মিতার ধ্যানের সহিত গ্রাহ্যকোটিতে উদিত থাকে। প্রথমে চিত্ত সম্যক্ স্থির না হইলে তাহা একবার সেই জ্যোতিতে ও একবার আত্মস্মৃতিতে বিচরণ করে। এই জ্যোতি তাই অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সূর্য্য-চন্দ্রাদির রূপও ঐরূপে অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ হয়। শ্রুতি বলেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ।"

"নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥" শ্বেতাশ্বতর।

রূপ-জ্ঞানের ন্যায় স্পর্শ-সুখাদি-জ্ঞানও অস্মিতাধ্যানের সহায়ক হইতে পারে। ধ্যান-বিশেষে সর্ব্বস্থানে (প্রধানতঃ হৃদয়ে) যে সুখময় স্পর্শ বোধ হয়, তাহাই আলম্বন করিয়া সেই সুখের বোদ্ধা অস্মিতায় যাওয়া যাইতে পারে।

এই ধ্যানের স্বরূপ যথা —"হৃদয়ে অনন্তবৎ, আকাশকল্প বা স্বচ্ছ জ্যোতি ভাবনাপূর্ব্বক তাহাতে আত্মভাবনা করিবে।" অর্থাৎ তাহাতে ওতপ্রোতভাবে "আমি" ব্যাপিয়া আছি এরূপ ভাবনা করিবে। এইরূপ ভাবনায় অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ হয়।

স্বচ্ছ, আলোকময়, হৃদয় হইতে যেন অনন্ত প্রসারিত, এই আমিত্ব-ভাবের নাম বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী। ইহা স্বরূপ-বুদ্ধি বা অস্মিতামাত্র নহে, কিন্তু ইহা বৈকারিক-বুদ্ধি। কারণ, স্বরূপ বুদ্ধি গ্রহণ, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ নহে। ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশিত হয়। যে বিষয় জানিতে হইবে তাহাতে যোগীরা এই হৃদ্গত সাত্ত্বিক আলোক ন্যাস করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করেন। অতএব এই প্রকার ধ্যানে বিশুদ্ধ গ্রহণ মুখ্য নহে, কিন্তু বিষয়বিশেষই মুখ্য। অস্মিতামাত্র-বিষয়ক যে বিশোকা প্রবৃত্তি তাহাতেই গ্রহণ মুখ্য অর্থাৎ তাহা স্বরূপ-বুদ্ধি-তত্ত্বের সমাপত্তি।

উপর্য্যুক্ত হৃদয়কেন্দ্রব্যাপী আমিত্বরূপ বিষয়বতী ধ্যান আয়ত্ত হইলে, ব্যাপী বিষয়ভাবকে লক্ষ্য না করিয়া আমিত্বমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলে অস্মিতামাত্রের উপলব্ধি হয়। তাহাতে ব্যাপিত্বভাব অভিভূত বা অলক্ষ্য হইয়া সেই ব্যাপিত্বের বোদ্ধরূপ ভাব বা সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানশীলতা ক্ষণিকধারাক্রমে অবভাত হইতে থাকে। ক্রিয়াবিকারযুক্ত চক্ষুরাদি নিম্ন করণ-সকলের ধ্যানকালে যেরূপ স্ফুট ক্ষণিক-ধারা অনুভূত হয়, অস্মিতামাত্র ধ্যানে সেরূপ স্ফুট ক্ষণিক-ধারা অনুভূত হয় না। কারণ, তাহাতে ক্রিয়াশীলতা অতি অল্প, কিন্তু প্রকাশভাব অত্যধিক। তজ্জন্য তাহা স্থির সত্তার মত বোধ হয়, কিন্তু তাহারও সূক্ষ্ম বিকারভাব সাক্ষাৎ করিয়া পৌরুষসত্তানিশ্চয় করাই বিবেকখ্যাতি।

অন্য উপায়েও অস্মিতামাত্রে উপনীত হওয়া যায়। সমস্ত করণ বা শরীরব্যাপী অভিমানের কেন্দ্র হৃদয়। হৃদয়দেশে লক্ষ্যপূর্ব্বক সর্ব্ব শরীরকে স্থির করিয়া সর্ব্ব শরীরব্যাপী সেই স্থৈর্য্যের বোধকে বা প্রকাশভাবকে ভাবনা করিতে হয়। সেই ভাবনা আয়ত্ত হইলে সেই বোধ অতীব সুখময়রূপে আরব্ধ হয়। তখন সমস্ত করণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য স্থৈর্য্যের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া সেই সুখময় অবিশেষ বোধভাবে পর্য্যবসিত হয়। এই অবিশেষ বোধভাবই ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা। সেই অস্মি-মাত্রকে অর্থাৎ অস্মীতি ভাবমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিলেই অস্মিতামাত্রে উপনীত হওয়া যায়। আত্মবিষয়ক বুদ্ধিমাত্রের নাম অস্মিতা তাহাও স্মর্ত্তব্য।

এই উভয়বিধ উপায়ে বস্তুতঃ একই পদার্থে স্থিতি হয়। স্বরূপতঃ অস্মিতামাত্র বা বুদ্ধিতত্ত্ব কি, তাহা মহর্ষি পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা অণু অর্থাৎ দেশব্যাপিশূন্য ও সর্ব্বাপেক্ষা (সর্ব্বকরণাপেক্ষা) সূক্ষ্ম, আর তাহার অনুবেদন (বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বেদনাত্মক অনুস্মরণ) পূর্ব্বক কেবল "অস্মি" বা "আমি" এইরূপে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়।

অস্মিতামাত্র স্বরূপতঃ অণু হইলেও তাহাকে অন্য দিক্ দিয়া অনন্ত বলা যায়। তাহা গ্রহণ-সম্বন্ধীয় প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা বলিয়া সর্ব্ব বা অনন্ত বিষয়ের প্রকাশক। তজ্জন্য তাহা অনন্ত বা বিভু। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এই অনন্ততার ভাবনা করিয়া পরে তাহার প্রকাশক, অণুবোধরূপ অস্মিতায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় উপায়ে স্থূলবোধ হইতে অণুবোধে যাইতে হয়, এই প্রভেদ।

অস্মিতাধ্যানের স্বরূপ না বুঝিলে কৈবল্যপদ বুঝা সাধ্য নহে বলিয়া ইহা কিছু বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। অধিকার অনুসারে এই প্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া স্থিতিলাভ হয়। তাহাতে একাগ্র ভূমিকা সিদ্ধ হইয়া ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে (১।১৭ সূত্রে) 'অস্মি'-রূপ তত্ত্বের ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে জ্যোতি বা অনন্ত আকাশ-স্বরূপ অস্মিতার বৈকল্পিক রূপ গ্রহণ করিয়া স্থিতি-সাধনের কথা বলা হইয়াছে।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ।

ভাষ্যম্। বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। বীতরাগচিত্ত ধারণা করিলেও স্থিতিলাভ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ —বীতরাগ পুরুষের চিত্তরূপ আলম্বনে উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৭। (১) সরাগ চিত্তের পক্ষে বিষয় লইয়া চিন্তা (সংকল্প-কল্পনাদি) সহজ হয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত অবস্থায় বড়ই দুষ্কর হয়, আর বীতরাগ চিত্তের পক্ষে নিবৃত্ত নিশ্চিন্ত থাকাই সহজ। তাদৃশ বীতরাগভাব সম্যক্ অবধারণ করিয়া সেই ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তকে ভাবিত করিলে অভ্যাসক্রমে চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

বীতরাগ-মহাপুরুষের সঙ্গ ঘটিলে তাঁহার নিশ্চিন্ত, নিস্পৃহভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। আর কল্পনাপূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভাদির বীতরাগ চিত্তে স্বচিত্ত স্থাপন-রূপ ধ্যান করিলেও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে।

স্বচিত্তকে রাগহীন সুতরাং সঙ্গহীন করিতে পারিলে সেইরূপ চিত্তভাবকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিলেও চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয়। ইহা বস্তুতঃ বৈরাগ্যাভ্যাস।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্‌। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। স্বপ্ন-জ্ঞানকে ও নিদ্রা-জ্ঞানকে আলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে চিত্ত স্থিতিলাভ করে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নজ্ঞানালম্বন ও নিদ্রাজ্ঞানালম্বন তদাকার যোগিচিত্তও স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৮। (১) স্বপ্নবৎ বা স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান=স্বপ্ন-জ্ঞান, নিদ্রা-জ্ঞানও তদ্রূপ। স্বপ্নকালে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় এবং মানসভাবসকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব তাদৃশ জ্ঞান আলম্বন করিয়া ধ্যান করাই স্বপ্নজ্ঞানালম্বন। অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা অতি উপযোগী। আমরা যথাযোগ্য অধিকারীকে ঐরূপ ধ্যান অবলম্বন করাইয়া উত্তম ফল দেখিয়াছি। অল্প দিনেই উক্ত সাধকের বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যান করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে। কল্পনাপ্রবণ বালক এবং hypnotic প্রকৃতির* লোকেরা ইহার যোগ্য অধিকারী। ইহা তিন প্রকার উপায়ে সাধিত হয়। ১ম—কোন বিষয়ের মানস প্রতিমা গঠনপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিবার অভ্যাস করা। ২য়—স্মরণ অভ্যাস করিলে স্বপ্নকালেও 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এরূপ স্মরণ হয়। তখন অভীষ্ট বিষয় যথাভাবে ধ্যান করিতে হয় এবং জাগরিত হইয়া ও অন্য সময়ে তাদৃশভাব রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। ৩য়—স্বপ্নে কোন উত্তমভাব লাভ করিলে জাগরণ-মাত্র ও পরে সেই ভাব ধ্যান করিতে হয়—সবগুলিতেই স্বপ্নবৎ বাহ্যরুদ্ধ-ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

স্বপ্নে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় কিন্তু মানসভাবসকল জ্ঞায়মান হইতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বাহ্য ও মানস উভয় প্রকার বিষয় অন্তর্হিতভূত হইয়া কেবল জড়ভাব অস্ফুট অনুভব থাকে। বাহ্য ও মানস রুদ্ধভাবকে আলম্বন করিয়া তাহার ধ্যান করা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন। পূর্ব্বোক্ত hypnotic এবং অন্য প্রকৃতিবিশেষের এরূপ লোক আছে, যাহাদের মন সময়ে সময়ে শূন্যবৎ হইয়া যায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে সেই সময়ে তাহাদের মনের কিছু

* প্রকৃতিবিশেষের লোকের নাসাগ্রাদি কোন লক্ষ্যে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিলে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারাই হিপ্‌নটিক্ প্রকৃতির। বালক-বালিকারা স্ফটিক, দর্পণ, কালি, তৈল বা কোন কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছ দ্রব্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বপ্নবৎ নানা পদার্থ দেখিতে ও শুনিতে পায়, সে সময়ে দেব-দেবী প্রভৃতি যাহা কিছু তাহাদের দেখান যাইতে পারে।

ক্রিয়া ছিল না। তাদৃশ প্রকৃতির লোক যোগেচ্ছু হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ পুনঃপুনঃ অন্তর্দাহাবোধ-ভাব আয়ত্ত করিয়া স্মৃতিমান্ হইয়া ধ্যানাভ্যাস করিলে তাহাদের এই উপায়ে সহজে স্থিতিলাভ হয়। (১।১৩ (১) ও ১।২৩ (১) দ্রষ্টব্য)।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৯ ॥

৩৯। যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যাহা অভিমত (অবশ্য যোগের উদ্দেশ্যে), তাহা ধ্যান করিবে। তাহাতে স্থিতিলাভ করিলে অন্যত্রও স্থিতিপদ লাভ করা যায় (১)।

টীকা। ৩৯। (১) চিত্তের এরূপ স্বভাব যে তাহা কোন এক বিষয়ে যদি স্থৈর্য্যলাভ করে, তবে অন্য বিষয়েও করিতে পারে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঘটে এক ঘণ্টা চিত্ত স্থির করিতে পারিলে পর্ব্বতেও এক ঘণ্টা স্থির করা যায়। অতএব যথাভিমত ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া পরে তত্ত্ব-সকলে সমাহিত হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানক্রমে কৈবল্যসিদ্ধি হইতে পারে।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভত ইতি। স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাম্ উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যাপ্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ, তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্ম্মাপেক্ষত ইতি ॥ ৪০ ॥

৪০। পরমাণু পর্য্যন্ত ও পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত (বস্তুতে স্থিতি সম্পাদন করিলে) চিত্তের বশীকার হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সূক্ষ্ম বস্তুতে নিবিশমান হইয়া পরমাণু পর্য্যন্ত স্থিতিপদ লাভ করে। সেইরূপ স্থূলে নিবিশমান হইয়া পরম-মহত্ত্ব পর্য্যন্ত বস্তুতে স্থিতিপদ লাভ করে। এই উভয় পক্ষ অনুধাবন করিতে করিতে চিত্তের যে অপ্রতিঘাত (যাহাতে ইচ্ছা তাহাতে লাগাইবার ক্ষমতা) হয়, তাহা পরম বশীকার। সেই বশীকার হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ (স্থিতিসাধনাকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত) হয়, তখন আর অভ্যাসান্তর-সাধ্য পরিকর্ম্মের বা পরিষ্কৃতির অপেক্ষা থাকে না (১)।

টীকা। ৪০। (১) শব্দাদি গুণের পরমাণু তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দাদি গুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা। তন্মাত্রের গ্রাহক যে করণ-শক্তি এবং তন্মাত্রের যে গ্রহীতা, ইহারা সমস্তই পরমাণুভাব।

অস্মিতাধ্যানে যে অনন্তবৎ ভাব হয় তাহা (তাহার করণরূপা বুদ্ধি) এবং মহান্ আত্মা (গ্রহীতৃরূপ) ইহারা পরম-মহান্ ভাব। মহাভূতসকলও পরম-মহান্ স্থূলভাব। (ভাস্বতী দ্রষ্টব্য)।

কোন এক বিষয়ে স্থিতি অভ্যাস করিয়া স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তকে যোগের প্রণালী-ক্রমে পরমাণু ও পরম-মহান্ বিষয়ে বিধৃত করিতে পারিলে সেই অবস্থাকে বশীকার বলে। চিত্ত

বশীকৃত হইলে তখন সবীজধ্যানাভ্যাস সমাপ্ত হয় এবং তখন বিরামাভ্যাসপূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিরূপে বশীকার করিতে হইবে তাহা বক্ষ্যমাণ সমাপত্তির দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যের মহান্ ভাব ও অণু ভাব উপলব্ধিপূর্ব্বক সমাপন্ন হইয়া বশীকার করিতে হইবে। সেইজন্য সমাপত্তির লক্ষণ বলিতেছেন।

ভাষ্যম্। অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি? তদুচ্যতে—

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থঃ। অভিজাতস্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্নং গ্রহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তদেবম্ অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকারাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্থিতিপ্রাপ্ত (১) চিত্তের কিরূপ ও কি বিষয়া সমাপত্তি হয়, তাহা কথিত হইতেছে :—

৪১। ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের অভিজাত (সুনির্মল) মণির ন্যায় যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎ-স্থিতা ও তদঞ্জনতা তাহা সমাপত্তি (২)॥ সূ

ক্ষীণবৃত্তির অর্থাৎ (এক ব্যতীত অন্য) প্রত্যয়সকল প্রত্যস্তমিত হইয়াছে এরূপ চিত্তের। "অভিজাত মণি" এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যেমন স্ফটিকমণি উপাধিভেদে উপাধির রূপের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া উপাধির আকারে ভাসমান হয়, সেইরূপ গ্রাহ্যালম্বনে উপরক্ত চিত্ত গ্রাহ্যসমাপন্ন হইয়া গ্রাহ্য-স্বরূপাকারে প্রতিভাসিত হয় (৩)। সূক্ষ্মভূতোপরক্ত চিত্ত তাহাতে (সূক্ষ্মভূতে) সমাপন্ন হইয়া সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ-ভাসক হয়। সেইরূপ স্থূলালম্বনোপরক্ত চিত্ত স্থূলাকারে সমাপন্ন হইয়া স্থূলস্বরূপভাসক হয়। তেমনি বিশ্বভেদোপরক্ত চিত্ত বিশ্বভেদসমাপন্ন হইয়া বিশ্বভেদভাসক হয়। সেইরূপ গ্রহণেতেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েতেও দ্রষ্টব্য—গ্রহণালম্বনোপরক্ত চিত্ত গ্রহণসমাপন্ন হইয়া গ্রহণ-স্বরূপাকারে নির্ভাসিত হয়। সেইরূপ গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত, গ্রহীতৃপুরুষ-সমাপন্ন হইয়া গ্রহীতৃপুরুষ-স্বরূপাকারে নির্ভাসিত হয়। তেমনি মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত মুক্তপুরুষসমাপন্ন হইয়া মুক্তপুরুষাকারে নির্ভাসিত হয়। এইরূপ অভিজাতমণিকল্প চিত্তের গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যে অর্থাৎ পুরুষে (পুরুষাকারা বুদ্ধিতে), ইন্দ্রিয়ে ও ভূতে যে তৎস্থতদঞ্জনতা অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হইয়া তদাকারতাপ্রাপ্তি তাহাকে সমাপত্তি বলা যায়।

টীকা ৪১। (১) স্থিতিপ্রাপ্ত = একাগ্র-ভূমিপ্রাপ্ত। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধানাদি সাধন অভ্যাস করিয়া চিত্তকে যখন সহজে সর্ব্বদা অভীষ্ট বিষয়ে নিশ্চল রাখা যায়, তখন তাহাকে স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত বলা যায়। স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের সমাধির নাম সমাপত্তি। শুধু সমাধি হইতে সমাপত্তির ইহাই ভেদ। সমাপত্তিরূপ প্রজ্ঞাই সম্প্রজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বৌদ্ধেরাও সমাপত্তি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার অর্থ ঠিক এইরূপ নহে।

৪১। (২) সমাপত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের যত প্রকার ভেদ আছে বা হইতে পারে তাহা ভগবান্ সূত্রকার এই কয়েকটি সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

বিষয়ভেদে সমাপত্তি ত্রিবিধ —গ্রহীতৃ বিষয়, গ্রহণ বিষয় ও গ্রাহ্য বিষয়। আর সমাপত্তির প্রকৃতিভেদেও সবিচারাদি ভেদ হয়। যোগীরা বিভাগের বাহুল্য ত্যাগ করিয়া একত্র প্রকৃতি ও বিষয় অনুসারে সমাপত্তির বিভাগ করেন, তাহা যথা —সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার। ইহাদের ভেদ কোষ্ঠক করিয়া দেখান যাইতেছে—

প্রকৃতি	বিষয়	সমাপত্তি
(১) শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প সংকীর্ণ	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	সবিতর্কা (বিতর্কানুগত)
(২) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা)	সবিচারা (বিচারানুগত)
(৩) স্মৃতি-পরিশুদ্ধি হইলে, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	নির্ব্বিতর্কা (বিতর্কানুগত)
(৪) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা)	নির্ব্বিচারা (বিচারানুগত) —সূক্ষ্ম, সানন্দ, সাস্মিত

বিতর্ক-বিচারের বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্ব্বিতর্কাদির বিষয় অগ্রে বিবৃত হইবে।

যাহা সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় নাই তাদৃশ চিত্তের দ্বারা যত প্রকার ধ্যান হইতে পারে, তাহা সমস্তই এই সমাপত্তিসকলের মধ্যে পড়িবে। কারণ, গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ছাড়া আর কিছু বাস্তব-পদার্থ নাই যাহার ধ্যান হইবে। আর বিতর্ক ও বিচার-পদার্থের আনুগত্য ব্যতীতও ধ্যান সম্ভব নহে।

প্রাচীনকাল হইতে অনেক বাদী নূতন নূতন ধ্যান উদ্ভাবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকেই পরমর্ষিকথিত এই ধ্যানের মধ্যে পড়িতে হইবেই হইবে।

বৌদ্ধেরা অষ্ট প্রকার সমাপত্তি গণনা করেন। তাহা এরূপ ন্যায়ানুগত বিভাগ নহে। তাঁহারা নিজেদের নির্ব্বাণকে উক্ত সমাপত্তির উপরে স্থাপন করেন। কিন্তু সম্যগ্ দর্শনের অভাবে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা প্রকৃতিলীনতা পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারিবেন।

৪১। (৩) সমাপত্তি (অর্থাৎ অভ্যাস হইতে যোগ্য বিষয়ে স্ফটিকের মত তন্ময় ভাব) কি, তাহা সূত্রকার ও ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সমাপত্তি-সকলের উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রাহ্য বিষয়ক সমাপত্তি ত্রিবিধ। ১ম—বিশ্বভেদ অর্থাৎ ভৌতিক বা গোঘটাদি অসংখ্য ভৌতিক পদার্থ-বিষয়ক। ২য়—স্থূলভূত বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূততত্ত্ব-বিষয়ক। ৩য়—সূক্ষ্মভূত বা শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র-বিষয়ক।

গ্রহণ-বিষয়ক সমাপত্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-বিষয়ক। তন্মধ্যে বাহ্যেন্দ্রিয় ত্রিবিধ ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তরিন্দ্রিয় = বাহ্যেন্দ্রিয়ের নেতা মন। ইহারা সকলেই মূল অন্তঃকরণত্রয়ের বিকার-স্বরূপ। বুদ্ধি, অহংকার ও মনই মূল অন্তঃকরণত্রয়।

গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাপত্তি = প্রাপ্ত ও সাস্মিত ধ্যান, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সবীজ সমাধির বিষয় যে গ্রহীতা তাহা স্বরূপগ্রহীতা বা পুরুষতত্ত্ব নহে, তাহা বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধি, পুরুষের সহিত একত্ববুদ্ধি (দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা), তজ্জন্য তাহা ব্যবহারিক দ্রষ্টা বা গ্রহীতা। চিত্তেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি হয় না। সুতরাং যখন বৃত্তিসারূপ্য থাকে, তখনকার অবিচ্ছিন্ন দ্রষ্টৃভাবই এই ব্যবহারিক দ্রষ্টা। "জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি" এই প্রকার ভাবই তাহার স্বরূপ। জ্ঞান সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে যে শান্ত বৃত্তির জ্ঞাতা স্ব-স্বরূপে থাকেন তিনিই পুরুষ বা স্বরূপদ্রষ্টা।

এতদ্ব্যতীত ঐশ্বর সমাপত্তি, মুক্তপুরুষ সমাপত্তি প্রভৃতি যে সব সমাপত্তি হইতে পারে, তাহারা গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা এই ত্রিবিধের সমাপত্তির অন্তর্গত। ঈশ্বরাদির মূর্ত্তি বা মন কল্পনা করিয়া তাহা আলম্বন করিয়া সমাপন্ন হওয়া যায়, তাহা হইতে সেই সমাপত্তি যথা-যোগ্য বিভাগে পড়িবে।

ভাষ্যম্। তত্র—

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

তদ্যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্ ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দধর্ম্মা অন্যে অর্থধর্ম্মা অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মা ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ত্ততে সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহাদের মধ্যে—

৪২। শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণা বা মিশ্রা যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা (১)। সূ

তাহা যথা—"গো" এই শব্দ, "গো" এই অর্থ, "গো" এই জ্ঞান, ইহাদের (শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের) বিভাগ থাকিলেও (সাধারণতঃ) ইহারা অবিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিভজ্যমান হইলে 'ভিন্ন শব্দধর্ম' "ভিন্ন অর্থধর্ম" ও "ভিন্ন বিজ্ঞানধর্ম" এইরূপে ইহাদের বিভিন্নমার্গ দেখা যায়। তাহাতে (বিকল্পিত গবাদি অর্থে) সমাপন্ন যোগীর সমাধি-প্রজ্ঞাতে যে গবাদি অর্থ সমারূঢ় হয় তাহা যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধভাবে উপস্থিত হয় তবে সেই সঙ্কীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা যায়।

টীকা। ৪২। (১) সমাপত্তি ও প্রজ্ঞা অবিনাভাবী। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞা-বিশেষকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তর্ক শব্দের প্রাচীন অর্থ শব্দময় চিন্তা। বিতর্ক = বিশেষ তর্ক। যে সমাধিপ্রজ্ঞাতে বিতর্ক থাকে, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

তর্ক বা বাক্যময় চিন্তা, তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে তাহাতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র অবস্থা পাওয়া যায়। মনে কর "গো" এই শব্দ বা নাম। তাহার অর্থ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। গো-পদার্থের যাহা জ্ঞান, তাহা আমাদের অভ্যন্তরে হয়। শব্দের সহিত তাহার একত্ব নাই এবং গো এই নামের সহিতও গো-জ্ঞান এবং গো-বস্তুর একত্ব নাই, কারণ, যে কোন নামই গো বাচক হইতে পারে। অতএব নাম পৃথক্, অর্থ পৃথক্ এবং জ্ঞান (বিজ্ঞানধর্ম) পৃথক্। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, যে নাম সে-ই নামী এবং তাহাই নাম-নামীর জ্ঞান এরূপ প্রতিভাতি হয়। বাস্তবিক একত্ব না থাকিলেও, 'গো' এই শব্দের জ্ঞানানুপাতী যে একত্ব-জ্ঞান (গো-শব্দ, গো-অর্থ ও গো-জ্ঞান একই—এইরূপ গো-শব্দের বাক্যবৃত্তির যে জ্ঞান, যাহা অলীক হইলেও ব্যবহার্য্য) তাহা বিকল্প (১।৯ সূ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দার্থ জ্ঞান-বিকল্প-সঙ্কীর্ণা চিন্তা। ইহাতে বিকল্পরূপ ব্যবহার্য্য ভ্রান্তি অনুস্যূত থাকে বলিয়া এইরূপ চিন্তা অবিশুদ্ধ চিন্তা এবং ইহা উন্নত তত্ত্বজ্ঞ যোগজপ্রজ্ঞার উপযোগী নহে।

তবে প্রথমে এইরূপেই যোগজপ্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ফলতঃ সাধারণ শব্দময় চিন্তার ন্যায় চিন্তাসহকারে যে যোগজপ্রজ্ঞা হয়, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

পরবর্ত্তী নির্বিতর্কাদি সমাপত্তির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য সূত্রকার (সাধারণ চিন্তার সদৃশ) এই সমাপত্তিকে বিশ্লেষপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। গো-বিষয়ে সবিতর্কা সমাপত্তি হইলে গো-সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবে। সেই প্রজ্ঞাসকল বাক্য-সাধারণে আসিবে, যথা '—"ইহা অমুকের গো," "ইহার গাত্রে এতগুলি লোম আছে" ইত্যাদি। অবশ্য সমাপত্তির দ্বারা যোগীরা ঐরূপ সামান্য বিষয়ের প্রজ্ঞামাত্র লাভ করেন না, তত্ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা-লাভই সমাপত্তির মুখ্য ফল, তদ্দ্বারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও ক্রমশঃ কৈবল্যলাভ হয়।

ভাষ্যম্। যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপাকারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে সা চ নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং, তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি। নির্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তেরস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে—

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা॥ ৪৩॥

যা শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞাস্বরূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতা। তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম আত্মভূতঃ, ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ, স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি, ধর্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি। স এষ ধর্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে। যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে।

যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ, সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য, তস্যাবয়ব্যভাবাদ্‌ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি। তদা চ সম্যগ্‌জ্ঞানমপি কিং স্যাদ্‌ বিষয়াভাবাৎ, যদ্‌ যদুপলভ্যতে তত্তদবয়বিত্বেনাঘ্রাতম্‌ (আঘ্রাতম্‌)। তস্মাদস্ত্যবয়বী যো মহত্ত্বাদিব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর, শব্দ-সঙ্কেতের স্মৃতি (১) অপনীত হইলে, শ্রুতানুমানজ্ঞানকালীন যে বিকল্প, তদ্বিহীনা যে সমাধিপ্রজ্ঞা তাহাতে স্বরূপমাত্রে অবস্থিত যে বিষয়, তাহা স্বরূপাকার-মাত্রেতেই (যখন) পরিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিত হয়, (তখন) নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তাহা পরম প্রত্যক্ষ এবং তাহা শ্রুতানুমানের বীজ, তাহা হইতে শ্রুতানুমান প্রবর্ত্তিত হয় (২)। সেই পরম প্রত্যক্ষ শ্রুতানুমানের সহভূত নহে। সুতরাং যোগীদের নির্ব্বিতর্ক সমাধিজাত দর্শন (প্রত্যক্ষ ব্যতীত) অপর প্রমাণের দ্বারা অসঙ্কীর্ণ। এই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির লক্ষণ সূত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে—

৪৩। স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা (৩) সমাপত্তি নির্ব্বিতর্কা ॥ সূ

শব্দ-সঙ্কেতের ও শ্রুতানুমান-জ্ঞানের বিকল্পস্মৃতি অপগত হইলে গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্ত যে প্রজ্ঞা নিজের গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞা-স্বরূপকে যেন ত্যাগ করিয়া পদার্থমাত্রাকারা হইয়া গ্রাহ্য-স্বরূপাপন্নের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি। (সূত্র-পাতঞ্জলিকার) সেইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার (নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির) গবাদি বা ঘটাদি বিষয়—এক-বুদ্ধি-জনক, অর্থাত্মক (পৃথক্‌-স্বরূপ) আর অণুপ্রচয়বিশেষাত্মক (৪)। এই সংস্থানবিশেষ (৫) সূক্ষ্মভূতসকলের সাধারণ ধর্ম, আত্মভূত অর্থাৎ সর্ব্বদাই সূক্ষ্মভূতরূপ স্বকারণানুগত, তাহার (বিষয়ের) অনুমানসাধনাদিরূপ ব্যক্ত কার্য্যের দ্বারা অনুমিত এবং নিজের অভিব্যক্তির হেতু যে দ্রব্য তাহার দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়। আর, ধর্ম্মান্তরোদয়ে তাহার (সংস্থান-বিশেষের) তিরোভাব হয়। এই ধর্ম্মকে অবয়বী বলা যায়। যাহা এক বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ক্রিয়াধর্ম্মক ও অনিত্য এরূপ যে অবয়বী তদ্দ্বারা (ঘটপটাদি) ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

যাহাদের মতে সেই প্রচয়বিশেষ অবস্তুক এবং সেই প্রচয়ের সূক্ষ্ম (তন্মাত্ররূপ) কারণও বিকল্পহীন (নির্ব্বিচারা) সমাধি প্রজ্ঞার অগোচর (অবস্তুকত্বহেতু) তাহাদের মতে এরূপ আসিবে যে, অবয়বীর অভাবে জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহা অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (নিরবয়বী-শূন্য-প্রতিষ্ঠ)। এইরূপে (৬) প্রায় সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞান হইয়া যায়। এই প্রকার হইলে বিষয়াভাবহেতু সম্যক্‌ জ্ঞান কি হইবে? কারণ যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই অবয়বিত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা আঘ্রাত। সেই কারণে যাহা মহত্ত্বাদি (বড় ছোট) ব্যবহারাপন্ন নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় তাদৃশ অবয়বী (অংশী) আছে।

টীকা। ৪৩। (১) প্রথমে সবিতর্ক জ্ঞান হইতে নির্ব্বিতর্ক জ্ঞানের ভেদ বুঝিলে এই ভাষ্য বুঝা সুগম হইবে।

সাধারণতঃ শব্দ- (নাম) জ্ঞানের সহিত অর্থের স্মরণ হয় এবং অর্থের জ্ঞানের সহিত নাম (ভাষিত বা বাক্‌চিন্তিত) স্মরণ হয়। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পরস্পর অবিনাভাবি-ভাবে চিন্তা হয়। কিন্তু শব্দ পৃথক্‌ সত্তা ও অর্থ পৃথক্‌ সত্তা। কেবল সঙ্কেতপূর্ব্বক ব্যবহার-জনিত সংস্কারবশেই উভয়ের স্মৃতিসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা অভ্যাস করিতে করিতে সেই স্মৃতিসাঙ্কর্য্য নষ্ট হয়। তখন শব্দ ব্যতীতও

অর্থ চিন্তা করা যায়। ইহার নাম শব্দ-সঙ্কেত-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি। ইহা অনুভব করা সুকর নহে।

এইরূপে শব্দের সহায় ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই যথার্থ (যথা-অর্থ) জ্ঞান। কারণ, শব্দের দ্বারা বস্তুতঃ অনেক অসত্তাকে সর্বদা আমরা সত্তা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। মনে কর আমরা বলি "কাল অনাদি অনন্ত।" ইহা সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনাদি ও অনন্ত অভাব পদার্থ। তাহাদের কখনও সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কালও কেবল অধিকরণ-স্বরূপ। অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি শব্দ হইতে এক প্রকার জ্ঞান (অর্থাৎ বিকল্প) হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানগোচর করিবার কোন বস্তু তাহার মূলে নাই। অতএব শব্দ-সহায়ক জ্ঞান বহু স্থলে অলীক বিকল্পমাত্র। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান ঋত বা সাক্ষাৎ অধিগত সত্য নহে, কিন্তু সত্যের আভাসমাত্র*। আগম ও অনুমান প্রমাণ শব্দ-সহায়ক জ্ঞান, সুতরাং আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমিত সত্য সকল ঋত নহে। মনে কর আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণ হইল "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য অর্থে যথার্থ। 'যথার্থ' 'অনন্ত' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ধারণার (ধারণা = ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষ) যোগ্য নহে, সুতরাং ঐ ঐ শব্দ ছাড়া 'অন্ত না থাকা' 'যথাভূত হওয়া' ইত্যাদি রূপ কোন অর্থ (ধ্যেয় বিষয়) থাকে না যাহার সাক্ষাৎকার হইবে। বস্তুতঃ ঐ শব্দসকলের সহিত বাচক ব্রহ্মের কিছু সম্পর্ক নাই। ঐ শব্দসকল ভুলিলে তবে ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি হয়।

অতএব শ্রুতানুমানজনিত জ্ঞান ও সাধারণ শব্দ-সহায় প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বিকল্পহীন বিশুদ্ধ ঋত নহে, কিন্তু শব্দ-সহায়-শূন্য কেবল অর্থমাত্র-নির্ভাসক যে নির্বিতর্ক জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত ঋত-জ্ঞান।

৪৩। (২) নির্বিতর্ক ও নির্বিচার উভয়ই একজাতীয় দর্শন। পরমার্থ সাক্ষাৎকারী ঋষিরা তাদৃশ নির্বিতর্ক ও নির্বিচার জ্ঞানলাভ করিয়া শব্দের দ্বারা (সবিতর্কভাবে) উপদেশ করাতে প্রচলিত পরমার্থ এবং তত্ত্ব-বিষয়ক প্রক্রিয়া ও যুক্তি-স্বরূপ মোক্ষশাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

৪৩। (৩) স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় = 'আমি জানিতেছি' এইরূপ ভাব-শূন্যের ন্যায় অর্থাৎ এইরূপ ভাব বিস্মৃত হইয়া। স্ব + রূপ = স্বরূপ, স্ব = গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা-রূপ = স্বরূপ। অর্থাৎ প্রজ্ঞেয় বিষয়ে অতিমাত্র চিত্তাবেশতঃ যখন 'আমি প্রজ্ঞাতা' বা 'আমি জানিতেছি' এরূপ ভাবেরও যেন বিস্মৃতি হয়, তখনই অর্থমাত্র-নির্ভাসা স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় প্রজ্ঞা হয়। শব্দাদিপূর্বক বিষয় প্রজ্ঞাত হইতে থাকিলে নানা কল্পনের ক্রিয়া বা ক্রিয়া-সংস্কার থাকে বলিয়া তখন সম্যক্ আত্মবিস্মৃতি বা স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় ভাব ঘটে না।

শঙ্কা হইতে পারে, সমাধি যখন 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব" তখন সবিতর্কা সমাপত্তি কি সমাধি নয়? না, সবিতর্কা সমাপত্তি সমাধিমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সমাধিজা প্রজ্ঞার বিভিন্নরূপ অবস্থা। সমাধি স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় হইলেও তৎপূর্বক যে প্রজ্ঞা হয় সেই প্রজ্ঞা সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় শব্দসহায়া হইতে পারে। ফলতঃ সেই শব্দসহায়া সমাধিপ্রজ্ঞার

* ঋত ও সত্যের ভেদ বুঝিতে হইবে। ঋত অর্থে দৃষ্ট বা সাক্ষাৎ অধিগত, তাহা একরূপ সত্য বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য সত্য আছে যাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় যেমন 'ধূমের নীচে অগ্নি আছে' ইত্যাদি প্রকার সত্য আর, অগ্নি সাক্ষাৎ করিলে পরে যে জ্ঞান হয় তাহা ঋত। ঋত = Perceptual Fact, সত্য = Conceptual Fact.

দ্বারা যখন চিত্ত সদা পূর্ণ থাকে, তখন সেই অবস্থাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। আর, যখন শব্দাদি নির্মুক্ত-সমাধির অনুরূপ, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার সংস্কারসকল পুঞ্জিত হইয়া চিত্তকে পূর্ণ করে, তখন তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। অতএব সমাধির ঐরূপ যথাযথ গ্রহণ-স্বরূপ অবস্থাই নির্বিতর্কা, আর সমাধির জ্ঞানকে পুনঃ ভাষার দ্বারা জানিয়া রাখা সবিতর্কা।

শব্দ উচ্চারিত হইলেও বিকল্পহীন নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান হইতে পারে, যেমন, যখন শব্দার্থের জ্ঞান না থাকে শব্দ কেবল ধ্বনিমাত্ররূপে জ্ঞাত হয়, তখন। অথবা শব্দোচ্চারণ-জনিত অভ্যন্তরে যে স্পন্দ হয় তাহন্মাত্রেই যখন লক্ষ্য হয় তখন তাহাতে বিকল্পহীন গ্রাহ্য ধ্যান হইতে পারে। আর যদি লক্ষ্য কেবল ঐ স্পন্দের জ্ঞানের গ্রহণে অথবা গৃহীতায় থাকে, তবে তাদৃশ শব্দোচ্চারণ-কালেও বিকল্পহীন ধ্যান হয়।

৪৩। (৪) নির্বিতর্কা সমাপত্তির দ্বারা বিষয় অর্থাৎ নির্বিতর্কাতে স্থূল বিষয়ের যেরূপ ভাবে জ্ঞান হয় তাহাই স্থূলের চরম সত্য-জ্ঞান। স্থূল বিষয় আর তদপেক্ষা উত্তমরূপে জানা যায় না। কারণ, চিত্তশক্তির সম্যক্ স্থির করিয়া ও বিকল্পশূন্য করিয়া নির্বিতর্ক জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা স্থূল-বিষয়ক চরম সত্য জ্ঞান। সাংখ্যমতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সৎ কিন্তু বিকারশীল। বিকারশীল বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৎ বলিয়া জ্ঞাত হইতে থাকে। তাহারা কখনও অসৎ হয় না এবং অসৎ ছিল না। তজ্জন্য তাহারা আছে—ইহা সর্বদাই সত্য—বলা যাইতে পারে। অথবা যাহা যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা সেই অবস্থায় সত্য অর্থাৎ 'তাহারা সেই অবস্থায় সৎ' এই বাক্য সত্য। আর, এক পদার্থকে অন্য জ্ঞান করা বিপর্যয় বা মিথ্যা। মিথ্যা অর্থ অসৎ নহে। স্থূল পদার্থ সাধারণতঃ যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা (জ্ঞানশক্তির) অতি চঞ্চল ও মলিন অবস্থা, সুতরাং সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান বা মিথ্যা-জ্ঞান হয়। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধি স্থূল-বিষয়িণী জ্ঞানশক্তির অতিমাত্র স্থির ও স্বচ্ছ অবস্থা, সুতরাং তাহাতে যে জ্ঞান হয় তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য-জ্ঞান (সত্য সম্বন্ধে ভাস্বতী দ্রষ্টব্য)।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান নিরাকৃত হইলে, তখনই তাহা সত্য বলিয়া ও পূর্বজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হয়। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধি-জ্ঞান যখন (স্থূল বিষয় সম্বন্ধে) সূক্ষ্মতম জ্ঞান, তখন আর তাহা নিরাকৃত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য-জ্ঞান।

যে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা বাহ্য পদার্থকে মূলতঃ শূন্য বা অসৎ বলেন, তাঁহাদের অযুক্ততা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন। পাঠকের বোধসৌকর্যার্থ প্রথমে শব্দসকলের অর্থ বলা যাইতেছে। একবুদ্ধ্যুপক্রম বা একবুদ্ধ্যারম্ভক অর্থাৎ 'ইহা এক' এইরূপ বুদ্ধির আরম্ভক বা জনক, অর্থাৎ যদিও বিষয়সকল বহু-অবয়বসমষ্টি তথাপি তাহারা "ইহা এক অবয়বী" এইরূপে বোধগম্য হয়।

অর্থাত্মা = দৃশ্য-স্বরূপ, অর্থাৎ বিষয়ের পৃথক্ সত্তা আছে। তাহা বৈনাশিকদের মতের বিজ্ঞানধর্মমাত্র নহে অথবা শূন্যাত্মা নহে। অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা = প্রত্যেক বিষয় অন্য বিষয় হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট এক একটি অণুসমষ্টি।

নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় যে গবাদি (চেতনদ্রব্য) অথবা ঘটাদি তাহা উক্ত তিন লক্ষণ-ক্রান্ত সৎ পদার্থ। অর্থাৎ অণুর সমষ্টিভূত এক একটি বিষয় যাহা নির্বিতর্কার দ্বারা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারা (বৌদ্ধ মতের) অলীক পদার্থ নহে, কিন্তু সত্য পদার্থ।

৪৩। (৩) ভূতসূক্ষ্মের সংস্থানবিশেষ, আত্মভূত ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা ভাষ্যকার অবয়বীর বিষয় ভাষ্যকার বিশদ করিয়াছেন। এই সব হেতুগর্ভ বিশেষণের দ্বারা এতৎ-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতও নিরসিত হইয়াছে।

ঘটের উদাহরণ গ্রহণপূর্ব্বক ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। একটি ঘট শব্দাদি-পরমাণুর সংস্থানবিশেষ-স্বরূপ। আর তাহা শব্দাদি-পরমাণুর সাধারণ ধর্ম, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক তন্মাত্রেরই ঘটাকার ধর্ম। ঘটের যে ঘট-রূপ, ঘট-রস, ঘট-স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, তাহা ইতর-নিরপেক্ষ এক একটি তন্মাত্রের ধর্ম। রূপধর্ম স্পর্শাদিসাপেক্ষ নহে, স্পর্শ ধর্মও সেইরূপ শব্দাদিতন্মাত্রসাপেক্ষ নহে, ইত্যাদি। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ ঘট শব্দ-রূপাদিপরমাণু হইতে উৎপন্ন এক সম্পূর্ণ অতিরিক্ত দ্রব্য নহে কিন্তু তাহা সেই পরমাণুসকলের "আত্মভূত" বা অনুগত দ্রব্য, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ যেমন পরমাণুতে আছে, তদ্রূপ ঘটেও আছে। (২।১৯ (৩) দ্রষ্টব্য)। অতএব ঘটধর্ম বস্তুতঃ পরমাণুধর্ম্মের অনুগত। পাষাণময় পর্ব্বত ও পাষাণে যেরূপ সম্বন্ধ, ঘটে ও পরমাণুতেও সেইরূপ সম্বন্ধ। আর, যদিও ঘট শব্দাদি-পরমাণু-আত্মক, তথাপি তাহা যে ঠিক পরমাণু নহে, কিন্তু পরমাণুর সংস্থানবিশেষ, তাহা "ব্যক্ত ফলের দ্বারা অনুমিত হয়" অর্থাৎ ঘট ইত্যাকার অনুভব ও ঘটের ব্যবহারের দ্বারা ঘট যে পরমাণুমাত্র নহে, তাহা অনুমান করাইয়া দেয়।

আর ঘট স্বসাধক নিমিত্তসকলের দ্বারা (যেমন কুলালচক্র, কুম্ভকারাদি) অজিত বা ব্যক্ত-রূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং যথাযোগ্য নিমিত্তের (যেমন চূর্ণীকরণ) দ্বারা অন্য চূর্ণরূপ ধর্ম উদিত হইলে ঘট আর ব্যক্ত থাকে না।

অতএব ঘট নামক অবয়বীকে (এবং তজ্জাতীয় সমস্ত স্থূল পদার্থকে, সুতরাং স্থূল শব্দাদি গুণকে) নিম্নলিখিত লক্ষণে লক্ষিত করা বিধেয় —এক, মহান্ বা অণীয়ান্ (অর্থাৎ বড় বা অপেক্ষাকৃত ছোট), স্পর্শবান্ বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, ক্রিয়াধর্মক বা অবস্থা-ন্তর-প্রাপক-ক্রিয়াশীলতাযুক্ত (ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়ক অনুভবের বিষয়), অতএব অনিত্য বা আবির্ভাব ও তিরোভাব-লক্ষণক।

এই সকল লক্ষণে লক্ষিত পদার্থই স্থূল অবয়বিরূপে সর্ব্বদাই আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ইহাই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়। নির্ব্বিতর্ক সমাধির দ্বারা অবয়বী যেরূপভাবে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান।

৪৩। (৬) বৈনাশিক বৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থ রূপ-ধর্ম্মমাত্র, আর রূপ-ধর্ম্ম মূলতঃ শূন্য, সুতরাং ঘটাদিরা মূলতঃ অবস্তু। এরূপ মত সত্য হইলে "সম্যক্ জ্ঞান" কিছুই থাকে না। বৌদ্ধেরা বলেন "রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যায়" অর্থাৎ সমাপত্তিতে রূপী রূপকে শূন্য দেখেন, এই শূন্য অর্থে যদি অবস্তু হয়, তবে রূপ না দেখা (অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই) সম্যক্ জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বথা অন্যায্য। আর, শূন্য যদি জ্ঞেয় পদার্থবিশেষ হয়, তবে তাহা অবয়বিবিশেষ হইবে। অতএব সাংখ্যীয় দর্শনই সর্ব্বথা ন্যায্য।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্ম্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবোদিতধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং

সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানবচ্ছিন্নেষু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মম্, এতেনৈব স্বরূপেণালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মবস্তুবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ। এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি॥ ৪৪॥

৪৪। ইহার দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা নামক সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে (১) অভিব্যক্তধর্ম্মক সূক্ষ্মভূতে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্না সমাপত্তি হয় তাহা সবিচারা। এই সমাপত্তিতেও একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য উদিতধর্ম্ম-বিশিষ্ট সূক্ষ্মভূত আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞাতে আরূঢ় হয়। আর শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্ম্মত্রয়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (২) সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী, সর্ব্বধর্ম্মাত্মক (সূক্ষ্মভূতে) এবং সর্ব্বত—এইরূপে যে সর্ব্বথা (বা সর্ব্বপ্রকারে) সমাপত্তি হয়, তাহা নির্ব্বিচারা। 'সূক্ষ্মভূত এইরূপ,' 'এইরূপে তাহা আলম্বনীভূত হইয়াছে'—এই প্রকার শব্দময় বিচার সবিচারার সমাধিপ্রজ্ঞা-স্বরূপকে উপরঞ্জিত করে। আর যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্র-নির্ভাসা হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়। উক্ত সমাপত্তিসকলের মধ্যে মহদ্বস্তু-বিষয়া সমাপত্তি (৩) সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা এবং সূক্ষ্মবস্তু-বিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা। এইরূপে এই নির্ব্বিতর্কার দ্বারা তাহার নিজের ও নির্ব্বিচারার বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৪। (১) সবিচার কি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (১।৪১)। এখানে বিশেষ যাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। অভিব্যক্তধর্ম্মক = যাহা ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত, যাহা শান্তরূপে অনভিব্যক্ত, তাদৃশ নহে। অতএব সূক্ষ্মভূতে সমাহিত হইতে হইলে ঘটাদি অভিব্যক্তধর্ম্মকে উপগ্রহণ করিয়া হইতে হয়।

দেশ, কাল ও নিমিত্ত —ঘটাদি ধর্ম্ম উপগ্রহণপূর্ব্বক তৎকারণ সূক্ষ্মভূত উপলব্ধি করিতে গেলে ঘটাদি-লক্ষিত দেশও গ্রাহ্য হইবে এবং তন্মাত্র তন্মাত্রের উপলব্ধি সেই দেশবিশেষের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে। আর, তাহা কেবল বর্ত্তমানকালমাত্রে উদিতধর্ম্মের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে সুতরাং অতীত ও অনাগত অর্থাৎ তন্মাত্র হইতে যাহা হইয়াছে ও হইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন হইবে।

নিমিত্ত = যে ধর্ম্মকে উপগ্রহণ করিয়া যে তন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিমিত্ত; অথবা ধর্ম্মবিশেষকে ধরিয়া তন্মাত্রবিশেষে উপনীত হওয়া-রূপ ভাবই নিমিত্ত। নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থে কোন এক বিশেষ নিমিত্ত হইতে উপলব্ধ। প্রজ্ঞা সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনী হইলে নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না।*

*বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, নিমিত্ত = পরিণামপ্রবোধক পুরুষার্থ বিশেষ। এরূপ নিমিত্তের সহিত এ বিষয়ের কিছু সম্পর্ক নাই। মিশ্র বলেন, নিমিত্ত = পার্থিব পরমাণুর পঞ্চতন্মাত্র হইতে প্রধানতঃ এবং রসাদিসহায়ে গৌণতঃ উৎপত্তি, ইত্যাদি। ইহা আংশিক ব্যাখ্যান।

ভাষ্যকার নির্ব্বিচারের লক্ষণে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনবচ্ছিন্নতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে উক্ত তিন পদার্থ স্পষ্ট হইয়াছে। দৈশিক অনবচ্ছিন্নতা = সর্ব্বত। কালিক অনবচ্ছিন্নতা = শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানবচ্ছিন্ন। নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন = সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী সর্ব্বধর্ম্মাত্মক। অতএব ঐ প্রজ্ঞা সর্ব্বথা। আগামী উদাহরণে ইহা বিশদ হইবে।

সবিচার সমাধিতে সবিতর্কের ন্যায় বিষয় একবুদ্ধির দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয়, অর্থাৎ 'ইহা ইতর-ভিন্ন এক বা একজাতীয় অণু' ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হয়। সবিচারা সমাপত্তির প্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণা হইয়া হয়, কারণ, তাহা শব্দময়বিচারযুক্তা। সেই বিচারের দ্বারা 'এক এক প্রকারের অবচ্ছিন্ন বর্তমান' যে সূক্ষ্ম ভূত, তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়।

৪৪। (২) প্রথমে নির্বিচারা সমাপত্তির বিষয় বলিয়া পরে ভাষ্যকার তাহার স্বরূপ বলিয়াছেন, শব্দাদির বিকল্পশূন্য, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায়, সূক্ষ্মভূতমাত্র-নির্ভাস, এরূপ সমাধির যে সংস্কার, যদি সূক্ষ্ম-ভূত-বিষয়িণী প্রজ্ঞা তাদৃশ সংস্কারবতী অর্থাৎ স্মৃতিময়ী হয়, তবে তাহাকে নির্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

সবিচারে যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রজ্ঞা হয় ইহাতে সেরূপ হয় না, সর্ব-দৈশিকরূপে প্রজ্ঞা হয়। আর, সেইরূপ কেবল বর্তমানকালমাত্রে উদিত জ্ঞানের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থার স্বরূপে প্রজ্ঞা হয়, এবং কোন এক ধর্মরূপ নিমিত্তবিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞা না হইয়া সর্বধার্মিক প্রজ্ঞা হয়। নির্বিতর্কা সমাপত্তি যেরূপ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্প-হীন, বিচারের অভাবে নির্বিচারও তদ্রূপ। সর্ব-ধর্মানুপাতী—সূক্ষ্ম বিষয়ের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তত্তৎ সমস্ত ধর্মে অবাধে উৎপন্ন হইবার সামর্থ্যযুক্তা প্রজ্ঞা।

৪৪। (৩) সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১ম) সবিতর্কা সমাপত্তি যথা—সূর্য্য একটি স্থূল আলম্বন। তাহাতে সমাধি করিলে সূর্য্যমাত্র-নির্ভাসা চিত্তবৃত্তি হইবে এবং সূর্য্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান (তাহার আকার, দূরত্ব, উপাদান ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান) হইবে। সেই জ্ঞান শব্দাদিসংকীর্ণ হইবে, যথা, 'সূর্য্য গোল, তাহার দূরত্ব এত' ইত্যাদি। এইরূপ শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা স্থূলবিষয়িণী প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ হয়—তাদৃশ জ্ঞানে চিত্ত যখন সদা উপরঞ্জিত থাকে—তখন তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়।

(২য়) নির্বিতর্কা সমাপত্তি যথা—সূর্য্যে সমাহিত হইলে সূর্য্যের রূপমাত্র নির্ভাসিত হইবে। কেবল সেই রূপমাত্র জ্ঞানগোচর থাকিলে সূর্য্য-সম্বন্ধীয় অন্য বিষয়ের (নামাদির) বিস্মৃতি ঘটিবে। তাদৃশ, অন্যবিষয়শূন্য (সুতরাং শব্দ-অর্থ-জ্ঞান-বিকল্পের সংকীর্ণতাশূন্য) সূর্য্যরূপমাত্রকে, স্বরূপশূন্যের মত হইয়া ধ্যান করিলে চিত্ত যাদৃশ ভাব হয়, সেই ভাবমাত্রই নির্বিতর্ক প্রজ্ঞান। যাবতীয় স্থূল পদার্থকে তাদৃশভাবে দেখিলে যোগী তাহা প্রত্যক্ষে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টি গুণযুক্ত মাত্র দেখিবেন। বাক্যময়চিন্তা-জনিত যে ব্যবহারিক গুণসকল যাহা পদার্থে আরোপ করিয়া লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হয়, তাহার ভ্রান্তি তখন যোগীর হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্থূল দ্রব্যসকলের মধ্যে কেবল শব্দাদি পঞ্চগুণ বিকল্প-শূন্যভাবে তখন প্রজ্ঞারূঢ় থাকিবে। তাদৃশ প্রজ্ঞাময় চিত্ত অর্থাৎ যাহা কেবল তাদৃশ প্রজ্ঞার ভাবে সমাপন্ন, তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। ইহাই স্থূল ভূতের চরম-সাক্ষাৎকার। ইহার দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, কাঞ্চন আদি সম্বন্ধীয় লৌকিক মোহকর দৃষ্টি সম্যক্ বিগত হয়। কারণ, তখন স্ত্রী-পুত্রাদি কেবল কতকগুলি রূপ রস আদির সমাবেশ বলিয়া সাক্ষাৎ হয় ও সর্বদা উপলব্ধ হয়। স্থূল বিষয়-সম্বন্ধীয় বাক্যহীন চিন্তা নির্বিতর্ক ধ্যান। তাদৃশ ধ্যানে যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে তখন তাহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

(৩য়) সবিচারা সমাপত্তি :—নির্বিতর্কার বিকল্পশূন্য ধ্যানের দ্বারা সূর্যরূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সূক্ষ্মাবস্থাকে উপলব্ধি করার ইচ্ছায় যোগী প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা চিত্তেন্দ্রিয়কে স্থিরতর হইতে স্থিরতম করিলে সূর্যরূপের পরম সূক্ষ্মাবস্থার উপলব্ধি হইবে। তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। প্রথমতঃ শ্রুতানুমানপূর্ব্বক 'ভূতের কারণ তন্মাত্র' ইহা জানিয়া তৎপূর্ব্বক (বিচারপূর্ব্বক) চিত্তকে স্থির করিয়া সূক্ষ্ম ভূতের উপলব্ধির দিকে প্রবর্তিত করিতে হয় বলিয়া সবিচারা সমাপত্তি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ। ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া হয়। অর্থাৎ সূর্য্যের স্থিতির দেশে (সর্ব্বত্র নহে), সূর্য্যের বর্তমান বা ব্যক্তরূপের দ্বারা (অতীতানাগত রূপের দ্বারা নহে) এবং সূর্য্যের চক্ষুর্গ্রাহ্য জ্যোতি-র্ধর্মরূপ নিমিত্তের দ্বারাই ঐ প্রজ্ঞা হয়।

রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎ হইলে নীল পীত আদি অসংখ্য রূপের মধ্যে কেবল একাকার রূপ-পরমাণু যোগী প্রত্যক্ষ করেন। শব্দাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহ্য বিষয় হইতে আমাদের যে সুখ, দুঃখ ও মোহ হয়, তাহা স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া হয়। কারণ, স্থূল বিষয়ের নানা ভেদ আছে এবং সেই ভেদ হইতেই সুখদুঃখাদি সংঘটিত হয়। সুতরাং একাকার সূক্ষ্ম বিষয়ের উপলব্ধি হইলে বৈষয়িক সুখ, দুঃখ ও মোহ সম্যক্ বিগত হইবে।

"ইহা সুখাদিশূন্য তন্মাত্র" "ইহা এবম্প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়" ইত্যাদি শব্দাদি-বিকল্প-সংকীর্ণ। প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে, তখন তাহাকে সূক্ষ্মভূত-বিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

কেবল তন্মাত্র সবিচারা সমাপত্তির বিষয় নহে। তন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থই সবিচারার বিষয়।

(৪র্থ) নির্বিচারা সমাপত্তি :—সবিচারায় কুশলতা হইলে যখন শব্দাদির সংকীর্ণ স্মৃতি অপগত হইয়া কেবল সূক্ষ্ম বিষয়মাত্রের নির্ভাসক সমাধি হয়—তাদৃশ বিকল্পহীন ধ্যেয় ভাবরূপে চিত্ত যখন পূর্ণ থাকে—তখন তাহাকে নির্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

নির্বিচারা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ তাহা সর্ব্বদেশস্থ বিষয়ের, সর্ব্বকালব্যাপি বিষয়ের এবং যুগপৎ সর্ব্বধর্ম্মের নির্ভাসক। সবিচারায় ধর্মবিশেষকে নিমিত্ত করিয়া তাহার নৈমিত্তিক স্বরূপ এক বিষয়ের প্রজ্ঞা হয়। নির্বিচারায় সর্ব্বধর্ম্মের যুগপৎ জ্ঞান হওয়াতে পূর্ব্বাপর বা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকে না। ইহাই নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ।

সূক্ষ্মভূতমাত্র-নির্ভাসা নির্বিচারা সমাপত্তি গ্রাহ্য-বিষয়ক। ইন্দ্রিয়গত (মনকেও ইন্দ্রিয় ধরিতে হইবে) প্রকাশশীল অভিমান (অহঙ্কার) বা আনন্দমাত্র বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহণ-বিষয়ক। ইহা ইন্দ্রিয়ের কারণভূত অস্মিতাখ্য অভিমান-বিষয়ক হইল। আর অস্মীতিমাত্র বা অস্মিতা-মাত্র যে ভাব তদ্বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহীতৃ-বিষয়ক নির্বিচারা।

অলিঙ্গ বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে ধ্যেয় বিষয় করিয়া নির্বিচারা সমাপত্তি হয় না। কারণ, অব্যক্ত ধ্যেয় আলম্বন নহে, কিন্তু তাহা লীনাবস্থা। তাহাতে বলেন "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥"

'অব্যক্তমাত্র-নির্ভাস' এরূপ সমাধি হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ প্রজ্ঞাও নাই। তবে প্রকৃতিলয়কে 'অব্যক্তাপত্তি' বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সমাপত্তির ন্যায়

সম্প্রজ্ঞাত যোগ নহে। তবে অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি হইতে পারে। চিত্তের লীনাবস্থার সম্প্রাপ্তি ঘটিলে তদনুস্মৃতিপূর্ব্বক অব্যক্ত-বিষয়ক যে সবিচারা প্রজ্ঞা হয়, তাহাই অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি। ('তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি। তেষামহঙ্কারঃ, অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চালিঙ্গাৎ পরং সূক্ষ্মমস্তি। নন্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং ন চৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। সূক্ষ্মবিষয়ত্ব অলিঙ্গে (১) বা অব্যক্তে পর্য্যবসিত হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—পার্থিব অণুর (২) গন্ধতন্মাত্র (-রূপ অবস্থা) সূক্ষ্ম বিষয়। জলীয় অণুর রসতন্মাত্র, তৈজসের রূপতন্মাত্র, বায়বীয়ের স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশের শব্দতন্মাত্র সূক্ষ্ম বিষয়। তন্মাত্রের অহঙ্কার, আর অহঙ্কারের লিঙ্গমাত্র (বা মহত্তত্ত্ব) সূক্ষ্ম বিষয়। লিঙ্গমাত্রের অলিঙ্গ সূক্ষ্ম বিষয়। অলিঙ্গ হইতে আর অধিক সূক্ষ্ম নাই। যদি বল তাহা হইতে পুরুষ সূক্ষ্ম? সত্য, কিন্তু যেমন লিঙ্গ হইতে অলিঙ্গ সূক্ষ্ম, পুরুষের সূক্ষ্মতা সেরূপ নহে, কেননা, পুরুষ লিঙ্গমাত্রের অন্বয়ী কারণ (উপাদান) নহেন, কিন্তু তাহার হেতু বা নিমিত্ত কারণ (৩)। অতএব প্রধানেই সূক্ষ্মতা নিরতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৫। (১) অলিঙ্গ = যাহা কিছুতে লয় হয় তাহা লিঙ্গ, যাহার লয় নাই তাহা অলিঙ্গ। অথবা যাহার কোন কারণ নাই বলিয়া যাহা কাহারও (স্বকারণের) অনুমাপক নহে তাহাই অলিঙ্গ। 'ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্' (ভোজবৃত্তি)। প্রধানই অলিঙ্গ।

৪৫। (২) পার্থিব অণুর দ্বিবিধ অবস্থা,—এক প্রচিত অবস্থা, যাহা নানাবিধ গন্ধরূপে অবভাত হয়, আর, অন্য সূক্ষ্ম, নানাত্বশূন্য, গন্ধমাত্র অবস্থা। অতএব গন্ধতন্মাত্রই পার্থিব অণুর সূক্ষ্ম বিষয়। জলাদি অণুরও তাদৃশ নিয়ম।

তন্মাত্রসকল ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞান-স্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞানের বাহ্য হেতু ভূতাদি নামক বিরাট্ পুরুষের অভিমান, কিন্তু শব্দাদিরা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বিকারবিশেষ। তন্মাত্র-জ্ঞান কালিকপ্রবাহরূপ (কারণ, পরমাণুতে দৈশিক বিস্তার স্ফুটভাবে নাই)। কালিকপ্রবাহ-স্বরূপ জ্ঞান হইলে, তাহাতে স্ফুট চিত্তক্রিয়া থাকে। সুতরাং তন্মাত্র-জ্ঞান ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণমূলক বা অহংকারমূলক। অতএব তন্মাত্রের সূক্ষ্ম বিষয় অহঙ্কার। জ্ঞানের বিকার বা অবস্থান্তরের প্রবাহ অথবা মনের বিকারপ্রবাহের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ('আমি জানছি

আবৃত্তি'—এরূপে) অহঙ্কার উপলব্ধি করিতে হয়। অহংকারের সূক্ষ্ম বিষয় মহত্তত্ত্ব বা অস্মিতামাত্র। মহত্তের সূক্ষ্ম বিষয় প্রকৃতি।

৪৫। (৩) প্রকৃতি যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহদাদি রূপে পরিণত হয়, পুরুষ সেরূপ হন না। তবে পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট না হইলেও প্রকৃতির ব্যক্ত পরিণাম হয় না; সুতরাং পুরুষ মহদাদির নিমিত্ত-কারণ।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ। তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ, সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারো নির্বিচার ইতি চতুর্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। তাহারাই সবীজ সমাধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই চারি প্রকার সমাপত্তি বহির্বস্তুবীজা (১), সেই হেতু তাহারা সমাধি হইলেও সবীজ সমাধি। তাহার মধ্যে স্থূল বিষয়ে সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা, আর সূক্ষ্ম বিষয়ে সবিচারা ও নির্বিচারা এইরূপে সমাধি চারি প্রকারে উপসংখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৬। (১) বহির্বস্তু = আত্মভিন্ন দৃশ্য বস্তু (গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য) বা প্রাকৃত বস্তু। সমাপত্তিসকল দৃশ্য পদার্থকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহারা বহির্বস্তুবীজ।

নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যম্। যদা নির্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথা চোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্যাশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি" ॥ ৪৭ ॥

৪৭। নির্বিচারের বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ (১) হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অশুদ্ধি (রজস্তমোবহুলতা)-রূপ আবরকমলমুক্ত, প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত, স্বচ্ছ, স্থিতিপ্রবাহ, তাহাই বৈশারদ্য। যখন নির্বিচার সমাধির এইরূপ বৈশারদ্য জন্মায়, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় অর্থাৎ যথাভূতবস্তু-বিষয়ক, ক্রমহীন বা যুগপৎ সর্বভাসক স্ফুটপ্রজ্ঞালোক বা সাক্ষাৎকার-জনিত বিজ্ঞানালোক হয় (২)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে—"পর্বতস্থ পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখেন, তেমনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং অশোচ্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত শোকশীল জনকে দেখেন"।

টীকা। ৪৭। (১) (২) অধ্যাত্মপ্রসাদ। অধ্যাত্ম = গ্রহণ বা করণ-শক্তি, তাহার প্রসাদ বা নৈর্মল্য। রজস্তমোমলশূন্য হইলে যে বুদ্ধিতে প্রকাশগুণের উৎকর্ষ হয়, তাহাই অধ্যাত্মপ্রসাদ। বুদ্ধিই প্রধান আধ্যাত্মিক ভাব সুতরাং তাহার প্রসাদ হইলেই যাবতীয় করণ প্রসন্ন হয়। জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ হওয়াতে তৎকালে যাহা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আর সেই জ্ঞান সাধারণ অবস্থার জ্ঞানের ন্যায় ক্রমশ থোকে থোকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাতে জ্ঞেয় বিষয়ের সমস্ত ধর্ম যুগপৎ প্রভাসিত হয়। আর সেই প্রজ্ঞা শ্রুতানুমানিক প্রজ্ঞা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎকার-জনিত প্রজ্ঞা। অনুমান ও আগমের জ্ঞান সামান্য-বিষয়ক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিশেষ-বিষয়ক, তাহা এই সমাধি-প্রত্যক্ষের চরম উৎকর্ষ; সুতরাং ইহার দ্বারা চরম বিশেষসকলের জ্ঞান হয়। ঋষিগণ এইরূপ প্রজ্ঞা-লাভ করিয়া যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রুতি। প্রথমে সেই অলৌকিক বিষয় প্রজ্ঞাত হইয়া, লৌকিকী দৃষ্টি হইতে অনুমানের দ্বারা কিরূপে অলৌকিক বিষয়ের সামান্য-জ্ঞান হয়, ঋষিরা তাহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহাই মোক্ষদর্শন।

ফলতঃ নির্ব্বিচারা সমাপত্তির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা এবং শ্রুতানুমান-জনিত সাধারণ প্রজ্ঞা অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ। পঙ্কিল ঘোলা জল ও তুষারগলা জলে যেরূপ প্রভেদ উহাদেরও তদ্রূপ প্রভেদ।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থা চ সা, সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তীতি, তথা চোক্তম্ "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" ইতি ॥ ৪৮ ॥

৪৮। সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয় তাহার নাম ঋতম্ভরা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে সমাহিতচেতার যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা বা সত্যপূর্ণা। তাহা (সেই প্রজ্ঞা) অন্বর্থা (নামানুযায়ী অর্থবতী)। তাহা সত্যকেই ধারণ করে। তাহাতে বিপর্য্যাসের গন্ধমাত্রও নাই। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে—"আগম, অনুমান ও আদরপূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাস এই ত্রিপ্রকারে প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদন করিয়া, উত্তম যোগ বা নির্ব্বীজ সমাধিলাভ করা যায়" (১)।

টীকা। ৪৮। (১) শ্রুতিও বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার বা দর্শন হয়। বস্তুতঃ শ্রবণ করিয়া কেহ যদি জানে "আত্মা বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অথবা তত্ত্বসকল এই এই রূপ, অথবা এই প্রকার অবস্থার নাম মোক্ষ (দুঃখ-নিবৃত্তি)" তাহা হইলে তাহার বিশেষ কিছু হয় না। সেইরূপ অনুমানের দ্বারা পুরুষ ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্তা-নিশ্চয় হইলে কেবল তাহাতেই দুঃখনিবৃত্তি ঘটিবার কিছুমাত্র আশা নাই।

কিন্তু, 'আমি শরীরাদি নহি,' 'বাহ্য বিষয় দুঃখময় ও ত্যাজ্য,' 'বৈষয়িক সংকল্প করিব না' ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা বা ধ্যান করিলে যখন উহাদের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে, তখনই লোকের প্রকৃত সাধন হইবে। 'আমি শরীর নহি' ইহা যদি শত শত যুক্তির দ্বারা

কেহ জানে, কিন্তু শরীরের দুঃখে ও সুখে সে যদি বিচলিত হয়, তবে তাহার জ্ঞানে এবং অজ্ঞ অন্য লোকের জ্ঞানে প্রভেদ কি? উভয়ই তুল্যরূপে বদ্ধ।

নির্বিচার সমাধির দ্বারা বিষয়ের যাহা জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা উত্তম জ্ঞান আর কিছুতে হইতে পারে না। তজ্জন্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। ঋত অর্থে সাক্ষাৎ অনুভূত সত্য (১।৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। সা পুনঃ—

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়ং, ন হ্যাগমেন শক্যো বিশেষোঽভিধাতুং, কস্মাৎ? ন হি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ, যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তম্। অনুমানেন চ সামান্যেনোপসংহারঃ, তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি। ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনঃ লোক-প্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ন চাস্য বিশেষস্যাপ্রামাণিকস্যাভাবোঽস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব স বিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাদ্ ইতি ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর সেই প্রজ্ঞা—

৪৯। শ্রুতানুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষ-বিষয়ক ॥ সু

শ্রুত = আগমবিজ্ঞান, (১।৭ সূত্র দ্রষ্টব্য) তাহা সামান্য-বিষয়ক। আগমের দ্বারা কোন বিষয় বিশেষরূপে অভিহিত হইতে পারে না, কেননা—শব্দ বিশেষ অর্থে সঙ্কেতীকৃত হয় না। সেইরূপ অনুমানও সামান্য বিষয়; যেখানে প্রাপ্তি বা হেতুপ্রাপ্তি সেইখানে গতি (১) অর্থাৎ অবগতি, আর যেখানে অপ্রাপ্তি সেইখানে অগতি; ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব অনুমানের দ্বারা সামান্যমাত্রোপসংহার হয়। সেই কারণে শ্রুতানুমানের কোন বিষয়ই বিশেষ নহে। আর এই সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর লোক-প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ হয় না। কিন্তু অপ্রামাণিক (আগম, অনুমান ও লোক-প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণশূন্য) এই বিশেষার্থের যে সত্তা নাই, এরূপও নহে। যেহেতু সেই সূক্ষ্মভূতগত বা পুরুষগত (গ্রহীতৃগত) বিশেষ সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য। অতএব বিশেষার্থত্বহেতু (সামান্য-বিষয়া) শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞা হইতে তাহা ভিন্ন-বিষয়া।

টীকা। ৪৯। (১) যাবন্মাত্রের হেতু পাওয়া যায়, তাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়; অন্যাংশের হয় না। ধূম দেখিয়া 'অগ্নি আছে' এতাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়, কিন্তু অগ্নির আকার-প্রকার আদি যে যে বিশেষ আছে, তাহার আনুমানিক জ্ঞানের জন্য অসংখ্য হেতু জানা আবশ্যক, কিন্তু তাহা জানার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অনুমানের দ্বারা মাত্র অল্পাংশেরই জ্ঞান হয়।

শ্রুত-জ্ঞান এবং আনুমানিক-জ্ঞান শব্দ-সহায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শব্দসকল, বিশেষতঃ গুণবাচী শব্দসকল, জাতির বা সামান্যের নাম। সুতরাং শব্দ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞান।

ভাষ্যম্। সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে—

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারো ব্যুত্থানসংস্কারাশয়ং বাধতে। ব্যুত্থান-সংস্কারাভিভবাৎ তৎ-প্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞা-কৃতাঃ সংস্কারা ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। কথ-মসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশক্ষয়-হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্বন্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি। খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধিপ্রজ্ঞার লাভ হইলে যোগীর নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার উৎপন্ন হয়—

৫০। তজ্জাত সংস্কার (১) অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী ॥ সূ

সমাধিপ্রজ্ঞা-প্রভব সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারাশয়কে নিবারিত করে। ব্যুত্থান-সংস্কার-সকল অভিভূত হইলে তজ্জাত প্রত্যয়সকল আর হয় না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সমাধি উপস্থিত হয়; তাহা হইতে পুনশ্চ সমাধিপ্রজ্ঞা, আর সমাধিপ্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার। এইরূপে নূতন নূতন সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা, পুনশ্চ প্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞা-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সংস্কারাধিক্য কেন চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (২) করে না?—সেই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্লেশক্ষয়কারী বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট করে না। চিত্তকে তাহারা স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করায়। চিত্তচেষ্টা (বিবেক-) খ্যাতি পর্য্যন্তই থাকে (৩)।

টীকা। ৫০। (১) চিত্তের কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহার যে ছাপ বা পুতভাব থাকে তাহাকে সংস্কার বলে। জ্ঞান-সংস্কারের অনুভবের নাম স্মৃতি, আর ক্রিয়া-সংস্কারের উত্থানের নাম স্বারসিক চেষ্টা (automatic action)। প্রত্যেক জায়মান-জ্ঞান ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম, সংস্কার-সহায়ে উৎপন্ন হয়। সাধারণ জেবীর পক্ষে পূর্ব্ব সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কোন বিষয় জানিবার বা করিবার সম্ভাবনা নাই।

সংস্কারসকল দুই ভাগে বিভাজ্য—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও বিদ্যামূলক। বিদ্যা অবিদ্যার প্রতিপক্ষী বলিয়া বিদ্যা-সংস্কার অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে নাশ করে। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিজাত প্রজ্ঞাসমূহ বিদ্যার উৎকর্ষ, আর বিবেকখ্যাতি বিদ্যার চরম অবস্থা। অতএব সমাধির প্রজ্ঞার সংস্কার অবিদ্যামূলক সংস্কারকে সমূলে নাশ করিতে সক্ষম। অবিদ্যামূলক সংস্কারসমূহ ক্ষীণ হইলে চিত্তের চেষ্টাসমূহও ক্ষীণ হয়, কারণ, রাগদ্বেষ আদি অবিদ্যাংশই সাধারণ চিত্তচেষ্টার হেতু।

"জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য" ইহা ভাষ্যকার অন্যত্র (১।১৬ সূ) বলিয়াছেন। অতএব সম্প্রজ্ঞাতযোগের প্রজ্ঞা (তত্ত্ব-জ্ঞান) ও বিবেকখ্যাতি হইতে বিষয়-বৈরাগ্যই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ পরবৈরাগ্য-সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারের প্রতিবন্ধী।

৫০। (২) অধিকার = বিষয়ের উপভোগ বা ব্যবসায়। সংস্কার হইতে সাধারণতঃ চিত্ত বিষয়াভিমুখ হয়; অতএব সংশয় হইতে পারে যে, সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কারও চিত্তকে অধিকার-বিশিষ্ট করিবে। কিন্তু তাহা নহে। সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কার অর্থে যাহাতে চিত্তের বিষয়-গ্রহণ রোধ হয় এরূপ ক্লেশবিরোধী সত্য-জ্ঞানের সংস্কার। তাদৃশ সংস্কার যত প্রবল হইবে ততই চিত্তের কার্য্য রুদ্ধ হইবে।

৫০। (৩) সম্প্রজ্ঞানের চরম অবস্থা যে বিবেকখ্যাতি, তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্তের ব্যবসায় সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। তাহার দ্বারা সর্ব্বদুঃখের আধার-স্বরূপ বিকারশীল বুদ্ধির এবং পুরুষের বা শান্ত আত্মার পৃথক্ত্ব উপলব্ধ হওয়াতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয়।

ভাষ্যম্। কিঞ্চাস্য ভবতি—

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি। কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধত ইতি। নিরোধস্থিতিকালক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্। ব্যুত্থাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাং প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে। তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যস্মাদ্ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ত্ততে। তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধমুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্য-প্রবচনে বৈয়াসিকে সমাধিপাদঃ প্রথমঃ।

ভাষ্যানুবাদ—আর তাদৃশ চিত্তের কি হয়?—

৫১। তাহারও (সম্প্রজ্ঞানেরও সংস্কারসমূহের) নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হইতে নির্ব্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয় ॥ (১) সূ

তাহা (নির্ব্বীজ সমাধি) যে কেবল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিরোধী তাহা নহে, অপিচ, তাহা প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরও প্রতিবন্ধী। কেননা—নিরোধজাত বা পরবৈরাগ্যজাত সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সংস্কারসকলকেও নাশ করে। নিরোধ-স্থিতির যে কালক্রম, তাহার অনুভব হইতে নিরুদ্ধ-চিত্তকৃত-সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমেয়। ব্যুত্থানের নিরোধরূপ যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তজ্জাত সংস্কারসকলের সহিত ও কৈবল্যভাগীয় (২) সংস্কারসকলের সহিত, চিত্ত নিজের অবস্থিতা বা নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সেকারণ সেই প্রজ্ঞা-সংস্কারসকল চিত্তের অধিকারবিরোধী হয় কিন্তু স্থিতিহেতু হয় না। যেহেতু অধিকার শেষ হইলে কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত বিনিবর্ত্তিত হয়। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন, সেইহেতু তাঁহাকে শুদ্ধমুক্ত বলা যায়।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সমাধি পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫১। (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বা সম্প্রজ্ঞানের সংস্কার তত্ত্ব-বিষয়ক। তত্ত্বসকলের স্বরূপের প্রজ্ঞা হইলে পরে দৃশ্যতত্ত্ব হইতে পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে এবং দৃশ্যের হেয়ত্বের চরমপ্রজ্ঞা হইলে, পরবৈরাগ্যদ্বারা দৃশ্যের প্রজ্ঞা এবং তাহার সংস্কারও হেয়-পক্ষে ন্যস্ত হয়। তজ্জন্য নিরোধ সমাধির সংস্কার সম্প্রজ্ঞানের ও তাহার সংস্কারের বিরোধী বা নিবৃত্তিকারী।

নিরোধ প্রত্যয়স্বরূপ নহে অতএব তাহার সংস্কার হয় কিরূপে ?—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। উত্তর যথা—নিরোধ বস্তুত ভগ্ন-ব্যুত্থান, তাহারই সংস্কার হয়। যেমন এক ভগ্ন ভগ্ন রেখার স্থাপ, তাহাকে এক রেখার ভগ্ন অবস্থা বলা যাইতে পারে অথবা অ-রেখার ভগ্নতাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরবৈরাগ্যের সংস্কার হইতে পারে। তাহার কার্য্য কেবল নিরোধ আনয়ন করা। তাহা চিত্তকে উত্থিত হইতে দেয় না। বৃত্তির লয়ের ও উদয়ের মধ্যে যে ক্ষণিক নিরোধ সর্ব্বদাই হইতেছে, নিরোধ-সমাধিতে তাহা সেরূপ ক্ষণিক নহে। তখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিধর্ম্মের নাশ হয় না কিন্তু পুরুষোপদর্শ স্বরূপ হেতুতে তাহাদের যে বিষয় ক্রিয়া হইতেছিল তাহা (ঐ হেতুর অর্থাৎ সংযোগের অভাবে) আর থাকে না। ১।১৮ (৩) দ্রষ্টব্য।

একবার অসম্প্রজ্ঞাত নিরোধ হইলেই তাহা সর্ব্বকালস্থায়ী হয় না, কিন্তু তাহা অভ্যাসের দ্বারা বিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তাহারও সংস্কার হয়। সেই স্বভাবজনিত চিত্তলয়কে নিরোধ-ক্ষণ বলা যায়। তাহা চিত্তের পরবৈরাগ্যমূলক লীন অবস্থা। পরবৈরাগ্য সম্যক্ সিদ্ধ হইলে এবং শাশ্বত নিরোধের সংকল্পপূর্ব্বক নিরোধ করিলে চিত্ত আর পুনরুত্থিত হয় না। এরূপ নিরোধ করিবার ক্ষমতা হইলেও যাঁহারা নির্মাণ-চিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিরুদ্ধ করেন, তাঁহাদের চিত্ত সেই কালের পর নির্মাণ-চিত্তরূপে উত্থিত হয়। ঈশ্বর এইরূপে কল্পের নিরোধ করিয়া কল্পান্তকালে, ভক্ত সংসারী পুরুষদের জ্ঞানধর্ম্মোপদেশ দিয়া উদ্ধার করেন, ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত। (শঙ্কানিরাস — ঈশ অনুগ্রহ কিরূপ ? দ্রষ্টব্য)।

৫১। (২) ব্যুত্থানের বা বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরোধরূপ যে সমাধি তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; তাহার সংস্কার। কৈবল্যভাগীয় সংস্কার—নিরোধজ সংস্কার। সাধিকার—ভোগ ও অপবর্গের জনক চিত্ত সাধিকার। অপবর্গ হইলে অধিকারসমাপ্তি হয়।

সম্প্রজ্ঞানজ সংস্কার ব্যুত্থানকে নাশ করে, বিক্ষিপ্ত ব্যুত্থান সম্যক্ বিগত হইলেও চিত্তে সম্প্রজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি থাকে। প্রান্তভূমিকা (২।২৭ সূত্র) প্রাপ্ত হইয়া বিষয়াভাবে সম্প্রজ্ঞান (ও তৎসংস্কার) বিনিবৃত্ত হয়। সম্প্রজ্ঞানের বিনিবৃত্তিই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত। এইরূপে নিরোধ সম্পূর্ণ হইয়া চিত্তলীন হইলেই তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। অতএব প্রজ্ঞা ও নিরোধ সংস্কার চিত্তের অধিকার বা বিষয়ব্যাপারের বিরোধী। তৎক্রমে চিত্ত সম্যক্ নিরুদ্ধ হয়, সম্যক্ নিরোধ এবং চিত্তের স্বকারণে শাশ্বতকালের জন্য প্রলয় হওয়া (বিনিবৃত্তি) একই কথা।

যদিও দ্রষ্টা সুখ ও দুঃখের অতীত অবিকারী পদার্থ, তথাপি চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টাকে শুদ্ধ বলা যায়। আর তদ্বিয়োগজনিত দুঃখনিবৃত্তি-হেতু দ্রষ্টাকে মুক্ত বলা যায়। বস্তুত এই শুদ্ধমুক্ত-পদ কেবল চিত্তের ভেদ ধরিয়া পুরুষের আখ্যামাত্র। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই আছেন ও থাকেন; চিত্ত ব্যুত্থিত হইয়া উপদৃষ্ট হয়, আর লীন হইয়া উপদৃষ্ট হয় না, এই চিত্তভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি হইতে পুরুষকে বদ্ধ ও মুক্ত বলা যায়

প্রথম পাদ সমাপ্ত

সাধনপাদঃ

ভাষ্যম্। উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাদ্ ইত্যেতদারভ্যতে—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি। অনাদিকর্ম্মক্লেশবাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধি-র্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যত ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্য-মিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ (পূর্ব্ব পাদে) উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিরূপে ব্যুত্থিতচিত্ত সাধকও যোগযুক্ত হইতে পারেন, তাহা বলিবার জন্য এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন—

১। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ ॥ (১) সূ

অতপস্বীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অনাদিকালীন কর্ম্ম ও ক্লেশের বাসনার দ্বারা বিচিত্র (সাহজিক), আর বিষয়জাল-সমাযুক্ত অশুদ্ধি বা যোগান্তরায় চিত্তমল, তাহা তপস্যাব্যতীত সংভিন্ন অর্থাৎ বিরল বা ছিন্ন হয় না। এইহেতু তপঃ সাধনীয়। চিত্তপ্রসাদকর নির্ব্বিঘ্ন তপস্যাই (যোগীদের) সেব্য বলিয়া (আচার্য্যেরা) বিবেচনা করেন। স্বাধ্যায় = প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ, অথবা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান = পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত কার্য্যের অর্পণ অথবা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ।

টীকা। ১। (১) যোগকে বা চিত্তস্থৈর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া যেসব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, অথবা যেসমস্ত ক্রিয়া বা কর্ম্ম যোগের গৌণভাবে সাধক, তাহারাই ক্রিয়া-যোগ। তাহারা (সেই কর্ম্ম) তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত, যথা—তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান।

তপঃ—বিষয়সুখ ত্যাগ অর্থাৎ কষ্টসহন করিয়া যে যে কর্ম্মে আপাততঃ সুখ হয়, সেই সেই কর্ম্মের নিরোধের চেষ্টা করা। সেই তপস্যাই যোগের অনুকূল যাহার দ্বারা ধাতুবৈষম্য না ঘটে, এবং যাহার ফলে রাগদ্বেষাদিমূলক সহজ কর্ম্মসকল নিরুদ্ধ হয়। তপঃ প্রভৃতির বিবরণ ২।৩২ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়ারূপ যোগ = ক্রিয়া-যোগ। অর্থাৎ যোগের বা চিত্ত-নিরোধের উদ্দেশে ক্রিয়া করা = ক্রিয়া-যোগ। বস্তুতঃ তপ আদি (মৌন, প্রাণায়াম, ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণ প্রভৃতি) সহজ দুষ্ট কর্ম্মের নিরোধের প্রযত্নস্বরূপ। তপ = শারীর ক্রিয়া-যোগ, স্বাধ্যায় বাচিক, ও ঈশ্বর-প্রণিধান মানস ক্রিয়া-যোগ। অহিংসাদি ঠিক ক্রিয়া নহে কিন্তু ক্রিয়ার সংবরণ বা ক্রিয়া না করা। তাহাতে যে কষ্টসহন হয় তাহা তপস্যার অন্তর্গত।

ভাষ্যম্। স হি ক্রিয়া-যোগঃ—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি। প্রতনূকৃতান্ ক্লেশান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতীতি, তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ

ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্যতামাত্রখ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্রিয়া-যোগ—

২। সমাধিভাবনের জন্য ও ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত (কর্ত্তব্য)॥ সূ

ক্রিয়া-যোগ সম্যক্-রূপে (১) সেব্যমান হইলে তাহা সমাধি অবস্থাকে ভাবিত করে এবং ক্লেশসকলকে প্রকৃষ্ট-রূপে ক্ষীণ করে। প্রক্ষীণীকৃত ক্লেশসকলকে প্রসংখ্যানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা করে। তাহারা প্রক্ষীণ হইলে ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্টা (অনভিভূতা), বুদ্ধি-পুরুষের ভিন্নতামাত্রখ্যাতিরূপা সূক্ষ্মা যোগজপ্রজ্ঞা গুণচেষ্টাশূন্যত্বহেতু প্রবিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা। ২। (১) ক্রিয়া-যোগের দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি অর্থাৎ করণ-সকলের রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা। সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে চিত্ত সমাধির অভিমুখ হয়। আর অশুদ্ধিই ক্লেশের প্রবল অবস্থা, সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে ক্লেশ ক্ষীণ বা তনূভূত হয়।

ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে তবে নাশের যোগ্য হয়। সম্যক্ প্রতনূকৃত ক্লেশ প্রসংখ্যানের বা সম্প্রজ্ঞানের বা বিবেকের দ্বারা অপ্রসবধর্ম্মা হয়। দগ্ধবীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজ-কল্প ক্লেশের আর বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। উদাহরণ যথা —"আমি শরীর" ইহা এক অবিদ্যামূলক ক্লিষ্টা বৃত্তি। সমাধি-বলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে "আমি" যে "শরীর নহি" তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তাহাতে—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" (গীতা) এই অবস্থা হয়। সমাপত্তি-অবস্থায় সেই প্রজ্ঞায় চিত্ত সর্ব্বক্ষণ সমাপন্ন থাকে, তখন "আমি শরীর" এই ক্লেশ-বৃত্তি দগ্ধবীজের মত হয়। কারণ তখন "আমি শরীর" এরূপ বৃত্তির সংস্কার হইতে আর তৎসদৃশ বৃত্তি উঠে না। তখন "আমি শরীর" এই অভিমানমূলক সমস্ত ভাব সর্ব্বকালের জন্য নিবৃত্ত হয়।

"আমি শরীর" ইহার সংস্কার ক্লিষ্ট সংস্কার, আর "আমি শরীর নহি" ইহার সংস্কার অক্লিষ্ট বা বিদ্যামূলক সংস্কার। ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞা-সংস্কার। বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্ত্বখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) পূর্ব্বক পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে ঐ প্রজ্ঞা-সংস্কারসকল বা ক্লেশের দগ্ধবীজভাবও বিলীন হয়। (১।৫০ ও ২।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। দগ্ধবীজ অবস্থাই ক্লেশের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা সম্প্রজ্ঞার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আর ক্লেশের তনু বা ক্ষীণ অবস্থা ক্রিয়া-যোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

উপর্য্যুক্ত উদাহরণে "আমি শরীর নহি" এরূপ জ্ঞানের হেতু সমাধি এবং তাহার সহায়ভূত ক্লেশের ক্ষীণতা। সমাধি ও ক্লেশক্ষয়ের হেতু ক্রিয়া-যোগ। তপস্যার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্য, স্বাধ্যায়ের (শ্রবণ ও মনন-জাত জ্ঞানের অভ্যাসের) দ্বারা সাক্ষাৎ-কারোন্মুখতা এবং ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা চিত্তৈকাগ্র্য সাধিত হইয়া সমাধি ভাবিত (উদ্ভূত) হয় ও প্রবল ক্লেশসকল ক্ষীণ হয়।

ভাষ্যম্। অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি?—

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ॥ ৩॥

ক্লেশা ইতি পঞ্চ বিপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ, তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢয়ন্তি পরিণামমবস্থাপয়ন্তি কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রা ভূত্বা (তন্ত্রীভূত্বা ইতি পাঠান্তরম্) কর্ম্মবিপাকং চাভিনির্হরন্তি ইতি॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লেশের নাম কি ও তাহারা কয়টি ?—

৩। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ সূ

ক্লেশ অর্থাৎ পঞ্চ বিপর্য্যয় (১)। তাহারা স্যন্দমান অর্থাৎ সমুদাচারযুক্ত বা লব্ধবৃত্তিক হইয়া গুণাধিকারকে দৃঢ় করে, পরিণাম অবস্থাপিত করে, কার্য্যকারণ-স্রোত উন্নমিত বা উদ্ভাবিত করে, পরস্পর মিলিত বা সহায় হইয়া কর্ম্মবিপাক নিষ্পাদন করে।

টীকা। ৩। (১) সর্ব্ব ক্লেশের সাধারণ লক্ষণ কষ্টদায়ক বিপর্য্যস্ত জ্ঞান। ক্লেশের স্যন্দন হইলে অর্থাৎ ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন হইতে থাকিলে আত্মস্বরূপের অদর্শনজন্য গুণ-ব্যাপার বদ্ধমূল থাকে ; সুতরাং পরিণামক্রমে অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাদি কারণ-কার্য্য-ভাবকে প্রবর্ত্তিত করে, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে গুণসকল মহদাদি-ক্রমে পরিণত হইতে থাকে, আর মহদাদির ক্রিয়ারূপ কর্ম্মের মূলে মিলিত ক্লেশসকল থাকিয়া কর্ম্ম-বিপাক নিষ্পাদন করে।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্। অত্রাবিদ্যা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, উত্তরেষাম্ অস্মিতাদীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজ-ভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ। প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখী-ভূতে'প্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি, দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে। তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখীভাবে'পি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ, কথং ? রাগকালে ক্রোধস্যা-দর্শনাৎ, ন হি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি। রাগশ্চ ক্বচিদ্ দৃশ্যমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রো রক্ত ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিষ্যদ্‌বৃত্তিরিতি, স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ।

সর্ব্বে এবৈতে ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা ক্লেশ ইতি ? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি। সর্ব্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যা-ভেদাঃ কস্মাৎ ? সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে। যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্য্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্য্যাসপ্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনু ক্ষীয়ন্ত ইতি ॥ ৪ ॥

৪। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারি রূপে অবস্থিত অস্মিতাদি ক্লেশের প্রসব-ভূমি অবিদ্যা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এখানে অবিদ্যা ক্ষেত্র বা প্রসবভূমি, শেষসকলের অর্থাৎ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ব্বিকল্পিত অস্মিতাদির (১)। তন্মধ্যে প্রসুপ্তি কি ?—চিত্তে শক্তিমাত্ররূপে অবস্থিত ক্লেশের যে বীজভাবপ্রাপ্তি তাহা প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত ক্লেশের আলম্বনে (স্ববিষয়ে) সম্মুখীভাব বা অভিব্যক্তিই প্রবোধ। প্রসংখ্যানশালীর ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে তাহা সম্মুখস্থিত আলম্বন অর্থাৎ বিষয়-সন্নিকৃষ্ট হইলেও আর অঙ্কুরিত বা প্রবুদ্ধ হয় না। কারণ দগ্ধবীজের আর কোথায় প্ররোহ (অঙ্কুর) হইয়া থাকে ? এই হেতু ক্ষীণক্লেশ যোগীকে কুশল, চরমদেহ বলা যায় (২)। তাদৃশ যোগীতেই দগ্ধবীজ-ভাব-রূপ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা,

অন্যের (বিদ্বেষাদির) নহে। বিদ্যমান ক্লেশ-সকলের কার্যজনন-সামর্থ্য দগ্ধ হইয়া যায়; সেইহেতু বিষয়ের সন্নিকর্ষেও তাহাদের আর প্রবোধ হয় না। এইপ্রকারে যে প্রসুপ্তি এবং ক্লেশের দগ্ধবীজত্বহেতু প্ররোহাভাব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। তনুত্ব কথিত হইতেছে—প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা উপহত ক্লেশসকল তনু হয়। আর যাহারা সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সেইরূপে পুনরায় বৃত্তি লাভ করে তাহারা বিচ্ছিন্ন। কিরূপ? যথা —রাগকালে ক্রোধের অদর্শনহেতু, ক্রোধ রাগকালে লব্ধ-বৃত্তি হয় না। আর রাগ কোন এক বিষয়ে দেখা যায় বলিয়া যে তাহা বিষয়ান্তরে নাই এরূপও নহে। যেমন একটি স্ত্রীতে চৈত্র রক্ত বলিয়া সে যেমন অন্যাতে বিরক্ত নহে, সেইরূপ। কিন্তু তাহাতে (যাহাতে রক্ত) রাগ লব্ধবৃত্তি, আর অন্যাতে ভবিষ্যদ্‌বৃত্তি। ঐ সময়ে তাহা প্রসুপ্ত বা তনু বা বিচ্ছিন্ন থাকে। যাহা বিষয়ে লব্ধ-বৃত্তি তাহা উদার।

ইহারা সকলেই ক্লেশজননত্ব অতিক্রমণ করে না। (ইহারা সকলেই যদি একমাত্র ক্লেশ-জাতির অনুগত হইল) তবে ক্লেশ প্রসুপ্ত তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার (এরূপ বিভাগ) কেন? তাহা বলা যাইতেছে—উহা সত্য বটে, কিন্তু অবস্থা-বৈশিষ্ট্য হইতেই বিচ্ছিন্নাদি বিভাগ করা হইয়াছে। ইহারা যেমন প্রতিপক্ষ-ভাবনাদ্বারা নিবৃত্ত হয়, তেমনি স্বকীয় অভিব্যক্তি-হেতুদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সমস্ত ক্লেশই অবিদ্যা-ভেদ। কারণ সমস্তেতেই অবিদ্যা ব্যাপক-রূপে অবস্থিত। যে বস্তু অবিদ্যার দ্বারা আকারিত বা সমারোপিত হয়, তাহাকেই অন্য ক্লেশেরা অনুশয়ন করে (১)। ক্লেশসকল বিপর্যায় প্রত্যয়কালে উপলব্ধ হয়, আর অবিদ্যা ক্ষীয়মাণ হইলে ক্ষীণ হয়।

টীকা। ৪। (১) বস্তুত, অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশ অবিদ্যার প্রকারভেদ। অস্মিতাদি ক্লেশসকলের চারি অবস্থাভেদ আছে, যথা —প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। প্রসুপ্তি =বীজ বা শক্তি-রূপে স্থিতি। প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলে প্রবোধিত হয়। তনু =ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীভূত ক্লেশ। বিচ্ছিন্ন=ক্লেশান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাব। উদার= ব্যাপারযুক্ত,—যথা ক্রোধকালে দ্বেষ উদার রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া রাগ শমিত হইলে রাগকে তনু বলা যায়। সংস্কারাবস্থাই প্রসুপ্তি। যেসব নিশ্চিহ্ন বা অলক্ষ্য সংস্কার বর্তমানে ফলবান্ নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলবান্ হইবে তাহারা প্রসুপ্ত ক্লেশ। ক্লেশাবস্থা অর্থে এক একটি ক্লিষ্ট বৃত্তির অবস্থা।

প্রসুপ্ত ক্লেশ ও দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ কতক সাদৃশ্যযুক্ত। কারণ উভয়ই অলক্ষ্য। কিন্তু প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলেই উদার হইবে, আর দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ আলম্বন পাইলেও কখনও উঠিবে না। ভাষ্যকার তজ্জন্য দগ্ধবীজ-ভাবকে পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা বলিয়াছেন। উহা ঐ চারি অবস্থা হইতে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা। এবিষয়ে শাস্ত্র যথা— 'বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।' অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনঃ অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ ক্লেশসকল জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা তাহাদের দ্বারা পুনঃ ক্লিষ্ট হন না (শান্তি পর্ব)।

৪। (২) ক্লেশ দগ্ধবীজবৎ হইলেই তাদৃশ যোগী জীবন্মুক্ত হন। তদুত্তরেই চিত্তকে লীন করিয়া তাঁহারা কেবলী হন, সুতরাং তাঁহাদের (পুনর্জন্মাভাবে) সেই দেহই চরম দেহ।

৪। (৩) রাগাদি যে কিরূপে অবিদ্যামূলক বা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

ভাষ্যম্। তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্যথা ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথা অশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে শুচিখ্যাতিঃ, উক্তঞ্চ **"স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিঃস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ"** ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতির্দৃশ্যতে। নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে, নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যয়-(র্য্যাস-)প্রত্যয় ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ।

তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিদ্যা। তথানাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু, ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি, অনাত্মন্যাত্ম-খ্যাতিরিতি। তথৈতদত্রোক্তং **"ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ, তস্য ব্যাপদমনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধ"** ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবদ্ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথা অগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যদ্ বস্ত্বন্তরম্, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে (এই সূত্রে) অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইতেছে—

৫। অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্মবিষয়ে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মস্বরূপতাখ্যাতি অবিদ্যা ॥ সূ

অনিত্য কার্য্যে নিত্য-খ্যাতি, তাহা যথা—পৃথিবী ধ্রুবা, চন্দ্রতারকাযুক্ত আকাশ ধ্রুব, স্বর্গবাসীরা অমর ইত্যাদি। 'স্থান বীজ (১) উপষ্টম্ভ নিঃস্যন্দ নিধন ও আধেয়শৌচত্ব-হেতু পণ্ডিতেরা শরীরকে অশুচি বলেন' (শরীর এতপ্রকারে অশুচি বলিয়া কথিত হইয়াছে), তাদৃশ পরমবীভৎস অশুচি শরীরে শুচি-খ্যাতি দেখা যায়, (যথা) নব শশিকলার ন্যায় কমনীয়া এই কন্যার অবয়ব যেন মধু বা অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত, বোধ হয় যেন চন্দ্র ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, চক্ষু যেন নীলোৎপলপত্রের ন্যায় আয়ত। হাবগর্ভ লোচনের (কটাক্ষের) দ্বারা যেন জীবলোককে আশ্বাসিত করিতেছে। এইরূপে কাহার কিসের সহিত সম্বন্ধ (উপমা)। এই প্রকারে অশুচিতে শুচি-বিপর্য্যাস-জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা অপুণ্যে পুণ্য-প্রত্যয় ও অনর্থে (যাহা হইতে আমাদের অর্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই) অর্থ-প্রত্যয়ও ব্যাখ্যাত হইল।

দুঃখে সুখখ্যাতিও বলিবেন (২।১৫ সূত্রে) 'পরিণাম তাপ ও সংস্কারদুঃখ-হেতু এবং গুণ-বৃত্তিসকলের বিরোধের জন্য বিবেকী পুরুষের নিকট সমস্তই দুঃখ'। এই দুঃখে সুখ-খ্যাতি অবিদ্যা। সেইরূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্মখ্যাতি, যথা—চেতনাচেতন বাহ্য উপকরণে (পুত্র-পশু-শয্যাদিতে), বা ভোগাধিষ্ঠান শরীরে বা পুরুষোপকরণরূপ মনে, এই সকল অনাত্মবিষয়ে আত্মখ্যাতি। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখ আচার্য্যের দ্বারা) "যাহারা

ব্যক্ত বা অব্যক্ত সত্ত্বকে (চেতন ও অচেতন বস্তুকে) আত্মরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সম্পত্তিকে আত্মসম্পদ্ মনে করিয়া আনন্দিত হয়, আর তাহাদের বিপত্তিকে আত্মবিপদ্ মনে করিয়া অনুশোচনা করে, তাহারা সকলেই মূঢ়।" এই অবিদ্যা চতুষ্পাদ। ইহা ক্লেশ-প্রবাহের ও সবিপাক কর্ম্মাশয়ের মূল। "অমিত্র" বা "অগোষ্পদ" ন্যায় অবিদ্যারও বস্তুত্ব আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন 'অমিত্র' মিত্রাভাব নহে, বা 'মিত্রমাত্র নহে'—এরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু মিত্রবিরুদ্ধ শত্রু। আর যেমন 'অগোষ্পদ' 'গোষ্পদাভাব' নহে, বা 'গোষ্পদমাত্র নহে'—এরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ স্থান যাহা তদুভয় হইতে পৃথক্ বস্তুত্ব। সেইরূপ অবিদ্যা প্রমাণও নহে প্রমাণাভাবও নহে কিন্তু বিদ্যা-বিপরীত জ্ঞানান্তরই অবিদ্যা (২)।

টীকা। ৫। (১) শরীরের স্থান—অশুচি জরায়ু, বীজ—শুক্রাদি, ভুক্ত পদার্থের সংস্থান—উপষ্টম্ভ, নিঃস্যন্দ—প্রস্বেদাদি ক্ষরিত দ্রব্য, নিধন—মৃত্যু, মৃত্যু হইলে সকল দেহই অশুচি হয়। আধেয়-শৌচত্ব—সদা শুচি বা পরিষ্কার করিতে হয় বলিয়া। এই সকল কারণে শরীর অশুচি। তাদৃশ কোন শরীরকে শুচি রমণীয়, প্রার্থনীয় ও সঙ্গযোগ্য মনে করা বিপরীত জ্ঞান।

৫। (২) অবিদ্যার চারিটি লক্ষণের মধ্যে, অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ ক্লেশে প্রধান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান রাগে প্রধান, দুঃখে সুখজ্ঞান দ্বেষে প্রধান কারণ যেন দুঃখবিশেষ হইলেও সেইকালে তাহা সুখরূপ বোধ হয়, আর অনাত্মে আত্মজ্ঞান অস্মিতাক্লেশে প্রধান।

ভিন্ন ভিন্ন বাদীরা অবিদ্যার নানারূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশ লক্ষণই ন্যায় ও দর্শন-বিরুদ্ধ। যোগোক্ত এই লক্ষণ যে অনপলাপ্য সত্য, তাহা পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। বস্তুতঃ সর্পজ্ঞানের কারণ যাহাই হউক—তাহা যে এক প্রকার অনাত্মা-জ্ঞান (অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান), তাহাতে কাহারও 'না' বলিবার উপায় নাই। সেই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত সুতরাং অযথার্থ জ্ঞান। অতএব 'যথার্থ' ও 'অযথার্থ'—এই বৈপরীত্যই বিদ্যা ও অবিদ্যার বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈপরীত্য। বিষয়ের বৈপরীত্য তাহাতে হয় না, অর্থাৎ সর্প ও রজ্জু ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বিপরীত বিষয় নহে। এইরূপ অযথার্থ জ্ঞানের বা অবিদ্যামূলক বৃত্তির কারণ—তাদৃশ জ্ঞানের সংস্কার। অতএব বিপর্যয়-জ্ঞান ও বিপর্যয়সংস্কার-সমূহের সাধারণ নাম অবিদ্যা। বিপর্যয়রূপা অবিদ্যা অনাদি। সেইরূপ বিদ্যাও অনাদি। কারণ যেমন প্রাণিসকলের অযথার্থ জ্ঞান আছে, সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানও আছে। সাধারণ অবস্থায় অবিদ্যার প্রাবল্য ও বিদ্যার দৌর্ব্বল্য, বিবেকখ্যাতিতে বিদ্যার সম্যক্ প্রাবল্য ও অবিদ্যার অতি দৌর্ব্বল্য। চিত্তবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যা নামে কোন এক দ্রব্য নাই। বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তিসকলই দ্রব্য। অবিদ্যা একজাতীয় চিত্তবৃত্তি (বিপর্যায়) মাত্র। সুতরাং 'অবিদ্যা অনাদি' অর্থে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ অনাদি।

যেমন আলোক ও অন্ধকার আপেক্ষিক—আলোকে অন্ধকারের ভাগ কম ও অন্ধকারে আলোকের ভাগ কম এরূপ বক্তব্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৃত্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি। তন্মধ্যে বিদ্যায় অবিদ্যার ভাগ অতি অল্প আর অবিদ্যায় বিদ্যার ভাগ অল্প ইহাই দুইয়ের প্রভেদ। বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বিবেকখ্যাতি, তাহাতেও সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে আর সাধারণ অবিদ্যায় 'আমি আছি, জানিছি' ইত্যাদি গ্রহীতৃবিষয়ক অনুভবও থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞানেই কতক যথার্থ কতক অযথার্থ। যাথার্থ্যের আধিক্য দেখিলে বিদ্যা বলা হয়, অযাথার্থ্যের আধিক্যের বিবক্ষায় অবিদ্যা বলা হয়।

শুক্তিরজতে রজতভ্রম ইত্যাদি ভ্রান্তিসকল অবিদ্যার লক্ষণে পড়ে না। তাহারা বিপর্যয়ের লক্ষণের অন্তর্গত। ভ্রান্তিমাত্রই বিপর্যয় আর অবিদ্যা পারমার্থিক বা যোগসাধন-সম্বন্ধীয় নাশ্য ভ্রান্তি। এই ভেদ বিবেচ্য*।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। পুরুষো দৃক্শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাস্মিতা ক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। তথা চোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি ॥ ৬ ॥

৬। দৃক্-শক্তি ও দর্শন-শক্তির একাত্মতাজ্ঞানই অস্মিতা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—পুরুষ দৃক্-শক্তি, বুদ্ধি দর্শন-শক্তি, এই উভয়ের একস্বরূপতাপত্তিকেই "অস্মিতা" ক্লেশ বলা যায়। অত্যন্ত বিভক্ত বা ভিন্ন (অতএব) অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ ভোক্তৃ-শক্তি ও ভোগ্য-শক্তি অবিভাগপ্রাপ্তের ন্যায় হইলে (১) তাহাকে ভোগ বলা যায়। আর তদুভয়ের স্বরূপপ্রাপ্তি হইলে কৈবল্যই হয়, ভোগ আর কোথায় থাকে? সেইরূপ উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখ আচার্যের দ্বারা) "বুদ্ধি হইতে পর যে পুরুষ তাঁহাকে স্বীয় আকার, শীল বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা বিভক্ত বা ভিন্ন না দেখিয়া (লোকে) মোহের দ্বারা তাহাতে (বুদ্ধিতে) আত্মবুদ্ধি করে" (২)।

টীকা। ৬। (১) ভোগ্য-শক্তি জ্ঞানরূপ ও ভোক্তৃ-শক্তি চিদ্রূপ। অতএব তাহাদের অবিভাগ বোধ-সম্বন্ধীয় অবিভাগ। জল ও লবণের (অথবা বাহ্য বিষয়ের) যেরূপ অবিভাগ বা সঙ্কীর্ণতা বা মিশ্রণ, দ্রষ্টা ও দর্শনের সংযোগ সেরূপ কল্প্য নহে। অপৃথক্‌রূপে পুরুষ-সম্বন্ধীয় বোধ ও দর্শন-সম্বন্ধীয় বোধের উদয়ই ঐ অবিভাগ। "সত্ত্ব ও পুরুষের প্রত্যয়াবিশেষ ভোগ" এইরূপ লক্ষণের প্রয়োগ করিয়া সূত্রকার বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বলিয়াছেন (৩।৩৫)। সুখ ও দুঃখ ভোগ্য, তাহারা অন্তঃকরণেই থাকে তাই অন্তঃকরণ ভোগ্য-শক্তি।

করণে আত্মভাবাপত্তিই অস্মিতা। বুদ্ধি প্রধান করণ সুতরাং তাহা স্বরূপতঃ অস্মিতা-মাত্র। তাহার পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়সকলের সহিতও যে আত্মভাবাপত্তি তাহাও অস্মিতা। 'আমি চক্ষুরাদিশক্তিমান্' এইরূপ অনাত্মে আত্মভাব অস্মিতার উদাহরণ।

* আধুনিক বৈদান্তিকেরা ইহাকে অখ্যাতিবাদ বলেন আর নিজমতকে অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদী বলেন। তাঁহারা বলেন মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ প্রমাণ) নহে এবং স্মৃতিও নহে, অতএব উহা অনির্বচনীয়। ফলতঃ অবিদ্যা প্রমাণ এবং স্মৃতি নহে বলিয়াই তাহাকে বিপর্যয় নামক পৃথক্ বৃত্তি বলা হয়। আর, যেমন বৃত্তি যেরূপ সংস্কারের সহায়ে উৎপন্ন হয়, বিপর্যয়ও সেইরূপ প্রমাণ ও স্মৃতি আদির সহায়ে উৎপন্ন হয়। উহা অনির্বচনীয় নহে, কিন্তু 'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান' এই নির্বচনে নির্বচনীয়। এই কারণ অনর্থক প্রলাপ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবিদ্যাদিকা বিপর্যয়ের প্রকারভেদ। যেসকল মিথ্যাজ্ঞান আমাদিগকে ক্লিষ্ট বা দুঃখযুক্ত করে তাহারাই অবিদ্যাদি ক্লেশ। তাহাদের নাশেই পরমার্থ সিদ্ধি হয়

অনাত্মে আত্মখ্যাতি অনেক প্রকার হইতে পারে, যথা—(ক) অব্যক্তে আত্মখ্যাতি, যেমন, কোন কোন বৌদ্ধের 'আমি শূন্য' এইরূপ জ্ঞান। প্রকৃতিলীনদেরও ঐরূপ। (খ) মহত্তে আত্মখ্যাতি, যেমন, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময় ইত্যাদি, যাহা কোন কোন বেদান্তবাদী বলেন; (গ) অহঙ্কারে আত্মখ্যাতি বা পরিচ্ছিন্ন আমিত্বের উপলব্ধি, যেমন, জৈনমতে শরীরের যথার্থ নির্ম্মল জ্ঞানরূপ আত্মা। এতদ্ব্যতীত তন্মাত্রাভিমানী ও ভূতভূতাভিমানী দেবতাদেরও ঐ ঐ অনাত্মবিষয়ে একরূপ আত্মখ্যাতি হয়।

৬। (২) পঞ্চশিখ আচার্য্যের এই বাক্যের 'আকার'-আদি শব্দের অর্থ অন্যরূপ। দার্শনিক পরিভাষা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেকার বচন বলিয়া ইহাতে 'আকার'-আদি শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বুঝান হইয়াছে। আকার = শব্দ বিশুদ্ধি। বিদ্যা = চৈতন্য বা চিদ্রূপতা। শীল = ঔদাসীন্য বা সাক্ষিস্বরূপতা। পুরুষের এই সব লক্ষণের বিজ্ঞানপূর্ব্বক বুদ্ধি হইতে তাহার পৃথক্ত্ব না জানিয়া মোহের বা অবিদ্যার বশে লোকে বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধি করে; অর্থাৎ বুদ্ধি বা অভিমানযুক্ত আমিত্ববুদ্ধি এবং শুদ্ধ জ্ঞাতা পুরুষ—এই দুই এক এরূপ বিপর্য্যাস করে।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যম্। সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণা লোভঃ স রাগ ইতি ॥ ৭ ॥

৭। সুখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তি রাগ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সুখাভিজ্ঞ জীবের সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক সুখে বা সুখের সাধনে যে গর্দ্ধ (স্পৃহা), তৃষ্ণা ও লোভ, তাহাই রাগ (১)।

টীকা। ৭। (১) সুখানুশয়ী = সুখের সংস্কার হইতে সঞ্জাত আশয়যুক্ত। তৃষ্ণা = জল-তৃষ্ণার ন্যায় সুখের অভাব অনুভূয়মান হওয়া। লোভ = তৃষ্ণাভিভূত হইয়া বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছা। লোভে হিতাহিতজ্ঞান প্রায়ই বিপর্য্যস্ত হয়। অনুশয়ী অর্থে যাহা অনুশয়ন করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ সংস্কাররূপে রহিয়াছে, যাহা এইরূপ লিঙ্গযুক্ত তাহাই অনুশয়ী।

রাগে সবশে অথবা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখে আনীত হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছাকে সংযত করিবার সামর্থ্য থাকে না। তজ্জন্য রাগ অজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান। ইহাতে আত্মা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হন। অনাত্মভূত ইন্দ্রিয়ে স্থিত সুখ-সংস্কারের সহিত নিবিড় আত্মার আসক্ততা জ্ঞানই এস্থলে বিপরীত জ্ঞান। তদ্ব্যতীত বশকে ভাল জ্ঞান করাও রাগের স্বভাব।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘো মন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি ॥ ৮ ॥

৮। দুঃখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তি দ্বেষ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দুঃখাভিজ্ঞ প্রাণীর দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বক দুঃখে বা দুঃখের সাধনে যে প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা ও ক্রোধ তাহাই দ্বেষ (১)।

টীকা। ৮। (১) প্রতিঘ = প্রতিঘাতের ইচ্ছা অথবা বাধাভাব। অদ্বেষ্টার নিকট সমস্ত অবাধ কিন্তু দ্বেষ্টার পদে পদে বাধ। মন্যু = মানসিক দ্বেষ, ক্ষোভ।

জিঘাংসা = হননেচ্ছা। রাগের ন্যায় দ্বেষ হইতে নির্লিপ্ত আত্মার সহিত অনাত্মভূত দুঃখ-সংস্কারের সঙ্গ-জ্ঞান এবং অকর্তা আত্মার কর্তৃত্ববোধ হয়, তাই তাহাও বিপর্য্যয়।

দ্বেষ ও হিংসার ভেদ বিবেচ্য। দুঃখের অনুস্মৃতি হইতে কোনও বিষয়ের প্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব হয় তাহাই দ্বেষ এবং দ্বেষ হইতে যে আচরণ বিশেষ হয় তাহাই হিংসা। দ্বেষ হইতে জিঘাংসা, প্রতিঘ ও মন্যু বা ক্রোধ হয়। জিঘাংসা অর্থে অপচিকীর্ষা, তাহা বাচিক বা আক্রোশযুক্ত, কায়িক বা প্রাণাতিপাত ও প্রহারাদি এবং মানসিক বা পরাপকারের চিন্তা। প্রতিঘ অর্থে কোনও ঘটনায় বাধা পাইয়া যে তৎপ্রতি মনোধিক বিরুদ্ধ ভাব হয়, তাহা। মন্যু অর্থে ক্রোধ। দ্বেষের বশে যে পরাপকাররূপ আচরণ করা হয় তাহাই হিংসা। দ্বেষ হইতে দুঃখ হয় কিন্তু তাহা না বুঝিয়া দ্বেষযুক্ত হইয়া থাকাই বিপর্য্যয়-জ্ঞান এবং তাহা অন্যতম ক্লেশ।

কেহ যদি দুঃখের অনুস্মৃতিতে প্রাণিপীড়নাদি না করিয়া কেবল আমোদের জন্য করে এবং উহা যে অন্যায় সে বোধ যদি তাহার না থাকে তবে সেরূপ কর্ম মোহের অন্তর্গত হইবে। আর, যদি উহা অন্যায় এরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমোদ-বৃত্তিটাকে দমন করার যে দুঃখ সেই দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া আমোদ করিলে তাহা দুঃখানুস্মৃতি-পূর্বক বা দ্বেষপূর্বক হিংসা হইবে, তবে এইসব স্থলে মোহই প্রবল। মোহ আরও প্রবল হইলে শুধু-শুধুই প্রাণাতিপাত আদি করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে জিঘাংসা অধিকতর পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার ফলও অবশ্যম্ভাবী। মসীলিপ্ত বস্ত্রে পুনর্মসী লেপন করিলে তাহা অধিকতর মলিন দেখায় না বটে কিন্তু তাহাতে সেই মলিনতা যেমন পরিপুষ্ট ও দুরপনেয় হয় ইহাও তদ্রূপ।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্।—সর্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি "মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।" ন চাননুভূতমরণধর্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী, কৃমেরপি জাতমাত্রস্য। প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথা চায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ কস্মাৎ, সমানা হি তয়োঃ কুশলা-কুশলয়োঃ মরণদুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি ॥ ৯ ॥

৯। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে সহজাত, প্রসিদ্ধ ক্লেশ তাহা অভিনিবেশ (১)। সু

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত প্রাণীর এই নিত্যা আত্মপ্রার্থনা হয় যে—"আমার অভাব না হউক; আমি যেন জীবিত থাকি।" পূর্বে যে মরণত্রাস অনুভব করে নাই, তাহার এরূপ আত্মাশী হইতে পারে না। ইহার দ্বারা পূর্বজন্মীয় অনুভব প্রতিপন্ন হয়। এই অভিনিবেশ-ক্লেশ স্বরসবাহী। ইহা জাতমাত্র কৃমিরও দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের দ্বারা অসম্পাদিত, উচ্ছেদজ্ঞান-স্বরূপ মরণত্রাস হইতে পূর্বজন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুমান হয় (২)। যেমন অত্যন্তমূঢ়েতে এই ক্লেশ দেখা যায়, তেমনি বিদ্বানের অর্থাৎ পূর্বাপরকোটির ('কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব' ইহার) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহা দেখা যায়, কেননা, (সম্প্রজ্ঞানহীন) কুশল ও অকুশল এই উভয়েরই মরণদুঃখানুভব হইতে এই বাসনা সমান ভাবে আছে।

টীকা। ৯। (১) স্বরসবাহী=সহজ বা স্বাভাবিকের মত যাহা সঞ্চিত-সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় ও স্বাভাবিকের মত ব্যাপারবান্ থাকে। তথাকথিত অকুশল বা অবিদ্বানের এবং কুশল বা শ্রুতানুমান-জ্ঞানবান্ বিদ্বানেরও যাহা আছে, সেই প্রসিদ্ধ (জ্ঞাত) ক্লেশ।

রাগ সুখানুশয়ী, দ্বেষ দুঃখানুশয়ী, অভিনিবেশ সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বিবেক-হীন বা মূঢ় ভাবের অনুশয়ী। শরীরেন্দ্রিয়ের সহজ ক্রিয়াতে তাদৃশ মূঢ় ভাব হয়। তাহাতে শরীরাদিতে অহমনুবন্ধ সদা উদিত থাকে। সেই অভিনিবিষ্ট ভাবের হানি ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম হইলে যে ভয় হয়, তাহাই অভিনিবেশ-ক্লেশ। এইরূপে তাহা ক্লিষ্ট করে।

'আমি' প্রকৃত প্রস্তাবে অমর হইলেও তাহার মরণ বা নাশ হইবে এই অজ্ঞানমূলক মরণভয়ই প্রধান অভিনিবেশ-ক্লেশ। তাহা হইতে কিরূপে পূর্বজন্মের অনুমান হয়, তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। অন্যান্য ভয়ও অভিনিবেশ-ক্লেশ। এই অভিনিবেশ একটি ক্লেশ বা পরমার্থসাধন-সম্বন্ধীয় হেয় ভাববিশেষ। অন্য প্রকার অভিনিবেশ-পদার্থও আছে।

৯। (২) কোন বিষয় পূর্বে অনুভূত হইলেই পরে তাহার স্মৃতি হইতে পারে। অনুভব হইলে সেই বিষয় চিত্তে অঙ্কিত থাকে, তাহার পুনঃ বোধই স্মৃতি। মরণভয়াদির স্মৃতি দেখা যায়। ইহ জন্মে মরণভয় অনুভূত হয় নাই। সুতরাং তাহা পূর্ব জন্মে অনুভূত হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপে অভিনিবেশ হইতে পূর্ব জন্ম সিদ্ধ হয়।

শঙ্কা হইতে পারে, "মরণভয় স্বাভাবিক, অতএব তাহাতে পূর্বানুভবের প্রয়োজন নাই।" মরণস্মৃতি স্বাভাবিক হইলে, সর্ব স্মৃতিকেই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কিন্তু স্মৃতি স্বাভাবিক নহে, তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্বানুভবই সেই নিমিত্ত। যখন বহুশঃ স্মৃতিকে নিমিত্তজাত দেখা যায়, তখন তাহার একাংশকে (মরণভয়াদিকে) স্বাভাবিক বলা সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। আর স্বাভাবিক ধর্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না। মরণভয় জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানাভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানপূর্বক মরণদুঃখানুভব) তাহার হেতু। এইরূপে মরণভয়াদি হইতে পূর্বানুভব, সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, "মরণভয় যে এক প্রকার স্মৃতি তাহার প্রমাণ কি?" তদুত্তরে বক্তব্য এই —বাহ্যক বিষয়ের সহিত সংযোগ না হইলে যে আভ্যন্তরিক বিষয়ের বোধ হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি উপলক্ষণাদির দ্বারা উদিত হয়। মরণভয়ও উপলক্ষণের দ্বারা অভ্যন্তর হইতে উদিত হয়, তাই তাহা এক প্রকার স্মৃতি।

বস্তুতঃ মন কোন্ কাল হইতে হইয়াছে, তাহা যুক্তিপূর্বক বিচার করিলে তাহার আদি পাওয়া যায় না। যেমন জগতের উদ্ভব-বোধ হয় বলিয়া লোকে যাহা মূলকে ('ম্যাটার'কে) অনাদি বলে, মনও ঠিক সেই কারণে অনাদি। 'ম্যাটারে'র যেরূপ অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার্য হয়, অনাদি মনেরও তদ্রূপ অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার্য হয়।

জন্মের সহিত মন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন হেতু কেহ দেখাইতে পারেন না। বস্তুতঃ এরূপ বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাঁহারা বলেন, মরণভয়াদি সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত ক্রিয়াক্ষমতা (instinct) তাঁহারা কেবল ইংরাজীনামের কথাই বলেন কিন্তু উহা (instinct) হয় কেন তাহার উত্তর দিতে পারেন না।

ঐ সহজ প্রবৃত্তি কিরূপে হইল, তাহার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর "উহা ঈশ্বর-কৃত," দ্বিতীয় উত্তর (বা নিরুত্তর) "উহা অজ্ঞেয়"। মন যে ঈশ্বরকৃত তাহার বিন্দুমাত্রও

প্রমাণ নাই। উহা কোন কোন সম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। আর্ষ দর্শনকারদের মতে মন ঈশ্বরকৃত নহে কিন্তু মন অনাদি।

যাঁহারা মনের কারণকে অজ্ঞেয় বলেন, তাঁহারা যদি বলেন 'আমরা উহা জানি না' তবে কোন কথা নাই। আর যদি বলেন, 'মনুষ্যের উহা জানিবার উপায় নাই' তবে মন সাদি অথবা অনাদি উভয়ের কোন একটি হইবে, এরূপ বলিতে হইবে।

মনের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে মনকে প্রকারান্তরে নিষ্কারণ বলা হয়। যেহেতু যাহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের নিকট নাই। মনের কারণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলেই বলা হইল 'মনের কারণ নাই'। যাহার কারণ নাই সেই পদার্থ অনাদি। পূর্ব্ববর্তী কারণ হইতে কোন বস্তু হইলে তবে সাধারণতঃ তাহাকে সাদি বলা যায়। নিষ্কারণ বস্তু সুতরাং অনাদি। শুধু অজ্ঞেয় বলিলে প্রকৃতপক্ষে বলা হয় যে, তাহা আছে কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞেয় নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিত্ত বৃত্তিধর্ম্মক। বৃত্তিসকল উদিত ও লীন হইয়া যাইতেছে। বৃত্তিসকলের মূল উপাদান ত্রিগুণ। সংহত ত্রিগুণের এক এক প্রকার পরিণামই বৃত্তি। ত্রিগুণ নিষ্কারণবহেতু অনাদি, সুতরাং তাহাদের পরিণামভূত বৃত্তিপ্রবাহও অনাদি। মন কবে ও কোথা হইতে হইয়াছে, এই প্রশ্নের এই উত্তরই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য। (৪।১০ (১) দ্রষ্টব্য)।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। তে পঞ্চ ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

১০। ক্লেশসকল সূক্ষ্ম হইলে তাহা প্রতিপ্রসবের (১) বা চিত্তলয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই পঞ্চ ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হইয়া যোগীর চরিতাধিকার চিত্ত প্রলীন হইলে তাহার সহিত বিলীন হয় (১)।

টীকা। ১০। (১) প্রতিপ্রসব = প্রসবের বিরুদ্ধ, অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম বা প্রলয়। সূক্ষ্ম-ক্লেশ অর্থে যাহা প্রসংখ্যান নামক প্রজ্ঞার দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়াছে, তাদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়ে যে অহন্তা আছে, তাহা শরীরেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিলে প্রকৃষ্টরূপে অপগত হইতে পারে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইতে 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি" এরূপ প্রজ্ঞা হয়। তাহাতে শরীরেন্দ্রিয়ের বিকারে যোগীর চিত্ত বিকৃত হয় না। সেই প্রজ্ঞাসংস্কার যখন একাগ্রভূমিক চিত্তে সদা উদিত থাকে, তখন তাহাকে অস্মিতার বিরোধী প্রসংখ্যান বলা যায়। তাহা সদা উদিত থাকাতে অস্মিতার কোন বৃত্তি উঠিতে পারে না, সুতরাং তখন অস্মিতা-ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প বা অঙ্কুরজননে অসমর্থ হয়, সুতঃ আর তখন শরীরেন্দ্রিয়ে অস্মি-ভাব ও তজ্জনিত চিত্তবিকার হইতে পারে না। এইরূপ দগ্ধবীজকল্প অবস্থাই অস্মিতা-ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

বৈরাগ্য-ভাবনার প্রতিষ্ঠা হইতে চিত্তে বিরাগপ্রজ্ঞা হয় এবং তদ্দ্বারা রাগ দগ্ধবীজকল্প হয়। সেইরূপ অদ্বেষভাবনার প্রতিষ্ঠা-মূলক প্রজ্ঞা হইতে দ্বেষ এবং দেহাত্মভাবের নিবৃত্তি হইতে অভিনিবেশ সূক্ষ্মীভূত হয়।

এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারা (১।৫০ সূত্র দ্রষ্টব্য) ক্লেশসকল সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম হইলেও তাহারা সম্বদ্ধ থাকে। কারণ, "আমি শরীর" এরূপ প্রত্যয় যেমন চিত্তের ব্যক্তাবস্থা, "আমি শরীর নহি" (অর্থাৎ "পুরুষ—আমির দ্রষ্টা" এইরূপ পৌরুষ-প্রত্যয়) এরূপ প্রত্যয়ও সেইরূপ ব্যক্তাবস্থাবিশেষ। দগ্ধবীজের সহিত আরও সাদৃশ্য আছে। দগ্ধ (ভাজা) বীজ যেরূপ বীজের মতই থাকে কিন্তু তাহার প্ররোহ হয় না, ক্লেশও সেইরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আর ক্লেশবৃত্তি বা ক্লেশসন্তান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ ক্লেশমূলক প্রত্যয় তখন উঠে না বিদ্যাপ্রত্যয়ই উঠে। বিদ্যাপ্রত্যয়েরও মূলে সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে তাই তাহা ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

এইরূপে সূক্ষ্মীভূত ক্লেশ চিত্তসত্ত্বের সহিত বিলীন হয়। পরবৈরাগ্যপূর্ব্বক চিত্ত স্বকারণে প্রলীন হইলে সূক্ষ্ম ক্লেশও তৎসহ অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। প্রলয় বা বিলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়।

সাধারণ অবস্থায় ক্লিষ্টবৃত্তিসকল উদিত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ (শরীরাদি) ঘটিতে থাকে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা তাহারা (ক্লেশগণ) ক্ষীণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত-যোগে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে বটে কিন্তু তাহা "আমি শরীরাদি নহি" ইত্যাদি প্রকার প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞামূলক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা (ইহাতে জাত্যায়ুর্ভোগ নিবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য)। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে শরীরাদির সহিত সেই সূক্ষ্ম সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিসকলে বিকৃতিসকলের সম্যক্ প্রতিপ্রসবে ক্লেশসকলের সম্যক্ প্রহাণ হয়।

ভাষ্যম্। স্থিতানান্ত বীজভাবোপগতানাম্—

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবদ্ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনোপায়েন চাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং, সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ বীজভাবে অবস্থিত ক্লেশসকলের—

১১। বৃত্তি বা স্থূলাবস্থা ধ্যানের দ্বারা হেয়॥ সূ

ক্লেশসকলের (১) যে স্থূল বৃত্তি তাহা ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইলে, প্রসংখ্যান ধ্যানের দ্বারা হাতব্য, যতদিন না সূক্ষ্ম, দগ্ধবীজকল্প হয়। যেমন বস্ত্রসকলের স্থূল মল পূর্ব্বে নির্ধূত হয় এবং সূক্ষ্ম মল যত্ন ও উপায়ের দ্বারা পরে অপনীত হয়, তেমনি স্থূল ক্লেশবৃত্তিসকল স্বল্পপ্রতিপক্ষ ও সূক্ষ্ম-ক্লেশসকল মহাপ্রতিপক্ষ।

টীকা। ১১। (১) ক্লেশের স্থূলা বৃত্তি = ক্লিষ্টা প্রমাণাদি বৃত্তি।

ধ্যানহেয়—প্রসংখ্যান বা বিবেকরূপ ধ্যান হইতে জাত যে প্রজ্ঞা তাহার দ্বারা ত্যাজ্য। ক্লেশ অজ্ঞান, সুতরাং তাহা জ্ঞানের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য। প্রসংখ্যানই জ্ঞানের উৎকর্ষ, অতএব

প্রসংখ্যানরূপ ধ্যানের দ্বারাই ক্লিষ্টবৃত্তি ত্যাজ্য। কিরূপ প্রসংখ্যানধ্যানের দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তি দগ্ধবীজকল্প হয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা তনুভাব, প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব এবং চিত্তপ্রলয়ের দ্বারা সম্যক্ প্রহাণ, ক্লেশ-হানের এই ক্রমত্রয় দ্রষ্টব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রভবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভির্নির্ব্বর্ত্তিত ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষো'পি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্ত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥

১২। ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মসংস্কার (দুই প্রকার), দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে, পুণ্য ও অপুণ্য-বাচক কর্ম্মাশয় কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে প্রসূত হয়। সেই দ্বিবিধ কর্ম্মাশয় (পুনরায়) দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। তাহার মধ্যে তীব্রবিরাগের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই সকলের দ্বারা নির্ব্বর্ত্তিত অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভাব ইঁহাদের আরাধনা হইতে পরিনিষ্পন্ন যে পুণ্য কর্ম্মাশয়, তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফল প্রসব করে। সেইরূপ, তীব্র অবিদ্যাদিক্লেশপূর্ব্বক ভীত, ব্যাধিত, কৃপার্হ (দীন), শরণাগত অথবা মহানুভাব বা তপস্বী ব্যক্তিসকলের প্রতি পুনঃপুনঃ অপকার করিলে যে পাপ কর্ম্মাশয় হয়, তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত হয়। যেমন বালক নন্দীশ্বর মনুষ্যপরিণাম ত্যাগ করিয়া দেবত্বে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং যেমন সুরেন্দ্র নহুষ, নিজের দৈবপরিণাম ত্যাগ করিয়া তির্য্যক্‌ত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নারকগণের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই ও ক্ষীণক্লেশ পুরুষের (জীবন্মুক্তের) অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই (২)।

টীকা। ১২। (১) কর্ম্মাশয়—কর্ম্মসংস্কার। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ কর্ম্মসংস্কারই কর্ম্মাশয়। চিত্তের কোন ভাব হইলে তাহার যে অনুরূপ স্থিতিভাব (ছাপ ধরা থাকা) হয়, তাহার নাম সংস্কার। সংস্কার সবীজ ও নির্ব্বীজ উভয়বিধ হইতে পারে। সবীজ সংস্কার দ্বিবিধ, ক্লিষ্টবৃত্তিজ ও অক্লিষ্টবৃত্তিজ, অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংস্কার ও প্রজ্ঞামূলক সংস্কার। ক্লেশমূলক সবীজ সংস্কারসকলের নাম কর্ম্মাশয়। শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ ভেদে কর্ম্মাশয় ত্রিবিধ; অথবা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। প্রজ্ঞামূলক সংস্কারের নাম অশুক্লাকৃষ্ণ।

কর্ম্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিবিধ বিপাক বা ফল হয়। অর্থাৎ যে সংস্কারের ঐরূপ বিপাক হয় তাহাই কর্ম্মাশয়। বিপাক হইলে তাহার অনুভবমূলক যে সংস্কার হয়, তাহার নাম বাসনা। বাসনার বিপাক হয় না, কিন্তু কোন কর্ম্মাশয়ের বিপাকের জন্য

যথাযোগ্য বাসনা চাই। কর্ম্মাশয় বীজস্বরূপ, বাসনা ক্ষেত্রস্বরূপ, জাতি বৃক্ষস্বরূপ, সুখ-দুঃখ ফলস্বরূপ। পাঠকের সুখবোধের জন্য স সকল বংশলতা-ক্রমে দেখান যাইতেছে।

সংস্কার

সবীজ (ব্যুত্থানের) — নির্ব্বীজ (নিরোধের)

ক্লিষ্ট-সংস্কার — অক্লিষ্ট বা প্রজ্ঞা-সংস্কার

সংস্কৃতির বিরোধী

কর্ম্মাশয় (ত্রিবিপাক) — বাসনা (বিপাকানুভবজাত, স্মৃতিফল)

জাতি ও আয়ু — ভোগ

দিব্য নারক মানুষ তির্য্যক্ — সুখ দুঃখ

ধর্ম্ম — অধর্ম্ম

(দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় সুখফল) (দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় দুঃখফল)

প্রবৃত্তি } নিবৃত্তি — প্রবৃত্তিধর্ম্মের প্রতিপক্ষ — নিবৃত্তিধর্ম্মের প্রতিপক্ষ

সংস্কার নাশ

১। নিবৃত্তিধর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তিধর্ম্ম ক্ষীণ হয়।
২। তাহাতে কর্ম্মাশয় ক্ষীণ হয়, সুতরাং বাসনা নিষ্প্রয়োজন হয়।
৩। তাহাতে ক্লিষ্ট-সংস্কার ক্ষীণ হয়, ইহাই তনুত্ব।
৪। প্রজ্ঞা-সংস্কার দ্বারা ক্লিষ্ট-সংস্কার সূক্ষ্মীভূত (দগ্ধবীজবৎ হয়)।
৫। সূক্ষ্ম ক্লিষ্ট-সংস্কার (সবীজ), নির্ব্বীজ বা নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হয়।

১২। (২) অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্ব্বক আচরিত যে কর্ম্ম তাহাদের সংস্কার অর্থাৎ ক্লিষ্ট কর্ম্মাশয়, দৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা ইহজন্মে ফলবান্ হয়, অথবা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা কোন ভাবী জন্মে বিপক্ব হয়। সংস্কারের তীব্রতানুসারে ফলের কাল সামান্য হয়। ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

নারকগণ দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে। নারক জন্মে ভোগক্ষয়ে তাহাদের ভিন্ন পরিণাম হয়। সেই জন্মে তাহারা বলঃপ্রধান এবং প্রবল দুঃখে ক্লিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদের স্বাধীন কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার অসম্ভব। পরন্তু তাহারা রুদ্ধেন্দ্রিয় এবং মনের আগুনেই পুড়িতে থাকে বলিয়া এরূপ অন্য

অদৃষ্টাধীন সেরূপ কর্ম করিতে পারে না যাহার ফল সেই মানব জন্মে বিপাক হইবে, তাহাদের নারক-শরীরকে তাই ভোগশরীর বলা যায়। নর,প্রধান, সুখাদিভুক্, দেবগণেরও দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার প্রায়ই নাই। তবে দেবগণের ইন্দ্রিয়শক্তি সাত্ত্বিকভাবে বিকশিত, তদ্দ্বারা তাঁহাদের এরূপ অদৃষ্টাধীন সেরূপ কর্ম হইতে পারে, যাহার সুখাদি বিপাক সেই দৃষ্টজন্মেই হয়। তবে সমাধিসিদ্ধ দেবগণের শুদ্ধচিত্ততা-হেতু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম আছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা উন্নত হন। যে যোগীরা সাস্মিতাদি সমাধি আয়ত্ত করিয়া উপরত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া পরে সেই দৈব শরীরে নিষ্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হইতে পারে। দৈব শরীরে এইরূপ ভেদ আছে বলিয়া ভাষ্যকার উহাকে নারকের সহিত দৃষ্টজন্মবেদনীয়হীন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

বিশু অর্থ করেন নারক বা নরকভোগের উপযুক্ত কর্মাশয় মনুষ্যজীবনে ভোগ হয় না। দৈবেও তদ্রূপ হয় না। অতএব ভাষ্যকারের উহা বক্তব্য নহে। তিনি সমীচীন ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। সৎসু ক্লেশেষু কর্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবাঃ প্ররোহসমর্থা ভবন্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা, তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কর্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি।

তত্রেদং বিচার্যতে কিমেকং কর্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্মানেকং জন্ম নির্বর্তয়তি, অথানেকং কর্মৈকং জন্ম নির্বর্তয়তীতি। ন তাবদ্ একং কর্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং, কস্মাৎ, অনাদিকালপ্রচিতস্যাসংখ্যেয়স্যাবশিষ্টকর্মণঃ সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্ কস্মাৎ, অনেকেষু কর্মস্বেকৈকমেব কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যবশিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি, ক্রমেণ বাচ্যম্। তথা চ পূর্বদোষানুষঙ্গঃ। তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি। তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি। অসৌ কর্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়ত ইতি। অত একভবিকঃ কর্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভী ভোগহেতুত্বাৎ দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ, নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি। ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনির্বর্তিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি।

ইত্যয়মেকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চ অনিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মঃ, ন ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্মাৎ যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতিঃ কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশঃ, প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানমিতি। তত্র কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশো যথা শুক্লকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য, যত্রেদমুক্তম্ "দ্বে দ্বে হ বৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকো রাশিঃ পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্ম্মাণি সুকৃতানি কর্ত্তুমিহৈব তে কর্ম্ম কবয়ো বেদয়ন্তে।"

প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং যত্রেদমুক্তং "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি" ইতি।

নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানং কথমিতি। অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তম্, ন ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য। যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্ম্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেৎ, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিরমপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতির্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চেতি। ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ কর্ম্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি॥ ১৩॥

১৩। ক্লেশ মূলে থাকিলে কর্ম্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই তিন প্রকার বিপাক বা ফল হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ক্লেশরূপ মূল থাকিলে কর্ম্মাশয় ফলারম্ভী হয়, ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হইলে তাহা হয় না। যেমন তুষবদ্ধ, অদগ্ধবীজভাব, শালিতণ্ডুল অঙ্কুর-জননক্ষম হয়, অপনীততুষ বা দগ্ধবীজভাব তণ্ডুল তাহা হয় না, সেইরূপ ক্লেশযুক্ত কর্ম্মাশয় বিপাকপ্ররোহবান্ হয়, অপগতক্লেশ বা প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব হইলে হয় না। সেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক ত্রিবিধ :—জাতি, আয়ু ও ভোগ।

এ বিষয়ে (২) ইহা বিচার্য্য —একটি কর্ম্ম কি একটিমাত্র জন্মের কারণ বা একটি কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিচার—অনেক কর্ম্ম কি যুগপৎ অনেক জন্ম নির্ব্বর্ত্তিত করে, অথবা অনেক কর্ম্ম একটি জন্ম নির্ব্বর্ত্তিত করে? এক কর্ম্ম কখনই একটি জন্মের কারণ হইতে পারে না। কেননা, অনাদি-কাল-সঞ্চিত অসংখ্যেয়, অবশিষ্ট কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান কর্ম্মের যে ফল, তাহার ক্রমের অনিয়ম হওয়ায় লোকের কর্ম্মাচরণে কিছুই আশ্বাস থাকে না, অতএব ইহা অসঙ্গত। আর, এক কর্ম্ম অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করিতেও পারে না। কেননা, অনেক কর্ম্মের মধ্যে এক একটিই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম্মের আর ফলকাল ঘটে না, অতএব ইহাও সঙ্গত নহে। আর, অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মেরও কারণ নহে। কেননা, সেই অনেকজন্ম ত একবারে ঘটে না যদি বল ক্রমে ক্রমে হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আইসে। এইহেতু জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবহিত কালে কৃত, বিচিত্র, প্রধান ও উপসর্জ্জন ভাবে স্থিত, পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মাশয়সমূহ মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং যুগপৎ, এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া, মরণ-সাধনপূর্ব্বক সংমূর্চ্ছিত হইয়া (অর্থাৎ একলোলীভাবাপন্ন হইয়া) একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। সেই জন্ম সেই প্রচিত কর্ম্মাশয়দ্বারা আয়ু লাভ করে, আর, সেই আয়ুতে সেই কর্ম্মাশয়দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কর্ম্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের হেতু হওয়ায় ত্রিবিপাক বলিয়া অভিহিত

হয়। পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ কর্ম্মাশয় (পূর্ব্বাচার্য্যদের দ্বারা) 'একভবিক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় শুধু ভোগের হেতু হইলে এক-বিপাকারম্ভী, আর, আয়ু ও ভোগ-হেতু হইলে দ্বিবিপাকারম্ভী হয়—নন্দীশ্বরের মত বা নহুষের মত (দ্বিবিপাক ও একবিপাক)। ক্লেশের ও কর্ম্মবিপাকের অনুভবোৎপন্ন বাসনার দ্বারা অনাদি কাল হইতে পরিপুষ্ট এই চিত্ত, চিত্রীকৃত পটের ন্যায় বা সর্ব্বস্থানে গ্রন্থিযুক্ত মৎস্যজালের ন্যায়। এইহেতু বাসনা অনেকভবপূর্ব্বিকা, কিন্তু উক্ত কর্ম্মাশয় একভবিক। যে সংস্কারসমূহ স্মৃতি উৎপাদন করে, তাহারাই বাসনা ও তাহারা অনাদিকালীন।

একভবিক এই কর্ম্মাশয় নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। তাহার মধ্যে দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়েরই একভবিকত্ব নিয়ম (সম্পূর্ণ রূপে খাটে) কিন্তু অনিয়ত-বিপাক অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব (সম্পূর্ণ রূপে) সংঘটিত হয় না। কেননা, অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়ের তিন গতি—১ম, কৃত অবিপক্ক কর্ম্মাশয়ের (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা) নাশ, ২য়, (অনিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত বিপাক প্রাপ্ত হইয়া প্রবল তৎফলের দ্বারা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়া, ৩য়, নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্ম্মাশয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকা। তাহার মধ্যে অবিপক্ক কৃত কর্ম্মাশয়ের নাশ এইরূপ—যেমন শুক্ল কর্ম্মের উদয়ে ইহলোকেই কৃষ্ণ কর্ম্মের নাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে—'কর্ম্ম দুই প্রকার জানিবে, তন্মধ্যে পুণ্য কর্ম্ম পাপের এক রাশিকে নাশ করে। এইহেতু সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই সৎকর্ম্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা তোমাদের নিকট কবিরা (প্রাজ্ঞেরা) প্রতিপাদন করিয়াছেন।"*

(অনিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত (সহকারিভাবে অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের) আবাপ-গমন (বা ফলীভূত হওন) তদ্বিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্য্য কর্ত্তৃক) ইহা উক্ত হইয়াছে,—"(যজ্ঞাদি হইতে প্রধান পুণ্য-কর্ম্মাশয় জন্মায়, কিন্তু তৎসঙ্গে পাপ-কর্ম্মাশয়ও জন্মায়। প্রধান পুণ্যের ভিতর সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কর (পুণ্যের সহিত মিশ্রিত), সপরিহার (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহারযোগ্য), সপ্রত্যবমর্ষ (প্রায়শ্চিত্তাদি না করিলে বহু সুখের ভিতরেও সেই কর্ম্মজনিত দুঃখ স্পর্শ করে, যেমন বহু সুখের ভিতর প্রাণী নিরাহার করিলে তদ্দুঃখে স্পৃষ্ট হয়, সেইরূপ), কুশল বা পুণ্য-কর্ম্মাশয়কে তাহা ক্ষয় করিতে অসমর্থ, কেননা, আমার অনেক অন্য কুশল কর্ম্ম আছে, যাহাতে ইহা (পাপ-কর্ম্মাশয়) আবাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেতে অল্পই দুঃখ-যুক্ত করিবে।"

নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান (তৃতীয় গতি) কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে। অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়েরই মরণ সমান (সাধারণ, অর্থাৎ বহু ঐ প্রকার কর্ম্মের একমাত্র অভিব্যক্তি-কারণ মৃত্যু, মৃত্যুর দ্বারা সব কর্ম্মাশয় ব্যক্ত হয়) অভিব্যক্তি-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক (যাহা জন্মান্তরে অন্য কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া ফলপ্রসূ একরূপ) কর্ম্মের সম্যক্ অভিব্যক্তির কারণ নহে। যাহা অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম্ম তাহা নাশ

* ইহা ভিক্ষুসম্মত ব্যাখ্যা। মিশ্রের মতে এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ—পাপী ব্যক্তির দুই প্রকার কর্ম্মরাশি—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশুক্ল, ঐ দুই কর্ম্মরাশিকে পুণ্যকারীর পুণ্যকর্ম্মরাশি নাশ করে। সেই পুণ্য কর্ম্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা কবিরা তোমাদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত হয়, আবাপ প্রাপ্ত হয়, অথবা দীর্ঘকাল সুপ্ত হইয়া বীজভাবে অবস্থান করে, যত দিন-না তদ্রূপ তাহার অভিব্যঞ্জকহেতু কর্ম তাহাকে বিপাকাভিমুখ করে। সেই বিপাকের দেশ, কাল ও গতির অবধারণ হয় না বলিয়া কর্মগতি বিচিত্র ও দুর্বিজ্ঞেয়। (উক্ত স্থলে) অপবাদ হয় বলিয়া (একভবিকত্ব) উৎসর্গের নিবৃত্তি হয় না। অতএব 'কর্মাশয় একভবিক' ইহা অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

টীকা। ১৩। (১) অবিদ্যাদি অজ্ঞানের বৃত্তিসকলই সাধারণ ব্যুত্থান-অবস্থা। জ্ঞানের দ্বারা ঐ সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অভিমান সম্যক্ অপগত হয়, সুতরাং চিত্তও নিরুদ্ধ হয়। চিত্তনিরোধ সম্যক্ থাকিলে জন্ম আয়ু ও সুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে না; কারণ, উহারা বিক্ষেপের অবিনাভাবী। অতএব ক্লেশ মূলে থাকিলে, অর্থাৎ কর্ম ক্লেশপূর্বক কৃত হইলে ও তদনুরূপ ক্লিষ্ট কর্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকিলে, আর সেই সংস্কার তদ্বিপরীত বিদ্যার দ্বারা নষ্ট না হইলে—জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ কর্মফল প্রাদুর্ভূত হয়। জাতি = মনুষ্য, গো প্রভৃতি দেহ। আয়ু সেই দেহের স্থিতিকাল। ভোগ = সেই জন্মে যে সুখ-দুঃখ লাভ হয়, তাহা। এই তিনেরই কারণ কর্মাশয়। কোন ঘটনা নিষ্কারণে ঘটে না। আয়ুষ্কর বা তদ্বিপরীত কর্ম করিলে ইহজীবনেই আয়ুষ্কাল বর্ধিত বা হ্রস্ব হইতে দেখা যায়। ইহজন্মের কর্মের ফলে সুখ-দুঃখভোগ হইতেও দেখা যায়। অনেক মনুষ্য-শিশু বন্য জন্তু দ্বারা অপহৃত ও প্রতিপালিত হইয়া প্রায় পশুরূপে পরিণত হইয়াছে এরূপ অনেক উদাহরণ আছে অর্থাৎ দুষ্ট কর্মের ফলে, যেমন বৃকের দুধ খাওয়া অনুকরণ করা ইত্যাদির ফলে মনুষ্যের হইতে কতকটা পশুতে পরিণাম দেখা যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, ইহজন্মের কর্মসকলের সংস্কারসকল সঞ্চিত হইয়া তৎফলে দৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় শারীর প্রকৃতির পরিবর্তন করে এবং আয়ু ও ভোগরূপ ফল প্রদান করে। অতএব কর্মই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ। ইহজন্মে আচরিত কর্মের ফল নহে—এরূপ জাতি, আয়ু ও ভোগ যাহা হয়, তাহার কারণ প্রাগ্ভবীয় অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম হইবে।

জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ কি? তাহার তিন প্রকার উত্তর এ পর্যন্ত মানব আবিষ্কার করিয়াছে। (১ম), ঈশ্বরের কর্তৃক উহার কারণ। (২য়), উহার কারণ অজ্ঞেয় অর্থাৎ মানবের তাহা জানিবার উপায় নাই। (৩য়) কর্ম উহার কারণ।

'ঈশ্বর উহার কারণ' ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাদৃশ ঈশ্বরবাদীরা উহাকে অন্ধ-বিশ্বাসের বিষয় বলেন, যুক্তির বিষয় বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর অজ্ঞেয় সুতরাং ফলতঃ জন্মাদির কারণ অজ্ঞেয় হইল। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞেয়বাদীরা ঐ বিষয়কে যদি 'আমাদের নিকট অজ্ঞাত' এরূপ বলেন তবেই যুক্তিযুক্ত কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে 'মানবমাত্রের নিকট অজ্ঞেয়' এইরূপ বলেন তাহার প্রকৃষ্ট কারণ দর্শাইতে পারেন না। কর্মবাদই ঐ দুই বাদ অপেক্ষা যুক্ততর।

১৩। (২) কর্মের তত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি বুঝিলে ভাষ্য সুগম হইবে। তাহারা যথা —

ক। একটি কর্মাশয় অনেক জন্মের কারণ নহে। কারণ, তাহা হইলে কর্মফলের অবকাশ থাকে না। প্রতিক্ষণের বহু বহু কর্মাশয় সঞ্চিত হয় তাহাদের ফলের কাল পাওয়া তাহা হইলে দুর্ঘট হইবে। অতএব, এক পশু বধ করিলে সহস্র সহস্র জন্ম পশু হইতে হইবে—ইত্যাদি নিয়ম যথার্থ নহে।

খ। সেইরূপ হেতুতে 'এক কর্ম্ম এক জন্মকে নির্ব্বর্ত্তিত করে' এ নিয়মও যথার্থ নহে।

গ। অনেক কর্ম্মও যুগপৎ অনেক জন্ম নিষ্পাদন করে না, যেহেতু যুগপৎ অনেক জন্ম অসম্ভব।

ঘ। অনেক কর্ম্মাশয় একটি জন্ম সংঘটন করায়, এই নিয়ম যথার্থ। বস্তুতও দেখা যায়, এক জন্মে অনেক কর্ম্মের নানাবিধ ফলভোগ হয়, সুতরাং অনেক কর্ম্ম এক জন্মের কারণ।

ঙ। যে কর্ম্মাশয়সমূহ হইতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তাহা হইতে আয়ু লাভ করে। আর, আয়ুকালে তাহা হইতেই সুখ-দুঃখভোগ হয়।

চ। কর্ম্মাশয় একভবিক, অর্থাৎ প্রধানতঃ এক জন্মে সঞ্চিত হয়। মনে কর, ক= পূর্ব্বজন্ম, খ=তৎপরবর্ত্তী জন্ম। খ-জন্মের কারণ যে সব কর্ম্মাশয়, তাহারা প্রধানতঃ ক-জন্মে সঞ্চিত হয়। অতএব কর্ম্মাশয় 'একভবিক।' এক ভব বা জন্ম—একভব, একভবে নিষ্পন্ন—একভবিক, ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহার অপবাদ পরে উক্ত হইবে। একজন্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত কর্ম্মাশয় কিরূপে পরজন্ম সাধন করে, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

ছ। অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের ফল ত্রিবিধ—জাতি, আয়ু ও ভোগ। অতএব তাহা ত্রিবিপাক। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের ফলে আর জাতি হয় না বলিয়া অর্থাৎ সেই জন্মেই সেই জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ হইলে হয় কেবল ভোগ, নয় আয়ু ও ভোগ-রূপ ফলদ্বয় সিদ্ধ হয়। অতএব দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় একবিপাক অথবা দ্বিবিপাক-মাত্র হইতে পারে।

জ। কর্ম্মাশয় প্রধানতঃ একভবিক কিন্তু বাসনা [২।১২ (১) টীকা দ্রষ্টব্য] অনেক-ভবিক। অনাদি কাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যে যে বিপাক অনুভূত হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কারস্বরূপ বাসনাও সুতরাং অনাদি বা অনেকভবপূর্ব্বিকা।

ঝ। কর্ম্মাশয় নিয়ত-বিপাক এবং অনিয়ত-বিপাক। যাহা স্বকীয় ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব করে, তাহা নিয়ত-বিপাক। আর যাহা অন্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ফলবান্ হইতে পারে না, তাহা অনিয়ত-বিপাক।

ঞ। একভবিকত্ব নিয়ম প্রধান নিয়ম। কয়েক স্থলে উহার অপবাদ আছে।

ট। নিয়ত-বিপাক দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের পক্ষে একভবিকত্ব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে। অর্থাৎ দৃষ্টজন্মবেদনীয় যে নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তজ্জন্মেই (সেই এক জন্মেই) সঞ্চিত হয়, অতএব তাহা সম্পূর্ণ একভবিক।

ঠ। অনিয়ত-বিপাক অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের পক্ষে ঐ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্মের তিন প্রকার গতি হইতে পারে, যথা —

(১ম) অবিপক্ব কর্ম্মের নাশ। যথা —

পাপের দ্বারা পুণ্য নষ্ট হয়। পাপও পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। যেমন ক্রোধাচরণজাত পাপ-কর্ম্মাশয় অক্রোধ অভ্যাসরূপ পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম্ম করিলেই যে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নিরপবাদ নহে। যদি তাহা বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট না হয়, তবেই কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।

যে এক জন্মে কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়, (একজন্মাবচ্ছিন্ন কর্ম্মাশয়) তাহা সেই জন্মে কতক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব নিয়ম (এক জন্মের যাবতীয় কর্ম্মের সমাহার-স্বরূপত্ব) সম্পূর্ণরূপে খাটে না।

(২য়) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত একত্র বিপক্ক হইলে অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের ফল ক্ষীণ ভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সে স্থলেও একভবিকত্ব নিয়ম সম্যক্ খাটে না।

প্রধান কর্ম্মাশয় =যাহা মুখ্য বা স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রদ হয়।

অপ্রধান কর্ম্মাশয় যাহা গৌণ বা সহকারিভাবে স্থিত।

যে কর্ম্ম তীব্র কাম, ক্রোধ, ক্ষমা, দয়াদিপূর্ব্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়, তাহার আশয় বা সংস্কারই প্রধান কর্ম্মাশয়। তাহা ফলদানের জন্য 'মুখিয়ে' থাকে। আর তদ্বিপরীত কর্ম্মাশয় অপ্রধান, তাহার ফল স্বাধীনভাবে হয় না, কিন্তু প্রধানের সহকারিভাবে হয়। ভবিষ্যজ্জন্মের হেতুভূত কর্ম্মাশয় এইরূপ প্রধান ও অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের সমষ্টি। অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের সম্যক্ ফল হয় না অতএব "ইহজন্মের সমস্ত কর্ম্মের ফলই পরজন্মে ঘটিবে" এইরূপ একভবিকত্ব নিয়ম অপ্রধান-কর্ম্মসম্বন্ধে সম্যক্ খাটে না।

(৩য়) অতি প্রবল বা প্রধান কোন কর্ম্মাশয় বিপাক-প্রাপ্ত হইলে তাহার অনারূপ অপ্রধান কর্ম্মাশয় অভিভূত হইয়া থাকে। তাহার ফল তখন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে তাহার ফল হইতে পারে। ইহাতেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম্ম অভিভূত হইয়া থাকে বলিয়া একভবিকত্ব নিয়ম তৎস্থলে খাটে না।

এই নিয়মের উদাহরণ যথা —এক ব্যক্তি বাল্যকালে কিছু ধর্ম্মাচরণ করিল। পরে বিষয়লোভে যৌবনাদিতে অনেক পর্য্যুষিত পাপকর্ম্ম করিল, মরণকালে নিয়ত-বিপাক সেই পাপকর্ম্মরাশি হইতে তদনুযায়ী কর্ম্মাশয় হইল। তৎফলে যে পাশব জন্ম হইল, তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মের ফল সম্যক্ প্রকাশিত হইল না। কিন্তু তাহার সেই ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে যাহা কেবল মানবজন্মেই ভোগ্য তাহা সঞ্চিত থাকিয়া পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে, এবং সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তখন তাহা তাহার সহায় হইতে পারে। এই উদাহরণের ধর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম অবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। বিরুদ্ধ হইলে অবশ্য পাপের দ্বারা সেই পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইত। মনে কর, ক্ষমা একটি ধর্ম্ম, চৌর্য্য একটি অধর্ম্ম। চৌর্য্যের দ্বারা ক্ষমা নষ্ট হয় না। ক্রোধ বা অক্ষমার দ্বারাই ক্ষমাধর্ম্ম নষ্ট হয়।

৬। এই নিয়মসকল অবধারণপূর্ব্বক ভাষ্য পাঠ করিলে তাহার অর্থবোধ সুকর হইবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। তাহারা (জাতি, আয়ু ও ভোগ) পুণ্য ও অপুণ্য-হেতুতে সুখকর ও দুঃখকর ফলপূর্ণ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহারা অর্থাৎ জন্ম আয়ু ও ভোগ, পুণ্যহেতু হইলে সুখফল এবং অপুণ্যহেতু হইলে দুঃখফল হয় (১)। যেমন এই (লৌকিক) দুঃখ প্রতিকূলাত্মক, তেমনি বিষয়সুখকালেও যোগীদের তাহাতে প্রতিকূলাত্মক দুঃখ হয়।

টীকা। ১৪। (১) দুঃখের হেতু অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, সুতরাং যে কর্ম্ম অবিদ্যাদির বিরুদ্ধ বা যদ্দ্বারা তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তাহারা পুণ্য-কর্ম্ম। আর, অবিদ্যাদির পোষক কর্ম্ম অপুণ্য বা অধর্ম্মকর্ম্ম।

ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মকর্ম্মরূপে গণিত হয়। মৈত্রী ও করুণা এবং তন্মূলক পরোপকার, দান প্রভৃতিও অবিদ্যার কতক বিরুদ্ধ-হেতু পুণ্যকর্ম্ম। ক্রোধ, লোভ ও মোহমূলক হিংসা, অসত্য, ইন্দ্রিয়ের লোল্য প্রভৃতি পুণ্যবিপরীত কর্ম্মসমূহ পাপকর্ম্ম। গৌড়পাদ বলেন যম, নিয়ম, দয়া ও দান এই কয়টি ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম।

ভাষ্যম্। কথং তদুপপাদ্যতে ?—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥১৫॥

সর্ব্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভব ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ। তথা চ দ্বেষ্টি দুঃখসাধনানি মুহ্যতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। তথা চোক্তম্। নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্ম্মাশয় ইতি, বিষয়সুখঞ্চ অবিদ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ সুখং যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্তুং শক্যং, কস্মাৎ ? যতো ভোগাভ্যাসমনু বিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি স খল্বয়ং বৃশ্চিকবিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টো যঃ সুখার্থী বিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি।

অথ কা তাপদুঃখতা ? সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভব ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ। সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাবুপচিনোতি, স কর্ম্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি। ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে।

কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা ? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ং দুঃখানুভবাদপি দুঃখসংস্কারাশয় ইতি, এবং কর্ম্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি। এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি কস্মাৎ ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি। যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনুবিদ্ধমিবাবিদ্যয়া হাতব্য এবাহঙ্কারমমকারানুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্ব্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যত ইতি।

গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রা ভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে। চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি

ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে।" এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্বে সর্বরূপা ভবন্তি গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি। তস্মাদ্ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিন ইতি।

তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ। যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুর্মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—(বিষয়-সুখকালেও যে তাহাতে যোগীদের দুঃখ-প্রতীতি হয়) তাহা কিরূপে জানা যায় ?—

১৫। পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এবং গুণবৃত্তির পরস্পরবিরোধি- (বা অভিভাব্যাভিভাবকত্ব) স্বভাবহেতু বিবেকি পুরুষের নিকট সবই (বিষয়-সুখও) দুঃখ (১) ॥ সূ

সুখানুভব সকলেরই রাগানুবিদ্ধ (অনুরাগযুক্ত) চেতন (স্ত্রীপুত্রাদি) ও অচেতন (গৃহাদি) সাধনের অধীন। এইরূপে সুখানুভবে রাগজ কর্মাশয় হয়। সেইরূপ সকলেই দুঃখসাধন-বিষয়সকলকে দ্বেষ করে আর তাহাতে মুগ্ধ হয় এইরূপে দ্বেষজ ও মোহজ কর্মাশয়ও হয়। এ বিষয়ে আমাদের দ্বারা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (২।৪ সূত্রে বিচ্ছিন্ন ক্লেশের ব্যাখ্যানে)। প্রাণীদের উপঘাত না করিয়া কখনও উপভোগ সম্ভব হয় না। অতএব (বিষয়-সুখে) হিংসাকৃত শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। এই বিষয়-সুখ অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ) তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের যে উপশান্তি বা অপ্রবর্তন, তাহাই সুখ। আর লৌল্য বা ভোগতৃষ্ণার হেতু যে অনুপশান্তি, তাহা দুঃখ (২)। কিন্তু ভোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বৈতৃষ্ণ্য (পারমার্থিক সুখের হেতুভূত) করিতে পারা যায় না, কেননা, ভোগাভ্যাসের ফলে রাগ ও ইন্দ্রিয়গণের কৌশল (পটুতা) পরিবর্ধিত হয়। সেই হেতু ভোগাভ্যাস পারমার্থিক সুখের উপায় নহে। যেমন কোন বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষের দ্বারা দষ্ট হইল হয়, সেইরূপ বিষয়-বাসনা-অনুবাসিত সুখার্থী মহৎ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই প্রতিকূলাত্মক পরিণামদুঃখতা সুখাবস্থাতেও কেবল যোগীদিগকে দুঃখ প্রদান করে (অর্থাৎ সংসারীদিগের যাহা উপস্থিত হইয়া পরিণামে দুঃখ প্রদান করে বিবেচক যোগীদের নিকট তাহা সুখকালেও দুঃখ বলিয়া প্রখ্যাত হয়)।

তাপদুঃখতা কি ? সকলেরই সুখানুভব দ্বেষযুক্ত চেতন ও অচেতন সাধনের অধীন। এইরূপে তাহাতে দ্বেষজ কর্মাশয় হয়। আর লোকে সুখসাধন সকল প্রার্থনা করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা চেষ্টা করে, তাহাতে অপরকে অনুগ্রহ করে বা পীড়িত করে, এইরূপে পরানুগ্রহের ও পরপীড়ার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে। সেই কর্মাশয় লোভ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে তাপদুঃখতা বলা যায়।

সংস্কারদুঃখতা কি ? সুখানুভব হইতে সুখসংস্কারাশয়, দুঃখানুভব হইতে তেমনি দুঃখ-সংস্কারাশয়। এইরূপে কর্ম হইতে সুখকর বা দুঃখকর বিপাক অনুভূয়মান হইলে (সেই বাসনা হইতে) পুনশ্চ কর্মাশয়ের সঞ্চয় হয় (৩)। এবম্প্রকারে এই অনাদি-বিসৃত দুঃখস্রোত

যোগীকেই প্রতিকূলাত্মকরূপে উদ্বেজিত করে ; কেননা, বিদ্বান্‌ (জ্ঞানীর চিত্ত) নেত্র-গোলকের ন্যায় (কোমল)। যেমন ঊর্ণাতন্তু নেত্রগোলকে ন্যস্ত হইলে স্পর্শ দ্বারা দুঃখ প্রদান করে, অন্য কোন গাত্রাবয়বে করে না, সেইরূপ এই সকল দুঃখ (পরিণামাদি) নেত্রগোলকের ন্যায় (কোমল) যোগীকেই দুঃখ প্রদান করে, অপর প্রতিপত্তাকে করে না। অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্রা, চিত্তবৃত্তি যে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা চতুর্দিকে অনুবিদ্ধ, আর, অহংকার ও মমকার ত্যাজ্য (হাতব্য) হইলেও তদুভয়ের অনুগত, অন্য সাধারণ ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্মোপার্জিত দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ ও ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইবার পর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক-কারণ-সম্ভব ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অনুপ্লাবিত হয়। যোগী নিজেকে ও জীবগণকে এই অনাদি দুঃখস্রোতের দ্বারা উহ্যমান (বাহিত) দেখিয়া সমস্ত দুঃখের ক্ষয়কারণ সম্যগ্দর্শনের শরণ লন।

"গুণবৃত্তিবিরোধহেতুও বিবেকীর সমস্ত দুঃখময়।" প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-রূপ বুদ্ধিগুণসকল পরস্পর উপকার-পরতন্ত্র হইয়া ত্রিগুণাত্মক শান্ত ঘোর অথবা মূঢ় প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে। গুণবৃত্ত চল অর্থাৎ নিয়ত বিকারশীল, সেকারণ চিত্ত ক্ষিপ্রপরিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "বুদ্ধির রূপের (ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য এই অষ্ট বুদ্ধির রূপ) এবং বৃত্তির (শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ইহারা বুদ্ধির বৃত্তি) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (নিজের বিপরীত রূপের বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে, আর সামান্য (অপ্রবল রূপ বা বৃত্তি) অতিশয় বা প্রবলের সহিত প্রবর্তিত হয়।" এইরূপে গুণ সকল পরস্পরের আশ্রয়ের (মিশ্রণ) দ্বারা সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয় নিষ্পাদিত করে। সুতরাং সকল প্রত্যয়ই সর্বরূপ (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ-রূপ), তবে তাহাদের যে (সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এই প্রকার) বিশেষ তাহা (কোন একটি) গুণের প্রাধান্য হইতে হয়। সেই-হেতু (কোনটি কেবল সত্ত্ব বা সুখাত্মক হইতে পারে না বলিয়া) বিবেকীর নিকট সকলই (বৈষয়িক সুখও) দুঃখময়।

এই বিপুল দুঃখরাশির প্রভবহেতু অবিদ্যা, আর সম্যগ্দর্শন অবিদ্যার অভাবহেতু। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য, সেইরূপ এই (মোক্ষ) শাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসারহেতু মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। তাহার মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রধান পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু, সংযোগের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হান, আর সম্যগ্দর্শন হানোপায়। ইহার মধ্যে হাতার স্বরূপ হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না, কারণ হেয় হইলে তাহার উচ্ছেদবাদ, আর উপাদেয় হইলে হেতুবাদ (এই দুই দোষ সম্ভাবিত হয়)। কিন্তু ঐ উভয় প্রত্যাখ্যান করিলে শাশ্বতবাদ, ইহাই সম্যগ্দর্শন (৪)।

টীকা। ১৫। (১) সংসার দুঃখবহুল। জ্ঞানোন্নত, শুদ্ধচরিত্র যোগীরা বিচার-দৃষ্টিতে সংসারকে পূর্বোক্ত কারণে দুঃখবহুল দেখিয়া তাহার নিবৃত্তি-সাধনে যত্নবান্‌ হন। রাগ হইতে পরিণাম-দুঃখ। দ্বেষ হইতে তাপ-দুঃখ এবং সুখ ও দুঃখের সংস্কার হইতে সংস্কার-দুঃখ হয়। যদিও রাগ সুখানুশয়ী এবং রাগকালে সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে যে তাহা হইতে অশেষ দুঃখ হয়, তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

দুঃখকর বিষয়ে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ থাকিলে দুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। সুখ ও দুঃখ অনুভব করিলে তজ্জনিত বাসনারূপ সংস্কার হয়। বাসনা সকল কর্মাশয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ হওয়াতে বাসনারূপ সংস্কার কর্মাশয়সঞ্চয়ের হেতু হইয়া অশেষ দুঃখের কারণ হয়।

দ্বেষ অন্যতর অজ্ঞান চেতনা দ্বেষ হইতে দুঃখ হয়। শঙ্কা হইতে পারে—পাপে দ্বেষ করিলে সুখ হয়, দুঃখ ত হয় না? ইহা সত্য। পাপে দ্বেষ অর্থে দুঃখে দ্বেষ। তদ্দ্বারা দুঃখের প্রতীকার করিলে সুখই হইবে। প্রতীকার-সাধনের সময়ে কিন্তু দুঃখ হয়, অতএব উহাতেও দুঃখ হয়, কিন্তু তাহা অল্প, পরন্তু পরিণামে সুখই অধিক। দুঃখবোধ করিয়াই পাপে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ জনিত দুঃখ এবং দুঃখ-জনিত দ্বেষ—দ্বেষের এই লক্ষণ অনবদ্য।

রাগমূলক যে পরিণাম-দুঃখ তাহা ভাবী, দ্বেষমূলক তাপ-দুঃখ বর্তমান, আর সংস্কার-দুঃখ অতীত। ইহা মণিপ্রভা টীকাকারের মত। ইহা ভাষ্যকারের উক্তির সন্নিকটবর্তী। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য এইরূপ —রাগকালে সুখ কিন্তু পরিণামে বা ভবিষ্যতে দুঃখ। দ্বেষকালে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়েই দুঃখ। অতীত সুখ-দুঃখের সংস্কার হইতেও ভবিষ্যৎ দুঃখ। এইরূপে তিন দিক্ হইতেই (জন্য) অনাগত দুঃখ বা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ আছে।

কার্য-পদার্থের ধর্ম বিচার করিয়া এইরূপে সংসারের দুঃখকরত্বের অবধারণ হয়। মূল কারণপদার্থ বিচার করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, সংসৃতির মধ্যে বিশুদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করা অসম্ভব। সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিন গুণ চিত্তের মূল। তাহারা স্বভাবতঃ একযোগে কার্য উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কোন কার্যে কোন গুণের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে প্রধানগুণানুসারে সাত্ত্বিক বা রাজস বা তামস বলা যায়। সাত্ত্বিকের ভিতর রাজস ও তামস ভাবও নিহিত থাকে। সুখ দুঃখ ও মোহ এই তিনটি যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসবৃত্তি। প্রত্যেক বৃত্তিতে ত্রিগুণ থাকে বলিয়া বৈলক্ষণ্যহীন নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না, আর গুণসকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব-স্বভাবের জন্য গুণের বৃত্তিসকল পরস্পরকে অভিভব করে। সেইজন্য সুখের পর দুঃখ ও মোহ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করা অসম্ভব।

১৫। (২) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমরা যে বিষয়সুখকেই সুখ বলি তাহা নহে, কিন্তু ভোগে তৃপ্তি বা বৈতৃষ্ণ্য হেতু যে উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাকেও পারমার্থিক সুখ বলি, আর লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিকে দুঃখ বলি। তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, বৈতৃষ্ণ্যজনিত সুখ ত রাগানুবিদ্ধ নহে, অতএব তাহাতে পরিণাম-দুঃখ হইবে কিরূপে? ইহা সত্য বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস সেই বৈতৃষ্ণ্য-জনিত সুখের হেতু নহে, কারণ, তাহা যেমন সুখ দেয় তেমনি তৃষ্ণাকেও বাড়ায়।"

বিজ্ঞানভিক্ষু ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ঐরূপ জটিলভাবে না যাইয়া সাধারণ সুখ বা দুঃখরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ইহা সঙ্গত ও বিশদ হয়, যথা, ভোগ্য বা ভোগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিহেতু উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাই সুখের লক্ষণ (কারণ সমস্ত সুখেই কতকটা তৃপ্তি ও উপশান্তি থাকে)। আর লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিই দুঃখ। কিন্তু ভোগাভ্যাস করিয়া সুখ পাইতে গেলে রাগ ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা বাড়িয়া পরিণামে অধিকতর দুঃখ হয়।

১৫। (৩) সংস্কার অর্থে বাসনারূপ সংস্কার, ধর্মাধর্ম-সংস্কার নহে। ধর্মাধর্ম-সংস্কার পরিণাম ও তাপদুঃখে উক্ত হইয়াছে। বাসনা হইতে স্মৃতিমাত্র হয়। সেই স্মৃতি জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি। অতএব সেই বাসনা স্বয়ং দুঃখ দান করে না, কিন্তু তাহা ধর্মাধর্ম কর্মাশয়ের আশ্রয়ভূত হওয়াতেই দুঃখহেতু হয়। যেমন একটি চুল্লী সাক্ষাৎ দহনের হেতু নহে, কিন্তু উহা অঙ্গার-সঞ্চয়ের হেতু, আর সেই অঙ্গারই দাহের হেতু, বাসনা তদ্রূপ। বাসনারূপ চুল্লীতে কর্মাশয়রূপ অঙ্গার সঞ্চিত হয়। তদ্দ্বারা দুঃখদাহ হয়।

১৫। (৪) হাতার (যে দুঃখ হান করে, তাহার) স্বরূপ উপাদেয় নহে, অর্থাৎ হাতা পুরুষ কার্য্যকারণরূপে পরিণত হন না। উপাদেয় অর্থে চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানভূত, তাহা হইলে পুরুষের পরিণামিত্ব দোষ হয় ও কূটস্থ অবস্থা যে কৈবল্য, তাহার সম্ভাবনা থাকে না।

তথাচ হাতার স্বরূপ অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুরুষ নাই এরূপ বাদও যুক্ত নহে। তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। দুঃখনিবৃত্তি ও চিত্তনিবৃত্তি একই কথা। চিত্তের অতিরিক্ত পদার্থ মূল-স্বরূপ না থাকিলে চিত্তের সম্যক্ নিবৃত্তির চেষ্টা হইতে পারে না। বস্তুতঃ 'আমি চিত্তনিবৃত্তি করিয়া দুঃখশূন্য হইব' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমরা মোক্ষসাধন করি। চিত্তনিবৃত্তি হইলে 'আমি দুঃখশূন্য হইব' অর্থাৎ 'দুঃখাদির বেদনাশূন্য আমি থাকিব' এইরূপ চিন্তা সম্যক্ ন্যায্য। চিত্তাতিরিক্ত সেই আত্মসত্তাই হাতার স্বরূপ বা পুরুষতত্ত্ব, সেই সত্তা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ তাহাকে শূন্য বলিলে 'মোক্ষ কাহার অর্থে' এ প্রশ্নের উত্তর হয় না এইরূপে উচ্ছেদবাদরূপ দোষ হয়।

অতএব হাতৃ-স্বরূপের উপাদানভূতত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয় দৃষ্টি হেয়, পরন্তু স্বরূপ-হাতা শাশ্বত বা অবিকারী সৎপদার্থ—এরূপ শাশ্বতবাদই সম্যগ্দর্শন। বৌদ্ধদের ব্রহ্মজালসূত্রে যে শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের উল্লেখ আছে তাহার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যম্। তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎ ক্ষণান্তরে হেয়তামাপদ্যতে। তস্মাদ্ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব এই শাস্ত্রকে চতুর্ব্যূহ বলা যায়। তন্মধ্যে—

১৬। অনাগত দুঃখই হেয় বা ত্যাজ্য (১)। সূ

অতীত দুঃখ উপভোগের দ্বারা অতিবাহিত হওয়া-হেতু হেয় বিষয় হইতে পারে না; আর বর্ত্তমান দুঃখ বর্ত্তমান কালে ভোগারূঢ়, তাহাও ক্ষণান্তরে হেয় বা ত্যাজ্য হইতে পারে না। সেইহেতু যাহা অনাগত দুঃখ তাহাই অক্ষি-পাত্র-কল্প (কোমল-চেতা) যোগীর নিকটে দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয় অপর প্রতিপত্তার নিকট হয় না। অতএব সেই অনাগত দুঃখই হেয়।

টীকা। ১৬। (১) হেয় বা ত্যাজ্য কি, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য ও স্পষ্ট উত্তর—অনাগত দুঃখ হেয়।

ভাষ্যম্। তস্মাদ্ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ। তদেতদ্ দৃশ্যমযস্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ।

অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম্। তয়োর্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ," কস্মাৎ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্য্যস্য প্রতীকারদর্শনাৎ, তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেত্তৃত্বং পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং পাদত্রাণব্যবহিতেন বা অধিষ্ঠানম্। এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি কস্মাৎ ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্থ্যাদিতি। অত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং; কস্মাৎ তপিক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্ম্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে। ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—যাহা হেয় বলিয়া উক্ত হইল তাহার কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে—

১৭। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সংযোগই হেয় যে দুঃখ তাহার হেতু। সূ

দ্রষ্টা বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষ, আর দৃশ্য বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ় সমস্ত ধর্ম্ম (গুণ)। এই দৃশ্য অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (১)। দৃশ্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা ইহা স্বামী দৃশিরূপ পুরুষের স্ব-স্বরূপ হয়। (কেননা দৃশ্য বা বুদ্ধি) অনুভব এবং কর্ম্মের বিষয় হইয়া অন্যস্বরূপে স্বভাবতঃ প্রতিলব্ধ (২) হওয়ায় স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্বহেতু পরতন্ত্র (৩)। সেই দৃক্‌শক্তি এবং দর্শনশক্তির অনাদি পুরুষার্থকৃত যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু অর্থাৎ দুঃখের কারণ। তথা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা) 'বুদ্ধির সহিত সংযোগের হেতুকে বিবর্জ্জন করিলে এই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতীকার হয়'। কেননা পরিহার্য্য দুঃখহেতুর প্রতীকার দেখা যায়। তাহা যথা—পদতলের ভেদ্যতা, কণ্টকের ভেত্তৃত্ব, আর পরিহার—কণ্টকের পাদে অনধিষ্ঠান বা পাদত্রাণ-ব্যবধানে অধিষ্ঠান। এই তিন বিষয় যিনি জানেন তিনি তাহার প্রতীকার আচরণ করিয়া কণ্টক-ভেদ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না। কেন? তিনের (ভেদ্য, ভেদক ও বারণরূপ) ধর্ম্মকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য থাকাতে। পরমার্থ বিষয়েও, তাপক রজোগুণের দ্বারা সত্ত্ব তপ্য। কেননা তপিক্রিয়া কর্ম্মাশ্রিত, তাহা সত্ত্বরূপ কর্ম্মেই (বিক্রিয়মাণভাবে) হইতে পারে, অপরিণামী নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞে হইতে পারে না। দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু সত্ত্ব তপ্যমান হইলে তদ্‌স্বরূপানুরোধী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হন (৪)।

টীকা। (১) অয়স্কান্ত মণির উপমার অর্থ এই—পুরুষ পরিণত না হইলেও এবং দৃশ্যের সহিত মিশ্রিত না হইলেও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ দৃশ্য উপকরণস্বরূপ হয়। সান্নিধ্য এস্থলে দৈশিক সান্নিধ্য নহে কিন্তু 'স্বামি' ভাবরূপ প্রত্যয়গত সন্নিকর্ষ। অর্থাৎ 'আমি ইহার জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব। তন্মধ্যে 'ইহা' বা দৃশ্য অনুভবের এবং কর্ম্মের বিষয়স্বরূপে দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয়। অনুভবের ও কর্ম্মের বিষয় ত্রিবিধ—প্রকাশ্য, কার্য্য বা হার্য্য ও ধার্য্য। কার্য্য বিষয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহারা স্ফুট কর্ম্ম। ধার্য্য বিষয় প্রাণকার্য্য ও সংস্কার, ইহারা অস্ফুট কর্ম্ম ও অস্ফুট বোধ। কার্য্য ও ধার্য্য বিষয়ও অনুভূত হয়, প্রকাশ্য বিষয় সাক্ষাৎ ভাবেই অনুভব। সেই বিষয়সকলের অনুভাবয়িতা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয়ই বুদ্ধি। 'আমি বিষয়ের অনুভাবয়িতা' এরূপ ভাবও 'আমি' জানি—এই শেষোক্ত জ্ঞাতা আমি'র লক্ষ্য শুদ্ধ দ্রষ্টা, তাহা বুদ্ধির (এস্থলে বুদ্ধি অনুভাবয়িতা ও অনুভবের একতা প্রত্যয়) অর্থাৎ সাধারণ আমিত্বের প্রতিসংবেদী। (১।৭ (৩) টীকা এবং 'পুরুষ বা আত্মা' § ১৬ দ্রষ্টব্য)।

এস্থলে সংযোগের স্বরূপ বিশদ করিয়া বলা হইতেছে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে সংযোগ আছে তাহা একটি তথ্য, কারণ, 'আমি শরীরাদি জ্ঞেয়' ও 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ প্রত্যয় দেখা যায়। অতএব 'আমিত্বই' জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগস্থল।

এখন বোঝা এই সংযোগের স্বরূপ কি। এজন্য প্রথমে সংযোগের লক্ষণ-ভেদাদি জানা আবশ্যক। একাধিক পৃথক্ বস্তু অপৃথক্ অথবা অবিরল বলিয়া যুক্ত হইলে তাহারা সংযুক্ত এরূপ বলা যায়। সংযোগ দৈশিক, কালিক এবং ঐ দুই ভেদ লক্ষিত না হওয়া রূপ অদেশকালিক, এই ত্রিপ্রকার হইতে পারে।

অব্যবহিত ভাবে অবস্থিত বাহ্য বস্তুর দৈশিক সংযোগ, ইহার উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা কেবল কালিক সত্তা অর্থাৎ যাহা কালক্রমে উদয়-লয়শীল, যেমন মন, অথবা যাহা দেশকালব্যাপী, তদ্গত ভাবসকলের সংযোগই কালিক সংযোগ। যেমন বিজ্ঞানের সহিত সুখাদি বেদনার সংযোগ। (পরেও উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান চিত্ত-ধর্ম, সুখও চিত্তধর্ম। বিজ্ঞান ও সুখ এই দুই চিত্তধর্মের একই কালে বোধ হওয়া বা উদিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে পূর্বে ও পরে তাহাদের বোধ হয় (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা সাক্ষাৎ যুক্ত হয় তাহাই উদিত বা বর্তমান), অথচ উহাদের সেই ব্যবধান লক্ষ্য না হওয়ায় যুক্ত হয় না। সুতরাং উহারা উদিত ধর্ম বলিয়াই অবিরল ভাবে যুক্ত হয়। আর যাহারা দেশকালাতীত সত্তা তাহাদের সংযোগ অদেশকালিক। উহার একমাত্র উদাহরণ মূল দ্রষ্টাকে ও মূল দৃশ্যকে যে এক বা সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা।

সব জ্ঞানের ন্যায় সংযোগজ্ঞানও যথার্থ এবং বিপর্যস্ত হইতে পারে। যখন কোন যথার্থ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সংযোগ শব্দ ব্যবহার করি, তখন সেই 'সংযোগ' পদ যথাভূত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ যথার্থ বিষয়ের দ্যোতক। কিন্তু দৃষ্টির দোষে দ্রব্যদ্বয়ের সংযুক্ত মনে করিলে তাহা বিপর্যস্ত সংযোগজ্ঞান। কিন্তু যথার্থই হউক বা বিপর্যস্তই হউক উভয় ক্ষেত্রেই সংযোগের বোদ্ধার নিকট দ্রব্যদ্বয় সংযুক্ত জ্ঞান যে হইতেছে ও তাহার যথাযথ ফল যে হইতেছে তাহা সত্য। সংযোগ বা সন্নিবেশবিশেষ কেবল পদের অর্থ মাত্র, সংযুক্ত পদার্থ সকলই বস্তু। (পদের অর্থ সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বস্তু না-ও হইতে পারে)। দুই বস্তুকে 'সংযুক্ত' মনে করা ও দুই বস্তুকে 'এক' মনে করা সমান কথা নহে। শেষোক্তটাই অবিদ্যা (বিপর্যয়)।

অসংযুক্ত দ্রব্য সংযুক্ত হইলে ক্রিয়া চাই। সেই ক্রিয়া একের, অন্যোন্যের (পরস্পরের) ও সংযোগের বোদ্ধার হইতে পারে। ইহাও উদাহৃত করা অনাবশ্যক। তবে ইহা দ্রষ্টব্য যে, সংযোগের বোদ্ধার ক্রিয়ায় যদি অসংযুক্ত দ্রব্যদ্বয় সংযুক্ত মনে করা যায় তবে তাহা বিপর্যাস মাত্র।

দ্রষ্টা ও মূল দৃশ্য দেশকালব্যাপী সত্তা নহে। দেশ ও কাল এক এক প্রকার জ্ঞান, তাদৃশ জ্ঞানের জ্ঞাতা সুতরাং দেশকালাতীত পদার্থ এবং জ্ঞানের উপাদানও (ত্রিগুণও) স্বরূপত দেশকালাতীত পদার্থ হইবে। উক্ত কারণে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ পাশাপাশি অথবা এককালে অবস্থান নহে। বিশেষতঃ তাহারা চৈত্তিক ধর্ম ও ধর্মী নহে বলিয়াও তাহাদের সংযোগ কালিক হইতে পারে না। মূল দ্রষ্টা ও মূল দৃশ্য কাহারও ধর্ম নহে এবং বাহ্যধর্মের সমাহাররূপ ধর্মী নহে। সুতরাং তাহারা কালিক সংযোগে সংযুক্ত পদার্থ নহে। পুরুষের মধ্যে অতীতানাগত কোনও ধর্ম নাই, কারণ, তাদৃশ ধর্মসকল বিকারী। মূল প্রকৃতিরও অতীতানাগত ধর্ম নাই। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ধর্ম নহে কিন্তু মৌলিক স্বভাব। সত্তা

হইতে পারে ক্রিয়া ত 'বিকারী,' অতএব তাহা দ্রষ্টা হইবে না কেন?—মূল ক্রিয়া 'বিকারী' নহে, কিন্তু 'বিকার' মাত্র। নিত্যই বিকার মাত্র (তত্ত্ব পুঃ § ১১) তাহা যদি কখনও বিকারহীন হইত তবেই স্বতঃ 'বিকারী' হইত। এইরূপে দর্শ-দর্শি-সৃষ্টির অতীত বলিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য কালাতীত সত্তা। অতএব দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের সংযোগ ভেদলক্ষ্য না হওয়ারূপ অদেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ সত্তা বলিয়া তাহাদিগকে অপৃথক্ মনে করা বিপর্য্যয়-জ্ঞান, সুতরাং অবিদ্যাই এই সংযোগের মূল, সূত্র যথা—'তস্য হেতুরবিদ্যা'।

এই সংযোগের ভোক্তা কে?—আমিই উহার ভোক্তা। কারণ, আমি মনে করি 'আমি শরীরাদি' ও 'আমি জ্ঞাতা।' আমি ত ঐ সংযোগের ফল অতএব আমি কিরূপে সংযোগের ভোক্তা হইব?—কেন হইব না, সংযোগ হইয়া গেলে তবেই 'আমি' হই বা আমি উহা বুঝিতে পারি। প্রত্যেক জ্ঞানের সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবিবিক্ত থাকে, পরে আমরা বিশ্লেষ করিয়া জানি যে, তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামক পৃথক্ পদার্থ আছে, তাই তখন বলি যাহা জ্ঞান তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ পৃথক্ ভাবের একই প্রত্যয়ে বা জ্ঞানে অন্তর্গত হয়। 'আমি আমাকে জানি'—এরূপ আমাদের মনে হয়, আমাদের দ্রষ্টৃ এক স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়াই ওরূপ বোধ আসিতে পারে। তাহাতেই "আমি" সংযোগজাত হইলেও আমি বুঝি যে, আমি দ্রষ্টা ও দৃশ্য।

এই সংযোগ কাহার ক্রিয়া হইতে হয়?—দৃশ্যস্থ রজোগুণের ক্রিয়া হইতে হয়। রজের দ্বারা প্রকাশ উদ্ঘাটিত হওয়াই, বা দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশ হওয়াই, আমিত্ব বা দ্রষ্টৃদৃশ্যের সংযোগ। ঐ দুই পদার্থের এরূপ যোগ্যতা আছে যাহাতে 'স্বামী' ও 'স্ব' এরূপ ভাব হয় (১।৪ দ্রষ্টব্য)। আমিত্ব সেই ভাবের মিলন-স্বরূপ এক জ্ঞান বা প্রকাশবিশেষ।

সংযোগ কিসের দ্বারা সম্পাদিত হয়?—সংযুক্ত ভাবের সংস্কারের দ্বারাই হয়। ঐরূপ বিপর্য্যয়-জ্ঞানের বিপর্য্যাস-সংস্কার হইতে পুনঃ আমিত্বরূপ বিপর্য্যস্ত প্রত্যয় হইয়া আমিত্বের সন্তান চলিতেছে। প্রত্যেক জ্ঞান উদয় হয় ও লয় হয়, পরে আর এক জ্ঞান হয়, সুতরাং সংযোগ সতত, তাহা একতান নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অনাদিবিদ্যমান বলিয়া উহাদের ঐরূপ সতত সংযোগ (আমিত্ব-জ্ঞানরূপ) অনাদিপ্রবাহ-স্বরূপ অর্থাৎ ক্ষণিক সংযোগ ও বিয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে (অনাদি হইলেও তাহা অনন্ত না হইতে পারে—ইহা দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিবেক-প্রবাহের আদি নাই বলিয়া উহা কবে আরম্ভ হইল এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব অনেকে যে মনে করে যে, প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ অসংযুক্ত ছিল পরে হঠাৎ সংযোগ ঘটিল, তাহা অতীব অদার্শনিক ও অযুক্ত চিন্তা। এই সংযোগরূপ অবিবেকের বিরুদ্ধ ভাব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিবেক বা পৃথক্ত্ববোধ উহাতে অন্য জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। অন্য সমস্ত জ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে তৈলাভাবে প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় বিবেকও নিরুদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিয়োগ। তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পুরুষ সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়েরই সমান সাক্ষী।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের এই যে অদেশকালিক সংযোগ ইহা ঐ উভয় পদার্থের স্বাভাবিক যোগ্যতার পরিচয়। স্বভাবতঃ আমরা সেই যোগ্যতার অনুসরণ করিয়া জ্ঞানার্থক 'জ্ঞা,' 'দৃশ্,' 'কাশ্,' 'বুধ্,' প্রভৃতি ধাতু দিয়া বিরুদ্ধ কোটির জ্ঞাপক 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়,' 'দ্রষ্টা-দৃশ্য' ইত্যাদি পদ বুঝিতে ও তাদৃশ পদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। ঐ পদ সকল বিরুদ্ধ (polar) হইলেও সংযুক্ত (আমিত্বে) বটে।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ এক প্রকার সন্নিবেশ-বাচক পদের অর্থ মাত্র, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক। মিথ্যা-জ্ঞান একাধিক সৎপদার্থ লইয়া হয়, অতএব সৎপদার্থ উপাদান ও বিষয় হওয়াতে এবং

এক প্রকার জ্ঞান বলিয়া সংযুক্ত হয় যে আমিত্ব এবং আমিত্বজাত ইচ্ছাদি ও সুখ-দুঃখাদি তাহারা সব সৎপদার্থ, আর সৎ বিবেকরূপ সত্যজ্ঞানের দ্বারা দুঃখমুক্তিও সৎপদার্থ। মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক জ্ঞান সৎপদার্থ, তাহা অসৎ বা 'নাই' নহে।

কাছাকাছি থাকাকে সংযোগ (দৈশিক) বলা যায় এবং কাছে যাওয়াকে 'সংযোগ হওয়া' বলা যায়। 'কাছে থাকা' কিছু দ্রব্য নহে, কিন্তু সন্নিবেশ বা সংস্থান বিশেষ। সেইরূপ 'কাছে যাওয়া' একটা ক্রিয়া, তাহার ফল সংযোগ শব্দের অর্থ। সংযুক্ত থাকিলে বা সংযুক্ত মনে হইলে বস্তুদের গুণের অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে। যেমন নীল ও তামা সংযুক্ত হইলে পীতবর্ণ হয়; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে নীল ও তামা পৃথক্‌ই থাকে। সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে সংযুক্ত মনে করিলে দ্রষ্টা দৃশ্যের মত ও দৃশ্য দ্রষ্টার মত লক্ষিত হয়, তাহাই আমিত্ব ও আমিত্বজাত দুঃখ।

সংক্ষেপে সংযোগের যুক্তিসকলের বিশ্লেষণ এইরূপ —

দৈশিক সংযোগ—পাশাপাশি দেশে অবস্থান, ইহা স্পষ্ট। কালিক সংযোগ কি? —কাল = ক্ষণপ্রবাহ। একত্র দুই ক্ষণ থাকে না, সুতরাং অবিরল ক্ষণে একত্র অবস্থিতিরূপ কালিক সংযোগ হইতে পারে না। কালিক সংযোগের আর এক উদাহরণ পাস্ত, উদিত ও অনাগত এই তিন প্রকার ধর্মের এক সময়ে অবস্থান যাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতেই হয়। অর্থাৎ আমরা বলি, অতীত ও অনাগত 'অস্তি', সুতরাং বর্তমান, অতীত ও অনাগত অবিরলভাবে আছে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। অতএব ত্রিবিধ ধর্মসকলের সমাহাররূপ ধর্মীতেই কালিক সংযোগ সত্তা।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ আদেশকালিক অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থানও নহে অথবা ধর্মের সমাহারও নহে। কারণ, দ্রষ্টার ধর্ম দৃশ্য নহে, দৃশ্যের ধর্মও দ্রষ্টা নহে। উভয়ে পৃথক্‌ অসংকীর্ণ সত্তা। আমিত্বের মধ্যে উহাদের সংযোগ দেখা যায়। কারণ, 'আমি'র কতক অংশ দ্রষ্টা, আর তাহার কতকটা জ্ঞেয় বা দৃশ্য এইরূপ অনুভূতি হয়। অবশ্য তাহা আমিত্বজ্ঞানের সমাহারই হয় না—পরে আমরা অবধারণ করিতে পারি। যোগ্যতাবিশেষ অর্থাৎ একের দ্রষ্টৃত্ব ও অন্যের দৃশ্যত্ব এই গুণ হইতেই ঐরূপ সংযোগ সম্ভব হয়।

অতএব পৃথক্‌ পদার্থ দ্বয়কে এক মনে করা এখানে বিপর্যয় বা অবিদ্যা। সুতরাং তাহাই সংযোগের হেতু। ঐরূপ বিপর্যয়-জ্ঞান সংস্কার-প্রত্যয়ক্রমে অনাদি বলিয়া এই সংযোগকেও অনাদি বলিতে হয়। দ্রষ্টা বলিলেই দৃশ্য আসিবে আর দৃশ্য বলিলেই দ্রষ্টা আসিবে, উভয়ের এইরূপ যোগ্যতা চিন্তা করা অপরিহার্য। সেই যোগ্যতাবিশেষই এই সংযোগ।

১৭। (২) 'অন্যস্বরূপে দৃশ্য প্রতিলব্ধাত্মক' এই অংশের বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। মিশ্র ও ভিক্ষু প্রত্যেকে তাঁহার এক এক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা, যথা—অন্যস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্নস্বরূপে বা জড়স্বরূপে প্রতি-লব্ধ (অনুমাননিত) হওয়াই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। চিৎ ও জড় এই উভয়ের যে প্রতিলব্ধি হয়, তাহা সত্য। চিৎ স্বপ্রকাশ ও দৃশ্য জড়, এইরূপ নিশ্চয় বোধ হয়। অতএব জড় নহে, স্বপ্রকাশ নহে, চিদ্রূপবোধমাত্র নহে, কিন্তু চিৎ হইতে ভিন্ন, এরূপ 'জড় আছে' এরূপ বোধও হয়। এই দুই হইতে এই ব্যাখ্যা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, যথা—দৃশ্য অন্যস্বরূপের অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন চৈতন্য-স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়। বস্তুতঃ দৃশ্য অপ্রকাশিত-স্বরূপ। চিৎসংযোগে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ চৈতন্যের উপধাবিশেষমাত্র, অতএব দৃশ্য চৈতন্য-স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধাত্মক।

ইহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সূর্য্যের উপর কোন অস্বচ্ছ দ্রব্য সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না করিয়া থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ আকারবিশেষ বলিয়া দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহাতে সূর্য্যের কতকাংশ দৃষ্ট হয় না মাত্র। মনে কর সেই আচ্ছাদক দ্রব্যটি চতুষ্কোণ; তাহাতে বলিতে হইবে, সূর্য্যের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ অংশ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সেই চতুষ্কোণ দ্রব্যটি সূর্য্যের উপরাগ বা সূর্য্যরূপের দ্বারাই জানিতে পারি। দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। দৃশ্যকে জানা অর্থে দ্রষ্টাকে ঠিক না জানা। মনে কর, 'আমি নীল জানিলাম,' ইহা একটি দৃশ্যের প্রতিলব্ধি। নীল তৈজস পরমাণুর প্রচয়বিশেষ, পরমাণুতে নীলত্ব নাই। নীলত্ব সেই প্রচয় হইতে প্রতীত হয়। বিক্ষেপ-সংস্কার-বশে বহু পরমাণুকে প্রচিতভাবে গ্রহণ করাই নীলত্বের স্বরূপ। রূপ-পরমাণু নীলাদিবিশেষশূন্য রূপমাত্র। তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিমানের বিকার বা ক্রিয়াবিশেষমাত্র। অভিমানের ক্রিয়া অর্থে বস্তুতঃ 'আমি পরিণাম-শীল' এইপ্রকার ভাব। পরিণাম অর্থে পূর্ব্ব অবস্থার লয় ও পর অবস্থার উদয়, এতদনুসারে ভাবের ধারা। পরিণামের সম্যক্ত্ব [illegible] অতএব স্বরূপতঃ নীলজ্ঞান রূপ-প্রবাহে উদীয়মান ও লীয়মান অস্মিতা-মাত্র (অবশ্য সাধারণ অবস্থায় সেই লয় লক্ষ্য হয় না)। অস্মিতার লয়কালে (অর্থাৎ চিত্তলয়ে) দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতি হয়। আর উদয়ে দ্রষ্টার দৃশ্য-সারূপ্য হয়। সুতরাং দুইটি চিত্তলয়ের (দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতির) মধ্যে যে দ্রষ্টার স্বরূপে অস্থিতির বোধ বা স্বরূপের অবোধ অর্থাৎ বিলয় [illegible] তাহাই রূপাবচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান হইল। তাহাই প্রচয়জ্ঞান নীলাদি জ্ঞান। এইরূপে জানা যায় নীলাদি বিষয়জ্ঞান বা দৃশ্যবোধ দ্রষ্টাকে প্রকারবিশেষে না জানা মাত্র। দ্রষ্টার দ্বারা অস্মিতাই মুখ্যত প্রকাশিত হয়। নীলজ্ঞান প্রভৃতি সেই অস্মিতার উপাধিভূত। তদ্রূপে তাহারাও দ্রষ্টার স্বাবোধের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ইহা আরও বিশদ করিয়া বলা হইতেছে। 'আমি নীল জানিতেছি' এইরূপ বিষয়-জ্ঞানে দ্রষ্টাও অন্তর্গত থাকে ("আমি জানিতেছি তাহাও আমি জানি" এইরূপ ভাবই দ্রষ্টৃ-বিষয়ক বুদ্ধি)। নীলজ্ঞান বহু [illegible] সমষ্টি; সেই প্রত্যেক ক্রিয়া লয় ও উদয়ধর্ম্মক। বস্তুতঃ বহু ক্রিয়া অর্থে উদীয়মান ও লীয়মান ক্রিয়ার প্রবাহমাত্র। সেই প্রবাহের মধ্যে প্রত্যেক লয় দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি (১।৩ সূত্র দ্রষ্টব্য), আর উদয় তাহা নহে। সুতরাং দুইটি লয়ের মধ্যস্থ ভাব স্ব-স্বরূপের অবোধ বা স্বরূপে অস্থিতির বোধ মাত্র। তাহাই দৃশ্য-স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যের উপমাতে যেমন সৌর প্রকাশের দ্বারা আচ্ছাদক দ্রব্যের অবিশিষ্ট প্রকাশ হয় রূপাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়সকলও সেইরূপ স্বাবোধের উপরাগে প্রকাশিত হয়। এইজন্য দৃশ্য অনাত্মরূপের বা পুরুষ-স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ ভাব-স্বরূপ হইল।

এই উভয়বিধ ব্যাখ্যাই ভিন্ন দিক্ হইতে সত্য। দ্রষ্টার লক্ষণ-ব্যাখ্যায় ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

১৭। (৩) দৃশ্য স্বতন্ত্র হইলেও পদার্থ হেতু পরতন্ত্র। দৃশ্যের মূলরূপ অব্যক্ত। দ্রষ্টার দ্বারা উপদৃষ্ট না হইলে দৃশ্য অব্যক্তরূপে থাকে। পরন্তু দৃশ্য স্বনিষ্ঠ পরিণাম-ধর্ম্মের দ্বারা পরিণত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র ভাবপদার্থ। কিন্তু তাহা দ্রষ্টার বিষয় বলিয়া পদার্থ বা দ্রষ্টার অর্থ (বিষয়)। বস্তুতঃ ব্যক্ত দৃশ্যভাবসকল হয় ভোগ বা ইষ্টানিষ্টরূপ অনুভাব্য বিষয়, না হয় অপবর্গ বা বিবেকরূপ বিষয়। তদ্ব্যতীত (পুরুষের বিষয় ব্যতীত) দৃশ্যের দৃশ্যত্ব ভাবের অন্য কোন অর্থ নাই। সেই হিসাবে দৃশ্য পরতন্ত্র। যেমন গবাদি স্বতন্ত্র হইলেও মনুষ্যের ভোগ্য বা অধীন বলিয়া পরতন্ত্র, সেইরূপ

১৭। (৪) প্রকাশশীল ভাব সত্ত্ব। যে ভাবে প্রকাশ-গুণের আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিরূপ রজঃ ও তমোগুণের অল্পতা, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব মাত্রই সুখকর বা ইষ্ট। কারণ ক্রিয়ার আপেক্ষিক অল্পতা ও প্রকাশের অধিকতাই সুখকর ভাবের স্বরূপ। প্রতিক্রিয়ার নিবারণে বা সাহজিক ক্রিয়া অতিক্রম না করিলে, যে তৎসহভূ-বোধ হয় তাহাই সুখকর, ইহা সকলেরই অনুভূত। সহজ ক্রিয়া অর্থে যতখানি ক্রিয়া করিতে করণসকল অভ্যস্ত, তত ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়ার দ্বারা জড়তা অপগত হইলে যে বোধ হয় তাহাই সুখের স্বরূপ। স্ফুটবোধ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ক্রিয়া না হইলে সুখকর বোধ হয় না। সুখ-দুঃখাদি বা সাত্ত্বিকাদি ভাব আপেক্ষিক। সুতরাং পূর্বের বা পরের বোধ ও ক্রিয়া হইতে স্ফুটতর বোধ এবং অল্পতর ক্রিয়া হইলেই পূর্ব বা পর অবস্থার অপেক্ষা সেই অবস্থা সুখকর বোধ হয়। কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ সুখেরই এই নিয়ম। গায়ে হাত বুলাইলে যতক্ষণ সহজ ক্রিয়া অতিক্রান্ত না হয়, ততক্ষণ সুখ বোধ হয় পরে পীড়া বোধ হয়। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ অর্থে সহজক্রিয়া-জনিত বোধ। অন্য বাহ্যিক কারণে অত্যধিক ক্রিয়া (Overstimulation) হইলেই পীড়া বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষারূপ মানস-ক্রিয়া সহজ হইলে সুখ হয়, কিন্তু অত্যধিক হইলে দুঃখ হয়। আবার ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি (মনের অতিক্রিয়ার হ্রাস) হইলেও সুখ। মোহ বা সুখ-দুঃখ-বিবেক হীন অবস্থায় ক্রিয়া অল্প বা অল্প হয় বটে, কিন্তু স্ফুটবোধ থাকে না। তদপেক্ষায় সুখে বোধ স্ফুটতর। অতএব স্থিরতর প্রকাশশীল ভাব (বা সত্ত্ব) সুখের অবিনাভাবী। আর ক্রিয়াশীল ভাব বা রজঃ দুঃখের (কায়িক বা মানস) অবিনাভাবী। সত্ত্ব রজের দ্বারা বিপ্লুত হইলেই দুঃখ বোধ হয়। সেই-হেতু ভাষ্যকার সত্ত্বকে তপ্য এবং রজকে তাপক বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষ তপ্য নহেন। তিনি তাপ ও অতাপের নির্বিকার সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। সত্ত্ব তপ্ত বা ক্রিয়াধিক্যের দ্বারা বিপ্লুত হইলে তৎসাক্ষী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় প্রতীত হন। সেইরূপ সত্ত্বের প্রসন্নতা আনন্দময়ের ন্যায় প্রতীত হন, কিন্তু ঐরূপ বিকৃতত্ব তাঁহার বাস্তব নহে। উহা আরোপিত ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে তাপক্রিয়ার (তাপদানে) দ্বারা সত্ত্বই বিকৃত বা অবস্থান্তরিত হয়। বুদ্ধির সাক্ষিত্বই পুরুষের কথিত-বিষয়ত্ব।

ভাষ্যম্। দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্। ১৮॥

প্রকাশশীলং সত্ত্বং ক্রিয়াশীলং রজঃ স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্মাণ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধানবেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানাঃ, গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্নীতানুমিতাস্তিতাঃ, পুরুষার্থকর্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনুবর্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি, এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমত ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনম্ অপি তু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষস্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণমবিভাগাপন্নং ভোগঃ, ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণমপবর্গ ইতি দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি। তথা চোক্তম্ "অয়ন্তু খলু ত্রিষু

গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্ ন দর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে" ইতি।

তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি, যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে, স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি। এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ পুরুষে অধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্যস্বরূপ কথিত হইতেছে—

১৮। দৃশ্য বা জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল তাহা ভূতেন্দ্রিয়াত্মক বা ভূত ও ইন্দ্রিয় এই প্রকারদ্বয়ে অবস্থিত এবং পুরুষের ভোগাপবর্গসাধক বিষয়স্বরূপ (১)॥ সূ

প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম। এই গুণত্রয় পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্ম্মা উপষ্টম্ভকতাশ্রয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদি মূর্ত্তি উৎপাদন করে, পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব থাকিলেও তাহাদের শক্তিপ্রবিভাগ অসঙ্কীর্ণ, তুল্যাতুল্যজাতীয় শক্তিভেদানুপাতী, স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্য্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি (২), গুণত্বেও (অপ্রাধান্যকালেও) ব্যাপার-মাত্রের দ্বারা প্রধানান্তর্গতভাবে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (৩), পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতার দ্বারা তাহারা (কার্য্যজনন-)সামর্থ্যযুক্ত হেতু অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৪)। আর তাহারা প্রত্যয় (হেতু) ব্যতিরেকে (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রয়োজক বিনা) একতমের (প্রধানের) বৃত্তির অনুবর্ত্তনশীল (৫)। এই প্রকার গুণত্রয় প্রধান-শব্দবাচ্য। ইহাকেই দৃশ্য বলা যায়। এই দৃশ্য ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ তাহারা ভূতভাবে বা পৃথিব্যাদি সূক্ষ্মস্থূলরূপে পরিণত হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়ভাবে বা শ্রোত্রাদি সূক্ষ্মস্থূল ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয় (৬)। তাহা (দৃশ্য) অপ্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত হয় না। পরন্তু প্রয়োজন (পুরুষার্থ) বশেই প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব সেই দৃশ্য পদার্থ পুরুষের ভোগাপবর্গের অর্থেই প্রবর্ত্তিত। তাহার মধ্যে (গুণত্রয়ের) একতাপন্নভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাবধারণ ভোগ, আর ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্গ। এই দুইয়ের অতিরিক্ত আর অন্য দর্শন নাই। তথা উক্ত হইয়াছে, "তিন গুণ কর্ত্তা হইলেও (অবিবেকী ব্যক্তিরা) অকর্ত্তা তুল্যাতুল্যজাতীয়, গুণক্রিয়াসাক্ষী, চতুর্থ যে পুরুষ তাঁহাতে উপনীয়মান (বুদ্ধির দ্বারা সমর্প্যমাণ) সমস্ত ধর্ম্মকে উপপন্ন (স্বাভাবিক) জানিয়া আর অন্য দর্শন (চৈতন্য) আছে বলিয়া শঙ্কা করে না" (পঞ্চশিখাচার্য্য)।

এই ভোগাপবর্গ বুদ্ধিকৃত বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান, অতএব তাহারা কিরূপে পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়? যেমন জয় ও পরাজয় যোদ্ধৃগণে বর্ত্তমান হইলেও স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয় আর তিনিই তৎফলের ভোক্তা হন, তেমনি বন্ধ ও মোক্ষ বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, আর পুরুষই তৎফলের ভোক্তা হন। পুরুষার্থের (৭) অপরিসমাপ্তিই বুদ্ধির বন্ধ, আর তদর্থসমাপ্তি মোক্ষ। এইরূপ গ্রহণ (জানন), ধারণ (স্মৃতি), ঊহ (মনে উঠান অর্থাৎ স্মৃতিগত বিষয়ের উহন), অপোহ (চিন্তা করিয়া কতকগুলির নিরাকরণ) তত্ত্বজ্ঞান (অপোহ-পূর্ব্বক কতক বিষয়ের অবধারণ) ও অভিনিবেশ, এই সকল গুণ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান হইলেও পুরুষে অধ্যারোপিত হয়, পুরুষ সেই ফলের ভোক্তা হন। [২।৬ (১) দ্রষ্টব্য]।

টীকা। ১৮। (১) প্রকাশশীল = জ্ঞানশীল বা বোধ্য হইবার যোগ্য। ক্রিয়াশীল = পরিবর্ত্তনশীল। স্থিতিশীল = প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রকাশের উদাহরণ। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও কার্য্য, ক্রিয়ার উদাহরণ। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও

ধর্ম্মভাব, স্থিতির উদাহরণ। সত্ত্বাদির পরিণাম দ্বিবিধ, ভূত ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্যবসেয় ও ব্যবসায়রূপ। ব্যবসায়=জ্ঞানন, করণ ও ধারণ। ব্যবসেয়=জ্ঞেয়, কার্য্য ও ধার্য্য। জ্ঞানকার্য্যাদি বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজ ও তমের মিলিত বৃত্তি, যেহেতু উহাদের প্রত্যেকেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পাওয়া যায়। যেমন একটি রূপ-জ্ঞান, উহার জ্ঞান ও বোধাংশই প্রকাশ; যে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা রূপ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সেই জ্ঞানগত ক্রিয়া, আর জ্ঞানের যে শক্তি-অবস্থা—যাহা উদ্রিক্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হয়—তাহাই উহার অন্তর্গত বৃত্তি বা স্থিতি। ফলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই সমস্ত করণের মধ্যে যে বোধ পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশ; যে অবস্থান্তরতা পাওয়া যায় তাহাই ক্রিয়া; এবং ক্রিয়ার যে শক্তিরূপ পূর্ব্ব ও পর জড়াবস্থা পাওয়া যায় (Stored energy), তাহাই স্থিতি। ইহাই ব্যবসায়-রূপ করণের প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ব্যবসেয়রূপ বিষয়ে প্রকাশ্য (রূপরসাদি), কার্য্য বা প্রচালনযোগ্যতা এবং জাড্য বা প্রকাশের ও কার্য্যের রুদ্ধাবস্থা এই ত্রিবিধ ব্যবসেয়রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি গুণ পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি ব্যতীত গ্রাহ্য ও গ্রহণের অর্থাৎ বাহ্য জগতের ও অন্তর্জগতের অন্য কিছু তত্ত্ব জানা যায় না, বা জানিবার কিছু নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সর্ব্বত্রই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিগুণকে দেখিতে পাইবে। বাহ্য জগৎ শব্দাদি পঞ্চগুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শব্দাদিতে বোধ বা প্রকাশ আছে, বোধের হেতুভূত ক্রিয়া আছে এবং সেই ক্রিয়ার হেতুভূত শক্তি আছে। ব্যবহারিক বস্তুনিচয়ও বিশেষ বিশেষ শব্দাদিরূপ প্রকাশ গুণ এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াধর্ম্ম ও বিশেষ বিশেষ প্রকার কাঠিন্যাদি জাড্যধর্ম্মের সমষ্টিব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তেও সেইরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন গুণ দেখা যায়।

এইরূপে জানা গেল যে, বাহ্য ও আন্তর জগৎ মূলতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন মৌলিক গুণস্বরূপ। প্রকাশমাত্রই যাহার শীল বা স্বভাব তাহার নাম সত্ত্ব। সত্ত্ব অর্থে সত্তা বা 'অস্মি ইতি' রূপে জায়মান ভাব। প্রকাশিত বা বুদ্ধ হইলে সেই বিষয় সৎ বলিয়া ব্যবহার্য্য হয়। তজ্জন্য প্রকাশশীল ভাবের নাম সত্ত্ব। ক্রিয়াশীল ভাব রজ। রজ বা ধূলি যেমন মলিন করে, সেইরূপ সত্ত্বকে মলিন বা বিপ্লুত করে বলিয়া ক্রিয়াশীল ভাবের নাম রজ। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর হয় বলিয়া সত্ত্ব (বা স্থির সত্তা) অসত্যের মত বা অবস্থান্তরিত বা নবোদয়শীল হয়। তাই ক্রিয়া সত্ত্বের বিপ্লবকারী। স্থিতিশীল ভাব তম। উহা তম বা অন্ধকারের ন্যায় প্রকাশক্রিয়াশূন্য, অলক্ষ্যবৎ আবৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার নাম তম।

অতএব প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম, এই ভাবত্রয় বাহ্য ও আন্তর জগতের মূল তত্ত্ব। তদতিরিক্ত আর কোন মূল জানিবার নাই অর্থাৎ নাই। যে-ই যাহা বলুক, সমস্তই ঐ ত্রিগুণের মধ্যে পড়িবে। গীতাও বলেন, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

দৃশ্য অর্থে দ্রষ্টৃ-প্রকাশ্য বা পুরুষ-প্রকাশ্য অর্থাৎ পুরুষের যোগে যাহা ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য তাহাই দৃশ্য, ফলতঃ জ্ঞাতার বা চিতের সংযোগে যাহা ব্যক্ত হয় নচেৎ যাহা অব্যক্ত, তাহাই দৃশ্য। ভূত এবং ইন্দ্রিয় অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং গ্রহণ এই দ্বিবিধ পদার্থ ই দৃশ্যের ব্যক্তস্থিতি, তদ্ব্যতীত আর কিছু ব্যক্ত দৃশ্য নাই। ভূত ও ইন্দ্রিয় ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং ত্রিগুণই মূল দৃশ্য। দৃশ্য ও গ্রাহ্যের ভেদ, যথা—দৃশ্য অর্থে যাহা পুরুষ-প্রকাশ্য, গ্রাহ্য অর্থে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

দ্রষ্টার দ্বিবিধ অর্থ, অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য দ্বিবিধ অর্থ-স্বরূপ বা বিষয়-স্বরূপ হয়। ভোগ ও অপবর্গ সেই অর্থ। দৃশ্য ভোগ্য-স্বরূপ হয় অথবা অ-ভোগ্য অর্থাৎ অপবর্গ-স্বরূপ হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে দৃশ্যের উপলব্ধি। দৃশ্যের উপলব্ধি অর্থে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অবিশেষ প্রত্যয় বা অবিবেক। অপবর্গ অর্থে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি অর্থাৎ প্রকৃত 'আমি' দৃশ্য নহি বা দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ এইরূপ বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানের পর আর অর্থতা থাকে না বলিয়া তাহার নাম অপবর্গ বা চরম ফল-প্রাপ্তি। অপবর্গ হইলে দৃশ্য নিবৃত্ত হয়।

অতএব সূত্রকার দৃশ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা গভীর, অনবদ্য ও সম্যক্ সত্য-দর্শনপ্রসিদ্ধ।

১৮। (২) পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ — গুণসকলের প্রবিভাগ বা নিজ নিজ স্বরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত বা অনুরঞ্জিত। গুণসকল মিলিয়াই বিকারব্যক্তিভাবে (যেমন রূপ, রস, ঘট, পট ইত্যাদিরূপে) জ্ঞায়মান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ত্রিগুণ মিলিত। তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে একদিকে সত্ত্ব, একদিকে তম ও মধ্যস্থল রজ। সত্ত্ব বলিলে রজ ও তম থাকিবেই থাকিবে। রজ ও তম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অতএব গুণসকল পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত। প্রকাশ সদাই ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা উপরক্ত। ক্রিয়া এবং স্থিতিও সেইরূপ। উদাহরণ যথা—শব্দজ্ঞান, তাহাতে যে শব্দ-বোধ আছে, তাহা কম্পন ও জড়তার দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম—এইরূপ প্রবিভাগ করিলে প্রত্যেক গুণ অপর দুইটির দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে।

সংযোগবিভাগ-ধর্ম—পুরুষের সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ-স্বভাব। ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত। ভিক্ষু বলেন, "পরস্পর সংযোগ-বিভাগ-স্বভাব।" গুণসকল সংযুক্ত থাকিলেও তাহাদের বিভাগ বা প্রভেদ আছে এরূপ অর্থ করিলে ভিক্ষুর ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়, নচেৎ গুণ-সকলের পরস্পর বিয়োগ কদাপি কল্পনীয় নহে।

ইতরেতরাশ্রয়েণ দ্বারা উৎপাদিত মূর্তি—মূর্তি ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য। সমস্ত দ্রব্যই সত্ত্বাদিরা পরস্পর সহকারিভাবে উৎপাদন করে। অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে রাজস এবং তামস ভাগও সহকারী থাকে। কেবল সত্ত্বময় বা রজোময় বা তমোময়, এরূপ কোনও ভাব নাই। সর্বত্রই একের প্রাধান্য ও অপর দ্বয়ের সহকারিত্ব।

যেমন রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্রত্রয়ের দ্বারা নির্মিত রজ্জুতে ঐ তিন সূত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে এবং পরস্পরের সহকারিভাবে থাকিলেও পরস্পর অসংকীর্ণ থাকে, শ্বেত শ্বেতই থাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকে এবং রক্ত রক্তই থাকে, ত্রিগুণও সেইরূপ অসংমিশ্র-শক্তি-প্রবিভাগ। অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং স্থিতি-শক্তি সদা স্বরূপস্থই থাকে, পরস্পরের দ্বারা কদাপি স্বরূপচ্যুত হয় না। প্রত্যেকের শক্তি অত্যন্ত ভিন্ন, অন্যের দ্বারা সংভিন্ন বা মিশ্রিত নহে।

প্রকাশাদি গুণসকল পরস্পর অসংমিশ্র হইলেও তাহারা পরস্পরের সহকারী হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন, "গুণ সকল তুল্যাতুল্যজাতীয় শক্তি-ভেদানুপাতী।" তুল্য জাতীয় শক্তি—যেমন সাত্ত্বিক দ্রব্যের উপাদান সত্ত্ব-শক্তি। সত্ত্ব-শক্তির নানা ভেদে নানা প্রকার সাত্ত্বিক ভাব হয়। সত্ত্বের রজ ও তম শক্তি অতুল্যজাতীয় শক্তি। রজ ও তমেরও তদ্রূপ। অসংখ্য সাত্ত্বিক শক্তির, রাজস শক্তির এবং তামস শক্তির ভেদ হইতে অসংখ্য ভাব উৎপন্ন হয়। যে ভাবের যে শক্তি প্রধান উপাদান, তাহা (অর্থাৎ তুল্যজাতীয় শক্তি) সেই ভাবে স্ফুটরূপে সমন্বিত বা অনুপাতী হইবে। পরন্তু অন্য অতুল্যজাতীয় শক্তিও সেই ভাবের সহকারী শক্তিরূপে অনুপাতী বা উপাদানভূত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে গুণ প্রধান হউক

যা কেন, অন্য গুণদ্বয় সেই প্রধান গুণের সহকারিভাবে থাকে। যেমন দিব্য শরীর; ইহা সাত্ত্বিক শক্তির কার্য্য, কিন্তু ইহাতে রাজস ও তামস-শক্তি সহকারিরূপে অনুপাতী থাকে।

প্রধানবেলায় উপদর্শিত-সন্নিধান—স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্য্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি। প্রধান-বেলায় নিজের প্রাধান্যের বেলায় (কালে)। উপদর্শিত-সন্নিধান সান্নিধ্য উপদর্শিত করে অর্থাৎ যদিও গুণেরা স্থলবিশেষে সহকারী থাকে, তথাপি যখন তাহাদের প্রাধান্যের সময় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্বকার্য্য জনন করে। রাজার মৃত্যুর পর যেমন সন্নিহিত রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ রাজা হয়, তদ্রূপ। উদাহরণ যথা—জাগ্রৎ সাত্ত্বিক অবস্থাবিশেষ, রজ ও তম তাহাতে সহকারী থাকে। কিন্তু তাহারা সন্নিহিত বা লুকায়িত থাকে, যেমনি সত্ত্বের প্রাধান্য কমে, অমনি তাহারা প্রধান হইয়া স্বপ্ন অথবা নিদ্রারূপ অবস্থা উদ্ভাবিত করে। ইহাকেই বলিয়াছেন, প্রাধান্যের বেলায় প্রধান হইয়া নিজেদের সন্নিধানত্ব দেখান।

১৮। (৩) আর অপ্রাধান্যকালেও (অর্থাৎ গুণত্বেও) তাহারা যে প্রধানের অন্তর্গত-ভাবে থাকে, তাহা ব্যাপারমাত্রের দ্বারা বা সহকারিত্বের দ্বারা অনুমিত হয়, যেমন শব্দজ্ঞান, যদিও ইহা প্রকাশপ্রধান বা সাত্ত্বিক, তথাপি ইহাতে রজ ও তম যে অন্তর্গত আছে, তাহা অনুমিত হয়। শব্দে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু আমরা জানি যে, কম্পনব্যতীত শব্দজ্ঞান হয় না, অতএব শব্দজ্ঞানের সহকারী কম্পন বা ক্রিয়া। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব-প্রধান শব্দজ্ঞানে অনুমিত হয়।

১৮। (৪) পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতা ইত্যাদি। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষসাক্ষিক ভাব। পুরুষের সাক্ষিতা না থাকিলে গুণ অব্যক্ত হয়। তাহাদের বৃত্তি ও কার্য্য থাকে না। সুতরাং গুণের কার্য্যজনন-সামর্থ্য পুরুষসাক্ষিতা বা পুরুষার্থতা হইতেই হয়। যেহেতু পুরুষের সাক্ষিতামাত্রের দ্বারা সন্নিহিত গুণসকল ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে, তজ্জন্য গুণসকল সন্নিধিমাত্রোপকারী। পুরুষের ও গুণের সন্নিধান ঘট ও পটের সন্নিধানের মত দৈশিক সন্নিধান নহে, কিন্তু একই প্রত্যয়ের অন্তর্গতত্বই সেই সন্নিধান। 'আমি চেতন' এই প্রত্যয়ে চৈতন্য ও অচেতন অবস্থা অন্তর্গত থাকে, তাহাই গুণ ও পুরুষের সান্নিধ্য। [২।১৭ (১) দ্রষ্টব্য]।

অয়স্কান্ত মণি যেমন সন্নিহিত হইলেই লৌহ-কর্ষণ কার্য্য করে, লৌহে তাহা যেমন প্রত্যক্ষত অনুপ্রবিষ্ট হয় না, গুণসকলও সেইরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া সান্নিধ্যবশতই পুরুষের উপকরণ-স্বরূপ হইয়া উপকার করে। সমীপ হইতে কার্য্য করার নাম উপকার। [১।৪ (৩)]।

১৮। (৫) প্রত্যয়ব্যতিরেকে ইত্যাদি। প্রত্যয় = কারণ, এস্থলে যে কারণে কোন গুণের প্রাধান্য হয়, সেই কারণই প্রত্যয়। যেমন ধর্ম্ম সাত্ত্বিক পরিণামের প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তিন গুণের মধ্যে যে দুই গুণের প্রধানরূপে প্রাদুর্ভাবের হেতু বা নিমিত্ত না থাকে, তাহারা তৃতীয় প্রধানভূত গুণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করে। যেমন ধর্ম্মের দ্বারা সাত্ত্বিক দেবত্ব-পরিণাম প্রাদুর্ভূত হইলে রজ ও তম সেই সাত্ত্বিক দেবত্ব-পরিণামের উপযোগী যে রাজস ও তামস ভাব (যেমন স্বর্গ ভোগের চেষ্টা ও তাহাতে মুগ্ধ থাকা), তাহা সাধনপূর্ব্বক সত্ত্বরূপ প্রধানের দেবত্ব-রূপ বৃত্তির অনুবর্ত্তন করে।

এই গুণসকলের নাম প্রধান বা প্রকৃতি। যাহা কোন বিকারের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতিই প্রধান। গুণত্রয়-স্বরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত ও যাহা সমস্ত জগতের উপাদান-কারণ।

এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় উত্তমরূপে না বুঝিলে সাংখ্যযোগ বা মোক্ষবিদ্যা বুঝা যায় না তজ্জন্য ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। সমস্ত অনাত্মপদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে যথা—গ্রহণ ও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে গ্রাহ্যসকল বিষয় আর গ্রহণসকল ইন্দ্রিয় বা করণ। গ্রহণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, অথবা চালন হয় অথবা ধারণ হয়। শব্দাদিরা জ্ঞেয় বিষয়, বাক্যাদিরা কার্য্য বিষয়, আর শরীরস্থ প্রাণাদি ধার্য্য বিষয়। শব্দ বিষয় বিশ্লেষ করিলে শব্দজ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশভাব, কম্পনরূপ ক্রিয়াভাব আর কম্পনের শক্তি (potential energy)-রূপ স্থিতিভাব লব্ধ হয়। স্পর্শরূপাদির পক্ষেও সেই প্রকারে তিন ভাব লব্ধ হয়।

বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়েও তিন ভাব পাওয়া যায়। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ যে উচ্চারিত বর্ণাদিরূপ প্রকারবিশেষে পরিণত হয় তাহাই বাক্যরূপ কার্য্য বিষয়। তাহাতেও প্রকাশাদি তিন ভাব বর্তমান আছে। তৎসংস্থান বিষয়ে বা ধার্য্য বিষয়েও সেইরূপ।

করণসকল বিশ্লেষ করিলেও ঐ তিন ভাব দেখা যায়। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়, তাহার গুণ শব্দকে জানান। তন্মধ্যে শব্দরূপ জ্ঞান প্রকাশভাব। কর্ণের ক্রিয়া (nervous impulse) যাহা বাহ্য কম্পন হইতে উদ্রিক্ত হয়, তাহা এবং কর্ণের অন্যান্য ক্রিয়া কর্ণস্থিত ক্রিয়াভাব। আর স্নায়ু ও পেশী আদিতে যে শক্তিভাব (energy) থাকে, যাহা সক্রিয় হইয়া পরে জ্ঞানে পরিণত হয় তাহাই কর্ণগত স্থিতিভাব। সেইরূপ পাণি নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পেশী-স্নায়ু আদিতে যে বোধ (tactile sense, muscular sense প্রভৃতি) তাহা তদ্গত প্রকাশভাব, হস্তের সঞ্চালন তদ্গত ক্রিয়াভাব আর স্নায়ু-পেশীগত শক্তি হস্তের স্থিতিভাব।

ইহারা বাহ্য করণ। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলেও ঐ প্রকাশপ্রধান বুদ্ধি, ক্রিয়াপ্রধান প্রবৃত্তি ও স্থিতিপ্রধান ধারণভাব এই ভাবসকল লব্ধ হয়। প্রত্যেক বৃত্তিরও এক অংশ প্রখ্যান, এক অংশ স্থিতি ও এক অংশ ক্রিয়া।

এইরূপে জানা যায় যে, আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রি-ভাব-স্বরূপ। তজ্জন্য বাহ্যের ও আন্তরের আর কিছু ভেদভূত মূল উপাদান নাই এবং হইতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, রজ, ও তম জগতের মূল উপাদান।

শক্তিব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়াব্যতীত কোন বোধ হয় না, সেইরূপ বোধ হইলেই তাহার পূর্ব্বে ক্রিয়া অবশ্যম্ভূত ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে শক্তি অবশ্যম্ভূত। সুতরাং প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একটি থাকিলে অন্য দুইটিও থাকিবে। তন্মধ্যে কোন এক ভাবের প্রাধান্য থাকিলে সেই পদার্থকে সেই সেই গুণানুসারে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই আখ্যা আপেক্ষিকতা সূচনা করে। যেমন জ্ঞানে প্রকাশ গুণ অধিক বলিয়া জ্ঞানকে সাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাহা কর্ম্ম অপেক্ষা সাত্ত্বিক। আবার জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান অন্য জ্ঞানের তুলনায় প্রকাশাধিক হইলে তাহাকে জ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বলা যায়। কিছুকে সাত্ত্বিক বলিলে তদ্গত রাজস ও তামস আছে তাহা বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিক দ্রব্য অন্য রাজস ও তামস দ্রব্যের তুলনায় সাত্ত্বিক। কেবলই সাত্ত্বিক এরূপ কোন দ্রব্য হইতে পারে না। রাজস ও তামস সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সত্ত্বাদি গুণ, জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থেই বর্তমান। কেবল এক বা দুই জাতি অথবা ব্যক্তি থাকিলে তুলনার অভাবে অবশ্য তাহা সাত্ত্বিকাদি পদার্থ এরূপ বক্তব্য হইবে না। অথবা তুলনার অযোগ্য বহু পদার্থ থাকিলেও তাহারা সাত্ত্বিকাদিরূপে বিবেচ্য হইবে না।

জগৎ বা সমস্ত বিকারশীল ভাবপদার্থ তজ্জন্য সাত্ত্বিক রাজস বা তামসরূপে বিবেচ্য হইতে পারে। বৈকল্পিক যে অবাস্তব জাতিপদার্থ আছে, যাহারা এক বা দুই মাত্র, তাহারা

সাত্ত্বিকাদি হইতে পারে না। যেমন সত্তা = সতের ভাব, যাহাই সৎ তাহাই ভাব, সুতরাং, সত্তা 'রাহুর শিরে'র ন্যায় বৈকল্পিক পদার্থ হইল। সেইরূপ ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থও বৈকল্পিক। ঘট, পট আদি পদার্থ বাস্তব, কিন্তু 'ভাব' এই নামটি তাদৃশ সাধারণ নাম মাত্র। সেই নামের দ্বারা কথঞ্চিৎ অর্থবোধই 'ভাব'-পদার্থের জ্ঞান। কিন্তু চক্ষুরাদির দ্বারা 'ভাব' জ্ঞাত হয় না, ঘটপটাদিই জ্ঞাত হয়। অতএব ভাব সাত্ত্বিক কি রাজস, তাহা বক্তব্য না হইতে পারে। যে স্থলে ভাব কোন দ্রব্যবাচক হয়, সে স্থলে অবশ্য তাহা গুণময় হইবে।

ফলে কাল্পনিক অবাস্তব পদার্থের কারণ সত্ত্বাদি না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্ত্বাদি গুণ যাবতীয় বিকারশীল বাস্তব পদার্থের মূল কারণ। এই সমস্ত বিষয় বুঝিলে ভাষ্যকারের গুণসম্বন্ধীয় বিশেষণ বর্গের অর্থ সুবোধ্য হইবে।

১৮। (৬) গুণসকল দৃশ্যের মূল রূপ। ভূত ও ইন্দ্রিয় বা কার্যবর্গ দৃশ্যের বৈকারিক রূপ। দৃশ্যের যে প্রবৃত্তি, যাহার ফলে দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিবিধ অর্থাৎ, দৃশ্যের বিষয়ভাব (অর্থতা) দ্বিবিধ, যথা—ভোগ ও অপবর্গ। গুণসকল দৃশ্যের স্বরূপ, ভূতেন্দ্রিয় দৃশ্যের বিরূপ (বা বিকাররূপ) এবং অর্থ বা দৃশ্যের ক্রিয়া দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব।

দৃশ্যের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—এক, প্রবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি, আর এক নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি। যেমন বিষয়ানুরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ। প্রথমের ফল, ভোগ বা সংসার, দ্বিতীয়ের ফল, অপবর্গ বা সংসারনিবৃত্তি।

অর্থ—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব। যখন অবিদ্যাবশে দ্রষ্টা ও দৃশ্য একবৎ সম্বন্ধ হয়, তখনই তাহার নাম ভোগ বলা যায়। ভোগ দ্বিবিধ ইষ্টবিষয়াবধারণ এবং অনিষ্টবিষয়াবধারণ। অর্থাৎ আমি সুখী এবং আমি দুঃখী এইরূপ দুই প্রকারে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ-প্রত্যয়। 'আমি সুখ-দুঃখশূন্য' এইরূপে বিষয় ও দ্রষ্টার ভেদ-প্রত্যয়ই অপবর্গ।

ভোগ একরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান এবং অপবর্গও একরূপ জ্ঞান হইল। পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ উভয়ের ভোক্তা। ভোগ ও অপবর্গ যখন জ্ঞানবিশেষ, তখন ভোক্তা অর্থে জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যেমন দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধভাব লক্ষ্য করিয়া দৃশ্যকে অর্থ বলা যায়, সেইরূপ সেই সম্বন্ধভাবই লক্ষ্য করিয়া দ্রষ্টাকে ভোক্তা বলা যায়। বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় পৃথক্ ভাব বলিয়া বিজ্ঞেয় পদার্থের বিকারে বিজ্ঞাতা বিকৃত হন না। তজ্জন্য দ্রষ্টা পুরুষ, দৃশ্য-দর্শনের অবিকারী ও অবিনাভাবী হেতু। দৃশ্য তদ্দর্শনের বিকারী হেতু। "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" (গীতা)। ভাষ্যকার জয়পরাজয়ের উপমা দিয়া ভোক্তার অবিকারিত্ব ও অকর্তৃত্ব বুঝাইয়াছেন।

সুখ-দুঃখ স্বয়ং অচেতন ও বুদ্ধিধর্ম। করণবর্গে অনুকূল ক্রিয়াবিশেষ হইলে তাহার প্রকাশভাবই সুখের স্বরূপ। সুতরাং সুখ অচেতন প্রকাশিত ক্রিয়াবিশেষ হইল। 'আমি সুখী' এইরূপে চিদ্রূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধভাব হইলেই সুখ সচেতন বা চেতনাবতের ন্যায় হয়। তাহাকেই ভাষ্যকার পূর্বে 'পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ' বলিয়াছেন (১।৭)। চিদ্রূপ পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত সুখ অচেতন, অজ্ঞাত ও অনাত্ম-স্বরূপ হয়। অতএব সুখের ব্যক্তি চেতনপুরুষসাপেক্ষ। তাই সুখ-দুঃখাদি পুরুষভোগ্য। সুখ-দুঃখাদির পৌরুষ প্রতি-সংবেদন থাকাতেই দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখের দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং সুখ-দুঃখ উভয় ত্যাগ করিয়া কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়।

শঙ্করাচার্য আত্মাকে ভোক্তা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি ভোক্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সাংখ্যপক্ষকে দোষ দিয়াছেন। সাংখ্যের ভোক্তা অর্থে বিজ্ঞাতা-বিশেষ।

শঙ্করের ভাষা 'ভোক্তার ভাক্তা'। সুতরাং শঙ্করের ভাষা 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' এইরূপ অলীক পদার্থ হয়। অতএব পুরুষ ভোগ ও অপবর্গের ভোক্তা এইরূপ সাংখীয় দর্শ নষ্ট নাহয়া, গম্ভীর ও অনবদ্য হইল। গীতাও উহাই বলেন (১৩।২০)।

১৮। (৭) পুরুষার্থের অপরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অনবসান এবং অপবর্গের অলাভ। আর তাহার পরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অবসান ও অপবর্গের লাভ। ভোগের দর্শনের নাম বন্ধ ও অপবর্গের দর্শনের নাম মোক্ষ। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ পুরুষে নাই, কিন্তু বুদ্ধিতেই আছে; পুরুষে কেবল দ্রষ্টৃত্ব আছে।

বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের সমস্ত মৌলিক কার্য্য ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন; গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ এই ছয়টি চিত্তের মৌলিক মিলিত কার্য্য।

গ্রহণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ। চিত্তভাবের সাক্ষাৎ বোধও (অনুভব) গ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা নীল-পীতাদিবোধ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাগুচ্চারণাদির কৌশলবোধ, প্রাণের দ্বারা পীড়াদি দেহগত বোধ এবং মনের দ্বারা সুখাদি যে মনোভাবের বোধ হয় তাহা (অর্থাৎ স্মরণজ্ঞানাদির বোধসকলও) গ্রহণ।

ধারণের দ্বারা সমস্ত অনুভূত বিষয় চিত্তে বিধৃত হয়। সমস্ত সংস্কারই ধারণ। ধৃত বিষয়ের গ্রহণের নাম স্মৃতি। স্মৃতি জ্ঞানবৃত্তি-বিশেষ, তাহা ধারণ নহে। কিন্তু ধারণ অর্থে স্মৃতি করিয়াছেন, কিন্তু সে স্মৃতি অনুভব-বিশেষ নহে, কিন্তু ধারণমাত্র; স্মৃতির দুই প্রকার অর্থই হয়।

ঊহ=ধৃত বিষয়ের উত্থাপন অর্থাৎ স্মরণহেতু চেষ্টা। গৃহীত বিষয় বিধৃত হয়, বিধৃত বিষয়কে মনে উঠানই ঊহ।

অপোহ=ঊহিত বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রহণ।

তত্ত্বজ্ঞান=অপোহিত বিষয়ের একতাবাধিকরণ্যই (এক ভাবেতে বহুভাব অন্তর্গত এরূপ বুঝা) তত্ত্ব। তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক ও পারমার্থিক উভয়বিধই হয়। গোতত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব প্রভৃতি লৌকিক এবং ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক।

অভিনিবেশ=তত্ত্বজ্ঞানানন্তর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। জ্ঞানানন্তর জ্ঞেয় পদার্থের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য-নিশ্চয়, তাহাই অভিনিবেশ।

অন্তঃকরণের চিন্তনপ্রক্রিয়া এই ছয় ভাগে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। যেমন—নীল, পীত, মধুর, অম্ল আদি বহু বিষয় চিত্ত গ্রহণ করে, পরে তাহারা চিত্তে বিধৃত হয়, পরে অনুসন্ধানকালে সেই নীলাদি ঊহিত হয়, পরে নীল মধুর আদি বিষয় অপোহিত হইয়া রূপরস ইত্যাদি নয়ন মধ্যে সাধারণ এক একটি ভাবপদার্থের অপোহ হয়। রূপ নীল, পীত আদি পদার্থের একতাবাধিকরণ্য অর্থাৎ নীল, পীতাদি সমস্ত অপোহ রূপনামক একপদার্থান্তর্গত। রূপ একটি তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইয়া পরে রূপ-পদার্থকে হেয় বা উপাদেয়ভাবে ব্যবহার করা অভিনিবেশ। ইহা ভূততত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় উদাহরণ, সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানে বা ঘটপটাদি-বিজ্ঞানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। [১।৬ (১) দ্রষ্টব্য]।

একাগ্রাদি সমস্ত ভূমিতে চিত্তে ইহারা থাকে এবং নিরুদ্ধ চিত্তে ইহারা নিরুদ্ধ হয়। লৌকিক ও পারমার্থিক সর্ব্ব বিষয়েই গ্রহণ-ধারণাদি থাকে। গ্রহণ ব্যবসায় ধারণ রুদ্ধ ব্যবসায়, আর ঊহ অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ অনুব্যবসায়। তত্ত্বসাক্ষাৎকারে যেখানে বিচার থাকে না সেখানে তাহা ব্যবসায়।

এই ব্যবসায়সকল বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। মলিন বুদ্ধিতে গ্রহীতৃ ও দৃশ্যের অভেদ-নিশ্চয় হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা অবিদ্যা, আর শুদ্ধ বুদ্ধিতে গ্রহীতৃ ও দৃশ্যের ভেদখ্যাতি হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা বিদ্যা। অতএব ব্যবসায় গ্রহীতে আরোপিত হয় মাত্র, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে। পুরুষ কেবল ব্যবসায়ের ফলভোক্তা বা চিত্তবৃত্তির বিজ্ঞাতা।

ভাষ্যম্। দৃশ্যানান্তু গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

তত্রাকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি একাদশং মনঃ সর্ব্বার্থম্‌ ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড়বিশেষাঃ, তদ্যথা শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চেত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ। যৎ তৎপরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যৎ তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসন্নিরসদব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতিযন্তীতি। এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তাসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি। অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে। ত্রয়াণান্ত্ববস্থাবিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি স চার্থো হেতুর্নিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে।

গুণাস্তু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে। ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভির্গুণান্বয়িনীভিরুপজননাপায়ধর্ম্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো দরিদ্রাতি, কস্মাৎ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি, গবামেব মরণাৎ তস্য দরিদ্রাণং, ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ। তথা ষড়বিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে। পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেষ্ববিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে। তথা চোক্তং পুরস্তাৎ ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি, ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ, তেষান্তু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য, গুণসকলের স্বরূপ ও ভেদের অবধারণার্থ এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

১৯। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ ইহারা গুণপর্ব্ব বা ত্রিগুণের অবস্থাভেদ (১)॥ সূ

তাহার মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি ইহারা ভূত, ইহারা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এই সকল অবিশেষের বিশেষ (২)। সেই-রূপ শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বার্থ (উভয়েন্দ্রিয়ার্থ) একাদশসংখ্যক মন, এই সকল অস্মিতা-লক্ষণ অবিশেষের বিশেষ। গুণসকলের এই ষোড়শ বিশেষ পরিণাম। অবিশেষ- (৩)

পরিণাম ছয় প্রকার, তাহা যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, এই শব্দাদি তন্মাত্র পঞ্চ অবিশেষ ; তাহারা যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চলক্ষণ। ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা (৪)। ইহারা সত্তামাত্র-আত্মা মহত্তের ছয় অবিশেষ-পরিণাম (৫)। এই অবিশেষসকলের পর লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব, সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে উহারা (অবিশেষগণ) অবস্থান করতঃ বিবৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হয় ; আর ক্ষীয়মাণ হইয়া সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে অবস্থান করিয়া (অর্থাৎ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া) নিঃসত্তাসত্ত, নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্ত ও অলিঙ্গ যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাতে প্রলীন হয় (৬)। অবিশেষসকলের পূর্ব্বোক্ত পরিণাম লিঙ্গমাত্র-পরিণাম, আর নিঃসত্তাসত্ত অলিঙ্গ-পরিণাম। অলিঙ্গাবস্থাতে পুরুষার্থ হেতু নহে। (কেননা) পুরুষার্থতা অলিঙ্গাবস্থার আদি কারণ হয় না, অতএব পুরুষার্থতা তাহার হেতু নহে (বা) তাহা পুরুষার্থকৃত নহে। (অপিচ) তাহা নিত্যা বলিয়া অভিহিত হয় (৭)। ত্রিবিধ বিশেষ অবস্থার (বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্রের) আদিতে পুরুষার্থতা কারণ। এই হেতুভূত পুরুষার্থ নিমিত্ত-কারণ, অতএব (ঐ অবস্থাত্রয়কে) অনিত্যা বলা যায়।

আর গুণসকল সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী, তাহারা প্রত্যস্তমিত অথবা উপজাত হয় না (৮)। গুণান্বয়ী, আগমাপায়ী এবং অতীত ও অনাগত ব্যক্তির (এক একটি কার্য্যের) দ্বারা গুণত্রয় যেন উৎপত্তি-বিনাশশীলের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হয়। যথা—দেবদত্ত দুর্গত হইতেছে ; কেননা, তাহার গোসকল মৃত হইতেছে ; গোসকলের মৃত্যুই যেমন দেবদত্তের দরিদ্রতার কারণ, কিন্তু স্বরূপহানি তাহার কারণ নহে, গুণত্রয় সম্বন্ধেও সেইরূপ সমাধান কর্ত্তব্য। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গের প্রত্যাসন্ন (অব্যবহিত কার্য্য)। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা (লিঙ্গমাত্র) সংসৃষ্ট (অবিভক্ত অর্থাৎ অনাগতরূপে স্থিত) থাকিয়া (ব্যক্তাবস্থায়) ক্রমানতিক্রম-হেতু (৯) বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ ছয় অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্ট থাকিয়া বিবিক্ত হয়। ঐ প্রকারে পরিণাম-ক্রম-নিয়ম হইতে সেই অবিশেষসকলে ভূতেন্দ্রিয়সকল সংসৃষ্ট থাকিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বিশেষের পর আর তত্ত্বান্তর নাই। বিশেষের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই, তাহাদের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণাম অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে (৩।১৩)।

টীকা। ১৯। (১) বিশেষ=যাহা সকলে সাধারণ নহে। অবিশেষ=যাহা বহুকার্য্যের সাধারণ উপাদান। বিশেষ=ভূতেন্দ্রিয়াদি ষোড়শ সংখ্যক বিকার। অবিশেষ=তন্মাত্রনামক ভূত-কারণ এবং অস্মিতারূপ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের কারণ। বিশেষ শব্দ বা স্বরকর, ঘোর বা দুঃখকর ও মূঢ় বা মোহকর। অবিশেষ শব্দ ঘোর ও মূঢ় তাদি-শূন্য। নীল, পীত, মধুর অম্ল আদি নানাভেদযুক্ত দ্রব্যই বিশেষ। তাদৃশ ভেদরহিত দ্রব্য অবিশেষ। ষোড়শ বিকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিশেষ ও তাহাদের ছয় প্রকৃতির সংজ্ঞা অবিশেষ।

লিঙ্গমাত্র—মহত্তত্ত্ব। যদিও প্রকৃতি হিসাবে তাহা অবিশেষ, তথাপি লিঙ্গ-শব্দই তাহার বিশিষ্ট সংজ্ঞা। লিঙ্গ অর্থে গমক বা জ্ঞাপক। যাহা যাহার গমক বা অনুমাপক, তাহা তাহার লিঙ্গ। মহত্তত্ত্ব আত্মার ও অব্যক্তের গমক। তাই তাহা তাহাদের লিঙ্গ। লিঙ্গমাত্র অর্থে স্বরূপ বা মুখ্য লিঙ্গ। ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব সাক্ষাৎ কারণেরই প্রধান লিঙ্গ। মহান্ মূলপ্রকৃতির লিঙ্গমাত্র।

লিঙ্গ অখিল বস্তুর বাচক, তন্মাত্র (সেই বাচকমাত্র)=লিঙ্গমাত্র, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা। অখিল বস্তুর বাচক হিসাবে উহা লিঙ্গ বটে, কিন্তু উহা মূলপ্রকৃতির লিঙ্গ।

অলিঙ্গ=প্রকৃতি। তাহা কাহারও লিঙ্গ নহে, যেহেতু তাহার আর কারণ নাই। "ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্।" (ভোজবৃত্তি)।

লিঙ্গ-শব্দের অন্য অর্থও কেহ কেহ করেন, যথা—"লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্।" (অনিরুদ্ধ বৃত্তি ৬।৭০)। তাহা হইলে অলিঙ্গ অর্থে যাহা আর লীন হয় না।

বিশিষ্ট-লিঙ্গ, অবিশিষ্ট-লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকার পদার্থ গুণত্রয়-বংশের পর্ব্ব-স্বরূপ। তাই ইহাদেরকে গুণপর্ব্ব বলা যায়।

১৯। (২) সাধারণে যে জল, মাটি আদি তাহারা ভূততত্ত্ব নহে। যাহা শব্দলক্ষণ-সত্তা, তাহাই আকাশ। সেইরূপ স্পর্শলক্ষণ, রূপলক্ষণ, রসলক্ষণ ও গন্ধলক্ষণ-সত্তা যথাক্রমে বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি নামক তত্ত্ব। শাস্ত্র যথা—"শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।" (অশ্বমেধ পর্ব্ব)। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে ক্ষিত্যাদি ভূতসকল শব্দাদিলক্ষণ-সত্তামাত্র। মাটি, পেয় জল আদি পঞ্চীকৃত ভূত। অর্থাৎ তাহারা সকলেই পঞ্চভূতের সমষ্টিবিশেষ।

অতাত্ত্বিক কারণদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু তেজের, তেজ জলের এবং জলভূত ক্ষিতিভূতের নিমিত্ত কারণ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শব্দতরঙ্গ রুদ্ধ হইলে তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ হইতে রূপ, রূপ (সূর্য্যালোক) হইতে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য (উদ্ভিজ্জাদি) উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণই গন্ধজ্ঞানোৎপাদক। শাস্ত্রও বলেন, (মহাভারত, মোক্ষধর্ম; ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদ) ভূত-সর্গের প্রথমে সর্ব্বব্যাপী শব্দ হইয়াছিল, পরে বায়ু পরে উষ্ণ তেজ, পরে তরল জল, পরে কঠিন ক্ষিতি হইয়াছিল। অতএব নিমিত্তদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা শব্দগুণক তাহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক দ্রব্য হইতে রূপ ইত্যাদি প্রকার ক্রম দেখা যায়। এইরূপে গন্ধাধার দ্রব্য শব্দাদি পঞ্চ লক্ষণের আধার হয়। রসাধার গন্ধ ব্যতীত চারি লক্ষণের আধার, রূপাধার স্পর্শাদি তিনের আধার। স্পর্শাধার দুইয়ের এবং শব্দাধার শব্দের মাত্র আধার। প্রলয়-কালেও সেইরূপ ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে ইত্যাদিরূপে লয় হয়। যদিচ এইরূপে ব্যবহারিক ভূতভাব আকাশাদিক্রমে উৎপন্ন হয় তাত্ত্বিক বা উপাদানদৃষ্টিতে সেরূপ নহে। তাহাতে শব্দতন্মাত্র 'মূল' শব্দের কারণ, স্পর্শতন্মাত্র মূল স্পর্শের কারণ ইত্যাদি ক্রম গ্রাহ্য।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্ম চূর্ণের সম্পর্ক হইতে হয়। রসজ্ঞান তরলিত-দ্রব্যজনিত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়। উষ্ণতা হইতেই রূপজ্ঞান হয়। অর্থাৎ উষ্ণতাবিশেষ ও রূপ সদা সহভাবী*। স্পর্শজ্ঞান বায়বীয় দ্রব্যযোগেই প্রধানতঃ হয়। আমাদের ত্বক্ বায়ুতে নিমজ্জিত, শীতোষ্ণরূপ স্পর্শজ্ঞান সেই বায়ুগত তাপ হইতেই প্রধানতঃ হয়। আর শব্দজ্ঞানের সহিত অনাবরণের বা ফাঁক-এর জ্ঞান হয়। এইরূপে কাঠিন্য-তারল্য প্রভৃতি অবস্থার সহিত ভূতজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। কাঠিন্য-তারল্যাদি কিন্তু তাপের তারতম্য মাত্র হইতে হয়। তাহারা তাত্ত্বিক গুণ নহে। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকার করিলে ভূতসকল কেবল শব্দময় সত্তা, স্পর্শময় সত্তা ইত্যাদি হয়। ব্যবহারতঃ সেই শব্দাদির সহিত সহভাবী কাঠিন্যাদিও গ্রাহ্য। সংযমের দ্বারা ভূতজয় করিতে হইলে, কাঠিন্যাদি ভাবও তজ্জন্য গ্রহণ করিতে হয়।

* দ্রব্যবিশেষে এই উষ্ণতার তারতম্য হয়। জলৎকারী অত্যল্প উষ্ণতায় আলোকবান্ হয়, কিন্তু তাহাতেও oxidation-জনিত উষ্ণতা আছে। সূর্য্যের উষ্ণতাজনিত আলোকেই দিবাভাগে আমাদের সমস্ত রূপজ্ঞান হয়।

ক্ষিত্যাদি ভূতেরা বিশেষ। তাহারা গন্ধাদি তন্মাত্রের বিশেষ। বিশেষ-শব্দ এস্থলে তিন অর্থে প্রযোজিত হইয়াছে। (১ম) ষড়্‌জ-ঋষভ, শীত-উষ্ণ, নীল-পীত, মধুর-অম্ল, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ আদি শব্দাদির যে ভেদ আছে, তাহাদের নাম বিশেষ। ভূতসকল তাদৃশ বিশেষ, তন্মাত্র তাদৃশ বিশেষ-শূন্য। (২য়) শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ভাবত্রয়ও বিশেষ, শব্দাদি-বিশেষের ষড়্‌জাদি-বিশেষ সহভাবী। ষড়্‌জাদি-বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বৈষয়িক সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন হয় না। (৩য়) ভূতসকল চরম বিকার বলিয়া (তাহারা অন্য বিকারের প্রকৃতি নহে বলিয়া) বিশেষ। অতএব ভূতসকলের লক্ষণ এইরূপ—যাহা নানাবিধ শব্দের গুণী এবং সুখাদিকর, তাহাই আকাশ, সেইরূপ সুখাদিকর নানা স্পর্শের গুণী বায়ু, তেজ আদিও সেইরূপ।

ইহারা পঞ্চভূত-স্বরূপ, গ্রাহ্যবিশেষ। ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষ একাদশ সংখ্যক বলিয়া সাধারণতঃ গণিত হয়। তাহারা দ্বিবিধ—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়কে ব্যবহার করে। অন্তরিন্দ্রিয় মন বাহ্যকরণাপিত শব্দাদি ও অন্তরের অনুভবজাত সুখাদি ও চেষ্টাদি বিষয় লইয়া ব্যবহার করে।

বাহ্যেন্দ্রিয় সাধারণতঃ দ্বিবিধ বলিয়া গণিত হয়, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। প্রাণ উহাদের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ গণিত হয় না বটে, কিন্তু প্রাণও বাহ্যেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, কর্মেন্দ্রিয় রাজস এবং প্রাণ তামস। উহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—শব্দগ্রাহী কর্ণ, শীত ও তাপরূপ স্পর্শ-গ্রাহী ত্বক্, রূপ-গ্রাহী চক্ষু, রস-গ্রাহী রসনা ও গন্ধ-গ্রাহী নাসা। কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্য-বিষয়া বাক্, শিল্প-বিষয় পাণি, গমন-বিষয় পাদ, মলমূত্র-নিসর্গ-বিষয় পায়ু, প্রজনন-বিষয় উপস্থ*। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান ইহারা পঞ্চ প্রাণ। প্রাণের কার্য্য শরীরের বাহ্যোত্থ বোধাংশ ধারণ; উদান-কার্য্য ধাতুগত বোধাংশ ধারণ, ব্যানের কার্য্য চালনাংশ ধারণ, অপান-কার্য্য সমস্ত শারীর মলের অপনয়নকারী অংশের ধারণ, সমান-কার্য্য সমনয়নকারী অংশের ধারণ। (বিশেষ বিবরণ 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' ও 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য)।

অন্তরিন্দ্রিয় মন। "মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ম্" (সাংখ্য কারিকা) অর্থাৎ মন বিষয়ের সঙ্কল্পকারী। সম্যক্ কল্পন অর্থাৎ গ্রহণ, চেষ্টা ও ধারণই সঙ্কল্প। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞেয়াদি বিষয় ব্যবহারই সঙ্কল্প।

পঞ্চ ভূত, দশ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোড়শ বিকারই বিশেষ। ইহারা অন্য বিকারের উপাদান নহে। ইহারা শেষ বিকার।

১৯। (৩) অবিশেষ ষট্‌সংখ্যক। পঞ্চ ভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়ের কারণ অস্মিতা।

তন্মাত্র অর্থে 'সেই মাত্র' অর্থাৎ শব্দমাত্র স্পর্শমাত্র ইত্যাদি। ষড়্‌জ-ঋষভাদি-বিশেষ-শূন্য সূক্ষ্ম শব্দমাত্রই শব্দতন্মাত্র। স্পর্শাদি-তন্মাত্রেরাও সেইরূপ। তন্মাত্রের

* সাধারণতঃ পাণির কার্য্য গ্রহণ বলিয়া উক্ত হয়। উহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত নহে। তাহাতে তাহাকেও পাণিকার্য্য বলা উচিত। বস্তুতঃ পাণির কার্য্য শিল্প। শাস্ত্র যথা "বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাং চ কথ্যতে।" (বিষ্ণুপুরাণ)।

সেইরূপ সাধারণতঃ উপস্থের কার্য্য আনন্দমাত্র বলিয়া কথিত হয়। উহাও ভ্রান্তি। আনন্দ কার্য্য নহে, কিন্তু বোধবিশেষ। উপস্থ কার্য্যের সহিত সাধারণতঃ আনন্দ সংযুক্ত থাকে বলিয়া ঐরূপ কথিত হয়। শব্দ উপস্থের কার্য্য প্রজনন। শাস্ত্র যথা—"প্রজননানন্দয়োঃ শেফো নিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়ম্।" (মোক্ষধর্ম্মে, ২১৯ অধ্যায়)। বীজসেক ও প্রসবরূপ কার্য্যই উপস্থের। উহা আনন্দ ও পীড়া উভয়ভাব-যুক্তই হইতে পারে। গৌড়পাদাচার্য্যও বলেন, আনন্দ অর্থে প্রজনন, কারণ, পুত্র জন্মিলে আনন্দ হয়।

অপর সংজ্ঞা পরমাণু। পরমাণু অর্থে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা' নহে, কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদির সূক্ষ্ম অবস্থা। যে সূক্ষ্ম অবস্থায় শব্দ-স্পর্শাদির 'বিশেষ' নামক ভেদ অন্তর্হিত হয়, তাহার নাম তন্মাত্র। পরমাণু-শব্দাদি গুণের এরূপ সূক্ষ্মাবস্থা যে, তাহার অবয়ব বিস্তারের স্ফুট জ্ঞান হয় না। বস্তুতঃ তাহা কালের ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়। যেমন, শব্দ যখন চতুর্দিক্ ব্যাপিয়া হয়, তখন তাহা মহাবয়বশালী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শব্দকে যখন কর্ণগত জ্ঞানরূপে কিছু সূক্ষ্ম-ভাবে ধ্যান করা যায়, তখন তাহা কালিক ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়, সেইরূপ। পরমাণু-সাক্ষাৎকারে রূপাদি সমস্ত বিষয়ই সেই প্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সূক্ষ্মভাব-স্বরূপে বোধ করিতে হয় বলিয়া ক্রিয়ার ন্যায় কালিক-ধারা-ক্রমে পরমাণু জ্ঞানগোচর হয়। কিন্তু তাহা মহাবয়বিরূপে অর্থাৎ খণ্ড্য অবয়বিরূপে (যাহার অবয়ব বিভাগযোগ্য, তৎস্বরূপে) জ্ঞানগোচর হয় না। যে অবয়ব খণ্ড্য নহে, তাহার নাম অণু-অবয়ব। তন্মাত্র সেইরূপ অণু-অবয়বশালী পদার্থ। অণু-অবয়ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়ব জ্ঞানগোচর হয় না। সমাহিত চিত্তের দ্বারা তাহা সাক্ষাৎ করিতে হয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বাহ্য বিষয় সমাহিত চিত্তেরও গোচর নহে। সাংখ্যের পরমাণু অনুমেয় পদার্থমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎকারযোগ্য বাহ্যপদার্থ।

শব্দগুণক পদার্থ হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক পদার্থ হইতে রূপ, রূপগুণক পদার্থ হইতে রস, রসগুণক দ্রব্য হইতে গন্ধ, পূর্ব্বোক্ত এই নিয়ম তন্মাত্রপক্ষে প্রযোজ্য নহে। তন্মাত্র-সকল অহংকার হইতে হইয়াছে। গন্ধজ্ঞান কণা-যোগে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য গন্ধতন্মাত্র-জ্ঞান যাহা হইতে হয়, তাহাতে রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দজ্ঞানও হইতে পারে। এইরূপে শব্দতন্মাত্র একলক্ষণ, স্পর্শ দ্বিলক্ষণ, রূপ ত্রিলক্ষণ, রস চতুর্লক্ষণ ও গন্ধতন্মাত্র পঞ্চলক্ষণ বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎকারকালে কিন্তু এক এক তন্মাত্র স্বকীয় লক্ষণের দ্বারাই সাক্ষাৎকৃত হয়।

১৯। (B) অস্মিতা = অস্মির (আমির) ভাব অর্থাৎ অভিমান। অস্মিতা অর্থে আমির বুদ্ধিও হয়। এখানে অস্মিতা অর্থে অভিমান। করণ-শক্তিসমূহের সহিত চৈতন্যের একাত্মকতাই অস্মিতা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সেই হিসাবে বুদ্ধি অস্মিতামাত্র বা চরম অস্মিতা-স্বরূপ। অস্মিতামাত্র সম্বন্ধে মহৎ নহে। এখানে উহা ষড়িন্দ্রিয়ের সাধারণ উপাদানরূপে সাধারণ অস্মিতামাত্র। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সাধারণ উপাদানরূপ অভিমান এবং বুদ্ধি উভয়কেই অস্মিতামাত্র বলা যায়। অস্মীতিমাত্র বলিলে মহৎকেই বুঝায়।

অপর করণের সহিত আত্মার সম্বন্ধভাবও অস্মিতা। তাহাতে প্রত্যয় হয় যে, 'আমি শ্রবণশক্তিমান্' ইত্যাদি। অতএব করণশক্তির সহিত আমির যোগই অর্থাৎ অভিমানই অস্মিতা হইল। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সকল অস্মিতার এক একপ্রকার অবস্থামাত্র। যাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ভূতের ব্যূহন-বিশেষরূপে দেখা যায়। যে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ভূতগণ ব্যূহিত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়। অধ্যাত্মশক্তি বস্তুতঃ আমিত্বের ভাববিশেষ বা অভিমান। অভিমান থাকাতেই সমস্ত শরীরকে 'আমি' বলিয়া প্রত্যয় হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত সেই অভিমানের এক একপ্রকার অবস্থা বা বিকার। যেমন চক্ষু = চক্ষুর্গত বা চক্ষুঃ-স্বরূপ অভিমান। তাহা রূপ নামক ক্রিয়ার দ্বারা সক্রিয় হইলে রূপজ্ঞান হয়। রূপজ্ঞান অর্থে রূপের সহিত জ্ঞাতার অবিভক্ত প্রত্যয় বা একাত্মবৎ প্রত্যয়। বাহ্য ক্রিয়া হইতে চক্ষুরূপ আমিত্বের যে বিকার, তাহা জ্ঞাতাতে আরোপিত হওয়াই অন্য কথায় রূপজ্ঞান। এই জ্ঞাতার এবং জ্ঞেয়ের সম্বন্ধভাব অর্থাৎ 'আমি রূপজ্ঞানবান্' এইরূপ ভাবই অস্মিতা নামক অভিমান। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা সাধারণ উপাদান এই অস্মিতামাত্র নামক ষষ্ঠ অবিশেষ।

১৯। (৫) সত্তামাত্র-আত্মা = 'আমি আছি' বা আমি-মাত্র এইরূপ ভাব। বুদ্ধি-তত্ত্বের বা মহত্তত্ত্বের গুণ = নিশ্চয়। নিশ্চয় ও সত্তা অবিনাভাবী। বিষয়নিশ্চয় ও আত্ম-নিশ্চয় উভয়ই বুদ্ধির গুণ। তন্মধ্যে আত্মনিশ্চয়ই নিশ্চয়ের শেষ। তজ্জন্য তাহা বুদ্ধির স্বরূপ। বিষয়নিশ্চয় বুদ্ধির বিকার বা বিরূপ। অতএব আমি আছি বা অস্মীতি প্রত্যয় বা সত্তামাত্রআত্মাই মহত্তত্ত্ব। এখানে অস্মি শব্দ অব্যয় পদ, তাহার অর্থ 'আমি'।

প্রথমে 'আমি' এইরূপ ভাবমাত্র থাকিলে, তবে 'আমি দর্শক (রূপের), শ্রোতা, ঘ্রাতা, গন্তা' ইত্যাদি আমিত্বের বিকারভাব হইতে পারে। এই বিকারভাবই অভিমান বা অহংকার। অতএব অস্মীতিমাত্র-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার উৎপন্ন হয় বা মহত্তত্ত্ব অহংকারের কারণ।

এইরূপে আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, মহৎ সর্ব্ব প্রথম আত্মভাব; তাহার বিকার অহংকার বা অস্মিতা, অস্মিতার বিকার ইন্দ্রিয়গণ। শব্দাদি তন্মাত্রও অস্মিতার বিকার। শব্দাদির জ্ঞানরূপ অংশ তাহাদের অস্মিতার বিকার। আর যে বাহ্য ক্রিয়া হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয়, তাহা বিরাট্ পুরুষের অস্মিতার বিকার, সুতরাং শব্দাদি উভয়তই অস্মিতাবিকার হইল।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'মহত্তের তন্মাত্র ও অস্মিতারূপ ছয় অবিশেষ-পরিণাম।' সাংখ্য বলেন, মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা সাংখ্য ও যোগের মতভেদ। উহা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের বক্তব্য এই—লিঙ্গমাত্র ছয় অবিশিষ্ট লিঙ্গের কারণ; অবিশেষসকলকে একজাতি করিয়া লিঙ্গমাত্রকে তাহাদের কারণ বলিয়াছেন। অবিশেষসকলের মধ্যেও যে কারণকার্য্য-ক্রম আছে, তাহা তদ্দৃষ্টিতে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন নাই। পঞ্চতন্মাত্রের কারণ একেবারেই মহৎ নহে, কিন্তু পরম্পরাক্রমে মহৎ তাহার কারণ। এইরূপে ভাষ্যকার গুণসকলকে একেবারেই ষোড়শ বিকারের কারণ বলিয়াছেন, গুণসকল কিন্তু মূল কারণ। ১।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার তন্মাত্রের কারণ অহংকার, অহংকারের কারণ মহত্তত্ত্ব, এইরূপ ক্রম বলিয়াছেন।

১৯। (৬) মহত্তত্ত্বের কার্য্য ছয় অবিশেষ। মহৎ হইতে অহংকার বা অস্মিতা, অস্মিতা হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ইত্যাদি ক্রমেই মহৎ হইতে অবিশেষ-সকল বিকসিত হয়।

অতএব মহৎ হইতে একেবারেই ছয় অবিশেষ হইয়াছে এ মত যথার্থ নহে, ভাষ্যকারেরও তাহা বক্তব্য নহে। মহান্ আত্মা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূত, এই ক্রমই যথার্থ। আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি ক্রম কেবল শব্দাদি জ্ঞানের সহভাবী কাঠিন্যাদি (৩।৪৪) সম্বন্ধেই খাটে। উহা নৈমিত্তিক সৃষ্টি, কিন্তু তাত্ত্বিক বা ঔপাদানিক সৃষ্টি নহে। শব্দজ্ঞান কখনও স্পর্শজ্ঞানের উপাদান হইতে পারে না, তবে শব্দক্রিয়ারূপ নিমিত্তের দ্বারা অস্মিতারূপ উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া স্পর্শজ্ঞানরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। (২।১৯ [২] দ্রষ্টব্য)। অতএব সূক্ষ্ম-শব্দই স্থূল-শব্দের উপাদান হইতে পারে। তাহার জন্য সিদ্ধ হয় যে, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ-ভূত, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু-ভূত ইত্যাদি। অতএব অস্মিতা হইতে প্রত্যেক তন্মাত্র হইয়াছে এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রত্যেক ভূত হইয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি যে মহৎ তাহা হইতে ক্রমশঃ ছয় অবিশেষ উৎপন্ন হয়। তাহারা ষোড়শ বিকাররূপ চরম বিকাশ বা বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। বিলয়কালে বিলোমক্রমে মহত্তত্ত্বে উপনীত

হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যাপারের সম্যক্ অভাবে যখন মহৎ লীন হয়, তখন তাহাতে লীন বিশেষ এবং অবিশেষও মহত্তের গতি প্রাপ্ত হয়। মহৎ লীন হইলে সেই অবস্থার কোন ব্যাপাররূপ ব্যক্ততা থাকে না। তাই তাহার নাম অব্যক্ত। সেই অলিঙ্গ প্রধানের আরও কয়েকটি বিশেষণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। তাহারা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

নিঃসত্তাসত্ত=সত্তা ও অসত্তা হীন। সত্তা অর্থে সত্তের ভাব। সমস্ত সৎ বা ব্যক্ত পদার্থ পুরুষার্থ-সাধক, অতএব সত্তা = পুরুষার্থ ক্রিয়া-সাধকতা। আমাদের নিকট সাধারণ অবস্থায় সত্তা ও পুরুষার্থ ক্রিয়া অবিনাভাবী। অলিঙ্গাবস্থায় পুরুষার্থ ক্রিয়া থাকে না বলিয়া প্রধান নিঃসত্ত। আর তাহা অভাব পদার্থ নহে বলিয়া (যেহেতু তাহা পুরুষার্থ ক্রিয়ার শক্তিরূপ কারণ) অসত্তও নহে। অতএব তাহা নিঃসত্তাসত্ত।

নিঃসদসৎ = সৎ বা বিদ্যমান, অসৎ বা অবিদ্যমান, যাহা মহদাদির মত সৎ অর্থাৎ অর্থ-ক্রিয়াকারী বা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে এবং মহদাদির কারণ বলিয়া অবিদ্যমানও নহে, তাহা নিঃসদসৎ। সৎ—অর্থ ক্রিয়াকারী। সত্তা = অর্থ ক্রিয়ার ভাব। নিঃসত্তাসত্ত এবং নিঃসদসৎ ঐ দুই দিক্ হইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিরসৎ=প্রধানকে কেহ নিতান্ত তুচ্ছ বা অবিদ্যমান পদার্থ মনে না করে তজ্জন্য ভাষ্যকার পুনশ্চ নিরসৎ শব্দ পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। অব্যক্ত প্রধান জ্ঞেয় বটে, কিন্তু ব্যক্ত মহদাদির মত সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। মহদাদি ক্রিয়মাণভাবে জ্ঞেয়, আর প্রধান সর্ব্ব-ক্রিয়ার শক্তিরূপে জ্ঞেয়। তাহা অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়।

অতএব প্রধান নিরসৎ বা ভাবপদার্থ বিশেষ। অব্যক্ত = যাহা ব্যক্ত বা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। সমস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় লীন হয়, সেই অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা। "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ॥" (মহাভারত)।

১৯। (৭) প্রকৃতি উপাদান হইলেও মহদাদি ব্যক্তিসকল পুরুষার্থতার দ্বারা (পুরুষোপ-দর্শনের দ্বারা) অভিব্যক্ত হয়। অতএব পুরুষার্থ মহদাদি ব্যক্তাবস্থার হেতু বা নিমিত্ত-কারণ; কিন্তু পুরুষার্থ অব্যক্তাবস্থার হেতু নহে। নিত্য প্রধান আছে বলিয়াই তাহা পুরুষার্থের দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মহদাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। মহদাদিরা পরিণামক্রমে অনাদি বটে, কিন্তু পুরুষার্থের সমাপ্তি হইলে প্রত্যস্তমিত হয় বলিয়া তাহারা অনিত্য। উদীয়মান ও লীয়মান সত্তা বলিয়াও তাহারা অনিত্য।

১৯। (৮) যত প্রকার ব্যক্ত পদার্থ আছে, তাহারা সব গুণাত্মক, অতএব গুণত্রয়ের লয় কুত্রাপি নাই। অব্যক্ত অবস্থাও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। তাহা ব্যক্ত পদার্থের লয় বটে, কিন্তু গুণত্রয়ের লয় নহে। ব্যক্তির উদয়ে ও লয়ে গুণত্রয়ও যেন উদিতবৎ ও লীনবৎ প্রতীত হয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গুণত্রয়ের তাহাতে ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্ত না থাকিলে গুণত্রয় অব্যক্তভাবে থাকে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের দৃষ্টান্তের অর্থ এই,—গো না থাকিলে দেবদত্ত দুর্গত হয়, থাকিলে হয় না। যেমন গোরূপ বাহ্য পদার্থ থাকা ও না থাকাই দেবদত্তের অদুর্গতত্ত্বর ও দুর্গতত্বর কারণ, কিন্তু দেবদত্তের শারীরিক রোগাদি যেমন তাহার কারণ নহে, সেইরূপ ব্যক্তিসকলেরই উদয়-ব্যয় গুণত্রয়কে উদিত ও ব্যয়িত হইবার মত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল কারণ ত্রিগুণ উদিত ও লীন হয় না। তাহাদের আর অন্য কারণ নাই বলিয়া তাহাদের উদয় (কারণ হইতে উদ্ভব) ও নাশ (স্বকারণে লয়) নাই।

১৯। (৯) ক্রমানতিক্রমহেতু সর্গক্রম অতিক্রম করা সম্ভব নহে বলিয়া। অব্যক্ত হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহংকার; অহংকার হইতে তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে ভূত, এইরূপ সর্গক্রম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাদৃশ ক্রমেই সর্গ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে ভাষ্যকার ক্রমের কথা স্পষ্ট না বলিয়া এখানে তাহা বলিলেন।

বিশেষসকলের তত্ত্বান্তর-পরিণাম নাই। শব্দগুণক আকাশ-ভূত অন্য কোনও তত্ত্বে পরিণত হয় না। তত্ত্ব অর্থে সাধারণ উপাদান; যেমন বাহ্য ভৌতিক জগতের সাধারণ উপাদান আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। তাহারা এক এক জাতীয় প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হয়। মূল তত্ত্ব বিতর্কানুগত সমাধিরূপ প্রমাণের দ্বারা সম্যক্ প্রমিত হয়। সেই প্রমাণের দ্বারা আকাশাদি স্থূল ভূত ও শ্রোত্রাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণকে আর বিশ্লেষ করা যায় না। শব্দের বা রূপের নানা ভেদ আছে বটে, কিন্তু সমস্তই শব্দ ও রূপ-লক্ষণের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই। সেইরূপ অনেক প্রাণীতে অনেক প্রকার ভেদবিশিষ্ট চক্ষু হইতে পারে, কিন্তু সমস্তই চক্ষুস্তত্ত্ব, তাহাতে চক্ষু-তত্ত্বের অন্য তত্ত্বে পরিণাম নাই। এইজন্য বলা হইয়াছে বিশেষের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই। সূক্ষ্মতর প্রমাণবলে (বিচারানুগত-সমাধিবলে) বিশেষকে সূক্ষ্মতর অবিশেষরূপে প্রমিত করা যায়।

ভাষ্যম্। ব্যাখ্যাতং দৃশ্যম্, অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে—

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণাপরামৃষ্টেত্যর্থঃ। স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী। স বুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি, কস্মাৎ? ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্ গৃহীতাগৃহীতা চ ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি।

কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ স্বার্থঃ পুরুষ ইতি। তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানান্তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি? নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ? শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো, যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনুপশ্যন্নতদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে। তথা চোক্তম্ "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে"। ২০॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল; অনন্তর দ্রষ্টার স্বরূপাবধারণার্থ এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

২০। দ্রষ্টা দৃশিমাত্র বা চিন্মাত্র, শুদ্ধ (গুণত্রয়ের অসঙ্গী হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য (বুদ্ধিবৃত্তির উপদর্শনকারক)॥ সু

'দৃশিমাত্র' ইহার অর্থ 'বিশেষণের দ্বারা অপরামৃষ্ট দৃক্‌শক্তি' (১)। সেই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। তিনি বুদ্ধির সরূপও নহেন আর অত্যন্ত বিরূপও নহেন। সরূপ নহেন—কেননা, বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় বলিয়া পরিণামী। বুদ্ধির গবাদি (চেতন) বা ঘটাদি (অচেতন) বিষয়, (পৃথক্ বর্ত্তমান থাকিয়া বুদ্ধিকে উপরক্ত করত) জ্ঞাত হয় এবং (উপরক্ত না করিলে)

অজ্ঞাত হয়। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়তা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রমাণ করে। আর সদা-জ্ঞাতবিষয়ত্ব পুরুষের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদিত করে, যেহেতু পুরুষবিষয়া বুদ্ধি কখন গৃহীতা ও অগৃহীতা হয় না (অর্থাৎ সদাই গৃহীতা হয়)। এইরূপে পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হয় (২)। অতএব (পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হইলে) তাহা হইতে পুরুষের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়।

কিঞ্চ বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ (৩)। পরন্তু বুদ্ধি সর্ব্বার্থ-নিশ্চয়কারিকা বলিয়া ত্রিগুণা এবং ত্রিগুণত্বহেতু অচেতন। পুরুষ গুণ সকলের উপদ্রষ্টা (৪)। এই সকল কারণে পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সজাতীয়) নহেন। তবে কি বিরূপ? না, অত্যন্ত বিরূপও নহেন (৫)। কেননা, শুদ্ধ হইলেও পুরুষ প্রত্যয়ানুপশ্য, যেহেতু পুরুষ বুদ্ধিসম্বন্ধ প্রত্যয়সকলকে অনুদর্শন করেন। তাহা অনুদর্শন করিয়া তদাত্মক না হইয়াও তদাত্মকের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হন। তথা (পঞ্চশিখের দ্বারা) উক্ত হইয়াছে, "ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (প্রতিসঞ্চারশূন্যা) তাহা পরিণামী অর্থে (বুদ্ধিতে) প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া তাহার (বুদ্ধির) বৃত্তিসকলের অনুপাতী হয়। আর চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকারমাত্রের দ্বারা সেই ভোক্তৃশক্তির জ্ঞান-স্বরূপা বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্টা বলিয়া আখ্যাত হয় অথবা চিতির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বলিয়া কথিত হয় (৬)।"

টীকা। ২০। (১) দ্রষ্টা=অবিকারী জ্ঞাতা, গ্রহীতা বিকারী জ্ঞাতা; দ্রষ্টা ও গ্রহীতা সদৃশ, কিন্তু এক নহে। দ্রষ্টা সদাই স্ব-দ্রষ্টা, গ্রহীতা, জ্ঞানকালে গ্রহীতা, জ্ঞান-নিরোধে নহে। 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ বুদ্ধিই গ্রহীতা।

দৃশিমাত্র—দৃশি অর্থে জ্ঞ বা চিৎ বা স্ববোধ। যে বোধের জন্য করণের অপেক্ষা নাই, তাহাই দৃশি। 'আমি আছি' এরূপ বোধ আমরা অনুভব করিয়া পরে বলি। উহাতে করণের অপেক্ষা থাকে, যেহেতু উহা বুদ্ধি-বিশেষ। কিন্তু 'আমি' এরূপ ভাবেরও যাহা মূল যাহা ঐ ভাবেরও পূর্ব্বে থাকে এবং যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি, তাহা করণ-সাপেক্ষ নহে। শ্রুতিও বলেন "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ", "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" (বৃহ. উপ)। করণের বিষয় দৃশ্য, করণও দৃশ্য। অতএব যাহা দ্রষ্টা, তাহা করণের বিষয় নহে। দ্রষ্টার অনুভূত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ যে বোধ, তাহা সুতরাং স্ববোধ। দ্রষ্টা স্ব-দ্রষ্টা অর্থাৎ 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ স্ব-বিষয়ক বুদ্ধির দ্রষ্টা।

যতক্ষণ দৃশ্য থাকে ততক্ষণ পুরুষকে তাহাতে দ্রষ্টা বলা যায় কিন্তু দৃশ্য লয় হইলে তখনও তাঁহাকে কিরূপে দ্রষ্টা বলা যায়—এই শঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য, 'দ্রষ্টা' এই ভাষা ব্যবহার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই তখন 'চিতিশক্তি', 'চৈতন্য' এইরূপ শব্দ ব্যবহার্য্য। আর, দ্রষ্টা-শব্দ ব্যবহার করিলে তখন চিদ্রূপস্থিত দ্রষ্টা বলিতে হইবে। এইরূপ ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রকৃত পদার্থের কোন অন্যথা হয় না উহা স্মরণ রাখিতে হইবে। চিৎ দ্রষ্টার ধর্ম্ম নহে। কারণ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী দৃশ্য, জ্ঞাতাজ্ঞাত-ভাববিশেষ। চিৎও যাহা দ্রষ্টাও তাহা। তজ্জন্য দ্রষ্টাকে চিদ্রূপ বলা হয়।

দৃশিমাত্র এই পদের 'মাত্র' শব্দের দ্বারা সমস্ত বিশেষণ-শূন্যত্ব বা ধর্ম্ম-শূন্যত্ব বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব্ববিশেষণ-শূন্য যে বোধ তাহাই দ্রষ্টা। (সাংখ্যসূত্র—নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা)। শঙ্কা হইতে পারে, তবে চিতি শক্তিকে 'অনন্তা, অপ্রতিসংক্রমা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয় কেন?

বস্তুতঃ 'অনন্ত' বিশেষণ বা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ধর্ম্ম বিশেষের অভাব। 'অপ্রতিসংক্রমা'ও সেইরূপ। সান্তাদি ব্যাপী ও প্রবাদ প্রথায় যে বিশেষণ, তাহাদের সকলের অভাব উল্লেখ

করিয়া 'সর্ব্বধর্ম্মাভাব' যে কি, তাহা পরিস্ফুট করা হয়। অজড়ত্ব, বিকারশীলতা প্রভৃতি দৃশ্যের সাধারণ ধর্ম্মসকল নিষেধ করিয়া দ্রষ্টাকে লক্ষিত করা হয়।

পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১।৭ সূত্র [৫ টীকা] দ্রষ্টব্য)।

২০। (২) বুদ্ধি হইতে পুরুষের ভেদ যে যে ভেদক লক্ষণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহারা যথা—(ক) বুদ্ধি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী, (খ) বুদ্ধি পরার্থ, পুরুষ স্বার্থ, (গ) বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ।

এইরূপে পুরুষের ও বুদ্ধির ভিন্নতা জানা যায়। তাহারা ভিন্ন হইলেও তাহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের একত্ব খ্যাতিই সেই সাদৃশ্য, অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ পুরুষ বুদ্ধির মত ও বুদ্ধি পুরুষের মত প্রতীত হয়।

যে যে যুক্তির দ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের সারূপ্য ও ভেদ আবিষ্কৃত হয়, ভাষ্যোক্ত সেই যুক্তিসকল বিশদ করা যাইতেছে। বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত, তাই বুদ্ধি পরিণামী, আর পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত, তাই পুরুষ অপরিণামী। ইহা প্রথম যুক্তি।

বুদ্ধির বিষয় গোঘটাদি* জ্ঞাত হয় এবং অজ্ঞাত হয়। গো যখন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া স্থিত হয়, তখন গো-বিষয়াকারা হয়, তাহাই পরে ঘটাদি-আকারা হয়।

ফলে, পুরুষকে বিষয় করিয়া যে পুরুষের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহার লক্ষণ সদাজ্ঞাতৃত্ব। পুরুষ-বিষয়া = পুরুষ বিষয় যাহার অথবা 'পুরুষং বিষিণ্বতী উৎপন্না' এরূপ অর্থও হয়। পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি বা গ্রহীতা সদাই 'জ্ঞাতা' বলিয়া বোধ হয়, আর শব্দাদি-বিষয়া বুদ্ধি তাহা হয় না, কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিকে পুরুষ-বিষয় করিলে বা প্রকাশ করিলে বুদ্ধিও পুরুষকে বিষয় করে অর্থাৎ নিজের প্রকাশের মূলীভূত দ্রষ্টাকে 'দ্রষ্টাহম্' বলিয়া জানে। অতএব পুরুষের বিষয় বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় পুরুষ এই দুই কথা প্রায় এক।

সংক্ষেপতঃ বুদ্ধির বিষয় বা বুদ্ধিপ্রকাশ্য শব্দাদি একবার জ্ঞাত ও পরে অজ্ঞাত হওয়াতে শব্দ-বুদ্ধি পরে অ-শব্দ-বুদ্ধি অর্থাৎ অন্য বুদ্ধি হইয়া যাওয়াতে বুদ্ধির পরিণাম সূচিত হয়। আর পুরুষ-বিষয় বা পুরুষ-প্রকাশ্য যে বুদ্ধি (জ্ঞাতাহম্ বুদ্ধি) তাহা একবার 'জ্ঞাতাহম্' ও পরে 'অজ্ঞাতাহম্' এরূপ হয় না, বুদ্ধি থাকিলেই তাহা 'জ্ঞাতাহম্' হইবেই হইবে। 'অজ্ঞাতাহম্' বুদ্ধি অলীক অকল্পনীয় পদার্থ। অতএব পুরুষের প্রকাশ সদাই প্রকাশ কদাপি অপ্রকাশ (বা অজ্ঞাত) নহে বলিয়া তাহা অপরিণামী প্রকাশ। বুদ্ধি না থাকিলে বা লীন হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না তাহাও বুদ্ধিরই পরিণাম, প্রকাশকের তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্বকীয় ক্রিয়া-শক্তির দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশকের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহা না হইলে প্রকাশকের কিছু হয় না বুদ্ধিই অপ্রকাশিত হয় মাত্র।

বিষয়াকারা বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূপ হয়, কিন্তু পুরুষাকারা বুদ্ধি কেবল 'জ্ঞাতাহম্' এইরূপই হয়, কখনও অজ্ঞাতা হয় না, তাই তল্লক্ষিত পুরুষ জ্ঞাতা নির্বিকার। 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাবই পুরুষ বিষয়া বুদ্ধি। উহাকে যদি অজ্ঞাতা দেখাইতে (এমন কি কল্পনাও করিতে) পারিতে, তবে ঐ বুদ্ধির বিষয় যে পুরুষ তাহা জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা বা পরিণামী হইত।

'আমি' এরূপ ভাব ব্যবসায়িক গ্রহীতা, আমি ছিলাম ও থাকিব ইহা আনুব্যবসায়িক গ্রহীতা। স্মৃতি-ইচ্ছাদি অনুব্যবসায়মূলক ভাব। অনুব্যবসায় (বা reflection),

* 'গবাদির্ঘটাদির্বা' এই ভাষ্যের 'গো' শব্দকে বিজ্ঞানভিক্ষু শব্দবাচী বলিয়াছেন। অর্থাৎ গো শব্দের অর্থ যাহা মনে থাকে, তাহাই বলিতে হইবে, যাহা এক পক্ষ বলিতে হইবে না।

এক প্রতিফলক (বা reflector) ব্যতীত হইতে পারে না, জ্ঞানের জন্য যে জ্ঞ-স্বরূপ প্রতিফলক পাই তাহার নাম প্রতিসংবেদী। প্রতিসংবেদী ব্যতীত কোন জ্ঞানই কল্পনীয় নহে। কারণ, সব জ্ঞানই প্রতিসংবেদ্য। অতএব বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তদ্বিষয় যে গৃহীতা, সেই গ্রহীতার দ্বারা অগৃহীত অথচ কোন জ্ঞান বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অর্থের অপেক্ষাও অকল্পনীয়। গ্রহীতা সদাজ্ঞাত বলিয়া গ্রহীতার যাহা দ্রষ্টা, তাহা অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ। নচেৎ অজ্ঞাত গ্রহীতা বা অজ্ঞাত 'আমি বোধ' এইরূপ অকল্পনীয় কল্পনা আসে। অর্থাৎ 'জ্ঞানের গ্রহীতা আমি' এরূপ প্রত্যয় যখন অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তখন তাহা সদাজ্ঞাত। সদাজ্ঞাত বিষয়ের যাহা জ্ঞাতা, তাহাও সদাজ্ঞাতা। সদাই যদি জ্ঞাতা হয়, কখনও যদি অজ্ঞাতা না হয়, তবে সে পদার্থ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ।

উদাহরণতঃ 'আমিকে আমি জানি' ইহাতে 'আমিই দ্রষ্টা' এবং 'আমিকে' অর্থাৎ 'আমিত্ব' সমস্ত অচেতন অংশ বুদ্ধি। নীলাদি বিষয় জ্ঞান 'আমিকে আমি জানি' এরূপ ভাবের অবকাশ মাত্র। নীলকে যদি সমাধিবলে সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়, তবে তাহা নীল থাকে না, কিন্তু রূপমাত্র শব্দাণু-স্বরূপ হয়, তাহাও সূক্ষ্মতররূপে দেখিতে দেখিতে অব্যক্তে পর্যবসিত হয়। (১।৪৪ সূত্র [৩ টীকা] দ্রষ্টব্য)। অতএব বিষয়জ্ঞান আপেক্ষিক সত্যজ্ঞান। তাহাকে অব্যক্ত বা সমান তিন গুণরূপে জানাই সম্যক্ জ্ঞান, আর তখন যে দ্রষ্টার 'স্বরূপে অবস্থান' হয়, তাহা জানিয়া, দ্রষ্টা যে স্বরূপ-দ্রষ্টা তাহা জানাই দ্রষ্টৃ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান।

শাস্ত্রোক্ত, 'পশ্যেদাত্মানমাত্মনি' এই বাক্যের এক আত্মা বুদ্ধি, এক আত্মা পুরুষ। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতি থাকাতেই এই স্বতঃসিদ্ধ দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব আছে। শুধু চিৎ বা শুধু অচিৎ হইতে দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবের ব্যাখ্যা সম্ভব হইবার নহে।

এই স্থলের ভাষ্যাদি অতীব দুরূহ, তাই এত কথা বলিতে হইল। টীকাকারদের সকলের ব্যাখ্যা সম্যক্ গৃহীত হয় নাই। (৪।১৮ [১] দ্রষ্টব্য)।

২০। (৩) বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের দ্বিতীয় হেতু যথা—বুদ্ধি সংহত্যকারিত্ব-হেতু পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ। যে ক্রিয়া অনেক প্রকার শক্তির মিলনের ফল, তাহা তন্মধ্যস্থ কোন শক্তির বা তাহাদের সমষ্টির অর্থে হয় না। যাহা যাহা বহুশক্তি সমবেত হইয়া একই ক্রিয়ারূপ ফল উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ারূপ ফল তাহার প্রযোজকের অর্থভূত। বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নানাশক্তির সহায়ে সুখ-দুঃখ ফল উৎপাদন করে। অতএব সে ফলের ভোক্তা বা চরম জ্ঞাতা বুদ্ধ্যাদি নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত পুরুষ। অতএব বুদ্ধি পরার্থ বা পরের বিষয় এবং পুরুষ স্বার্থ বা বিষয়ী। এই যুক্তি চতুর্থ পাদে সম্যক ব্যাখ্যাত হইবে।

২০। (৪) এ বিষয়ের তৃতীয় যুক্তি—বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ। বুদ্ধি পরিণামী, যাহা পরিণামী, তাহাতে ক্রিয়া প্রকাশ ও অপ্রকাশ (অর্থাৎ ত্রিগুণ) থাকে। ত্রিগুণ দৃশ্যের উপাদান, আর দৃশ্য অচেতনের সমার্থক। অতএব বুদ্ধি ত্রিগুণ, সুতরাং অচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা, সুতরাং চেতন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা চেতন ও অচেতন ছাড়া আর কিছু পদার্থ নাই। অতএব যাহা দৃশ্য নহে, তাহা চেতন (এখানে চেতন অর্থে চৈতন্যযুক্ত নহে কিন্তু চিদ্রূপ), আর যাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা অচেতন। প্রকাশশীল এবং অধ্যবসায়-ধর্মক বা নিশ্চয়ধর্মক বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণী। কারণ, প্রকাশশীলতা সত্ত্বের ধর্ম, আর যেখানে সত্ত্ব, সেখানেই রজঃ ও তমঃ। ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বুদ্ধি অচেতন।

২০। (৫) পুরুষ বুদ্ধির সরূপ নহেন, তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরূপও নহেন, কারণ, তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধির অতিরিক্ত হইলেও বৌদ্ধ প্রত্যয়

বা বুদ্ধিবৃত্তিকে উপদর্শন করেন। উপদৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির নাম জ্ঞান বা আত্মানাত্ম-বোধ। জ্ঞানের পরিণামী অংশ বা উপাদান এবং পুরুষোপদৃষ্টিরূপ হেতু জ্ঞানকালে অভিন্নরূপে অবভাত হয়। নিয়তই জ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে। তাই পুরুষ ও জ্ঞানরূপ বুদ্ধির অভেদ-প্রত্যয়-রূপ ভ্রান্তিও নিয়ত চলিতেছে।

প্রশ্ন হইবে, বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ কাহার প্রতীত হয়? উত্তর—'আমি'র বা অহং-বুদ্ধির বা গ্রহীতার। কোন্ বৃত্তির দ্বারা তাহা অবভাত হয়? উত্তর—ভ্রান্তজ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তসংস্কারমূলিকা স্মৃতির দ্বারা। অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রান্তি, যখন তাহাতে বুদ্ধি-পুরুষের অভেদরূপ ভ্রান্তজ্ঞান থাকে তখনই বোধ হয় 'আমি জানিলাম'। অতএব 'আমি জানিলাম' এই ভাবই বুদ্ধি-পুরুষের একত্বখ্যাতি। আর সেই ভ্রান্তির অনুরূপ সংস্কার হইতে ভ্রান্তস্মৃতির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি-পুরুষের পৃথক্ত্ব বোধ হয় না। বিবেকখ্যাতি হইলে সুতরাং 'আমি জানিলাম' এই বোধ ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয় এবং খ্যাতি-সংস্কারের দ্বারা নিবৃত্তি উপচীয়মান হইয়া বিজ্ঞানের বা চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ হয়। (২।২৪)।

'আমি নীল জানিলাম' ইহা এক বিজ্ঞান। তন্মধ্যে নীল এই দৃশ্যভাব অচেতন, আর চৈতন্য 'আমি'-লক্ষিত বিজ্ঞাতার মধ্যে আছে। তাহাতেই অচেতন 'নীল' পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। দ্রষ্টার দ্বারা এইরূপে নীল-প্রত্যয়ের প্রকাশভাবই প্রত্যয়ানুপশ্যতা। নীল-জ্ঞান এবং পুরুষের প্রত্যয়ানুপশ্যতা অবিনাভাবী। জ্ঞানে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে এই প্রত্যয়ানুপশ্যতা-রূপ সহভাবী হেতু থাকে বলিয়া তাহা পুরুষের কথঞ্চিৎ সরূপ বা সদৃশ। অর্থাৎ অচেতন নীলাদি জ্ঞান সচেতন (চৈতন্য-যুক্ত) হয় বলিয়াই তাহারা চিদ্রূপ পুরুষের কতক সদৃশ।

২০। (৬) প্রতিসংক্রম প্রতিসঞ্চার। অপরিণামী হইলেই তাহা প্রতিসঞ্চারশূন্য হইবে; অপরিণামিত্বের দ্বারা অবস্থান্তরশূন্যতা এবং অপ্রতিসংক্রমত্বের দ্বারা গতিশূন্যতা (কার্যের মধ্যে না যাওয়া) সূচিত হইয়াছে। প্রত্যয়ানুপশ্যতা হইতে অর্থাৎ পরিণামী বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ করাতে, চিতিশক্তি পরিণামীর মত ও প্রতিসংক্রান্তবৎ বোধ হয়। চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকার বা অনুপশ্যতার দ্বারা জ্ঞ-স্বরূপ চিদ্‌বৃত্তি ও জানন-স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ প্রতীত হয়। (৪।২২ [১] দ্রষ্টব্য)।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পররূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকম্। ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যত ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ ন তু বিনশ্যতি। ২১ ॥

২১। পুরুষের (ভোগাপবর্গরূপ) অর্থই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য দৃশিরূপ পুরুষের কর্মস্বরূপতাপন্ন (১) তজ্জন্য তাহার (পুরুষের) অর্থই দৃশ্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। সেই দৃশ্য-স্বরূপ পররূপের দ্বারা প্রতিলব্ধস্বভাব (২)। ভোগাপবর্গ নিষ্পন্ন হইলে পুরুষ আর তাহা দর্শন করেন না; সুতরাং তখন স্বরূপ-(পুরুষার্থ) হানি-হেতু তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ (অত্যন্তোচ্ছেদ) প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। ২১। (১) কর্ম্মস্বরূপতা ভোগ্যতা। দৃশ্যত্ব আর পুরুষভোগ্যত্ব মূলতঃ একার্থক। ভোগ্য অর্থ। সুতরাং পুরুষদৃশ্য=পুরুষার্থ। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। নীলাদি জ্ঞান, সুখাদি বেদনা, ইচ্ছাদি ক্রিয়া সমস্তই পুরুষার্থ। দৃশ্য এবং পুরুষার্থ অবিকল এক ভাব।

২১। (২) জ্ঞানরূপ দৃশ্য জ্ঞাতৃরূপ দ্রষ্টার অপেক্ষাতেই সংবিদিত। যেহেতু সংবিদিত ভাবই দৃশ্যতা স্বরূপ, তখন ব্যক্ত দৃশ্য পর বা পুরুষের স্বরূপের দ্বারাই প্রতিলব্ধ হয়। অন্য কথায় পুরুষের ভোগ্যতাই যখন দৃশ্য-স্বরূপ, তখন পুরুষের অপেক্ষাতেই দৃশ্য ব্যক্তরূপে লব্ধ-সত্তাক। ভোগ্যতা না থাকিলে দৃশ্য নাশ হয়, কিন্তু অভাব প্রাপ্ত হয় না। তাহা তখন অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃশ্যের এক ব্যক্তি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি অন্য পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়াও দৃশ্যের অভাব নাই। দৃশ্য কিরূপে পর রূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পাঠক পূর্ব্বোক্ত সূর্য্য ও তদুপরিস্থ অস্বচ্ছ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন। (২।১৭ [২] টীকা)।

পুরুষের বা দ্রষ্টার অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। 'অর্থ' মানে 'প্রয়োজন' বুঝিয়া সাধারণতঃ লোকে পুরুষকে এক প্রয়োজনবান্ বা প্রয়োজনসিদ্ধির ইচ্ছু সত্ত্ব মনে করে ও সাংখ্যীয় দর্শনকে বিপর্য্যস্ত করে। সাংখ্যকারিকাতে কয়েকটি উপমা দেওয়া আছে, তাহার তাৎপর্য্য ও উপমা-মাত্রত্ব না বুঝিয়া ও সর্ব্বাংশগ্রহণরূপ দোষ করিয়া ঐরূপ ভ্রান্তধারণা প্রচলিত হইয়াছে।

'অর্থ' মানে 'বিষয়,' কিন্তু 'প্রয়োজন' নহে। পুরুষ বিষয়ী, আর বুদ্ধি তাঁহার বিষয় বা প্রকাশ্য। সাধারণতঃ প্রকাশক অর্থে 'যে প্রকাশ করে' এরূপ বুঝায়। 'প্রকাশ করা'-রূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা প্রকাশক—এরূপ কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়া আমরা অনেক স্থলে তাহার দ্বারা কল্পনা করি মাত্র। 'প্রকাশ্য, প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হয়'—এরূপ বলিলে বুঝায় প্রকাশকের ক্রিয়া নাই। অতএব সর্ব্বস্থলে প্রকাশক যে ক্রিয়াবান্ তাহা নহে। নিষ্ক্রিয় প্রকাশকে ভাষার দ্বারা (ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষের দ্বারা) আমরা সক্রিয় করি। নিষ্ক্রিয় পুরুষকেও সেইরূপ করি। আদিত্যের পশ্চাতে স্বপ্রকাশ পুরুষ আছেন বলিয়া 'আদিত্য স্ব-প্রকাশয়িতা' বা 'নিত্যের জ্ঞাতা' ইত্যাকার প্রকাশনরূপ ক্রিয়া আমি' করিয়া থাকে। তাহাতে পুরুষকে সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রকাশক বা প্রকাশকর্ত্তা বলি। বস্তুতঃ 'প্রকাশ হওয়া'-রূপ ক্রিয়া আদিত্যেই থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যহেতু তাহা ঘটে বলিয়াই পুরুষকে প্রকাশকর্ত্তা বলা যায়।

ভোগ ও অপবর্গ বা বিবেক এই দুই প্রকার অর্থই বুদ্ধি মাত্র। বুদ্ধি শুধু ত্রিগুণের দ্বারা হয় না, কিন্তু এক-স্বরূপ সাক্ষী দ্রষ্টার যোগে ত্রিগুণের পরিণামই বুদ্ধি। বুদ্ধি বিষয় বলিয়া বুদ্ধি যাঁহার সত্তায় প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে বিষয়ী বা বিষয়ের প্রকাশক বলা হয়। 'বিষয়ের প্রকাশক' এই বাক্যে 'বিষয়ের' এই সম্বন্ধ-কারকযুক্ত পদ যে 'প্রকাশক' এই কর্ত্তৃকারকযুক্ত শব্দের সহিত যোগ করি, তাহা আমাদের ভাষার রচনা মাত্র। প্রকৃত পদার্থের সক্রিয়তা উহার দ্বারা হয় না। 'পুরুষের অর্থ' এইরূপ সম্বন্ধবাচক বাক্যেও তদ্রূপনা কিছু ক্রিয়া বুঝায় না।

ভোগ ও অপবর্গ যদি বিষয় বা প্রকাশ্য হয়, তবে তাহা কাহার প্রকাশ্য বিষয় হইবে বা বিষয়ী কাহাকে বলিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—দ্রষ্টা পুরুষকে। এই প্রকারে ভোগ ও অপবর্গরূপে বিষয়ত্ব বা অর্থভূত হওয়াই দৃশ্যের স্বরূপ।

ভাষ্যম্। কস্মাৎ ?—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপ্যনষ্টং তদ্ অন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তামাপন্নং লভত এব পররূপেণাত্মরূপমিতি। অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথা চোক্তং —"ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি ॥ ২২ ॥

২২। **ভাষ্যানুবাদ**—কেন, (বিনষ্ট হয় না) ?—

কৃতার্থের (মুক্ত পুরুষের) নিকট তাহা (দৃশ্য) নষ্ট হইলেও অন্যসাধারণত্ব-হেতু (অকৃতার্থের নিকট দৃষ্ট হয় বলিয়া) তাহা অনষ্ট থাকে ॥ সূ

কৃতার্থ এক পুরুষের প্রতি দৃশ্য নষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা অন্যসাধারণত্ব-হেতু অনষ্ট। কুশল পুরুষের প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল পুরুষের নিকট দৃশ্য অকৃতার্থ। তাহাদের নিকট দৃশ্য দৃশি-শক্তির কর্ম্মবিষয়তা (ভোগ্যতা) প্রাপ্ত হইয়া পররূপের দ্বারা নিজ-রূপে প্রতিলব্ধ হয়। অতএব দৃক্ ও দর্শন-শক্তির নিত্যত্বহেতু সংযোগ অনাদি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথা (পঞ্চশিখের দ্বারা) উক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মীসকলের সংযোগ অনাদি বলিয়া ধর্ম্মমাত্র সকলেরও সংযোগ অনাদি" (১)।

টীকা। ২২। (১) বিবেকখ্যাতির দ্বারা কৃতার্থ পুরুষের দৃশ্য নষ্ট হইলেও অন্য পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়া দৃশ্য অনষ্ট। আজও যেমন দৃশ্য অনষ্ট, সর্ব্ব কালেই সেইরূপ দৃশ্য অনষ্ট ছিল ও থাকিবে। সাংখ্যসূত্র যথা— "ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ।" যদি বল, ক্রমশঃ সব পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইলে ত দৃশ্য বিনষ্ট হইবে। না, তাহার সম্ভাবনা নাই, কারণ, পুরুষসংখ্যা অনন্ত। অসংখ্যের কখনও শেষ হয় না। অসংখ্য — অসংখ্য = অসংখ্য। ইহাই অসংখ্যের তত্ত্ব। (৪।৩৩ [৪])। শ্রুতিও বলেন, 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' এই হেতু দৃশ্য সব কালেই ছিল ও থাকিবে। যে পুরুষ অকুশল, তিনি ঐ কারণে অনাদি দৃশ্যের সহিত অনাদি-সম্বন্ধ-যুক্ত। এরূপ হইতে পারে না যে, পূর্ব্বে দৃশ্যসংযোগ ছিল না, কিন্তু কোনও বিশেষ কালে তাহা ঘটিয়াছে। কারণ, তাহা হইলে দৃশ্য-সংযোগ হইবার হেতু কোথা হইতে আসিবে। অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে যে, সংযোগের হেতু অবিদ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞান। মিথ্যা-জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞানকে প্রসব করে। সুতরাং মিথ্যা-জ্ঞানের পরম্পরা অনাদি। এ বিষয় উদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্রে অতি সুকৌশলভাবে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মীসকল তিন গুণ। তাহাদের পুরুষের সহিত অনাদিকাল হইতে সংযোগ আছে বলিয়া গুণ-ধর্ম্ম যে বুদ্ধ্যাদি করণ ও শব্দাদি বিষয়, তাহাদের সহিতও পুরুষের অনাদি-সংযোগ।

পুরুষের বহুত্ব ও প্রধানের একত্ব এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। (২।২৩, ৪।১৬ সূঃ দ্রষ্টব্য)। তদ্বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন—"প্রধানের মত পুরুষ এক নহেন। পুরুষের নানাত্ব, জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখোপভোগ, মুক্তি, সংসার এইসব ব্যবস্থা হইতে (যুগপৎ ঐ সকল বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা বহুজ্ঞাতা হইবে এরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হওয়াতে) পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। যেসব একত্বজ্ঞাপক শ্রুতি আছে তাহারা প্রমাণান্তরের বিরুদ্ধ। দ্রষ্টৃগণের দেশকাল-বিভাগের অভাবহেতু অর্থাৎ দ্রষ্টারা দেশকালাতীত বা 'অমুকত্র এই দ্রষ্টা অমুকত্র ঐ দ্রষ্টা আছেন' এরূপ কল্পনা করা বিধেয় নহে বলিয়া তাহাদেরকে এক বলা চলে। এইরূপে শব্দের গৌণী

্তির দ্বারা এই সব শ্রুতির সঙ্গতি হয়।" (প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিতে দ্রষ্টৃমাত্রের একত্ব উক্ত হয় নাই, কিন্তু 'ভগবদ্ভূতাত্মা' সৃষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা-রূপ সগুণ ঈশ্বরেরই একত্ব উক্ত হইয়াছে। মহাভারতেও বলেন—"স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্ব্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥" শ্রুতিও এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকেই এক বলেন। তিনি দ্রষ্টৃরূপ আত্মা নহেন)। প্রকৃতির একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর) আছে, 'এক রজঃসত্ত্বতমোময়ী, অজা (অনাদি), বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে কোন এক অজ (অনাদি) পুরুষ অনুশয়ন বা উপদর্শন করেন এবং অন্য এক অজ পুরুষ ভুক্তভোগা (চরিত-ভোগাপবর্গা) সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।' এই শ্রুতির অর্থই এই সূত্রের দ্বারা অনূদিত হইয়াছে।

ভাষ্যম্। সংযোগস্বরূপাভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পুরুষঃ স্বামী, দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ। তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য কারণমুক্তম্। দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তম্। নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি। দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্।

কিঞ্চেদমদর্শনং নাম? কিং গুণানামধিকারঃ—১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দর্শিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদঃ, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে দর্শনাভাবঃ—২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্—৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্—৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতিসংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাৎ, উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেব সমানশ্চর্চ্চঃ"—৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে "প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্ প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্ব্বকার্য্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যত ইতি—৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম্ম ইত্যেকে। তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে—৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি—৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ব্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সংযোগস্বরূপ নির্দ্দেশেচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—

২৩। সংযোগ স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির স্বরূপ উপলব্ধির হেতু অর্থাৎ যাদৃশ সংযোগ হইতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, সেই সংযোগবিশেষই এই সংযোগ (১)॥ সূ

পুরুষ স্বামী—"স্ব"-ভূত দৃশ্যের সহিত দর্শনার্থ সংযুক্ত আছেন। সেই সংযোগ হইতে যে দৃশ্যের উপলব্ধি, তাহা ভোগ, আর যে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি, তাহা অপবর্গ। সংযোগ দর্শন-কার্য্যাবসান, তজ্জন্য সেই দর্শন (বিবেক) বিয়োগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দর্শন অদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। অদর্শন সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে দর্শন মোক্ষের (সাক্ষাৎ) কারণ নহে। অদর্শনাভাব হইতেই বন্ধাভাব, তাহাই মোক্ষ; দর্শন হইতে বন্ধকারণ অদর্শনের নাশ হয়, এই হেতু দর্শনজ্ঞান কৈবল্য কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)।

এই অদর্শন কি (৩)? ইহা কি গুণসকলের অধিকার (কার্য্য-জনন-সামর্থ্য)?—১। অথবা দৃশিরূপ স্বামীর নিকট শব্দাদিরূপ ও বিবেকরূপ বিষয় যদ্দ্বারা দর্শিত হয়, এরূপ যে প্রধান চিত্ত, তাহার অনুৎপাদ অর্থাৎ নিজেতে দৃশ্য (শব্দাদি ও বিবেক) বর্ত্তমান থাকিলেও দর্শনাভাব?—২। অথবা তাহা কি গুণসকলের অর্থবত্তা?—৩। অথবা স্বচিত্তের সহিত (প্রলয়কালে) নিরুদ্ধা অবিদ্যাই পুনশ্চ স্বচিত্তের উৎপত্তি-বীজ?—৪। অথবা স্থিতি-সংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্কারের অভিব্যক্তি? এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "প্রধান স্থিতিতেই বর্ত্তমান থাকিলে বিকার না করায় অপ্রধান হইবে, সেইরূপ গতিতেই বর্ত্তমান থাকিলে বিকার-নিত্যত্ব-হেতু অপ্রধান হইবে। স্থিতি এবং গতি এই উভয় প্রকারে ইহার প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রধানরূপে ব্যবহার লাভ করে, অন্য প্রকারে করে না। অপরাপর যে কারণ কল্পিত হয়, তাহাতেও এইরূপ বিচার (প্রযোজ্য)"—৫। কেহ কেহ বলেন, দর্শন-শক্তিই অদর্শন, 'প্রধানের আত্মখ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি' এই শ্রুতিই তাঁহাদের প্রমাণ। সর্ব্ববোধ্য-বোধ-সমর্থ পুরুষ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে দর্শন করেন না, সর্ব্ব কার্য্যকরণ-সমর্থ দৃশ্যকে তখন দেখেন না—৬। উভয়েরই ধর্ম্ম অদর্শন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উহাতে (এই মতে) দৃশ্যের স্বাত্মভূত হইলেও পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন দৃশ্য-ধর্ম্ম হয়, সেইরূপ পুরুষের অনাত্মভূত হইলেও দৃশ্য-প্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন পুরুষধর্ম্মরূপে অবভাসিত হয়—৭। কেহ কেহ দর্শন-জ্ঞানকেই অদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন—৮। এই সকল শাস্ত্রগত মতভেদ। অদর্শন বিষয়ে, এইরূপ বহু বিকল্প থাকিলেও ইহা সর্ব্বসম্মত যে, "সর্ব্ব পুরুষের সহিত গুণের যে পুরুষার্থ-হেতু-সংযোগ তাহাই সাধারণতঃ অদর্শন" (৪)।

টীকা। ২৩। (১) সংযোগ হেতু-স্বরূপ, তাহার ফল স্ব-স্বরূপ দৃশ্যের এবং স্বামি-স্বরূপ পুরুষের উপলব্ধি। পুংপ্রকৃতির সংযোগেই জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা ভোগ এবং সম্যক্ জ্ঞান বা অপবর্গ। অতএব সংযোগ হইতে ভোগ ও অপবর্গ হয়, অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ জ্ঞানদ্বয়ই পুংপ্রকৃতির সংযুক্তাবস্থা। অপবর্গ সিদ্ধ হইলে পুংপ্রকৃতির বিয়োগ হয়।

২৩। (২) বুদ্ধিতত্ত্বকে সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক তৎপরস্থ পুরুষতত্ত্বে স্থিতি করিবার জন্য একবার বুদ্ধি নিরোধ করিতে পারিলে পরে যখন সংস্কারবশে বুদ্ধি পুনরুত্থিত হয় তখন পুরুষ বুদ্ধির পর বা পৃথক্ তত্ত্ব 'এইরূপ যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান হয় তাহাই দর্শন বা প্রকৃত বিবেক-খ্যাতি। তাহা নিরুদ্ধবুদ্ধির (যাহাতে পুরুষ-স্থিতি হয়) সংস্কারবিশেষের স্মৃতিমূলক খ্যাতি। অতএব তাদৃশ খ্যাতির একমাত্র ফল বুদ্ধিনিরোধ বা পুংপ্রকৃতির বিয়োগ। বুদ্ধির ভোগরূপ ব্যাপারই অদর্শন, সুতরাং বিবেকদর্শনের দ্বারা ভোগ নিবৃত্ত হইলে অদর্শন বা বিপরীত দর্শনও (বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ হইলেও তাহাদের একত্বদর্শন) নিবৃত্ত হয়, তাহাই দৃশ্য-নিবৃত্তি বা পুরুষের কৈবল্য। অতএব বিবেকজ্ঞান পরম্পরাক্রমে কৈবল্যের কারণ।

২৩। (৩) অদর্শন সম্বন্ধে অষ্ট প্রকার বিভিন্ন মত শাস্ত্রকারদের দ্বারা উক্ত হয়, ভাষ্যকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঐ লক্ষণসকল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পই সম্যক্ গ্রাহ্য; সেই অষ্টপ্রকার মত ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১ম। গুণের অধিকারই অদর্শন। অধিকার অর্থে কার্য্যারম্ভণ-সামর্থ্য বা ব্যক্ত পরিণামযোগ্যতা। গুণসকল সক্রিয় থাকিলেই তখন অদর্শন থাকে এই লক্ষণে এতাবন্মাত্র সত্য আছে। 'দেহের তাপ থাকাই জ্বর' এইরূপ লক্ষণের ন্যায় ইহা সদোষ।

২য়। প্রধান চিত্তের অনুৎপাদই অদর্শন। দৃশিরূপ স্বামীর নিকট যে চিত্ত ভোগ্য বিষয় ও বিবেক বিষয় দর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই প্রধান চিত্ত। ভোগ্য বিষয়ের পারদর্শন (বৈরাগ্যের দ্বারা) ও বিবেক-দর্শন হইলেই চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই দর্শনযুক্ত চিত্তই প্রধান চিত্ত। চিত্তেই ভোগ্যদর্শন ও বিবেক-দর্শন এই উভয়েরই বীজ আছে। সেই বীজ সম্যক্ প্রকাশ না হওয়াই এই মতে অদর্শন। এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। 'সুখ না থাকাই রোগ' ইহার ন্যায় এই লক্ষণ কতক সত্য।

৩য়। গুণের অর্থবত্তাই অদর্শন। অর্থবত্তা অর্থাৎ গুণের অব্যপদেশ্য কার্য্য-জননশীলতা। সৎকার্য্যবাদে কার্য্য ও কারণ সৎ। যাহা হইবে, তাহা বর্ত্তমানে অব্যপদেশ্য-রূপে আছে। ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সেইরূপ অব্যপদেশ্যভাবে থাকাই গুণের অর্থবত্তা। সেই অর্থবত্তাই অদর্শন। ইহাও কতক সত্য লক্ষণ। অর্থবত্তা ও অদর্শন অবিনাভাবী বটে, কিন্তু অবিনাভাবিত্বের উল্লেখমাত্রই সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। রূপ কি?—যাহা বিস্তৃত বিস্তার এবং রূপজ্ঞান অবিনাভাবী হইলেও যেমন উহার উল্লেখমাত্র রূপের লক্ষণ নহে, তদ্রূপ।

৪র্থ। অবিদ্যাসংস্কারই সংযোগহেতু অদর্শন। অবিদ্যামূলক কোন বৃত্তি হইলে তৎপরের বৃত্তিও অবিদ্যামূলক হইবে ইহা অনুভূত হয়, অতএব অবিদ্যামূলক সংস্কার যে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ ঘটায়, তাহা সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বানুক্রমে দেখিলে প্রলয়কালে যে চিত্ত অবিদ্যাবাসিত হইয়া লীন হয়, তাহাই সর্গকালে সাধিকার হইয়া উদিত হয় এবং বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ ঘটায়। এই মত অগ্রে সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগকে (সুতরাং সংযোগের সহভাবী অদর্শনকেও) বুঝাইতে সক্ষম।

৫ম। প্রধানের গতি বা বৈষম্য-পরিণাম এবং স্থিতি বা সাম্য-পরিণাম আছে। কারণ, গতি একমাত্র স্বভাব হইলে বিকারনিত্যতা হয় এবং স্থিতিমাত্র-স্বভাব হইলে বিকার ঘটে না, প্রধানের এই দুই স্বভাবের মধ্যে স্থিতি-সংস্কার ক্ষয়ে গতি-সংস্কারের অভিব্যক্তিই (অর্থাৎ তৎসহভূ বিষয় জ্ঞানই) অদর্শন, ইহা পঞ্চম কল্প। ইহাতে মূল কারণের স্বভাব-মাত্র বলা হইল। সন্নিহিত কার্য্যরূপ সংযোগের নিমিত্তভূত পদার্থ ব্যাখ্যাত হইল না। ঘট কি? পরিণামশীল মৃত্তিকার পরিণামবিশেষই ঘট—শুধু এরূপ বলিলে যেমন ঘট সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

৬ষ্ঠ। দর্শন-শক্তিই অদর্শন। প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, অতএব প্রধানপ্রবৃত্তির যে শক্তিরূপ অবস্থা, তাহাই অদর্শন। অদর্শন এক প্রকার দর্শন। সেই দর্শন প্রধানাশ্রিত ও প্রধান প্রবৃত্তির হেতুভূত শক্তি। অদর্শন কার্য্য বা চিত্তধর্ম্ম, তাহার লক্ষণে মূল শক্তির উল্লেখ করিলে তাহা তত লোকগম্য হয় না। যেমন 'সূর্য্যালোক-জাত শস্য তণ্ডুল' বলিলে তণ্ডুল সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

৭ম। দৃশ্য ও পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্ম অদর্শন। অদর্শন জ্ঞান-শক্তিবিশেষ। জ্ঞান দৃশ্যগত হইলেও পুরুষ-সাপেক্ষ, সুতরাং তাহা পুরুষগত না হইলেও পুরুষধর্ম্মের মত অবভাসিত হয়। পুরুষের অপেক্ষা আছে বলিয়া জ্ঞান (শব্দাদি ও বিবেক-জ্ঞান) দৃশ্য এবং পুরুষ ইহাদের উভয়ের ধর্ম্ম। 'সূর্য্যসাপেক্ষ জ্ঞানই দৃষ্টি' ইহা যেমন দৃষ্টির সম্যক্ লক্ষণ নহে, সেইরূপ অপেক্ষামাত্র বলিলে দ্রষ্টা লক্ষিত হয় না।

৮ম। বিবেকজ্ঞান ছাড়া যে শব্দাদি বিষয়জ্ঞান তাহাই অদর্শন। আর তাহাই পুংপ্রকৃতির সংযোগাবস্থা।

সাংখ্যশাস্ত্রে এই অষ্ট প্রকার মত অদর্শন সম্বন্ধে দেখা যায়। অদর্শন=নঞ্+দর্শন। নঞ্ শব্দের ছয় প্রকার অর্থ আছে, যথা, ১—অভাব বা নিষেধমাত্র, যেমন অপাপ, ২—সাদৃশ্য, যেমন অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ, ৩—অন্যত্ব, যেমন অমিত্র বা মিত্রভিন্ন শত্রু; ৪—অল্পতা, যেমন অনুদরী কন্যা অর্থাৎ অল্পোদরী, ৫—অপ্রাশস্ত্য, যেমন অকেশী অর্থাৎ অপ্রশস্তকেশী; ৬—বিরোধ, যেমন অসুর বা সুর-বিরোধী।

ইহার মধ্যে অভাব অর্থ ছাড়া অন্য সব অর্থ আর এক ভাবপদার্থের স্পষ্ট দ্যোতক। যেমন অমিত্র অর্থে শত্রু। নিষেধমাত্র বুঝাইলে তাহাকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলে, আর ভাবান্তর বুঝাইলে তাহাকে পর্য্যুদাস বলে। উক্ত অষ্ট প্রকার মতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় মতটি প্রসজ্য-প্রতিষেধ, কারণ, তাহাতে উৎপত্তির অভাবমাত্র বুঝায়। অন্য সব মত পর্য্যুদাস-পক্ষে গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ অদর্শন-শব্দের নঞ্ ভাবার্থে গৃহীত হইয়াছে।

২৩। (৪) উক্ত মতসমূহ (চতুর্থ ব্যতীত) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগমাত্রকে বুঝায়। সেই সংযোগ স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কখনও বিয়োগ হইত না। কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক। অতএব সেই নিমিত্তের উক্তেই সংযোগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। অবিদ্যাই সেই নিমিত্ত, যাহা হইতে সংযোগ হয়।

বস্তুতঃ 'গুণের সহিত পুরুষের সংযোগ' ইহা সামান্য অর্থাৎ সব মতেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যখনই সংযোগ হয়, তখনই গুণবিকার দেখা যায়। সর্গকালে ব্যক্তরূপ ও প্রলয়কালে সংস্কাররূপ গুণবিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব সংযোগ প্রকৃতপক্ষে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ চেতনের (প্রতিপুরুষের) সংযোগ। সেই সংযোগ অবিদ্যা হইতে হয়। অতএব চতুর্থ বিকল্পে যে অবিদ্যাকে সংযোগের কারণভূত অদর্শন বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ লক্ষণ। সূত্রকার তাহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যস্তু প্রত্যক্চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ,—

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্য্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকারা পুনরাবর্ত্ততে। সা তু পুরুষখ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি চরিতাধিকারা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ত্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি। মুগ্ধয়া ভার্য্যয়া অভিধীয়তে ষণ্ডকঃ "আর্য্যপুত্র। অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহমিতি।" স তামাহ "মৃতস্তেঽহমপত্যমুৎপাদয়িষ্যামীতি," তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্য্যদেশীয়ো বক্তি ননু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ অদর্শনকারণাভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিং তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যক্চেতনের সহিত যে স্ব স্বরূপ বুদ্ধির সংযোগ—

২৪। তাহার হেতু অবিদ্যা (১)॥ সূ

অর্থাৎ বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনা-বাসিতা বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কার্য্য-নিষ্ঠার অর্থাৎ কর্ত্তব্যতার (চেষ্টার) শেষ প্রাপ্ত হয় না, অতএব সাধিকারহেতু পুনরাবর্ত্তন করে। আর পুরুষখ্যাতি পর্য্যবসিত হইলে সেই বুদ্ধি কার্য্যসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। তখন চরিতাধিকারা, অদর্শনশূন্যা বুদ্ধি, বন্ধকারণাভাব-হেতু আর পুনরায় আবর্ত্তন করে না (২)। এ বিষয়ে কেহ (বিপক্ষবাদী নিম্নোক্ত) ষণ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা উপহাস করেন। এক ক্লীবের মুগ্ধা ভার্য্যা তাহাকে বলিতেছে — "আর্য্যপুত্র। আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্য আমি নহি?" ক্লীব ভার্য্যাকে বলিল — "মৃত হইয়া আমি তোমার পুত্র উৎপাদন করিব।" সেইরূপ, এই বিদ্যমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি করে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইয়া করিবে, তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তরে কোন আচার্য্যকল্প ব্যক্তি বলেন যে, "বুদ্ধিনিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনরূপ কারণ অপগত হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। সেই বন্ধকারণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবর্ত্তিত হয়।" ফলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপক্ষবাদীর অনবসর মতি-বিভ্রম ব্যর্থ।

টীকা। ২৪। (১) প্রত্যক্‌চেতন শব্দের বিবৃত অর্থ ১।২৯ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, প্রতিপুরুষরূপ এক একটি চিৎই প্রত্যক্‌চেতন।

অবিদ্যা অর্থে বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্য্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান। অনাত্মে আত্মজ্ঞান আদি অবিদ্যালক্ষণে কথিত বিপর্য্যয়জ্ঞান স্মর্ত্তব্য। সামান্যতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকারণ বিপর্য্যয়জ্ঞান। সেই জ্ঞানের বাসনাই মূলতঃ সংযোগের কারণ। সংযোগ অনাদি, সুতরাং এমন কাল ছিল না, যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ্য নহে। কিন্তু বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্দ্দেশ্য। একটু খনিজ মনঃশিলা পাইলাম, তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া জানিলাম যে, তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু (আর্সেনিক)। সংযোগ-সম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় বা বুদ্ধিপুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের কারণ। ভাষ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন।

বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনা যতদিন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না। সম্যক্ পুরুষখ্যাতি হইলেই চিত্তের কার্য্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়, অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপর্য্যয়জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কারণ। পূর্ব্বসংস্কারকে হেতু করিয়াই বর্ত্তমান বিপর্য্যয়জ্ঞান উদিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে সংস্কার অনাদি। অতএব অনাদি বিপর্য্যয়সংস্কার বা অনাদি-বিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনাই সংযোগের হেতু।

২৪। (২) কৈবল্যাবস্থায় দর্শন ও অদর্শন সমস্তই নিবৃত্ত হয়। দর্শন ও অদর্শন পরস্পরসাপেক্ষ। মিথ্যা-জ্ঞান থাকিলে তবে চিত্তে সত্যজ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। 'বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্' সমাহিত চিত্তের এইরূপ সাক্ষাৎকার (বিবেকজ্ঞান)-কালে 'বুদ্ধি' পদার্থের জ্ঞান থাকা চাই। সেই জ্ঞান (আমার বুদ্ধি আছে বা ছিল এইরূপ) বিপর্য্যয়মূলক। বুদ্ধি-পদার্থের তাদৃশ জ্ঞান থাকিলে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধরূপ কৈবল্য হয় না। অতএব কৈবল্যে বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়, তাহা হইলেই চিত্তনিরোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ আদি ক্লেশসকল বিবেকের ও তন্মূলক পরবৈরাগ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। 'শরীরাদি সমস্তই আমি নহি এবং শরীরাদি হইতে কিছু চাই না' এরূপ সমাপত্তি

হইলে আবুদ্ধি সমস্ত দৃশ্য যে অদর্শনশূন্য বা নিরুদ্ধ হইবে তাহা স্পষ্ট। অতএব বিবেকের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক নষ্ট হইলে চিত্তনিবৃত্তি হয়। বিবেক অগ্নির ন্যায় স্বাশ্রয়ের নাশক।

ভাষ্যম্। হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তম্ অতঃপরং হানং বক্তব্যম্—

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তস্যাদর্শনস্যাভাবাদ্ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ এতদ্ হানম্। তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণনিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হেয় দুঃখ এবং সংযোগাখ্য হেয়-কারণ এবং সংযোগের কারণও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর হান বক্তব্য—

২৫। তাহার (অবিদ্যার) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব হয় তাহাই হান, আর তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য ॥ সূ

তাহার অর্থাৎ অদর্শনের অভাব হইলে বুদ্ধিপুরুষের সংযোগাভাব বা বন্ধনের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, ইহা হান, ইহাই দৃশির কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের অমিশ্রীভাব ও গুণের সহিত পুনরায় অসংযোগ। দুঃখকারণ-নিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকেন, ইহা কথিত হইল (১)।

টীকা। ২৫। (১) দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টা থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে কেবল দ্রষ্টা আছেন বলা যায় না। সংশয় হইতে পারে, কৈবল্য ও অকৈবল্য কি দ্রষ্টৃগত ভেদভাব ? —না, তাহা নহে। বুদ্ধিরই নিরোধরূপ পরিণাম হয় বা অদৃশ্যাপত্তি-প্রাপ্তি হয়। দ্রষ্টার তাহাতে কিছুই হয় না বা হইতে পারে না। এ বিষয় এই পাদের বিংশ সূত্রের ২য় টিপ্পনীতে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষের কৈবল্য—ইহা যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষের মুক্তি—ইহা ঔপচারিক কথা।

ভাষ্যম্। অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি—

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে। যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্পদ্যতে তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি। সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ, ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি। ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হান-প্রাপ্তির উপায় কি ?—

২৬। অবিপ্লবা বা অভগ্না যে বিবেকখ্যাতি তাহাই হানের উপায় ॥ সূ

বুদ্ধির ও পুরুষের অন্যতা (ভেদ) প্রত্যয়ই বিবেকখ্যাতি, তাহা অনিবৃত্ত মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন হয় (১)। যখন মিথ্যা-জ্ঞান দগ্ধবীজভাব ও প্রসবশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন বিধূতক্লেশ-মল বুদ্ধিসত্ত্বের বিলক্ষণতা বা সম্যক্ নির্মলতা হইলে বশীকার-সংজ্ঞারূপ পরাবস্থায় বর্তমান যোগীর বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহ নির্মল হয়। সেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানের উপায়। তাহা হইতে (বিবেকখ্যাতি হইতে) মিথ্যা-জ্ঞানের দগ্ধবীজভাবগমন ও পুনঃ প্রসবশূন্যতা হয়। ইহা মোক্ষের মার্গ বা হানের উপায়।

টীকা। ২৬। (১) বিবেক পূর্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেক অর্থে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ। তদ্বিষয়ক যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান বা প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ মনের প্রখ্যাত ভাব, তাহাই বিবেকখ্যাতি।

আগে বিবেকজ্ঞান শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিতে হয়, তৎপরে যুক্তির দ্বারা মনন করিয়া দৃঢ়তর ও স্ফুটতর হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাপত্তির দ্বারা দৃশ্য-বিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা যখন নিবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে মিথ্যা-জ্ঞানের দগ্ধবীজাবস্থা বলে। তাহা হইলে এবং দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়ক রাগ সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে, সমাধি নির্মল বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হয়। সেই বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা বা মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা অভগ্না হইলেই তদ্দ্বারা হান বা দুঃখের সম্যক্ ত্যাগ সিদ্ধ হয়। বিবেকখ্যাতিকালে মিথ্যা-জ্ঞান দগ্ধবীজবৎ হয়। হান সিদ্ধ হইলে সেই দগ্ধবীজকল্প বিপর্যয় ও বিবেকজ্ঞান উভয়ই বিলীন হয়। তাহাই কৈবল্য। বিবেকখ্যাতির দ্বারা কিরূপে বুদ্ধি-নিবৃত্তি হয়, তাহা আগামী সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ, সপ্তধেতি। অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি, তদ্ যথা—পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি—১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি—২। সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্—৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ—৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ—৫। গুণা গিরিশিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি ন চৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি—৬। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—৭। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে, প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহার (বিবেকখ্যাতিমান্ যোগীর) সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয় (১) ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার অর্থাৎ উদিতখ্যাতির দ্বারা প্রসন্নচিত্ত যোগীর সম্বন্ধে ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অশুদ্ধিরূপ চিত্তের আবরণ-মল অপগত হওয়ার পর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন না হইলে বিবেকীর সপ্ত প্রকার প্রজ্ঞা হয়। তাহা যথা—হেয়সকল পরিজ্ঞাত

হইয়াছে, আর এ বিষয়ে অন্য পরিজ্ঞেয় নাই—১॥ হেয়হেতুসকল ক্ষীণ হইয়াছে, আর তাহাদের ক্ষীণকর্তব্যতা নাই—২॥ নিরোধ-সমাধির দ্বারা হান সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে—৩॥ বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত হইয়াছে—৪॥ প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্যবিমুক্তি, আর তাহার চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার, তাহারা যথা—বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে—৫॥ গুণসকল গিরিশিখরচ্যুত উপলখণ্ডের ন্যায় নিরবস্থান হইয়া স্বকারণে প্রলয়াভিমুখ হইয়াছে এবং সেই কারণের সহিত বিলীন হইতেছে, এই বিপ্রলীন গুণসকলের পুনরায় প্রয়োজনাভাবে আর উৎপত্তি হইবে না—৬॥ এই অবস্থায় (সপ্তম ভূমিতে) পুরুষ, গুণসম্বন্ধাতীত, স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী (প্রজ্ঞাতে এইরূপ মাত্র অবভাসিত হন)—৭॥ এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা অনুদর্শন করিলে পুরুষকে কুশল বলা যায়। চিত্ত প্রলীন হইলেও মুক্ত কুশল বলা যায়, কেননা, তখন পুরুষ গুণাতীত হন।

টীকা। ২৭। (১) প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা=প্রজ্ঞার চরম অবস্থা। যাহার পর আর তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হইতে পারে না, যাহা হইলে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। 'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, আমার আর জ্ঞাতব্য নাই' এইরূপ খ্যাতি হইলে যে জ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, তাহা স্পষ্ট।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া বিষয়াভিমুখ হইতে চিত্ত সম্যক্ নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় (দগ্ধ করা) করার চেষ্টা সম্যক্ সফল হওয়ার এরূপ খ্যাতি হয় যে—আমার আর তদ্বিষয়ে কর্তব্যতা নাই। এইরূপে সংযম-চেষ্টার নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞার দ্বারা চরমগতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। কারণ তখন তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। ইহাতে আধ্যাত্মিক গতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। একবার নিরোধ-সমাধি করিয়া হান সম্যক্ উপলব্ধ হইলে পরে যোগীর তদনুস্মৃতিপূর্বক এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞা—হানোপায় লাভ হওয়াতে চিত্তে আর যোগধর্মের কোন ভাবনীয়তা থাকে না। ইহাতে কুশল-ধর্মোৎপাদনের চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। এই চারি প্রকার প্রজ্ঞার নাম কার্য-বিমুক্তি। চেষ্টার দ্বারা এই বিমুক্তি হয় বলিয়া, অর্থাৎ অন্য কথায় সাধনকার্য ইহার দ্বারা পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া, ইহার নাম কার্যবিমুক্তি। অবশিষ্ট তিন প্রকার প্রান্তভূমির নাম চিত্তবিমুক্তি (চিত্ত হইতে বিমুক্তি)। কার্যবিমুক্তি হইলে এই তিন প্রকার প্রজ্ঞা স্বতঃই উদিত হইয়া চিত্তকে সম্যক্ নিবৃত্ত করে। তাহাই পর-বৈরাগ্যরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। তাহাই অপ্রত্যা বুদ্ধি। বুদ্ধি-ব্যাপারের তাহা প্রান্ত বা সীমান্ত-রেখা। তৎপরে কৈবল্য। সেই তিন প্রান্ত-প্রজ্ঞা যথা—

পঞ্চম—বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পাদিত হইয়াছে। অপবর্গ লব্ধ হইলে ভোগ নিবৃত্ত হয়। ভোগ শেষ করার নামই অপবর্গ। 'বুদ্ধির দ্বারা আর কিছু অর্থ নাই' এইরূপ প্রজ্ঞা হইয়া বুদ্ধির ব্যাপারেতে বিরতি হয়।

ষষ্ঠ—বুদ্ধির স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে এবং তাহা যে আর উঠিবে না এরূপ জ্ঞান ষষ্ঠ প্রজ্ঞার স্বরূপ। তাহাতে সর্ব কিছুচিত্ত সংস্কারের অপগমে চিত্তের যে শাশ্বতিক নিরোধ হইবে, তাহার স্ফুট প্রজ্ঞা হয়। পর্বতমস্তক হইতে বৃহৎ উপলখণ্ড নিম্নে পতিত হইলে, তাহা যেমন আর স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না, সেইরূপ গুণসকলও পুরুষ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রয়োজনাভাবে আর সংযুক্ত হইবে না। এখানে গুণ অর্থে সুখ-দুঃখ-মোহরূপ বুদ্ধির গুণ, মৌলিক ত্রিগুণ নহে, কারণ, তাহারাই ত মূল, তাহারা আবার কিসে লীন হইবে।

সপ্তম—এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষ যে গুণ-সম্বন্ধ-শূন্য, স্বপ্রকাশ, অমল ও কেবলী তাহা প্রখ্যাত হয়। এখানে গুণ অর্থে ত্রিগুণ। (ইহা কৈবল্য নহে, কিন্তু কৈবল্য-বিষয়ক সর্ব্বোত্তম প্রজ্ঞা। কৈবল্যে চিত্তের প্রতিপ্রসব বা লয় হয়, সুতরাং তখন প্রজ্ঞাও লয় হয়)।

এই সপ্ত প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার পর চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তখন শান্তোপাধিক পুরুষকে মুক্ত কুশল বলা যায়। ঐ প্রজ্ঞা-ভাবনাকালে পুরুষকে কুশল বলা যায়। তাহাই জীবন্মুক্তি অবস্থা। জীবনকালেও যখন দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটে না, তখনই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। বিবেকখ্যাতির পর যখন লেশমাত্র সংস্কার থাকে এবং যোগী প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার ভাবনা করেন, তখনই তিনি জীবন্মুক্ত। কারণ, তখন দুঃখকর বিষয় উপস্থিত হইলেও তিনি তদুপরি যাইয়া বিবেক-দর্শনে সমাপন্ন হইতে পারেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটিতে পারে না, সুতরাং তিনি জীবন্মুক্ত। নির্ম্মাণচিত্তাবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিলেও যোগী জীবন্মুক্ত। ফলতঃ মুক্ত বা দুঃখ-সংস্পর্শের অতীত হইয়াও জীবিত থাকিলে অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলেও সম্যক্ চিত্তনিরোধ করিয়া বিদেহ কৈবল্য আশ্রয় না করিলেই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়, "জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি।" (৪।৩০)।

আধুনিক কোনও মতে যাহা জীবন্মুক্তি, যোগমতে তাহা শ্রুতানুমানজ প্রজ্ঞামাত্র। বিবেক-খ্যাতি সিদ্ধ হইলে তাদৃশ যোগী 'ভয়ে সন্ত্রস্ত' হন না বা 'দুঃখে বিলাপ' করেন না। আধুনিক জীবন্মুক্তের ভীত, সন্ত্রস্ত, শোকার্ত্ত বা অন্য কিছু হইতে বা করিতে দোষ নাই; কেবল "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ বুঝিলেই হইল। যোগসিদ্ধ-জীবন্মুক্তের সহিত তাদৃশ 'জীবন্মুক্তের' যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাষ্যম্। সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যেতদারভ্যতে—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। ২৮।

যোগাঙ্গান্যষ্টাবভিধায়িষ্যমাণানি, তেষামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়ো নাশঃ। তৎক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ। যথা যথা চ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বমশুদ্ধিরাপদ্যতে। যথা যথা চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তি-র্বিবর্দ্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবত্যা বিবেকখ্যাতেঃ—আ গুণপুরুষস্বরূপ-বিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধের্বিয়োগকারণং যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য, বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণং যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য, নান্যথা কারণম্।

কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্ যথা—"উৎপত্তিস্থিত্যভি-ব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রোৎ-পত্তিকারণং—মনো ভবতি বিজ্ঞানস্য। স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা শরীরস্যেবাহার ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যথা রূপস্যালোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং—মনসো বিষয়ান্তরং যথাগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং—ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং—যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং—তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা

সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্বে, তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাং তানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্বেষাং তৈর্যগ্যৌন-মানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ। ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানং তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভত ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উহা এক প্রকার সিদ্ধি, কিন্তু সাধনব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না সেইহেতু ইহা (যোগসাধনের বিষয়) আরম্ভ করিতেছেন—

২৮। যোগাঙ্গানুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে (১) ॥ সূ

যোগাঙ্গ অভিধাস্যমান (যাহা অভিহিত হইবে) অষ্টসংখ্যক। তাহাদের অনুষ্ঠান হইতে পঞ্চপর্ব্ব-বিপর্য্যয়রূপ অশুদ্ধির ক্ষয় বা নাশ হয়। তাহার ক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যেমন যেমন সাধনসকলের অনুষ্ঠান করা যায় তেমন তেমন অশুদ্ধি তনুত্ব (ক্ষীণতা) প্রাপ্ত হয়। আর যেমন যেমন অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, তেমন তেমন ক্ষয়ক্রমানুসারিণী (অনুযায়ী হইয়া) জ্ঞানদীপ্তি বিবর্দ্ধিতা হইতে থাকে। যতদিন না বিবেকখ্যাতি বা গুণের ও পুরুষের স্বরূপ-বিজ্ঞান হয়, ততদিন জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ (২), যেমন পরশু ছেদ্য বস্তুর বিয়োগ-কারণ। আর তাহা বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তি-কারণ, যেমন ধর্ম্ম সুখের। তাহা (যোগাঙ্গানুষ্ঠান) অন্য কোন প্রকারে কারণ নহে।

কয় প্রকার কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে? নয় প্রকার কারণ কথিত হইয়াছে, তাহারা যথা—উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আপ্তি, বিয়োগ, অন্যত্ব ও ধৃতি এই নয় প্রকার কারণ স্মৃত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে, মন বিজ্ঞানের উৎপত্তি-কারণ। স্থিতি-কারণ, যথা—মনের পুরুষার্থতা অথবা যেমন শরীরের আহার। অভিব্যক্তি-কারণ যথা—আলোক রূপের, তথা রূপজ্ঞান (অর্থাৎ রূপজ্ঞানও রূপের প্রতিসংবেদনের কারণ, তাহাতে 'আমি রূপ জানিলাম' এই প্রকার রূপবুদ্ধির প্রতিসংবেদন হয়)। বিকার-কারণ, যথা—মনের বিষয়ান্তর, অথবা যেমন পাক্যবস্তুর অগ্নি। প্রত্যয়-কারণ, যথা—ধূম-জ্ঞান অগ্নি-জ্ঞানের। প্রাপ্তি কারণ, যথা—যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির, আর তাহাই অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ। অন্যত্ব-কারণ যথা—স্বর্ণকার স্বর্ণের। তেমনি একই স্ত্রী-জ্ঞানের মূঢ়ত্ব, দুঃখত্ব, সুখত্ব ও মাধ্যস্থরূপ অন্যত্বের কারণ যথাক্রমে অবিদ্যা দ্বেষ, রাগ ও তত্ত্বজ্ঞান। শরীর ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয় শরীরের ধৃতি-কারণ, তেমনি মহাভূত শরীরসকলের, আর তাহারা (মহাভূতেরা) পরস্পর পরস্পরের ধৃতি-কারণ। আর পশু, মনুষ্য এবং দেবতারাও পরস্পর পরস্পরের অর্থ বলিয়া ধৃতি-কারণ। এই নব কারণ; ইহারা যথাসম্ভব পদার্থান্তরেও যোজ্য। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দুই প্রকারে কারণতা লাভ করে (বিয়োগ ও প্রাপ্তি)।

টীকা ২৮ (১) ক্লেশসকল বা অবিদ্যাদি পঞ্চ প্রকার অজ্ঞান প্রবল থাকিলেও শ্রুতানুমানজনিত বিবেকজ্ঞান হয়। কিন্তু সেই সব অজ্ঞানসংস্কার সাধনের দ্বারা যত ক্ষীণ হইতে থাকে, তত বিবেকজ্ঞানের প্রস্ফুটতা হয়। পরে সমাধিলাভপূর্ব্বক সম্প্রজ্ঞাত সমাপত্তিতে সিদ্ধ হইলে বিবেকের পূর্ণ খ্যাতি হয়, এইরূপে বিবেকজ্ঞানের স্ফুটতা হওয়ার নামই জ্ঞানদীপ্তি। 'বিষয়ে রাগ আনয়ন করা দুঃখের হেতু' ইহা জানিয়াও যাহারা তদর্জনে ও

তদ্রূপে যত্নবান্, তাহাদের এক প্রকার জ্ঞান। যাঁহারা উহা জানিয়া বিষয়ের সম্পর্কত্যাগে যত্নবান্, তাঁহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি বা স্ফুটতা হইতেছে। আর যাঁহারা বিষয় ত্যাগ করিয়া পুনর্গ্রহণে সম্যক্ বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই 'বিষয় দুঃখময়' এই জ্ঞানের খ্যাতি বা সম্যক্ স্ফুটতা হইয়াছে বলিতে হইবে। বিবেকজ্ঞান-সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

২৮। (২) যম-নিয়ম আদি যোগাঙ্গ জ্ঞানরূপ বিবেকের কিরূপে কারণ হইতে পারে ভাষ্যকার সেই শঙ্কার উত্তরে দেখাইয়াছেন যে, যোগাঙ্গ অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ।

অবিদ্যাদি সমস্তই অজ্ঞান। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে অবিদ্যাদির বশে কার্য্য না করা। তাহাতে (অবিদ্যাদিবশে কার্য্য না করাতে) অবিদ্যাদি ক্ষীণ হয় ও বিবেকজ্ঞানের দীপ্তি হয়। যেমন দ্বেষ এক অজ্ঞানমূলক বৃত্তি। হিংসাই প্রধান দ্বেষ, অহিংসা করিলে সেই দ্বেষরূপ অজ্ঞানের কার্য্য রুদ্ধ হয়, তাহাতেই ক্রমশঃ তদ্দ্বারা বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হইতে পারে। সন্তোষ দ্বারা সেইরূপ লোভাদি নানা অজ্ঞান নষ্ট হয়। আসন-প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর স্থির, নিশ্চল, বেদনাশূন্যবৎ হইলে 'আমি শরীরী' এই অবিদ্যার খ্যাতি হ্রাস পাইয়া 'আমি অশরীরী' এই বিদ্যাভাবনার আনুকূল্য হয়। এইরূপে যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদ্দ্বারা অশুদ্ধিরূপ বিপর্য্যাসসংস্কার নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই বিদ্যার খ্যাতি হয়।

অশুদ্ধি অর্থে শুধু অজ্ঞান নহে কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম এবং তাহার সঞ্চিত সংস্কার। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে জ্ঞানমূলক কর্ম্মের আচরণ। জ্ঞানমূলক কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম নষ্ট হয়। তাহাতে জ্ঞানের সম্যক্ খ্যাতি হয়। জ্ঞানের খ্যাতি হইলে অজ্ঞান-নাশ হয়। অজ্ঞান সম্যক্ নষ্ট হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি বা কৈবল্য হয়। এই রূপেই যোগানুষ্ঠান কৈবল্যের হেতু।

অনেক স্থূলদর্শী লোক যোগের দ্বারা জ্ঞান হয়, ইহা শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা বলে, অনুষ্ঠান জ্ঞানের কারণ নহে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগমই জ্ঞানের কারণ। বস্তুতঃ একথা যোগীরাও অস্বীকার করেন না। যোগানুষ্ঠান কিরূপে জ্ঞানের কারণ তাহা উপরে দর্শিত হইল। ফলতঃ সমাধি পরম প্রত্যক্ষ, তৎপূর্ব্বক যে বিচার হয় তাহাই বিবেকজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। আর সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান মোক্ষ-বিষয়ক বিশুদ্ধ আগম।

যোগানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। কারণ বলিলেই যে উপাদান-কারণমাত্র বুঝায় না, তাহা ভাষ্যকার সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ মোক্ষের কিছু উপাদান-কারণ নাই, বন্ধ অর্থে গুণ ও পুরুষের সংযোগ। বাহ্য দ্রব্যের সংযোগ যেমন একদেশাবস্থান, অবাহ্য পুংপ্রকৃতির সংযোগ সেরূপ নহে। তাহাদের সংযোগ 'অবিবিক্ত-প্রত্যয়' মাত্র। সেই অবিবেক-প্রত্যয় বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়। যোগ অশুদ্ধির বিয়োগ-কারণ ও বিবেকের প্রাপ্তি-কারণ। বিবেকের দ্বারা অবিবেকের নাশ হয়। এইরূপেই যোগ মোক্ষের কারণ। পরন্তু সংযোগের যেরূপ উপাদান কারণ হইতে পারে না, বিয়োগেরও (দুঃখবিয়োগের বা মোক্ষের) সেইরূপ উপাদান নাই।

ভাষ্যম্। তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এস্থলে যোগাঙ্গ অবধারিত (১) হইতেছে—

২৯। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্গ ॥ সূ

যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ (পরে) বলিব।

টীকা। ২৯। (১) শাস্ত্রান্তরে যোগের ষড়ঙ্গ কথিত হইয়াছে বলিয়া বৃথা কেহ কেহ আপত্তি করেন। তাঁহারা বুঝিয়া যাহাই যোগাঙ্গ বলা যাউক না, এই অষ্টাঙ্গের অন্তর্গত সাধন কাহারও অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। মহাভারতেও আছে, "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীষিগণের দ্বারা কথিত হয়।

ভাষ্যম্। তত্র—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ। উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথা চোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতীতি।" সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথা দৃষ্টং যথানুমিতং যথা শ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টং তমঃ (কষ্টতমমিতি পাঠান্তরম্) প্রাপ্নুয়াৎ, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়মশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্ তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ। ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥

৩০। **ভাষ্যানুবাদ**—তাহার মধ্যে—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (এই পাঁচটি) যম ॥ সূ

ইহার ভিতর অহিংসা (১) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে), সর্ব্বদা সর্ব্ব ভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্য যম-নিয়মসকল অহিংসামূলক। তাহারা অহিংসা-সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর অহিংসাকে নির্ম্মল করিবার জন্যই তাহারা (সত্যাদি) উপাদেয়। তথা উক্ত হইয়াছে (শ্রুতিতে), "সেই ব্রহ্মবিৎ যে যে রূপে ব্রতসকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই রূপেই (ঐ ব্রতের দ্বারা) প্রমাদকৃত হিংসামূলক কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তমান হইয়া সেই অহিংসাকেই নির্ম্মল করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সমস্ত

ধর্ম্মাচরণ অহিংসাকে নির্ম্মল করে।" সত্য (২) যথাভূত অর্থযুক্ত বাক্য ও মন। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত অথবা শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ বাক্য ও মন, অর্থাৎ কথন এবং চিন্তা। নিজ-জ্ঞান-সংক্রান্তিহেতু অপরকে বাক্য বলিলে সেই বাক্য যদি বঞ্চক বা ভ্রান্ত অথবা শ্রোতার নিকট অর্থশূন্য না হয় (তাহা হইলে সেই বাক্য সত্য)। কিন্তু সেই বাক্য সর্ব্বভূতের উপঘাতক না হইয়া উপকারার্থ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, কারণ, বাক্য অভিধীয়মান হইলে যদি ভূতোপঘাতক হয়, তাহা হইলে তাহা সত্যরূপ পুণ্য হয় না, পাপই হয়। তাদৃশ পুণ্যাবৎ প্রতীয়মান, পুণ্যসদৃশ বাক্যের দ্বারা দুঃখময় তমঃ বা নিরয় লাভ হয়, সেইহেতু বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতহিত-জনক সত্য বাক্য বলিবে। স্তেয় (৩) অর্থে অশাস্ত্রপূর্ব্বক (অবৈধরূপে) অপরের দ্রব্য গ্রহণ, অস্তেয়—অস্পৃহারূপ স্তেয় প্রতিষেধ। ব্রহ্মচর্য্য—গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থের সংযম (৪)। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা, বিষয়ের এই পঞ্চবিধ দোষ দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ না করা (৫) অপরিগ্রহ। ইহারা যম।

টীকা। ৩০। (১) ভাষ্যকার অহিংসার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" অহিংসা শুধু প্রাণিপীড়ন-বর্জ্জন করা মাত্র নহে, কিন্তু প্রাণিগণের প্রতি মৈত্র্যাদি সদ্ভাব পোষণ করা। সর্ব্বথা দেহ বিষয়ক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিলে অহিংসা-আচরণ সম্ভবপর হয় না। পরের মাংসে নিজের শরীরের পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়তোষণই হিংসার প্রধান নিদান, আর বাহ্যসুখ খুঁজিতে গেলে নিশ্চয়ই পরকে পীড়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। পরকে ভয়-প্রদর্শন, পরুষ বাক্যে মর্ম্মচ্ছেদন প্রভৃতি সমস্তই হিংসা। সত্যাদির দ্বারা লোভদ্বেষাদি-স্বার্থপরতামূলক বৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকে বলিয়া অপর সমস্ত যম ও নিয়মসাধন অহিংসাকেই নির্ম্মল করে।

অনেকে মনে করেন, জীবনধারণ করিলে প্রাণীদের হানি যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অহিংসা-সাধন কিরূপে সম্ভব হয়? অহিংসাসাধনের মূলতত্ত্ব না বুঝাতেই এই শঙ্কা হয়। যোগ-ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতি" (২।১৫)। অতএব দেহধারণ করিলে প্রাণিপীড়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা জানিয়া (ক) দেহধারণ না হয় এই উদ্দেশ্যে যোগীরা যোগাচরণ করেন। ইহা প্রথম অহিংসাসাধন। (খ) যথাশক্তি অনাবশ্যক স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের হিংসা হইতে বিরতি দ্বিতীয় সাধন। (গ) প্রাণীদের মধ্যে যথা-শক্তি উচ্চ প্রাণীদের দুঃখদান না করা তৃতীয় অহিংসাসাধন।

ফলতঃ হিংসা বা প্রাণিপীড়ন যে ক্রূরতা জিঘাংসা, দ্বেষ-আদি দূষিত মনোভাব হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিতে থাকাই অহিংসা। কাহারও ক্রূরতাদি দূষিত ভাব না থাকিলে যদি তাহার কোন কর্ম্মে তাহার পিতামাতাও নিহত হয় তবে সেই কর্ম্মকে কি ব্যবহারতঃ, কি পরমার্থতঃ, হিংসা বলা যায় না; হিংসারও তারতম্য আছে। পিতামাতা বা সন্তানকে হিংসা করা আর আততায়ীকে বধ করা একরূপ অপকর্ম্ম নহে। কারণ কত অধিক ক্রূরতাদি দুষ্ট প্রবৃত্তি থাকিলে তবে পিত্রাদিকে লোকে হিংসা করিতে পারে! অন্তরের দূষিত প্রবৃত্তির তারতম্যে হিংসাদি অপকর্ম্মেরও তারতম্য হয়। এইরূপ মানুষ মারা ও ঘাস ছেঁড়া সমান হিংসা নহে। আবার পরুষ কথা বলিয়া পীড়া দেওয়া ও প্রাণঘাত করাও সমান হিংসা নহে। প্রাণ প্রাণীদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সুতরাং প্রাণনাশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হিংসা। তন্মধ্যে আবার প্রধান পিতামাতাদির হিংসা, তৎপরে বন্ধুবান্ধবাদি, ক্রমে—সাধারণ মনুষ্য, আততায়ী, উপকারী পশু, সাধারণ পশু, অপকারী পশু, সাধারণ বৃক্ষাদি, অপকারী বৃক্ষাদি, শুষ্ক বৃক্ষাদি, শুষ্ক শস্যাদি, পরিশেষে অদৃশ্য প্রাণীদের হিংসা ক্রমশঃ লঘুতর। এমন

কি, আততায়ি বধ ও মৃগয়াদি-প্রাণ সাধারণ লোকের পক্ষে দোষাবহ হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ, সাধারণ লোকে যে অবস্থায় থাকে তাহাতে তাহারা ঐরূপ কর্ম্মের দ্বারা অধিকতর দূষিত হয় না। ক্রিমি ক্লেদ ভোজন করিলে আর কি দূষিত হইবে? এইজন্য মনু বলিয়াছেন, মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই, কারণ, উহা প্রাণীদের প্রবৃত্তি, কিন্তু উহা হইতে যে নিবৃত্তি তাহা মহাফল। প্রবৃত্তিপঙ্কনিমগ্ন মনুষ্যের মাংসাদি ভোজনে বা মৈথুনাদি করণে আর অধিক কি অপুণ্য হইবে? তবে সাধারণ মানবও তাদৃশ ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল হয়।

এই গেল সাধারণ লোকের কথা। যোগীদের পক্ষে অহিংসাদির সার্ব্বভৌম মহাব্রত আচরণীয়, তাই তাঁহারা অহিংসাদির যতদূর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা মনুষ্যাদির, এমন কি আততায়ীরও হিংসা করেন না এবং পশ্বাদির প্রতিও যথাসম্ভব অহিংসা বা অতি মৃদু হিংসা (যেমন সর্পাদিকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া মাত্র) করেন। দ্বিতীয়তঃ, অকারণে স্থাবর প্রাণীদেরকেও উৎপীড়িত করেন না। দেহধারণের জন্য কেহ কেহ শীর্ণপর্ণাদি ভোজন করেন অথবা ভিক্ষান্নে দেহধারণ করেন। পুরাকালে নিয়ম ছিল (এখনও আমাদের দেশে স্থানে স্থানে আছে) যে গৃহস্থ কিছু বেশী অন্ন পাক করিবে এবং তাহার কিয়দংশ অভ্যাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দিবে। "সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ।" সন্ন্যাসী যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে কোন গৃহস্থের বাড়ী মাধুকরী লইলে তাঁহার তাহাতে অনুমতিকৃত হিংসাদোষ হয় না। মনু আরও বলেন, পাদক্ষেপাদিতে যে অবশ্যম্ভাবী হিংসা হয় সন্ন্যাসী তাহা ক্ষালনের জন্য অন্ততঃ ষোড়শ বার প্রাণায়াম করিবেন। এইরূপে যোগীরা মৃদুতর অবশ্যম্ভাবী হিংসা করিয়াও যদি সাধনকে প্রবর্দ্ধিত করিয়া শেষে যোগসিদ্ধির দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসক হন। দেশ, কাল ও আচারভেদে প্রাচীনকালের সুযোগ না পাইলেও অহিংসার এই তত্ত্বসকল লক্ষ্য করিয়া যথাশক্তি অহিংসার আচরণ করিলে যেমন হৃদয় হিংসাদোষমুক্ত হয় ও তাহাতে যোগ অনুকূল হয়। অবশ্যম্ভাবী কিছু হিংসা অত্যাজ্য হইলেও 'আমি যোগের দ্বারা অনন্তকালের জন্য সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসক হইতে পারিব' এই বিশুদ্ধ অহিংসা-সঙ্কল্পের দ্বারা সেই দোষ বাধিত হয়। কারণ, হৃদয়শুদ্ধিই যোগীদের উদ্দেশ্য।

৩০ (২) সত্য। যে বিষয় প্রমিত হইয়াছে, চিত্ত ও বাক্যকে তদনুরূপ করিবার চেষ্টাই সত্যসাধন। পরপীড়া হয় এরূপ সত্য বাক্য বা চিন্তা নহে, যেমন—পরের যথার্থ দোষ কীর্ত্তন করিয়া পরকে পীড়িত করা অথবা 'অসত্যাসত্যাবলম্বীরা নাশপ্রাপ্ত হউক' ইত্যাকার চিন্তা।

সত্য সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" (মুণ্ডক) ইত্যাদি। সত্যসাধন করিতে হইলে প্রথমে মৌন বা অল্পভাষিতা অভ্যাস করিতে হয়। অধিক কথা বলিলে অনেক অসত্য কথা প্রায়ই বলিতে হয়। মনকে সত্যপ্রবণ করিতে হইলে কাব্য, গল্প, উপন্যাস আদি কাল্পনিক বিষয় হইতে বিরত করিতে হয়। পরে অপারমার্থিক সত্যসকল ত্যাগ করিয়া কেবল পারমার্থিক সত্য বা তত্ত্বসকল চিন্তা করিতে হয়।

সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত অলীক চিন্তায় নিরত থাকে বলিয়া তাত্ত্বিক সত্যের চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। তজ্জন্য সাধারণে গল্প উপমা প্রভৃতি মিথ্যাপ্রপঞ্চের দ্বারা সত্যবিষয় কথঞ্চিৎ গ্রহণ করে। বালককে পিতা বলে, 'সত্যকথা বল নচেৎ তোর মস্তক চূর্ণ করিব,'

দ্রব্য পরিগ্রহণ করেন না। প্রাণধারণ না করিলে যোগসিদ্ধি এবং দোষের সম্যক্ নিবৃত্তি হইবে না বলিয়া প্রাণধারণের উপযোগী মাত্রই ভোগ্যপরিগ্রহ করেন। অধিক ভোগ্য বস্তুর স্বামী হইয়া থাকিলে যোগসিদ্ধি দুষ্কর হয়।

ভাষ্যম্। তে তু—

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না—মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেষ্বেব নান্যত্র হিংসা। সৈব দেশাবচ্ছিন্না—ন তীর্থে হনিষ্যামীতি। সৈব কালাবচ্ছিন্না—ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহনি হনিষ্যামীতি। সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না—দেবব্রাহ্মণার্থে নান্যথা হনিষ্যামীতি, যথা চ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যত্রেতি। এভির্জ্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ব্বথৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্ব্বভূমিষু সর্ব্ববিষয়েষু সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

৩১। **ভাষ্যানুবাদ**—তাহারা (যমসকল)—জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া সার্ব্বভৌম হইলে মহাব্রত হয় (১)॥ সূ

তাহার মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—মৎস্যবন্ধকের মৎস্যজাত্যবচ্ছিন্ন হিংসা, অন্যজাত্যবচ্ছিন্ন অহিংসা। দেশাবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—তীর্থে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—চতুর্দ্দশীতে বা পুণ্যদিনে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। সেই অহিংসা জাত্যাদি ত্রিবিধ বিষয়ে অনবচ্ছিন্ন না হইলেও সময়াবচ্ছিন্ন হইতে পারে। সময়াবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—দেবব্রাহ্মণের জন্য হনন করিব, আর কিছুর জন্য নহে। অথবা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধেতেই হিংসা (কর্ত্তব্য), অন্যত্র হিংসা না করা (অহিংসা)। এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা, সত্য প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিপালন করা উচিত। সর্ব্ব ভূমিতে, সর্ব্ব বিষয়েতে, সর্ব্বথা ব্যভিচারশূন্য বা সার্ব্বভৌম হইলে যমসকলকে মহাব্রত বলা যায়।

টীকা। ৩১। (১) সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তি অহিংসাদির কিছু কিছু আচরণ করেন বটে, কিন্তু যোগীরা তাহাদের পরিপূর্ণরূপে আচরণ করেন। তাদৃশরূপে আচরিত যমসকল সার্ব্বভৌম হয় ও মহাব্রত নামে আখ্যাত হয়।

সময় অর্থে কর্ত্তব্যের নিয়ম। যেমন অর্জুন ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা সময়বশে হিংসা। যোগীরা সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র হিংসাদি বর্জ্জন করেন। তাহা সুগম।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্। দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ। ব্রতানি চৈব

যথাযোগং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং, "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যযুক্তোঽমৃতভোগভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি ॥ ৩২ ॥

৩২। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহারা নিয়ম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে, মৃদ্‌জলাদিজনিত ও মেধ্যাহার প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ—চিত্ত-মল-ক্ষালন (১)। সন্তোষ (২)—সন্নিহিত সাধনের (জলপানপাত্রিকবস্ত্রসাধনের) অধিক যে সাধন, তাহার গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা। তপঃ (৩)—দ্বন্দ্বসহন। দ্বন্দ্ব যথা—ক্ষুধা ও পিপাসা, শীত ও উষ্ণ, স্থান (স্থিরাবস্থান) ও আসন, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, সান্তপন প্রভৃতি ব্রতসকলও তপঃ। স্বাধ্যায় (৪)—মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব জপ। ঈশ্বরপ্রণিধান (৫)—সেই পরম গুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ (যথা, উক্ত হইয়াছে), "শয্যাতে বা আসনে স্থিত হইয়া অথবা পথে গমন করিতে করিতে থাকিয়া, পরিক্ষীণবিতর্কজাল যোগী সংসারবীজকে ক্ষীয়মাণ নিরীক্ষণ করতঃ নিত্য মুক্ত অথচ নিত্য তৃপ্ত ও অমৃতভোগভাগী হন।" এ বিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন, 'তাহা (ঈশ্বরপ্রণিধান) হইতে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম এবং অন্তরায়সকলের অভাব হয়।" (১।২৯ সূ)।

টীকা। ৩২। (১) শৌচাচরণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদির সহায়তা হয়। পূতিযুক্ত অশুচি পদার্থের আঘ্রাণ হইতে অবসাদজনক (sedative) প্রভাব হয়। তাহাতে লোকে উত্তেজনা চায় ও তজ্জন্য উত্তেজক মদ্যাদি পান ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করে। এইজন্য অশুচির চিত্ত মলিন ও শরীর যোগোপযোগী কর্ম্মণ্যতাশূন্য হয়। অতএব শরীর ও আবাস নির্ম্মল রাখা এবং মেধ্য (পবিত্র) আহার করা যোগীর বিধেয়। অমেধ্য আহারে শরীরাভ্যন্তরে অশুচি পদার্থ প্রবেশ করিয়া উপরে উক্ত মলিনতার আনয়ন করে। পচা, দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্যসকল অমেধ্য। তাহার সংসর্গ বা আহার অবিধেয়। মাদক সেবনে কখনও চিত্তস্থৈর্য্য হয় না। যোগে চিত্তকে স্ববশে আনিতে হয়। মাদকে উহা স্ববশে থাকে না বলিয়া উহা যোগের বিপক্ষ। চরকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন,—"প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষে চ যৎ পরম্। মনঃসমাধৌ তৎসর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥ মদ্যেন মনসশ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্। শ্রেয়োভিঃ বিপ্রযুজ্যন্তে অন্ধা মদ্যলালসাঃ॥" (২৪ অঃ)। অর্থাৎ পরলোকে ও ইহলোকে যাহা ভাল এবং পরম শ্রেয়ঃ তাহা সমস্তই দেহীর পক্ষে মনের সমাধির দ্বারাই লাভ করা যায়। কিন্তু মদ্যের দ্বারা মনের অত্যন্ত সংক্ষোভ হইয়া যায়। মদ্যের দ্বারা যাহারা অন্ধ ও মদ্যে যাহাদের লালসা, তাহারা শ্রেয়ঃ হইতে বিযুক্ত হয়।

মদ, মান, অসূয়াদি চিত্তমলের ক্ষালন করা আভ্যন্তরিক শৌচ।

৩২। (২) সন্তোষ। কোন ইষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইলে যে তুষ্ট নিশ্চিন্তভাব আসে, তাহা ভাবনা করিয়া সন্তোষকে আয়ত্ত করিতে হয়। পরে 'যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট' —এরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত তুষ্ট ও নিশ্চিন্তভাব ধ্যান করিতে হয়। ইহাই সন্তোষের সাধন। সন্তোষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে, যেমন কণ্টকত্রাণের জন্য সমস্ত ক্ষিতিতল চর্ম্মাবৃত না করিয়া কেবল পাদুকা পরিলেই কণ্টক হইতে রক্ষা হয়, সেইরূপ সমস্ত কাম্যবিষয় পাইয়া সুখী হইব এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সুখ হয় না। কিন্তু সন্তোষের দ্বারাই হয়। যযাতি বলিয়াছিলেন, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়

এবাভিবর্দ্ধতে ॥" অন্যত্র—"সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ ॥"

৩২। (৩) তপঃ। ২।১ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য। কেবল কাম্য বিষয়ের জন্য তপস্যা করা যোগাঙ্গ নহে। শ্রুতি আছে, 'ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ।" যাহারা অল্পমাত্র দুঃখে ব্যস্ত হয়, তাহাদের যোগ হইবার আশা নাই। তাই দুঃখসহিষ্ণুতারূপ তপস্যার দ্বারা তিতিক্ষাসাধন কার্য্য। শরীর কষ্টসহিষ্ণু হইলে এবং শারীরিক সুখাভাবে মন তত বিকৃত না হইলেই যোগসাধনে উত্তম অধিকার হয়।

কাষ্ঠমৌন = বাক্য, আকার ও ইঙ্গিত আদির দ্বারাও কিছু বিজ্ঞপ্তি না করা। আকার-মৌন = আকারাদির দ্বারা বিজ্ঞাপন করা, কিন্তু বাক্য না বলা। মৌনের দ্বারা বৃথা বাক্য, পরুষবাক্য আদি না বলার সামর্থ্য জন্মে, সত্যেরও সহায়তা হয়, গালিসহন, অতিভাষসঙ্কোচ প্রভৃতিও সিদ্ধ হয়।

ক্ষুৎপিপাসা সহন করিলে ক্ষুধাদির দ্বারা সহসা ধ্যানের ব্যাঘাত হয় না। আসনের দ্বারা শরীরের নিশ্চলতা হয়। কৃচ্ছ্রাদি গুরুতর পাপক্ষয়ের জন্য প্রয়োজন হইলেই পালনীয়, নচেৎ নহে।

৩২। (৪) স্বাধ্যায়ের দ্বারা বাক্য একতান হয়। তাহাতে একতানভাবে অর্থ-স্মরণের আনুকূল্য হয়। মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ এবং পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়।

৩২। (৫) পূর্ণাত্ম ঈশ্বরচিত্তে নিজের চিত্তকে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে বা নিজেকে ঈশ্বরে ও ঈশ্বরকে নিজেতে ভাবিয়া—সর্ব্ব অপরিহার্য্য চেষ্টা তাঁহার দ্বারাই যেন হইতেছে, প্রত্যেক কর্ম্মে এইরূপ ভাবনা করা অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। তাদৃশ নিশ্চিন্ত সাধক শয়নাসনাদি সর্ব্বকার্য্যে আপনাকে ঈশ্বরস্থ বা শান্ত-স্বরূপ জানিয়া ক্লেশবর্গের নিবৃত্তির অপেক্ষায় শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যান। চিত্তরূপে স্থিত ঈশ্বরকে আত্মমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে যোগীর প্রত্যক্‌চেতনাধিগম হয়। (১।২৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে তখন ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ হয় না, সম্পূর্ণ অভিমানপূর্ব্বকই তাহা হয়। 'আমি অকর্ত্তা' এরূপ ভাবিয়া ও হৃদয়ে বা অন্তর্দেশে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে এবং সেই কর্ম্মের ফল ভোগ বা নিবৃত্তির দিকে যাউক এইরূপ চিন্তাসহ কর্ম্ম করিলে তবে সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয়।

ভাষ্যম্। এতেষাং যমনিয়মানাম্—

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্। ৩৩।

যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্ হনিষ্যাম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীত্যেবমুন্মার্গপ্রবণবিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্ম্মঃ, স খল্বহং ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ। যথা শ্বা বান্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইত্যেবমাদি সূত্রান্তরেষ্বপি যোজ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই যম-নিয়মসকলের—

৩৩। (হিংসাদি) বিতর্কের দ্বারা বাধিত হইলে, প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে (১)॥ সূ

এই ব্রহ্মবিদের যখন হিংসাদি বিতর্কসকল জন্মায় যে—আমি অপকারীকে হনন করিব, অসত্য বাক্য বলিব, ইহার দ্রব্য গ্রহণ করিব, ইহার দারার সহিত ব্যভিচার করিব, এই সকল পরিগ্রহের স্বামী হইব, তখন এইরূপ অতিদীপ্ত ও উন্মার্গপ্রবণ বিতর্ক-জ্বরের দ্বারা বাধ্যমান হইলে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে—"ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান আমি সর্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া যোগধর্মের শরণ লইয়াছি। সেই আমি বিতর্কসকল ত্যাগ করত পুনরায় গ্রহণ করিয়া কুকুরের ন্যায় আচরণ করিতেছি" ইহা চিন্তা করিবে। যেমন কুকুর বান্তাবলেহী অর্থাৎ বমিতান্নের ভক্ষক, সেইরূপ ত্যক্তপদার্থের গ্রহণ। ইত্যাদি প্রকার (প্রতিপক্ষভাবন) সূত্রান্তরোক্ত সাধনেও প্রযোজ্য।

টীকা। ৩৩। (১) বিতর্ক অহিংসাদি সর্ববিধ যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম। তাহারা যথা—হিংসা, অনৃত স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য, পরিগ্রহ এবং অশৌচ, অসন্তোষ, অতিতিক্ষা, বৃথা বাক্য হীন পুরুষের চরিত্রভাবনা বা অনীশ্বরত্বভাবনা।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র হিংসা তাবৎ কৃতা কারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা। একৈকা পুনস্ত্রিধা, লোভেন—মাংসচর্মার্থেন, ক্রোধেন—অপকৃতমনেনেতি, মোহেন—ধর্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ পুনস্ত্রিবিধা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি। এবং সপ্তবিংশতির্ভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃদুমৃদুর্মধ্যমৃদুস্তীব্রমৃদুরিতি, তথা মৃদুমধ্যো মধ্যমধ্যস্তীব্রমধ্য ইতি তথা মৃদুতীব্রো মধ্যতীব্রোঽধিমাত্রতীব্র ইতি এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসংখ্যেয়া প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাদিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্।

তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনং দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্। তথা চ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্য্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোচয়তি। ততো বীর্য্যাক্ষেপাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি দুঃখোৎপাদান্নরকতির্য্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্ত্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি। যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যাবহাপগতা (পুণ্যাবাপগতা ইতি পাঠান্তরম্) হিংসা ভবেৎ তত্র সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথাসম্ভবম্। এবং বিতর্কাণাং চামুমেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ধেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হিংসা, অনৃত, স্তেয় প্রভৃতি বিতর্কসকল কৃত কারিত ও অনুমোদিত, ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচরিত এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র হইতে পারে। তাহারা অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানের কারণ, ইহাই প্রতিপক্ষভাবন (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিধা। এই তিনের মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোভপূর্ব্বক, যেমন—"মাংসচর্ম্ম-নিমিত্ত", ক্রোধপূর্ব্বক, যেমন—"এ আমার অপকার করিয়াছে অতএব হিংস্য," এবং মোহপূর্ব্বক যেমন—"হিংসা (পশুবলি) হইতে আমার ধর্ম্ম হইবে।" লোভ ক্রোধ ও মোহ আবার ত্রিবিধ—মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। এইরূপে হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হয়। মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র পুনরায় ত্রিবিধ—মৃদু-মৃদু, মধ্য-মৃদু ও তীব্র মৃদু, সেইরূপ মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীব্রমধ্য, সেইরূপ মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র, এইরূপে হিংসা একাশীতি প্রকার। সেই হিংসা আবার নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয় ভেদে অসংখ্য প্রকার যেহেতু প্রাণিগণ অপরিসংখ্যেয়। এইরূপ (বিভাগপ্রণালী) অনৃত স্তেয় প্রভৃতিতেও বোদ্ধা।

"এই বিতর্কসকল অনন্ত দুঃখাজ্ঞান-ফল" এই প্রকার ভাবনা প্রতিপক্ষভাবন অর্থাৎ "বিতর্কের ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান" এইরূপ (ভাবনাই) প্রতিপক্ষভাবনা। কিঞ্চ হিংসক প্রথমে বধ্যের বীর্য্য (বল) বিনষ্ট করে (বন্ধনাদিপূর্ব্বক), পরে শস্ত্রাদির আঘাতে দুঃখ প্রদান করে, পরে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। তাহার মধ্যে বধ্যের বীর্য্যাক্ষেপ করার জন্য হিংসকের চেতনাচেতন (করণ ও শরীরাদি) উপকরণসকল ক্ষীণবীর্য্য (কার্য্যাক্ষম) হয়; দুঃখপ্রদানহেতু হিংসক নরক তির্য্যক্‌-প্রেতাদি যোনিতে দুঃখ অনুভব করে, আর প্রাণ-বিনাশ করার জন্য হিংসক প্রতিক্ষণে জীবন-নাশকর (ঘোরতর কষ্টের) অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া মরণ ইচ্ছা করিয়াও সেই দুঃখবিপাকের নিয়তবিপাক-বেদনীয়ত্বহেতু (২) কোনরূপে কেবল জীবিত থাকে মাত্র। আর যদি কোনরূপ পুণ্যের দ্বারা হিংসা অপগত (৩) হয়, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি হইলেও অল্পায়ু হয়। (এই যুক্তিপ্রণালী) অনৃত-স্তেয়াদিতেও যথা-সম্ভব বোদ্ধা। এইরূপে বিতর্কসকলের ঐ প্রকার অননুগামী অনিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া মনকে আর বিতর্কে নিবিষ্ট করিবে না। প্রতিপক্ষ-ভাবনারূপ হেতুর দ্বারা বিতর্কসকল হেয় (ত্যাজ্য)

টীকা। ৩৪। (১) কৃত = স্বয়ং কৃত। কারিত কাহারও দ্বারা করান। অনুমোদিত—হিংসাদির অনুমোদন করা। স্বয়ং প্রাণীকে পীড়া দেওয়া কৃত হিংসা। মাংসাদি ক্রয় করা কারিত হিংসা। শত্রু, অপকারী বা তদ্রূপ কোন প্রাণীর পীড়াতে অনুমোদন করা অনুমোদিত হিংসা, যেমন "সাপ মারিয়াছ উত্তম করিয়াছ" ইত্যাকার অনুমোদনা। এবম্প্রকার হিংসাদি আবার ক্রোধপূর্ব্বক, লোভপূর্ব্বক বা মোহপূর্ব্বক (যেমন—ভগবান্ পশুদিগকে মারিয়া খাইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, ইত্যাদ্যাকার মোহযুক্ত সিদ্ধান্ত-পূর্ব্বক) আচরিত হয়।

কৃত, কারিত, অনুমোদিত এবং ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্ব্বক আচরিত হিংসাদি বিতর্ক-সকল আবার মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র (প্রবল) হয়। এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক প্রত্যেকে একাশীতি প্রকার হয়। ফলতঃ সর্ব্বথা অণুমাত্রও হিংসাদি দোষ যাহাতে না ঘটে তাহা যোগিগণের কর্ত্তব্য তবেই বিশুদ্ধ যোগধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

৩৪। (২) নিয়তবিপাকত্বহেতু অর্থাৎ সেই দুঃখ যে হিংসাকর্ম্মের ফল সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ফলবৎ হইবে বা হইয়াছে বলিয়া সেই দুঃখকর কর্ম্মের ফল যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ জীবন শেষ হয় না।

৩৪। (৩) "পুণ্যাবপগতা" এবং "পুণ্যাবাপগতা" এই দ্বিবিধ পাঠ আছে। পুণ্যাবাপগতা অর্থে প্রবল পুণ্যের সহিত আবাপগত বা অন্তর্ভূত। তাহাতে হিংসার ফল

সম্যক্ বিকশিত হয় না, কিন্তু প্রাণী তদ্দ্বারা অসাধু হয়। অপগত অর্থে এখানে নাশ নহে, কিন্তু সম্যক্ বশীভূত না হওয়া।

ভাষ্যম্। যদাস্য স্যুরপ্রসবধর্ম্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্য্যং যোগিনঃ সিদ্ধিসূচকং ভবতি, তদ্যথা—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন (প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা) যোগীর হিংসাদি বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম্ম (১) অর্থাৎ দগ্ধবীজকল্প হয়, তখন তদ্‌জনিত ঐশ্বর্য্য যোগীর সিদ্ধিসূচক হয়, তাহা যথা—

৩৫। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎসন্নিধিতে সর্ব্ব প্রাণী নির্বৈর হয়॥ সূ

টীকা। ৩৫। (১) যম ও নিয়মসকল সমাধি বা তন্নিকটবর্ত্তী ধ্যানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রতিষ্ঠা ও সমাধি সহভাবী। হিংসাদি বিতর্কও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধ্যানবলেই লক্ষ্য হয় এবং ধ্যানবলেই চিত্ত হইতে তাহারা বিদূরিত হয়। উচ্চ ধ্যানই যম-নিয়মের প্রতিষ্ঠার হেতু।

অনেকে মনে করেন আগে যম, পরে নিয়ম, ইত্যাদিক্রমে যোগ সাধন করিতে হয়। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারানুকূল ধারণা প্রথমেই অভ্যাস করিতে হয়, ধারণা পুষ্ট হইয়া ধ্যান হয় ও পরে ধ্যানই পুষ্ট হইয়া সমাধি হয়। সেই সঙ্গে যম-নিয়ম আদি প্রতিষ্ঠিত ও আসন আদি সিদ্ধ হইতে থাকে।

যম-নিয়মের প্রতিষ্ঠা অর্থে বিতর্কসকলের অপ্রসবধর্ম্মত্ব। যখন হিংসাদি বিতর্ক চিত্তে স্বতঃ অথবা কোন উদ্বোধক হেতুতে আর উঠে না, তখনই অহিংসাদিরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়।

মেস্মেরিজম্ বিদ্যায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য উৎকর্ষ করিয়া মনুষ্যপশ্বাদিকে বশীকৃত করা যায়। যে যোগীর ইচ্ছাশক্তি এত উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে তদ্দ্বারা প্রকৃতি হইতে একেবারে হিংসাকে নির্মূলিত করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিধিতে যে প্রাণীরা তাঁহার মনোভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া হিংসা ত্যাগ করিবে তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি, অমোঘাস্য বাগ্ভবতি ॥ ৩৬ ॥

৩৬। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে (১) বাক্য ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বগুণযুক্ত হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—'ধার্ম্মিক হও' বলিলে ধার্ম্মিক হয়, 'স্বর্গপ্রাপ্ত হও' বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সত্যপ্রতিষ্ঠের বাক্য অমোঘ হয়।

টীকা। ৩৬। (১) সত্যপ্রতিষ্ঠা জনিত ফলও ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা হয়। যাঁহার বাক্য ও মন সদাই যথার্থ-নিয়মক—স্বপ্নাবস্থাতেও যাঁহার অযথার্থ বলিবার চিন্তা আসে না—তাঁহার বাক্যাশ্রিত ইচ্ছা-শক্তি যে অমোঘ হইবে তাহা নিশ্চয়। সংবেশন প্রক্রিয়ায় (Hypnotic Suggestion) দ্বারা রোগ নিবারণাদি, চৌর্য্যনিবৃত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তৎক্ষেত্রে যেমন বক্তা ব্যক্তির মনে অচল বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া তাহার রোগাদি দূর হয় সেইরূপ সত্যসংকল্প স্বাপ্ত ইচ্ছা-শক্তি যোগীর মনে উৎপন্ন হইয়া, সবল অকুণ্ঠ সত্যপ্রতিষ্ঠ মনের, সবল সত্য বাক্যের দ্বারা বাহিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়ে আধিপত্য করে। তাহাতে শ্রোতার সেই বাক্যানুরূপ ভাব প্রবল হয় ও তদ্বিরুদ্ধ ভাব অপ্রবল হয়। এইরূপ 'ধার্ম্মিক হও' বলিলে ধার্ম্মিক প্রকৃতির আপূরণ হইয়া শ্রোতা ধার্ম্মিক হয়। 'ফল প্রাপ্তি হউক' একপ বাক্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগী কখনও বহির্ভূত অর্থ সংকল্প করেন না। যাঁহারা বাক্যার্থ বুঝে তাদৃশ প্রাণীর উপরই সত্যপ্রতিষ্ঠা-জনিত শক্তি কার্য্য করে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বদিক্স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অস্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব্ব রত্ন উপস্থিত হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সর্ব্বদিক্‌স্থিত রত্নসকল উপস্থিত হয় (১)।

টীকা। ৩৭। (১) অস্তেয়প্রতিষ্ঠার দ্বারা যোগিকের এরূপ নিস্পৃহ ভাব মুখাদি হইতে বিকীর্ণ হয় যে তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণীরা তাঁহাকে অতিমাত্র বিশ্বাস্য মনে করে ও তজ্জন্য তাঁহাকে দাতারা স্ব স্ব উৎকৃষ্ট বস্তু উপহার দিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এইরূপে যোগীর নিকট (না চাহিলেও নানা দিক্ হইতে আগত হইয়া) নানাদিক্স্থ রত্ন (উত্তম উত্তম দ্রব্য) উপস্থিত হয়। যোগীর সত্তাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাকে সকল স্থানের চেতন রত্নসকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অচেতন রত্নসকল দাতাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। যে জাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই রত্ন।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—যাহার লাভে অপ্রতিঘ গুণসকল (১) অর্থাৎ অণিমাদি, উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, আর সিদ্ধ (উক্তাদি সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) শিষ্য হৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হয়েন।

টীকা। ৩৮। (১) অপ্রতিঘ গুণ = প্রতিঘাতশূন্য বা ব্যাহতিশূন্য (অবাধ) জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি অর্থাৎ অণিমাদি। অব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শরীরের স্নায়ু আদি যন্ত্রের শক্তিহানি হয়। বৃক্ষাদিরাও ফলিত হইবার পর নিস্তেজ হয় দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শক্তিহানি রুদ্ধ হওয়াতে বীর্য্যলাভ হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশ অপ্রতিঘ গুণের উপচয় হয়। আর জ্ঞানাদি-দানে সিদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে আহিত করিবার সামর্থ্য হয়। অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ শিষ্যের হৃদয়ে আহিত হয় না, দুর্ব্বল ধানুকের শরের ন্যায় চর্ম্মমাত্র বিদ্ধ করে।

মাত্র ইন্দ্রিয়কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া আহার-নিদ্রাদি-পরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে যে দেহীদের দেহবীজ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিবন্ধক করিয়া আহারনিদ্রাদির সংযম করিলে এবং কাম-বিষয়ক সঙ্কল্প ত্যাগের দ্বারা তাহা রুদ্ধ করিলে তবে ব্রহ্মচর্য্য সাধিত ও সিদ্ধ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। অস্য ভবতি। কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদিদং, কথংস্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি, এবমস্য পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যেষ্বাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ত্ততে। এতা যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যোগীর প্রাদুর্ভূত হয় (১)। আমি কে ছিলাম ও কিরূপে ছিলাম? এই শরীর কি? কি রূপেই বা ইহা হইল? ভবিষ্যতে কি কি হইব? কি রূপেই বা হইব? (ইহার নাম জন্মকথন্তা)। যোগীর এইরূপ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আত্মভাবজিজ্ঞাসা যথা-স্বরূপে জ্ঞানগোচর হয়। পূর্ব্বলিখিত সিদ্ধিসকল যমস্থৈর্য্যে প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৩৯। (১) শরীরের ভোগ্যবিষয়ে অপরিগ্রহের দ্বারা তুচ্ছতা-জ্ঞান হইলে, শরীরও পরিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। তাহাতে বিষয় এবং শরীর হইতে মনের আলগা-ভাব হয়। সেই ভাবনাপূর্ব্বক ধ্যান হইতে জন্মকথন্তাসম্বোধ হয়। বর্ত্তমানে শরীরের ও বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতাজনিত মোহই পূর্ব্বাপর-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শরীরকে সম্যক্ স্থির ও নিশ্চেষ্ট করিলে যেমন শরীর-নিরপেক্ষ স্বস্পর্শ নাদি-জ্ঞান হয়, ভোগ্য বিষয়ের সহিত শরীরও সেইরূপ 'পরিগ্রহমাত্র' এরূপ খ্যাতি হইলে নিজের পৃথক্ত্ব-বোধ হওয়াতে এবং শারীর মোহের উপরে উঠাতে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয়।

ভাষ্যম্। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

স্বাঙ্গে জুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংসৃজ্যেত ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নিয়মের সিদ্ধিসকল বলিব—

৪০। (বাহ্য) শৌচ হইতে নিজ শরীরে জুগুপ্সা বা ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ (বুদ্ধি সিদ্ধ হয়) ॥ সূ

নিজ শরীরে জুগুপ্সা বা ঘৃণা হইলে শৌচাচরণশীল যতি কায়দোষদর্শী এবং শরীরে প্রীতিশূন্য হন। কিঞ্চ পরের সহিত সংসর্গে অনিচ্ছা হয়, (যেহেতু) কায়স্বভাবাবলোকী, স্ব-শরীরে হেয়তাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিজ কায়কে মৃৎজলাদির দ্বারা ক্ষালন করিয়াও যখন কায়-শুদ্ধি দেখিতে পান না, তখন অত্যন্ত মলিন পরকায়ের সহিত কিরূপে সংসর্গ করিবেন (১)?

টীকা। ৪০। (১) স্ব-শরীর শোধন করিতে করিতে তাহাতে জুগুপ্সা ও পরের শরীরের সহিত সংসর্গে অরুচি হয়। পশুগণ কাটিতে কাওয়ার অভিনয় করিয়া ও চাটিয়া ভালবাসা প্রকাশ করে। মনুষ্যও পুত্রাদিকে চুম্বনাদি করিয়া খাওয়ার অভিনয়রূপ পাশব-ভাব প্রকাশ করিয়া ভালবাসা জানায়। শৌচের দ্বারা তাদৃশ পাশব ভালবাসা দূর হয়। মৈত্রীকরুণাদি যোগীর ভালবাসা। তাহা ইন্দ্রিয়স্পৃহা (sensuality)-শূন্য। স্ত্রী-পুত্রাদির আসঙ্গ-লিপ্সা শৌচপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্যক্ বিদূরিত হয়।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং, তত ঐকাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি। ইত্যেতচ্ছৌচ-স্থৈর্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

৪১। ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

(আন্তরশৌচ হইতে) সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যত্ব (হয়) ॥ সূ

শুচির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্মলতা হয়, তাহা (সত্ত্বশুদ্ধি) হইতে সৌমনস্য বা মানসিক প্রীতি বা স্বতঃ আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্য হইতে ঐকাগ্র্য হয়, ঐকাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শন-ক্ষমতা হয় (১)। এই সকল, শৌচস্থৈর্য্য হইতে লাভ হয়।

টীকা। ৪১। (১) মদ-মান আসঙ্গলিপ্সাদি দোষ মন হইতে সম্যক্ বিদূরিত হইলে মনে শুচিতা হইয়া স্ব ও পরশরীরে জুগুপ্সাবশতঃ শরীর হইতে বিবিক্ততা বোধ হয়, শারীর-ভাবের দ্বারা অকলুষিত সেই অবস্থাই আভ্যন্তর শৌচ। আভ্যন্তরিক শৌচ হইতে চিত্তে শুদ্ধি বা মদ-মানাদি দূষিত সংকল্পমলের অভাব হয়। তাহা হইতে চিত্তের সৌমনস্য বা আনন্দভাব হয় (শরীরেও সাত্ত্বিক স্বাচ্ছন্দ্য হয়)। সৌমনস্য ব্যতীত একাগ্রতা সম্ভব নহে। একাগ্রতা ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার দর্শনও সম্ভব নহে।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। তথা চোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

৪২। সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখের লাভ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "ইহ লোকে যে কাম্য বস্তুর উপভোগ-জনিত সুখ, অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখের তাহা ষোড়শাংশের একাংশও নহে।"

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। নির্বর্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং, তদাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিরণিমাদ্যা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যেতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। তপস্যা হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়াতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তপ সম্পদ্যমান হইলে অশুদ্ধ্যাবরণ মল নাশ করে। সেই আবরণ মল অপগত হইলে কায়সিদ্ধি অণিমাদি, তথা ইন্দ্রিয়সিদ্ধি যেমন দূর হইতে শ্রবণদর্শনাদি, উৎপন্ন হয় (১)।

টীকা। ৪৩। (১) প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা শরীরের বশাপন্ন হওয়া-রূপ অশুদ্ধি প্রধানতঃ দূর হয়। শরীরের জড়ীভাব দূর হওয়াতে (ক্ষুৎপিপাসা, শীতাতপ, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কায়ধর্মের দ্বারা অনভিভূত হওয়াতে) তজ্জনিত আবরণমলও দূর হয়। তখন শরীর-নিরপেক্ষ চিত্ত অব্যাহত ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে কায়সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগাঙ্গ তপস্যাকে যোগীরা সিদ্ধির দিকে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু পরমার্থের দিকেই প্রয়োগ করেন।

বিনিদ্রতা, নিশ্চলস্থিতি, নিরাহার, প্রাণরোধ প্রভৃতি তপস্যা মানুষপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ও দৈব সিদ্ধপ্রকৃতির অনুকূল সুতরাং উহাতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি আনয়ন করে। আর তজ্জন্য ঐরূপ তপস্যাহীন, কেবল বিবেক-বৈরাগ্যের অভ্যাসশীল জ্ঞানযোগীদের সিদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অবশ্য বিবেকসিদ্ধ হইলে সমাধিও সিদ্ধ হয়, তখন ইচ্ছা করিলে তাদৃশ যোগীর বিবেকজ জ্ঞান (৩।৫২ দ্রষ্টব্য) নামক সিদ্ধি আসিতে পারে কিন্তু বিবেকী যোগীর তাদৃশ ইচ্ছা হওয়ার তত সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাদৃশ জ্ঞানযোগীদের কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি না হইয়াও কৈবল্য সিদ্ধ হয়। (৩।৫৫ [১] দ্রষ্টব্য)।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্যে চাস্য বর্তন্ত ইতি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সহিত মিলন হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন এবং তাঁহাদের দ্বারা যোগীর কার্য্যও সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি, কৈবল্যসিদ্ধ নহে)।

টীকা। ৪৪। (১) সাধারণ অবস্থায় জপ করিতে গেলে অর্থ ভাবনা ঠিক থাকে না। জাপক হয় ত নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করে, আর মন বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। স্বাধ্যায়-স্থৈর্য্য হইলে দীর্ঘকাল মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ-ভাবনা অবিচ্ছেদে উদিত থাকে। তাদৃশ প্রবল ইচ্ছা সহকারে দেবাদিকে ডাকিলে যে তাঁহারা দর্শন দিবেন তাহা নিশ্চয়। একক্ষণে হয় ত খুব কাতরভাবে ইষ্টদেবতাকে ডাকিলে, কিন্তু পরক্ষণে জপ ত তাঁহার নাম মুখে রহিল, কিন্তু মন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, এরূপ ভাবায় সূত্রোক্ত ফল হয় না।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ, যয়া সর্ব্বমীপ্সিতম্ অবিতথং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সমাধি সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পিত যোগীর সমাধিসিদ্ধি হয় (১)। যে সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সমস্ত অভীপ্সিত বিষয়, যাহা দেহান্তরে, দেশান্তরে অথবা কালান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যোগী যথাযথরূপে জানিতে পারেন। সেইহেতু তাঁহার প্রজ্ঞায় যথাভূত বিষয় বিজ্ঞাত হয়।

টীকা। ৪৫। (১) ঈশ্বর-প্রণিধান নিয়মরূপে আচরিত হইলে তদ্দ্বারা সুখে সমাধি-সিদ্ধি হয়। অন্যান্য যম-নিয়ম অন্য প্রকারে সমাধির সহায় হয়, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধান সাক্ষাৎ সমাধির সহায় হয়। কারণ, তাহা সমাধির অনুকূল ভাবনা-স্বরূপ। সেই ভাবনা প্রগাঢ় হইয়া শরীরকে নিশ্চল (আসন) ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিরত (প্রত্যাহৃত) করিয়া ধারণা ও ধ্যানরূপে পরিপক্ক হইয়া শেষে সমাধিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পণ অর্থে ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরে নিজেকে ডুবাইয়া রাখা। (২।৩২ [৫])।

অজ্ঞ লোকে শঙ্কা করে যদি ঈশ্বর-প্রণিধানই সমাধিসিদ্ধির হেতু তবে অন্য যোগাঙ্গ বৃথা। ইহা নিঃসার। অযত-অনিয়ত হইয়া দৌড়িয়া বেড়াইলে বা বিষয়জ্ঞানজনিত বিক্ষেপকালে সমাধি হয় না। সমাধির অর্থই ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা, ধ্যানও পুনশ্চ ধারণার একতানতা। সমাধিসিদ্ধি বলাতেই সমস্ত যোগাঙ্গ বলা হইল। তবে অন্য ধ্যেয় গ্রহণ না করিয়া প্রথম হইতেই সাধক যদি ঈশ্বর-প্রণিধানপরায়ণ হন তবে সহজে সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। সমাধিসিদ্ধি হইলে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগক্রমে কৈবল্যলাভ হয় তাহা ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন।

যম-নিয়মের একটিও নষ্ট হইলে ব্রতস্বরূপ নিয়মের ভঙ্গ হয়। শাস্ত্র যথা—
" ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচং তপো দমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যঙ্গহীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে ॥"

ভাষ্যম্। উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্যমনিয়মাঃ আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র—

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

তদ্‌যথা পদ্মাসনং, বীরাসনং ভদ্রাসনং স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনম্ উষ্ট্রনিষদনং সমসংস্থানং স্থিরসুখং যথাসুখঞ্চ ইত্যেবমাদীনি ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সিদ্ধির সহিত যম নিয়ম উক্ত হইল (অতঃপর) আসনাদি বলিব। তন্মধ্যে—

৪৬। নিশ্চল ও সুখাবহ (উপবেশনই) আসন ॥ সূ

তাহা যথা, পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তি-নিষদন, উষ্ট্র-নিষদন ও সমসংস্থান ইহারা স্থির-সুখ অর্থাৎ যথাসুখ হইলে আসন বলা হয় (১)।

টীকা। ৪৬। (১) পদ্মাসন প্রসিদ্ধ। তাহা বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া পৃষ্ঠবংশকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন। বীরাসন অর্দ্ধেক পদ্মাসন, অর্থাৎ তাহাতে এক চরণ উরুর উপর থাকে, আর এক চরণ অন্য উরুর নীচে থাকে। ভদ্রাসনে পাদতলদ্বয় বৃষণের সমীপে যোড় করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দুই করতল সম্পুটিত করিয়া রাখিতে হয়। স্বস্তিক আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু ও জানুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। দণ্ডাসনে পা মেলিয়া বসিয়া পায়ের গোড়ালি ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হয়। সোপাশ্রয় যোগপট্টক সহযোগে উপবেশন। যোগপট্টক = পৃষ্ঠ ও জানুবেষ্টনকারী বস্ত্রাকৃতি দৃঢ় বস্ত্র। পর্য্যঙ্ক আসনে জানু ও বাহু প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হয়, ইহাকে শবাসনও বলে। ক্রৌঞ্চনিষদন আদি সেই সেই জন্তুর নিষণ্ণভাব দেখিয়া অবগম্য। দুই পায়ের পাষ্ণি (গোড়ালি) ও পাদাগ্রকে আকুঞ্চন করিয়া পরস্পর সম্পীড়নপূর্ব্বক উপবেশনকে সমসংস্থান বলে

সর্ব্বপ্রকার আসনেই পৃষ্ঠ শির গলা সরল রাখিতে হয়। শ্রুতিও বলেন "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেতাশ্বতর) অর্থাৎ বক্ষ গ্রীবা ও শির উন্নত রাখিতে হয়। কিন্তু আসন স্থির ও সুখাবহ হওয়া চাই। যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শরীরে অস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপরমাৎ সিধ্যত্যাসনং যেন নাঙ্গমেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্ব্বর্তয়তীতি ॥ ৪৭ ॥

৪৭। প্রযত্নশৈথিল্য এবং অনন্তসমাপত্তির দ্বারা (আসন সিদ্ধ হয়)। সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রযত্নোপরম হইতে আসনসিদ্ধি হয় যাহাতে অঙ্গমেজয় (অঙ্গকম্পনরূপ সমাধির অন্তরায়) হয় না, অথবা অনন্তে সমাপন্ন চিত্ত আসন সিদ্ধিকে নির্ব্বর্ত্তিত করে (১)।

টীকা। ৪৭। (১) আসনের সিদ্ধি অর্থাৎ শরীরের সম্যক্ স্থিরতা ও সুখাবহতা প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্ত-সমাপত্তির দ্বারা হয়। প্রযত্নশৈথিল্য অর্থে সর্ব্বাঙ্গ নাড়াচাড়া ভাব। আসন করিয়া গা (হাত পা) ছাড়িয়া দিবে অথচ যেন শরীর কিছু বক্র না হয়।

এইরূপ করিলে স্থৈর্য্য হয় এবং পীড়াবোধ হ্রাস পাইয়া আসনজয় হয়। চিত্তকেও অনন্তে বা চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী শূন্যবদ্‌ভাবে সমাপন্ন করিলে আসন সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট না করিলে আসন সিদ্ধ হয় না; কিছুক্ষণ আসন করিলে শরীরের নানাস্থানে পীড়াবোধ হইবে। তাহা প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্ত শূন্যবৎ ধ্যান (শরীরকেও শূন্যবৎ ভাবনা) করিলে তবে আসন জয় হয়। সর্ব্বদাই শরীরকে স্থির প্রযত্নশূন্য রাখিতে অভ্যাস করিলে আসনের সহায়তা হয়। স্থির হইয়া আসন করিতে করিতে বোধ হইবে যেন শরীর ভূমির সহিত জমিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আরও স্থৈর্য্য হইলে শরীর আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'আমার শরীর শূন্যবৎ হইয়া অনন্ত-আকাশে মিলাইয়াছে, আমি ব্যাপী-আকাশবৎ' ইত্যাকার ভাবনা অনন্ত-সমাপত্তি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা হইতে দ্বন্দ্বানভিঘাত হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—আসন জয় হইলে শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা (সাধক) অভিভূত হন না (১)।

টীকা। ৪৮। (১) শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসার দ্বারা আসনজয়ী যোগী অভিভূত হন না। আসনস্থৈর্য্যহেতু শরীর শূন্যবৎ হইলে বোধশূন্যতা (anaesthesia) হয়, তাহাতে শীতোষ্ণ বাধা হয় না। ক্ষুধা ও পিপাসার স্থানেও ঐরূপ স্থৈর্য্য ভাবনা প্রয়োগ করিলে তাহাও বোধশূন্য হয়। বস্তুতঃ পীড়া এক প্রকার চাঞ্চল্য, স্থৈর্য্যের দ্বারা চাঞ্চল্য অভিভূত হয়।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্। সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৯। তাহা (আসনজয়) হইলে (যথাবিধানে) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—আসন জয় হইলে শ্বাস বা বাহ্য বায়ুর আচমন এবং প্রশ্বাস বা কৌষ্ঠ্য বায়ুর নিঃসারণ, এতদুভয়ের যে গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উভয়াভাব তাহা (একটি) প্রাণায়াম (১)।

টীকা। ৪৯। (১) হঠযোগ আদিতে যে রেচক, পূরক ও কুম্ভক উক্ত হয়, যোগের এই প্রাণায়াম ঠিক তাহা নহে। ব্যাখ্যাকারগণ সেই অপ্রাচীন রেচকাদির সহিত মিলাইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

শ্বাস লইয়া পরে প্রশ্বাস না ফেলিয়া থাকিলে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা একটি প্রাণায়াম। সেইরূপ প্রশ্বাস ফেলিয়া (বায়ু রেচন করিয়া) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ

করিলে তাহাও একটি প্রাণায়াম হয়; পূরকান্তে অথবা রেচকান্তে যে প্রকারেরই হউক, গতি-বিচ্ছেদ করাই একটি প্রাণায়াম। পরম্পরাক্রমে এইরূপ এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। 'প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে রেচকান্ত প্রাণায়ামের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আসন সিদ্ধ হইলে তবে প্রাণায়াম হয়। সম্যক্ আসন জয় না হইলেও আসনকালীন শারীরিক স্থৈর্য্য এবং মানসিক শূন্যবৎ ভাবনা অথবা অন্য কোন সমাপন্ন ভাব অনুভূত হইলে, তৎপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করিলে তাহা যোগাঙ্গ হয় না। প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাসের যেরূপ গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ শরীরের স্পন্দনহীনতা ও মনের একবিষয়তা রক্ষিত না হইলে তাহা সমাধির অন্তরঙ্গ প্রাণায়াম হয় না। তজ্জন্য প্রথমে আসনের সহিত একাগ্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক। ঈশ্বরভাব, শরীর ও মনের শূন্যবৎ ভাব, আধ্যাত্মিক হৃদয়স্থানে জ্যোতির্ম্ময় ভাব প্রভৃতি কোন এক ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া, পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সেই একাগ্রভাব মিলন অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সেই একাগ্রভাব যেন উদিত থাকে শ্বাস-প্রশ্বাসই যেন সেই একাগ্রভাবকে উদিত করার কারণ, এরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত স্থৈর্য্যের মিলন অভ্যাস করিতে হয়। তাহা স্বভ্যস্ত হইলে তবে গতিবিচ্ছেদ অভ্যাস করিতে হয়। গতিবিচ্ছেদ-কালেও সেই একাগ্রভাবকে অচল রাখিতে হয়। যে প্রযত্নে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিয়া রাখা যায়, সেই প্রযত্নেই 'চিত্তের সেই স্থির একাগ্রভাব যেন ধরিয়া রাখিতেছি' এইরূপ ভাবনায় তাহা (চিত্তস্থৈর্য্য) অচল রাখিতে হয়। অথবা যেন আভ্যন্তরিক দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্বাসরোধপ্রযত্নের দ্বারাই ধ্যেয় বিষয়কে ধরিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ভাবনা করিতে হয়। যাবৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ চিত্তেরও গতিবিচ্ছেদ থাকিলে, তবেই তাহা যথার্থ একটি প্রাণায়াম হইল। পরম্পরাক্রমে তাহারই সাধন করিয়া ধারণাদির অভ্যাস করিতে হয়। তবে সমাধিতে শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষ্মীভূত হইয়া অলক্ষ্য হয় অথবা সম্যক্ রুদ্ধ হয়।

সূত্রের অর্থ এই—বায়ুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি, তাহার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি রোধ করাই প্রাণায়াম। সেই গতিরোধ যে-যে প্রকার, তাহা আগামী সূত্রে দেখান হইয়াছে।

ভাষ্যম্। স তু—

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ। তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তির্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাদ্ ভবতি, যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপদ্ গত্যভাব ইতি। ত্রয়োঽপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ—ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ—ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ—এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাতঃ, এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ। স খল্বয়-মেবমভ্যস্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

৫০। ভাষ্যানুবাদ—সেই (প্রাণায়াম)—

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। (তাহারা আবার) দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়॥ (১) সূ

যাহাতে প্রশ্বাসপূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহা বাহ্যবৃত্তিক (প্রাণায়াম)। যাহাতে শ্বাসপূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহা আভ্যন্তরবৃত্তিক। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি, তাহাতে উভয়াভাব (অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তির অভাব) তাহা সকৃৎ (এককালীন) প্রযত্নের দ্বারা হয়। যেমন তপ্ত প্রস্তরে জল ন্যস্ত হইলে তাহা সর্ব্বদিকে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ (তৃতীয়েতে বা স্তম্ভবৃত্তিতে) অপর দুই বৃত্তির যুগপৎ অভাব হয়। এই তিন বৃত্তিও পুনশ্চ দেশপরিদৃষ্ট—দেশ অর্থাৎ এতখানি ইহার বিষয়। কালের দ্বারা পরিদৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষণসকলের পরিমাণের দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট যথা—এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা প্রথম উদ্ঘাত; সেইরূপ নিগৃহীত হইলে এত সংখ্যার দ্বারা দ্বিতীয় উদ্ঘাত। সেইরূপ তৃতীয় উদ্ঘাত, এইরূপ মৃদু, মধ্য ও তীব্র। ইহা সংখ্যাপরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

টীকা। ৫০। (১) রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন শব্দ তাহাদের বর্তমান পারিভাষিক অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত না। তাহা হইলে সূত্রকার অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন। উহা পরের উদ্ভাবন।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি এই তিনটি রেচক, পূরক ও কুম্ভক নহে। ভাষ্যকার বাহ্যবৃত্তিকে 'প্রশ্বাসপূর্ব্বক গত্যভাব' বলিয়াছেন, তাহা রেচক নহে। রেচক প্রশ্বাসবিশেষ মাত্র। বস্তুতঃ অর্বাচীন ব্যাখ্যাকারেরা অর্বাচীন প্রণালীর সহিত উহা মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। কেহই কিন্তু সুসঙ্গত করিতে পারেন নাই।

গত্যভাব শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক গত্যভাব' করিলে রেচক-পূরকাদির সহিত বাহ্যবৃত্তি আদির কথঞ্চিৎ মিল হয়। রেচনপূর্ব্বক বায়ুকে বহিঃস্থাপন বা শ্বাসগ্রহণ না করা বাহ্যবৃত্তি, তাহা রেচক ও কুম্ভক দুই-ই হইল। আভ্যন্তরবৃত্তিও সেইরূপ পূরক ও কুম্ভক। রেচকান্ত কুম্ভক তান্ত্রিক ও পূরকান্ত কুম্ভক বৈদিক প্রাণায়াম বলিয়া কোন কোন স্থলে কথিত হয়। "পূরণাদি-রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্তু বৈদিকঃ। রেচনাদি-পূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্তু তান্ত্রিকঃ॥" ফলে, 'বাহ্যবৃত্তি' আদি শুধু আধুনিক রেচক, পূরক বা কুম্ভক নহে।

রেচকাদির প্রাচীন লক্ষণ এই যোগবর্ণোক্ত প্রণালীর অনুরূপ, যথা—"নিষ্ক্রাম্য নাসাবিবরাদশেষং প্রাণং বহিঃ শূন্যমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধঃ॥ বাহ্যে স্থিতং ঘ্রাণপুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্ব্বাঃ পরিপূরয়েদ্ যঃ স পূরকো নাম মহানিরোধঃ॥ ন রেচকো নৈব চ পূরকোঽত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। সুনিশ্চলং ধারয়তে ক্রমেণ কুম্ভাখ্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥" (হঠযোগ প্রদীপিকা)। ইহাই বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি।

যে যত্নবিশেষের দ্বারা স্তম্ভবৃত্তি সাধিত হয় তাহা সর্ব্বাঙ্গের আভ্যন্তরিক সঙ্কোচনজনিত প্রযত্ন। সেই প্রযত্ন অভ্যাস যুক্ত হইলে তদ্দ্বারাই বহুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায়, নচেৎ শুধু শ্বাসরোধ অভ্যাস করিলে ২।১ মিনিটের অধিক (অক্সিজেন বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া লইলে ৮।১০ মিনিট পর্য্যন্তও রুদ্ধশ্বাস—রুদ্ধপ্রাণ নহে—হইয়া থাকা যায়) রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তাহা উত্তমরূপ জ্ঞাতব্য

হঠযোগে ঐ প্রযত্নকে মূলবন্ধ (গুহ্য-সঙ্কোচন), উড্ডীয়ানবন্ধ (উদর-সঙ্কোচন) ও জালন্ধরবন্ধ (কণ্ঠদেশ-সঙ্কোচন) বলা যায়। খেচরীমুদ্রাও ঐরূপ। তাহাতে জিহ্বাকে টানিয়া টানিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হয়। সেই বর্দ্ধিত জিহ্বাকে পশ্চাত্তালুর (Naso-pharynx এর) মধ্যে ঠাসিয়া তথাকার বায়ুর উপর চাপ বা টান দিলে রুদ্ধপ্রাণ হইয়া কতকক্ষণ থাকা যাইতে পারে। ফলে এই সব প্রক্রিয়ায় সঙ্কোচনাদি প্রযত্নের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল নিরোধাভিমুখে উদ্রিক্ত হওয়াতে রুদ্ধশ্বাস ও রুদ্ধপ্রাণ হওয়া যায়। আহার-বিশেষের দ্বারা এবং সম্যক্ প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ু ও পেশী সকলের সাত্ত্বিক স্ফূর্ত্তি (যোগীরা ইহাকে শরীরের লঘুতা ও কর্ম্মণ্যতা বলেন) হয় এবং তদ্দ্বারাই ঐ দৃঢ়তর প্রযত্ন করা যায়। মেদস্বী ও দৃঢ়পেশীহীন শরীরের দ্বারা ইহা সাধা হয় না, তাই নানাবিধ মুদ্রাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রথমে শরীরকে দৃঢ় ও সম্যক্ শুদ্ধ করার বিধি আছে।

ইহাই হঠপূর্ব্বক বা বলপূর্ব্বক প্রাণরোধের উপায়। ইহাতে অবশ্য চিত্তরোধ হয় না, কিন্তু তাহার সহায়তা হয়। ইহা সিদ্ধ হইলে পর ইহার সহায়ে যদি কেহ ধারণাদি সাধন করিয়া চিত্তকে স্থির করার অভ্যাস করেন, তবেই তিনি যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবেন, নচেৎ কতককাল মৃতবৎ থাকা ব্যতীত অন্য কোনও ফললাভ হইবে না।

তদ্ব্যতীত অন্য উপায়েও প্রাণরোধ হয়। যাঁহারা ঈশ্বর-প্রণিধান, জ্ঞানময় ধারণা প্রভৃতির সাধন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করেন, তাঁহাদের সেই একাগ্রতা মহানন্দকর হইলে তাহাতেও সাত্ত্বিক নিরোধপ্রযত্ন আসিলে তদ্দ্বারা তাঁহারা রুদ্ধপ্রাণ হইতে পারেন। পরন্তু ঐ একাগ্রতা সর্ব্বকালীন হইলে তাহাতে বিভোর হইয়া অক্লেশে অনাহার বা নিরাহার করিয়া রুদ্ধপ্রাণ হইয়া সমাহিত হওয়া যায়। "ছিন্নাস্থি পঞ্জরং প্রাপ্য মহাহ্রাদবত্যা নৃপ" (শান্তিপর্ব্ব) ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি এইরূপ সাধকদের জন্য। বিশুদ্ধ ঈশ্বরভক্তি, সাত্ত্বিক ধারণা প্রভৃতিতে যে অন্তরতম দেশে আনন্দাবেশ হয় তাহাতে অনন্যের দ্বারা ক্রমশঃ সেই আনন্দভাবকে যেন দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকার আবেগ হয়, তাহা হইতে স্নায়ুমণ্ডলে সাত্ত্বিক সঙ্কোচনবেগ উদ্ভূত হইয়া প্রাণরোধ হইতে পারে। হঠপ্রণালীতে যেমন বাহ্য হইতে সঙ্কোচনবেগ উদ্ভূত হয়, ইহাতে সেইরূপ সঙ্কোচনবেগ অভ্যন্তরেই উদ্ভূত হয়।

দীর্ঘকাল রুদ্ধপ্রাণ হইয়া থাকিতে হইলে (হঠপ্রণালীতে) অন্ত্র হইতে মল সম্যক্ বহিষ্কৃত করিতে হয়, নচেৎ উহার পূতিভাবের জন্য বাধাও ঘটে এবং উদর-সঙ্কোচনও সম্যক্ হয় না। নিরাহার বা অনাহার প্রণালীতে যাহাতে কেবল জল বা অল্প দুগ্ধমিশ্র জল পান করিয়া থাকিতে হয় ("অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রাঃ") তাহার আবশ্যক হয় না। (১।১৯ [২] দ্রষ্টব্য)।

কাহারও কাহারও প্রাণরোধের এই প্রযত্ন সহজাত থাকে। তাহারা এইরূপ প্রযত্নের দ্বারা অত্যধিক কাল রুদ্ধপ্রাণ হইয়া থাকিতে পারে। আমরা এক ব্যক্তির বিষয় জানি, যে প্রোথিত অবস্থায় ১০।১২ দিন যাবৎ থাকিতে পারিত। সেই সময়ে সে সম্যক্ বাহ্য-সংজ্ঞা-হীনও হইত না, কিন্তু জড়বৎ থাকিত। অন্য এক ব্যক্তি ইচ্ছামত এক অঙ্গকে অজড়বৎ করিতে পারিত। বলা বাহুল্য ইহার সহিত যোগের কোনও সম্বন্ধ নাই। অজ্ঞ লোকে ইহাকে সমাধি মনে করে। কিন্তু সমাধি ত দূরের কথা, কেহ তিন মাস মৃত্তিকায় প্রোথিত অবস্থায় থাকিতে পারিলেও হয় ত সে যোগাঙ্গ ধারণারই নিকটবর্ত্তী নহে। যোগ যে প্রধানতঃ চিত্তরোধ কিন্তু শরীরমাত্রের রোধ নহে, তাহা সর্ব্বদা উত্তমরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সম্যক্ চিত্তরোধ হইলে অবশ্য শরীররোধও হইবে, কিন্তু শুধু শরীররোধ হইলে চিত্তরোধ না হইতে পারে।

প্রশ্বাসপূর্ব্বক গতিবিচ্ছেদ করিলে তাহা একটি বাহ্যবৃত্তিক প্রাণায়াম। শ্বাসপূর্ব্বক করিলে তাহা একটি আভ্যন্তর প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রযত্ন না করিয়া কতক পূরিত বা কতক রেচিত অবস্থায় এক-প্রযত্নে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করার নাম তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। তাহাতে ফুস্ফুসের বায়ু ক্রমশঃ শোষিত হইয়া কমিয়া যায়। তজ্জন্য বোধ হয় যেন সর্ব্ব শরীরের বায়ু শোষিত হইয়া যাইতেছে।

উত্তপ্ত উপলে ন্যস্ত জলবিন্দু যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে একেবারে শুষ্ক হয়, স্তম্ভবৃত্তির দ্বারাও শ্বাস-প্রশ্বাস সেইরূপ একেবারে রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রযত্নপূর্ব্বক বাহ্যে বায়ু নিঃসারণ করিয়া ধারণপূর্ব্বক গতিবিচ্ছেদ করিতে হয় না, অথবা সেইরূপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া ধারণ-পূর্ব্বক গতিবিচ্ছেদ করিতে হয় না।

প্রথমতঃ বাহ্যবৃত্তির বা আভ্যন্তরবৃত্তির কোন এক প্রকারকে অভ্যাস করিতে হয়। সূত্রকার বাহ্যবৃত্তির অভ্যাসের প্রাধান্য 'প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা' এই সূত্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিয়া প্রাণকে নিগৃহীত করিতে হয়।

বাহ্য বা আভ্যন্তরবৃত্তির কিছুকাল অভ্যাস হইলে তবে স্তম্ভবৃত্তি করিবার প্রযত্নের স্ফুরণ হয়। কিছুক্ষণ বাহ্য অথবা আভ্যন্তরবৃত্তি অভ্যাস করিয়া কয়েকবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস করিলে স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্ন স্বতঃ স্ফুরিত হয়। সেই প্রযত্নবশে শ্বাসযন্ত্র দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া স্তম্ভবৃত্তির অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অন্তর স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্নের স্ফূর্ত্তি হয়। পরে ঘন ঘন হয়। ফুস্ফুস্ সম্পূর্ণ স্ফীত বা সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত থাকিলে স্তম্ভবৃত্তি প্রায়ই হয় না, তাহা হইলে বাহ্যাভ্যন্তর বৃত্তি হয়।

বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তন্মধ্যে দেশপরিদর্শন প্রথম। দেশ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক—দ্বিবিধ। নাসাগ্র হইতে যতখানি শ্বাসের গতি হয়, তাহা বাহ্য দেশ। অভ্যন্তরে হৃদয় পর্য্যন্ত শ্বাসের যে গতি হয়, তাহাই প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক দেশ। হৃদয় হইতে আপাদতলমস্তকও আধ্যাত্মিক দেশ।

নাসাগ্র হইতে প্রশ্বাস যত অল্পদূর যায় অর্থাৎ যাহাতে অল্পদূর যায়, এরূপ পরিদর্শন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম করাই বাহ্য দেশ-পরিদৃষ্ট। তাহাতে প্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ মৃদুতর ভাবে যাহাতে প্রশ্বাসের গতি হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রাণায়াম করার নাম বাহ্য দেশ-পরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। আধ্যাত্মিক দেশকে অনুভবের দ্বারা পরিদর্শন করিতে হয়, শ্বাসে বায়ু যখন বক্ষে প্রবেশ করে, তখন সেই হৃৎপ্রদেশ অনুভব করিতে হয়। তাহাই আধ্যাত্মিক দেশের পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রাণায়াম।

হৃদয়কে মূল করিয়া সর্ব্ব শরীরে শ্বাসকালে যেন বায়ুর ন্যায় আভ্যন্তরিক স্পর্শানুভব বিসর্পিত হইয়া গেল, প্রশ্বাসকালে আবার তাহা উপসংহৃত হইয়া হৃদয়ে আসিল—এইরূপ সর্ব্বশরীরব্যাপী (বিশেষতঃ পাদতল ও করতল পর্য্যন্ত) দেশও প্রথমতঃ পরিদর্শন করা আবশ্যক। ইহাতে নাড়ীশুদ্ধি হয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরের বোধাত্মতা অব্যাহত হয় বা সাত্ত্বিক প্রকাশশীলতা হয় আর সাত্ত্বিকতাজনিত সর্ব্বশরীরে সুখবোধ হয়। সেই সুখবোধপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামে সুফল লাভ হয় নচেৎ হয় না, বরং শরীর রুগ্ন হইতে পারে।

এই সুখবোধ হইলে তৎসহকারে স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিলে তাহাতে সাত্ত্বিকতা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং নিরায়াসে বহুক্ষণ প্রাণরোধ করা যায়। রোধ করিবার বলও অজড়তা-হেতু অতি দৃঢ় হয়।

যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণায়াম করারও বিধি আছে। তাহা অনেক স্থলে সহজ হয়। যথাশক্তি ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে যত কাল লাগে, অথবা যথাসাধ্য বিধারণ করিতে যত কাল লাগে, তাহাই এক্ষেত্রে প্রাণায়ামকাল বুঝিতে হইবে। ইহাতে জপের সংখ্যা রাখিবার আবশ্যকতা নাই। একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণব (প্রধানতঃ অর্দ্ধমাত্রা ম্ কার), ইহাতে একতানভাবে মনে মনে উচ্চারিত হইতে পারে এবং সহজেই পূর্ব্বোক্ত কালানুভব হইতে পারে। এইরূপে ক্ষণপরম্পরাবচ্ছিন্ন কালের পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রাণায়াম সাধিত হয়।

উদ্ঘাতক্রমে যে প্রাণায়ামের কালাবচ্ছেদ হয়, তাহাকে সংখ্যা-পরিদৃষ্ট বলে। কারণ, তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা কাল নির্ণীত হয়। সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কালের নাম মাত্রা। যদি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এরূপ ধরা যায়, তবে এক মাত্রা ৪ সেকেণ্ড কাল হইল। এইরূপ দ্বাদশ মাত্রার নাম একটি উদ্ঘাত (৪৮ সেকেণ্ড); চব্বিশ মাত্রা দ্বিরুদ্ঘাত বা দ্বিতীয় উদ্ঘাত, ছত্রিশ মাত্রার (২৪ মিনিটের) নাম তৃতীয় উদ্ঘাত। "নীচো দ্বাদশমাত্রস্ত সকৃদুদ্ঘাত ঈরিতঃ। মধ্যমস্ত দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ। মুখ্যস্ত যস্ত্রিরুদ্ঘাতঃ ষট্ত্রিংশন্মাত্র উচ্যতে॥" (লিঙ্গ পুরাণ)।

মতান্তরে মাত্রার কাল ১⅓ সেকেণ্ড অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের ⅓ অংশ। তাহাতে উক্ত প্রথম উদ্ঘাত ৩৬ মাত্রক, দ্বিতীয় ৭২ মাত্রক ও তৃতীয় ১০৮ মাত্রক। উদ্ঘাতের আর এক অর্থ আছে, যথা— 'প্রাণেনোৎসর্পমাণেন অপানঃ পীড্যতে যদা। গত্বা চোর্দ্ধং নিবর্ত্তেত চৈতদুদ্ঘাতলক্ষণম্॥" এতদনুসারে ভোজরাজ বলিয়াছেন 'উদ্ঘাতো নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরস্যভিহননম্।" অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা গ্রহণের জন্য অথবা ছাড়িবার জন্য যে উদ্বেগ হয় তাহাই উদ্ঘাত। বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ঘাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ মাত্র বুঝিয়াছেন।

বস্তুতঃ ঐ তিন অর্থই সমন্বয়যোগ্য। উদ্ঘাতের অর্থ এইরূপ—যাবৎকাল শ্বাস বা প্রশ্বাস রোধ করিলে বায়ুর ত্যাগ অথবা গ্রহণের জন্য উদ্বেগ হয়, তাবৎকালিক রোধই উদ্ঘাত। ঐ কাল প্রথমতঃ ১২ মাত্রা বা ৪৮ সেকেণ্ড, অতএব দ্বাদশ মাত্রাবচ্ছিন্ন কালই প্রথম উদ্ঘাত।

এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের কালে এক এক উদ্ঘাত হয় এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার পরিদর্শনপূর্ব্বক উহা নিশ্চিত হয় বলিয়া উহাকে সংখ্যা-পরিদর্শন বলে। ফলতঃ ইহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, প্রাণায়ামকালে উহার পরিদর্শন করা আবশ্যক হয় না। তবে কত সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য্য, কিরূপ সংখ্যায় তাহা বৃদ্ধি করিতে হয় ইত্যাদিরূপেও সংখ্যা-পরিদর্শন আবশ্যক হইতে পারে। হঠযোগের মতে দিবসে চতুর্ব্বার আশী সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য্য। ক্রমশঃ বাড়াইয়া আশী সংখ্যায় উপনীত হইতে হয়, সহসা নহে। "শনৈরশীতিপর্য্যন্তং চতুর্ব্বারং সমভ্যসেৎ।" (হঠযোগ প্রঃ)। সাধককে ক্রমে ক্রমে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়াইতে হয়। প্রথম উদ্ঘাতের নাম মৃদু, দ্বিতীয় উদ্ঘাতের নাম মধ্য, তৃতীয় উদ্ঘাতের নাম উত্তম প্রাণায়াম।

এইরূপে অভ্যস্ত হইলে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। দীর্ঘ অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী রেচন অথবা বিধারণ। সূক্ষ্ম অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতা এবং বিধারণের নিরায়াসতা। নাসাগ্রে ধৃত তূলা যাহাতে স্পন্দিত না হয় এরূপ প্রশ্বাস সূক্ষ্মতার সূচক।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। তৎপূর্ব্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব, দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াদ্ উভয়াক্ষেপপূর্ব্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ। ৫১ ॥

৫১। চতুর্থ প্রাণায়াম বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা বাহ্য বিষয় (বাহ্যবৃত্তি) পরিদৃষ্ট হইলে (অভ্যাসপটুতা নিবন্ধন) তাহাকে আক্ষিপ্ত বা অতিক্রমিত করা যায়। সেইরূপ আভ্যন্তর বিষয় অর্থাৎ আভ্যন্তরবৃত্তি (প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে পরে) আক্ষিপ্ত হয়। উভয় প্রকারে এই দুই বৃত্তি অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ উক্তবিধরূপে অভ্যস্ত বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিপূর্ব্বক, ভূমিজয়ক্রমে তদুভয়ের গত্যভাব চতুর্থ প্রাণায়াম। দেশ আদি বিষয় আলোচনা না করিয়া যে সকৃৎপ্রযত্ন-নিবন্ধন গত্যভাব তাহাই তৃতীয় প্রাণায়াম। তাহা দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের বিষয় (দেশাদি) আলোচনপূর্ব্বক অভ্যাসক্রমে ভূমিজয় হইলে যে তদুভয়াক্ষেপপূর্ব্বক অর্থাৎ তদতিক্রমপূর্ব্বক গত্যভাব হয়, তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম, ইহাই বিশেষ।

টীকা। ৫১। (১) বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ছাড়া চতুর্থ এক প্রাণায়াম আছে। তাহাও এক প্রকার স্তম্ভবৃত্তি। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি হইতে তাহার ভেদ আছে। তৃতীয় প্রাণায়াম সকৃৎপ্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একেবারেই সাধিত হয়। কিন্তু বাহ্যবৃত্তিকে ও আভ্যন্তরবৃত্তিকে দেশাদি-পরিদর্শনপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া তদতিক্রমপূর্ব্বক চতুর্থ প্রাণায়াম সাধিত হয়। চিরকাল অভ্যস্ত হইয়া যখন বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তি অতি সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাদিগকে আক্ষেপ বা অতিক্রমপূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয় তাহাই চতুর্থ সু-সূক্ষ্ম স্তম্ভবৃত্তি। এতদ্দ্বারা ভাষ্য বুঝা সুকর হইবে।

এস্থলে প্রাণায়াম অভ্যাসের অন্যতম প্রণালী বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে। প্রথমে আসনে সুস্থির হইয়া বসিবে। পরে বক্ষ স্থির রাখিয়া উদর সঞ্চালনপূর্ব্বক শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। প্রশ্বাস বা রেচক অতি ধীরে (যথাশক্তি) সম্পূর্ণরূপে করিবে। তাহাতে পূরণ কিছু বেগে হইবে কিন্তু উদর মাত্র স্ফীত করিয়াই যেন পূরণ হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

এইরূপ রেচন-পূরণ-কালে হৃৎপ্রদেশে বক্ষের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ আলোকিত বা শুভ্র, ব্যাপী, অনন্তবৎ অবকাশ ভাবনা করিবে। পূর্ব্বে কিছুদিন রেচন-পূরণ না করিয়া কেবল এই ধ্যান অভ্যাস করা আবশ্যক। তাহা আয়ত্ত হইলে তৎসহযোগে রেচন-পূরণ করা বিধেয়; যেন সেই শরীরব্যাপী অবকাশেই রেচক করিতেছ ও তাহাতেই যেন পূরণ করিতেছ। শাস্ত্রে আছে, "রুচিরঃ রেচকশ্চৈব বায়োরাকর্ষণস্তথা।" (অমৃতনাদ উপঃ)। মনকে সেই সঙ্গে শূন্যবৎ করিবে। শাস্ত্রেও আছে, "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ।" (অমৃতবিন্দু উপঃ), অর্থাৎ শূন্যমনে শূন্যবৎ শরীরব্যাপী স্পর্শবোধ অনুভব করিতে থাকিবে। হৃদয়কে সেই শূন্য-বোধের কেন্দ্ররূপে লক্ষ্য রাখিবে। পূরণকালে তথা হইতে সর্ব্বশরীর যেন বোধব্যাপ্ত হইতেছে এইরূপ ভাবনা করিবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে রেচন ও স্বাভাবিক পূরণ মাত্র ধ্যানসহকারে অভ্যাস করিবে। তাহা আয়ত্ত হইলে মধ্যে মধ্যে বাহ্যবৃত্তি অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ প্রশ্বাস করিয়া আর শ্বাস গ্রহণ

করিবে না। সেইরূপ আভ্যন্তর বৃত্তিও অভ্যাস করিবে। তাহাতে পূরিত বায়ু যেন সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া নিশ্চল পূর্ণ কুম্ভের মত হইয়া শরীরের সমস্ত চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিল, এইরূপ বোধ করিবে। বলা বাহুল্য যে, শ্বাসবায়ু ফুস্‌ফুস্ ছাড়া শরীরের অন্যস্থানে যায় না। কিন্তু পূরণ করিয়া ফুসফুস্ পূর্ণ হইলে সর্ব্বশরীরেও সেই পূর্ণ ভাবোধ যেন ব্যাপ্ত হইল, এইরূপ বোধ হয়। সেই বোধই ভাব্য। প্রাণায়ামের পক্ষে শরীরব্যাপী বোধ ভাবনাই সিদ্ধির হেতু, এই সঙ্কেত মনে রাখিতে হইবে। "বায়ুর দ্বারা শরীর পূর্ণ করিবে" ইহার গূঢ় অর্থ ঐরূপ জানিতে হইবে।

প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তি অভ্যাস্য। পরে আয়ত্ত হইলে অবিরলে অভ্যাস করা যাইতে পারে। স্তম্ভবৃত্তি ইহার মধ্যে মধ্যে প্রথমতঃ অভ্যাস করিবে। প্রথমে কয়েক বার স্বাভাবিক রেচন, পূরণ করিয়া একবার স্বাভাবিক অল্প বায়ু থাকা কালে আভ্যন্তরিক প্রযত্নের দ্বারা ফুস্‌ফুসকে সঙ্কোচন করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিবে। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস-জনিত ফুস্‌ফুসে ও সর্ব্বশরীরে সাত্ত্বিক স্বচ্ছন্দতা অর্থাৎ লঘু, সুখময়, বোধ থাকিলে তৎপূর্ব্বক স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস্য। তাহাতে অতিশয় দৃঢ়ভাবে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করিয়া সুখে বহুক্ষণ থাকা যায়। সুখস্পর্শ-সহকারে রুদ্ধ করাতে অর্থাৎ সেই সুখময় বোধ ভাবনাপূর্ব্বক রোধ করাতে, স্তম্ভবৃত্তির মধ্যে সুখস্পর্শযুক্ত শ্বাসরোধপ্রযত্ন অধিকতর সুখকর হয়। পরে অসহ্য হইলে প্রযত্ন শ্লথ করিয়া শ্বাস গ্রহণ অথবা ত্যাগ করিবে। ফুস্‌ফুসে অল্প বায়ু থাকাতে এবং তাহার অধিকাংশ শোষিত হইয়া যাওয়াতে, স্তম্ভবৃত্তির পর পূরণই করিতে হয়, রেচন করিতে হয় না। কিন্তু তখন পূরণ করাও আবশ্যক, কারণ, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় না। অতএব এরূপ অল্প বায়ু ফুস্‌ফুসে রাখিয়া স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিবে, যাহাতে পরে পূরণ করিতে হয়।

প্রথমে একবার স্তম্ভবৃত্তির পর কয়েকবার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে অবিরলে অনেক বার স্তম্ভবৃত্তি করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্তম্ভবৃত্তিতেও পূর্ব্বোক্তরূপে মনকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে (হার্দ্দাকাশেই ভাল) স্থাপিত রাখিতে হইবে। নচেৎ অভ্যাস পণ্ড হইবে (সমাধির পক্ষে)।

বাহ্য বা আভ্যন্তর বৃত্তির অন্যতর অভ্যাস করিলেই ফল লাভ হইতে পারে। উদ্ঘাতের উৎকর্ষের জন্য স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস্য। স্তম্ভবৃত্তিই শেষে চতুর্থ প্রাণায়ামরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধিতে পরিণত হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তিতে রেচন ও বিধারণ এবং পূরণ ও বিধারণ যাহাতে একতান অভগ্নপ্রবাহে হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ পূরণের ও রেচনের প্রযত্ন যেন সূক্ষ্ম হইয়া বিধারণে বিলাইয়া যায়।

নিম্নলিখিত বিষয় প্রাণায়ামীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য —

(১ম) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত আভ্যন্তরিক স্পর্শবোধ অনুভব করিয়া সাত্ত্বিকতা বা সুখ ও লঘুতা প্রকটিত করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামের উৎকর্ষ হয়, নচেৎ হয় না। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল। অতএব যে প্রযত্নে ক্রিয়া সহজ বা স্বাভাবিক তাহার বোধ উদিত রাখিয়া ভাবনা করিলেই সাত্ত্বিকতা বা সুখ প্রকাশ পায়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ফুস্‌ফুস্-গত বোধ ভাবনা করিলে তথায় লঘুতা ও সুখ বোধ হয়, সর্ব্ব শরীরেও সেইরূপ।

(২য়) অধ্যে অধ্যে স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস্য।

(৩য়) ধ্যান ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হয়। এইজন্য কেহ কেহ উন্মাদ হয়। প্রথমে ধ্যানাভ্যাস করিয়া আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে

না পারিলে প্রাণায়াম অভ্যাস না করাই ভাল। আধ্যাত্মিক দেশে কোন মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেও প্রাণায়াম হইতে পারে। যোগের জন্য শূন্যবস্তুরাবই অধিক উপযোগী।

(৪র্থ) আহারাদির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। অধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, মানসিক শ্রম আদি করিলে প্রাণায়ামে অধিক উন্নতির আশা থাকে না। উদর কিছু খালি রাখিয়া লঘু দ্রব্য আহার করাই মিতাহার। হঠযোগের গ্রন্থে মিতাহারের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্বেত-সারযুক্ত দ্রব্য (carbo-hydrate) সেব্য। স্নেহ বা ঘৃত-তৈলাদি (hydro-carbon) অধিক সেব্য নহে।

শেষে যোগীকে একেবারেই স্নেহ বর্জন করিতে হয়, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল প্রাণরোধ করিয়া থাকিতে হইলে উপবাসও করিতে হয় (যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন না হয়)। এইজন্য মহাভারতে আছে (মোক্ষধর্ম। ৩০০ অঃ)—"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত। যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ভীষ্ম উবাচ। কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত। স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম। একারামো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ পক্ষান্মাসানৃতূংশ্চৈতান্ সংবৎসরানহস্তথা। অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর। উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥" অর্থাৎ তণ্ডুলকণা, তিলকল্ক ও দীর্ঘকাল রুক্ষ যবাগূ আহার করিয়া ও স্নেহ পদার্থ বর্জন করিয়া যোগী বললাভ করেন। পক্ষ, মাস, ঋতু বা সংবৎসর যাবৎ দুগ্ধমিশ্র জল পান করিয়া অথবা একমাস একেবারে উপবাস করিয়া যোগী বলপ্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম অবশ্য নিত্ত পরিমাণে স্নেহাদি সেব্য। আহার কমাইতে হইলে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ কমানর বিধি আছে।

প্রাণরোধ করিয়া থাকা মাত্র যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম বা সমাধি নহে। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ প্রাণরোধ করিতে পারে। তাহারাই বুজরুকির প্রোথিত থাকিয়া লোককে বাজী দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। তাহা যোগও নহে, সমাধিও নহে। তজ্জন্য যোগের ফল ঐ সকল ব্যক্তিতে দেখা যায় না।

যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও রুদ্ধ বা একাগ্র করা যায়, তাহাই যোগাঙ্গ প্রাণায়াম। এক একটি প্রাণায়ামগত চিত্তস্থৈর্য্য ধারাবাহিক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই শেষে সমাধি হয়। এই-জন্য বলা হয় দ্বাদশ প্রাণায়ামে এক প্রত্যাহার, দ্বাদশ প্রত্যাহারে এক ধারণা ইত্যাদি। ফলতঃ চিত্তের স্থৈর্য্য ও নির্বিষয়তার উৎকর্ষ না হইলে তাহা যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না, কিন্তু বাজী-বিশেষ মাত্র হয়। প্রাণরোধ মাত্র করিয়া থাকা সমাধির বাহ্য লক্ষণ, কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণ নহে।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম, যত্তদাচক্ষতে, "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্যে নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাদ্ দুর্বলং ভবতি, প্রতি-ক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথা চোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি" ॥ ৫২ ॥

৫২। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ (অজ্ঞানরূপ আবরণ) ক্ষীণ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণায়াম অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানাবরণভূত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (১)। উহা যেরূপ তাহা নিম্ন বাক্যে কথিত হইয়াছে—"মহামোহময় ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবরণ করিয়া তাহাকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে।" যোগীর সেই প্রকাশাবরণভূত সংসারহেতু কর্ম প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে দুর্ব্বল হয়, আর প্রতিক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তথা উক্ত হইয়াছে—"প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই, তাহা হইতে মলসকলের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।"

টীকা। ৫২। (১) প্রাণায়ামের দ্বারা যে প্রকাশাবরণ (বিবেকখ্যাতির আবরণ) ক্ষয় হয়, তাহা অজ্ঞান-স্বরূপ আবরণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্মরূপ আবরণ। কর্মই অজ্ঞানের জীবনবৃত্তি। অতএব কর্মক্ষয়ে অজ্ঞানও ক্ষীণ হয়। প্রাণায়াম শরীরেন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্য; তাহার সংস্কারের দ্বারা সাধারণ ক্লিষ্ট কর্মের সংস্কার ক্ষীণ হয়। যেমন ক্রোধের সংস্কার অক্রোধের সংস্কারের দ্বারা ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ। 'আমি শরীর', 'আমি ইন্দ্রিয়বান্' ইত্যাদি অবিদ্যাদিরূপ অজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম ও কর্মের সংস্কার যে প্রাণায়ামের দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে তাহা স্পষ্ট। কেহ কেহ শঙ্কা করেন, অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হয়, প্রাণায়ামরূপ কর্মের দ্বারা কিরূপে তাহার নাশ হইবে? তাহাতে বক্তব্য যে, এস্থলেও জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার যে জ্ঞান হয়, তাহাই অজ্ঞানকে নষ্ট করে। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শরীরেন্দ্রিয় হইতে আমিত্বকে বিযুক্ত করিবার ক্রিয়া। অতএব সেই ক্রিয়ার জ্ঞান (সব ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি' এইরূপ বিদ্যা।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ॥ ৫৩॥

প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। "প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ॥ ৫৩॥

৫৩। ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

ধারণাসকলেও মনের যোগ্যতা হয়। (১) সূ

প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে হয়। "অথবা প্রাণের প্রচ্ছর্দনবিধারণ-দ্বারা স্থিতি সাধিত হয়" এই সূত্র হইতে (ইহা জানা যায়)।

টীকা। ৫৩। (১) ধারণা আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধন। প্রাণায়ামে নিরন্তর আধ্যাত্মিক দেশ ভাবনা (অনুভব) করিতে হয়। তাহা করিতে করিতে যে চিত্তকে তথায় বদ্ধ করিবার যোগ্যতা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। "প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" এই সূত্রে (১।৩৪) প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয় বলা হইয়াছে। স্থিতি অর্থেই ধারণা অর্থাৎ অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করা।

ভাষ্যম্। অথ কঃ প্রত্যাহারঃ—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি, চিত্তনিরোধে চিত্তবদ্ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে। যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীতি, এষ প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যাহার কি ?—

৫৪। স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার ॥ সূ

স্ববিষয়ের সহিত সম্প্রয়োগাভাবে (সংযোগাভাবে) চিত্তস্বরূপানুকারের ন্যায় অর্থাৎ চিত্তনিরোধে চিত্তের ন্যায় (সেই সঙ্গে) ইন্দ্রিয়গণেরও নিরুদ্ধ হওয়া, তাহাতে অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ের ন্যায় আর উপায়ান্তরের অপেক্ষা করে না (১)। যেমন উড্ডীয়মান মধুকর-রাজের পশ্চাতে মক্ষিকারা উড্ডীন হয়, আর নিবিশমানের পশ্চাতে নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধ হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

টীকা। ৫৪। (১) অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ে বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হয় অথবা মনকে প্রবোধ দিতে হয় বা অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যাহারে তাহা করিতে হয় না। কারণ, তাহাতে চিত্তের ইচ্ছাই প্রধান হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্তকে যে দিকে রাখা যায়, ইন্দ্রিয়গণও সেই দিকে যায়। চিত্তকে আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ করিলে ইন্দ্রিয়গণ তখন বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না। সেইরূপ বাহ্য শব্দাদি কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করিলে সেই বিষয়েরই মাত্র ব্যাপার হয়; অন্য বিষয়ের ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়গণ বিরত থাকে।

প্রত্যাহার-সাধনের জন্য প্রধান উপায় (ক) বাহ্য বিষয় লক্ষ্য না করা ও (খ) মানস ভাব লইয়া থাকা। অবহিত হইয়া চক্ষুরাদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার অভ্যাস না ছাড়িলে প্রত্যাহার হয় না। যাহারা বাহ্য বিষয়ে সম্যক্ লক্ষ্য করিতে স্বভাবতঃ পারে না, তাহাদের প্রত্যাহার সুকর হয়। উন্মাদেরও এক প্রকার প্রত্যাহার আছে। হিষ্টেরিক (Hysteric)দেরও এক প্রকার প্রত্যাহার হয়। যাহারা আবিষ্ট অনুজ্ঞার (hypnotic suggestion) বশ, তাহাদেরও উত্তমরূপে প্রত্যাহার হয়। লবণকে চিনি বলিয়া খাইতে দিলে তাহারা চিনিরই স্বাদ পায়।

এই সব প্রত্যাহার হইতে যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিশেষ আছে। যোগাঙ্গ প্রত্যাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন আমি উহা জানিব না, তখন অমনি সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি রুদ্ধ হয়। প্রাণায়াম এরূপ রোধের সহায়। অধিকক্ষণ প্রাণায়াম করিলে ইন্দ্রিয়সকলে নিরোধের ভাব প্রাকৃত হইতে থাকে। তৎপূর্ব্বক প্রত্যাহার সুকর হয়। তবে অন্য উপায়ের (ভাবনার) দ্বারাও উহা হয়। যম-নিয়মাদির অভ্যাসপূর্ব্বক প্রত্যাহার হইলেই তাহা শ্রেয়স্কর হয় নচেৎ দুষ্টচেতা ব্যক্তির দুষ্পথে চালিত প্রত্যাহার অধিকতর দোষের হেতু হয়।

চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিয়ের নিরোধসাধনরূপ প্রত্যাহারই যোগীদের উপাদেয়। যখন মধুমক্ষিকাদের এক ঝাঁক নূতন এক চক্রনির্মাণের জন্য পূর্ব্ব চক্র ত্যাগ করে, তখন তাহাদের এক রাজ্ঞী (মধুমক্ষিকারা প্রায় স্ত্রীব, তাহাদের চক্রে একটি বা কদাচিৎ দুটি স্ত্রী থাকে।

তাহারা আকারে বৃহৎ, সমস্ত মক্ষিকা তাহার সেবাতে তৎপর) আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই বৃহৎ মক্ষিকা যথায় বসে, অপরেরাও তথায় বসে, সে উড়িলে অপরেরাও উড়ে। ভাষ্যকার এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। হিমবান্ প্রদেশে মক্ষিকা-পালন আছে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্যম্। শব্দাদিষ্বব্যসনম্ ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনং ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তির্ন্যায্যা। শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। "চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি" জৈগীষব্যঃ। ততশ্চ পরমা ত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ প্রযত্নকৃতমুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সাধনপাদো দ্বিতীয়ঃ।

৫৫। তাহা (প্রত্যাহার) হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—কেহ কেহ বলেন—শব্দাদিতে অব্যসনই ইন্দ্রিয়জয়। ব্যসন অর্থে আসক্তি বা রাগ, যাহা পুরুষকে শ্রেয় হইতে ব্যস্ত করে অর্থাৎ দূরে ফেলে (তাহাই ব্যসন)। অপর কেহ কেহ বলেন—"শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ শব্দাদি (বিষয়) সেবনই ন্যায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়।" অন্যেরা বলেন—"স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ পরতন্ত্র না হইয়া যে শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়," অর্থাৎ ভোগপরতন্ত্র না হইয়া যে ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। "রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্য যে শব্দাদি-জ্ঞান তাহাই ইন্দ্রিয়জয়" ইহাও কেহ কেহ বলেন। জৈগীষব্য বলেন—"চিত্তৈকাগ্র্য হইলে যে (ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে) অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষয়সংযোগরাহিত্য তাহাই ইন্দ্রিয়জয়।" সেইহেতু ইহাই (জৈগীষব্যোক্ত) যোগীর পরমা ইন্দ্রিয়বশ্যতা, যাহাতে চিত্তনিরোধ হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে যোগিগণকে অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ের মত প্রযত্নকৃত উপায়ান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না (১)।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সাধনপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫৫। (১) ভাষ্যকার যে সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শেষটি ছাড়া সবগুলিই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লোলতা এবং পরমার্থের অনুপায়। 'অনাসক্তভাবে' পাপবিষয় ভোগ করিলে অনাসক্তভাবেই নিরয়ে যাইতে হইবে। অগ্নিদাহ যে বুঝিয়াছে সে আর কোন কারণেই অগ্নিতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না, অনাসক্তভাবেও করে না, আসক্ত-ভাবেও করে না, স্বতন্ত্রভাবেও না, পরতন্ত্রভাবেও না। অতএব পরমার্থ-বিষয়ের অজ্ঞানই বিষয়ের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্প্রয়োগের কারণ। সেইজন্য ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ই সদোষ।

মহাযোগী জৈগীষব্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যোগীদের উপাদেয়। ইচ্ছামাত্রেই চিত্তরোধপূর্ব্বক যদি ইন্দ্রিয়রোধ হয়, তবে তদপেক্ষা উত্তম ইন্দ্রিয়জয় আর হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহারজনিত যে ইন্দ্রিয়জয় তাহাই সর্ব্বোত্তম।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

বিভূতিপাদঃ

ভাষ্যম্। উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গাণি সাধনানি, ধারণা বক্তব্যা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পঞ্চ বহিরঙ্গ-সাধনসকল উক্ত হইয়াছে, (অধুনা) ধারণা বক্তব্য—

১। চিত্তকে কোনও দেশে বদ্ধ বা সংস্থিত রাখাই ধারণা ॥ সূ

নাভিচক্র, হৃদয়পুণ্ডরীক, মূর্দ্ধজ্যোতি, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি দেশেতে (বদ্ধ হওয়া), অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তিমাত্রের দ্বারা বন্ধ, তাহাই ধারণা (১)।

টীকা। ১। (১) আধ্যাত্মিক দেশে অনুভবের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়; বাহ্য দেশে ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বহিঃস্থ শব্দাদি বা মূর্ত্ত্যাদি বাহ্য দেশ। যে চিত্তবন্ধে কেবল সেই দেশেরই (যাহাতে চিত্ত বদ্ধ করা হইয়াছে তাহারই) জ্ঞান হইতে থাকে, আর যখন প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়েরা স্ববিষয় গ্রহণ করে না, তখন তাদৃশ প্রত্যাহার-মূলক ধারণাই সমাধির অঙ্গভূত ধারণা।

প্রাণায়ামাদিতেও ধারণা অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তাহা মুখ্য ধারণা নহে, ইহা বিবেচ্য। প্রাণায়ামাদিতে যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাকে সাধারণতঃ 'ধ্যান-ধারণা' বলিলেও, বস্তুতঃ তাহাকে ভাবনা বলা উচিত। সেই ভাবনার উন্নতি হইয়া ধারণা ও ধ্যান হয়।

প্রাচীনকালে হৃদয়পুণ্ডরীকই ধারণার প্রধান স্থান ছিল। তথা হইতে উর্দ্ধগত যে সৌষুম্ন জ্যোতি আছে তাহাও ধারণার বিষয় ছিল। পরে ষট্চক্র বা দ্বাদশচক্র ধারণার প্রচলন হইয়াছিল। ষট্চক্র প্রসিদ্ধ আছে। শিবযোগমার্গে দ্বাদশ প্রকার ধারণার বিষয় কথিত হয়। তাহা যথা—১। মূলাধার; ২। স্বাধিষ্ঠান; ৩। নাভিচক্র, ৪। হৃচ্চক্র, ৫। কণ্ঠচক্র; ৬। তালুমধ্য বা আলজিহ্বের মূল (এখানে শূন্যরূপ দশম দ্বার ধ্যেয়), ৭। ভ্রূচক্র (এখানে দীপশিখারূপ জ্ঞানালোক ধ্যেয়), ৮। নির্ব্বাণ চক্র (ইহা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত), ৯। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে অষ্টদল পদ্ম (এখানে ত্রিকূট নামক তিনিধের মধ্যে আকাশশীর্ষ সহ শূন্যাস্থিত উর্দ্ধশক্তি ধ্যেয়), ১০। সমষ্টিকার্য্য (অহঙ্কার), ১১। কারণ (মহত্তত্ত্ব বা অক্ষর), ১২। নিষ্কল (গ্রহীতৃপুরুষ)।

ইহার মধ্যে ১—৫ গ্রাহ্য, ৬—১১ গ্রহণ, এবং ১২ গ্রহীতা। কালক্রমে সাংখ্যযোগ পরিণত হইয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সমাহিত হইলে তবে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। অবশ্য তাহা সম্যক্ তত্ত্বদৃষ্টি-সাপেক্ষ। নিষ্কলপুরুষ (গ্রহীতৃপুরুষ) অধিগত হইলে পর তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার নিরোধ হইলে তবে কৈবল্য। অবশ্য পরবৈরাগ্যপূর্ব্বক নিরোধ চাই।

ধারণা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা ও বৈষয়িক ধারণা। জ্ঞানযোগী সাংখ্যদেরই তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা। তাহাতে প্রথমে বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ে অভিহননকারী একরূপ

ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অভিমানাত্মক, অভিমান অস্মিতে প্রতিষ্ঠিত, অস্মি বা বুদ্ধি পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবিদিত এইরূপ ধারণা করিয়া তত্ত্ব-স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ করার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতেও অন্যান্য ধারণার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক দেশের সাহায্য লইতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য আলম্বন। (এ বিষয় 'জ্ঞানযোগ' ও 'স্তোত্রসংগ্রহ'স্থ তত্ত্ব-নিদিধ্যাসন-প্রণালীতে দ্রষ্টব্য)।

বৈষয়িক ধারণার মধ্যে শব্দের ধারণা ও জ্যোতির্ধারণা প্রধান। ইহাদের মধ্যে হার্দ-জ্যোতিকে আলম্বন করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের ধারণা (জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি) প্রধান। শব্দ-ধারণার মধ্যে অনাহত নাদের ধারণা প্রধান। উহা নিঃশব্দ স্থানে (গিরি-গুহাদিতে) সাধন করিতে হয়। নিঃশব্দ স্থানে চিত্ত স্থির করিলে, বিশেষতঃ কিছু প্রাণায়াম করিলে, নানাপ্রকার অভ্যন্তরস্থ নাদ (প্রায়শঃ প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চিঁ-নাদ, শঙ্খ-নাদ, ঘণ্টা-নাদ, করতাল-নাদ, মেঘ-নাদ প্রভৃতিই অনাহত নাদ। অভ্যাস হইলে উহারা সর্ব্বশরীরে, হৃদয়ে, সুষুম্নার ভিতরে ও মস্তকে শ্রুত হয়। ঐরূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়ার ধারা সুতরাং শব্দে চিত্ত স্থির হইলে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয়। তাহাই বিন্দু। শব্দের বিস্তারহীন মানসিক ভাবমাত্রই বিন্দু। সুতরাং তদ্দ্বারা মনে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে এই মার্গের দ্বারা উচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে—"নাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন যখন বিলীন হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ" (ঘেরণ্ড সংহিতা)।

মার্গ-ধারণাও অন্যতর জ্যোতির্ধারণা, কারণ, জ্যোতির দ্বারাই প্রকাশমার্গ চিন্তা করিতে হয় এবং উহার শাস্ত্রোক্ত নামও অর্চিরাদি-মার্গ। উহা দ্বিবিধ—একটি পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-মার্গ ও অন্যটি উপনিষদুক্ত শিরোযোগমার্গ। প্রাণীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে এক এক লোকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেহাভিমানাদির ত্যাগ হয়। যে যে পরিমাণে দেহাদির অভিমান-ত্যাগ হয় তদনুসারে উচ্চ উচ্চ লোকে গতি হয়। সুতরাং নিবৃত্তিমার্গের এক একটি অবস্থার সহিত এক একটি লোক সম্বদ্ধ।

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-মার্গই ষট্চক্রমার্গ। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা (ভ্রূমধ্যস্থ) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ ও ঊর্ধ্বস্থ সুষুম্নায় গ্রথিত এই ছয় চক্রই উক্ত মার্গ। ইহাতে কুণ্ডলিনীনাম্নী ঊর্ধ্বগামিনী জ্যোতির্ময়ী ধারা ধারণা করিয়া এক এক চক্রে উঠিতে হয়। নিম্নস্থ প্রত্যেক চক্রে পার্থিব আপ্য প্রভৃতি অভিমান বা দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান ত্যাগ করিয়া বিমল আজ্ঞাচক্রে বা মনঃস্থানে উপনীত হইতে হয়। এই এক একটি চক্রের সহিত ভূঃ, ভুবঃ আদি এক একটি লোকের সম্বন্ধ। সহস্রারে বা মস্তকস্থ সপ্তম চক্রে সত্যলোক বা ব্রহ্ম-লোক। তথায় উপনীত হইয়া পরে জ্ঞানের প্রসাদ লাভপূর্ব্বক ও সর্ব্বধারণাপূর্ব্বক পুরুষতত্ত্ব অধিগত হইলে তবেই লোকাতীত পরমপদ-লাভ হয়। (প্রাণতত্ত্ব § ১১ দ্রষ্টব্য)।

মেরুস্থ নাড়ীচক্রে ধারণার বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে দ্রষ্টব্য, সুষুম্না নাড়ী কি? এ বিষয়ে চারি প্রকার মতভেদ আছে। শ্রুতিতে আছে—হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বগত নাড়ীবিশেষই সুষুম্না। তন্ত্রশাস্ত্রে "ষট্চক্রনিরূপণ" গ্রন্থে তিন প্রকার মত আছে। কোন মতে মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশের মধ্যে সুষুম্না ও বাহ্য দুই পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা। "মেরো-র্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে, মধ্যে নাড়ী সুষুম্না।" আবার অন্য তন্ত্রে আছে—"মেরোর্বামে স্থিতা নাড়ী ইড়া চন্দ্রান্বিতা শিবে। দক্ষিণে সূর্য্যসংযুক্তা পিঙ্গলা নাম নামতঃ॥ তন্মধ্যে তু তয়োর্মধ্যে সুষুম্না বহ্নিসংযুতা॥" ইহাতে তিন নাড়ীকেই মেরুর

বাহিরে বলা হইল। আবার, মতান্তরে মেরুদণ্ড মধ্যেই ঐ তিন নাড়ী আছে বলা হয়। "মেরো-র্মধ্যপৃষ্ঠসংস্থিতাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্তিতাঃ।" (নিগমতত্ত্বসার)। সুতরাং শরীর ছেদ করিয়া ঐ ঐ নাড়ী দেখিতে গেলে পাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ মস্তিষ্ক বা সহস্রার হইতে যে সব স্নায়ু মেরু-মধ্য দিয়া ও বাহ্য দিয়া গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, যদ্দ্বারা বোধ ও চেষ্টা হয়, তাহারা সব সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা। কুণ্ডলিনী শক্তি বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। কুণ্ডলী, কুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলিনী, নাগিনী, ভুজগাঙ্গনা, বালবিধবা, তপস্বিনী ইত্যাদি আদর করিয়া ও ছন্দের অনুরোধে কুণ্ডলিনী অনেক নামে আখ্যাত হয়।

প্রথমে কুণ্ডলী সম্বন্ধে ষট্‌চক্র-নিরূপণ-আদি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা হইতেছে, তাহাতে উহার স্বরূপ বুঝা যাইবে। "চিত্রিণীশূন্যবিবরে...ভুজঙ্গী নিবসতি (স্তি) চ।" চিত্রিণী বা সুষুম্নার অন্তর্ভূত নাড়ীর ছিদ্রে কুণ্ডলী বিহার করে। "কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং..শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে, সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি।" কুণ্ডলী মধুরভাবে শব্দ করে (নাদরূপে, শব্দের মূলরূপে), আর তাহা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবর্ত্তিত করিয়া জগতের জীবকে (প্রাণকে) ধারণ করায় ও তাহা মূলাধার পদ্মের কুহরে প্রকাশিত হয়। "ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং..বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধবাহিনীম্।" বিশ্বাতীত বা অবাধ্য জ্ঞানরূপ ঊর্দ্ধবাহিনী কুণ্ডলী দেবীকে ধ্যান করিবে। "কলা কুণ্ডলিনী সৈব নাদশক্তিঃ শিবোদিতা।" সেই কুণ্ডলিনীরূপ কলাকে নাদশক্তি বলিয়া জানিবে। "শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্‌ বিন্দুঃ পরমকুণ্ডলী।" সাক্ষাৎ শূন্যরূপ যে শিব তাহা পরম কুণ্ডলী। "বৃত্তঃ কুণ্ডলিনীশক্তি র্গুণত্রয়সমন্বিতঃ। শূন্যভাগঃ মহেশানি শিবশক্ত্যাত্মকং প্রিয়ে॥" ত্রিগুণসমন্বিত কুণ্ডলীশক্তিরূপ যে বৃত্ত বা বিন্দু আছে তাহা শূন্য ও শিবশক্ত্যাত্মক। এই শেষের দুই বাক্যে পরমকুণ্ডলীর কথা বলা হইয়াছে। কুণ্ডলীশক্তি নাম হইয়াছে—উহা সুপ্তা থাকিলে সর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে বলিয়া। সুপ্তা কুণ্ডলী মূলাধারে সাড়ে তিন পাক ('সার্দ্ধত্রিবলয়েনাবেষ্টা') কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। তাহাকে জাগরিত করিয়া সহস্রারে লইয়া বিন্দুরূপ শিবে যোগ করাই কুণ্ডলী-যোগ।

অতএব সুষুম্নাদি নাড়ী যেমন মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ ও বাহ্যস্থ স্নায়ুস্রোত (যাহা মস্তিষ্ক হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত) হইল, কুণ্ডলী সেইরূপ তন্মধ্যস্থ বোধ ও চেষ্টাকারী শক্তি হইল। সাধারণ অবস্থায় উহা সুপ্তা বা দেহকার্য্যকরণে ব্যাপৃত আছে। এই যোগের উদ্দেশ্য—উহাকে মস্তিষ্কে লইয়া যাওয়া। তাহা ধারণার ও প্রাণায়ামের দ্বারা সাধিত হয়। উহা সাধন করার দুই প্রধান উপায় আছে। এক হঠযোগের দ্বারা ও অন্য, লয়-যোগের দ্বারা। ধারণা নানাবিধ রূপের দ্বারা (যেমন দেবী, বিদ্যুৎ আদি বর্ণ, প্রভৃতির দ্বারা) এবং নাদের দ্বারা করিতে হয়। হঠ-প্রণালীতে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা পেশী ও স্নায়ু সঙ্কোচন করিয়া কুণ্ডলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়।

লয়-যোগে প্রধানতঃ নাদধারণা করিয়া উহা করিতে হয়। নাদ দ্বিবিধ—আহত ও অনাহত। এই দুই নাদই কুণ্ডলী-শক্তির দ্বারা হয়। বাক্যরূপ আহত নাদ চারি প্রকার—পরা, পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী। বাক্যোচ্চারণে প্রথমে মূলাধারে বা গুহ্যদেশে পরা-নামক সূক্ষ্ম চেষ্টা হয়—(শ্বাস ও প্রশ্বাসে গুহ্যদেশ স্বভাবতঃ কুঞ্চিত হয়, সুতরাং এই পরা অবস্থা যাহা শব্দোচ্চারণের মূল ক্রিয়া, তাহা কাল্পনিক নহে)। তৎপরে স্বাধিষ্ঠানে (উদর-সংকোচনরূপ) পশ্যন্তীরূপ ক্রিয়া হয়। পরে অনাহতে বা বক্ষঃস্থলে (ফুসফুস সংকোচন-রূপ) যে ক্রিয়া হয়, তাহা মধ্যমা। পরে কণ্ঠতালু আদিতে যে ক্রিয়া হয়, তাহার ফল বৈখরী

বা প্রাক্য বাক্য। ইহা সবই কুণ্ডলীর কার্য্য। "স্বাত্মেচ্ছা-শক্তিঘাতেন প্রাণবায়ুস্বরূপতঃ। মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদ উত্তমঃ॥ স এব চোর্দ্ধ্বতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠানবিজৃম্ভিতঃ। পশ্যন্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি তথৈবোর্দ্ধ্বং শনৈঃ শনৈঃ॥ অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্বসমেতো মধ্যমো ভিধঃ। তথা তয়োর্দ্ধ্বগতো বিশুদ্ধৌ কণ্ঠদেশতঃ॥ বৈখর্য্যাখ্যস্ততঃ কণ্ঠশীর্ষতাল্বোষ্ঠদন্তগঃ॥" এইরূপে বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে 'হুম্' শব্দের দ্বারা প্রথমে কুণ্ডলীকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। "হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসশীলঃ সুশীলঃ।" অনাহত নাদ উঠিলে তদ্দ্বারা উহা সাধন করিতে হয়। ইহার সাধনসঙ্কেত এইরূপ—পৃষ্ঠদেশের ভিতরে নিম্ন হইতে উপরে এক ধারা উঠিতেছে—প্রযত্নবিশেষের দ্বারা এইরূপ অনুভূতি করিতে হয়। তাহা 'হুম্ হুম্' বা অন্যরূপ নাদের সহিত অনুভূত হয়।

অনাহত নাদ দ্বিবিধ—এক, কর্ণে (বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে) যাহা শুনা যায় এবং অন্য, যাহা সর্ব্বশরীরে ঊর্দ্ধ্বগ ধারারূপে অনুভূত হয়। এই শেষোক্ত অনাহতের দ্বারাই কুণ্ডলীকে ক্রমশঃ দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা মস্তকে তুলিতে হয় এবং উহা তথায় বিন্দুরূপে পরিণত হয়। "নাদ এব ঘনীভূতঃ কচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্" অর্থাৎ নাদই ঘনীভূত (নাদমধ্যে সম্যক্ সমাহিত) হইয়া বিন্দুতা প্রাপ্ত হয় (সূক্ষ্মরূপ সূক্ষ্ম হইয়া)। বিন্দু—"কেশাগ্রকোটিভাগৈক-ভাগরূপ-সূক্ষ্মতেজোংশঃ" অর্থাৎ কেশাগ্রের কোটিভাগের একভাগরূপ সূক্ষ্ম তেজ বা জ্ঞানরূপ অংশই বিন্দু। ফলতঃ ইহাই শব্দ তন্মাত্র (গাঢ় দেশব্যাপ্তিহীন)। "যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র স্থিরীভূয় তেন সার্দ্ধং বিলীয়তে॥ বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে।" নাদকে শক্তি এবং বিন্দুকে শিব বলিয়া তান্ত্রিকেরা নাদের বিন্দুপ্রাপ্তিকে শিবশক্তির যোগ বলেন।

শিবের উপর আবার পরশিবও তন্ত্রমতে স্বীকৃত আছে। তাহা সাংখ্যের পুরুষতত্ত্বের তুল্য। কিন্তু সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান অভাবে এই সব বিষয় একরূপ তলাইয়া গিয়াছে যে, এখন আর তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে লোকের তত সম্ভব নহে। তত্ত্বজ্ঞানহীন অনেক [illegible] মত হইয়া গিয়াছে। যিনি যেরূপ অনুভূতি করিয়াছেন তিনি সেইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, সিদ্ধের নিকট হইতে সাধন বিষয় শিক্ষা করিলে কার্য্যকর হইতে পারে, নচেৎ একরূপ গোল-মেলে কথা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে তাহা পড়িয়া কাহারও কিছু প্রকৃত কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বলাও হয় যে গুরুমুখেই শিক্ষা করিতে হয়, কোটি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কিছু হয় না।

শিবযোগমার্গে দেহস্থ চক্রসকলকে একেবারে অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বের লিখিত দেহব্যাপী কল্পিত চক্র ও অধিষ্ঠানকে অতিক্রম করিয়া সত্যালোকে উপনীত হওয়ার ভাবনা করিতে হয়। শ্রুতিতে যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীকে মোক্ষ বলিয়া উপদেশ আছে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ধারা অবলম্বন করিয়া, ইহার দ্বারাও ঊর্দ্ধ্বে উত্থান ধারণা করিতে হয়। হিন্দুদের কবীরপন্থীদের কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চর্চা আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধদের দশ কৃৎস্ন ভাবনা আর ধারণা পদ্ধতি অনেক প্রকার ধারণা আছে। কৃৎস্ন বা ধ্যানসাধক উপায় দশ প্রকার (মতান্তরে আট প্রকার) যথা—পৃথিবী আপো তেজো বায়ো, নীল পীত লোহিত, অবদাত (শ্বেত), আকাশ ও আলোক। অত্র একদেশদর্শী লোক উহার অন্যতর মার্গকে একমাত্র মোক্ষমার্গ মনে করিয়া বিবাদ বিসংবাদ করে। অবশ্য শুধু ধারণার দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানসহায়ের দ্বারা ধারণায় স্থিতিলাভ করিয়া ধ্যান ও সমাধি করিতে পারিলেই তবে যে-কোন মার্গে সম্যক্ ফললাভ হয়।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

২। তাহাতে (ধারণাতে) প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতা ধ্যান ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই (পূর্বসূত্রের ভাষ্যোক্ত) দেশে, ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে একরূপ প্রবাহ, তাহাই ধ্যান (১)।

টীকা। ২। (১) ধারণাতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি কেবল অভীষ্ট দেশে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেই দেশমধ্যেই প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি (সেই ধ্যেয়দেশ-বিষয়কজ্ঞান) খণ্ডখণ্ডরূপে ধারাবাহিকক্রমে চলিতে থাকে। অভ্যাসবলে যখন তাহা একতান বা অখণ্ডধারার মত হয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলা যায়। ইহা যোগের পারিভাষিক ধ্যান। ধ্যেয় বিষয়ের সহিত এই ধ্যানলক্ষণের সম্বন্ধ নাই। ইহা চিত্তস্থৈর্যের অবস্থা-বিশেষ। যে-কোন ধ্যেয় বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পারে। ধ্যানশক্তি জন্মাইলে সাধক যে-কোন বিষয় লইয়া ধ্যান করিতে পারেন। ধারণার প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় এবং ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলের বা মধুর ধারার মত একতান। একতানতার তাহাই অর্থ। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

৩। ধ্যেয়বিষয়মাত্র-নির্ভাস, স্বরূপশূন্যের ন্যায় ধ্যানই সমাধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধ্যেয়াকারনির্ভাস ধ্যানই যখন ধ্যেয়স্বভাবাবেশ হইতে নিজের জ্ঞানাত্মকস্বভাবশূন্যের ন্যায় হয়, তখন (তাহাকে) সমাধি বলা যায় (১)।

টীকা। ৩। (১) ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। সমাধি চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থা। তদপেক্ষা অধিক আর চিত্তস্থৈর্য হইতে পারে না। ইহা অবশ্য সমস্ত সবীজ সমাধিকে লক্ষিত করিবে। অর্থশূন্য নির্বীজ সমাধি ইহার দ্বারা লক্ষিত হয় নাই।

ধ্যান যখন অর্থমাত্র-নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। তখন ধ্যেয় বিষয়ের স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যয়-স্বরূপের খ্যাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি, ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ পশ্চাতে ধ্যেয়-স্বরূপে অভিভূত হইয়া যায়। আত্মহারার ন্যায় ধ্যানই সমাধি। সাধা কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহারা হইয়া যাওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়েরই সত্তারই উপলব্ধি হইতে থাকে এবং আত্মসত্তাকে ভুলিয়া যাওয়া যায়, যখন ধ্যেয় হইতে নিজের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না, ধ্যেয় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তস্থৈর্যকেই সমাধি বলা যায়।

সমাধির লক্ষণ উত্তমরূপে বুঝিয়া মনে রাখা আবশ্যক, নচেৎ যোগের কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সমাধি সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা, আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।" (বৃহ॰ উপ॰)। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠ)। সমাধির দ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং সমাধি ব্যতীত যে তাহা হয় না, এই শ্রুতির দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। সমাধি-ব্যতীত যে আত্মসাক্ষাৎকার বা পরমার্থ সিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্ব্বেও ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, সমাধি আত্মহারা হইয়া বা নিজেকে ভুলিয়া ধ্যান, অতএব আমিত্ব বা অস্মিতার ধ্যানেতে সমাধি হইতে পারে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য, 'আমি জানিছি,' 'আমি জানিছি' এরূপ বৃত্তি যখন থাকে তখন একতান প্রত্যয় বা সমাধি হয় না, কিন্তু সদৃশ বৃত্তিরূপ ধারণা হয়। একতানতা হইলে, 'জানিছি' - - ' এইরূপ জানার ধারা মাত্র থাকে। সুতরাং ঐরূপ জানার একতানতাতে (যাহাতে আমিত্ব অনুগত) সমাধি হইতে পারে। উহাতে আমা-বোধ নির্ভাস হয়, পরে তাহার বলিলে, 'আমি আমাকে জানিছিলাম' এরূপ বাক্যে উহা বলিতে হইবে। নিজেকে যতক্ষণ স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়, ততক্ষণ স্বরূপশূন্যের মত একতান প্রত্যয় হয় না। স্মৃতির উপস্থান সিদ্ধ (সহজ) হইলে একতান আত্মস্মৃতিরূপ ধ্যান স্বরূপশূন্যের মত (সম্পূর্ণ স্বরূপশূন্য নহে) হয়।

ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটি একত্র সংযম—

৪। (এই) তিনটি এক বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সংযম বলে ॥ সূ

একবিষয়ক তিন সাধনকে সংযম বলা যায়। এই তিনের শাস্ত্রীয় পরিভাষা সংযম (১)।

টীকা। ৪। (১) সমাধি বলিলেই ধারণা ও ধ্যান উহ্য থাকে, সুতরাং সমাধিকে সংযম বলিলেই হয়, ধারণা ও ধ্যানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই—

সংযম ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের ও বশের উপায়রূপে কথিত হয়। তাহাতে একমাত্র বিষয় অথবা ধ্যেয় বিষয়ের একবিন্দু মাত্র লইয়া সমাহিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না কিন্তু নানা দিকে ধ্যেয় বিষয়ের নানা ভাব ধারণা করিতে হয় ও তৎপরে সমাহিত হইতে হয়। এক সংযমে অনেকবার ধারণা-ধ্যান-সমাধি করিতে পারে বলিয়া ঐ তিন সাধনই সংযমনামে পরি-ভাষিত হইয়াছে। এইজন্য ভাষ্যকার ৩।১৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "তেন (সংযমেন) পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণম্" ইত্যাদি। সাক্ষাৎক্রিয়মাণ অর্থে পুনঃ পুনঃ ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ করিয়া সাক্ষাৎ করা।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি ॥ ৫ ॥

৫। সংযমজয়ে প্রজ্ঞালোক হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই সংযমের জয়ে সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক (১) হয়। যেমন যেমন সংযম স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়, তেমন তেমন সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী (নির্মল) হয়।

টীকা। ৫। (১) নিম্নোচ্চ-ভূমিক্রমে সংযম প্রয়োগ করিলে সমাধি-প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন সূক্ষ্মতর বিষয়ে সংযম করা যায়, তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা নির্মলা হইতে থাকে। তত্ত্ব-বিষয়ক সমাধিপ্রজ্ঞার কথা পূর্বে (প্রথম পাদে) উক্ত হইয়াছে। এই পাদে সংযম-প্রয়োগ-দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের যেরূপে জ্ঞান হয় এবং যেরূপে অব্যাহত শক্তিলাভ হয়, তাহা প্রধানতঃ কথিত হইবে।

সমাধির দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান এবং শক্তিলাভ হয়। জ্ঞানশক্তিকে যদি কেবলমাত্র একই বিষয়ে নিবেশিত করা যায়, অন্য বিষয়ের জ্ঞান যদি তখন সম্যক্ না থাকে, তবে সেই বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তাহা নিশ্চয়। ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে বিচরণপূর্বক জ্ঞান-শক্তি প্রসারিত হয় বলিয়াই কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সমাধিতে জ্ঞান-শক্তির সহিত বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হয়। কারণ, সমাধিতে জ্ঞানশক্তি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয় না (সমাধি-লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান ও জ্ঞেয় অপৃথক্ প্রতীত হওয়াই অত্যন্ত সন্নিকর্ষ। সমাধির দ্বারা কিরূপে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি হয়, তাহা 'তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে' দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞালোক অর্থে সম্প্রজ্ঞাতরূপ প্রজ্ঞার আলোক, ভুবন-জ্ঞানাদি নহে। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য-বিষয়ক যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা বা সমাপত্তি, যাহা কৈবল্যের সোপান, প্রজ্ঞালোক নামে মুখ্যতঃ তাহাই উক্ত হইয়াছে। কৈবল্যের অন্তরায়-স্বরূপ অন্য সূক্ষ্মব্যবহিতাদি জ্ঞান প্রজ্ঞা নামে সংজ্ঞিত হয় না।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ, ন হ্যজিতাধরভূমিরনন্তর-ভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ। ঈশ্বর-প্রসাদাৎ (ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ) জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবো-পাধ্যায়ঃ, কথম্, এবমুক্তম্ "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি ॥ ৬ ॥

৬। (উত্তরোত্তর) ভূমিসকলে তাহার (সংযমের) বিনিয়োগ (কার্য্য) ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার = সংযমের। জিত-ভূমির যে পরভূমি তাহাতে বিনিয়োগ কার্য্য (১)। যিনি নিম্ন ভূমি জয় করেন নাই তিনি পরবর্তী ভূমিসকল লঙ্ঘন করিয়া (একেবারে)

প্রান্ত ভূমিসকলে সংযমলাভ করিতে পারেন না। অভাবে তাঁহার প্রজ্ঞালোক কিরূপে হইতে পারে? ঈশ্বরপ্রসাদে বা প্রণিধান হইতে (২) যিনি উপরের ভূমি জয় করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে পরচিত্তাদির জ্ঞানরূপ নিম্ন ভূমিসকলে সংযম করা যুক্ত নহে, কেননা, (নিম্ন ভূমিজয়ের দ্বারা সাধ্য) যে উত্তর-ভূমিজয়, অন্যের (ঈশ্বরের) নিকট হইতে (বা অন্যরূপে) তাহার প্রাপ্তি হয়। "ইহা এই ভূমির পরের ভূমি" এ বিষয়ের জ্ঞান যোগের দ্বারাই হয়, কিরূপে হয়, তাহা এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে, 'যোগের দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য, যোগ হইতেই যোগ প্রবর্ত্তিত হয়, যিনি যোগে অপ্রমত্ত, তিনিই যোগে চিরকাল রমণ করেন।"

টীকা। ৬। (১) সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রথম ভূমি গ্রাহ্য-সমাপত্তি, দ্বিতীয় ভূমি গ্রহণ-সমাপত্তি, তৃতীয় ভূমি গ্রহীতৃ-সমাপত্তি, আর প্রান্ত ভূমি বিবেকখ্যাতি। পর পর নিম্ন ভূমি জয় করিয়া প্রান্ত ভূমিতে উপনীত হইতে হয়। একেবারেই প্রান্ত ভূমিতে যাওয়া যায় না। ঈশ্বরপ্রসাদে (বা প্রণিধান হইতে) প্রান্ত ভূমির প্রজ্ঞা হইলে অধর ভূমির প্রজ্ঞা অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে।

৬। (২) 'ঈশ্বরপ্রসাদাৎ' এবং 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ' এই দুই রকম পাঠ আছে, উভয়ের অর্থই এক। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে ঈশ্বরপ্রসাদ হয়, তাহা হইতে উত্তরাধরভূমি-নিরপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে। শঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বর ত সদাই প্রসন্ন, তাঁহার আবার প্রসাদ কিরূপে হইবে?—উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরে প্রণিধান করিতে হইলে আত্মমধ্যে ঈশ্বরের ভাবনা করিতে হয়, তাহাতে প্রতি দেহীতে যে অনাগত ঈশ্বরতা আছে, তাহা প্রসন্ন বা অভিব্যক্ত হইতে থাকে। তাহার সম্যক্ অভিব্যক্তিই কৈবল্য। অতএব এইরূপ ঈশ্বরতার প্রসাদে ভূমিজয়রূপ ক্রমনিরপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে। প্রস্তরে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি নিহিত থাকে, আমাদের চিত্তেও তেমনি একরূপ অনাগত ঈশ্বরতা আছে যাহা ঈশ্বরচিত্তের তুল্য। তাহা ভাবনা করাই ঈশ্বর-ভাবনা। তাহা অনাগত হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আমার মধ্যে স্থিত অন্য এক পুরুষ বলিয়া ধারণা হয়। তাদৃশ ভাবের প্রসন্নতাই ঈশ্বরপ্রসাদ।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যম্। তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্যঃ ইতি ॥ ৭ ॥

৭। (ধারণাদি) তিনটি পূর্ব্ব সাধন হইতে অন্তরঙ্গ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি পূর্ব্বোক্ত যমাদি সাধনাপেক্ষা সম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ (১)।

টীকা। ৭। (১) সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ। কারণ, সমাধির দ্বারা তত্ত্বসকলের স্ফুট জ্ঞান হইয়া একাগ্র-স্বভাব চিত্তের দ্বারা সেই জ্ঞান রক্ষিত থাকিলেই তাহাকে সম্প্রজ্ঞান বলা যায়।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গং, কস্মাৎ তদভাবে ভাবাদিতি ॥ ৮ ॥

৮। কিন্তু তাহাও নির্বীজের বহিরঙ্গ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহাও অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ও, নির্বীজযোগের বহিরঙ্গ, কেননা, তাহারও (সাধনত্রয়েরও) অভাবে নির্বীজ (এই কারণে) সিদ্ধ হয় (১)।

টীকা। ৮। (১) ধারণাদিত্রয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ। তাহার অন্তরঙ্গ কেবল পরবৈরাগ্য। পূর্বে বলা হইয়াছে সমাধির লক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রযোজ্য নহে। কারণ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি = অ (নঞ্) + সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতেরও অভাব বা নিরোধ। বৃত্তিনিরোধ হিসাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়ই যোগ বা সমাধি, কিন্তু সবীজ সমাধির হিসাবে—অসম্প্রজ্ঞাত অ-বহিরঙ্গ সমাধি বা ধ্যেয়ার্থমাত্র-নির্ভাসেরও নিরোধ।

ভাষ্যম্। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ—

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চিত্তধর্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্মাঃ। তয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ব্যুত্থানসংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তমন্বেতি। তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধসমাধৌ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—গুণবৃত্ত চল বা পরিণামী, (চিত্তও গুণবৃত্ত) অতএব নিরোধক্ষণসকলে চিত্তের কিরূপ পরিণাম হয়?—

৯। ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রত্যেক নিরোধক্ষণে এক অভিন্ন চিত্তে অন্বিত (যে পরিণাম তাহাই) চিত্তের নিরোধ-পরিণাম (১) ॥ সূ

ব্যুত্থান-সংস্কারসকল চিত্তধর্ম, তাহারা প্রত্যয়োপাদানক নহে, প্রত্যয়নিরোধে তাহারা নিরুদ্ধ (লীন) হয় না। নিরোধ-সংস্কারসকলও চিত্তধর্ম। তাহাদের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারসকলের ক্ষীণ হওয়া ও নিরোধ-সংস্কারসকলের সঞ্চয় হওয়া। তাহা নিরোধাবসর-স্বরূপ চিত্তে অন্বিত হয়। একই চিত্তের প্রতিক্ষণ এইরূপ সংস্কারের অন্যথাত্ব নিরোধ-পরিণাম। সেই সময়ে "চিত্ত সংস্কারশেষ হয়" ইহা নিরোধ-সমাধিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১।১৮ সূত্রে)।

টীকা। ৯। (১) পরিণাম অর্থে অবস্থান্তর হওয়া বা অন্যথাত্ব। ব্যুত্থান হইতে নিরোধ হওয়া এক প্রকার অন্যথাত্ব বা পরিণাম। নিরোধ এক প্রকার চিত্তধর্ম। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণবৃত্তি সদাই পরিণামশীল, অতএব নিরোধও পরিণামশীল হইবে। কিন্তু নিরোধের স্ফুট পরিণাম অনুভূত হয় না। তাহার সেই পরিণাম কিরূপ তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

এক ধর্মীর এক ধর্মের উদয় ও অন্য ধর্মের লয়ই ধর্মপরিণাম। নিরোধ-পরিণামে নিরোধক্ষণযুক্ত চিত্তই ধর্মী। আর তাহাতে ব্যুত্থানের বা সম্প্রজ্ঞাতের সংস্কাররূপ চিত্তধর্মের ক্ষয় ও নিরোধ-সংস্কাররূপ চিত্তধর্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই দুই ধর্ম সেই নিরোধক্ষণ-ভূত চিত্তরূপ ধর্মীতে অন্বিত থাকে। যেমন পিণ্ডত্ব ধর্ম ও ঘটত্ব ধর্ম এক মৃত্তিকাধর্মীতে অন্বিত থাকে, তদ্বৎ।

নিরোধক্ষণ অর্থে নিরোধাবসর অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে সেই কালে যে সাঁকের মত চিত্তাবস্থা হয়, তাহা। সেই চিত্তাবস্থায় কোন পরিণাম লক্ষিত না হইলেও তাহাতে পরিণাম থাকে। কারণ, নিরোধ-সংস্কারকে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। আর তাহার ভঙ্গও হয়।

নিরোধ অভ্যাস করিলেই যখন নিরোধের সংস্কার বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহা অবশ্যই ব্যুত্থানকে অভিভূত করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাতে অভিভব-প্রাদুর্ভাবের যুদ্ধ চলে বলিয়া তাহাও (অপরিদৃষ্ট) পরিণাম। ব্যুত্থান উঠে ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা, সুতরাং ব্যুত্থান না উঠিতে পারা অর্থে ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব। আর, নিরোধ সংস্কারশেষ বা সংস্কারমাত্র কিন্তু প্রত্যয়মাত্র নহে। সুতরাং সেই যুদ্ধ সংস্কারে সংস্কারে হয়। তাই সূত্রকার দুই প্রকার সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাব বলিয়াছেন। সংস্কারে সংস্কারে যুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অলক্ষ্য বা প্রত্যয়-স্বরূপ নহে অর্থাৎ বিরামের চেষ্টার সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে সে সময়ে অভিভূত করিয়া রাখে। প্রত্যয়-স্বরূপ না হইলেও অর্থাৎ স্ফুট জ্ঞানগোচর না হইলেও তাহা পরিণাম। যেমন এক স্প্রীংএর উপর এক গুরুভার চাপাইয়া রাখিলে স্প্রীং উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অভিভব এবং তাহের প্রাদুর্ভাবরূপ যুদ্ধ চলে তাহা জানা যায়, সেইরূপ।

সেই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাবরূপ পরিণাম কাহার হয়? উত্তর—সেইকালীন চিত্তের হয়। সেই কালের চিত্ত কিরূপ? উত্তর—নিরোধক্ষণ-স্বরূপ। বিবর্দ্ধমান সুতরাং পরিণম্যমান নিরোধের পরিণাম এইরূপ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি নিরোধ-সমাধি পরিণামী তবে কৈবল্যও পরিণামী হইবে—না, তাহা নহে। বিবর্দ্ধমান নিরোধে চিত্তের পরিণাম থাকে, কৈবল্যে চিত্ত স্বকারণে লীন হয়, সুতরাং তাহাতে চৈত্তিক পরিণাম থাকে না। নিরোধ যখন বাড়িয়া সম্পূর্ণ হয়, ব্যুত্থান-সংস্কার যখন নিঃশেষ হয়, তখন নিরোধের বিবৃদ্ধিরূপ পরিণাম (অথবা ব্যুত্থানের দ্বারা ভঙ্গ হওয়ারূপ পরিণাম) শেষ হইলে চিত্ত বিলীন হয়। তজ্জন্য সূত্রকার অন্যে কৈবল্যকে “পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্” (৪।৩২) বলিয়াছেন। যতক্ষণ চিত্ত ততক্ষণ গুণবৃত্তি বা গুণবিকার। পরিণাম শেষ হইলে বা কৃতার্থ তা হইলে গুণবৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন গুণস্বরূপে থাকে অর্থাৎ অনাভ্রুরূপে বিলীন হয়। নিরোধ শেষ হইলে নিরোধ সংস্কারও লীন হয়। ভোজরাজ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে—যেমন সীসকনিশ্রিত স্বর্ণকে পোড়াইলে সেই সীসক আপনিও পুড়িয়া যায় এবং স্বর্ণমলকেও পোড়াইয়া ফেলে, নিরোধও তদ্রূপ। কথিত স্প্রীং ও ভারের দৃষ্টান্তে যদি স্প্রীংটিকে তপ্ত করিয়া তাহার স্থিতিস্থাপকতা-সংস্কার নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে যেমন অভিভব-প্রাদুর্ভাব-যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, কৈবল্যেও তদ্রূপ।

ভাষ্যের পদের ব্যাখ্যা—ব্যুত্থান-সংস্কার এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার। সংস্কার প্রত্যয় স্বরূপ নহে কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের সূক্ষ্ম স্থিতিশীল অবস্থা। সংস্কার যে জাতীয়, সেই জাতীয় প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকিলেই যে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে। বাল্য অবস্থায় অনেক প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে কিন্তু সংস্কার যায় না। সেই সংস্কার হইতে যৌবনে তাদৃশ প্রত্যয় হইতে দেখা

যায়। রাগকালে ক্রোধ-প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া যে ক্রোধসংস্কার গিয়াছে এইরূপ হয় না। বস্তুতঃ সংস্কার সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানের সংস্কার নিরোধের সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়। ক্রোধের সংস্কার (ক্রোধপ্রত্যয়-উত্থানের সংস্কার) অক্রোধ-সংস্কারের (ক্রোধনিরোধের সংস্কারের) দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়।

ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ ও নিরোধ-সংস্কারের উপচয়—প্রতিক্ষণে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর এই প্রকার ধর্ম্মের ভিন্নতাই নিরোধ-পরিণাম।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

১০। সেই নিরোধাবস্থাগত চিত্তের তৎসংস্কার হইতে প্রশান্তবাহিতা (১) সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নিরোধ-সংস্কার হইতে (অর্থাৎ) নিরোধ-সংস্কারাভ্যাসের পটুতা হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়। আর সেই নিরোধ-সংস্কারের মান্দ্যে ব্যুত্থান-সংস্কারের দ্বারা তাহা অভিভূত হয়।

টীকা। ১০। (১) প্রশান্তবাহিতা = প্রশান্তভাবে বহনশীলতা। প্রশান্ততার অর্থে প্রত্যয়হীনতা বা যে ভাবে পরিণাম লক্ষিত হয় না, নিরোধকালীন অবস্থাই চিত্তের প্রশান্ত ভাব। সংস্কারবলে তাহার প্রবাহই প্রশান্তবাহিতা। একটি পার্ব্বত্য নদী যদি এক প্রপাতের (Cascade এর) পর কিছু দূর সম্পূর্ণ সমতল ভূমি দিয়া বহিয়া পুনঃ প্রপতিত হয়, তবে সেই সমতলবাহী অংশ যেমন বেগশূন্য প্রশান্ত বোধ হয়, নিরোধপ্রবাহও সেইরূপে প্রশান্তবাহী হয়। প্রশান্তি = বৃত্তির সম্যক্ নিরোধ।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ, একাগ্রতা চিত্তধর্ম্মঃ। সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়া উদয় আবির্ভাব ইত্যর্থঃ, তয়োর্ধর্ম্মিত্বেনানুগতং চিত্তম্। তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ম্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে, স চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

১১। (চিত্তের) সর্ব্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয় (-রূপ যে অবস্থান্তর তাহা) চিত্তের সমাধি-পরিণাম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সর্ব্বার্থতা (১) চিত্তধর্ম্ম, একাগ্রতাও চিত্তধর্ম্ম। সর্ব্বার্থতার ক্ষয় অর্থাৎ তিরোভাব, একাগ্রতার উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব। চিত্ত তদুভয়ের ধর্ম্মিরূপে অনুগত।

সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা-রূপ স্বাভূত (সুকার্য্য-স্বরূপ) ধর্ম্মের যথাক্রমে ক্ষয়কালে ও উদয়কালে অনুগত হইয়াই চিত্ত সমাহিত হয়। তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলা যায়।

টীকা। ১১। (১) সর্ব্বার্থতা—অনুক্ষণ সর্ব্ববিষয়গ্রাহিতা বা বিক্ষিপ্ততা। চিত্ত যে সদাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অতীতানাগত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে তাহাই সর্ব্বার্থতা বা সর্ব্ববিষয়াভিমুখতা। "তা" (তল্ + আপ্) প্রত্যয়ের দ্বারা ভাব বা স্বভাব বুঝাইতেছে। সহজতঃ সর্ব্ববিষয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকা রূপ ধর্ম্মই সর্ব্বার্থতা।

একাগ্রতা সেইরূপ একবিষয়ে স্থিতিশীলতা বা সহজতঃ এক বিষয়ে লাগিয়া থাকা। সর্ব্বার্থতাধর্ম্মের ক্ষয় বা অভিভব এবং একাগ্রতাধর্ম্মের উদয় বা প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ বিবর্দ্ধমান হওয়া-রূপ পরিণামই চিত্তধর্ম্মীর সমাধি পরিণাম। সমাধি-অভ্যাসে চিত্ত ঐরূপে পরিণত হয়।

নিরোধ-পরিণাম কেবল সংস্কারের ক্ষয়োদয়। সমাধি-পরিণাম সংস্কার ও প্রত্যয় উভয়ের ক্ষয়োদয়। সর্ব্বার্থতার সংস্কার ও তজ্জনিত প্রত্যয়ের ক্ষয় এবং একাগ্রতার সংস্কার ও তন্মূলক একাগ্রতাপ্রত্যয়ের উপচয়, এই ভাবই সমাধি পরিণাম

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। সমাহিতচিত্তস্য পূর্ব্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ, উত্তরস্তৎসদৃশ উদিতঃ। সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈবাসমাধিভ্রেষাদিতি। স খল্বয়ং ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

১২। সমাধিকালে যে একাকার অতীতপ্রত্যয় ও বর্ত্তমানপ্রত্যয় হইতে থাকে তাহা চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিত চিত্তের পূর্ব্ব প্রত্যয় শান্ত (অতীত) আর তৎসদৃশ উত্তর প্রত্যয় উদিত (বর্ত্তমান) (১)। সমাধিচিত্ত উভয় ভাবের অনুগত আর সমাধিভঙ্গ পর্য্যন্ত সেইরূপই (শান্তোদিত-তুল্য প্রত্যয় অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে একাকার) থাকে। ইহাই চিত্তরূপ ধর্ম্মীর একাগ্রতা-পরিণাম।

টীকা। ১২। (১) সমাধিকালে শান্ত প্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয় সমান হয়। সেইরূপ সদৃশপ্রবাহিতাই সমাধি। সমাধিকালের অভ্যন্তরে যে সমানাকার পূর্ব্ব ও পর বৃত্তির উদয় হইতে থাকে তাহাই একাগ্রতা পরিণাম। সূত্রস্থ 'ততঃ' শব্দের অর্থ 'সমাধিতে'।

একাগ্রতা-পরিণাম কেবল প্রত্যয়ের ক্ষয়োদয়। মনে কর কোন যোগী ছয় ঘণ্টা সমাহিত হইতে পারেন, সেই ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার একই প্রকার প্রত্যয় বা বৃত্তি ছিল। সেই কালে পূর্ব্ববৃত্তিও যদ্রূপ পরের বৃত্তিও তদ্রূপ ছিল। এইরূপ সদৃশপ্রবাহিতার নাম একাগ্রতা-পরিণাম। সেই যোগী তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতভূমিতে আরূঢ় হইলেন, তখন তাঁহার একাগ্র-ভূমিক চিত্ত হইবে। সেইজন্য তিনি সদাই চিত্তকে সমাপন্ন করার সাধন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত সর্ব্ববিষয় গ্রহণকরা-রূপ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সদাই এক বিষয়ে স্থানীনতাব ধারণ করিতে থাকিল (সমাপত্তির তাহাই অর্থ)। তাহাই চিত্তের সমাধি পরিণাম।

ত্রিলক্ষণ বা তিন অধ্বযুক্ত। তাহা বর্ত্তমান অধ্বা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মত্ব অনতিক্রমণপূর্ব্বক অতীতলক্ষণসম্পন্ন হয়। ইহাই ইহার (ব্যুত্থানের) তৃতীয় অধ্বা। তখন ইহা (সামান্য-রূপে স্থিত যে) অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণ তাহা হইতে বিযুক্ত হয় না। এইরূপে জায়মান ব্যুত্থানও অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মত্বকে অনতিক্রমণপূর্ব্বক বর্ত্তমানলক্ষণাপন্ন হয়, এই অবস্থায় ইহার স্বরূপাভিব্যক্তি হওয়াতে ব্যাপার (কার্য্য) দৃষ্ট হয়। ইহাই তাহার (ব্যুত্থানের) দ্বিতীয় অধ্বা। আর ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতেও বিযুক্ত নহে। নিরোধও পুনরায় এইরূপ, আর ব্যুত্থানও পুনরায় এইরূপ।

অবস্থাপরিণাম যথা—নিরোধক্ষণে নিরোধ-সংস্কারসকল বলবান্ হয়, ব্যুত্থান-সংস্কারসকল দুর্ব্বল হয়। ইহা ধর্ম্মসকলের অবস্থাপরিণাম। ইহার মধ্যে ধর্ম্মসকলের দ্বারা ধর্ম্মীর পরিণাম হয়, লক্ষণত্রয়ের দ্বারা ধর্ম্মের পরিণাম হয়। অবস্থাসকলের দ্বারা লক্ষণের পরিণাম হয় (৩)। এইরূপে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামশূন্য হইয়া গুণবৃত্ত ক্ষণকালও অবস্থান করে না। গুণবৃত্ত বা গুণকার্য্যসকল চল বা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আর গুণের স্বভাবই (৪) গুণের প্রবৃত্তির (কার্য্যরূপে পরিণামমানতার) কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়ে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভেদ আশ্রয় করিয়া ত্রিবিধ পরিণাম জানা যায়। কিন্তু পরমার্থতঃ (ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদ আশ্রয় করিয়া) একই পরিণাম। (কারণ) ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্র, আর ধর্ম্মীর এই পরিণাম ধর্ম্মের (এবং লক্ষণ ও অবস্থার) দ্বারা প্রপঞ্চিত হয় (৫)। ধর্ম্মীতে বর্ত্তমান যে ধর্ম্ম তাহা অতীত অনাগত বা বর্ত্তমান-রূপ অধ্বায় থাকে তাহার ভাবের অন্যথা (অর্থাৎ সংস্থান-ভেদাদি অবস্থা-অন্যথা) হয় মাত্র কিন্তু দ্রব্যের অন্যথা হয় না। যেমন সুবর্ণপাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ করিলে কেবল ভাবান্যথা (ভিন্ন আকার রূপ অবস্থান্তর) হয়, কিন্তু সুবর্ণের অন্যথা হয় না, সেইরূপ। অপর কেহ বলেন 'পূর্ব্ব তত্ত্বের (ধর্ম্মীর) অনতিক্রমহেতু অর্থাৎ স্বভাব অতিক্রম করে না বলিয়া ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত নহে (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একান্ত অভিন্ন)'—যদি ধর্ম্মী ধর্ম্মানুগামী (সর্ব্ব ধর্ম্মে এক ভাবে অবস্থিত) হয়, তাহা হইলে তাহা (ধর্ম্মী) পূর্ব্ব ও পর অবস্থায় ভেদানুপাতী হইয়া অর্থাৎ সমস্ত ভেদে একরূপে থাকাতে, কূটস্থভাবে (নিত্য অবিকারভাবে) অবস্থিত থাকিবে (৬)। (এইরূপে ধর্ম্মীর কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গ হয় বলিয়া আমাদের মত সদোষ—এইরূপ তাঁহারা আপত্তি করেন)। (কিন্তু তাহা নহে) আমাদের মত অদোষ, কেননা দ্রব্যের একান্ত নিত্যতা বা কূটস্থতা অস্মন্মতে উপদিষ্ট হয় নাই। (অস্মন্মতে) এই ত্রৈলোক্য (কার্য্য-কারণাত্মক বৃক্ষাদি পদার্থ) ব্যক্তাবস্থা (বর্ত্তমান বা স্বকার্য্যকারী অবস্থা) হইতে অপগত হয় (অতীত বা লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়) কেননা, তাহার অবিকার-নিত্যত্ব (অস্মন্মতে) প্রতিষিদ্ধ আছে। আর অপগত বা লীন হইয়াও তাহা থাকে, যেহেতু তাহার (ত্রৈলোক্যের) একান্ত বিনাশ প্রতিষিদ্ধ আছে। সংসর্গ (স্বকারণে লয়) হইতে তাহার সূক্ষ্মতা এবং সূক্ষ্মতাহেতু তাহার উপলব্ধি হয় না।

লক্ষণপরিণামযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহা অধ্বসকলে (কালক্রমে) অবস্থিত থাকে। (যেহেতু যাহা) অতীত বা অতীতলক্ষণযুক্ত তাহা অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। সেইরূপ যাহা অনাগত বা অনাগতলক্ষণযুক্ত তাহা বর্ত্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। সেইরূপ যাহা বর্ত্তমান তাহা বর্ত্তমান-লক্ষণযুক্ত কিন্তু অতীতানাগত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। যেরূপ, কোন পুরুষ কোন এক স্ত্রীতে রক্ত হইলে অপর সব স্ত্রীতে বিরক্ত হয় না, সেইরূপ।

"সকলের সকল লক্ষণের যোগহেতু অধ্বসঙ্করপ্রাপ্তি হইবে" লক্ষণপরিণাম সম্বন্ধে এই দোষ অপর বাদীরা উত্থাপন করেন (৭)। তাহার পরিহার যথা—ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মত্ব

(ধর্মীর ব্যতিরিক্ততা, অর্থাৎ বিকারশীল গুণের এবং অভিভব-প্রাদুর্ভাব শক্তের আশ্রিত হওয়া-হেতু এ স্থলে) অসামঞ্জস্য। আর ধর্মের সিদ্ধ হইলে লক্ষণভেদও বাচ্য, যেহেতু বর্তমান সময়ে অভিব্যক্ত থাকামাত্রই উহার লক্ষণ নহে। এরূপ হইলে (বর্তমানাভিব্যক্তিই ধর্মের হইলে) চিত্ত কোনকালে রাগধর্মক হইবে না কারণ ক্রোধ সময়ে রাগ অভিব্যক্ত থাকে না। কিন্তু ত্রিবিধ লক্ষণের যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না। তবে ক্রমানুসারে স্বস্বাভিব্যঞ্জকের (নিজ অভিব্যক্তির কারণের দ্বারা অভিব্যক্তের) ভাব হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে "বুদ্ধির রূপ (ধর্মজ্ঞানাদি অষ্ট) এবং বৃত্তির (শান্তাদির) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (বিপরীত অন্য রূপের বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে। আর সামান্য (রূপ বা বৃত্তি) অতিশয়ের সহিত প্রবর্তিত হয়" (২।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। এই হেতু সংকর সম্ভব হয় না। যেমন কোন বিষয়ে রাগের সমুদাচার, অর্থাৎ সম্যক্ অভিব্যক্তি থাকিলে সেই সময়ে অন্য বিষয়ে রাগাভাব হয় না, কিন্তু কেবল সামান্যরূপে তখন তাহাতে রাগ থাকে। এই হেতু সেই স্থলে (সেখানে রাগ অভিব্যক্ত ব্যতীত অনাগত) লক্ষণের ভাব আছে। লক্ষণেরও ঐরূপ। ধর্মী ত্র্যধ্বা নহে ধর্মসকলই ত্র্যধ্বা। লক্ষিত (ব্যক্ত, বর্তমান) বা অলক্ষিত (অব্যক্ত, অতীত ও অনাগত) সেই ধর্মসকল সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কেবল অবস্থাভেদেই তাহা হয়, দ্রব্যভেদে হয় না। যেমন এক রেখা শত স্থানে শত, দশ স্থানে দশ, এক স্থানে এক (এইরূপে ব্যবহৃত হয়) সেইরূপ। (বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যেমন এক রেখা বা অঙ্ক দুই বিন্দুর পূর্বে বসিলে শত বুঝায় এক বিন্দুর পূর্বে বসিলে দশ বুঝায় একক বসিলে এক বুঝায় তদ্রূপ)। আর যেমন একটী স্ত্রী এক হইলেও তাহাকে সম্বন্ধানুসারে মাতা, দুহিতা ও ভগিনী বলা যায় সেইরূপ।

অবস্থাপরিণামে (৮) কেহ কেহ কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গদোষ আরোপ করেন। কিরূপ?— "অধ্বার ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা অন্তর্হিত থাকা হেতু যখন ধর্ম নিজের ব্যাপার না করে, তখন তাহা অনাগত। যখন ব্যাপার বা ক্রিয়া করে তখন বর্তমান। আর যখন ব্যাপার করিয়া নিবৃত্ত হয়, তখন অতীত। এইরূপে (ত্রিকালেই সত্তা থাকে বলিয়া) ধর্ম ও ধর্মীর এবং লক্ষণ ও অবস্থাসকলের কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয়" এই দোষ পরপক্ষ বলেন। ইহা দোষ নহে, কেননা, গুণীর নিত্যত্ব থাকিলেও গুণসকলের বিমর্দবৈচিত্র্য (পরস্পরের অভিভবাদি-বৈচিত্র্য-জনিত), (কূটস্থ হইতে) বৈলক্ষণ্য হেতু (কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয় না)। যথা—আদিমান্ (ভূতাপেক্ষা) শব্দাদি তন্মাত্রের বিনাশী আদিমৎ, ধর্ম মাত্র (পঞ্চভূতরূপ) সংস্থান, সেইরূপ অবিনাশী সত্ত্বাদিগুণের, লিঙ্গ (মহত্তত্ত্ব) আদিমৎ, বিনাশী ধর্মমাত্র। তাহাতেই (ধর্মেই) বিকারসংজ্ঞা।

পরিণাম বিষয়ে এই (লৌকিক) উদাহরণ—মৃত্তিকা ধর্মী, তাহা পিণ্ডাকার ধর্ম হইতে অন্য ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া "ঘটাকার" এই ধর্মতে পরিণত হয় (অর্থাৎ ঘটরূপ হওয়াই তাহার ধর্মপরিণাম)। আর, ঘটাকার অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, ইহা লক্ষণপরিণাম। আর, ঘট প্রতিক্ষণ নবত্ব ও পুরাণত্ব অনুভব করিয়া অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্মীর ধর্মান্তরও অবস্থান্তর আর ধর্মের লক্ষণান্তরও অবস্থান্তর। অতএব এই একই অবস্থান্তরতারূপ দ্রব্যপরিণাম তিন ভাগ করিয়া উপদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে (পরিণাম বিচার) পদার্থান্তরেও যোজ্য। এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম (ত্রিবিধ হইলেও) ধর্মীর স্বরূপ অতিক্রমণ করে না (পরিণত হইলেও ধর্মীর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক দ্রব্য হয় না, কিন্তু সতত ধর্মীর স্বরূপের অনুগত থাকে), এই হেতু (পরমার্থতঃ) ধর্মরূপ একই পরিণাম আছে,

যাহা তাহা অপর বিশেষ সকলকে (ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে) ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকার পরিণাম এক ধর্ম্মপরিণামের অন্তর্গত হয়। এই পরিণাম কি ?—অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিই পরিণাম (৯)

টীকা। ১৩। (১) পূর্ব্বে যে যোগিচিত্তের নিরোধাদি তিন পরিণাম কথিত হইয়াছে তাহারাই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম নহে, কিন্তু তাহারা যেমন পরিণাম, ভূতেন্দ্রিয়েও সেইরূপ পরিণাম আছে, ইহাই 'এতেন' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

নিরোধাদি প্রত্যেক পরিণামেরই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম আছে, তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১৩। (২) পরিণাম বা অন্যথাভাব ত্রিবিধ—ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থা-সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ ঐ তিন প্রকারে আমরা কোন দ্রব্যের ভিন্নত্ব বুঝি ও বলি। এক ধর্ম্মের লয় ও অন্য ধর্ম্মের উদয় হইলে যে ভেদ হয় তাহাই ধর্ম্মপরিণাম ; যেমন ব্যুত্থানের লয় ও নিরোধের উদয় হইলে বলিয়া থাকি চিত্তের ধর্ম্মপরিণাম হইল।

তিন কালের নাম লক্ষণ। কালভেদে যে ভিন্নতা বুঝি তাহার নাম লক্ষণপরিণাম। যেমন বলি ব্যুত্থান, অথবা নিরোধ, ছিল এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এইরূপে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত করিয়া দ্রব্যের যে ভেদ বুঝা যায় তাহাই লক্ষণ-পরিণাম।

আবার লক্ষণপরিণামকেও আমরা ভেদ করিয়া থাকি তথায় ধর্ম্মভেদ অথবা লক্ষণ-ভেদের বিবক্ষা থাকে না। যেমন, একই হীরককে নূতন ও কিয়ৎকাল পরে পুরাতন বলা হয়। এস্থলে একই বর্ত্তমান লক্ষণকে পুরাতন ও নূতন-ভাবে ভেদ করা হইল। হীরকের ধর্ম্মভেদের তথায় বিবক্ষা নাই (৩।১৪ [১] দ্রষ্টব্য)। অন্য উদাহরণ যথা—নিরোধ-কালে নিরোধ-সংস্কার বলবান্ হয়, আর তৎকালে ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্ব্বল থাকে। বর্ত্তমান-লক্ষণের নিরোধ ও ব্যুত্থান-ধর্ম্মকে ইহাতে দুর্ব্বল এবং বলবান্ এই শব্দার্থের দ্বারা ভেদ করা হইল। বলবান ও দুর্ব্বল পদের দ্বারা অত্র ধর্ম্মভেদের বিবক্ষা নাই বুঝিতে হইবে ইহার মধ্যে ধর্ম্মপরিণামই বাস্তব, অপর দুই পরিণাম বৈকল্পিক। ব্যবহারতঃ তাহার প্রয়ো-জনীয়তা আছে বলিয়া এস্থলে গৃহীত হইয়াছে কারণ, সূত্রকার ইহা অতীতানাগত জ্ঞানের ভূমিকা করিতেছেন। তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ইহা (সংযমের দ্বারা সাক্ষাৎক্রিয়মাণ বস্তু) নূতন কি পুরাতন, ইত্যাদি।

১৩। (৩) ধর্ম্মীর পরিণাম ধর্ম্মের অন্যথার দ্বারা অনুভূত হয়। ধর্ম্মসকলের পরিণাম লক্ষণের অন্যথার দ্বারা কথিত হয়। তাই ভাষ্যকার লক্ষণপরিণামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের অনতিক্রমণপূর্ব্বক" অর্থাৎ উহারা একটি ধর্ম্মেরই কালাবচ্ছিন্ন অন্যথা বলিয়া উহাতে ধর্ম্মের অন্যথা হয় না। যেমন একই নীলত্ব ধর্ম্ম ছিল, আছে ও থাকিবে, এই ত্রিভেদে একই নীলত্ব ভিন্নরূপে কথিত হয় মাত্র।

আর, লক্ষণের পরিণাম অবস্থাভেদের দ্বারা কথিত হয়। তাহাতে লক্ষণের অন্যথাত্ব হয় না, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ইহার একই লক্ষণ অবস্থাভেদে ভিন্নভিন্নরূপে কথিত হয়। যেমন নিরোধক্ষণে নিরোধ-সংস্কারও আছে, ব্যুত্থান-সংস্কারও আছে, তবে ব্যুত্থানের তুলনায় নিরোধকে বলবান্ বলিয়া ভেদ কল্পনা করা যায়।

বর্ত্তমানলক্ষণক ভাব পদার্থ অনাগত ও অতীত হইতে বিযুক্ত নহে। কারণ, তাহাই অনাগত ছিল ও তাহাই অতীত হইবে এইরূপ ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত ভাব

সামান্যরূপে থাকামাত্র। তাহাতে পদার্থের স্বরূপ অনভিব্যক্ত থাকে। বর্ত্তমানলক্ষণক পদার্থেরই স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অর্থাৎ অর্থ বা বিষয়রূপে ক্রিয়াকারী অবস্থায় অভিব্যক্তি হয়। স্বরূপ বিষয়ীভূত ও ক্রিয়াকারী রূপ।

১৩। (৪) গুণের স্বভাবই পরিণামশীলতা। রজ অর্থেই ক্রিয়াশীল ভাব। ক্রিয়াশীল অর্থেই পরিণামশীল। স্বভাবতঃ সর্ব্ব দৃশ্য পদার্থে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, সর্ব্বসাধারণ সেই ক্রিয়াশীলতার নাম রজ। ক্রিয়াশীলতার হেতু নাই, তাহাই দৃশ্যের অন্যতম মূলস্বভাব। (জগতের কারণ-স্বরূপ) ত্রিগুণ-নির্দেশ অর্থে তাদৃশ স্বভাবের নির্দেশ। শঙ্কা হইতে পারে, যদি স্বভাবতঃই গুণ প্রবর্ত্তনশীল তবে চিত্তের নিরোধ অসম্ভব। তাহা নহে। গুণের স্বভাব হইতে পরিণাম হয় বটে কিন্তু বুদ্ধি আদি সংঘাত বা গুণবৃত্তির সংহত্য-কারিত্ব গুণস্বভাবমাত্র হইতে হয় না। তাহা পুরুষের উপদর্শনসাপেক্ষ। উপদর্শনের হেতু সংযোগ ও যোগের হেতু অবিদ্যা। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে উপদর্শন নিবৃত্ত হয়। বুদ্ধ্যাদিরূপ সংঘাতও তাহাতে লীন হয়, দৃশ্য তখন আর পুরুষের বাধা হইতে পারে না।

১৩। (৫) মূলতঃ ধর্ম্মসকলই ধর্ম্মীর স্বরূপ। আগামী সূত্রে সূত্রকার ধর্ম্মীর লক্ষণ দিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ধর্ম্মের অনুপাতী পদার্থকে তিনি ধর্ম্মী বলিয়াছেন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও ধর্ম্মী ভিন্নবৎ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মৌলিক দৃষ্টিতে (প্রলয় অবস্থায়) যথায় অতীতানাগত নাই, তথায় ধর্ম ও ধর্ম্মী একই রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ তখন ত্রিগুণভাবে ধর্ম ও ধর্ম্মী একই। মূলতঃ বিক্রিয়ামাত্র থাকে। ব্যবহারতঃ সেই বিক্রিয়ার কতকাংশকে (যাহা আমাদের গোচর হয় তাহাকে) বর্ত্তমান ধর্ম বলি অন্যাংশকে অতীতানাগত বলি। সেই অতীতানাগত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহের সাধারণ আশ্রয়রূপে অভিকল্পিত পদার্থকে ধর্ম্মী বলি। ব্যবহারদৃষ্টি ছাড়িয়া যদি সমস্ত দৃশ্যকে সর্ব্বকালীন ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল-রূপে দেখা যায়, তাহা হইলে অতীতানাগত কিছু থাকে না। কিন্তু তাহা অব্যক্তাবস্থা, অব্যক্তই মূল ধর্ম্মী বা ধর্ম। (৩।১৩ [২] দ্রষ্টব্য)। ব্যক্তিতে প্রকাশশীলতাদি গুণের তারতম্য থাকে। সেই অসংখ্য তারতম্যই অসংখ্য ধর্ম। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্র। আর ধর্ম্মীর বিক্রিয়া ধর্ম্মের দ্বারাই প্রপঞ্চিত বা বিবৃত হয় অর্থাৎ ধর্ম্মীর বিক্রিয়াই অতীতানাগত-বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রপঞ্চ বলিয়া গৃহীত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মীর বিক্রিয়াই আছে তাহাই ধর্ম লক্ষণ এবং অবস্থাপরিণাম-রূপে ব্যবহৃত হয়।

১৩। (৬) ধর্ম ও ধর্ম্মী মূলতঃ এক কিন্তু ব্যবহারতঃ ভিন্ন কারণ ব্যবহারদৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টি ভিন্ন। সেই ভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম ও ধর্ম্মী এই ভিন্ন পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবহারতঃ ধর্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন বলিলে ধর্ম্মসকল মূলশূন্য বা মূলতঃ অভাব হয়। সৎপদার্থ যে মূলতঃ অসৎ ইহা সর্ব্বথা অন্যায্য। যদি বলা যায় ঘটরূপ ধর্ম্মসমষ্টিই আছে তদতিরিক্ত ধর্ম্মী নাই তবে ঘট চূর্ণ হইলে বলিতে হইবে ঘটধর্ম্মসকলের অভাব হইয়া গেল আর অভাব হইতে চূর্ণ ধর্ম উদিত হইল। ইহা অসৎকার্য্যবাদ। বৌদ্ধেরা এই বাদ লইয়া সাংখ্য হইতে আপনাদের পৃথক্ করিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদে ঘটের মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর ধর্ম, চূর্ণও মৃত্তিকার ধর্ম। ঘটের নাশ অর্থে ঘট-ধর্ম্মের অতিভব ও চূর্ণধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। এক মৃত্তিকারই তাহা বিভিন্ন ধর্ম, কারণ, ঘটেও মৃত্তিকা থাকে চূর্ণেও থাকে। অতএব ব্যবহারতঃ মৃত্তিকাকে ধর্ম্মী ও আকারাদিকে ধর্ম্মরূপে ভেদ করা বা চিন্তা করা অন্যায্য নাই। তদনুযায়ী ক্রমে সামান্য ধর্ম হইতে ক্রমশঃ চরমসামান্যধর্ম্মে উপনীত হইলে কেবল সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ থাকে। তথায় ধর্ম ধর্ম্মীর প্রভেদ করার উপায় নাই, তাহারা অভাব নহে এবং স্বরূপতঃ ব্যক্তও নহে, সুতরাং

সৎ ও অব্যক্ত পদার্থ লইয়া এইরূপে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এক হয়। (অতএব গুণত্রয় phenomena ও নহে noumena ও নহে, কিন্তু ঐ ২ শব্দের দ্বারা উহা বুঝিবার যোগ্য নহে।)

ব্যবহারদৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম থাকবেই থাকিবে। সুতরাং সমস্ত ব্যবহারিক ভাবকে একেবারে বর্ত্তমান বা গোচর বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। ধর্ম্ম ব্যবহারিক ভাব সুতরাং তাহাকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার বলিতে হইবে। তন্মধ্যে বর্ত্তমানধর্ম্ম জ্ঞানগোচর হয়, অতীত ও অনাগত গোচর না হইলেও থাকে। তাহা যেভাবে থাকে তাহাই ধর্ম্মী। অতীত ও অনাগত সমস্ত মৌলিক ধর্ম্মও আছে বা বর্ত্তমান এরূপ বলিলে তাহারা সূক্ষ্মরূপে বা মৌলিকরূপে বা অব্যক্ত ত্রিগুণরূপে আছে এরূপ বলিতে হইবে। সাংখ্য ঠিক তাহাই বলেন। ব্যবহারতঃ ধর্ম্মসকল অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান এইরূপ ভেদে ভিন্ন এবং ধর্ম্মীতে সমাহৃত ভাব উদ্ভূত, তাহারা অর্থাৎ গুণ ও গুণী, অভিন্ন এবং অব্যক্তস্বরূপ, ইহাই সাংখ্যমত।

পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে বৌদ্ধেরা আপত্তি করিবেন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যদি ভিন্ন হয় তবে ধর্ম্মসকলই পরিণামী (কারণ সেইরূপেই তাহারা দৃষ্ট হয়) হইবে ধর্ম্মী কূটস্থ হইবে। অর্থাৎ পরিণাম ধর্ম্মেতেই বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং ধর্ম্মী অপরিণামী হইবে। সাংখ্য একান্তপক্ষে (সম্পূর্ণরূপে) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ স্বীকার করেন না বলিয়া ঐ আপত্তি নিঃসার। বস্তুতঃ ব্যবহারতঃ এক ধর্ম্মই অন্যের ধর্ম্মী হয় (আগামী ১৫ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন সুবর্ণ ও ধর্ম্ম বলয়ক-হারাদির ধর্ম্মের ধর্ম্মী (যেহেতু তাহা বলয়াদি সর্ব্বধর্ম্মে এক সুবর্ণ স্বরূপে অনুগত)। এইরূপে ভূতের ধর্ম্মী তন্মাত্র, তন্মাত্রের অস্মিতার অহঙ্কারের বুদ্ধি ও বুদ্ধির ধর্ম্মী প্রধান সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রের ধর্ম্ম ভূত ও ভূতের ধর্ম্মী ইত্যাদি ক্রমে এক ধর্ম্মেরই অন্য ধর্ম্মের আপেক্ষিক ধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হয়।

ধর্ম্মসকল যে ভিন্ন তাহা বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন। অতএব ভূতের ধর্ম্মি-স্বরূপ তন্মাত্র-ধর্ম্ম উহাদের হইতে বিভিন্ন হইবে। এইরূপে ব্যবহারতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ আছে। আর এক পরিণামী ধর্ম্মকেই যখন অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্মী বলা হয়, তখন ধর্ম্মীও পরিণামী হইল, তাহার কৌটস্থ্যের সম্ভাবনা নাই।

অতএব বৌদ্ধের আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যবহারতঃ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ, কিন্তু মূলতঃ অভেদ। সুতরাং সাংখ্য একান্ত ভেদবাদী বা একান্ত অভেদবাদী নহেন। বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকগণ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদ বলিয়া অনাত্মা শূন্যবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। উপাদান-কারণ বৌদ্ধগণের স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয় না। তাহাদের সমস্ত কারণই প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তাহারা একেবারেই সমস্ত পঞ্চস্কন্ধ রূপধর্ম্ম, বেদনাধর্ম্ম, সংজ্ঞাধর্ম্ম, সংস্কারধর্ম্ম ও বিজ্ঞানধর্ম্ম এই ধর্ম্ম-স্কন্ধ (সমষ্টি) নিরোধ করেন। সবগুলিই যখন ধর্ম্ম তখন আর ধর্ম্মী কি হইল? অতএব ধর্ম্মের মূল শূন্য বা অভাব। রূপের মূল শূন্য বেদনাদি প্রত্যেকের মূলই শূন্য। ইহা বৌদ্ধ দর্শনে 'শূন্যতাবাদ' বলিয়া আখ্যাত হয়। তাহাদের (সর্ব্বাস্ত্র) মধ্যে কোনটা কাহারও প্রত্যয়, কোনটা প্রতীত্য

বস্তুতঃ ঐ দৃষ্টি ঠিক নহে। শুধু হেতু হইতে কিছু হয় না উপাদানও চাই। যে ধর্ম্ম অন্য কার্য্যের সঙ্গে এক তাহাই উপাদান। এইরূপে দেখা যায় রূপধর্ম্মসকলের উপাদান ভূতাদি নামক অস্মিতা। বেদনাদিরও উপাদান চৈত্তিক অস্মিতা; অস্মিতার উপাদান বুদ্ধিতত্ত্ব বুদ্ধির উপাদান প্রধান। প্রধান অমূর্ত্ত ভাব পদার্থ। ভাব-উপাদান হইতেই ভাব হয়, তাই মূল ভাব প্রধান হইতেই সমস্ত ভাব হইতে পারে।

বৌদ্ধের এই ধর্ম্মদৃষ্টি হইতে ধর্ম্মের নিরোধ বা নির্ব্বাণ যুক্তিতঃ সিদ্ধ হয় না। প্রথমতই আপত্তি হইবে, যদি ধর্ম্মসন্তান স্বভাবতঃ চলিতেছে, তবে তাহার নিরোধ হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বৌদ্ধ বলিবেন, ধর্ম্মসন্তানের ভিতর প্রত্যয় ও প্রতীত্য দেখা যায়, অহেতুতে কিছু হয় না। হেতুকে নিরোধ করিলে প্রতীত্যও (হেতুৎপন্ন পদার্থও) নিরুদ্ধ হয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদে চক্রাকারে সেই হেতু-প্রতীত্য-শৃঙ্খল দেখান হয়। তাহা যথা—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (নামরূপ —নাম অর্থে শব্দ দিয়া মানস জ্ঞান, রূপ অর্থে বাহ্যজ্ঞান। ষড়ায়তন ৫ ইন্দ্রিয় ও মন), তাহা হইতে স্পর্শ (বাহিরের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান), তাহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, তাহা হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে দুঃখাদি। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইলে অনুলোমক্রমে সংস্কারনিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি। বৌদ্ধ বলেন, যখন দেখা যায় এইরূপে সমস্ত নিরুদ্ধ হয়, তখন মূল শূন্য। ইহাতে কিছুই যুক্তি নাই। যদি অবিদ্যা অমনি অমনি নিষ্প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হইত, তবে উহা সত্য হইত। কিন্তু অবিদ্যা-নিরোধের প্রত্যয় চাই। বিদ্যাই সেই প্রত্যয়। অতএব অবিদ্যার সন্তান নিরুদ্ধ হইলে বিদ্যাসন্তান থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। এক প্রকার বৌদ্ধ (শুদ্ধসন্তানবাদী) আছেন, তাঁহারা ভাব-স্বরূপ নির্ব্বাণ স্বীকার করেন। শূন্য-বাদীর পক্ষ সর্ব্বথা অযুক্ত।

জল হইতে বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পুনঃ জল ইত্যাদি কার্য্যকারণ-পরম্পরা দেখিয়া যদি বলা যায় যে, জল না থাকিলে বাষ্প থাকিবে না, বাষ্প না থাকিলে মেঘ থাকিবে না, মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হইবে না, বৃষ্টি না হইলে জল হইবে না, অতএব জলের মূল শূন্য। ইহাও যেমন অযুক্ত, উপর্য্যুক্ত শূন্যবাদও সেইরূপ। আবার বৌদ্ধ নির্ব্বাণকেও ধর্ম্ম বলেন। অতএব 'শূন্য' ধর্ম্মবিশেষ, অভাব নহে। সুতরাং পরিদৃশ্য-মান ধর্ম্মচক্রের মূলও 'অভাব' নহে। অথবা ধর্ম্মসমূহকে অমূল বলিলে 'তাহাদের অভাব হইবে' এরূপ মত স্বীকার্য্য নহে।

সেই অমূল 'ধর্ম্ম' বা মূল 'ধর্ম্মী'কে সাংখ্য ত্রিগুণ বলেন। তাহা বিকারশীল কিন্তু নিত্য। ব্যক্তাবস্থায় তাহার উপলব্ধি হয়। তাহা সদাই সৎ, তাহাকে অভাব বলিলে নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা করা হয়। ভাষ্যকার যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বা ব্যক্ত বিশ্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া (যথাযথরূপে বিলোমক্রমে) অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ততা বা কারণে লীনতাও একরূপ বিকারের অবস্থা, ব্যক্ততাও একরূপ বিকারের অবস্থা। ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা-রূপ বিকারের মৌলিক বিভাগ যথা—
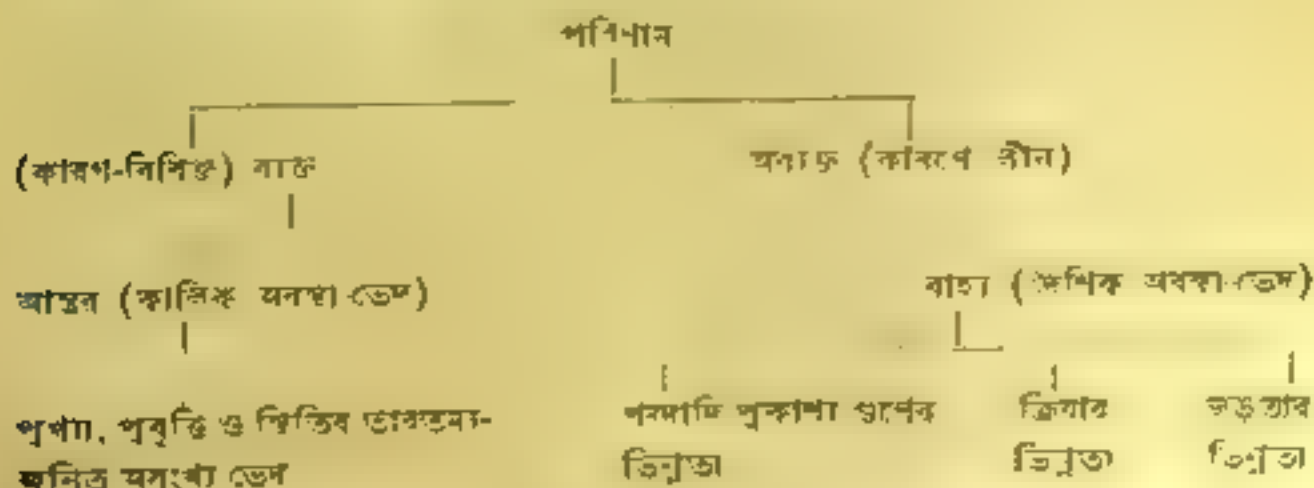
ফলে, অনাগত ভাবেও বিদ্য থাকে, তাই সাংখ্যে অত্যন্তনাশ স্বীকৃত হয় না। অব্যক্ততাতে সৌক্ষ্ম্যহেতু কিছুর উপলব্ধি হয় না। সৌক্ষ্ম্য অর্থে সংসর্গ বা কারণের সহিত অবিবিক্ত (সুতরাং দর্শনের অযোগ্য) হইয়া থাকা; যেমন ঘটের অবয়ব পিণ্ডে সম্পিণ্ডিত হইয়া থাকে তাই লক্ষ্য হয় না, কিন্তু বিশেষ হেতুর দ্বারা সেই অবয়ব যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই ঘট ব্যক্ত হয় সেইরূপ। অথবা যেমন এক খণ্ড মাংস মৃত্তিকাদিতে পরিণত হইলে অলক্ষ্য হয়, বুদ্ধ্যাদিও সেইরূপ ত্রিগুণে লীন হয়। মৃত্তিকায় পরিণত হইলে মাংসের যেমন প্রাতিস্বিক পরিণাম থাকে না কিন্তু মৃত্তিকার পরিণাম থাকে, বুদ্ধ্যাদির লয়ে সেইরূপ বুদ্ধি-পরিণাম আদি থাকে না, কিন্তু গুণ-পরিণাম বা শক্তিভূত পরিণাম মাত্র থাকে। (৪।৩৩ [১] দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধদের ধর্ম্মবাদ-বর্জ্জিত আর্ষদর্শনে কার্য্যকারণভাবের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনটি প্রধান বাদ আছে, যথা—(ক) আরম্ভবাদ, (খ) বিবর্ত্তবাদ ও (গ) সৎকার্য্যবাদ বা পরিণামবাদ। তার্কিকেরা আরম্ভবাদী, মায়াবাদীরা বিবর্ত্তবাদী এবং সাংখ্যাদি অপর সমস্ত দার্শনিকেরা পরিণামবাদী। একতাল মৃত্তিকা হইতে এক ইষ্টক হইল, তাহাতে আরম্ভবাদীরা বলিবেন—ইষ্টক পূর্ব্বে অসৎ ছিল, বর্ত্তমানে সৎ হইল, পরেও (নাশে) অসৎ হইবে। কেবল শব্দগত বাগাড়ম্বর দ্বারা ইঁহারা এই বাদ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। পরিণামবাদীরা বলিবেন—মৃত্তিকাই পরিণত হইয়া বা ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ইষ্টক হইল, পিণ্ডাকার মৃত্তিকাও সৎ, ইষ্টও সৎ। আরম্ভবাদীরা বলিবেন—পূর্ব্বে যখন ইট দেখিতেছিলাম না, পরে দেখিব না, তখন ঐ পূর্ব্ব ও পর অবস্থা অসৎ। পরিণামবাদীরা তদুত্তরে বলিবেন—যখন পূর্ব্বেও মাটি দেখিতেছিলাম, এখনও দেখিতেছি পরেও দেখিব তখন ভেদ কেবল আকারের কিন্তু মাটির ওরূপ আকারধারণযোগ্যতা প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাই সৎ। এই কথা যে সত্য, তার্কিকগণের অস্বীকার করার উপায় নাই। আরম্ভবাদীরা বলিতে পারেন—আমাদের কথাও সত্য। উভয় কথাই যদি সত্য হয় তবে ভেদ কোথায়? ভেদ কেবল 'সৎ' শব্দের অর্থে মাত্র।

তার্কিকেরা না-দেখাকেই বা কাল্পনিক ধ্বংসাভাবকেই 'অসৎ' বলিয়াছেন, যথা—"দর্শনাদর্শনাধীনে সদসত্ত্বে হি বস্তুনঃ। দৃশ্যস্যাদর্শনাদেব চক্রে কুম্ভস্য নাস্তিতা॥" অর্থাৎ বস্তুর সত্তা ও অসত্তা ইহারা দেখা ও না-দেখা এই দুইয়ের অধীন। দৃশ্য কুম্ভ না-দেখাতে কুলাল চক্রে কুম্ভের নাস্তিতা-জ্ঞান হয় (ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্ট। আঃ ৮)। কিন্তু তাহা অসৎ শব্দের অর্থ নহে। এক ব্যক্তি একস্থানে দৃষ্ট ছিল স্থানান্তরে যাওয়াতে কি তাহাকে অসৎ বা নাই বলিবে? কখনই না। তেমনি মাটির অবয়বের স্থানান্তরতাই ইট, কিছুর অভাব ইট নহে। এ বিষয়ে সম্যক্ সত্য বলিতে বলিতে হইবে মাটির পূর্ব্বরূপ সূক্ষ্মতাহেতু অদর্শন হইয়াছে অসৎ হয় নাই। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন।

বিবর্ত্তবাদীরা (এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা) অনির্ব্বাচ্যবাদী। তাঁহারা বলেন, মাটিই সত্য আর ইষ্ট-আদি বিকার অসত্য। এ স্থলে অসত্য শব্দের অর্থের উপর এই বাদ নির্ভর করিতেছে। ইঁহারা অসত্য বা মিথ্যার এইরূপ নির্বচন করেন—যাহাকে আছেও বলিতে পারি না এবং নাইও বলিতে পারি না, তাহাই মিথ্যা (ভামতী)। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে তখন সর্পজ্ঞান হইতেছে বলিয়া তাহাকে একেবারে অসৎ বলিতে পারি না, আবার সৎও বলিতে পারি না, এইরূপে "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্য" পদার্থকেই মিথ্যা বলি।

এইরূপ মিথ্যার লক্ষণে তাঁহারা বলেন, যাহা বিকার তাহা মিথ্যা, আর যাহার বিকার তাহা সত্য। সত্য অর্থে অসত্য মিথ্যার বিপরীত বা যাহাকে একান্তপক্ষে 'আছে' বলিতে পারি তাহাই হইবে। যদি জিজ্ঞাস্য করা যায়—'বিকার যে হয়—তাহা সত্য

কি মিথ্যা ?' অবশ্য বলিতে হইবে উহা সত্য, নচেৎ মিথ্যার লক্ষণই মিথ্যা হইবে। অতএব বলিতে হইবে মাটি ঘট হইলে বিকার নামক এক সত্য ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে এই বাদীরা বলিতে পারেন 'মাটিই সত্য ঘট মিথ্যা' এই কথাও কতক সত্য। অন্যবাদীরা বলিবেন যে মাটির দ্রব্যের বিকার ঘটিয়া যে ঘটের পরিণাম হইয়াছে, তাহাও সমান সত্য। অতএব সম্যক্ সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ঘট বিকৃত মাটি। বিকার অর্থে বিকৃত দ্রব্যও হয় এবং বিকাররূপ ঘটনাও হয়। বিকৃত দ্রব্যকে মাটি বলিতে পার কিন্তু বিকাররূপ ঘটনা যে হয় না তাহা বলিতে পার না এবং তাদৃশ যথার্থ ঘটনার ফল যে যথার্থ নহে তাহাও বলিতে পার না। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন। সৎ অর্থে 'আছে,' অসৎ অর্থে 'নাই।' 'ইহা আছে কি নাই' এরূপ প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অনির্ব্বাচ্য বলা যায় তবে তাহার অর্থ হইবে যে, 'আছে কি না তাহা জানি না।' এইজন্য বিবর্তবাদীদের অজ্ঞেয়বাদী বলা হয়। উহার দ্বারা সিদ্ধান্তও সেইজন্য দর্শন নহে কিন্তু অ-দর্শন। ইহারা সৎ শব্দের অর্থ সত্য, বর্ত্তমান ও নির্ব্বিকার এই তিন প্রকার করেন এবং নির্ব্বিশেষে উহা ব্যবহার করাতে মায়াদোষে পতিত হন।

আরম্ভবাদী ও বিবর্তবাদীদের ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার, বৈকল্পিক শব্দকে বাস্তববৎ ব্যবহার, সংকীর্ণ লক্ষণ প্রভৃতি ন্যায়দোষ করিতে হয় তাই উহা অধিকাংশ দার্শনিকের দ্বারা গৃহীত হয় না কিন্তু পরিণামবাদই গৃহীত হয়। কিঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞানজগতেও পরিণামবাদই সম্যক্ গৃহীত হয়।

সৎ ও অসৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে' ও 'নাই।' সাংখ্য তাহাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, "যৎ সৎ তদুপলভ্যম্ যথা ঘটাদিঃ" (ধর্ম্মকীর্ত্তি)। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্ যথা ঘটাদিঃ'—ইহাতে সত্তের উহ্য (implied) অর্থ 'অনিত্য' বা বিকারশীল, আর অসত্তের অর্থ তাহার বিপরীত।

মায়াবাদীরা সত্তের অর্থ 'নির্ব্বিকার' ও 'সত্য' করেন, অসৎ তাহার বিপরীত। তান্ত্রিকদের সৎ কেবল গোচরমাত্র, অসৎ অর্থে অগোচর। সৎ' শব্দের এই সমস্ত অর্থ-ভেদ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে— না'সতো বিদ্যতে ভাবো না'ভাবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা)।

বৌদ্ধেরা সৎ শব্দের অর্থ অনিত্য, বিকারী বা ক্ষণিক করেন এবং তাহাতে নিত্য নির্ব্বিকার নির্ব্বাণকে তাঁহারা অসৎ, অভাব ও শূন্য বলেন। এরূপ, অর্থাৎ সৎ যদি অনিত্য হয় তবে অসৎ নিত্য হইবে ইত্যাকার বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াকে সত্য মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, সৎ পদার্থ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। কারণ সৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে।' নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ পদার্থই আছে সেইজন্য তাহারা সৎ। মায়াবাদীরা নির্ব্বিকার সত্তাকেই সৎ বলেন, বিকারীকে 'সৎ কি অসৎ তাহা জানি না" বা অনির্ব্বাচ্য বলেন। এইরূপ অর্থভেদই প্রধান কলহের মূল এবং উহারই দ্বারা সাংখ্যীয় সম্প্রজ্ঞানমূলক যথার্থ দৃষ্টি হইতে বৌদ্ধাদিরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সব শব্দময় বাগাড়ম্বর মাত্র। উদাহরণ যথা—পরিণামবাদীরা বলেন "হেমাত্মনা যথা'ভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা" অর্থাৎ কুণ্ডলাদি দ্রব্য স্বর্ণরূপ কারণে অভিন্ন আর আকারে ভিন্ন। ইহাতে (মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও) বিবর্তবাদী আপত্তি করেন যে, ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ উহারা একই কুণ্ডলে আছে কিরূপে সমাবস্থান করিবে ইত্যাদি। ভেদ ও অভেদ 'পদার্থ হইতে পারে কিন্তু দ্রব্য' নহে। অতএব কুণ্ডলাদি স্বর্ণে একত্ব কিন্তু আকারে ভিন্নত্ব।

গোল ও চতুষ্কোণ দুই আকার যে একই ভাবে এককালে ব্যক্ত থাকে তাহা পরিণামবাদীরা বলেন না। আকার কেবল অবয়বের অবস্থানভেদমাত্র, উহা কিছু নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি নহে। ফলতঃ এস্থলে পরিণামবাদীদের 'আকারভেদ' শব্দকে ভাঙ্গিয়া শুধু ভেদ ও অভেদ শব্দ স্থাপনপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদের সহাবস্থান নাই এইরূপ ন্যায়াভাস সৃষ্টি করা হয় মাত্র।

১৩। (৭) লক্ষণপরিণাম-সম্বন্ধে এই আপত্তি হয়, যথা—যদি বর্ত্তমান লক্ষণ অতীতানাগত হইতে বিযুক্ত নহে বল, তবে তিন লক্ষণই একদা আছে। তাহা হইলে বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত পরস্পর সংকীর্ণ হইবে অর্থাৎ অধ্বসঙ্কর-দোষ হইবে। এ আপত্তি নিঃসার। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত কাল অবর্ত্তমান পদার্থ সুতরাং কাল্পনিক পদার্থ। সেই কাল্পনিক কালের সহিত কল্পনাপূর্ব্বক সম্বন্ধস্থাপন করাই অতীত ও অনাগত অবস্থা। বর্ত্তমানতার দ্বারাই সেই সম্বন্ধের অবগম হয়। যেমন, এই ঘট ছিল ও থাকিবে। বর্ত্তমান বা অনুভবাপন্ন ঘট হইতে ঐ কালিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া* পদার্থের কথঞ্চিৎ ভেদ আমরা বুঝি। তাই বলা হয় অধ্বাসকল পরস্পর অবিযুক্ত। নচেৎ একই ব্যক্তিতে (সাক্ষাৎ অনুভূয়মান দ্রব্যে) তিন অধ্বা আছে এরূপ শঙ্কা ব্যর্থ। যাহা অবর্ত্তমান তাহাই অতীত ও অনাগত কাল, তাহাদেরকেও বর্ত্তমান বলিয়া ঐ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সেই কাল্পনিক কালের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনই (মনোবৃত্তিমাত্র) আছে। অতীতানাগতের সত্তা অনুমেয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সত্তার সাঙ্কর্য্য হইতে পারে না। 'অতীত ও অনাগত দ্রব্য আছে,' এরূপ বলিলে বুঝায় যাহাকে আমরা কাল্পনিক অতীত ও অনাগত কালের সহিত সম্বন্ধ করিয়া 'নাই' এরূপ মনে করি, তাহাও বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান দ্রব্য।

যাহা গোচরীভূত অবস্থা তাহাই ব্যক্ততা, তাহাকেই আমরা বর্ত্তমানলক্ষণে লক্ষিত করি। যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের অযোগ্য তাহাকেই অতীতানাগত (ছিল বা হইবে) লক্ষণে ব্যবহার করি। অতএব একই ব্যক্তিতে তিন লক্ষণের আরোপ করার সম্ভাবনা নাই। এমন অবোধ কে আছে যে, শুধু "ছিল আছে ও থাকিবে" এই তিন ভেদ করিয়া পুনঃ তাহাদের এক বলিবেন। ধর্ম্ম ব্যক্ত না হইলেও যে তাহা থাকে, ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্ম্মক হইলেও তাহাতে তখন যে রাগ নাই, এইরূপ কেহ বলিতে পারে না, অল্পকাল পরেই আবার তাহাতে রাগধর্ম্ম আবির্ভূত হইতে পারে।

পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনের অর্থ যথা—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য (যে ইচ্ছার সর্ব্বতঃ ব্যাঘাত হয়, এরূপ ইচ্ছাশক্তি) এই অষ্ট পদার্থ বুদ্ধির রূপ, আর সুখ, দুঃখ ও মোহ বুদ্ধির বৃত্তি বা অবস্থা। (এই বাক্য ২।১৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে)।

১৩। (৮) ভাষ্যকার এস্থলে অবস্থাপরিণাম ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাতে অপরে যে দোষ দেন তাহা নিরাকরণ করিতেছেন। দূষক বলেন, "যখন ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ত্রিকালেই থাকে, তখন ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সবই তোমাদের চিতিশক্তির মত কূটস্থ।" অর্থাৎ যাহাকে পুরাতন অবস্থা বল তাহা সূক্ষ্মরূপে আছে ও থাকিবে, আর নূতনও সেইরূপে ছিল ও থাকিবে। যাহা ত্রিকালস্থায়ী তাহাই কূটস্থ নিত্য অতএব অবস্থাও কূটস্থ নিত্য।

* 'আমার (মৃত) পিতা ছিলেন' এস্থলে অবর্ত্তমান পদার্থের সহিত অতীতাধ্বার সংযোগ হইল, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। তাহা ঠিক নহে, কারণ, লেখকের অনুভূয়মান (বর্ত্তমান) স্মৃতির সহিত অতীতাধ্বার যোগ হয়।

ইহার উত্তর যথা—নিত্য হইলেই তাহা কূটস্থ হয় না, যাহা অপরিণামী নিত্য তাহাই কূটস্থ। বিকারশীল জগতের উপাদান-কারণ অবশ্য বিকারশীল হইবে। তাই যুক্তিতঃ বিকারশীল এক প্রধান নামক কারণ প্রমাণিত হয়। প্রধান নিত্য হইলেও বিকারশীল। সেই বিকার-অবস্থাই ঘট বা বৃক্ষাদি ব্যক্তি। সেই ঘটসকলের বিনাশ বা লয়োদয়রূপ অকৌটস্থ্য দেখিয়াই মূল কারণকে পরিণামিনিত্য বলা যায়।

বিধর্ম-বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। ভিক্ষুর মতে বিধর্ম বা বিনাশরূপ বৈচিত্র্য বা কৌটস্থ্য হইতে বিলক্ষণতা। অন্য অর্থ—বিধর্ম বা পরস্পরের অভিভাব্য অভিভাবকতাজনিত বৈচিত্র্য বা নানাত্ব। গুণি-নিত্যত্ব ও গুণ-বিকারকে ভাষ্যকার তাত্ত্বিক ও লৌকিক উদাহরণের দ্বারা দেখাইয়াছেন। মূলা প্রকৃতিই নিত্যা, অন্য প্রকৃতিগণ বিকৃতি অপেক্ষা নিত্য। যেমন ঘটাদি-পিণ্ড আদি অপেক্ষা মৃত্তিকা নিত্য, সেইরূপ।

১৩। (৯) পরিণামের লক্ষণকে স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যকার উপসংহার করিয়াছেন, ধর্মীর অবস্থানভেদই পরিণাম। অর্থাৎ অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্ব ধর্ম্ম না দেখিলে কিন্তু অন্য ধর্ম্ম দেখিলে তাহাকে পরিণাম বলি। (দ্রব্য শব্দের বিবরণ ৩।৪৪ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য)।

অবস্থান্তরই পরিণাম। এখানে অবস্থান্তর অর্থে প্রায়শঃ অবস্থাপরিণাম নহে বুঝিতে হইবে। কোনও বাহ্য দ্রব্যের অবয়বসকলের যদি দৈশিক অবস্থানভেদ হয় তবেই তাহাকে পরিণাম বলি। শব্দাদি গুণ অবয়বের কম্পন। কম্পন অর্থে দেশান্তর-প্রাপ্তিবিশেষ। কম্পনের ভেদে শব্দাদির ভেদ, সুতরাং শব্দরূপাদি ধর্ম্মের অন্যথাত্ব দেশাশ্রিত অবস্থানভেদ হইল। বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়াপরিণাম স্পষ্ট দেশাশ্রিত অবস্থানভেদ। কঠিনতা-কোমলতাদি জড়ত্বের পরিণামও অবয়বের দেশাশ্রিত অবস্থানভেদ। কঠিন লৌহ তাপযোগে কোমল হয়। ইহার অর্থ—তাপ নামক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার অবয়বের অবস্থানভেদ হয়।

আভ্যন্তরিক দ্রব্যের পরিণামও সেইরূপ কালিক অবস্থানভেদ। মনোবৃত্তিসকল দৈশিক-সত্তাহীন, কালব্যাপী পদার্থ। তাহাদের পরিণাম কেবল কালিক নাশোদয়রূপ। অর্থাৎ এককালে এক বৃত্তি অন্যকালে আর এক বৃত্তি এইরূপ অন্যথাভাব-প্রবাহ। অতএব দৈশিক বা কালিক অবস্থাভেদই পরিণাম।

ভাষ্যম্। তত্র—

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ। স চ ফলপ্রসবভেদানুমিতসদ্ভাব একস্যান্যোঽন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্ত্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মান্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ ভিদ্যতে, যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদা ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি, তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্ত্তমানস্যানন্তরা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানাঃ, পূর্ব্ব-পশ্চিমতায়া অভাবাৎ। যথাঽনাগতবর্ত্তমানয়োঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমতা নৈবমতীতস্য, তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্ত্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে ? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং "জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদিবৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু" ইতি,

এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্ন খলু সমানকাল-মাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্মেষ্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্মী।

যস্য তু ধর্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং তস্য ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্মণোঽন্যৎ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত, তৎস্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্যস্যাস্তীতি। বস্তুপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্মী যো ধর্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্মমাত্রং নিরন্বয়মিতি॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে—

১৪। শান্ত বা অতীত, উদিত ও অব্যপদেশ্য (শক্তিরূপে স্থিত) এই ত্রিবিধ ধর্মসকলের অনুপাতী দ্রব্যকে ধর্মী বলে॥ সূ

ধর্মীর যোগ্যতাবিশিষ্ট (যোগ্যতার দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই ধর্ম (১)। এই ধর্মের সত্তা ফলপ্রসবভেদ হইতে (ভিন্ন ভিন্ন কার্যজনন হইতে) অনুমিত হয়। কিন্তু এক ধর্মীর অনেক ধর্ম দেখা যায়। তাহার মধ্যে (ধর্মের মধ্যে) ব্যাপারারূঢ়ত্বহেতু বর্তমান ধর্ম, অতীত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্মান্তর হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন ধর্ম (শান্ত ও অব্যপদেশ্য) অবিশিষ্টভাবে ধর্মীতে অবস্থিত থাকে, তখন ধর্মিস্বরূপমাত্র হইতে সেই ধর্ম কিরূপ ভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে? ধর্মীর ধর্ম ত্রিবিধ, শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য। তাহার মধ্যে যাহারা ব্যাপার করিয়া উপরত হইয়াছে, তাহারা শান্ত ধর্ম। ব্যাপারযুক্ত ধর্ম উদিত; তাহারা অনাগত লক্ষণের সমনন্তরভূত (অব্যবহিত পরবর্তী)। অতীত ধর্মসকল বর্তমানের সমনন্তরভূত। কি কারণে বর্তমান ধর্ম সকল অতীতের পরবর্তী হয় না? তাহাদের (অতীতের ও বর্তমানের) পূর্বপরতার অভাবহেতু। যেমন, অনাগত ও বর্তমানের পূর্বপরতা আছে, অতীত ও বর্তমানের সেরূপ নাই (অর্থাৎ অনাগত, আগামী এবং বর্তমান তাহার পশ্চাদ্বর্তী, কিন্তু অতীতের পশ্চাদ্বর্তী বর্তমান—এরূপ সম্বন্ধ নাই)। সেই কারণে অতীতের (পশ্চাতে) অনন্তর আর কিছু নাই। (আর) অনাগতই বর্তমানের পূর্ব।

অব্যপদেশ্য ধর্ম কি?—সর্ববস্তু সর্বাত্মক। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, "জল ও ভূমির পারিণামিক রসাদির বৈশ্বরূপ্য (অসংখ্য প্রকার ভেদ) বৃক্ষাদিতে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ বৃক্ষাদির অসংখ্য প্রকার পারিণামিক ভেদ উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুসকলে দৃষ্ট হয়। জন্তুসকলেরও স্থাবরপরিণাম দৃষ্ট হয়।" এইরূপে জাতির অনুচ্ছেদহেতু (অর্থাৎ জলত্ব-ভূমিত্ব-জাতির সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া) সর্ব বস্তু সর্বাত্মক। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের অপবন্ধ বা অভাব হইলে (এই চারির দ্বারা নিয়মিত) ভাব বা বস্তুসকলের সমান কালে অভি-ব্যক্তি হয় না। যাহা এই সকল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্মের অনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মক (শান্ত ও অব্যপদেশ্য—সামান্য, উদিত—বিশেষ) সেই অন্বয়ী দ্রব্যই ধর্মী (২)।

যাহাদের মতে এই চিত্ত কেবল ধর্মমাত্র ও নিরন্বয় (অর্থাৎ বহু ধর্মের মধ্যে এক চিত্তরূপ দ্রব্য সামান্যরূপে অন্বয়ী নহে) তাহাদের মতে ভোগ সিদ্ধ হয় না, কেননা, অন্য এক বিজ্ঞানের দ্বারা কৃত কর্মকে অন্য এক বিজ্ঞান কিরূপে ভোক্তৃভাবে অধিকার করিবে? আর, সেই কর্মের স্মৃতিরও অভাব হয়, যেহেতু একের দৃষ্ট বিষয় অন্যের স্মরণ হইতে পারে না এবং প্রত্যভিজ্ঞানহেতু ('এই সেই' বা 'মৃত্তিকাপিণ্ডই ঘট হইয়াছে,' এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া) অন্বয়ী ধর্মী বিদ্যমান আছে, আর তাহা ধর্মান্যথাত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ("এই সেই বস্তু" বলিয়া অনুভূত হয়)। সেই কারণে ইহা (জগৎ) ধর্মমাত্র ও নিরন্বয় (ধর্মিশূন্য) নহে।

টীকা। ১৪। (১) যোগ্যতা অর্থাৎ ক্রিয়াদির দ্বারা কোন এক প্রকারে বোধ্য হইবার যে যোগ্যতা। অগ্নির দাহযোগ্যতা আছে। দাহ জানিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তির জ্ঞান হয়। দাহিকাশক্তিকে অগ্নির ধর্ম্ম বলা যায়। এই শক্তি দাহক্রিয়ার হেতু। দাহিকাশক্তি দাহ-ক্রিয়ার দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয়। দহন হইল যোগ্যতা, আর দহনকারিণী (দহনের দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই অগ্নির এক ধর্ম্ম।

ফলতঃ পদার্থের গুণ তাহাই ধর্ম্ম। অর্থাৎ আমরা যাহার দ্বারা কোন পদার্থ জানি, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাস্তব এবং বৈকল্পিক বা বাঙ্মাত্র, এই দ্বিবিধ হয়। যাহা বাক্যের সাহায্য না হইলেও বোধগম্য হয়, তাহা বাস্তব। বাস্তব ধর্ম্ম আবার যথার্থ ও আরোপিত। সূর্য্যের শ্বেততা যথার্থ ধর্ম্ম, মরুতে জলত্ব আরোপিত ধর্ম্ম।

বাক্য বা শব্দের দ্বারাই যাহা বোধগম্য হয় অন্যভাবে যাহা বোধগম্য হয় না তাহা বৈকল্পিক ধর্ম্ম। যেমন অনন্তত্ব, ঘটত্ব, জলাহরণত্ব ইত্যাদি। ঘট জলাহরণত্ব আমাদের ব্যবহার অনুসারে কল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়ব এই উভয়ের সংযোগবিশেষ আছে, আর তদ্দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিরূপ বাস্তব ধর্ম্ম আছে। তাহাকেই 'জলাহরণত্ব' নাম দিয়া এবং এক ধর্ম্মরূপে কল্পনা করিয়া ব্যবহার করি। ঘট নষ্ট হইলে জলাহরণত্বের নাশ হয় কিন্তু তাহাতে কোন বস্তুর বিনাশ হয় না। কারণ, জলাহরণত্ব কথামাত্র, অবাস্তব পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ঘটের অবয়বের ও জলাবয়বের অবস্থান্তররূপ পরিণাম হয়, কিছুর অভাব হয় না। ঘট এবং ঘটাবয়বসকলের পূর্ব্ববৎ শীতবানতাও থাকে। এতাদৃশ অবাস্তব উদাহরণদ্বারা অপর বাদীরা সৎকার্য্যবাদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবাস্তব শাব্দিক পদার্থ (mere abstractions) প্রভৃতি সমস্তই ঐরূপ বৈকল্পিক ধর্ম্ম।

বাস্তব ধর্ম্মসকল বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য ধর্ম্ম মূলতঃ ত্রিবিধ—প্রকাশ্য, কার্য্য ও জাড্য। শব্দাদি গুণ প্রকাশ্য, সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া কার্য্য এবং কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম জাড্য। আভ্যন্তর ধর্ম্মও মূলতঃ ত্রিবিধ—প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি, বা বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি। এই সমস্ত বাস্তব ধর্ম্মের অবস্থান্তর হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা বা Conservation of energy প্রকরণ বুঝিলে ইহা সম্যক্ জ্ঞানগম্য হইবে। প্রাচীনকালের সকল উদাহরণ আধুনিক তত উপযোগী নহে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে যাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয় তাদৃশ ভাবকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। বোধগম্য ভাবের মধ্যে যাহা জ্ঞায়মান তাহাই উদিত ধর্ম্ম, যাহা জ্ঞায়মান ছিল তাহা অতীত ধর্ম্ম আর যাহা ভবিষ্যতে জ্ঞায়মান হইবার যোগ্য বলিয়া বোধগম্য হয় তাহা অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান হইয়া যাহা নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা শান্ত ধর্ম্ম। যাহা ব্যাপারারূঢ় বা অনুভূয়মান ধর্ম্ম তাহা উদিত ধর্ম্ম। আর যাহা হইতে পারে এবং যাহা কখনও বর্ত্তমানতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া ব্যপদেশের বা বিশেষিত করার অযোগ্য, তাহাই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় কিন্তু শান্ত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে অবিশিষ্টভাবে অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়া পৃথক্ অনুভূত হয় না। তাহাদের সত্তা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

অতীত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম (কোন এক ধর্ম্মীর) অনন্ত হইতে পারে; কারণ সমস্ত দ্রব্যের মূলগত একত্ব আছে, তজ্জন্য সমস্ত দ্রব্যই পরিণত হইয়া সমস্ত প্রকার হইতে পারে।

এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিদৃষ্টি সাংখ্যদর্শনের মৌলিক প্রণালী। ভাষ্যকার এই মতের প্রতিযোগী অন্যান্য যে সব যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাদের অযুক্ততা এস্থলে প্রদর্শিত

অর্থে অত্যন্তাভাব নহে, কিন্তু অনভিব্যক্তভাবে স্থিতি। ভাষ্যকার ইহা অনেক উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ অভাব অর্থে 'অপর এক ভাব'; অভাব শব্দ এই অর্থেই আমরা ব্যবহার করি। (১।৭ [১]) দ্রঃ। অত্যন্তাভাব বা সম্পূর্ণ ধ্বংস বিকল্পমাত্র; তাহা কোন ভাব পদার্থে প্রয়োগ করা নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা। শূন্যবাদীরাও বলেন 'শূন্য আছে' 'নির্বাণ আছে' ইত্যাদি। যাহা থাকে তাহাই ভাব। যাহা থাকে না, ছিল না, থাকিবে না তাহাই সম্পূর্ণ অভাব; সেরূপ শব্দ ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। এই তিন নিত্য ধর্মই (পরিণাম, সত্ত্ব ও নিরোধ) বা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তম। ইহারা সার্বভৌম নিয়মধর্মের শক্তি-স্বরূপ।

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দ্বিবিধ—এক অজ্ঞাতবাদী ও অন্য অজ্ঞেয়বাদী। তাঁহারা কেহ শূন্যবাদী নহেন। কারণ, বৌদ্ধের যেরূপ নির্বাণকে শূন্য প্রমাণ (তাহাই মুক্তির অতিরত্ন, এরূপ ভাবিয়া) করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের সেরূপ আবশ্যক হয় নাই, তাই তাঁহাদের ওরূপ অযুক্তের আশ্রয় লইতে হয় নাই।

Hume পূর্বোক্ত অজ্ঞাতবাদের উদ্ভাবয়িতা। তিনি সমস্ত পদার্থকে ধর্ম বা phenomena বলিয়া সেই phenomena সমূহের মূল অধিষ্ঠান বা Substratum কি, তাহা 'জানি না' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ঠিক জানি না বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—"As to those impressions which arise from the senses, their ultimate cause is in my opinion perfectly inexplicable by human reason and it will always be impossible to decide with certainty, whether they arise from the object or are produced by the creative power of the mind, or are derived from the Author of our being." যখন তিনি তিন রকম কারণ হইতে পারে, ইহা নির্দেশ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে অজ্ঞাতবাদী বলাই সঙ্গত।

Herbert Spencer প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনি মূল কারণকে unknowable বা অজ্ঞেয় বলেন। কিন্তু এই unknowable মূল যে আছে তাহা অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যথা—Thus it turns out that the objective agency, the noumenal power, the absolute force, declared as unknowable is known after all, to exist, persist, resist and cause our subjective affections and phenomena, yet not to think or to will.

সাংখ্যেরা কিরূপ নিত্যত্রয়ের দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। Hume যাহাকে inexplicable বলেন, সাংখ্য তাহা explain করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর Spencer যাহাকে unknowable বলেন তাহা যখন অনুমানবলে 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় হয় তখন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু Phenomenaর বা ধর্ম-পরিণাম-সন্তানের যাহা কারণরূপে স্বীকার্য তাহাতে যে সেই কার্যের উৎপাদিকা শক্তি আছে তাহাও স্বীকার্য। সব জ্ঞাত ভাব, সব ক্রিয়াশীল ভাব, সব জড়শীল ভাবই ধর্ম। অতএব যাহা 'ধর্মীর' মূল কারণ, অজ্ঞেয়বাদীর মতে যাহা অজ্ঞেয়, তাহাতেও যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি আছে তাহা স্বীকার্য হইবে। আপত্তি হইতে পারে, তাহা প্রমাণের অযোগ্য বলিয়াই 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়াছে, অতএব তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কিরূপে স্বীকার্য হইতে পারে? সত্য। কিন্তু প্রকাশাদি আছে বলিয়া যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন অগত্যা বলিতে হইবে তাহাতে প্রকাশ,

এক পরিণামের পরবর্ত্তী পরিণামকে তাহার ক্রম বলা যায়। মৃৎপিণ্ড ঘট হইলে সেস্থলে পিণ্ডরূপ ধর্ম্মের ক্রম ঘটরূপ ধর্ম্ম, ইহা ধর্ম্ম-পরিণামের ক্রম। সেইরূপ লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণামেরও ক্রম হয়, ভাষ্যকার তাহা উদাহৃত করিয়াছেন।

অনাগতের ক্রম উদিত, উদিতের ক্রম অতীত, ইহাই লক্ষণ-পরিণামের ক্রম। নূতন ঘট পুরাণ হইল, এস্থলে বর্ত্তমানতারূপ একই লক্ষণ থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের ভেদ যদি প্রতীত না হয়, তবেই যে নূতন-পুরাতনাদি ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। দেশান্তরে স্থিতিও অবস্থা-পরিণাম। ধর্ম্ম-পরিণামকে লক্ষ্য না করিয়া ভিন্নতাজ্ঞান করাই অবস্থা-পরিণাম। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্ম-পরিণাম হয়। ধর্ম্মান্তর লক্ষ্য না করিলেও বা তাহা লক্ষ্য করিবার শক্তি না থাকিলেও (যেমন, একাকার সুবর্ণগোলকের কোনটা পুরাতন, কোনটা নূতন, এস্থলে) সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-পরিণাম অলক্ষ্যে হইতেছে। অতএব অবস্থা-পরিণাম যে ধর্ম্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্ তাহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। 'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ধর্ম্মী আছে' এরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া ধর্ম্মের পরিণামক্রম উপলব্ধি করিতে হয়।

১৫। (২) এক ধর্ম্ম যে অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্মী হইতে পারে তাহা এই পাদের ১৩ সূত্রের ২য় টিপ্পনীতে বর্ণিত হইয়াছে। পরমার্থদৃষ্টিতে অলিঙ্গ প্রধানে যাইয়া ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদের উপচার হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে। তখন ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ভেদ করা বাধ হয়। তখন কেবল অস্তিতামাত্র অভিভাবকরূপ বিক্রিয়া-শক্তিরূপে আছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার বিক্রিয়াশক্তি তাহা বলা হইবে না। বিক্রিয়াশক্তিই সাম্যপ্রাপ্ত সাম্যগুণ।

গুণের বিষম-পরিণামকে বিষয়ভাবে উপদর্শন করাই (পুরুষের দ্বারা) বুদ্ধ্যাদি বিকার। সংস্কারভাবে উপদর্শন অভাব হইলে বুদ্ধ্যাদিরূপ বিষয় জ্ঞানের সমাপ্তি বা অনুপলব্ধি হয়। তখন বুদ্ধির অভাবহেতু পরমার্থদৃষ্টিও শেষ হয়, তজ্জন্য গুণত্রয় এবং তাহাদের বিক্রিয়াস্বভাব তখন পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

গুণবিক্রিয়াকে বিষয়ভাবে দর্শন অর্থে—প্রাদুর্ভাবের আধিক্যদর্শন। অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্যদর্শনই জ্ঞান, রজের আধিক্যদর্শন প্রবৃত্তি আর, তমের আধিক্যদর্শন স্থিতি। এইরূপ পুরুষোপদৃষ্টা প্রকৃতির দ্বারা গুণাদির সর্গ হয়।

১৫। (৩) পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যকার চিত্তের ধর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিদৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রত্যয়রূপ বা জ্ঞানরূপ প্রখ্যা এবং প্রবৃত্তি, অপরিদৃষ্ট-ধর্ম্ম স্থিতি। প্রবৃত্তিধর্ম্মের কতক পরিদৃষ্ট এবং কতক অপরিদৃষ্ট। অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম সপ্তভাগে বিভাগ করিয়া ভাষ্যকার উদাহৃত করিয়াছেন। অপরিদৃষ্ট-ধর্ম্মসকল বস্তুমাত্র-স্বরূপ অর্থাৎ 'তাহারা আছে' এইরূপ অনুমিত হয়, কিন্তু কিরূপে আছে তাহার বিশেষ ধারণা হয় না। যাহার যাহা আছে তাহাই বস্তু।

নিরোধ — নিরোধ-সমাধি। ধর্ম্ম — পুণ্যাপুণ্যরূপ বিপাক সংস্কার। সংস্কার — বাসনা-রূপ স্মৃতিফল-সংস্কার। পরিণাম — যে অলক্ষ্যক্রমে চিত্ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। জীবন — প্রাণবৃত্তি, তাহা তামস করণ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা তামস) ও তাহার ক্রিয়া অলক্ষিতভাবে হয়। চেষ্টা — ইন্দ্রিয়চালিকা চিত্তচেষ্টা। ইচ্ছারূপ চিত্তচেষ্টা পরিদৃষ্টা, কিন্তু এই চেষ্টা (অবধানরূপা) অপরিদৃষ্টা কারণ ইচ্ছার পর সেই শক্তি কিরূপে কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতে আসে, তাহা সাক্ষাৎ অনুভূয়মান নহে অথচ দর্শনবর্জ্জিত সেই অবধানরূপা চেষ্টা তামস। শক্তি — চেষ্টার বা বাহ্য ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা।

ভাষ্যম্। অতো যোগিন উপাত্তসর্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামেষু সংযমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাধি-ত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহার পর সর্বসাধনসম্পন্ন যোগীর বুভুৎসিত (জিজ্ঞাসিত) বিষয়ের প্রতিপত্তির (সাক্ষাৎকারের) নিমিত্ত সংযমের বিষয় অবতারিত হইতেছে—

১৬। পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়॥ সূ

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামে সংযম করিলে যোগীদের অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্র এই তিনটি (এক বিষয়ে এই তিন সাধন) সংযম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার (সংযমের) দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে, সেই পরিণামত্রয়ানুগত বিষয়ের অতীত ও অনাগত জ্ঞান সাধিত হয় (১)।

টীকা। ১৬। (১) সমাধি-নির্মল জ্ঞানশক্তির অপ্রকাশ্য কিছু থাকিতে পারে না, তাহার কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই শক্তি ত্রিকালজ্ঞানের জন্য পরিণামক্রমে বিনিয়োগ করিতে হয়।

সাধারণ প্রজ্ঞার দ্বারা আমরা কতক কতক অতীত ও অনাগত বিষয় জানিতে পারি। হেতু দেখিয়া তাহা অনুমান করিয়া জানি। সংযমবলে হেতুর সমস্ত বিশেষের সাক্ষাৎকার হয়, সুতরাং হেতুর ধর্মবিশেষেরও বিশেষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হয়। তাহা আবার যাহার হেতু, তাহারও ঐরূপে সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপক্রমে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

স্থূল চক্ষু-কর্ণাদি যে বাহ্যজ্ঞানের একমাত্র দ্বার নহে তাহা বহুশঃ বিপ্রকৃষ্টবোধ (clairvoyance, telepathy) প্রভৃতি সাবধান পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আর, ভবিষ্যৎ জ্ঞানও যে হইতে পারে তাহা ভূরি ভূরি যথার্থ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যখন চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের শক্তি আছে ও অপ্রার্থিতে কখন কখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন যে তাহা সাধনবলে আয়ত্ত হইতে পারিবে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। যেমন নিউটন একটি সেব ফলের পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ যদি তাহার জীবনের কোন সফল ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধান করেন তবেই যোগশাস্ত্রের এই সব নিয়ম ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতীতানাগত জ্ঞান বাস্তবিক প্রণালীতেই হয়। উহাতে কিছু 'অতিপ্রাকৃতিকত্ব' (mysticism) নাই। চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে তাহা সত্য (fact), কিরূপে হইতে পারে তাহার অবশ্য কারণ আছে। ভগবান্ সূত্রকার সেই প্রণালী যুক্তিসহ দেখাইয়াছেন। অন্যের অন্য কেহ তাহা দেখাইয়া যান নাই। ('তত্ত্বসাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

এ স্থলে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। সমাধিসিদ্ধ যোগী অতি বিরল। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদের অলৌকিক শক্তির বিষয় বর্ণিত হয় কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে প্রায়ই তাহার বিবরণসকল অলীক বা লোকরঞ্জনের জন্য কল্পিত বা ধর্মক্ষেত্রে অতিরঞ্জনপ্রবৃত্তিজনিত প্রায় ধারণামূলক। কিন্তু অলৌকিক শক্তির যে কিছু কিছু ঐ সকল ব্যক্তিতে ছিল, তাহা তদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে।

ভিন্নার্থবাচক শব্দের প্রয়োগদর্শনহেতু সেই শব্দসকল নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত না হওয়াতে তাহারা ক্রিয়া অথবা কারক, ইহার মধ্যে কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে?

সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগ যথা —(১) 'প্রাসাদ শ্বেত দেখাইতেছে' (শ্বেততে প্রাসাদঃ) ইহা ক্রিয়ার্থ শব্দ আর 'শ্বেত প্রাসাদ' ইহা কারকার্থ শব্দ। অর্থ ক্রিয়াকারকাত্মক, প্রত্যয়ও সেইরূপ। কেননা 'সেই এই' এইরূপ অভিসম্বন্ধহেতু সংকেতের দ্বারা একাকার প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। যাহা শ্বেত অর্থ তাহাই শব্দ ও প্রত্যয়ের আলম্বনীভূত। আর তাহা (অর্থ) নিজের অবস্থান্তর দ্বারা বিক্রিয়মাণ হওয়াহেতু শব্দের সহগত (সমানাধার) অথবা প্রত্যয়ের সহগত নহে। এইরূপে শব্দ এবং প্রত্যয়ও পরস্পরের সহগত নহে। শব্দ ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন ও প্রত্যয় ভিন্ন এইরূপ বিভাগ। তাহাদের এই প্রবিভাগে সংযম করিলে যোগীদের সর্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান সিদ্ধ হয়।

টীকা। ১৭। (১) শব্দ = উচ্চারিত শব্দ। অর্থ = সেই শব্দের বিষয়। প্রত্যয় = অর্থের মনোগত স্বরূপ বা বক্তার মনোভাব এবং শব্দ শুনিয়া শ্রোতার অর্থ-জ্ঞানরূপ মনোভাব। তাহাদের (শব্দার্থপ্রত্যয়ের) পরস্পর অধ্যাস বা একের উপর অন্যের আরোপ অর্থাৎ একটিকে অন্য মনে করা। সেই অধ্যাস হইতে তাহাদের সাংকর্য হয়, অর্থাৎ যাহা শব্দ তাহাই যেন অর্থ ও তাহাই যেন জ্ঞান, এইরূপ একত্ববুদ্ধি হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অতিশয় ভিন্ন পদার্থ। গো-শব্দ বক্তার বাগিন্দ্রিয়ে থাকে, গো-অর্থ গোশালায় বা গোচরে থাকে; আর গো-জ্ঞান শ্রোতার মনে থাকে। এইরূপ বিভাগ জানিয়া যোগী কেবল শব্দ, কেবল অর্থ ও কেবল প্রত্যয়কে পৃথগ্রূপে ভাবনা করিতে শিখেন। তখন শব্দে মন দিলে শব্দমাত্র নির্ভাসিত হইবে, অর্থে অথবা প্রত্যয়মাত্রে মন দিলে তাহাই নির্ভাসিত হইবে। এইরূপ ভাবনায় কুশল যোগী কোন অজ্ঞাতার্থক শব্দ শুনিলে সেই শব্দমাত্রে সংযম করিয়া তদুচ্চারকের বাগ্যন্ত্রে উপনীত হন। তথায় উপনীত জ্ঞানশক্তি বাগ্যন্ত্রের প্রযোজক যে উচ্চারকের মন, তাহাতে উপনীত হন। অনন্তর যে অর্থে সেই মন, সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, যোগীর সেই অর্থের জ্ঞান হয়।

১৭। (২) এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সাংখ্যসম্মত শব্দার্থতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ইহা অতীব সারবৎ ও যুক্তিযুক্ত। ইহা বিভাগ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

(ক) বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ হয়। বর্ণ অর্থে উচ্চার্য শব্দের মৌলিক বিভাগ। মনুষ্যের যাহা সাধারণ ভাষা তাহা ক, খ আদি বর্ণের এক একটির দ্বারা অথবা একাধিকের সংযোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তদ্ব্যতীত জন্তুদিগের শব্দেরও উপযুক্ত বর্ণবিভাগ হইতে পারে। মনে কর শাকুনিকেরা পক্ষি ধরাইবার সময়ে যে চুকচুক শব্দ করে তাহার বর্ণের এক প্রকার অক্ষর করা গেল, সেই লিখিত অক্ষর দেখিয়া জ্ঞাত-সংকেত ব্যক্তি উপযুক্ত সংকেত অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। সাধারণ 'ক' আদি বর্ণের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয় না। সর্বপ্রাণীর শব্দেরই ঐরূপ বর্ণ আছে। স্বরের সপ্ত প্রকার মৌলিক বর্ণের যোগে যেমন সমস্ত রাগ হয়, সেইরূপ কয়েকটি বর্ণের দ্বারা সমস্ত প্রকার বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে।

(খ) কর্ণ কেবল ধ্বনি (sound) গ্রহণ করে, তাহা অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ণের ধ্বনি কর্ণ গ্রহণ করে। বর্ণ যেমন ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত হয় (একসঙ্গে দুই বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না) কর্ণও সেইরূপ ক্রমশঃ এক এক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া থাকে।

(গ) পদ বর্ণসমষ্টি। বর্ণসকল একদা উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়া পদ একদা থাকে না। পদোচ্চারণে পদের বর্ণসকল উঠিতে ও লয় পাইতে থাকে। সুতরাং পদের একত্ব কর্ণের দ্বারা হয় না, কিন্তু মনের দ্বারা হয়। পূর্বাপর সমস্ত বর্ণের সংস্কার হইতে স্মরণপূর্বক একত্ববুদ্ধি করাই পদ স্বরূপ হইল। একবর্ণিক পদে ইহার অবশ্য প্রয়োজন নাই।

(ঘ) বর্ণসকল পদের উপাদান কিন্তু প্রত্যেকে অপদ। বর্ণসকলের বহু বহু প্রকার সংযোগ হইতে পারে বলিয়া পদ যেন অসংখ্য।

(ঙ) বর্ণসকল পদরূপে অথবা একক সর্বাভিধান-সমর্থ। অর্থাৎ তাহারা সমস্ত পদার্থের বাচক হইতে পারে। সঙ্কেতের দ্বারা যে-কোন পদকে যে-কোন অর্থের বাচক করা যাইতে পারে। কতকগুলি বর্ণকে কোন বিশেষ ক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং কোন বিশেষ অর্থে সঙ্কেত করিয়া পদ নিশ্চিত হয়। যেমন, গৌঃ এক পদ, ইহাতে গ, ঔ এবং ঃ, এই তিন বর্ণ; 'গ'র পর 'ঔ' এবং ঔকারের পর বিসর্গ, এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এবং 'গোরু প্রাণী' এইরূপ অর্থে সঙ্কেতীকৃত হইয়াছে। তাহাতে গো-পদ জ্ঞাতসঙ্কেত ব্যক্তির নিকট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থকে প্রদ্যোতিত করে।

(চ) যদিচ, পদ প্রায়শঃ অনেক বর্ণের দ্বারা নিষ্পন্ন, তথাপি সেই অনেক বর্ণ একদা বর্তমান থাকে না, কিন্তু পর পর উচ্চারিত হয়। লীন ও উদিত ভাবের বাস্তব সমাহার হয় না সুতরাং পদ প্রকৃত পক্ষে মনোভাব মাত্র। মনে মনে সেই ধ্বনিক্রমসকলকে উপসংহৃত বা এক করা যায়। আর পদ সেই একীভূত-বুদ্ধি নির্ভাস পদার্থ বা মনোভাব মাত্র হইল। মনে মনে বর্ণসকলকে এক করিয়া একপদরূপে স্থাপন করার নাম অনুসংহার বা উপসংহার-বুদ্ধি। তাদৃশ, বুদ্ধিনিশ্চিত পদের দ্বারাই অর্থের সঙ্কেত করা হয়।

(ছ) উচ্চার্যমাণ পদসকল লীয়মান ও উদীয়মান বর্ণরূপ অবয়ব-স্বরূপ বটে, কিন্তু একবুদ্ধি-নির্গ্রাহ্য যে মানস পদসকল তাহারা সেইরূপ নহে। কারণ, তাহারা একবুদ্ধির বিষয়। বুদ্ধির অনুভূয়মান বিষয় বর্তমানই হয়, লীন হয় না। যাহা জ্ঞায়মান না হয়, কিন্তু অব্যক্তভাবে থাকে তাহাই লীন দ্রব্য। অতএব মানস পদ একভাব-স্বরূপ। অনুভবও হয় যে মনে মনে পদকে আমরা এককালে উদিত করি। আর তাহা এক, বর্তমান ভাব-স্বরূপ বলিয়া তাহার উদীয়মান ও লীয়মান অবয়ব নাই সুতরাং তাহা অভাগ ও অক্রম। বর্ণসমাহাররূপ উচ্চারিত পদ সভাগ ও সক্রম বলিয়া বুদ্ধি-নিশ্চিত পদ অবর্ণ স্বরূপ। বুদ্ধির দ্বারা তাহা কিরূপে নিশ্চিত হয়?—বর্ণ ক্রম-শ্রবণকালে এক একটি বর্ণের জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে সংস্কার হয়। সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়। ক্রমশঃ শ্রূয়মাণ বর্ণসকলের এইরূপ পর পর জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার হয়। শেষ বর্ণের সংস্কার হইলে সেই সমস্ত সংস্কার স্মৃতির দ্বারা একপ্রয়ত্নে উপস্থাপিত করিয়া একটি বৌদ্ধপদ নিশ্চিত হয়।

(জ) যদিও বুদ্ধিস্থ পদ অবর্ণ তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত শ্রবণজ্ঞানের সংস্কারপূর্বক তাহা বর্ণের দ্বারা ভাষণ করিতে হয়। মানবপ্রকৃতি স্বকীয় বাগ্ব্যবহারের বাসনাযুক্ত। মনুষ্যজাতিতে বাক্যের উৎকর্ষ এক বিশেষত্ব। বাসনা অনাদি বলিয়া বাগ্‌-ব্যবহারের বাসনাও অনাদি। বালক-শিশু উপযোগী সংস্কারহেতু সহজেই বাগ্ব্যবহার শিক্ষা করে। শ্রবণপূর্বকই মূলতঃ শিক্ষা হয়। শিশু যেমন পদ জানিতে থাকে তেমনি পদের অর্থ-সঙ্কেতও জানিতে থাকে। যদিও পদ অর্থ ও প্রত্যয় পৃথক, তথাপি তাহা ইতরেতরাধ্যাসের দ্বারা অভিন্নবৎ ভাবে আমরা ব্যবহার করি। আর সেইরূপ ব্যবহারের বাসনা হইতে

বলিয়া শিক্ষাকালে সম্প্রতি সেইরূপ শব্দার্থ-প্রত্যয়কে অভিন্নবৎ মনে করিয়াই শিক্ষা করি। শিক্ষা করি—সম্প্রতিপত্তির দ্বারা। সম্প্রতিপত্তি অর্থে বৃদ্ধসংবাদ, অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের নিকটেই প্রথমতঃ ঐরূপ সঙ্কীর্ণ বাক্ শিক্ষা করি ও পরে শব্দার্থ-প্রত্যয়কে সঙ্কীর্ণ রূপে ব্যবহার করি।

(খ) পদসকলের প্রবিভাগ বা অর্থভেদ-ব্যবস্থা অবশ্য সঙ্কেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়: 'এতগুলি বর্ণের দ্বারা এই পদ করিলাম এবং এই অর্থ-সঙ্কেত করিলাম' এইরূপে কোন ব্যক্তির দ্বারা পদ ও অর্থের সঙ্কেত কৃত হয়। চন্দ্র, মহ্‌তাব, moon প্রভৃতি শব্দ কে রচনা করিয়াছে ও তাহাদের অর্থ-সঙ্কেত কে করিয়াছে তাহা না জানিলেও কোন এক ব্যক্তি তাহা যে করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়।

(গ) পদ ও অর্থের অধ্যাস-স্মৃতিই সঙ্কেত। 'এই প্রাণীটা গো' 'গো ঐ প্রাণীটা' এইরূপ ইতরেতর অধ্যাসের স্মৃতিই সঙ্কেত। অতএব শব্দ, পদার্থ ও স্মৃতি বা প্রত্যয় ইতরেতরে অধ্যস্ত হওয়াতে সঙ্কীর্ণ বা অবিবেক্তব্য হয়। যোগী তাহাদের প্রবিভাগজ্ঞ হইলে বা সমাধির দ্বারা অসংকীর্ণ এক একটিকে সাক্ষাৎ জানিলে, নির্বিতর্কা প্রজ্ঞার দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির অর্থ জানিতে পারেন।

(ঘ) বাক্য অর্থে ক্রিয়াপদযুক্ত বিশেষ্য পদ। বাক্য-শক্তি অর্থে বাক্যের দ্বারা যে অর্থ বুঝায় তাহা বুঝাইবার শক্তি। 'ঘট' একটি পদ, 'ঘট আছে' ইহা একটি বাক্য, ঘট লাল (অর্থাৎ ঘট হয় লাল) ইহাও বাক্য। বাক্য = proposition, পদ = term।

সমস্ত পদেরই বাক্য-শক্তি আছে, অর্থাৎ একটি পদ বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু, অন্ততঃ 'সত্তা' বা 'আছে' এইরূপ ক্রিয়াযুক্ত, বাক্য-বৃত্তি থাকে। বৃক্ষ বলিলে বৃক্ষ 'আছে' 'ছিল' বা 'থাকিবে' এইরূপ সত্ত্বক্রিয়া উহ্য থাকিবে। কারণ সত্ত্ব সর্ব্ব পদার্থে অব্যভিচারী। 'নাই' অর্থে অন্যত্র বা অন্যরূপে আছে। তবে 'খপুষ্প' বলিলেও কি আছে বুঝাইবে? হাঁ, তাহা বুঝাইবে। এখানে 'খ'ও আছে, 'পুষ্প'ও আছে এবং 'খপুষ্প' শব্দের একটি অর্থ আছে, তাহা বাহিরে না থাকিতে পারে, কিন্তু মনে আছে। এইরূপে ভাবার্থ বা অভাবার্থ সমস্ত বিশেষ্য পদের সত্ত্ব-ক্রিয়া-যোগরূপ বাক্য-বৃত্তি আছে।

ক্রিয়াপদেরও বাক্য-বৃত্তি থাকে। তদ্বিষয়ে 'পচতি' পদের উদাহরণ দিয়া ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। 'পচতি' বলিতে 'পাক করিতেছে' এই বাক্যার্থ বুঝায়। অতএব ক্রিয়াতেও বাক্যার্থ বুঝাইবার শক্তি থাকে। আর যে সব পদ বাক্যার্থ বুঝাইবার জন্য রচিত হয়, তাহাতেও বাক্য-শক্তি থাকিবেই, যেমন 'শ্রোত্রিয়' আদি।

অনেকার্থ-বাচক যে সব শব্দ আছে (যেমন ভবতি), তাহারা একক প্রযুক্ত হইলে সাধারণ প্রজ্ঞার তাহার অর্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যোগজ প্রজ্ঞায় হয়।

(ঙ) শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন। 'শ্বেততে প্রাসাদঃ' ও 'শ্বেতঃ প্রাসাদঃ' এই এই স্থলে শ্বেততে শব্দ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ সাধারূপ অর্থযুক্ত, আর 'শ্বেতঃ' এই শব্দ কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থ যুক্ত। কিন্তু ঐ দুই শব্দের যাহা অর্থ, তাহা ক্রিয়ার্থ এবং কারকার্থ। কারণ, একই শ্বেতত্বকে (সাদা রংকে) ক্রিয়া ও কারক উভয়ই বলা যাইতে পারে। প্রত্যয়ও ক্রিয়া-কারকার্থ। কারণ, 'এই গরু' এইরূপ জ্ঞান এবং গো-প্রাণিরূপ বিষয়, সঙ্কেতের দ্বারা অভিন্নবদ্ধ হওয়া-হেতু একাকার হয়। এইরূপে ক্রিয়ার্থ অথবা কারকার্থ 'শব্দ' হইতে, ক্রিয়াকারকার্থ অর্থ ও তাদৃশ প্রত্যয়ের ভেদ সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ, শব্দ কেবল ক্রিয়ার্থ বা কারকার্থ হয় কিন্তু অর্থ (গবাদি) ও জ্ঞান ক্রিয়া এবং কারক একদা

উভয়ার্থক হয়। পরন্তু অর্থ, শব্দের এবং জ্ঞানের আলম্বন স্বরূপ, তাহা আপনার অবস্থান্তর বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা শব্দ বা জ্ঞান ইহাদের কাহারও অন্তর্গত নহে অতএব শব্দ ও প্রত্যয় হইতে অর্থ ভিন্ন। ফলে গো-শব্দ থাকে কণ্ঠে, গো-প্রাণী এই অর্থ থাকে গোয়াল আদিতে আর গো-প্রত্যয় থাকে মনে, অতএব তাহারা পৃথক্।

এইরূপে ভাষ্যকার শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের স্বরূপ, সম্বন্ধ ও ভেদ যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়া সংযমফল বলিয়াছেন। বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিনিশ্চিত পদকে স্ফোট বলে। কেহ কেহ স্ফোটের সত্তা স্বীকার করেন না। ন্যায়মতে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ সকলের (পদাদের) সংস্কার হইতে অর্থ-জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারও সংস্কার হইতে স্ফোট হয় বলিয়াছেন। চিত্তে বর্ণ-সংস্কার ক্রমশঃ উঠিতে পারে, কিন্তু সেই ক্রমের অলক্ষ্যতাহেতু তাহা এক-স্বরূপে আমরা ব্যবহার করি; সুতরাং বৌদ্ধ পদ এক-স্বরূপ প্রত্যয়, অতএব তাহা ক্রমিক বর্ণ দ্বারা (উচ্চার্য্যমাণ পদ) হইতে পৃথক্ হইল।

ভাষ্যকারের অভিপ্রায় শব্দ ও অর্থের সঙ্কেত কোন এক সময়ে কৃত হইয়াছে। তজ্জন্য (মীমাংসকমতে) কতকগুলি শব্দকে স্বাভাবিক (অনাদি অর্থ-সম্বন্ধ-যুক্ত) স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যখন এই পৃথিবী সাদি মনুষ্যের বাস-কালও সাদি, তখন মনুষ্যের ভাষা যে অনাদি, তাহা বলা যুক্ত নহে। তবে জাতিস্মর পুরুষদের দ্বারা পূর্ব্ব সর্গের কোন কোন শব্দ এই সর্গে প্রচারিত হইয়াছে তাহা অসম্ভবত্বে অস্বীকৃত নহে।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্। দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ। তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণাম-চেষ্টা-নিরোধ-শক্তি-জীবন-ধর্ম্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ। তেষু সংযমঃ সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ, ন চ দেশকালনিমিত্তানুভবৈর্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎকরণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ। অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া নরকতির্য্যগ্গর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিমধিকমুপলব্ধমিতি। ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বেন ময়া নরকতির্য্যগ্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন যৎ কিঞ্চিদনুভূতং তৎ সর্ব্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ যদিদমায়ুষ্মতঃ প্রধান-বশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষসুখং কিমিদমপি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তমিতি। ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈবেদমনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তং কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব। বুদ্ধিসত্ত্বস্যায়ং ধর্ম্মস্ত্রিগুণঃ, ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। দুঃখস্বরূপস্তৃষ্ণাতন্তুঃ তৃষ্ণাদুঃখসন্তাপাপগমাত্তু প্রসন্নমবাধং সর্ব্বানুকূলং সুখমিদমুক্তমিতি ॥ ১৮ ॥

১৮। সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হয় (১)। সূ

ভাষ্যানুবাদ—এই (সূত্রোক্ত) সংস্কারসকল দ্বিবিধ স্মৃতিক্লেশহেতু বাসনারূপ এবং বিপাক-হেতু ধর্মাধর্মরূপ (২)। তাহারা পূর্বে জন্মসমূহে নিষ্পাদিত হয়। আর পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি, জীবন ও ধর্মের ন্যায় তাহারা অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম বা চিত্তের গুণ (৩।১৫)। সংস্কারে সংযম করিলে সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়, আর (সেই সংস্কারের সম্বন্ধীয়) দেশ, কাল ও নিমিত্তের সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, তজ্জন্য সংস্কার-সাক্ষাৎকরণের দ্বারা যোগীদের পূর্বজাতির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অপর ব্যক্তিরও এইরূপে সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিলে তাহার পূর্বজাতির জ্ঞান হয়। এবিষয়ে এই আখ্যান শ্রবণ করা যায়। ভগবান্ জৈগীষব্যের সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইতে দশ মহাসর্গে র সমস্ত জন্মপরিণামক্রম জ্ঞানগোচর হইয়া পরে বিবেকজজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর তনুধর (নির্মাণকায়াশ্রিত) ভগবান্ আবট্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ভব্যত্বহেতু (সত্বোৎকর্ষহেতু) অনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বসম্পন্ন আপনি, দশ মহাসর্গে নরক-তির্যক্-জন্মসম্ভব দুঃখ উপভোগ করিয়া এবং দেব ও মনুষ্য-যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান হইয়া (অর্থাৎ তৎসম্ভব সুখ অনুভব করিয়া), সুখ ও দুঃখের মধ্যে কি অধিক উপলব্ধি করিয়াছেন?" ভগবান্ আবট্যকে ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন—"ভব্যত্বহেতু অনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বযুক্ত আমি, দশ মহাসর্গে নরক-তির্যক্-জন্মের দুঃখ অনুভব করিয়া এবং দেব-মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান হইয়া যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, তাহা সবই দুঃখ বলিয়া বোধ করি।" ভগবান্ আবট্য বলিয়াছিলেন—"আয়ুষ্মন্! আপনার যে এই প্রধানবশিত্বসুখ ও অনুত্তম সন্তোষসুখ তাহাও কি আপনি দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন—"বিষয়-সুখাপেক্ষাই সন্তোষসুখ অনুত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কৈবল্যাপেক্ষা তাহা দুঃখ মাত্র। বুদ্ধিসত্ত্বের এই ধর্ম (সন্তোষরূপ) ত্রিগুণ, আর ত্রিগুণপ্রত্যয়মাত্রই হেয়পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে। তৃষ্ণারজ্জুই দুঃখ-স্বরূপ। তৃষ্ণা-দুঃখসন্তাপ অপগত হইলে প্রসন্ন অবাধ, সর্বানুকূল সুখ বলিয়া ইহা (সন্তোষ-সুখ) উক্ত হইয়াছে" (৩)।

টীকা। ১৮। (১) সংস্কার-সাক্ষাৎকার অর্থে সংস্কারের স্মৃতি বা স্মরণজ্ঞান। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে যে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হইবে তাহা স্পষ্ট। পূর্ব পূর্ব জন্মেই সংস্কার সঞ্চিত হয়, সুতরাং সংস্কারমাত্রতেই যদি সমাধিবলে জ্ঞানশক্তিকে পুঞ্জীভূত করা হয়, তবে সংস্কারকে সম্যক্ বিশেষযুক্তভাবে বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তাহাতে কোথায়, কোন্ জন্মে, কিরূপে, কখন সেই সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছে তাহাও স্মৃতিগোচর হইবে।

১৮। (২) সংস্কারের বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২।১২ ও ২।১৩ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)। সংস্কার পরিণামাদির ন্যায় অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম। ধর্ম স্থলে 'কর্ম' এরূপ পাঠান্তর আছে, কর্ম অর্থে কর্মাশয়। সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে আয়ত্ত কোন সংস্কার ভাবনা করিতে হয়। প্রবল সংস্কার থাকিলে তাহার ফল প্রস্ফুট হয়। অতএব কোন প্রবল প্রবৃত্তিকে বা করণশক্তিকে ধারণা করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে (তাহা বিশদতম উপলক্ষণ-স্বরূপ হইয়া সেই সংস্কারের যে স্মরণজ্ঞান হয়, তাহাই সংস্কার-সাক্ষাৎকার বা পূর্ব জাতির স্মরণজ্ঞান) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়। মানবের পক্ষে মানবের জাতিগত বিশেষ গুণসকলই স্মৃতিফল বাসনারূপ সংস্কার। মানবীয় আকার, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বিশেষত্ব ধারণা করিয়া সমাহিত হইলে সেই বাসনারূপ ছাঁচ, কি হেতুবশতঃ স্মরণারূঢ় হইয়া বর্তমান মানবজন্মের ধর্মাধর্ম ধারণ করিয়াছে, তাহার জ্ঞান হয়। বাসনা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাসনা ছাঁচস্বরূপ, আর ধর্মাধর্ম দ্রবীভূত-ধাতু-স্বরূপ। [২।১২ (১) ও ২।১৩ (১) (৩)]।

১৮। (৩) ভাষ্যকার মহাযোগী জৈগীষব্য ও আবট্যের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে ভগবান্ জৈগীষব্যের যোগসিদ্ধি-বিষয়ক আখ্যান কয়েক স্থলে আছে, কিন্তু আবট্য-জৈগীষব্য-সংবাদ কোন প্রচলিত গ্রন্থে নাই। 'শ্রূয়তে' শব্দ থাকাতে উহা কোন কাললুপ্ত শ্রুতির শাখায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ আখ্যানের রচনা-প্রণালী অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে ঐরূপ রচনাপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে

প্রধান = বৈষয়িক দুঃখের দ্বারা অস্পৃষ্ট। অবাধ = কোন বাধার দ্বারা যাহা ভগ্ন হয় না। ভিক্ষু বলেন, 'যাবদ্ বুদ্ধিস্থায়ী অক্ষয়।' সর্বানুকূল = সকলেরই প্রিয় বা সর্বাবস্থায় অনুকূলরূপে স্থিত।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যম্। প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। প্রত্যয়মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যয়ে সংযম করিয়া প্রত্যয় সাক্ষাৎ করিলে তাহা হইতে পরচিত্তজ্ঞান হয় (১)।

টীকা। ১৯। (১) এস্থলে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের মতে পরচিত্ত। পরচিত্ত কিরূপে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ভোজরাজ বলেন, "মুখরাগাদিনা"। বস্তুতঃ প্রত্যয় এস্থলে স্ব-পর উভয় প্রকার প্রত্যয়। নিজের কোন এক প্রত্যয় বিবিক্ত করিয়া সাক্ষাৎকার করিতে না পারিলে পরের প্রত্যয় কিরূপে সাক্ষাৎ করা যাইবে? প্রথমে নিজের প্রত্যয় জানিয়া পরপ্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য স্বচিত্তকে শূন্যবৎ করিয়া পরপ্রত্যয়ের গ্রহণোপযোগী করতঃ পরের প্রত্যয় জ্ঞেয়।

পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি অনেক দেখা যায়। তাহারা যোগের দ্বারা সিদ্ধ নহে, কিন্তু জন্মসিদ্ধ। যাহার চিত্ত জানিতে হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিত্তকে শূন্যবৎ করিলে তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহাই পরচিত্তের ভাব, এইরূপে সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা পরের মনোভাব জানিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বলিতে পারে না কিরূপে তাহাদের মনে পরের মনোভাব আসে। তবে বুঝিতে পারে যে, ইহা পরের মনোভাব। বিনা অভ্যাসেই কাহারও কাহারও পরচিত্তের জ্ঞান হয়। মনে মনে কোন কথা ভাবিলে বা কোন রূপরসাদি চিন্তা করিলে বা কোন পূর্বানুভূত এবং বিস্মৃত ভাবও পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি যেন সহজেই অনায়াসে জানিতে পারে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি। পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্ যোগিচিত্তেন ন আলম্বনীকৃতং, পরপ্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি ॥ ২০ ॥

২০। তাহার (পরচিত্তের) আলম্বনের জ্ঞান তদ্দ্বারা হয় না, যেহেতু তাহার আলম্বন (যোগিচিত্তের) অবিষয়ীভূত॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—(পূর্বসূত্রোক্ত সংযমে যোগী) রাগযুক্ত প্রত্যয় জানিতে পারেন, কিন্তু অমুক বিষয়ে রাগযুক্ত ইহা জানিতে পারেন না। (যেহেতু) পরচিত্তের যাহা আলম্বন (বিষয়) তাহা যোগিচিত্তের দ্বারা আলম্বনীকৃত হয় নাই, কেবল পরপ্রত্যয়মাত্রই যোগিচিত্তের আলম্বনীভূত হয় (১)।

টীকা। ২০। (১) প্রত্যয়সাক্ষাৎকারের দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ অবস্থা-বৃত্তির আলম্বনের জ্ঞান হয় না, কারণ, উহারা অনেকটা আলম্বননিরপেক্ষ চিত্তাবস্থা। বাঘ দেখিয়া ভয় হইলে ভয়ভাবে বাঘ থাকে না। রূপজ জ্ঞানেই বাঘ থাকে। অতএব অবস্থা-বৃত্তির আলম্বন জানিতে হইলে পুনশ্চ প্রণিধান করিয়া জানিতে হয়। যেসব প্রত্যয় আলম্বনের সহভাবী (অর্থাৎ শব্দাদি প্রত্যয়), তাহাদের জ্ঞান হইলে অবশ্য আলম্বনেরও জ্ঞান হয়। এক জন নীল আকাশ ভাবিতেছে সে-ক্ষেত্রে যোগী অবশ্য একেবারেই 'নীল আকাশ' জানিতে পারিবেন, কারণ, নীল আকাশের প্রত্যয় মনেতে 'নীল আকাশ'-রূপেই হয়।

(বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বিংশ সূত্র ভাষ্যের অংশ, পৃথক্ সূত্র নহে)।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। কায়রূপে সংযমাদ্ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতিবধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২১ ॥

২১। শরীরের রূপে সংযম হইতে, সেই রূপের গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত বা রুদ্ধ হইলে শরীরের রূপ চক্ষুর্জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হওয়াতে অন্তর্ধান সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের রূপে সংযম হইতে রূপের যে গ্রাহ্যশক্তি তাহা স্তম্ভিত হয়, গ্রাহ্যশক্তির স্তম্ভ হইলে চক্ষুঃপ্রকাশের অবিষয়ীভূত হওয়াতে যোগীর অন্তর্ধান উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা শরীরের শব্দাদিরও অন্তর্ধান উক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে (১)।

টীকা। ২১। (১) ভানুমতীর বাজীকরেরা যে ইন্দ্রজালের দৃশ্য দেখায়, তাহাতে সেই বাজীকর কেবল সঙ্কল্প করে যে, দর্শকেরা ঐ ঐ রূপ দেখুক তাহাতে দর্শকেরা ঐরূপ দেখে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ বাজীর স্থান হইতে কিছু দূরে ছিলেন তিনি দেখিতে-ছিলেন যে, বাজীকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকটবর্তী দর্শকগণ সকলেই উপরে দেখিতেছে এবং উত্তেজিত হইয়া উপর হইতে পতিত কাটা হাত পা সব দেখিতেছে। এমন কি, একজন পল্টনের ডাক্তার এক কাল্পনিক হাত কুড়াইয়া লইয়া বলিল, 'যে ইহা কাটিয়াছে তাহার পেশীসংস্থানের বেশ জ্ঞান আছে।' ইত্যাদি প্রকারে দর্শকেরা উত্তেজিতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাজীকরের সংকল্প ব্যতীত আর কিছু ছিল না।

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, সঙ্কল্পের দ্বারা কিরূপ অসাধারণ ব্যাপার সিদ্ধ হইতে পারে। যোগীরা অব্যাহত সঙ্কল্পসহকারে যদি মনে করেন যে, আমার শরীরের রূপশব্দাদি কেহ গোচর করিতে যেন না পারে, তাহা হইলে যে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

এই সব কথা লিখিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। অনেক লোক পঞ্চতিক্তক্তা বা ঐ সব বাক্য দেখিয়া মনে করেন এইবার সিদ্ধপুরুষ পাইয়াছি। অজ্ঞ লোকেরা স্বীয় ধারণা অনুসারে ভূতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ ইত্যাদি কিছু বিশ্বাস করিয়া হয় ত কোন হীনচরিত্র অধার্ম্মিক বঞ্চকের কবলে পতিত হইয়া ইহলোক-পরলোক হারায়। এইরূপ সিদ্ধের কবলে পড়িয়া যে কোন কোন লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। উহা সব ক্ষুদ্র মন্ত্রজ সিদ্ধি, যোগজ সিদ্ধি নহে। আর ঐরূপ কোন অসাধারণ শক্তি দেখিয়া কাহাকেও যোগী স্থির করিতে হয় না, কিন্তু অহিংসা, সত্য আদি যম ও নিয়ম প্রভৃতির সাধন দেখিয়া যোগী স্থির করিতে হয়। ক্ষুদ্রসিদ্ধিযুক্ত অনেক লোক সাধুসন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তাদৃশ লোককে যোগী স্থির করিয়া বহুলোক ভ্রান্ত হয় এবং প্রকৃত যোগীর আদর্শ ও তদ্বাক্য বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদ্ অপরান্তজ্ঞানম্ অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। আয়ুর্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। তত্র যথা আর্দ্রং বস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং। যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ তথা সোপক্রমং। যথা বা স এবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত্তথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুষ্করং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাদ্ অপরান্তস্য প্রায়ণস্য জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো বেতি। ত্রিবিধমরিষ্টম্ আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্ব্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি। তথাধিভৌতিকং যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৄনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি। আধিদৈবিকং স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি বিপরীতং বা সর্ব্বমিতি। অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥

২২। কর্ম্ম সোপক্রম ও নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম হইতে অথবা অরিষ্টসকল হইতে, অপরান্তের (মৃত্যুর) জ্ঞান হয় ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—আয়ু যাহার ফল এরূপ কর্ম্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম (১)। তাহার মধ্যে—যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে অল্পকালে শুখায় সেইরূপ সোপক্রম কর্ম্ম, আর যেমন সেই বস্ত্র সম্পিণ্ডিত করিয়া রাখিলে দীর্ঘকালে শুখায়, সেইরূপ নিরুপক্রম কর্ম্ম, (অথবা) যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণে পতিত হইয়া চারিদিকে বায়ুযুক্ত হইলে অল্পকালে দগ্ধ করে সেইরূপ সোপক্রম, আর তাহা যেমন বহু তৃণে ক্রমশঃ এক এক অংশে ন্যস্ত হইলে দীর্ঘকালে দগ্ধ করে, সেইরূপ নিরুপক্রম। সেই একভবিক আয়ুষ্কর কর্ম্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম। তাহাতে সংযম করিলে অপরান্তের অর্থাৎ প্রায়ণের জ্ঞান হয়। অথবা অরিষ্টসকল হইতেও হয়।

অরিষ্ট ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক যথা—কর্ণ বদ্ধ করিয়া স্বদেহের শব্দ না শুনিতে পাওয়া, অথবা চক্ষু (অঙ্গুলি আদির দ্বারা টিপিয়া) রুদ্ধ করিলে জ্যোতি না দেখা। আধিভৌতিক যথা—যমপুরুষ দেখা, অতীত পিতৃপুরুষগণকে অকস্মাৎ দেখা। আধিদৈবিক যথা—অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা, অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা। এরূপ অরিষ্টের দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত জানিতে পারা যায়।

টীকা। ২২। (১) পূর্ব্বে ত্রিবিপাক কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। কোন এক কর্ম্মাশয় বিপক্ব হইয়া জন্ম হইলে আয়ুরূপ ফল চলিতে থাকে। ভোগ আয়ুকাল ব্যাপিয়া হয়। আয়ু কোন এক জাতির স্থিতিকাল। আয়ুকালে সমস্ত কর্ম্ম একবারে ফল দান করে না। প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ ফলোন্মুখ হয়। যাহা ব্যাপারারূঢ় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা সোপক্রম বা উপক্রমযুক্ত। আর যাহা এখন অভিভূত আছে, কিন্তু জীবনের কোন কালে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে, তাহা নিরুপক্রম। মনে কর, এক জনের ৪০ বৎসর বয়সে প্রাক্তনকর্ম্মবশতঃ এরূপ শারীরিক ব্যাধ্যাদি হইবে যে, তাহাতে তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হইবে। ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে সেই কর্ম্ম নিরুপক্রম থাকে।

ত্রিবিপাক-সংস্কার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মধ্যে সোপক্রম ও নিরুপক্রম আয়ুষ্কর কর্ম্ম সাক্ষাৎ করিলে তাহাদের ফলগত বিশেষও সাক্ষাৎকৃত হইবে। তদ্দ্বারা যোগী অপরান্ত বা আয়ুকালের শেষ জানিতে পারেন। অভিব্যক্তির অবকাশের দ্বারা যাহা সঙ্কুচিত তাহা নিরুপক্রম, আর যাহা তাহা নহে, তাহাই সোপক্রম। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়াছেন।

অরিষ্ট হইতেও আসন্ন মৃত্যু জানা যায়। তদ্বিষয়ক ভাষ্যও স্পষ্ট।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্। মৈত্রীকরুণামুদিতেতি তিস্রো ভাবনাঃ। তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতাবলং লভতে। ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্যবীর্য্যাণি জায়ন্তে। পাপশীলেষু উপেক্ষা ন তু ভাবনা ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি, অতো ন বলমুপেক্ষাতস্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥ ২৩ ॥

২৩। মৈত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে (তদনুযায়ী মানসিক) বল সকলের লাভ হয় ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই ত্রিবিধ ভাবনা। (তাহার মধ্যে) সুখী জীবে মৈত্রীভাবনা করিয়া মৈত্রীবল লাভ হয়। দুঃখিত জীবে করুণাভাবনা করিয়া করুণাবল লাভ হয়। পুণ্যশীলে মুদিতাভাবনা করিয়া মুদিতাবল লাভ হয়। ভাবনা হইতে যে সমাধি তাহাই সংযম। তাহা হইতে অবন্ধ্যবীর্য্য (অব্যর্থ বল) জন্মায়। পাপিগণে উপেক্ষা করা (ঔদাসীন্য) ভাবনা নহে, সেইহেতু তাহাতে সমাধি হয় না, অতএব সংযমাভাবহেতু উপেক্ষা হইতে বল হয় না (১)।

টীকা। ২৩। (১) মৈত্রীবলের দ্বারা যোগীর ঈর্ষ্যাদির সম্যক্ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাবলে হিংসুক অন্য ব্যক্তিরাও তাঁহাকে মিত্রের ন্যায় অনুকূল মনে করে। করুণাবলে দুঃখীরা তাঁহাকে পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া নিশ্চয় করে, এবং যোগীর চিত্তের অকারুণ্য

সমূলে নষ্ট হয়। মুদিতাবলে অসূয়াদি বিনষ্ট হয় ও যোগী সমস্ত পুণ্যকারীদের প্রিয় হন। (১।৩৩ দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বল-লাভ হইলে পরের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাবে ব্যবহার করিবার অব্যর্থ শক্তি হয়। কোন প্রকার অপকারাদির শঙ্কা তখন যোগীর হৃদয়ে মলিনতার জন্মাইতে পারে না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যম্। হস্তিবলে সংযমাদ্ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে সংযমাদ্ বৈনতেয়বলো ভবতি, বায়ুবলে সংযমাদ্ বায়ুবল ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥

২৪। (দৈহিক) বলে সংযম করিলে হস্তিবলাদি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—হস্তিবলে সংযম করিলে হস্তিসদৃশ বল হয়, গরুড়বলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয়, বায়ুবলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয় ইত্যাদি (১)।

টীকা। ২৪। (১) বলসংজ্ঞা ধারণা করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে যে মহাবল লাভ হইবে তাহা স্পষ্ট। সম্প্রতি পেশীসকলে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা অভ্যাস করিলে যে বলবৃদ্ধি হয় তাহা ব্যায়ামকারীরা জানেন। বলে সংযম করা তাহারই পরা কাষ্ঠা।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তা মনসঃ, তস্যা য আলোকস্তং যোগী সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

২৫। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক ন্যাস (প্রক্ষেপ) করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (বা দূরস্থ) বস্তুর জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার যে আলোক অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ, যোগী তাহা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সেই বিষয় জানিতে পারেন (১)।

টীকা। ২৫। (১) জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি (১।৩৬ সূত্র) দ্রষ্টব্য। জ্যোতিষ্মতী ভাবনার হৃদয় হইতে যেন বিশ্বব্যাপী প্রকাশভাব প্রসৃত হয়। তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে ন্যস্ত করিলে তাহার জ্ঞান হয়। সেই বিষয় সূক্ষ্ম হউক বা পর্বতাদি ব্যবধানের দ্বারা ব্যবহিত হউক, বা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ অতিদূরস্থ হউক তাহার জ্ঞান হইবে। দূরদৃষ্টি বা Clairvoyance নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধির ইহা পরা কাষ্ঠা। বিপ্রকৃষ্ট = দূরস্থ।

বিভু বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হইয়া ইহাতে জ্ঞান হয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রণালী দিয়া জ্ঞানের ন্যায় ইহা সংকীর্ণ জ্ঞান নহে।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আধ্রুবাদ্ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ। ততঃপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। "ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজা॥" ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরি নিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃ-প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষ-রৌরব-মহারৌরব-কালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ। যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুঃ দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে। ততো মহাতল-রসাতলাতল-সুতল-বিতল-তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি। ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্ব্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রাজতবৈদূর্য্যস্ফটিক-হেম-মণিময়ানি শৃঙ্গাণি, তত্র বৈদূর্য্যপ্রভানুরাগান্নীলোৎপলপত্রশ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ। শ্বেতঃ পূর্ব্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ কুরণ্টকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বুঃ, যতোঽয়ং জম্বুদ্বীপঃ, তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে। তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ব্বতা দ্বিসহস্রায়ামাঃ তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধ-হেমকূট-হিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজন-সাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি।

সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃতম্। তদেতদ্ যোজন-শতসহস্রং সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ম্। স খল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বুদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল-গোমেধ-(প্লক্ষ)-পুষ্কর-দ্বীপাঃ। সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশি-কল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পির্দধি-মণ্ড-ক্ষীর-স্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রপরিবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোক-পর্ব্বতপরিবারাঃ পঞ্চাশদ্-যোজন-কোটি-পরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ম্, অণ্ডঞ্চ প্রধানস্যাণুরবয়বো যথাকাশে খদ্যোতঃ। তত্র পাতালে জলধৌ পর্ব্বতেষ্বেতেষু দেবনিকায়া অসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাপস্মারকাপ্সরো-ব্রহ্মরাক্ষস-কুষ্মাণ্ড-বিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি, সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ।

সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি সুধর্ম্মা দেবসভা সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপ-নিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা দিবি বিপরিবর্ত্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ—ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তিনশ্চেতি। সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকাঃ কামভোগিন ঔপপাদিকদেহা উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিচারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চ-বিধো দেবনিকায়ঃ—কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা অঞ্জনাভাঃ প্রচিতাভা ইতি এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্বিধো দেবনিকায়ো—ব্রহ্ম-পুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা (অমরা) অমরা ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনো দ্বিগুণ-দ্বিগুণো-ত্তরায়ুষঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ—আভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ

সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ, সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতসঃ ঊর্দ্ধমপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ—অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠা উপর্য্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভা আনন্দমাত্রধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ, তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ত এতে সপ্ত লোকাঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং সূর্য্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা ততোঽন্যত্রাপি, এবন্তাবদভ্যসেদ্ যাবদিদং সর্ব্বং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সূর্য্যে বা সূর্য্যদ্বারে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয় (১)। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ভুবনের প্রস্তার (বিন্যাস) সপ্তলোকসকল। তাহার মধ্যে অবীচি হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূর্লোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র ও তারার দ্বারা বিচিত্র অন্তরিক্ষ-লোক। তাহার পর পঞ্চবিধ স্বর্লোক। (পঞ্চবিধ স্বর্লোকের প্রথম ও ভূর্লোক হইতে) তৃতীয় মাহেন্দ্রলোক, চতুর্থ প্রাজাপত্য মহর্লোক। পরে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, তাহা যথা—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এবিষয়ে সংগ্রহশ্লোক যথা—"ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক, তাহার নিম্নে প্রাজাপত্য মহর্লোক মাহেন্দ্র স্বর্লোক বলিয়া উক্ত হয়, (তাহার নিম্নে) তারাযুক্ত দ্যুলোক ও তন্নিম্নে প্রজাযুক্ত ভূর্লোক।" তাহার মধ্যে অবীচির উপর্য্যুপরি ছয় মহা নরকভূমি সন্নিবেশিত আছে, তাহারা ঘন, সলিল, অনল, অনিল আকাশ ও তমঃতে প্রতিষ্ঠিত, (তাহাদের নাম যথাক্রমে) মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। যেখানে নিজ-কর্ম্মোপার্জ্জিত-দুঃখভোগী জীবগণ কষ্টকর দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করিয়া জাত হয়। তাহার পর মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল নামক সপ্ত পাতাল। এই সপ্তদ্বীপা বসুমতী পৃথিবী অষ্টম। কাঞ্চন পর্ব্বতরাজ সুমেরু ইহার মধ্যে। তাহার রাজত, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও হেম-মণিযুক্ত শৃঙ্গসকল (২)। তন্মধ্যে বৈদূর্য্যপ্রভার দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়াতে আকাশের দক্ষিণ ভাগ নীলোৎপলপত্রের ন্যায় শ্যাম। পূর্ব্ব ভাগ শ্বেত, পশ্চিম স্বচ্ছ, কুরণ্টকপ্রভ (স্বর্ণ বর্ণ পুষ্পবিশেষের ন্যায়) উত্তর ভাগ। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু আছে, তাহা হইতে জম্বুদ্বীপ নাম। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে নিরন্তর সূর্য্যপ্রচার (ভ্রমণ) হেতু তথাকার দিন ও রাত্রি সংলগ্নের মত বোধ হয় অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে দিন ও অন্যদিকে রাত্রি ইহারা লগ্নভাবে ঘুরিতেছে। সুমেরুর উত্তর দিকে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবৎ নামক তিনটি পর্ব্বত আছে। ইহাদের ভিতর রমণক হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে, তাহাদের বিস্তার নব-নব-সহস্র যোজন। দক্ষিণে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার, নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল, তাহাদের ভিতর নব-নব-সহস্র যোজন বিস্তার হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ নামক তিন বর্ষ আছে।

সুমেরুর পূর্ব্বে মাল্যবৎ পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত কেতুমাল। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। জম্বুদ্বীপের পরিমাণ (ব্যাস) শতসহস্র যোজন, তাহা সুমেরুর চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ সহস্র যোজন করিয়া ব্যূঢ়। এই সকল শত-সহস্র যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ এবং ইহা তাহার দ্বিগুণ বলয়াকৃতি লবণোদধির দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, মগধ ও পুষ্করদ্বীপ। ইহাদের প্রত্যেকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত। (দ্বীপবেষ্টক) সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশিকল্প, বিচিত্রশৈলমণ্ডিত। তাহারা (প্রথম লবণসমুদ্র ব্যতীত) যথাক্রমে ইক্ষুরস, সুরা,

ঘৃত, দধি, মণ্ড ও দুগ্ধের ন্যায় স্বাদুজলযুক্ত (১) পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃত, বলয়াকৃতি (সপ্ত-দ্বীপ), লোকালোক পর্বতপরিবৃত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। এই সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠরূপে (অসংকীর্ণ-ভাবে) অণ্ডমধ্যে ব্যূঢ় আছে। এই অণ্ডও প্রধানের অণু-অবয়ব, যেমন আকাশে খদ্যোত। পাতালে জলধিতে ও ঐ সকল পর্বতে অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মার, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়ক-রূপ দেবযোনি-সকল নিবাস করে আর দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুষ্যেরা বাস করেন।

সুমেরু ত্রিদশদিগের উদ্যানভূমি যেখানে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমানস, এই চারি-উদ্যান, সুধর্মা নামক দেবসভা, সুদর্শন পুর এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ আছে। গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাসকল ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বায়ুবিক্ষেপের দ্বারা নিয়মিত হইয়া ভ্রমণ করত সুমেরুর উপর্যুপরি সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরিবর্তন করিতেছে। মাহেন্দ্রনিবাসী দেবসমূহ ষড়্‌বিধ, যথা—ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিত-বশবর্তী এবং পরিনির্মিত-বশবর্তী। ইঁহারা সকলে সংকল্পসিদ্ধ, অণিমাদি ঐশ্বর্য সম্পন্ন, কল্পায়ু, বৃন্দারক (পূজ্য), কামভোগী, ঔপপাদিকদেহ (যে দেহ পিতামাতার সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়) এবং উত্তম ও অনুকূল অপ্সরা-দিগের দ্বারা পরিবারিত। প্রাজাপত্য মহর্লোকে দেবনিকায় পঞ্চবিধ—কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ। ইঁহারা মহাভূতবশী, ধ্যানাহার (ধ্যান মাত্রে তৃপ্ত বা পুষ্ট) ও সহস্র-কল্পায়ু। ব্রহ্মার প্রথম লোকে (জনলোকে) দেবনিকায় চতুর্বিধ যথা—ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্ম-কায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর। ইঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ুযুক্ত। ব্রহ্মার দ্বিতীয় তপোলোকে দেবনিকায় ত্রিবিধ যথা—আভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর। ইঁহারা ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রবশী, পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ুযুক্ত, ধ্যানাহার, ঊর্ধ্বরেতা ও ঊর্ধ্বে সত্যলোকের জ্ঞানের সামর্থ্যযুক্ত এবং নিম্নলোকসমূহের অনাবৃত (সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের) জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মার তৃতীয় সত্যলোকে দেবনিকায় চতুর্বিধ যথা—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইঁহারা (সাধ্য) ভবনশূন্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উপর্যুপরি স্থিত, প্রধানবশী এবং সর্গায়ু। তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্ক-ধ্যানসুখযুক্ত, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার-ধ্যানসুখযুক্ত, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানসুখযুক্ত আর সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র-ধ্যানসুখযুক্ত। ইঁহারাও ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্তলোক সমস্তই ব্রহ্মলোক। বিদেহলয়েরা ও প্রকৃতিলয়েরা মোক্ষপদে অবস্থিত। ইঁহারা লোক-মধ্যে ন্যস্ত নহেন। সূর্যদ্বারে সংযম করিয়া যোগীর এই সমস্ত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য। অথবা (সূর্যদ্বারাতিরিক্ত) অন্যত্রও এইরূপ অভ্যাস করিবে যত দিন না এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়।

টীকা। ২৬। (১) সূর্য অর্থে সূর্যদ্বার। এ বিষয়ে সকলেই একমত। চন্দ্র এবং ধ্রুব (পরের দুই সূত্রোক্ত) দেখিয়া সূর্যকে সাধারণ সূর্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। পরন্তু চন্দ্রও চন্দ্রদ্বার হইবে। ধ্রুবের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন।

সূর্যদ্বার স্থির করিতে হইলে প্রথমে সুষুম্না স্থির করিতে হইবে। শ্রুতি বলেন—''তত্র শ্বেতঃ সুষুম্না ব্রহ্মযানঃ।' অর্থাৎ হৃদয় হইতে উদ্গত শ্বেত (জ্যোতির্ময়) সুষুম্না নাড়ী। অন্য শ্রুতি, যথা—''সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।'' (মুণ্ডক) অর্থাৎ সূর্যদ্বারের দ্বারা অব্যয় আত্মাতে উপনীত হয়। যথা—''প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।'' অত্রও হৃদয় আত্মা ও শরীরের সন্ধিস্থল। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শরীরের প্রকাশশীল অংশই হৃদয়। বক্ষঃস্থলই সাধারণতঃ আমাদের আমিত্বের কেন্দ্র, সুতরাং বক্ষের অতিপ্রকাশশীল

বা সূক্ষ্মতম বোধময় অংশই হৃদয়। হৃদয় হইতে সেইরূপ সূক্ষ্ম, মস্তকাভিমুখী বোধধারাই সুষুম্না। স্থূল শরীরে সুষুম্না অন্বেষ্য নহে, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা অন্বেষ্য। আধুনিক শাস্ত্রের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না, কিন্তু প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্রমতে হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বগ নাড়ীবিশেষ সুষুম্না। বস্তুতঃ কশেরুকা মজ্জা Pneumogastric nerve ও Carotid artery এই তিনের মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম বোধময় অংশই সুষুম্না। রক্তব্যতীত কণ্ঠনালিতেই মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়, কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) ও Pneumogastric nerve ব্যতীতও রক্তগতি এবং শরীরের বোধাদি রুদ্ধ হয়, অতএব ঐ তিনটিই প্রাণধারণের অর্থাৎ প্রজ্ঞাযুক্ত আত্মার সহিত অন্তঃকরণ বা শরীরের সম্বন্ধের মূল হেতু। সুতরাং তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশই সুষুম্না। যোগী সন্তাপন শারীরিক অভিমান সম্যক্ ত্যাগ করিয়া (শরীরের ক্রিয়া রোধ করিয়া) অবশিষ্ট এই সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশ সর্বশেষে ত্যাগ করিয়া বিদেহ হন। এই সুষুম্নারূপ দ্বারই সূর্যদ্বার। সূর্যের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাকে সূর্যদ্বার বলা যায়। শাস্ত্রে আছে—"অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্ যঃ স্থিতো হৃদি। ঊর্ধ্বমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্যমণ্ডলম্॥ ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যান্তি পরাং গতিম্।" (মৈত্রায়ণী উপ.) অর্থাৎ হৃদয়ে দীপবৎ স্থিত হৃদয়ের যে অনন্ত রশ্মিসকল আছে তাহাদের একটি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, যাহা সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া তাহার দ্বারাই পরমা গতির প্রাপ্তি হয়।

অতএব পূর্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এক ধারাই সুষুম্নাদ্বার বা সূর্যদ্বার। যাঁহারা শুক্লযান-পথে গমন করেন তাঁহারা কোন কারণে সূর্যমণ্ডলে যাইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যান। শ্রুতি আছে— "স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে। যথা লম্বরস্য খং তেন ঊর্ধ্ব আক্রমতে।" অর্থাৎ তিনি (শুক্লযানগামী) আদিত্যে আগমন করেন, আদিত্য আপনার অঙ্গ বিরল করিয়া ছিদ্র করেন (যেমন লম্বর নামক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যস্থ ফাঁক, সেইরূপ) সেই ছিদ্র দিয়া তিনি ঊর্ধ্বে গমন করেন। তজ্জন্যই সুষুম্নাকে সূর্যদ্বার বলা হয়।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এই বিশেষ ধারায় সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ভুবন স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং তদন্তর্গত মরীচি আদি জ্যোতির্হীন, সুতরাং তাহাদের দর্শন স্থূল ভৌতিক আলোকে হইবার নহে। সাধারণ সূর্যালোক তাহার দর্শনের হেতু নহে, কিন্তু যে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশে দ্যোতক আলোকের অপেক্ষা নাই যাহা নিজের আলোকেই বিষয় দেখে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারাই ভুবনজ্ঞান হয়।* সূর্যদ্বার অর্থে যে সূর্য নহে তাহার এক কারণ এই—সূর্যে সংযম করিলে সূর্যেরই জ্ঞান হইবে ব্রহ্মাদি লোকের জ্ঞান কিরূপে হইবে?

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের (Microcosm and Macrocosm) সাদৃশ্য অনুসারেই সুষুম্না নাড়ী ও লোকসকলের ঐক্য উক্ত হইয়াছে। লোকাতীত আত্মা সর্ব প্রাণীরই আছে। আর বুদ্ধিসত্ত্ব বিভু কেবল ইন্দ্রিয়াদিরূপ বৃত্তির দ্বারা সঙ্কুচিতবৎ হইয়া রহিয়াছে। তাহার যেমন যেমন আবরণ কাটিয়া যায় তেমনি তেমনি বিভুত্ব প্রকটিত হয় আর প্রাণীরও উচ্চতর লোকে গতি হয়। সুতরাং বুদ্ধির প্রকাশাবরণক্ষয়ের এক এক অবস্থার সহিত এক এক

* এ বিষয়ে *Nightside of Nature* গ্রন্থে উক্ত, যথা — "The seeing of a clear seer", says Dr. Passavant, "may be called a Solar seeing for he lights and interpenetrates his object with his own organic light." Chapter XIV.

লোক সম্বন্ধ। সূক্ষ্মের দিক্ হইতে ওরূপ নিকট নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রাণাদি বুদ্ধি এবং সূক্ষ্মাদি লোক একত্র রহিয়াছে। কেবল বুদ্ধির বৃত্তির শুদ্ধি করিলেই তাহাতে গমনের ক্ষমতা হয়।

২৬। (২) ভূর্লোক এই পৃথিবী নহে, কিন্তু এই পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সূক্ষ্ম লোকই ভূর্লোক। (লোকসংস্থানে' সন্নিবেশ দ্রষ্টব্য)। দেবাবাস ভুবনে পর্বত সূক্ষ্ম লোক, তাহা স্থূল চক্ষুর অগ্রাহ্য। এইরূপ লোকসংস্থান প্রাচীন যোগবিদ্যার গৃহীত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাও ইহা লইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বিবরণ বিশুদ্ধ নহে। মূলে কোন যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাৎকালিক মানবসমাজের খগোলের ও ভূগোলের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা বহুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসিয়া পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ সূক্ষ্ম লোকসব দেখাইবে। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে পৃথিবীগোলক সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে দেখা যাইবে। পূর্বকার লোকদের ভূগোলের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎকারী যোগীর বিবরণ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ প্রকৃত বিবরণকে অনেক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহারাই প্রচলিত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শঙ্কা হইবে, তবে কি ভাষ্যকার যোগসিদ্ধ নহেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে গ্রন্থরচনার সময়ে তিনি সিদ্ধ ছিলেন না। যাঁহারা যোগসিদ্ধ হন তাঁহারা তখন গ্রন্থরচনা করেন না, তাঁহারা মুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসুদের উপদেশ করেন। আর শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই শাস্ত্র রচনা করেন। যোগশাস্ত্রের আদিম বক্তা কপিলর্ষি আসুরি ঋষিকে সাংখ্যযোগ বিদ্যা বলিয়াছিলেন, পরে পঞ্চশিখ ঋষি শাস্ত্র রচনা করেন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীরা পার্থিব ভাবের সম্যক্ অতীত হইয়া যান। তাঁহাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসুরা প্রধানতঃ আগম প্রমাণ হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। সেইরূপ যথাবিধি ভাবে অন্য ধারাবাহিকের নিকট শ্রবণ করিয়াই যোগবিদ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে' অতএব যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন, তিনি ধীরদের নিকট শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।

সিদ্ধদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের বাক্যে অমোঘ আগম প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের অবর্তমানে সেই সত্যনির্দেশ-রূপ তাঁহাদের উপদেশ সাধারণের মনে সেরূপ শ্রদ্ধা ও অমোঘ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না; তাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব। অতএব সিদ্ধ বক্তার লিপিবদ্ধ উক্তি অপেক্ষা দর্শনকারেরাই সাধারণ মানবের পক্ষে অধিকতর উপকারক। ফলে যেমন, মহামূল্য হীরকখণ্ড ক্ষুধার্ত দরিদ্রের আর উপকারে লাগে না, সেইরূপ প্রকৃত যোগসিদ্ধও সাক্ষাৎভাবে সাধারণের উপকারে আসেন না। বুদ্ধাদি উন্নত পুরুষদের অধুনা যাহারা ভক্ত তাহারা প্রকৃত বুদ্ধাদির তত ধার ধারে না, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের নায়করূপেই বুঝাইতে চিনে।

২৬। (৩) দধি ও মধু পৃথক্ না করিয়া 'দধিমধু' বলিয়া অম্লমধুর নামক এক পৃথক্ সমুদ্র আছে এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু সমাপ্তির ন্যায় অম্লজলবিশিষ্ট সমুদ্র, এরূপ অর্থই সঙ্গতপর। দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেব বা দেবযোনি, এবং মনুষ্য বা পরলোকগত মনুষ্য বাস করেন। অতএব দ্বীপসকল সূক্ষ্ম লোক হইবে। পৃথিবীর সব লোকই পুণ্যাত্মা, বাকি অপুণ্যাত্মারা কোথায় বাস করে? তাহারা যদি ঐ দ্বীপে বাস না করে, তবে পৃথিবী ঐ দ্বীপ হইতে বহির্ভূত বলিতে হইবে।

কালে দীপসকল সূক্ষ্মলোক। পাতালসকলও ভূর্লোকের (পৃথিবীর নহে) অন্তর্গত সূক্ষ্মলোক, আর সপ্ত নিরয়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্থূল পৃথিবীর বাহ্যাভ্যন্তর যেরূপ দেখায় সেইরূপ লোক। অবীচি (তরঙ্গহীন বা জড়, ইহা অগ্নিময় বলিয়া বর্ণিত হয়) ঘন (সংহত পৃথিবী), সলিল (জল বা ঘন অপেক্ষা অসংহত পার্থিব দ্রব্য) অনল অনিল (পার্থিব বায়ুকোষ), আকাশ (বায়ুর বিরলাবস্থা) ও তম (অন্ধকারময় শূন্য) এই সকল অবস্থা স্থূল পৃথিবী-সম্বন্ধীয়। সেই অবস্থাসকল সূক্ষ্মরূপযুক্ত, অথচ কর্মশক্তিহেতু কষ্টময়চিত্তযুক্ত নারকীদের নিকট যেরূপ বোধ হয়, তাহাই অবীচি আদি নিরয়। দুঃস্বপ্নরোগে (Nightmare) যেমন ইন্দ্রিয়-শক্তি জড়ীভূত বোধ হওয়াতে কার্য্যের সামর্থ্য থাকে না কিন্তু মন জাগ্রত হইয়া পাষাণবৎ কষ্ট পায়, নারকীরাও সেইরূপ চিত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। লোভ ও ক্ষুধা অত্যধিক থাকিলে, কিন্তু তাহার পূরণের শক্তি না থাকিলে যেরূপ হয়, নারকীদের দশাও সেইরূপ। যাহারা পৃথিবী ও পার্থিব ভোগকে একমাত্র সার জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তন্মুগ্ধচিত্তে ক্রোধ-লোভ-মোহপূর্ব্বক পাপাচরণ করে, কখনও নিজের সূক্ষ্মভাব এবং পরলোকের ও পরমার্থ বিষয়ের চিন্তা করে না, তাহারাই অবীচিতে যায়। পৃথিবীর মধ্যস্থ অগ্নি তাহাদের দগ্ধ করিতে পারে না (সূক্ষ্মতা-হেতু), কিন্তু তাহারা নিজের সূক্ষ্মতা না জানিয়া এবং স্থূল পদার্থ ব্যতীত অন্য সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক সংস্কার না থাকা হেতু কেবল সেই স্থূল অগ্নিতে দগ্ধাভিমানবুদ্ধি হইয়া দগ্ধবৎ হইতে থাকে, এইরূপ হইতে পারে। অন্যান্য নিরয়েও ঐরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখের ভোগ হয়।

পৃথিবীতে যেরূপ তির্য্যক্জাতি সূক্ষ্মজীবীদের মধ্যে সেইরূপ সপ্ত পাতালবাসীরা তির্য্যক্জাতি স্বরূপ। স্থূল, সূক্ষ্ম বা মিশ্র দৃষ্টি অনুসারে একই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীতি হয়। মনুষ্যেরা যাহাকে মাটি-জল-অগ্ন্যাদি দেখে, নিরয়ীরা তাহাকে নরক দেখে, পাতাল-বাসীরা তাহাকে আবাসভূমি পাতাল বলিয়া ব্যবহার করে। ভূর্লোকের পৃষ্ঠ হইতে দেবলোক আরব্ধ হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ অর্থে পৃথিবীর পৃষ্ঠ নহে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরের কোষ অপেক্ষাও অনেক উপরে ভূপৃষ্ঠ বা দেবপৃষ্ঠ।

পাতালবাসীরা এবং ঔপপাদিক দেবেরা পৃথক্ যোনি বলিয়া কথিত হয়। নারকীরা মনুষ্যের পরিণাম, সেইরূপ স্বর্গবাসী মনুষ্যও আছে। তাহাদের মনুষ্যজন্ম স্মরণ থাকে। শ্রুতিতে এইজন্য দেবগন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব্ব এইরূপ ভেদ আছে।

এই লোকসংস্থান এবং লোকবাসীদের বিষয় না বুঝিলে কৈবল্যের ব্যাখ্যা সুগমতর হয় না। পুণ্যফলে নিম্ন দেবলোকে গতি হয়। আর যোগের অবস্থা লাভ করিলে তাহার তারতম্যানুসারে উচ্চোচ্চ লোকে গতি হয়। সম্যগ্‌জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মলোকে যাইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তথায় যাইলে "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্পদম্ ॥" (নীলকণ্ঠ। শান্তিপর্ব্ব ২৭৯।৪৯) এইরূপ গতি হয়। সমাধিবলে শারীর সংস্কারের অতীত হওয়াতেই তাঁহাদের শরীরধারণ হয় না। বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা বিলুপ্ত থাকে বলিয়াই তাঁহারা লোকমধ্যে প্রতিনির্দ্দিষ্ট হইয়া পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্যলাভ করেন।

বিদেহলয়ের ও প্রকৃতিলয়দের চিত্তের সম্যক্ অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের প্রকৃত বিবেকজ্ঞান হয় না, কিন্তু বৈরাগ্যের দ্বারা রুদ্ধতর হয় বলিয়া, তাঁহারা লোকমধ্যে থাকেন না, কিন্তু মোক্ষপদে থাকেন। পুনঃ সর্গে তাঁহারা উচ্চলোকে প্রতিনির্দ্দিষ্ট হন। কৈবল্যপদ সর্ব্ব-লোকাতীত ও পুনরাবর্ত্তনশূন্য।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্। নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি। ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ্‌-লোহিত-মাংস-স্নায়্বস্থিমজ্জা-শুক্রাণি, পূর্ব্বং পূর্ব্বমেষাং বাহ্যমিত্যেষ বিন্যাসঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহের (দেহসংস্থানের) জ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নাভিচক্রে সংযম করিয়া কায়ব্যূহ বিজ্ঞাতব্য। বাত, পিত্ত ও কফরূপ ত্রিবিধ দোষ আছে (১)। আর ধাতু সপ্ত—ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ইহারা পর পর অপেক্ষা বাহ্যরূপে বিন্যস্ত।

টীকা। ২৯। (১) যেমন সূর্য্যদ্বারকে প্রধান করিয়া অন্যান্য যথাযোগ্য বিষয়ে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভির চক্র বা মণ্ডলসমূহকে প্রধান করিলে শরীরের যন্ত্রসমূহের জ্ঞান হয়।

বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ বা রোগের মূল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত হয়। উহারা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণমূলক বিভাগ এরূপ প্রশস্ত বলিয়াছেন। তাহা হইলে বায়ু বোধাধিষ্ঠান-সমূহের বিকার, পিত্ত সঞ্চালক যন্ত্রের বিকার ও কফ স্থিতিশীল অংশের বিকার হইবে। বস্তুতঃ উহাদের লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্তবিকার, বাতপীড়া প্রভৃতি স্নায়বিক বিকারসকল বায়ুবিকার বলিয়া কথিত হয়। স্নায়বিক শূল ও আক্ষেপ তাহার প্রধান লক্ষণ। পিত্তবাহিত রক্তসঞ্চালনের বিকারই পিত্তদোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে অনিদ্রা, দাহ প্রভৃতি চাঞ্চল্যপ্রধান পীড়া হয়। শরীরের যে সমস্ত স্রোত বা নালীর মুখ বাহিরে খোলা তাহাদের মধ্যের নাম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে স্রোত আছে তাহাতে, শ্বাসনালীতে, মূত্রনালীতে, চক্ষুতে ও কর্ণে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত স্রোতঃসমূহ প্রধানতঃ শরীরধারণ-কার্য্যে ব্যাপৃত। অন্ন, জল ও বায়ুরূপ আহার, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়াহার, সমস্তই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। মূত্রনালী এবং গুহ্য, জল ও অন্ন-রূপ আহার-সম্বন্ধীয় নির্গমদ্বার। এই সমস্ত যন্ত্রের বিকার কফ-বিকার বলিয়া কথিত হয়।

রক্ষণশীল বায়ুর, পিত্তের এবং কফের সহিত উক্ত ঐ ঐ লক্ষণের এইরূপ কিছু সম্পর্ক থাকাতে উহারা বাত, পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু শেষে লোকে মূলতত্ত্ব ভুলিয়া সাধারণ বাতাস, পিত্তরস ও শ্লেষ্মাকে তিন দোষ মনে করিয়া অনেক ভ্রান্তির সৃজন করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দোষবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাধারণতঃ যাহা বাত, পিত্ত ও কফ বলিয়া সর্ব্বশরীরে বোঝা হয়, তাহা অপ্রকৃত পদার্থ। কেবল ঐ মূল সংজ্ঞার সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই উহা টিকিয়া রহিয়াছে। গুণত্রয় যেরূপ আপেক্ষিক ও প্রতি ব্যক্তিতে লভ্য, বাতাদি দোষও সেইরূপ। তজ্জন্য বাত-পৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি বিভাগ সকল শরীরের রোগেই প্রযুক্ত হয়। ঔষধও সেইরূপ বাতনাশক, পিত্তনাশক ও কফনাশক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বাতনাশক অর্থে বাতবৈষম্যের যাহাতে নাশ হয় স্নায়ুর প্রদাহজনিত বেদনা ও দুর্ব্বলতাজনিত বেদনা এই উভয় প্রকার বেদনা হইতে পারে। প্রদাহ, উপশমকারী ঔষধের দ্বারা এবং দুর্ব্বলতা উত্তেজক ঔষধের দ্বারা শান্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক পীড়ার হিতকর ও অহিতকর ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উহা অজ্ঞ লোকের দ্বারা সহজেই বিকৃত হইবার কথা। বিশেষ

শিক্ষতা না থাকিলে, বিশেষতঃ গুণত্রয়ের জ্ঞান না থাকিলে ইহাতে পারদর্শিতা হইবার আশা নাই।

সাংখ্য হইতে যেরূপ মহিলা, সত্য আদি উচ্চতম শীল ও যোগৈশ্বর্য লাভ করিয়া সর্ব্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে সেইরূপ চিকিৎসাবিদ্যার মূলতত্ত্ব লাভ করিয়াও সর্ব্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে।

সপ্ত ধাতুতে (tissueতে) শরীরের বিভাগ যে স্থূল বিভাগ, তাহা বলা বাহুল্য।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, তন্তোরধস্তাৎ কণ্ঠঃ, ততোঽধস্তাৎ কূপঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

৩০। কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিহ্বার অধোদেশে তন্তু, তাহার অধোদেশে কণ্ঠ, তাহার অধোভাগে কূপ। তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা বাধে না (১)।

টীকা। ৩০। (১) তন্তু বাগ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষ, ইহাকে Vocal cords বলে। উহা কণ্ঠযন্ত্রের (Larynx) মধ্যে স্থিত। অধস্থ কণ্ঠ, আর শ্বাসনালী বা Trachea কণ্ঠকূপ। উহার সংযমের দ্বারা স্থির প্রশান্তভাব লাভ করিলে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া বোধের উপর আধিপত্য হয়। অবশ্য ক্ষুৎপিপাসা অন্ননালীতে (alimentary canal-এ) অবস্থিত, সুতরাং œsophagus নালীতে ধ্যান বিধেয় হইবে এরূপ শঙ্কা মনে হইতে পারে। কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া অনেক সময়ে পার্শ্ব বা দূর হইতে অধিকতর আয়ত্ত করা যায় তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। কূপাদধ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধা বেতি ॥ ৩১ ॥

৩১। কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করিলে (চিত্তের) স্থৈর্য্য হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—কূপের নীচে বক্ষে কূর্ম্মাকার নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে স্থিরপদ লাভ করা যায়। যেমন সর্প বা গোধা (১)।

টীকা। ৩১। (১) কূপের নীচে কূর্ম্মনাড়ী, অতএব Bronchial tubeই কূর্ম্মনাড়ী। তাহাতে সংযম করিলে শরীর স্থির হয়। শ্বাসযন্ত্রের স্থৈর্য্য হইলে যে শরীরের স্থৈর্য্য হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। সর্প ও গোধা যেরূপ অতি স্থিরভাবে প্রশ্বাসবৃত্তির মত নিশ্চল থাকিতে পারে ইহার দ্বারা যোগীও সেইরূপ পারেন। সর্প বা সর্পাদিরাও শরীরকে কালবৎ নিশ্চল রাখিতে পারে। শরীর স্থির হইলে তৎসহ চিত্তও স্থির করা যাইতে পারে। সূত্রস্থ স্থৈর্য্য চিত্তস্থৈর্য্যকে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ, ইহারা সব জ্ঞানরূপা সিদ্ধি।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। শিরঃকপালেঽন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবা-পৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শিরঃকপালের (মাথার খুলির) মধ্যস্থ ছিদ্রে প্রভাস্বর জ্যোতি আছে, তাহাতে সংযম করিলে, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয় (১)।

টীকা। ৩২। (১) মস্তকের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ পশ্চাদ্ভাগে জ্যোতি চিন্তনীয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্ত্যালোক আয়ত্ত না থাকিলে ইহার দ্বারা সিদ্ধদর্শন ঘটিতে পারে। সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি।

প্রাতিভাদ্ বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য। তেন বা সর্ব্বমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

৩৩। প্রাতিভ জ্ঞান হইতে উক্ত সমস্তই জানা যায় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ তারক নামক জ্ঞান, তাহা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। যেমন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালীন প্রভা। তাহার দ্বারাও অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও যোগী সমস্তই জানিতে পারেন (১)।

টীকা। ৩৩। (১) বিবেকজজ্ঞান ৩।৫২-৫৪ সূত্রে দ্রষ্টব্য। তাহার পূর্ব্বে যে জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ হয় (যেমন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেকার আলোক) তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম তত্র বিজ্ঞানং, তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তবিজ্ঞান হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) যে দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্র গর্ত্তযুক্ত পুণ্ডরীকাকার বিজ্ঞানের গৃহ আছে তাহাতে বিজ্ঞান থাকে। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তসংবিৎ হয় (১)।

টীকা। ৩৪। (১) সংবিৎ অর্থে আত্মগত জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তেরই জ্ঞান। হৃদয়ে সংযম করিলে বুদ্ধি-পরিণাম চিত্তবৃত্তিসকলেরও তাহাতে যথাযথভাবে সাক্ষাৎকার হয়। ১।২৮ ও ৩।২৬ সূত্রের টিপ্পনীতে হৃদয় এবং তাহার ধ্যানের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের যন্ত্র বটে, কিন্তু আমিত্বে উপনীত হইতে হইলে হৃদয়-ধ্যানই প্রশস্ত উপায়। হৃদয় হইতে মস্তিষ্কের

ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া এক এক প্রকার বৃত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়। বৃত্তিসকল রূপাদির ন্যায় দেশব্যাপী যানবন নহে। রূপাদিজ্ঞানে যে কালিক ক্রিয়াপ্রবাহ থাকে তাহার উপলব্ধিই চিত্তবৃত্তির সাক্ষাৎকার। নিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র অস্মিপ্রত্যয়-রূপ বুদ্ধি, তাহা হৃদয়-ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়। তাহা যথাযথ পুরুষ-জ্ঞানের সোপান-স্বরূপ।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্। বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন পরিণতং, তস্মাচ্চ সত্ত্বাৎ পরিণামিনোঽত্যন্তবিধর্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ। তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্য, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ। স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ। যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপোঽন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে। ন চ পুরুষ-প্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং **"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"** ইতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অত্যন্ত ভিন্ন যে (বুদ্ধি) সত্ত্ব ও পুরুষ তাহাদের অবিশেষ-প্রত্যয়ই ভোগ, তাহা পরার্থ, সুতরাং স্বার্থসংযম করিলে পুরুষ-বিষয়ক জ্ঞান হয়॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—বুদ্ধিসত্ত্ব প্রখ্যাশীল, সেই সত্ত্বের সহিত সমানরূপে অবিনাভাবসম্বন্ধযুক্ত রজ ও তমকে বশীভূত বা অভিভব করিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাপ্রত্যয়ে (১) বুদ্ধিসত্ত্ব পরিণত হয়। পুরুষ সেই পরিণামী বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অত্যন্তবিধর্মা, শুদ্ধ, বিভিন্ন, চিতিমাত্রস্বরূপ, অত্যন্তভিন্ন তাহাদের (বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের) অবিশেষ-প্রত্যয়ই পুরুষের ভোগ, কেননা, তাহা (পুরুষের) দর্শিত বিষয়। সেই ভোগ-প্রত্যয় বুদ্ধিসত্ত্বের, অতএব তাহা পরার্থত্ব-হেতু (দ্রষ্টার) দৃশ্য। যাহা ভোগ হইতে বিশিষ্ট চিতিমাত্ররূপ, অন্য যে পুরুষ তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যয়, তাহাতে সংযম করিলে পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিসত্ত্বাত্মক পুরুষ-প্রত্যয়ের দ্বারা পুরুষ দৃষ্ট হন না। কিন্তু পুরুষ স্বাত্মাবলম্বন প্রত্যয়কেই জানেন। যথা উক্ত হইয়াছে—(শ্রুতিতে) "বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে।"

টীকা। ৩৫। (১) পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, বিবেকখ্যাতি বুদ্ধির ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয়বিশেষ। তাহা বুদ্ধির চরম সাত্ত্বিক-পরিণাম। বুদ্ধির রাজসিক ও তামসিক মল অভিভূত হইলেই বিবেক-প্রত্যয় উদিত হয়। সেই বিবেক-প্রত্যয়রূপ অতিপ্রকাশশীল বুদ্ধি হইতেও পুরুষ পৃথক্; কারণ, বুদ্ধি পরিণামী ইত্যাদি (২।২০ দ্রষ্টব্য)।

তাদৃশ যে বুদ্ধি ও পুরুষ, তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় বা অভেদ জ্ঞান, অর্থাৎ একই আত্মবুদ্ধিতে যে উভয়ের অন্তর্ভাব, তাহাই ভোগ। প্রত্যয় বলিয়া ভোগ বুদ্ধির বৃত্তি; আর বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া তাহা দৃশ্য। দৃশ্য বলিয়া ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা, তাহার অর্থ বা বিষয় বা প্রকাশ্য। দৃশ্য পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ, ইহা পূর্বেও (২।২০) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বার্থ অর্থে যাহার স্বভূত অর্থ আছে তাদৃশ, অর্থাৎ অর্থবান্। সেই স্বার্থ পুরুষ বিবক্ষানুসারে স্বরূপাবস্থিত পুরুষও হয় এবং তদ্বিষয়া বুদ্ধি বা পৌরুষ-প্রত্যয়ও হয়; এখানে স্বার্থ পৌরুষ

প্রত্যয়ই সংযমের বিষয়। এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'যস্ত......পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ'' অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত পুরুষের যত ভাব, যাহা কেবল অস্মীতিমাত্র ব্যবহারিক গ্রহীতা, তাহাই সংযমের বিষয় এই স্বার্থ পুরুষ। অর্থাৎ ব্যবহারদশায় পুরুষার্থের যাহা মূল বলিয়া বোধ হয়, তাহা স্বরূপ পুরুষ নহে, কিন্তু তাহা পৌরুষ-প্রত্যয় বা আত্মাকারা বুদ্ধি। বৈদান্তিকেরাও বলেন—''আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তং।'' সেই স্বার্থ, পৌরুষ-প্রত্যয়ে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

ইহাতে শঙ্কা হইবে তবে কি পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়? না, তাহা নহে। তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা' হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ প্রকাশিত হন না। পুরুষ স্বপ্রকাশ, বুদ্ধি বা 'আমি' তাহাতে বুদ্ধি করে 'আমি স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ,' ইহাই পৌরুষ-প্রত্যয়। শ্রুতানুমানজনিত ঐরূপ প্রজ্ঞা অবিশুদ্ধ, কিন্তু সমাধির দ্বারা চিত্ত-সাক্ষাৎকার করিয়া পরে চিত্ত হইতে পৃথগ্‌ভূত পুরুষকে বুঝাই বিশুদ্ধ পৌরুষ-প্রত্যয়। তাহার অপর পারে চিদ্রূপ অথ্যাতীত পুরুষ এবং এ পারে পরার্থা ভোগবুদ্ধি, সুতরাং যাহা মধ্যস্থিত তাহাই স্বার্থ ও সংযমের বিষয়। অতএব এই সংযম করিয়া যে প্রজ্ঞা হয়, তাহাই পুরুষ-বিষয়ক চরম প্রজ্ঞা, অনন্তর তদ্দ্বারা বুদ্ধির লয় হইলে স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ কৈবল্য হয়।

দৃশ্য বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ দৃষ্ট হইবার নহেন, অতএব এই পুরুষ-প্রত্যয় কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, পুরুষাকারা যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে পুরুষের উপদর্শনই পুরুষ-প্রত্যয়। পুরুষাকারা বুদ্ধি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ জ্ঞানই পুরুষাকারা বুদ্ধির উদাহরণ। স্বরূপ পুরুষ সংযমের বিষয় হইতে পারে না, ঐ 'আমি দ্রষ্টা' বা 'অস্মীতিমাত্র' বা বিদ্রূপ পুরুষই সংযমের বিষয় হইতে পারে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাৎ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাৎ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাৎ দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদাৎ দিব্যরসসংবিৎ, বার্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানম্ ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

৩৬। তাহা (পুরুষজ্ঞান) হইতে প্রাতিভ, শ্রাবণ বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্তা উৎপন্ন হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ হইতে সূক্ষ্ম ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ হইতে দিব্য শব্দ-সংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য-স্পর্শাধিগম, আদর্শ হইতে দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদ হইতে দিব্যরসসংবিৎ, বার্তা হইতে দিব্য-গন্ধবিজ্ঞান হয়। এই সকল (পুরুষজ্ঞান হইলে) নিত্যই (অবশ্যম্ভাবিরূপে) উদ্ভূত হয় (১)।

টীকা। ৩৬। (১) ভাষ্য সুগম। পুরুষজ্ঞান হইলে স্বতই, বিনা সংযমপ্রয়োগে ইহারা উৎপন্ন হয়। এই পর্যন্ত সূত্রকার জ্ঞানরূপ সিদ্ধি বলিলেন, অতঃপর ক্রিয়া ও শক্তি-বিষয়ক সিদ্ধি বলিতেছেন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ, ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। তাহারা সমাধিতে উপসর্গ, ব্যুত্থানেই সিদ্ধি ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই প্রাতিভাদিরা উৎপন্ন হইলে সমাহিত চিত্তের বিঘ্ন-স্বরূপ হয়; যেহেতু তাহারা সমাহিত চিত্তের (চরম) দ্রষ্টব্য বিষয়ের প্রতিবন্ধক। ব্যুত্থিত চিত্তের তাহারা সিদ্ধি (১)।

টীকা। ৩৭। (১) সমাধি একালম্বন-চিত্ততা, সুতরাং ঐ সিদ্ধিসকল তাহার উপসর্গ। একাগ্রভূমির দ্বারা তত্ত্বে সমাপন্ন হইয়া বৈরাগ্য করিলে এবং চিত্তকে সম্যক্ নিরোধ করিলে তবেই কৈবল্য হয়। সিদ্ধি তাহার বিরুদ্ধ। (১।৩০ [১] দ্রষ্টব্য)।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্ম্মাশয়বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তস্য কর্ম্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাদ্ ভবতি। প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্ম্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি। নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনুপতন্তি যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনু নিবিশন্তে তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। (দেহের সহিত চিত্তের) বন্ধকারণের শৈথিল্য হইলে এবং (নাড়ীমার্গে চিত্তের) প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—লোলীভূতত্বহেতু অর্থাৎ চঞ্চলস্বভাবহেতু অপ্রতিষ্ঠ মন, কর্ম্মাশয়বশতঃ শরীরে বদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। সমাধিবলে সেই বন্ধকারণভূত কর্ম্মের শৈথিল্য হয়, আর চিত্তের প্রচারসংবেদনও সমাধিজাত। কর্ম্মবন্ধক্ষয়ে এবং নাড়ীমার্গে স্বচিত্তের সঞ্চারজ্ঞান হইলে যোগী চিত্তকে স্বশরীর হইতে নিষ্কাশন করিয়া শরীরান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়সকলও তাহার অনুগমন করে। যেমন মধুকররাজ উড্ডীন হইলে মক্ষিকারাও উড্ডীন হয়, আর নিবিষ্ট হইলে মক্ষিকারাও তৎপশ্চাৎ নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ পর-শরীরাবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের অনুগমন করে।

টীকা। ৩৮। (১) 'আমি শরীর' এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়। 'আমি শরীর নহি' এইরূপ ভাব বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্থির থাকে না। তাহাই শরীরের সহিত বন্ধন। কিঞ্চ, শরীর কর্ম্ম-সংস্কারের দ্বারা রচিত। কর্ম্ম করিতে থাকিলে সেই সংস্কার (অর্থাৎ চিত্ত) শরীরের সহিত মিলিত থাকিবেই থাকিবে। সমাধির দ্বারা 'আমি শরীর নহি' এরূপ প্রত্যয় স্থির থাকাতে এবং শরীরের ক্রিয়া সকল রুদ্ধ হওয়াতে, চিত্ত শরীরমুক্ত হয়। আর সমাধিজাত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে নাড়ীমার্গে চিত্তের প্রচারের বা সঞ্চারের জ্ঞান হয়। ইহার দ্বারা পরশরীরে চিত্তকে আবিষ্ট করা যায়।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্। তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে মজ্জন বা সংলিপ্তভাব হয় না আর স্ববশে উৎক্রান্তিও সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণাদিলক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই জীবন। তাহার ক্রিয়া পঞ্চবিধ, প্রাণ—মুখনাসিকা-গতি, হৃদয় পর্য্যন্ত তাহার বৃত্তি। সমনয়নহেতু সমান, তাহার নাভি পর্য্যন্ত বৃত্তি। অপনয়নহেতু অপান তাহা আপাদতলবৃত্তি। উন্নয়নহেতু উদান, তাহা আশিরো-বৃত্তি, ব্যান ব্যাপী। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণ। উদানজয় হইতে জলপঙ্ককণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় এবং প্রায়ণকালে (অর্চিরাদি মার্গে) উৎক্রান্তি হয়। উদানবশিত্বহেতু তাহা অর্থাৎ উৎক্রান্তি স্ববশে সিদ্ধ হয় (১)।

টীকা। ৩৯। (১) শরীরের ধাতুগত বোধের যাহা অধিষ্ঠানরূপ আয়ু, তাহার ধারক উদান নামক প্রাণশক্তি। বোধসকল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে ঊর্দ্ধে মস্তিষ্কে বহনশীল, সেই ঊর্দ্ধ-ধারায় সংযম করিলে এবং শরীরের সর্ব্ব ধাতুতে প্রকাশশীল লঘু ধ্যান করিলে, শরীর লঘু হয়। প্রবল চিত্তাবেগে ভৌতিক দ্রব্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ, তাহার ব্যাখ্যা প্রকরণ-মালায় দ্রষ্টব্য। উদানাদি প্রাণের বিবরণ "সাংখীয় প্রাণতত্ত্ব" ও "সাংখ্যতত্ত্বালোকে" দ্রষ্টব্য। মৃত্যুকালে উদানে চিত্ত স্থির হইলে অর্চিরাদি মার্গে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্তি হয়।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি ॥ ৪০ ॥

৪০। সমানের জয় হইতে জ্বলন (দেহ জ্যোতির্ম্ময়) হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্বলিত হন (১)।

টীকা। ৪০। (১) সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্ব্বশরীরে যথাযোগ্য পোষণ হয়। অর্থাৎ অন্নরসের সমনয়ন হয়। তাহা জয় করিলে যোগীর শরীরে এ ছটা বা জ্যোতি (odyle or aura) প্রকটিত হয়। শরীরের ধাতুতে পোষণরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ছটা বর্দ্ধিত হয়। সমানজয়ে পোষণের উৎকর্ষ হয় বলিয়া ছটা সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। Baron Von Reichenbach ঐ ছটা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা ঐ জ্যোতি দেখিতে পায় তাহারা যেখানে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় সেইখানে এবং অন্য কোন কোন স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পায়। শরীরে স্বভাবতই ছটা আছে। শরীরে অণুতে অণুতে এই সংযমের দ্বারা সাত্ত্বিক পুষ্টিভাব জন্মালে এই ছটা এত বর্দ্ধিত হয় যে, সকলেরই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা এই জ্যোতির ফোটো পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে এবং উহার দ্বারা স্বাস্থ্যনির্ণয় করিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। (১৯১২ সালের Whitaker's Almanack ৭৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যম্। সর্বশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা সর্বশব্দানাঞ্চ, যথোক্তং "**তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্বেষাং ভবতি**" ইতি। তচ্চৈতদাকাশস্য লিঙ্গম্ অনাবরণং চোক্তম্। তথামূর্তস্যানাবরণদর্শনাদ্ বিভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশস্য। শব্দগ্রহণানুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধিরয়োরেকঃ শব্দং গৃহ্ণাত্যপরো ন গৃহ্ণাতীতি, তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ততে ॥ ৪১ ॥

৪১। শ্রোত্র (কর্ণেন্দ্রিয়) এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয় ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত শ্রোত্রের এবং সর্ব শব্দের প্রতিষ্ঠা আকাশ। যথা উক্ত হইয়াছে—"সমান দেশ- (আকাশ) বর্তী শ্রবণশক্তিযুক্ত ব্যক্তিসকলের এক-দেশাবচ্ছিন্ন-শ্রুতিত্ব আছে" (১)। তাহাই (একদেশশ্রুতিত্ব) আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপক) এবং অনাবরণত্বও (অবকাশও) লিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর অমূর্তের* বা অসংহত বস্তুর অনাবরণত্ব (সর্বত্রাবিঘাতযোগ্যতা) দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভুত্বও (সর্বগতত্বও) প্রখ্যাত হইয়াছে। শব্দগ্রহণের দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় অনুমিত হয়, বধির ও অবধিরের মধ্যে অবধির শব্দ গ্রহণ করে, আর একজন করে না, সেইহেতু শ্রোত্রই শব্দবিষয়। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধ বিষয়ে সংযমকারী যোগীর দিব্য শ্রোত্র প্রবর্তিত হয়। (* "মূর্তস্য" এইরূপ মূলের পাঠান্তর সমীচীন নহে)।

টীকা। ৪১। (১) আকাশ শব্দগুণক দ্রব্য। শব্দগুণ সর্বাপেক্ষা অনাবরণস্বভাব, কারণ, তাহা সর্বদ্রব্যকে (রূপাদি অপেক্ষা) ভেদ করিতে পারে। বলিতে পার কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের কম্পনই শব্দ, অতএব শব্দ তাহাদের গুণ। তাহাদের গুণ ইহা এক হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু কম্পন কেবল তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। কম্পনের শক্তি কোথায় থাকে তাহা খুঁজিতে যাইলে মূলতঃ তাপতড়িৎ আদির আশ্রয়দ্রব্যেই পাওয়া যায়, আর অত্যাত্মরে মনে পাওয়া যায়। যত প্রকার বাহ্য পার্থিব কম্পন হয়, তাহারা মূলতঃ তাপাদি হইতে উদ্ভূত, আর ইচ্ছার দ্বারাও বাগিন্দ্রিয়াদি কম্পিত হইয়া শব্দ হয়। বাগুচ্চারণে যদিও বায়ুবেগে কণ্ঠতন্ত্র কম্পিত হইয়া শব্দ হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহা পৈশিক ক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ (অর্থাৎ তাহা এক প্রকার transference of muscular energy মাত্র)।

শব্দ, তাপ বা আলোক-রূপ ক্রিয়ার যে শক্তি তাহা কি? তদুত্তরে বলিতে হইবে, তাহা শব্দাদিশূন্য। শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি-শূন্য পদার্থকেই অবকাশ বলা যায়। নিরূপ্য করিয়া তাহাকে শূন্য বা দিক্ বলাও হয়, কিন্তু তাহা অবাস্তব পদার্থ। কিন্তু শব্দাদির ক্রিয়াশক্তি বাস্তব যা তাহা আছে। 'শব্দাদি-শূন্য' অথচ 'বাস্তব' এইরূপ পদার্থ কল্পনা করিলে তাহাকে আকাশ বা অবকাশ রূপ কল্পনা করিতে হইবে। সেই অবকাশের ধারণা (বৈকল্পিক বা সম্যক্ অবকাশের ধারণা হইতেই পারে না, কিন্তু ধারণাযোগ্য অবকাশের ধারণা) শব্দের দ্বারাই নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়। কেবল শব্দমাত্র শুনিলে বাহ্যজ্ঞান হইতে থাকে বটে কিন্তু কোন মূর্তির জ্ঞান হয় না। অতএব শব্দময়, অবকাশরূপ, বাহ্য সত্তাই আকাশ। কিন্তু সমস্ত কম্পনই অবকাশকে সূচিত করে, অনবকাশে কম্পন কল্পিত হইতে পারে না। অবকাশের জন্যই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। অবকাশ আপেক্ষিক হইতে পারে, যেমন কঠিনের নিকট বায়বীয় দ্রব্য আপেক্ষিক অবকাশ। শুদ্ধ অবকাশ বৈকল্পিক পদার্থ কিন্তু আপেক্ষিক অবকাশ যথার্থ ভাব।

স্থূল কর্ণযন্ত্র কম্পনগ্রাহী বলিয়া অবকাশযুক্ত। অবকাশাভিমানই অতএব শ্রোত্র হইল (কারণ ইন্দ্রিয়গণ অভিমানাত্মক)। অর্থাৎ কর্ণযন্ত্রের কঠিনপদার্থ (পটহ, ossicles আদি) অপেক্ষাকৃত অবকাশ স্বরূপ বায়বীয় দ্রব্যে কম্পিত হয় বলিয়া কর্ণ অবকাশাভিমানিক।

অবকাশের সহিত অভিমান-সম্বন্ধই শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধ। তাহাতে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়ের দিক্‌ হইতে অভিমানের সাত্ত্বিকতাজনিত উৎকর্ষ হয়, এবং অবকাশের দিক্‌ হইতে অনাবরণতা বা অব্যাহতত্ব হয়। তাহাই দিব্য শ্রোত্র।

পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনের অর্থ যথা—তুল্যদেশশ্রবণানাম্‌ অর্থাৎ তুল্যদেশ বা একমাত্র আকাশ, সামান্যভাবে তাহার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে শ্রোত্র যাহাদের—তাদৃশ ব্যক্তিদের তাহাদের শ্রুতি (কর্ণ) একদেশ বা আকাশের একদেশবর্ত্তী। অর্থাৎ এক আকাশময়রূপে সমস্ত কর্ণেন্দ্রিয় আকাশবর্ত্তী। ইহা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক দিক্‌। অন্য দিকে ইন্দ্রিয় আভিমানিক।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্‌ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্‌। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ (সম্বন্ধাবাপ্তিরিতি পাঠান্তরম্‌)। তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তূলাদিষ্বাপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ্বা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

৪২। কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং তূলাদি লঘু বস্তুতে সমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেখানে কায় সেখানে আকাশ, কারণ, আকাশ শরীরকে অবকাশ দান করে। তাহাতে আকাশ ও শরীরের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে সংযমকারী সেই সম্বন্ধ জয় করিয়া (আকাশগতি লাভ করেন)। (অথবা) লঘু তূলাদি পরমাণু পর্য্যন্ত দ্রব্যে সমাপত্তি লাভ করিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন, পরে ঊর্ণনাভি-তন্তুমাত্রে বিচরণপূর্ব্বক রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। তদনন্তর তাঁহার যথেচ্ছ আকাশগতি লাভ হয় (১)।

টীকা। ৪২। (১) কায় ও আকাশের সম্বন্ধভাব অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া শরীরের যে অবস্থান আছে, তদ্ভাবে সংযম করিলে অব্যাহত ভাবে সঞ্চরণযোগ্যতা হয়।

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহমাত্র। সর্ব্বশরীর সেইরূপ ক্রিয়া-প্রবাহমাত্র ও আকাশের ন্যায় ফাঁক এইরূপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধভাবনা। শরীরব্যাপী অনাহত নাদ-ভাবনার দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরে তাই অনাহত-নাদবিশেষের ভাবনার দ্বারা আকাশগতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

আর তূলা প্রভৃতির লঘুত্বে সমাপন্ন হইলে শরীরের অণুসকল গুরুতা ত্যাগ করিয়া লঘু হয়। শরীরের গুরুত্বাদি ভৌতিক পদার্থ বস্তুতঃ অভিমানের পরিণাম। গুরুতা যেরূপ অভিমান-পরিণাম সমাধিবলে তাদৃশ অভিমানের বিপরীত অভিমান ভাবনা করিলে শরীরের উপাদানের লঘুত্ব-পরিণাম হয়। লঘু শরীর হইতে এবং কায়াকাশের সম্বন্ধজয়হেতু অনাহত সঞ্চারযোগ্যতা হইতে আকাশগমন হয়।

আধুনিক প্রেতবাদীদের (spiritist) শাস্ত্রে সেয়ন্স্ (seance) কালে মিডিয়ম শূন্যে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা বিবৃত আছে। D. D. Home নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম এইরূপে শূন্যে উঠিতেন। প্রাণায়ামকালে শরীরকে অনবরত বায়ুবৎ ভাবনা করিতে হয় বলিয়াও কখন কখন শরীর লঘু হয়, এইরূপ কথা হঠযোগে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল মানসিক ভাবনা।

ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়—ইহার মূলে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। ভার অর্থে পৃথিবীর দিকে গতি। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি-অনুসারে সেই গতি বা গতির শক্তি কোন দ্রব্যে বেশী, কোন দ্রব্যে কম। শরীর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা বলেন, শরীর পরমাণুসমষ্টি, আর বৌদ্ধেরা বলেন, পরমাণু নিরংশ, অতএব শরীর শূন্য। এইরূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরমাণু প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের আবর্ত মাত্র। ঐ সূক্ষ্ম অবয়বের মধ্যে প্রভূত ফাঁক থাকে (সূর্য ও গ্রহগণের ন্যায়)। ইলেক্ট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে এক সেকেণ্ডে বহুলক্ষবার ঘুরিতেছে। অলাতচক্রের ন্যায় একরূপে প্রতীত সেই সাবকাশ ইলেক্ট্রন ও প্রোটন এক একটি অণু। সুতরাং অণুর মধ্যে ফাঁকই প্রায় সমস্ত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করেন যে, শরীরে যত অণু আছে তাহাদের প্রোটন ও ইলেক্ট্রন (ইহারাও বিদ্যুৎ বিন্দুমাত্র) সকলকে একত্র করিলে (অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে) শরীরের ঐ উপাদানের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে, তাহা আণুবীক্ষণিক দ্রব্য হইবে। কিন্তু সেই দ্রব্যও বিদ্যুদ্‌বিন্দু হইবে। আণুবীক্ষণিক বিদ্যুৎ বিন্দুর ভার আছে বলি ধরা যায়, তবে তাহাই শরীরের প্রকৃত ভার এবং তাহাতেই শরীর মহাভার বলিয়া প্রতীত হয়। অবশ্য আমাদের অভিমান হইতেই যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের অভিমান শরীরের উপর আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে শরীররূপে পরিণামিত করে। শরীরোপাদানের প্রকৃতরূপ এক বিদ্যুৎ-বিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্রকারবিশেষে অভিমানকে সেই দিকে অর্থাৎ বায় ও আকাশের সহিত সমাহিত ভাবে প্রয়োগ করিলে শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পারিবে। অর্থাৎ শরীরের অণুসকলের যে গতিবিশেষ 'ভার' নামক ধর্ম, তাহার পরিবর্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা ঐরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব ফাঁক অবকাশকে বাদ দিয়া নির্দিষ্ট ভারবত্তের মত এক অভিমানবিশেষই শরীর। সমাহিত স্থির চিত্তের দ্বারা সেই অভিমান অন্যরূপ করা কিছু অসম্ভব কথা নহে। এইরূপে ইহা বুঝিতে হইবে।

যোগবাসিষ্ঠ অন্য অবস্থাতেও শরীর লঘু হয়। কথিত হয়, খৃষ্টানদের ৪০ জন সেণ্ট (saint) এই লঘুতা বা শূন্যে উঠার জন্য সেণ্ট হইয়াছেন। উঁহাদের সংজ্ঞা Aethreobat। বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগপ্রীতি বলেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। শরীরাদ্বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা। সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা খল্বকল্পিতা। তত্র কল্পিতয়া সাধয়ন্ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া

পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ। ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদ্ আবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি॥ ৪৩॥

৪৩। শরীরের বাহিরে অকল্পিতা বৃত্তির নাম মহাবিদেহা, তাহা হইতে (বুদ্ধিসত্ত্বের) প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের বাহিরে মনের যে বৃত্তিলাভ, তাহা বিদেহনামক ধারণা (১)। সেই ধারণা যদি শরীরে অবস্থিত মনের বহির্বৃত্তিমাত্রের দ্বারা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলা যায়। আর যে ধারণা শরীরনিরপেক্ষ বহির্ভূত মনেরই বহির্বৃত্তিরূপা তাহা অকল্পিতা। তন্মধ্যে কল্পিতার দ্বারা অকল্পিতা মহাবিদেহধারণা-বৃত্তি সাধন করিতে হয়। তাহার (অকল্পিতার) দ্বারা যোগীরা পরশরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। সেই ধারণা হইতে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের যে আবরণ—রজস্তমোমূলক ক্লেশ, কর্ম্ম ও ত্রিবিধ বিপাক—এই তিনের ক্ষয় হয়।

টীকা। ৪৩। (১) বাহিরের কোন স্থান (ব্যাপী আকাশই প্রশস্ত) ধারণা করিয়া তথায় 'আমি আছি' এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন তাহাতে চিত্তের বৃত্তি বা স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাতেই 'আমি আছি' এইরূপ বাস্তব জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে বিদেহধারণা বলে। শরীরে এবং বাহিরে যখন উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত থাকে, তখন তাহাকে কল্পিতা বিদেহ-ধারণা বলে। আর যখন শরীরনিরপেক্ষ হইয়া বাহিরেই চিত্ত বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহাকে মহাবিদেহধারণা বলে। তাহা হইতে ভাষ্যোক্ত আবরণক্ষয় হয়। শরীরাভিমানই স্থূলতম আবরণ, এই সংযমে তাহার ক্ষয় বা ক্ষীণতাব হয়।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ॥ ৪৪॥

ভাষ্যম্। তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং মূর্ত্তির্ভূমিঃ, স্নেহো জলং, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্ব্বতোগতিরাকাশ ইতি, এতৎ স্বরূপ-শব্দেনোচ্যতে, অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথা চোক্তম্ "একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্ম্মমাত্রব্যাবৃত্তি" রিতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠো হি সমূহঃ। প্রত্যস্তমিতভেদাবয়বানুগতঃ—শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি। শব্দেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ—উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একো ভাগো মনুষ্যা দ্বিতীয়ো ভাগঃ, তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ। স চ ভেদাভেদ-বিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবণং ব্রাহ্মণসঙ্ঘ ইতি। স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি। **"অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি"** পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্।

অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপং—তন্মাত্রং ভূতকারণম্। তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্য-বিশেষাত্মাঽযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়শব্দেনোক্তাঃ। অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বং ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বেবান্বয়িনী গুণাস্তন্মাত্রভূতভৌতিকেষ্বিতি

অগ্নিভূতের স্বরূপ উষ্ণতা। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শ স্বরূপযুক্ত বায়বীয় দ্রব্যের দ্বারাই প্রধানতঃ হয়। বায়ু প্রণামী বা অস্থির। অতএব স্পর্শ গুণক বায়ুভূতের স্বরূপ প্রণামিত্ব।

শব্দজ্ঞান, অনাবরণজ্ঞানের সহভাবী, অতএব শব্দগুণক আকাশের স্বরূপ অনাবরণত্ব। বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানে এই 'স্বরূপ' সকল সামান্য। সাংখ্যাচার্য্যেরা এ বিষয়ে বলিয়াছেন, একজাতিসমন্বিত অর্থাৎ কঠিন পৃথিবী, স্নেহ-স্বরূপ অপ্ ইত্যাদি সামান্য পৃথিব্যাদি। তাহাদের ধর্ম্মব্যাবৃত্তি বা ধর্ম্মভেদ হইতে ভেদ হয়, বা বিশেষ বিশেষ শব্দাদিযুক্ত আকাশাদি-ভেদ হয়। অর্থাৎ সামান্য-স্বরূপ পঞ্চভূতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভেদ হইতে ঘটপটাদি-ভেদ হয়।

অতঃপর প্রসঙ্গত ভাষ্যকার দ্রব্যের লক্ষণ দিতেছেন, উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। ভূতের ঐ স্বরূপ বা সামান্যরূপ, যাহা বিশেষ রূপেতে অনুগত তাহাই স্বরূপ নামক দ্রব্য।

যাহাকে আমরা সমূহ বলিয়া ব্যবহার করি, তাহার তত্ত্ব এইরূপ—শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি এক প্রকার সমূহ। এস্থলে সমূহের অবয়ব থাকিলেও তাহারা লক্ষ্য নহে। আর, 'উভয় দেব-মনুষ্য' এরূপ সমূহ, দেব ও মনুষ্যরূপ অবয়বভেদকে লক্ষ্য করাইয়া দেয়। শব্দের দ্বারা যখন সমূহ বলা যায়, তখন দুই প্রকারে বলা যায়, যেমন ব্রাহ্মণদের সঙ্ঘ ও ব্রাহ্মণসঙ্ঘ। প্রথমেতে ভেদ বিবক্ষিত থাকে, দ্বিতীয়ে তাহা থাকে না। শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি সমূহের নাম অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, আর বন, সঙ্ঘ প্রভৃতি সমূহের নাম যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ। প্রথমেতে অবয়বসকল অবিচ্ছেদে মিলিত; দ্বিতীয়ে অবয়বসকল পৃথক্ পৃথক্। প্রথম প্রকারের সমূহ বস্তুর সম্বন্ধযুক্ত, আর দ্বিতীয়টি ব্যবহারের সুবিধার জন্য কল্পিত একতামাত্র। অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহকেই দ্রব্য বলা যায়।

৪৪। (২) ভূতের সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্র পূর্ব্বে (২।১৯ সূত্রে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মাত্র একাবয়ব। কারণ তন্মাত্র পরমাণু, পরমাণু অপকর্ষের কাষ্ঠা, তাহার অবয়বভেদ জ্ঞেয় হইবার নহে। সমাধিবলে শব্দাদিগুণের যতদূর সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎকৃত হয়—যাহার পর আর হয় না—তাহাই তন্মাত্র বা শব্দাদির সূক্ষ্মাবস্থা। অতএব তাহা একাবয়ব। পরমাণুর জ্ঞান কালক্রমে হইতে থাকে, দেশক্রমে হয় না। কারণ, বাহ্যাবয়ব থাকিলেই দেশক্রম লক্ষ্য হয়। অণুজ্ঞানের দ্বারাই তাহাদের পরিণামভেদের বোধ। পরমাণু নিজেই সামান্য এবং তাহা বিশেষের উপাদান বলিয়া সামান্যবিশেষাত্মা এবং তাহারা স্বকারণ অস্মিতার বিশেষ পরিণাম বলিয়াও বিশেষাত্মক। পরমাণু—যাহার অগণ্য অবয়বভেদ জ্ঞাতব্য নহে, সুতরাং বস্তুত্বও নহে।

ভূতের চতুর্থ রূপ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। তন্মাত্রের কারণ অস্মিতা আর অস্মিতা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল। ভূতের কার্য্যেও এই ত্রিবিধ ভাব অন্বিত থাকে বলিয়া ইহার নাম অন্বয়রূপ। অর্থাৎ ভূতনির্ম্মিত শরীরাদি দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক রাজস ও তামস হয়।

সাধনেতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই চতুর্থ রূপ। তাহাতে ভূতসকল প্রকাশ্য, কার্য্য ও ধার্য্য-স্বরূপ হয়। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব বা ভোগ ও অপবর্গের বিষয় হওয়া। ভূতের গ্রহণ-দ্বারা সুখদুঃখ-ভোগ হয় এবং ভোগায়তন শরীর হয়, আর তাহাতে বৈরাগ্যের দ্বারা অপবর্গ হয়।

৪৪। (৩) ইদানীন্তন অর্থাৎ সর্ব্বশেষে উৎপন্ন যে পঞ্চ ভূতসকল, যাহাতে এই পঞ্চ রূপই আছে (তন্মাত্রে তাহা নাই), তাহাতে সংযম করিয়া ক্রমশঃ ঐ পঞ্চরূপের সাক্ষাৎকার এবং জয় (তদুপরি কার্য্যক্ষমতা) হয়। স্থূল বা ঘটপটাদি ভৌতিক রূপের জয়ে তাহাদের

সবিশেষের জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। স্বরূপের জয়ে কাঠিন্যাদি অবস্থার তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়।

সূক্ষ্ম রূপ তন্মাত্রের জয়ে শব্দাদি গুণের স্বরূপ জ্ঞান ও তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মজয়ে শব্দাদির প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার সামর্থ্য হয়। অন্বয়িজয়ে ভূতনির্ম্মিত ইন্দ্রিয়াদিব্যূহের (ভোগাধিষ্ঠানের) উপর আধিপত্য হয়। অর্থবত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরমার্থ-সম্বন্ধীয় ভূতবৈরাগ্যের সামর্থ্য হয়। ভূতের সুখ, দুঃখ ও মোহজনকতার অতীত ভাব আয়ত্ত করিয়া যোগী ইচ্ছা করিলে তাহা সম্যক্ বিরাগবান্ হইতে পারেন। এইরূপে ভূতের ও ভূতপ্রকৃতির (সূক্ষ্মের ও অন্বয়ির দ্বারা) জয় হয়। অর্থবত্ত্বকে বা "অর্থবান্ কেও" প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত (৩।১৩ সূত্রে) স্বার্থ, গ্রহীতৃপুরুষই ঐ প্রকৃতি। গীতায় উহাকে জীবভূতা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা তাত্ত্বিক প্রকৃতি নহে। যেহেতু উহা বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্গত।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাতো ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিত্বং ভূতভৌতিকেষু বশী ভবত্যবশ্যশ্চান্যেষাম্, ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে। যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা যথা সঙ্কল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনামবস্থানং, ন চ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্য্যাসং করোতি, কস্মাৎ, অন্যস্য যত্রকামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি। এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি। কায়সম্পদ্ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ, পৃথ্বী মূর্ত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিগ্ধাঃ ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। তাহা হইতে (ভূতজয় হইতে) অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও (ভূতের দ্বারা) কায়ধর্ম্মের অনভিঘাতও (বাধাশূন্যতাও) সিদ্ধ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে অণিমা—যদ্দ্বারা অণু হওয়া যায়। লঘিমা—যদ্দ্বারা লঘু হওয়া যায়। মহিমা—যদ্দ্বারা মহান্ হওয়া যায়। প্রাপ্তি—যদ্দ্বারা অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা (ইচ্ছা করিলে) চন্দ্রমাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাকাম্য—ইচ্ছার অনভিঘাত, যেমন ভূমিভেদ করিয়া উঠা বা জলের ন্যায় ভূমিতে নিমগ্ন হওয়া। বশিত্ব = ভূতভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া এবং অন্যের অবশ্য হওয়া। ঈশিতৃত্ব = তাহাদের (ভূতভৌতিকের) প্রভব, অপ্যয় ও ব্যূহের উপর ঈশন করিতে পারা। যত্রকামাবসায়িত্ব = সত্যসংকল্পতা, যেরূপ সংকল্প, ভূত ও প্রকৃতির সেইরূপে অবস্থান। (যত্রকামাবসায়ী যোগী) সমর্থ হইলেও (জাগতিক) পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না, কেননা, অন্য যত্রকামাবসায়ী পূর্ব্বসিদ্ধের সেইরূপ ভাবে (যেরূপে জগৎ আছে তদ্ভাবে) সংকল্প আছে। এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য। কায়সম্পৎ পরে বলা হইবে। শরীরধর্ম্মের অনভিঘাত যথা = পৃথ্বী কাঠিন্যের দ্বারা যোগীর শরীরাদির ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে পারে না। যোগীর শরীর শিলার ভিতরেও অনুপ্রবেশ করিতে পারে, স্নেহ-গুণযুক্ত জল শরীরকে

ক্লিন্ন করিতে পারে না, উষ্ণ অগ্নি দহন করিতে পারে না, প্রণামী বায়ু বহন করিতে পারে না, অনাবরণাত্মক আকাশেও আবৃতকায় হওয়া যায় অর্থাৎ সিদ্ধদেরও অদৃশ্য হওয়া যায় (১)।

টীকা। ৪৫। (১) প্রাপ্তি—দূরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া, যেমন, ইচ্ছামাত্রে চন্দ্রমাকে অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা।

ঈশিতৃত্ব—সঙ্কল্প করিয়া রাখিলে ভূতভৌতিক দ্রব্যের উৎপত্তি, নাশ ও স্থিতি যথাভি-লষিতভাবে হইতে থাকে। যত্রকামাবসায়িত্ব—সঙ্কল্প করিয়া রাখিলে ভূত ও ভূতপ্রকৃতি-সকলের যথাসঙ্কল্পিত অবস্থায় থাকা। ইহার মধ্যে পূর্ব্বের সমস্ত সিদ্ধি আছে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপেক্ষা শেষগুলি উত্তম।

যোগসিদ্ধগণের এই প্রকার ক্ষমতা হইলেও তাঁহারা পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না বা করিতে পারেন না। চন্দ্রের গতি দ্রুত করা ইত্যাদি পদার্থ বিপর্য্যাস। পদার্থ বিপর্য্যাস করিতে না পারার কারণ এই—ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরের এইরূপেই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি-বিষয়ে যত্রকামাবসায়িত্ব আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমানের ন্যায় থাকুক, যেন ইহাতে প্রজাগণ কর্ম্ম করিতে ও কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারে, ইত্যাকার পূর্ব্বসিদ্ধের সঙ্কল্প থাকাতে যোগি-গণের শক্তি থাকিলেও তাঁহারা পদার্থ-বিপর্য্যাস করিতে পারেন না। যোগিগণ ঈশ্বর-সঙ্কল্প-যুক্ত পদার্থে যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন।

ভাষ্যে 'পূর্ব্বসিদ্ধ' শব্দের দ্বারা জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা সগুণ ঈশ্বর লক্ষিত হইল। সাংখ্যেও 'স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা' এইরূপ ঈশ্বর সিদ্ধ থাকাতে সাংখ্য ও যোগ একমত—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (গীতা)।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলো বজ্রসংহননশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসংহননত্ব (দৃঢ়তা) এই সকল কায়সম্পৎ। সূ

ভাষ্যানুবাদ—দর্শনীয়, কান্তিমান্, অতিশয়বলযুক্ত ও বজ্রের ন্যায় অবয়বব্যূহযুক্ত হওয়াই কায়সম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদির্গ্রাহ্যঃ, তেষ্বিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্গ্রহণং, ন চ তৎ সামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাঽনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহংকারঃ, তস্য সামান্যস্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহংকারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্ত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষ্বিন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥

৪৭। গ্রহণ স্বরূপ অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই (পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে) সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সামান্য ও বিশেষরূপ শব্দাদি বিষয় গ্রাহ্য। গ্রাহ্যেতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিই গ্রহণ (১)। ইন্দ্রিয়সকল কেবল সামান্যমাত্রের গ্রহণস্বভাব নহে। কেননা, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনালোচিত যে বিশেষ বিষয়, (অর্থাৎ বিশেষ বিষয় যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত, বা আলোচন ভাবে জ্ঞাত না হইত; তাহা হইলে) কিরূপে মনের দ্বারা তাহার অনুচিন্তন করা সম্ভব হয়? আর, স্বরূপ প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সামান্যবিশেষরূপ অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগত সমূহ স্বরূপ দ্রব্য যে ইন্দ্রিয় (অতএব ঐরূপ সমূহদ্রব্যই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ)। তাহাদের (ইন্দ্রিয়ের) তৃতীয় রূপ অস্মিতালক্ষণ অহংকার, সামান্যস্বরূপ তাহার (অস্মিতার) ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ। ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ ব্যবসায়াত্মক প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল গুণসকল; অহংকারের সহিত ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের (গুণের) পরিণাম। গুণসকলে অনুগত যে পুরুষার্থবত্ত্ব তাহাই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ। যথাক্রমে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করত সেই সেই রূপ জয় করিয়া পঞ্চরূপজয় হইতে যোগীর ইন্দ্রিয়জয় প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৪৭। (১) ইন্দ্রিয়ের (এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) প্রথম রূপ গ্রহণ, অর্থাৎ শব্দাদি যে প্রণালীতে গৃহীত হয় সেই ভাব। শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করিলেই জ্ঞানাত্মক অভিমানের যে সক্রিয় হওয়া তাহাই বিষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সেই সক্রিয় ভাবই গ্রহণ। শব্দাদি বিষয় (বিষয় অর্থে শব্দাদিমূলক-ক্রিয়া হইতে যে চৈত্তিক ভাব হয় সেই ভাব) সামান্য ও বিশেষ-আত্মক, [১।৭ (১) টীকা দ্রষ্টব্য]। অতএব সামান্য ও বিশেষ ভাবে শব্দাদিগ্রহণই গ্রহণ। বিশেষের অনুব্যবসায় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষও গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রথমে ব্যবসায়ের দ্বারা বিশেষ গৃহীত হওয়াতেই পরে তাহা লইয়া অনুব্যবসায় হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানাত্মক অংশসকল প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ব্যূহ, সেই ব্যূহের বিশেষত্ব বা ভেদসকলই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। যেমন, চক্ষু এক প্রকার প্রকাশের দ্বার, কর্ণ এক প্রকার, ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ অস্মিতা বা অহংকার তাহাই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অস্মিতার সক্রিয় অবস্থাবিশেষ। সেই "সর্বেন্দ্রিয়সাধারণ অস্মিতার ক্রিয়া" ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ।

ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ—ব্যবসায়াত্মক, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রবর্তন ও ধারণ (ইন্দ্রিয়ের শক্তিরূপ সংস্কার)। ইহার নাম পূর্বোক্ত কারণ (২।৪৪ সূত্রে ভূতের অন্বয়-রূপের বিবরণ দ্রষ্টব্য) অনুসিদ্ধ। অহংকারেরও কারণ এই ব্যবসায়াত্মক ত্রিগুণ।

ভোগাপবর্গের করণ হওয়াতে, ইন্দ্রিয়গণ অর্থ পুরুষের অর্থস্বরূপ। তাহা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব।

কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণও উক্ত কারণে পঞ্চরূপযুক্ত। সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের রূপসকলকে সাক্ষাৎকার ও জয় করিলে যাহা যাহা হয়, তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কারণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয় অভিপ্রেত, তাহা সৃজন করিবার সামর্থ্যই ইন্দ্রিয়ের রূপজয়।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্‌। কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বম্‌, বিদেহানামিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি। এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা (ইন্দ্রিয়জয়) হইতে মনোজবিত্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয় হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—শরীরের অনুত্তম গতিলাভ মনোজবিত্ব। বিদেহ (স্থূল দেহের সম্পর্ক রহিত) ইন্দ্রিয়গণের অভিপ্রেত দেশে কালে ও বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ তাহা বিকরণভাব। সমস্ত প্রকৃতির ও বিকৃতির বশিত্বই প্রধানজয়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধিকে মধুপ্রতীক বলা যায়। গ্রহণাদি পঞ্চকরণরূপের জয় হইতে ইহারা প্রাদুর্ভূত হয় (১)।

টীকা ৪৮। (১) ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারা আনুষঙ্গিক ফল মনোজবিত্ব বা মনের মত গতিশালিত্ব। কিন্তু অন্তঃকরণকে পরিণত করিয়া যত্র তত্র এক কালেই ইন্দ্রিয়নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য হওয়াতে মনোগতি হয় এবং বিকরণ বা করণ-নিরপেক্ষ ভাবও হয়। প্রধানজয় ক্রিয়াসিদ্ধির চরম সীমা।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং চ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্‌। নির্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্যাত্মত্বেনোপস্থিতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ যাং প্রাপ্য যোগী সর্ব্বজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

৪৯। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত যোগীর সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—রজস্তমোমলশূন্য বুদ্ধিসত্ত্বের পরম বৈশারদ্য বা স্বচ্ছতা হইলে পরম বশীকারসংজ্ঞা অবস্থায় বর্ত্তমান, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠ (যোগিচিত্তের) সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয় (১) অর্থাৎ ব্যবসায় ও ব্যবসেয় আত্মক (গ্রহণ-গ্রাহ্যাত্মক), সর্ব্বস্বরূপ, গুণসকল ক্ষেত্রজ্ঞ স্বামীর নিকট অশেষদৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব শান্ত উদিত ও অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মভাবে ব্যবস্থিত সর্ব্বাত্মক গুণসকলের অক্রম বিবেকজ জ্ঞান। ইহা বিশোকা-নামক সিদ্ধি ইহা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ক্ষীণক্লেশবন্ধন বশী যোগী বিহার করেন।

টীকা। ৪৯। (১) পূর্ব্বের জ্ঞান-রূপা সিদ্ধি ও পরে ক্রিয়া-রূপা সিদ্ধি বলিয়া পরে যাহার দ্বারা ঐ দুই প্রকার সিদ্ধিই পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হয় তাহা বলিতেছেন।

যে যোগিচিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠ তাহার সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব = সমস্ত দ্রব্যের শান্তোদিতাব্যপদেশ্য ধর্ম্মের যুগপতের মত জ্ঞান। সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব = সমস্ত ভাবের সহিত যথাযথরূপ যুগপতের ন্যায় জ্ঞাতার সংযোগ। যেমন স্বকীয় শক্তিতে দ্রষ্টার বুদ্ধ্যাদিতে সংযোগ হইয়া তাহার উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব হয় সেইরূপ সর্ব্ব ভাবের

মূল-স্বরূপে সংযোগ হইয়া অধিষ্ঠান। শ্রুতি এ বিষয়ে বলেন—"আত্মনো বা অরে দর্শনেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্" অর্থাৎ পুরুষদর্শন হইলে সার্ব্বজ্ঞ হয়। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছা.-উপ.) ইত্যাদি শ্রুতিতেও সঙ্কল্পসিদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যম্। যদাস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্ম্মঃ, সত্ত্বঞ্চ হেয়পক্ষে ন্যস্তং পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি। এবম্ অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধশালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি। তেষু প্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে। তদেতেষাং গুণানাং মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥

৫০। তাহাতেও (বিশোকা বা বিবেকজ সিদ্ধিতেও) বৈরাগ্য হইলে দোষবীজ (সম্যক্) ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে যখন এতাদৃশ যোগীর এইরূপ প্রজ্ঞা হয় যে—এই বিবেক-প্রত্যয়রূপ ধর্ম্ম বুদ্ধিসত্ত্বের আর বুদ্ধিসত্ত্বও হেয়পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষ অপরিণামী, শুদ্ধ এবং সত্ত্ব হইতে ভিন্ন। সেই প্রজ্ঞা হইলে তাহা (বুদ্ধিধর্ম্ম) হইতে বিরজ্যমান যোগীর দগ্ধ শালিবীজের ন্যায় প্রসবাক্ষম যে ক্লেশবীজ তাহা চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তাহারা প্রলীন হইলে পুরুষ পুনরায় এই তাপত্রয় ভোগ করেন না। তখন মনোমধ্যস্থ ক্লেশকর্ম্মবিপাক-স্বরূপে পরিণত যে গুণসকল তাহাদের চরিতার্থতাহেতু প্রলয় হইলে পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণ-বিয়োগ, তাহাই কৈবল্য। তদবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তিরূপ (১)।

টীকা। ৫০। (১) এ বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা ক্লেশকর্ম্ম সম্যক্ ক্ষীণ হইয়া দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা হয়। পরে বিবেক যে বুদ্ধিধর্ম্ম অতএব হেয়, এবং বুদ্ধি যে নিকৃষ্ট হেয় এই প্রকার পরবৈরাগ্য-রূপ প্রজ্ঞা এবং হানেচ্ছা হয়। তাহাতে বিবেক বিবেকজ ঐশ্বর্য্য এবং উহাদের অধিষ্ঠানরূপ বুদ্ধি, এই সমস্তেরই হান বা ত্যাগ হয়। তখন বুদ্ধি সম্যক্ প্রলীন হয় সুতরাং গুণ এবং পুরুষের সংযোগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ হয়। তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব হইলে যোগী ঈশ্বরসদৃশ হন। উহা বুদ্ধির সার্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। তাদৃশ উপাধিযুক্ত পুরুষই (অর্থাৎ এই উপাধি ও তদ্দ্রষ্টা পুরুষ—মিলিত একতত্ত্বের ন্যায়) মহান্ আত্মা। ঐ উপাধিবাচকেও মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হয়। এই অবস্থায় থাকিলে লোকমধ্যেই থাকা হয়, কারণ, ব্যক্ত উপাধি ব্যক্ত জগতেই থাকিবে। এ সম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে— স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ।" (বৃহ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। অথচ 'এবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি

সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজো'বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।" অর্থাৎ হে সম্রাট্ জনক! সমাধির দ্বারা পাপ-পুণ্যের অতীত আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় (বিজ্ঞাতা নহেন), সর্ব্বেশান, সর্ব্বাধিপতি ব্রহ্মলোকস্বরূপ হয়েন। (অবিচিকিৎসা = নিঃসংশয়) ইহাই বিবেকজ-সিদ্ধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ। আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন পৌরুষপ্রত্যয়। বিবেকখ্যাতে ইহা হয়, চিত্তলয়ে তাহাও থাকে না।

ইহার উপরের অবস্থা কৈবল্য, তাহাতে চিত্ত বা বিজ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব আদি) প্রলীন হয়। তাহা লোকাতীত, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য ইত্যাদি লক্ষণে তাহা শ্রুতির দ্বারা লক্ষিত। ঐশ্বর্য্য ও সার্ব্বজ্ঞ্যের অতীত যে তুরীয় আত্মতত্ত্ব তাহাতে স্থিতিই কৈবল্য। ঈদৃশ আত্মার নাম 'শান্ত আত্মা' বা শান্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ শান্তোপাধিক আত্মা। সাংখ্যেরা শান্তব্রহ্মবাদী। আধুনিক বৈদান্তিকেরা চিদ্রূপ আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া পরমার্থ তত্ত্বকে সংকীর্ণ করেন তজ্জন্য তাঁহাদের সংকীর্ণ-ব্রহ্মবাদী বলা যাইতে পারে। শ্রুতি আছে— 'তদ্যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি' ইহাই সাংখ্যদের চরম গতি।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ—প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ সর্ব্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্ত্তব্য-সাধনাদিমান্। চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ সপ্তবিধাস্য প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ-কুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্ব-শুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভো ইহ আস্যতামিহ রম্যতাং কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানম্, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদম্ উপার্জিতম্ আয়ুষ্মতা প্রতিপদ্যতামিদম্ অক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়ম্, ইতি।

এবম্ অভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন মযা জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশী যোগপ্রদীপঃ তস্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ। স খল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নেরাত্মানমিন্ধনীকুর্য্যামিতি। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্য ইত্যেবংনিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্য্যাৎ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি। স্ময়াদয়ং সুস্থিতম্মন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীতমিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি, তথা চাস্য ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপচর্য্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ, এবমস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্ব্বতো ভাবিতোঽর্থো দৃঢ়ীভবিষ্যতি, ভাবনীয়শ্চার্থোঽভিমুখীভবিষ্যতীতি। ৫১।

৫১। স্থানীদের (উচ্চস্থানপ্রাপ্ত দেবগণের) দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে পুনশ্চ অনিষ্টসম্ভব-হেতু তাহাতে সঙ্গ অথবা স্ময় (গর্ব) করা অকর্ত্তব্য। সূ

ভাষ্যানুবাদ—যোগীরা চারি প্রকার যথা—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে যাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্তিত হইতেছে তাদৃশ অভ্যাসী যোগী প্রথম। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ দ্বিতীয়। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়, (এতাদৃশ যোগী) সমস্ত ভাবিত (ভূতেন্দ্রিয়জয়াদি) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ (সম্যক্ আয়ত্তীকৃত) এবং ভাবনীয় (বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্যন্ত) বিষয়ে বিহিতসাধনযুক্ত। চতুর্থ যে অতিক্রান্তভাবনীয়, তাঁহার চিত্তবিলয়ই একমাত্র (অবশিষ্ট) পুরুষার্থ। ইঁহারই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। তন্মধ্যে মধুমতীভূমির সাক্ষাৎকারী (মধুভূমিক) ব্রাহ্মণের সত্ত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া স্থানিগণ বা দেবগণ স্থানোচিত মনোরম ভোগ দেখাইয়া (নিম্নোক্ত প্রকারে) উপনিমন্ত্রণ করেন—হে (মহাত্মন্) এখানে উপবেশন করুন, এখানে রমণ করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা কমনীয়া, এই রসায়ন জরামৃত্যু নাশ করে, এই যান আকাশগামী, এই কল্পদ্রুম, পুণ্যা মন্দাকিনী ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ ঐ। (এখানে) উত্তমা অনুকূলা অপ্সরোগণ দিব্য চক্ষুকর্ণ, বজ্রোপম শরীর। আয়ুষ্মন্, আপনার দ্বারা ইহা নিজগুণে উপার্জিত হইয়াছে (অতএব) গ্রহণ করুন, ইহা অক্ষয়, অজর, অমর ও দেবগণের প্রিয়।

এইরূপে আহূত হইয়া (যোগী নিম্নলিখিতরূপে) সঙ্গদোষ ভাবনা করিবেন—ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান হইয়া আমি জন্মমরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লেশতিমিরবিনাশকর যোগপ্রদীপ কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই তৃষ্ণাজন্য বিষয়বায়ু তাহার (যোগপ্রদীপের) বিরোধী। আলোক পাইয়াও আমি কিরূপে এই বিষয়মৃগতৃষ্ণার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ আপনাকে সেই প্রদীপ্ত সংসারাগ্নির ইন্ধন করিব। স্বপ্নোপম কৃপণ (কাতর বা দীন)-জন-প্রার্থনীয় বিষয়সকল। তোমরা সুখে থাক—এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধি ভাবনা করিবে। সঙ্গ না করিয়া (এরূপ) স্ময়ও (আত্মপ্রশংসাভাব) করিবে না (যে) এইরূপে আমি দেবগণেরও প্রার্থনীয় হইয়াছি। স্ময় হইতে মন সুস্থিত হওয়াতে যোগী 'মৃত্যু আমার কেশ ধারণ করিয়াছে', এরূপ ভাবনা করে না। তাহা হইলে নিত্যযত্নপূর্বক যাহার প্রতিকার করিতে হয় এরূপ ছিদ্রান্বেষী প্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়া ক্লেশসকলকে প্রবল করিবে, তাহা হইতে পুনরায় অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবে। উক্তরূপে সঙ্গ ও স্ময় না করিলে যোগীর ভাবিত বিষয় দৃঢ় হইবে এবং ভাবনীয় বিষয় অভিমুখীন হইবে।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। যথাপকর্ষপর্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবং পরমাপকর্ষপর্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ। যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ, তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ। ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ। স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে। ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ। ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ, পূর্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ।

তস্মাদ্ বর্ত্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ। তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি, তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী ধর্ম্মাঃ। তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্। ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥

৫২। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান (৩।৫৪ সূ) হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন অপকর্ষপর্য্যন্তদ্রব্য পরমাণু (১) সেইরূপ অপকর্ষপর্য্যন্ত কাল ক্ষণ। অথবা যে সময়ে চলিত পরমাণু পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী দেশ প্রাপ্ত হয় সেই সময় ক্ষণ। তাহার প্রবাহের অবিচ্ছেদই ক্রম। ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বাস্তব মিলিতভাব নাই, মুহূর্ত্ত-অহোরাত্রাদি বুদ্ধিসমাহার মাত্র (কাল্পনিক সংগৃহীত ভাব)। এই কাল (২) বস্তুশূন্য বুদ্ধিনির্ম্মাণ শব্দজ্ঞানানুপাতী এবং তাহা ব্যুত্থিতদৃষ্টি লৌকিকব্যক্তির নিকট বস্তুস্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়। আর ক্ষণ বস্তুপতিত (বস্তুসম্বন্ধীয়) ও ক্রমাবলম্বী (যেহেতু) ক্রম ক্ষণানন্তর্য্য-স্বরূপ; তাহাকে কালবিদ্ যোগীরা কাল বলেন (৩)। দুইটি ক্ষণ একত্র বর্ত্তমান হয় না। অসম্ভাবিহেতু সহভূত দুই ক্ষণের সমাহারক্রম নাই। পূর্ব্ব হইতে উত্তরভাবী ক্ষণের যে আনন্তর্য্য তাহাই ক্রম।

সেইহেতু একটিমাত্র ক্ষণই বর্ত্তমান কাল, পূর্ব্ব বা উত্তর ক্ষণ বর্ত্তমান নাই, আর সেই কারণে তাহাদের (অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত ক্ষণের) সমাহারও নাই। ভূত ও ভবিষ্যৎ যে ক্ষণ তাহারা পরিণামান্বিত বলিয়া ব্যাখ্যেয় (অর্থাৎ ভূত ও ভাবী ক্ষণ কেবল সামান্য—শান্ত ও অব্যপদেশ্য—পরিণামান্বিত পদার্থ মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যেয়, কাল অর্থে তন্ন পরিণামকেই আমরা ভূত ও ভাবী ক্ষণযুক্ত মনে করি)। সেই এক (বর্ত্তমান) ক্ষণে সমস্ত বিশ্ব পরিণাম অনুভব করিতেছে; (পূর্ব্বোক্ত) ধর্ম্মসকল ক্ষণোপারূঢ়। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম হইতে তাহাদের (তদুভয়োপারূঢ় ধর্ম্মের) সাক্ষাৎকার হয়, আর তাহা হইতে বিবেকজ জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা। ৫২। (১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তন্মাত্রস্বরূপ পরমাণু শব্দাদি-গুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা। যদপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলে শব্দাদি জ্ঞান লোপ পায়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইয়া যেখানে বিশেষ জ্ঞান লোপ পাওয়ায় নির্ব্বিশেষ শব্দাদি জ্ঞান থাকে তাদৃশ সূক্ষ্ম শব্দাদি-গুণই পরমাণু। অতএব পরমাণুর অবয়ব লোষ্ট্রবৎ হইবার উপায় নাই। পরমাণু যেমন সূক্ষ্মতম-শব্দাদিগুণবৎ দ্রব্য বা দেশ, সেইরূপ ক্ষণ সূক্ষ্মতম কাল। কালের পরমাণু ক্ষণ; যে কালে একটি সূক্ষ্মতম পরিণাম যোগীদের গোচর হয় তাহাই ক্ষণ। ভাষ্যকার উদাহরণাত্মক লক্ষণ দিয়াছেন যে, যে সময়ে পরমাণুর দেশান্তর গতি লক্ষিত হয় তাহাই ক্ষণ। পরমাণুর অংশ বিবেচ্য নহে, সুতরাং যখন পরমাণু নিজের দ্বারা ব্যাপ্ত দেশের সমস্তটুকু ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ দেশে যাইবে, তখনই তাহার গতিরূপ পরিণাম লক্ষিত হইবে (সেই কালই ক্ষণ)। পরমাণুতে যেমন অস্ফুট দেশজ্ঞান থাকে তেমনি তাহার ক্রিয়াতেও অস্ফুট দেশজ্ঞান থাকিবে।

পরমাণু বেগেই যাক বা ধীরেই যাক, যখন তাহার দেশান্তর-পরিণামের জ্ঞান হইবে, সেই একটি জ্ঞানব্যাপ্ত কালই ক্ষণ। যতক্ষণ-না পরমাণু স্বপরিমাণ দেশ অতিক্রম করিবে ততক্ষণ তাহাতে কোন পরিণাম লক্ষিত হইবে না (কারণ তাহার পরিণামের অংশভূত দেশ বিবেচ্য নহে)। অতএব পরমাণু বেগে চলিলে ক্ষণসকল নিরন্তর ভাবে সূচিত হইবে, আর ধীরে চলিলে থামিয়া থামিয়া এক একবার এক এক ক্ষণ সূচিত হইবে। ক্ষণাবচ্ছিন্ন কাল কিন্তু একপরিণামই থাকিবে।

ফলে তন্মাত্রজ্ঞান এক একটি ক্ষণব্যাপী জ্ঞানের ধারাস্বরূপ অথবা তান্মাত্রিক জ্ঞানধারার চরম-অবয়বস্বরূপ যে এক একটি পরিণাম তাহার ব্যাপ্তিকালই ক্ষণ। ক্ষণের যে আনন্তর্য অর্থাৎ পরপর অবিচ্ছেদে প্রবাহ তাহার নাম ক্ষণের ক্রম।

জ্যামিতির বিন্দুর লক্ষণের ন্যায় পরমাণুর এই লক্ষণও যে বিকল্পিত তাহা মনে রাখিতে হইবে।

৫২। (২) ভাষ্যকার এস্থলে কালসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা বলি কালে সব ভাব আছে বা থাকিবে, কিন্তু কাল আছে এরূপ বলা সঙ্গত নহে, কারণ, তাহাতে প্রশ্ন হইবে কাল কিসে আছে? পরন্তু যাহা অবর্তমান তাহার নাম অতীত বা অনাগত। অবর্তমান অর্থে নাই, সুতরাং অতীত ও অনাগত কাল নাই। তবে আমরা বলি যে, 'ত্রিকাল আছে' তাহাতে বিকল্প করিয়া অবস্তুকে শব্দমাত্রের দ্বারা সিদ্ধবৎ মনে করিয়া বলি 'ত্রিকাল আছে।' অবাস্তব পদার্থকে পদের দ্বারা বাস্তবের মত ব্যবহার করাই বিকল্প। কালও সেইরূপ পদার্থ। দুইক্ষণ বর্তমান হয় না, অতএব ক্ষণপ্রবাহকে এক সমাহৃত কাল বলা কল্পনামাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি-নির্মাণ মাত্র। 'কাল আছে' বলিলে 'কাল কালে আছে' এরূপ বিরুদ্ধ, বাস্তব-অর্থশূন্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বুঝায়। 'রাম আছে' বলিলে 'রাম বর্তমান কালে আছে' বুঝায়; কিন্তু 'কাল আছে' বলিলে কি বুঝাইবে? তাহাতে শব্দার্থ ব্যতীত কোন বস্তুর সত্তা বুঝাইবে না, কারণ, কালের আর অধিকরণ নাই।

যেমন যেখানে কিছু নাই তাহাকে 'অবকাশ' বা 'দিক্' বা space বলা যায়, কিন্তু কিছু ছাড়া যখন 'খালের' বা দেশের জ্ঞান সম্ভব নহে তখন 'খাল' অর্থে কিছু না। এই অবাস্তব শব্দমাত্র কালও সেইরূপ অধিকরণবাচক শব্দমাত্র, শব্দব্যতীত কাল-পদার্থ নাই। শব্দ না থাকিলে কাল-জ্ঞান থাকে না। যে শব্দজ্ঞানহীন সে কেবল পরিণাম-মাত্র জানিবে, কাল-শব্দের অর্থ তাহার নিকট অজ্ঞাত হইবে। অতএব সাধারণ মানবের নিকট কাল 'বস্তু' বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দার্থবিকল্পের সংকীর্ণতার অতীত যে ধ্যান, তৎসম্পন্ন যোগীর নিকট 'কাল'-পদার্থ থাকে না।

৫২। (৩) যোগীরা কালকে বস্তু বলেন না, কেবল ক্ষণের ক্রম বলেন, আর ক্ষণ বাস্তব পদার্থের পরিণামক্রম অবলম্বন করিয়া অনুভূত অধিকরণ-স্বরূপ। 'ক্রমাবলম্বী' পাঠ ভিক্ষুর সম্মত। তাহাতেও ঐ অর্থ, অর্থাৎ ক্ষণ বস্তুর পরিণামক্রমের দ্বারা লক্ষিত পদার্থ। মিশ্র 'বস্তুপতিত' অর্থে বাস্তব বলিয়াছেন। এই বাস্তব শব্দের অর্থ বস্তুসম্বন্ধীয়। কারণ, ক্ষণ বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুর অধিকরণ-মাত্র।

অধিকরণ অর্থে কোন বস্তু নহে কিন্তু সংযোগবিশেষ, যথা—ঘট ও হাতের সংযোগবিশেষ দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘটে হাত আছে বা হাতে ঘট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘট ঘটেই আছে, হাত হাতেই আছে। অবকাশ ও কাল বা অবসর কাল্পনিক অধিকরণ, অবকাশ অর্থে শূন্য, অবসরও তাহাই।

বস্তু অর্থে যাহা আছে। আছে = বর্তমান কাল, সুতরাং বর্তমান কালই বস্তুর অধিকরণ, অতীত ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে বলি তাই অতীত ও অনাগত কাল বস্তুর অধিকরণ নহে। অতীত ও অনাগত বস্তু সূক্ষ্মরূপে আছে বলিলে বর্তমান ক্ষণকেই তাহাদের অধিকরণ বলা হয়, এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ'। এবিষয় ব্যাকরণের বিভক্তিরই ভেদ অনুযায়ী বিকল্প-মাত্র। তন্মধ্যে একটি ভাবপদার্থের অধিকরণরূপ বিকল্প ও অন্যটি অভাবের অধিকরণরূপ 'বিকল্পের বিকল্প', তাই ইহা কিছু জটিল।

অতীত ও অনাগত ক্ষণ অবর্তমান বস্তুর বা অবস্তুর অধিকরণ অর্থাৎ অলীক পদার্থ, আর বর্তমান ক্ষণ বস্তুর অধিকরণ, এই প্রভেদ। শঙ্কা হইতে পারে, অতীতানাগত বস্তু যখন আছে, তখন তাহাদের অধিকরণ অবস্তুর অধিকরণ হইবে কেন? আছে বলিলে বর্তমান বলা হয়, তাহা হইলে তাহা বর্তমান ক্ষণেই আছে। সুতরাং একমাত্র বর্তমান ক্ষণই বস্তুর অধিকরণ বা বাস্তব অধিকরণ, তাহাতেই সমস্ত পদার্থ পরিণাম অনুভব করিতেছে। পরিণাম অসংখ্য বলিয়া ক্ষণের অসংখ্য কাল্পনিক ভেদ করিয়া অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষণ আছে এরূপ কল্পনা করিয়া এবং তাহার কাল্পনিক বস্তুসমাহার করিয়া, আমরা বলি অনাদি অনন্ত কাল আছে। আমাদের সঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তির বাহ্য যাহা জ্ঞানগোচর না হয় তাহাকেই অতীত ও অনাগত বলি। অতীত ও অনাগত ধর্ম অর্থে বর্তমানরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়া। যাঁহার জ্ঞানশক্তি সর্বথা আবরণশূন্য, তাঁহার নিকট অতীত ও অনাগত নাই, সবই বর্তমান। অতএব বর্তমান একক্ষণই বাস্তব বা বস্তুর অধিকরণ। সেই ক্ষণে বা ক্ষণব্যাপী বস্তুধর্মে ও তাহার ক্রমেতে অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্নকালে দ্রব্যের যে পরিণাম হয় তাহাতে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান হয়। দ্রব্যের সূক্ষ্মতম পরিণাম ও তাহার ধারা জানিলে সূক্ষ্মতম ভেদজ্ঞান হয়। পর-সূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিবেকজ জ্ঞান বা ৪৯ সূত্রোক্ত সর্বজ্ঞাতৃত্ব।

কালসম্বন্ধে অন্য মতও আছে যথা — ন্যায়বৈশেষিক-মতে (ন্যায়মঞ্জরী)—'যদি বেকো বিভুর্নিত্যঃ কালো দ্রব্যাত্মকো মতঃ,' অর্থাৎ কাল এক বিভু নিত্য দ্রব্য। কাহারও মতে কাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাঁহারা বলেন— ন চানুদ্ঘাটিতাক্ষস্য ক্ষিপ্রাক্ষিপ্রত্বাদিধীঃ। তদ্ভাবানুবিধানেন তস্মাৎ কালস্য চাক্ষুষঃ।। তস্মাৎ স্বতন্ত্রভাবেন বিশেষণতয়াপি বা। চাক্ষুষজ্ঞানগম্যঃ যৎ তৎ প্রত্যক্ষমুপেয়তাম্। অপ্রত্যক্ষত্বমাত্রেণ ন চ কালস্য নাস্তিতা। যুক্তা পৃথিব্যাধোভাগচন্দ্রপশ্চাদ্ভাগবৎ। অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে ক্ষিপ্রাক্ষিপ্রাদি প্রত্যয় হয় না। চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেই তাহা হওয়াতে কাল চাক্ষুষ দ্রব্য। যাহা স্বতন্ত্রভাবে বা বিশেষণভাবে অর্থাৎ গুণরূপে চাক্ষুষজ্ঞানগম্য তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। আর অপ্রত্যক্ষ হইলেও যে সে বস্তু নাই এরূপ নহে, পৃথিবীর অধোভাগ, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ অপ্রত্যক্ষ হইলেও অসৎ পদার্থ নহে।

উহার উত্তরে বলা হয় — ন তাবৎ গৃহ্যতে কালঃ প্রত্যক্ষেণ ঘটাদিবৎ। চিরক্ষিপ্রাদিবোধোঽপি কার্যমাত্রাবলম্বনঃ। ন চানুমেয় লিঙ্গেন কালস্য পরিকল্পনা। প্রতিবন্ধো হি দৃষ্টো ন ধূমজ্বলনাদিবৎ।। প্রতিভাসা ভিত্তিকস্তু কথঞ্চিদ্ উপপদ্যতে। প্রচিতাঃ কাশ্চিদাশ্রিত্য ক্রিয়াক্ষণপরম্পরাম্। ন চৈষ প্রতনক্রম-পরিনিষ্পন্ন-স্বভাবকঃ। কালঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ ক্রিয়াভ্যো নাঽপরো হ্যসৌ।। মুহূর্তযামাহোরাত্রমাসর্ত্বয়নবৎসরৈঃ। লোকে কাল্পনিকৈরেব ব্যবহারো ভবিষ্যতি।। যদি বেকো বিভুর্নিত্যঃ কালো দ্রব্যাত্মকো মতঃ। অতীত-বর্তমানাদি-ভেদব্যবহৃতিঃ কুতঃ।। অর্থাৎ কাল ঘটাদির ন্যায় প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয় না। চিরক্ষিপ্রাদি বোধ (যাহা দেখিয়া কালকে চাক্ষুষ বল তাহাও) কার্যমাত্রকে অবলম্বন করিয়া হয় বা তাহারা দ্রুত ও অদ্রুত ক্রিয়ার নামান্তর। যদি বল ধূমের দ্বারা যেরূপ সৎ অগ্নির কল্পনা হয়, সেইরূপ ঐ ক্রিয়ার দ্বারা সৎ কালের পরিকল্পনা হয়; কিন্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ, ধূম ও অগ্নি উভয়ই সৎ সুতরাং তাহাদের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না অর্থাৎ ধূম ও অগ্নির যেরূপ প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি আছে এখানে সেরূপ নাই। অর্থাৎ কাল যে সৎ তাহাই প্রমেয় কিন্তু ধূম ও অগ্নির দৃষ্টান্তে অগ্নির সত্তা প্রমেয় নহে, কিন্তু ধূমদণ্ডের নীচে সৎ অগ্নির স্থিতিই প্রমেয়। অতএব ক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কাল আছে ইহা প্রতিভাস বা মিথ্যা কল্পনামাত্র, উহা প্রচিত ক্রিয়া-পরম্পরা

তুল্যজাতিলক্ষণদেশস্য পূর্ব্বপরমাণুদেশসহক্ষণসাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোঃ তদ্দেশানুপপত্তা-বুত্তরস্য তদ্দেশানুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণভেদাৎ তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণয়ন্তি, যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতাপ্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তীতি। তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্ত্তিব্যবধিজাতিভেদশ্চান্যত্বহেতুঃ। ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং 'মূর্ত্তি-ব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্'' ইতি বার্ষগণ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ জ্ঞানের বিশেষ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে—

৫৩। (দুই বস্তুর) জাতিগত, লক্ষণগত ও দেশগত ভেদের অবধারণ না হওয়াহেতু যে পদার্থদ্বয় তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাদৃশ পদার্থদ্বয়ও তাহা হইতে ভিন্নতার প্রতিপত্তি (উপলব্ধি) হয় (১) ॥ সূ

দেশের ও লক্ষণের সমানত্বহেতু তুল্য বস্তুদ্বয়ের জাতিভেদ ভিন্নত্বের কারণ, যথা—ইহা গো, ইহা বড়বা (ঘোটকী)। দেশ ও জাতি তুল্য হইলে লক্ষণ হইতে ভেদ হয়, যথা—কালাক্ষী গাভী ও স্বস্তিমতী গাভী। জাতির ও লক্ষণের সারূপ্যহেতু তুল্য দুটি আমলকের দেশভেদই ভিন্নতার কারণ, যেমন, ইহা পূর্ব্বে আছে ও ইহা পরে আছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী দুটি আমলকের মধ্যে) যখন পূর্ব্ব আমলককে জ্ঞাতা ব্যক্তি অন্যচিত্ত হইলে (জ্ঞাতার অজ্ঞাতসারে), উত্তর আমলকের দেশে (উত্তর আমলক যেখানে ছিল সেখানে) উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা পূর্ব্ব ইহা উত্তর এরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা তুল্যদেশত্বহেতু সাধারণের হয় না, কিন্তু অসন্দিগ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। এইজন্য (সূত্রে) উক্ত হইয়াছে, "তাহা হইতে প্রতিপত্তি হয়" অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান হইতে। কিরূপে?—পূর্ব্বামলকের সহিত সম্বদ্ধ ক্ষণিক-পরিণামবিশিষ্ট যে দেশ, তাহা উত্তরামলকের সহ সম্বদ্ধ ক্ষণ-পরিণামবিশিষ্ট দেশ হইতে ভিন্ন। (অতএব) সেই আমলকদ্বয় স্ব স্ব দেশের সহিত ক্ষণিক-পরিণামানুভবের দ্বারা ভিন্ন। পূর্ব্বোক্তরূপ ভিন্নক্ষণ-পরিণামবিশিষ্ট দেশের অনুভবই (তাহার অজ্ঞাতে দেশান্তর-প্রাপ্ত) আমলকদ্বয় ভিন্নতা-বিবেকের কারণ। এই (স্থূল) দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে পরমাণু-দ্বয়ের জাতি, লক্ষণ ও দেশ তুল্য হইলে (তাহাদের মধ্যে) পূর্ব্ব পরমাণুর দেশসহগত ক্ষণিক-পরিণামের সাক্ষাৎকার হইতে এবং উত্তর পরমাণুতে সেই পূর্ব্ব পরমাণুর দেশসহগত ক্ষণিক-পরিণাম না পাওয়াতে (অতএব তদুভয়ের দেশসহগত ক্ষণভেদহেতু) উত্তর পরমাণুর ক্ষণযুক্ত দেশপরিণাম ভিন্ন। সুতরাং যোগীশ্বরের (তদুভয় পরমাণুরও) ভিন্নতাবিজ্ঞান হয়। অপরেরা (বৈশেষিক) বলেন, অন্ত্য যে বিশেষসকল তাহারাই ভিন্নতাপ্রত্যয় করায়। তাঁহাদের মতেও দেশ এবং লক্ষণের ভেদ এবং মূর্ত্তি ব্যবধি (২) ও জাতিভেদ অন্যত্বের হেতু। ক্ষণভেদই (চরম ভেদ, তাহা) কেবল যোগীর বুদ্ধিগম্য। এইজন্য বার্ষগণ্য আচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, "মূর্ত্তিভেদ ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ-শূন্যতাহেতু মূলদ্রব্যের পৃথক্ত্ব নাই।"

টীকা। ৫৩। (১) স্থূল দৃষ্টিতে অনেক দ্রব্য সমানাকার দেখায়। তাহাদের ভেদ আমরা বুঝিতে পারি না। যেমন, দুইটি নূতন পয়সা। তাহাদের বদলাইয়া দিলে কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা দ্বিতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু দুইটাকে অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে তাহাদের এরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে যে, তখন বুঝা যাইবে কোন্‌টা প্রথম কোন্‌টা দ্বিতীয়।

বিবেকজ জ্ঞানও সেইরূপ। তাহাদ্বারা সূক্ষ্মতম ভেদ লক্ষিত হয়। ক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভেদ আর নাই। বিবেকজ জ্ঞান তাহারই জ্ঞান।

ভেদজ্ঞান তিন প্রকারে হয়—জাতিভেদের দ্বারা, লক্ষণভেদের দ্বারা ও দেশভেদের দ্বারা। যদি এমন দুইটি বস্তু থাকে যাহাদের ঐরূপ জাত্যাদিভেদ গোচর নহে, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের ভেদ জ্ঞাতব্য হয় না। বিবেকজ জ্ঞানে তাহা হয়।

মনে কর দুইটি সম্পূর্ণ তুল্য স্বর্ণ-গোলক। একটি পূর্ব্বে প্রস্তুত, একটি পরে প্রস্তুত। যে স্থানে পূর্ব্বটি ছিল সে স্থানে পরটি রাখা গেল। সাধারণ প্রজ্ঞার এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহা পূর্ব্ব কি পর তাহা বলিয়া দেয়। কারণ, উহাদের জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ নাই। উত্তরটি পূর্ব্বের সহিত একজাতীয়, একলক্ষণযুক্ত এবং একদেশস্থিত। বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সেই ভেদ লক্ষিত হয়, পরটি অপেক্ষা পূর্ব্বটি অনেকক্ষণাবচ্ছিন্ন পরিণাম অনুভব করিয়াছে। যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারেন যে, ইহা পূর্ব্ব, ইহা উত্তর। এই বিষয় ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। দেশসহগত ক্ষণিক-পরিণাম অর্থে কোন দ্রব্য সে স্থানে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই স্থানে তাহার যে পরিণাম হইয়াছে।

অবশ্য যোগী ইহার দ্বারা আমলক বা স্বর্ণগোলকের ভেদ বুঝিতে যান না, কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ক সূক্ষ্মভেদ বা পরমাণুপর্য্যন্ত ভেদ বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞান অথবা ত্রিকালাদিজ্ঞান লাভ করেন। পরসূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।

৫৩। (২) মতান্তরে চরম বিশেষসকল বা ভেদক ধর্ম্মসকল হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ত্রিপ্রকার ভেদক হেতু আসিবে। কারণ, উক্তবাদীরাও ভেদক সত্তা বিশেষকে দেশভেদ, মূর্ত্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ বলেন। মূর্ত্তি অর্থে টীকাকারদের মতে সংস্থান অথবা শরীর। তদপেক্ষা মূর্ত্তি অর্থে শব্দ-স্পর্শাদিধর্ম্মের এবং অন্য ধর্ম্মের (যেমন অন্তঃকরণ) বিশেষ অবস্থা হইলে ঠিক হয়। ব্যবধি আকার। ইন্দ্রিয়ের যে চক্ষুরাদি বিশেষ ধর্ম, যাহা কথায় সম্যক্ প্রকাশ করা যায় না, তাহাই তাহার মূর্ত্তি এবং তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার ব্যবধি।

মূর্ত্ত্যাদি ভেদ লোকবুদ্ধিগম্য, কিন্তু ক্ষণান্তভেদ যোগীর বুদ্ধিগম্য। ক্ষণের উপরে আর অন্য বিশেষ নাই। ক্ষণান্ত ভেদই চরমভেদ। বার্ষগণ্য আচার্য্য বলিয়াছেন—"মূর্ত্ত্যাদি ভেদ না থাকাতে মূলে পৃথক্ত্ব নাই" অর্থাৎ প্রধানেতে কিছু স্বগত ভেদ নাই। অব্যক্তাবস্থায় অথবা গুণের স্বরূপাবস্থায় সমস্ত ভেদ অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। তাদৃশ ক্ষণিক ভেদজ্ঞান (প্রত্যয়) বুদ্ধির সূক্ষ্মতম অবস্থা। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তাহা অব্যক্ত। অব্যক্ত যখন গোচর হয় না, তখন তাহাতে ভেদজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অব্যক্তরূপ মূলে আর বস্তুর পৃথক্ত্ব কল্পনীয় নহে।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যম্। তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদ-বিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ। সর্ব্বথাবিষয়ম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্ব্বং পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণম্, অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি ॥ ৫৪ ॥

৫৪। বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় এবং অক্রম ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোৎপন্ন অনৌপদেশিক। সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই। সর্ব্বথাবিষয় অর্থাৎ অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান, সমস্ত বিষয়ের অবান্তর-বিশেষের সহিত সর্ব্বথা জ্ঞান হয়। অক্রম অর্থাৎ একই ক্ষণে বুদ্ধ্যারূঢ় সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ। যোগপ্রদীপও (প্রজ্ঞালোক) (১) এই বিবেকজ জ্ঞানের অংশস্বরূপ, ইহা মধুমতী বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্তি বা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত স্থিত।

টীকা। ৫৪। (১) যোগপ্রদীপ = প্রজ্ঞালোকযুক্ত যোগ বা অপর প্রসংখ্যানরূপ সম্প্রজ্ঞাত। বিবেকখ্যাতিও সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহাকে পরম প্রসংখ্যান বলা যায়। (১।২ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রসংখ্যানের দ্বারা ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হয়। আর পরম প্রসংখ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হয়। বিবেকজ জ্ঞান প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা। যোগপ্রদীপ তাহার প্রথম অবস্থা। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই অপর প্রসংখ্যান, তাহার পর হইতে অর্থাৎ মধুমতী ভূমির পর হইতে চিত্তের প্রলয় পর্য্যন্ত বিবেকের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত থাকে। অনৌপদেশিক = অন্যের উপদেশ-ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান।

ভাষ্যম্। প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

যদা নির্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতাপ্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি। তদা পুরুষস্যোপচরিতভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা। ন হি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎসমাধিজমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্। পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ। ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অথবা তাহা প্রাপ্ত না হইলেও—

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সাম্য হইলে (শুদ্ধ্যা সাম্যং = শুদ্ধিসাম্যম্) কৈবল্য হয় (১) ॥ সূ

যখন বুদ্ধিসত্ত্ব রজস্তমোমলশূন্য, পুরুষের পৃথক্ত্ব-খ্যাতিমাত্র-ক্রিয়াযুক্ত, দগ্ধক্লেশবীজ হয়, তখন তাহা (বুদ্ধিসত্ত্ব) শুদ্ধতাহেতু পুরুষের সদৃশ হয়। আর তৎকালীন ঔপচারিক ভোগাভাবই পুরুষের শুদ্ধি। এই অবস্থায় ঈশ্বর অথবা অনীশ্বর বিবেকজ-জ্ঞান-ভাগী অথবা অতদ্ভাগী সকলেরই কৈবল্য হয়। ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে আর জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে কোন অপেক্ষা থাকে না। সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা এই সকল সমাধিজ ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞান হওয়া প্রোক্ত হইয়াছে। পরমার্থতঃ (২) জ্ঞানের (বিবেকখ্যাতির) দ্বারা অদর্শন নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে আর উত্তরকালে ক্লেশ আসে না। ক্লেশাভাবে কর্ম্মবিপাকাভাব হয়, এবং এ

অবস্থায় গুণসকল চরিতকর্তব্য হইয়া পুনরায় আর পুরুষের দৃশ্যরূপে উপস্থিত হয় না। তাহাই পুরুষের কৈবল্য ; সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী হন।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের বিভূতিপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫৫। (১) বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের সাধক, কিন্তু বিবেকজসিদ্ধি-রূপ তারক-জ্ঞান কৈবল্যের সাধক নহে, বরং বিরুদ্ধ। অতএব বিবেকজ জ্ঞান সাধন না করিলেও কৈবল্য হয়। [২।৪৩ (১) দ্রষ্টব্য]। বিবেকজ জ্ঞান বলিতে ৩।৫৪ সূত্রোক্ত সিদ্ধিও বুঝায়, আবার বিবেকখ্যাতিও বুঝায় ; যথা—৪।২৬।

বুদ্ধিসত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তবে কৈবল্যসিদ্ধি হয়। এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি এবং সাম্য কৈবল্য নহে, কিন্তু তাহা কৈবল্যের হেতু। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি-সাম্য অর্থে শুদ্ধ পুরুষের সহিত সাদৃশ্য। পূর্ব্বোক্ত পৌরুষ প্রত্যয় বা 'আমি পুরুষ' এইরূপ জ্ঞানমাত্রে চিত্ত প্রতিষ্ঠ হইলে বুদ্ধি বা 'আমি' পুরুষের সমানবৎ হয়। সুতরাং পুরুষ যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ, বুদ্ধিও তাহার মত হয়। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি ও পুরুষের সহিত সাম্য। সেই অবস্থায় রজস্তমোমল হইতেও বুদ্ধিসত্ত্বের সম্যক্ শুদ্ধি হয়। তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। পুরুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও স্বরূপস্থ। অতএব তাঁহার শুদ্ধি ও সাম্য ঔপচারিক, প্রকৃত নহে। মেঘমুক্ত রবিকে যেমন শুদ্ধ বলা যায় সেইরূপ পুরুষের শুদ্ধি। পুরুষের অশুদ্ধি অর্থে ভোগের সহিত সঙ্গ। উপচরিত ভোগ না হইলেই পুরুষ শুদ্ধ হইলেন ইহা বলা যায়। আর পুরুষের অসাম্য অর্থে বুদ্ধির বা বুদ্ধির সহিত সারূপ্য। বুদ্ধি প্রলীন হইলে পুরুষকে স্বরূপস্থ বলা হয়। পুরুষের সাম্য অর্থে নিজের সহিত সাম্য বা সাদৃশ্য।

বুদ্ধি যখন পুরুষের মত হয় তখন তাহার নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে—বুদ্ধির মত প্রতীয়মান পুরুষ তখন নিজের মত প্রতীত হন। তাহাই কৈবল্য। কৈবল্য অর্থে 'কেবল' পুরুষ থাকা এবং বুদ্ধির নিবৃত্তি হওয়া। অতএব কৈবল্যে পুরুষের কিছু অবস্থান্তর হয় না, বুদ্ধিরই প্রলয় হয়।

৫৫। (২) পরমার্থ অর্থে দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি। পরমার্থ-সাধনবিষয়ে বিবেকজ জ্ঞান এবং তজ্জাত অলৌকিক শক্তির অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা নাই। কারণ, অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দুঃখের মূল, তাহার নাশ জ্ঞানের বা বিবেকখ্যাতির দ্বারা হয়। তাহা হইলেই চিত্ত প্রলীন হয়, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক বিয়োগ হয়। তাহাই পরমার্থসিদ্ধি।

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

কৈবল্যপাদঃ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ—অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ—আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা—সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥

১। সিদ্ধিসকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পঞ্চ প্রকারে উৎপন্ন হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—দেহান্তরগ্রহণকালে উৎপন্ন সিদ্ধি জন্মের দ্বারা হয়। ওষধিসকলের দ্বারা—যেমন, অসুরভবনে রসায়নাদির দ্বারা ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি হয়। মন্ত্রের দ্বারা আকাশগমন ও অণিমাদি-লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা সংকল্পসিদ্ধ কামরূপী হইয়া যত্র তত্র কামমাত্র গমনক্ষম হয়েন ইত্যাদি। সমাধিজাত সিদ্ধিসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১)।

টীকা। ১। (১) পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসকলের এক বা অনেক কখন কখন যোগব্যতীত অন্য রূপেও প্রাদুর্ভূত হয়। কাহারও জন্ম অর্থাৎ বিশেষ প্রকার শরীরের ধারণের সহিত সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন ইহলোকে ক্লেয়ারভয়ান্স বা অলৌকিক দৃষ্টি, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকৃতিবিশেষের দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। যোগের সহিত তাহার কিছু সম্পর্ক নাই। সেইরূপ পুণ্যাকর্ষবশে দেবশরীর গ্রহণ করিলে তত্তচ্ছরীরীয় সিদ্ধিও প্রাদুর্ভূত হয়। 'যদৌষধিক্রিয়া-কাল-মন্ত্রক্ষেত্রাদি-সাধনাৎ। * * * অনিত্যা অল্পবীর্য্যাস্তাঃ সিদ্ধয়োঽসাধনোদ্ভবাঃ। সাধনেন বিনাপ্যেবং জায়ন্তে স্বত এব হি ॥" (যোগবীজ)।

ঔষধির দ্বারাও সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। ক্লোরোফর্ম্মাদি আঘ্রাণকালে কাহারও কাহারও শরীরের জড়ীভাব হওয়াতে শরীর হইতে বহির্গমনের ক্ষমতা হয়। সর্ব্বাঙ্গে হেমলক (hemlock) আদি ঔষধ লেপন করিয়া শরীরের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা হয়, এরূপও শুনা যায়। য়ুরোপের ডাকিনীরা এইরূপে শরীরের বাহিরে যাইত বলিয়া বর্ণিত হয়। ভাষ্যকার অসুরভবনের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা কোথায় তদ্বিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই। ফলে, ঔষধের দ্বারা শরীর কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন কোন ক্ষুদ্র সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে তাহা নিশ্চিত। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসজনিত উপযুক্ত সিদ্ধপ্রকৃতির কর্ম্মাশয় সঞ্চিত থাকিলে, মন্ত্র-জপের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইয়া বশীকরণ (মেস্মেরিজম্) আদি ক্ষুদ্র সিদ্ধি ইহজন্মে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।

উৎকট তপস্যার দ্বারাও ঐরূপে উত্তম সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। কারণ, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যজনিত শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত শুভ কর্ম্মাশয় ফলোন্মুখ হয়।

যোগব্যতীত এই সব উপায়েও সিদ্ধি হইতে পারে। জন্মাদি সিদ্ধিসকল জন্ম, মন্ত্র, ওষধি আদি নিমিত্তের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত কর্ম্মাশয় হইতে প্রাদুর্ভূত হয়।

ভাষ্যম্। তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানাম্—

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বপরিণামাপায় উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ ভবতি। কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্ণন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত কায়েন্দ্রিয়াদির—

২। প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয়। সূ

তাহাদের যে পূর্ব্ব পরিণামের নাশ ও উত্তর-পরিণামের আবির্ভাব, তাহা অপূর্ব্ব (পূর্ব্বের মত নহে অর্থাৎ উদ্ভবের অনুরূপ) যে অবয়ব তাহার অনুপ্রবেশ হইতে হয়। কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল আপূরণের বা অনুপ্রবেশের দ্বারা স্ব স্ব বিকারকে অনুগ্রহণ করে (১)। (অনুপ্রবেশে প্রকৃতিরা) ধর্ম্মাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করে।

টীকা। ২। (১) মনুষ্যে যেরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়চিত্তাদি দেখা যায় তাহারা মানব-প্রকৃতিক। সেইরূপ দেবপ্রকৃতিক নিরয়প্রকৃতিক তির্য্যক্প্রকৃতিক প্রভৃতি করণশক্তি আছে। সর্ব্ব জীবের করণশক্তিতে সেই করণের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তাহার প্রকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটি উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অবসর পায় সেটিই আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের অনুরূপ ভাবে সেই করণকে পরিণত করায়। প্রকৃতির অনুপ্রবেশ কিরূপে হয়, তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ন হি ধর্ম্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যত ইতি। কথন্তর্হি, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাং পূর্ণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাপকর্ষতি, আবরণং ত্বাসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরম্ আপ্লাবয়ন্তি তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লাবয়ন্তি। যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবেশয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গগবেধুকশ্যামাকাদীন্ ততোহপকর্ষতি অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধর্ম্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাৎ। ন তু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্ম্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ। বিপর্য্যয়েণাপ্যধর্ম্মো ধর্ম্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধি-পরিণাম ইতি, তত্রাপি নহুষাজগরাদয় উদাহার্য্যাঃ ॥ ৩ ॥

৩। নিমিত্ত, প্রকৃতিসকলের প্রয়োজক নহে, তাহা হইতে বরণভেদ (বাধার অপসারণ) হয় মাত্র, ক্ষেত্রিকের আলিভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করার ন্যায় (নিমিত্তসকল অনিমিত্ত-সকলকে ভেদ করিলে প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে)। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে। (যেহেতু) কার্য্যের দ্বারা কখনও কারণ প্রবর্ত্তিত হয় না। তবে তাহা কিরূপ?— "ক্ষেত্রিকের বরণভেদমাত্রের মত।"

যেমন, ক্ষেত্রিক জলপূরণের জন্য ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে হস্তের দ্বারা জল সেচন করে না, কিন্তু সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ করিয়া দেয়, আর তাহা ভেদ করিলে জল স্বতই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, ধর্ম্ম সেইরূপ প্রকৃতিসকলের আবরণভূত অধর্ম্মকে বা বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে ভেদ করে; তাহার ভেদ হইলে প্রকৃতিসকল স্বতই নিজ নিজ বিকারকে আপূরিত করে। অথবা যেমন, সেই ক্ষেত্রিক সেই ক্ষেত্রের জলীয় বা ভৌম রস ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু সে মুদ্গ, গবেধুক, শ্যামাক প্রভৃতি ক্ষেত্রমল বা আগাছাসকলকে তাহা হইতে উঠাইয়া ফেলে, আর তাহা উঠাইলে রসসকল যেমন স্বতঃ ধান্যমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি ধর্ম্ম কেবল অধর্ম্মের নিবৃত্তি বা অভিভব করে; কেননা, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। পরন্তু ধর্ম্ম প্রকৃতির প্রবর্ত্তনের হেতু নহে (১)। এবিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি উদাহরণ। এইরূপে বিপরীত ক্রমে অধর্ম্মও ধর্ম্মকে অভিভূত করে, তাহাই অশুদ্ধি-পরিণাম। এ বিষয়েও নহুষাজগর প্রভৃতি উদাহার্য্য।

টীকা। ৩। (১) যেমন, একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের মূর্ত্তি আছে বলা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক করণশক্তিতে অসংখ্য প্রকৃতি আছে। যেমন, কেবল বাহুল্যাংশ কর্ত্তন করিলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে যে-কোন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, তাহাতে কিছু যোগ করিতে হয় না, করণপ্রকৃতিও সেইরূপ। বাহুল্যকর্ত্তনই এ দৃষ্টান্তে নিমিত্ত। সেই নিমিত্তের দ্বারা অভীষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। করণপ্রকৃতিও সেইরূপ নিমিত্তের দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার নামই ধর্ম্ম। যেমন, দিব্য-শ্রুতি নামক প্রকৃতির ধর্ম্ম দূরশ্রবণ। যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে তাহার বিপরীত ধর্ম্মের নাশ হইলেই, তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই করণকে পরিণামিত করে। যেমন দিব্য-শ্রুতি একটি দিব্যশ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতির ধর্ম্ম দূর-শ্রবণ। তাহা মানব-প্রকৃতির কর্ম্মাভ্যাস করিলে হয় না, অর্থাৎ যতই মনুষ্যোচিত শ্রবণ অভ্যাস কর না কেন, দিব্য-শ্রুতি কখনও লাভ করিতে পারিবে না। তবে মানব-প্রকৃতির কর্ম্ম রোধ করিলে (অথবা দিব্য-শ্রুতির অনুকূলভাবে, যেমন শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধ-সংযমে) দিব্য শ্রবণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। দিব্য শ্রবণশক্তি তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয় না। কারণ শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধসংযম দিব্য-শ্রুতির উপাদান কারণ নহে। ধর্ম্ম = প্রকৃতির নিজের ধর্ম্ম (গুণ)। অধর্ম্ম = বিরুদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম্ম।

ভাষ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দ পুণ্য ও অপুণ্য অর্থে প্রযুক্ত উদাহরণ মাত্র। সাধারণ নিয়ম বুঝিতে গেলে—ধর্ম্ম = স্বধর্ম্ম, অধর্ম্ম = বিধর্ম্ম

শ্রবণশক্তি কারণ, শ্রবণক্রিয়া তাহার কার্য্য। কার্য্যের দ্বারা কারণ প্রযোজিত হয় না, অর্থাৎ শ্রবণে অন্য কার্য্যোৎপাদনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয় না, সুতরাং মাত্র শ্রবণ করা অভ্যাস করিলে তাহার দ্বারা অন্য কোন প্রকৃতির শ্রবণশক্তি জন্মায় না। শ্রবণ করা শ্রবণশক্তির উপাদান নহে।

শ্রবণশক্তি আছে ও তাহা ত্রিগুণানুসারে নানা প্রকৃতির হইতে পারে, তন্মধ্যে এক প্রকৃতির ধর্ম্মকে নিরোধ করিলে অন্য প্রকৃতি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম দৈবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ। সুতরাং বিরুদ্ধ মানব ধর্ম্মের নিরোধরূপ নিমিত্ত হইতে দিব্য প্রকৃতি স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়। সূত্রকার এ বিষয়ে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং ভাষ্যকার ক্ষেত্রমল বা আগাছার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিমিত্ত প্রকৃতির প্রযোজক নহে, কিন্তু বিধর্ম্মের অভিভবকারী, তাহাতে প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত হয়।

কুমার নন্দীশ্বর ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিশেষের দ্বারা অধর্ম্মকে নিরুদ্ধ করাতে, তাঁহার দৈবপ্রকৃতি ইহ জীবনেই প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাতে তাঁহার দেবত্ব-পরিণাম হয়। সেইরূপ নহুষ রাজার পাপের দ্বারা দিব্য ধর্ম্ম নিরুদ্ধ হইয়া অজগর-পরিণাম হইয়াছিল, এইরূপ পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে।

ভাষ্যম্। যদা তু যোগী বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মিমীতে তদা কিমেকমনস্কাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি—

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন যোগী অনেক শরীর নির্ম্মাণ করেন, তখন কি তাহারা একমনস্ক অথবা অনেকমনস্ক হয়? (এই হেতু বলিতেছেন)—

৪। (যোগী) অস্মিতামাত্রের দ্বারা নির্ম্মাণচিত্তসকল করেন ॥ সূ

চিত্তের কারণ অস্মিতামাত্রকে (১) গ্রহণ করিয়া নির্ম্মাণচিত্তসকল করেন, তাহা হইতে (নির্ম্মাণশরীরসকল) সচিত্ত হয়।

টীকা। ৪। (১) প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধ-বীজকল্প চিত্তের সংস্কারভাবে সাধারণ ব্যাবসায়িক কার্য্য থাকে না। তাদৃশ যোগীরাও ভূতানুগ্রহ আদির জন্য জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন —অস্মিতামাত্রের দ্বারা অর্থাৎ তৎকালীন বিক্ষেপসংস্কারহীন বুদ্ধিতত্ত্ব-স্বরূপ অস্মিতার দ্বারা, যোগী চিত্ত নির্ম্মাণ করেন ও তদ্দ্বারা কার্য্য করেন। নির্ম্মাণচিত্ত ইচ্ছামাত্রের দ্বারা কৃত হয় বলিয়া তাহাতে অবিদ্যাসংস্কার থাকিতে পারে না ও তজ্জন্য তাহা বন্ধের কারণ হয় না।

যদি চিত্তকে নিত্যকালের জন্য প্রলীন করার সঙ্কল্প করিয়া যোগী চিত্তকে প্রলীন করেন, তবে অবশ্য নির্ম্মাণচিত্ত আর হয় না। কিন্তু যোগী যদি কোন অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তকে নিরোধ করেন, তবে সেই কালের পর চিত্ত উত্থিত হয় ও যোগী নির্ম্মাণচিত্ত করিতে পারেন।

ঈশ্বর এইরূপে কল্পাদিতে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা মুমুক্ষুদের কিরূপে অনুগ্রহ করিতে পারেন তাহা ১।২৪(৪) টীকা ও 'শঙ্কানিরাস—ঈশ অনুগ্রহ কিরূপ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য। যেমন, ধানুষ্ক মশককে বাণক্ষেপ করিতে হইলে তদুপযুক্ত শক্তি মাত্র প্রযোজিত করে, যোগীরাও সেইরূপ উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তকে নিরুদ্ধ করেন। অর্থাৎ যোগীরা অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তনিরোধ করিতে পারেন, অথবা প্রলীন (পুনরুত্থানশূন্য লয়) করিতেও পারেন।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। বহূনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়-পুরঃসরা প্রবৃত্তিরিতি সর্ব্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে ততঃ প্রবৃত্তিভেদঃ ॥ ৫ ॥

৫। এক (প্রধান) চিত্ত বহু নির্ম্মাণচিত্তের প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রয়োজক ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বহু চিত্তের কিরূপে একচিত্তাভিপ্রায়পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয়?—যোগী সমস্ত নির্ম্মাণচিত্তের প্রযোজক করিয়া এক চিত্ত নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতে প্রবৃত্তিভেদ হয় (১)।

টীকা। ৫। (১) যোগীরা যুগপৎ বহু নির্ম্মাণচিত্তও নির্ম্মিত করিতে পারেন। তাহাতে শঙ্কা হইবে কিরূপে এক ভাবে বহু চিত্ত প্রযোজিত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, মুখীভূত এক উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বহুচিত্তের প্রযোজক হইতে পারে। একই অন্তঃকরণ যেমন নানা প্রাণ ও নানা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রযোজক হয় সেইরূপ। অবশ্য যুগপৎ সমস্ত চিত্তের দর্শন সম্ভব নহে। কিন্তু যুগপত্তের ন্যায় (যেমন অলাতচক্রের বা শতপত্রভেদের ন্যায়) সমস্তের দর্শন হয়। অক্রম তারক-জ্ঞান আয়ত্ত হইলে যুগপত্তের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ের দর্শন হয়। অর্থাৎ প্রযোজক চিত্ত ও প্রযোজিত বহু চিত্ত এবং তাহাদের বিষয় যুগপত্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়। বহু চিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তি থাকিলেও ঐরূপে তাহা সিদ্ধ হয় এবং পরস্পরের সহিত সাঙ্কর্য্য হয় না।

এক চিত্ত অন্য শরীরস্থ চিত্তের উপরেও কিরূপে কার্য্য করে তাহা বুঝিতে হইলে জানিতে হইবে যে, চিত্ত স্বরূপত বিভু (৪।১০) বা সর্ব্ব ভাবের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই রহিয়াছে, এইজন্য চিত্তের পক্ষে দৈশিক দূর নিকট বা ব্যবধান নাই। ঐন্দ্রজালিকের প্রধান চিত্ত বহু দর্শকের মনের উপর কার্য্য করে (Mass hypnotism রূপ) নির্ম্মাণকায়-সম্বন্ধেও যথাযোগ্য প্রধান চিত্ত অন্য অনেক অপ্রধান চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া থাকে।

বিবেকজ্ঞান লাভ না করিয়াও ভূতেন্দ্রিয়বশিত্বের দ্বারা এবং অন্য প্রকারেও নির্ম্মাণচিত্ত করার সামর্থ্যরূপ সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে যে নির্ম্মাণচিত্ত হয় তাহা সাশয় বা ক্লেশমূলক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্ম্মাণচিত্তের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ আছে। জন্মজ এবং ওষধিজ সিদ্ধি অনেক নিম্ন স্তরের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা লোকের মধ্যেই গণনীয়। তপস্যা এবং মন্ত্রজপ আদি যাহা কেবল সিদ্ধিলাভের জন্যই আচরিত তাহার ফলে যাহা হয়, তাহা তদপেক্ষা উচ্চতর হইলেও তাহা সবই সাশয়। তবে এই জাতীয় সাধক ঐ উচ্চতর সিদ্ধির দ্বারা যে সব কর্ম্ম করিবেন, তাহা পুণ্যকর্ম্মের অপেক্ষা অধিকতর সাত্ত্বিক হইবার সম্ভাবনা।

আর, বিবেকজ অনাশয় যে নির্ম্মাণচিত্ত তাহা সত্ত্বোৎকর্ষযুক্ত এবং তদ্দ্বারা কেবল জ্ঞান-ধর্ম্মোপদেশ-রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মই সম্ভব অর্থাৎ বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং অবিবেকীর ন্যায় কর্ম্ম করা সম্ভব নহে। যাঁহার ভোগাপবর্গ চরিত হইয়াছে তাদৃশ চরিতার্থ পুরুষের পক্ষে ভোগের জন্য অথবা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য নির্ম্মাণচিত্ত গ্রহণ করা কোন ক্রমেই যুক্ত নহে।

যোগের দ্বারা নির্ম্মাণচিত্তরূপ সিদ্ধি হয় এই কথা গ্রহণ করিয়া কোন কোন বাদী ইহার অপব্যবহার করেন, যথা, নব্য বৈদান্তিকদের একজীববাদীরা। তাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভই একমাত্র জীব, তিনিই বহু জীব হইয়া রহিয়াছেন এবং মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও কাহারও মুক্তি হয় নাই, হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে সকলে এক কালে মুক্ত হইবে। এইসব কাল্পনিক উপপত্তি বা Theory তাঁহাদের নিজেদের বাদ-সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের এবং প্রাচীন বেদান্তমতেরও বিরোধী, সুতরাং ইহা পরীক্ষা করাও নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, একই অস্মিতামাত্র হইতে বহু শরীরের পরিচালক বহু নির্ম্মাণ-চিত্তের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক আত্মভাবের মূল অস্মিতামাত্র, তাহা সর্ব্বদাই এক। যেমন এক শরীরের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিলেও তাহারা বিচরণশীল (অলাতচক্রের মত) একই চিত্তের দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি বহু শরীরও এক প্রধান চিত্তের অধীনে বহু অপ্রধান চিত্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু বহু অস্মিতামাত্র

বা বহু জীব (বেদান্তের জীবাখ্যা বুদ্ধি) সৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব যোগসিদ্ধের বহু নির্ম্মাণচিত্ত হইলেও তাঁহার অস্মিতামাত্র একই থাকিবে বলিয়া তাঁহাকে একই জীব বলিতে হইবে। পৃথক্ পৃথক্ জীবের প্রত্যেকেরই যে স্বতন্ত্র অস্মিতা বা আমিত্ব বোধ হয় তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তথ্য, অতএব কোনও এক জীব বহু জীব হয় অথবা বহু জীব কোনও এক জীবে লীন হয় ইত্যাদি অযুক্ত কল্পনার কোনই অবকাশ এখানে নাই।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। পঞ্চবিধং নির্ম্মাণচিত্তং জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি। তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ো রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ, ক্ষীণক্লেশত্বাদ্ যোগিন ইতি। ইতরেষাং তু বিদ্যতে কর্ম্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

৬। (পঞ্চ প্রকার) সিদ্ধ চিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নির্ম্মাণচিত্ত বা সিদ্ধচিত্ত (১) পঞ্চবিধ, যথা, জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি-জাত। তন্মধ্যে যাহা ধ্যানজ চিত্ত তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা রাগাদি-প্রবৃত্তি নাই এবং সেজন্য পুণ্যপাপের সহিত সম্বন্ধ নাই, কেননা, যোগীরা ক্ষীণক্লেশ। ইতর সিদ্ধদের কর্ম্মাশয় বর্ত্তমান থাকে।

টীকা। ৬। (১) এ স্থলে নির্ম্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধচিত্ত, যাহা জন্মাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধ্যানজ অর্থে যোগসাধনজাত। যোগ বা সমাধির আশয় পূর্ব্বে থাকে না, কারণ, পূর্ব্বে যে সমাধি নিষ্পন্ন হয় নাই তাহা এই জন্ম-গ্রহণের দ্বারা জানা যায়। অতএব যোগজ সিদ্ধচিত্ত আশয়ের বা বাসনাভূত প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয় না, তাহা পূর্ব্বে অননুভূত এক প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয়। অন্য সিদ্ধি কর্ম্মাশয়জাত। সমাধি কখনও পূর্ব্ব মনুষ্য-জন্মে আচরিত কর্ম্মের ফলে হয় না। কারণ, সমাধিসিদ্ধ হইলে আর মানব-জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শাস্ত্রে আছে—"বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি," ইত্যাদি। অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধ হইলে সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করা যায় অথবা পুনশ্চ আর স্থূল জন্ম হয় না। সুতরাং সমাধির সিদ্ধি আশয়জ নহে। জন্মজাদি সিদ্ধিতে যেরূপ সিদ্ধকে অবশ হইয়া, তাহা ব্যবহার করিতে হয়, ধ্যানজ সিদ্ধিতে সেরূপ নহে। কারণ তাহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাহা রাগাদিনাশের হেতু, কারণ, তাহা আশয়ের ক্ষয়কারীও হইতে পারে। অনাশয় অর্থে বাসনাজাতও নহে এবং বাসনার সংগ্রাহকও নহে। ভাষ্যকার শেষোক্ত কার্য্যই বিবৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যতঃ—

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

চতুষ্পাৎ খল্বিয়ং কর্ম্মজাতিঃ—কৃষ্ণা শুক্লকৃষ্ণা শুক্লা অশুক্লাকৃষ্ণা চেতি। তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাং, শুক্লকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ, শুক্লা তপঃস্বাধ্যায়ধ্যানবতাং সা হি কেবলে মনস্যায়ত্তত্বাদবহিঃসাধনাধীনা ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি,

অশুক্লাকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাশুক্লং যোগিন এব ফলসন্ন্যাসাদ্, অকৃষ্ণং চানুপাদানাৎ। ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ব্বমেব ত্রিবিধমিতি।। ৭ ।।

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু (অর্থাৎ যোগিচিত্ত অনাশয় ও অন্যের চিত্ত সাশয় বলিয়া)—

৭। যোগীদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ কিন্তু অপরের কর্ম্ম ত্রিবিধ। সূ

এই কর্ম্মজাতি চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে দুরাত্মাদের কৃষ্ণ কর্ম্ম, কৃষ্ণশুক্ল কর্ম্ম বাহ্যসাধনসাধ্য তাহাতে পরপীড়া ও পরানুগ্রহের দ্বারা কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। শুক্ল কর্ম্ম তপঃ, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-শীলদের, তাহা কেবল মনোমাত্রের অধীন বলিয়া বাহ্যসাধনশূন্য, সুতরাং পরপীড়াদি করিয়া উৎপন্ন হয় না। অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম ক্ষীণক্লেশ চরমদেহ সন্ন্যাসীদের। এতন্মধ্যে যোগীদের কর্ম্ম ফলসন্ন্যাসহেতু অশুক্ল (১), আর নিষিদ্ধ-কর্ম্মবিবর্জ্জনহেতু তাহা অকৃষ্ণ। ইতর প্রাণীদের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ।

টীকা। ৭। (১) পাপীদের কর্ম্ম কৃষ্ণ। সাধারণ লোকের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, কারণ, তাহারা ভালও করে মন্দও করে। ভাল ও মন্দ কর্ম্ম ব্যতীত গৃহস্থালী চলে না। চাষ করিলে জীব-হত্যা হয়, গবাদিকে পীড়ন করা হয়, রক্ষিতরক্ষার জন্য পরকে দুঃখ দিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রকারে পরপীড়ন না করিলে গার্হস্থ্য চলে না। তৎসহ পুণ্য কর্ম্মও করা যায়। অতএব সাধারণ গৃহস্থলোকদের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল তপোধ্যানাদি বাহ্যোপকরণ-নিরপেক্ষ পুণ্য কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময়, কারণ, তাহাতে পরপীড়াদি অবশ্যম্ভাবী নহে।

যোগী যেরূপ কর্ম্ম করেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সুতরাং চিত্তের পুণ্য এবং পাপও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, পুণ্যের ও পাপের সংস্কার ও আচরণ নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ। কার্য্যতঃ, তাঁহারা পাপ কর্ম্ম ত করেনই না, আর ধ্যানাদি যাহা পুণ্য করেন তাহা সাধ্য ফলসন্ন্যাসপূর্ব্বক করেন, অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুণ্যফলভোগের জন্য নহে, কিন্তু ভোগকেও নিরুদ্ধ করিবার জন্য করেন। যোগীদের তপঃস্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার জন্য, আর তাঁহাদের দৈবাদ্যাদি কর্ম্ম সুখভোগের জন্য নহে, কিন্তু দুঃখমূলক ত্যাগের জন্য বা চিত্তনিরোধের জন্য। কিন্তু বিবেকখ্যাতি অধিগত হইলে তৎপূর্ব্বক যে শারীরাদি কর্ম্ম হয় তাহা সংস্কারহেতু না হওয়াতে এবং চিত্তনিবৃত্তির হেতু হওয়াতে সেই কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ।। ৮ ।।

ভাষ্যম্। তত ইতি ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ। তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্জাতীয়স্য কর্ম্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাকমনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ। ন হি দৈবং কর্ম্ম বিপচ্যমানং নারকতির্য্যঙ্মনুষ্যবাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চঃ ।। ৮ ।।

৮। তাহা (কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম) হইতে তাহাদের বিপাকানুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হয় ।। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহা হইতে—ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে। তদ্বিপাকানুগুণ—যজ্জাতীয় কর্ম্মের যে বিপাক তাহার অনুগুণ যে বাসনা কর্ম্মবিপাককে অনুশয়ন করে (অর্থাৎ বিপাকের অনুভব

হইতে উৎপন্ন হইয়া আশ্রিত হয়) তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়। দৈব কর্ম্ম বিপাক প্রাপ্ত হইয়া কখনও নারক, তৈর্য্যক্ বা মানুষ-বাসনার অভিব্যক্তির কারণ হয় না, কিন্তু দৈবের অনুরূপ বাসনাকেই অভিব্যক্ত করে। নারক, তৈর্য্যক্ ও মানুষ-বাসনাও সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম (১)।

টীকা। ৮। (১) কর্ম্মের সংস্কার—যাহার ফল হইবে—তাহার নাম কর্ম্মাশয়। আর, ত্রিবিধ ফলের ভোগ হইলে, তাহার অনুভবের যে সংস্কার তাহা বাসনা। [২।১২ (১) দ্রষ্টব্য]। মনে কর, কোন কর্ম্মের ফলে একজন মানব-জন্ম পাইল, তাহাতে নানা সুখ-দুঃখ আয়ুষ্কাল যাবৎ ভোগ করিল। সেই মানব-জন্মের অর্থাৎ মানুষ-শরীরের ও করণের যে আকৃতি-প্রকৃতি তাহার, মানুষ-আয়ুর এবং সুখ-দুঃখের সংস্কারই মানুষ-বাসনা। উক্ত জন্মে যাহা কিছু কর্ম্ম করিল, তাহার সংস্কার কর্ম্মাশয়। মনে কর, সে পাশব কর্ম্ম করিল তাহাতে পশু হইয়া জন্মাইল। কিন্তু সেই মানব-বাসনা তাহার রহিয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য বাসনা আছে। সেই ব্যক্তির পূর্ব্বের কোন পশুজন্মের পাশব বাসনাও ছিল। উক্ত মানব জন্মে কৃত সঞ্চিত কর্ম্ম সেই পাশব বাসনাকে অভিব্যক্ত করিবে। অতএব বলিতে হইবে কর্ম্ম (কর্ম্মাশয়) অনুগুণ বা অনুরূপ বাসনাকে অভিব্যক্ত করে। সেই বাসনাই জাতির বা করণের প্রকৃতিস্বরূপ হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মাশয়জনিত জন্ম এবং যথাযোগ্য সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়। অতএব জন্মের দুঃখ ও সুখ-ভোগের প্রণালী বাসনাতে থাকে। যেমন কুক্কুরের চাটিয়া সুখ হয়, মানুষের অন্যরূপে হয়; মানবজীবনের কোন পুণ্যকর্ম্মফলে যদি কুক্কুরজীবনে সুখ হয় তবে কুক্কুর তাহা কুক্কুর-প্রণালীতেই ভোগ করিবে।

বাসনা স্মৃতিফলা। স্মৃতি অর্থে এখানে জাতি আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগের স্মৃতি—জাতির অর্থাৎ শরীরের ও করণ-প্রকৃতির স্মৃতি আয়ুর বা জাতিবিশেষে শরীর যতদিন থাকে, তাহার স্মৃতি এবং ভোগের বা সুখ-দুঃখ অনুভবের স্মৃতি। স্মৃতি একপ্রকার প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সুখাদিও সম্পৃক্ত হইয়া উঠে অতএব সুখস্মৃতি হইতে গেলে সেই স্মৃতিটা চিত্তের যে সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া সুখস্মৃতি বা দুঃখস্মৃতি হয় তাহাই ভোগ-বাসনা। সেইরূপ, জাতিহেতু কর্ম্মাশয় বিপক্ক হইতে গেলে যে মানুষাদি জাতির সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া মানুষাদি স্মৃতি হয় তাহা জাতির বাসনা। আয়ুর বাসনাও সেইরূপ। (বিশেষ 'কর্ম্মতত্ত্ব' ও 'কর্ম্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য)।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াদ্ দ্রাগিত্যেব পূর্ব্বানুভূতবৃষদংশ-বিপাকাভিসংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত। কস্মাৎ, যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সদৃশং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্য্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদ্, যথানু-ভবাস্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্ম্মবাসনানুরূপাঃ। যথা চ বাসনাস্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতিদেশকাল-ব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা ইত্যেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয়-বৃত্তিলাভবশাদ্ ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥

৯। স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু জাতির, দেশের ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনাসকল অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয় (১)॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—নিজ প্রকাশের কারণের দ্বারা অভিব্যক্ত যে বিড়ালজাতিপ্রাপক কর্ম, তাহার যে বিপাকোদয়, তাহা যদি শত (মধ্যকালবর্ত্তী) জাতির, বা দূরদেশের, বা শত কল্পের দ্বারা ব্যবহিত হয়, তাহা হইলেও পুনরায় (উদয়ের সময়ে) তাহা নিজ বিকাশের কারণের দ্বারা ঝটিতি উঠিবে (অর্থাৎ) পূর্ব্বানুভূত বিড়ালযোনিরূপ বিপাকের অনুভবজাত বাসনাকে গ্রহণ করিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইবে। যেহেতু ব্যবহিত হইলেও ইহার (ঐ বিড়ালবাসনার) সমান-জাতীয়, অভিব্যঞ্জক কর্ম নিমিত্তীভূত হয়। এইরূপেই তাহাদের আনন্তর্য্য (অব্যবহিতের ন্যায় ক্ষণমাত্রে উদিত হওয়া) হয়। কেন?—স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু। যেমন অনুভব হয়, তেমনি সংস্কারসকল হয়। তাহারা আবার কর্ম্মবাসনার অনুরূপ। যেমন বাসনা হয়, তেমনি স্মৃতি হয়। এইরূপে জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত সংস্কার হইতেও স্মৃতি হয় এবং স্মৃতি হইতে পুনশ্চ সংস্কারসকল হয়। এইহেতু কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তিলাভ করিয়া (উদ্বোধিত হইয়া) স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও বাসনার এবং স্মৃতির নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব যথাযথ থাকে বলিয়া তাহাদের আনন্তর্য্য সিদ্ধ হয়।

টীকা। ৯। (১) বহু কাল পূর্ব্বে, কোন দূর দেশে, কোন অনুভব হইলে তাহার সংস্কার কাল ও দেশের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও যেমন উপলক্ষণ পাইলে বা স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনে উঠে, বাসনাও সেইরূপ। সংস্কারকালের পর বহু কাল গত হইলেও স্মৃতি উঠিতে পুনরায় ততকাল লাগে না, কিন্তু অনন্তরের ন্যায় বা ক্ষণমাত্রেই উঠে। স্মৃতি উঠাইবার চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহা উঠে ক্ষণমাত্রেই। তন্মধ্যে, বাসনাভূত যে অন্য সংস্কার আছে, তাহা স্মরণের ব্যবধান হয় না। ভাষ্যকার ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। জাতি বা জন্মের ব্যবধান যথা—একজন মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছে, তৎপরে দুষ্কর্ম্মবশতঃ সে শত জন্ম পশু হইয়া, পরে পুনশ্চ মনুষ্য হইল। শত পশুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ মানুষ-বাসনা অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয়। সেইরূপ কাল ও দেশরূপ ব্যবধানও বুঝিতে হইবে।

ইহার কারণ, স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্ব। যেরূপ সংস্কার সেইরূপ স্মৃতি হয়। সংস্কারের বোধই স্মৃতি। সংস্কারের বোধযোগ্যাবস্থাই যখন স্মৃতি, তখন সংস্কার ও স্মৃতি অব্যবহিত বা নিরন্তর। স্মৃতির হেতু উপলক্ষণাদি থাকিলেই স্মৃতি হয়, আর স্মৃতি হইলে সংস্কারেরই (তাহা যখন, যথায় যে জন্মেই সঞ্চিত হউক না কেন) স্মৃতি হয়।

বাসনার অভিব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্মাশয়। তাহার দ্বারা পরিস্ফুট স্মৃতি হয়। তাহা (কর্ম্মাশয়) স্মৃতির যথার্থ হেতু। যেমন সংস্কার হইতে স্মৃতি হয় আবার তেমনি স্মৃতি হইতে সংস্কার হয়, কারণ, স্মৃতি অনুভবরূপ বা প্রত্যয়রূপ। প্রত্যয়মাত্রের আহিত ভাবই সংস্কার। অতএব সংস্কার হইতে স্মৃতি ও স্মৃতি হইতে পুনঃ সংস্কার হয়, এইরূপে তাহাদের একরূপত্ব সিদ্ধ হয়।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥১০

ভাষ্যম্। তাসাং বাসনানামাশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বম্। যেয়মাত্মাশীর্মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি সর্ব্বস্য দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ? জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য

দ্বেষদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ ? ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে তস্মাদনাদি-বাসনানুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি।

ঘটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং সঙ্কোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সঙ্কোচবিকাশিনী ইত্যাচার্য্যঃ। তচ্চ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষম্। নিমিত্তং চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকং চ, শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকম্। তথা চোক্তং, "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্ম্মমভিনির্বর্ত্তয়ন্তি।" তয়োর্ম্মানসং বলীয়ঃ, কথং, জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্বা পিবেৎ ॥ ১০ ॥

১০। আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের (বাসনাসকলের) অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহাদের—বাসনাসকলের—আশীর নিত্যত্বহেতু অনাদিত্ব (সিদ্ধ হয়), সকল প্রাণীতে যে, "আমার অভাব না হউক, আমি যেন থাকি," এইরূপ আশী দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেননা, সদ্যোজাত প্রাণী—যে পূর্ব্বে কখনও মরণত্রাস অনুভব করে নাই—তাহার দ্বেষদুঃখস্মৃতিহেতুক মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে ? স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে হয় না (১)। অতএব এই চিত্ত অনাদিবাসনানুবিদ্ধ, (ইহা) নিমিত্ত-বশতঃ কোন বাসনাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হয়।

ঘটের বা প্রাসাদের মধ্যে স্থিত প্রদীপের ন্যায় সংকোচবিকাশী চিত্ত শরীর-পরিমাণাকার-মাত্র, ইহা অন্যবাদীরা (২) প্রতিপাদন করেন। (তন্মতে) তাহাতেই ইহার অন্তরাভাব হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ অন্তরালে বা মধ্যাবস্থায়, চিত্তের এক শরীর হইতে আর এক শরীরে যাওয়ার অবস্থা যুক্ত হয়) এবং সংসারও (জন্ম-পরম্পরা-প্রাপ্তি) সঙ্গত হয়। (কিন্তু) আচার্য্য বলেন, বিভু বা সর্ব্বব্যাপী চিত্তের বৃত্তিই সংকোচবিকাশিনী, সেই সঙ্কোচ ও বিকাশের নিমিত্ত ধর্ম্মাদি। এই নিমিত্ত দ্বিবিধ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য নিমিত্ত শরীরাদিসাধন-সাপেক্ষ, যেমন স্তুতিদানাভিবাদনাদি। আধ্যাত্মিক নিমিত্ত চিত্তমাত্রাধীন, যেমন শ্রদ্ধাদি। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"এই যে ধ্যায়ীদের মৈত্রী প্রভৃতি বিহারসকল (সুখ-সাধ্য সাধনসকল) তাহারা বাহ্যসাধননিরপেক্ষস্বভাব, আর তাহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকে নিষ্পাদিত করে।" উক্ত নিমিত্তদ্বয়ের মধ্যে মানস নিমিত্তই (৩) বলবত্তর, কেননা, জ্ঞানবৈরাগ্য অপেক্ষা আর কি বড় আছে ? চিত্তবল ব্যতিরেকে কেবল শারীরকর্ম্মের দ্বারা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্য করিতে পারে ? অথবা অগস্ত্যের মত সমুদ্র পান করিতে পারে ?

টীকা। ১০। (১) স্বাভাবিক বস্তু নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। দুঃখস্মরণরূপ নিমিত্ত হইতে ভয় হয়, ইহা দেখা যায়। মরণত্রাসও ভয়, সুতরাং তাহাও নিমিত্ত হইতে হইয়াছে, অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে। দুঃখস্মরণই ভয়ের নিমিত্ত; অতএব মরণভয়ের সঙ্গতির জন্য পূর্ব্বানুভূত মরণদুঃখ স্বীকার্য্য। আর তজ্জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার্য্য। গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য-পদার্থ জীবের স্বাভাবিক বস্তু। তাহারা সেইস্থানে কোন নিমিত্তে উৎপন্ন হয় না। অথবা, ক্ষুধাদি ধর্ম্ম মানবশরীরে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

আশী—'আমি থাকি, আমার অভাব না হয়' এইরূপ ভাব। ইহা নিত্য ও সর্ব্বপ্রাণিগত। যত প্রাণী দেখা যায় তাহাদের সকলেরই আশী দেখা যায়। তাহা হইতে সিদ্ধ হয়,

আশী নিত্যা অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সর্ব্বপ্রাণিগত। ইহা সামান্যতোদৃষ্ট (induced) নিয়ম (যেমন man is mortal এই নিয়ম সিদ্ধ হয় তদ্বৎ)। আশী নিত্যা বলিয়া, কোন কালে তাহার ব্যভিচার নাই বলিয়া, বাসনা অনাদি। অতীত সর্ব্বকালে আশী ছিল সুতরাং তাহার হেতুভূত জন্মও স্বীকার্য্য হয়, এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পরা স্বীকার্য্য হয়, সুতরাং জন্মের হেতুভূত বাসনাও অনাদি বলিয়া স্বীকার্য্য হয়।

পাশ্চাত্যেরা মরণভয়কে সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত কর্ম্মকুশলতা (instinct) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। উহার অর্থ untaught ability বা যাহা অন্য হইতে শেখা যায়, এইরূপ বৃত্তি। ইহাতে ঐ সহজপ্রবৃত্তি বা instinct কোথা হইতে হইল তাহা সিদ্ধ হয় না। অভিব্যক্তিবাদীরা বলিবেন উহা পৈতৃক। তন্মতে আদি পিতামহ (amœba) নামক এককৌষিক (unicellular) জীব। তাহারও অনেক instinct আছে। তাহা কোথা হইতে হইল তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না*। কিন্তু উহা (instinct বা untaught ability) যে আছে, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। তাহা কোথা হইতে আসে তাহাই কর্ম্মবাদীরা বুঝান। সহজপ্রবৃত্তি বা Instinct বলিলেই কর্ম্মবাদ নিরস্ত হইয়া গেল, তাহা মনে করা অযুক্ত। এবিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। [২।৯ (২) দ্রষ্টব্য]।

১০। (২) প্রসঙ্গতঃ চিত্তের পরিমাণ বলিতেছেন। মতান্তরে চিত্ত ঘটস্থিত বা প্রাসাদস্থিত প্রদীপের ন্যায়। তাহা যে-শরীরে থাকে তদাকার-সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, উহা সাংখ্যীয় মতভেদ কিন্তু তাহা ভ্রান্তি। যোগাচার্য্য বলেন চিত্ত বিভু বা দেশব্যাপ্তি-শূন্যত্বহেতু সর্ব্বগত। বিবেকজ সিদ্ধচিত্তের দ্বারা সর্ব্বদ্রব্যের যুগপৎ গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্ত বিভু। চিত্ত আকাশের মত বিভু নহে, কারণ, আকাশ বাহ্যদেশমাত্র। চিত্ত বাহ্যব্যাপ্তিহীন জ্ঞানশক্তি মাত্র। অনন্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে ও স্ফুট জ্ঞেয়রূপে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে বলিয়াই চিত্ত বিভু। অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তি সীমাশূন্য। চিত্তের বৃত্তিসকলই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত ভাবে হয়। তাহাতে চিত্ত সঙ্কুচিত বোধ হয়। জ্ঞানবৃত্তি লৌকিকদের পরিচ্ছিন্ন ভাবে হয়, আর বিবেকজ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগীদের সর্ব্বভাসক ভাবে হয়। অতএব চিত্তদ্রব্য বিভু (শ্রুতিও বলেন, "অনন্তং বৈ মনঃ" বৃহ° ৩।১।৯) তাহার বৃত্তিই সঙ্কোচবিকাশী হইল।

১০। (৩) যে সকল নিমিত্তে বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভাষ্যকার বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। নিমিত্ত এ স্থলে কর্ম্মের সংস্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শরীর-রূপ বাহ্যকরণের চেষ্টানিষ্পাদ্য যে কর্ম্ম তাহা ও তাহার সংস্কার বাহ্য নিমিত্ত। আর অন্তঃকরণের চেষ্টানিষ্পাদ্য কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের সংস্কার আধ্যাত্মিক নিমিত্ত বা মানস কর্ম্ম। মানস কর্ম্মই যে বলীয় তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন।

---

* Darwin বলেন, "I must premise that I have nothing to do with the origin of the primary mental powers any more than I have with that of life itself. We are concerned only with the diversities of instinct and of the other mental qualities of animals within the same class." The Origin of Species. Chapter VII.

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। হেতুঃ ধর্মাৎ সুখমধর্মাদ্দুঃখং সুখাদ্ রাগো দুঃখাদ্ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনঃ ধর্মাধর্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ, ইতি প্রবৃত্তমিদং ষডরং সংসারচক্রম্। অস্য চ প্রতিক্ষণমাবর্তমানস্যাবিদ্যা নেত্রী মূলং সর্বক্লেশানাম্ ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎপন্নতা ধর্মাদেঃ, ন হ্যপূর্বোপজনঃ। মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়ো বাসনানাং, ন হ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যাস্তদালম্বনম্। এবং হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্বা বাসনাঃ এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥

১১। হেতু ফল আশ্রয় ও আলম্বন—এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত থাকাতে, উহাদের অভাবে বাসনারও অভাব হয় ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—হেতু যথা ধর্ম হইতে সুখ, অধর্ম হইতে দুঃখ, সুখ হইতে রাগ আর দুঃখ হইতে দ্বেষ, তাহা (রাগদ্বেষ) হইতে প্রযত্ন প্রযত্ন হইতে মানস, বাচিক বা শারীরিক পরিস্পন্দনপূর্বক জীব অপরকে অনুগৃহীত করে অথবা পীড়িত করে, তাহা হইতে পুনশ্চ ধর্মাধর্ম, সুখদুঃখ এবং রাগদ্বেষ, এইরূপে (ধর্মাদি) ছয় অরযুক্ত সংসারচক্র প্রবর্তিত হইতেছে। এই অনুক্ষণ আবর্তমান সংসারচক্রের নেত্রী অবিদ্যা, তাহাই সর্ব ক্লেশের মূল, অতএব এইরূপ ভাবই হেতু। ফল যাহাকে আশ্রয় বা উদ্দেশ করিয়া যে ধর্মাদির বর্তমানতা হয়। (কার্যরূপ ফলের দ্বারা কিরূপে কারণরূপ বাসনার সংগৃহীত থাকা সম্ভব, তদুদ্দেশে বলিতেছেন) অসৎ উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ ফল সূক্ষ্মরূপে বাসনায় স্থিত থাকে, সুতরাং তাহা বাসনার সংগ্রাহক হইতে পারে)। সাধিকার মনই বাসনার আশ্রয়, যেহেতু চরিতাধিকার মনে নিরাশ্রয় হইয়া বাসনা থাকিতে পারে না। যে অভিমুখীভূত বস্তু যে বাসনাকে ব্যক্ত করে তাহাই তাহার আলম্বন। এইরূপে এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা সমস্ত বাসনা সংগৃহীত, তাহাদের অভাবে তৎসংশ্রিত বাসনাসকলেরও অভাব হয় (১)।

টীকা। ১১। (১) হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত রহিয়াছে। অবিদ্যামূলক বৃত্তি বা প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু, তাহা ভাষ্যকার যথাক্রমে দেখাইয়াছেন। জাতি, আয়ু ও ভোগজনিত যে অনুভব হয় তাহার সংস্কারই বাসনা। জাত্যাদির হেতু ধর্মাধর্ম কর্ম, কর্মের হেতু রাগ-দ্বেষ-রূপ অবিদ্যা, অতএব অবিদ্যাই মূল হেতু। এইরূপ অবিদ্যারূপ মূলহেতু বাসনাকে সংগৃহীত রাখিয়াছে।

বাসনার ফল স্মৃতি। বাসনার ফল অর্থে বাসনারূপ ছাঁচেতে কোন চিত্তবৃত্তি আকারিত হইয়া সুখদুঃখ হয়, তাহা হইতেই ধর্মাদি কর্ম আচরণের প্রবৃত্ত হয়। পূর্বে ভাষ্যকার স্মৃতিফলসংস্কারকে বাসনা বলিয়াছেন। বাসনাজনিত জাত্যায়ুর্ভোগরূপে আকারিত স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ধর্মাধর্ম অভিব্যক্ত হয়, এবং স্মৃতি হইতে পুনঃ বাসনা হওয়াতে স্মৃতির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত হয়। যেমন সুখ-বাসনা সুখের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হয় বা জমিতে থাকে।

ভিক্ষু ফল অর্থে পুরুষার্থ, ভোজরাজ শরীরাদি ও স্মৃত্যাদি এবং মণিপ্রভাকার 'দেহায়ুর্ভোগাঃ' বলেন। পুরুষার্থ অর্থে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষের বিষয়, তাহা শুধু বাসনার ফল নহে, কিন্তু পুণ্যাপুণ্যেরও ফল। দেহ, আয়ু ও ভোগ কর্মাশয়ের ফল, বাসনার নহে। ভোজরাজের ব্যাখ্যাই যথার্থ, তবে শরীরাদি গৌণ ফল। অতএব স্মৃতিই বাসনার ফল।

বাসনার আশ্রয় সাধিকার চিত্ত। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অধিকার সমাপ্ত হইলে সেই চিত্তে বিবেকপ্রত্যয় মাত্র থাকে, সুতরাং অজ্ঞানবাসনা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যখন কেবল 'পুরুষ চিদ্রূপ' এইরূপ পুরুষাকার প্রত্যয় হয়, তখন 'আমি মনুষ্য, আমি গো,' এইরূপ স্মৃতির অসম্ভবহেতু সেই সব বাসনা নষ্ট হয়। কারণ, তাহারা আর সেই সেই অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে পারে না। সমাপ্তাধিকার চিত্ত এইরূপে বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। তজ্জন্য সাধিকার বা বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তই বাসনার আশ্রয়।

কর্মাশয় বাসনার ব্যঞ্জক হইলেও তাহা শব্দাদি বিষয়সহ জাত্যায়ুর্ভোগরূপে ব্যক্ত হয়, অতএব শব্দাদি বিষয়সকল বাসনার আলম্বন। শব্দ শব্দ-শ্রবণ বাসনাকে অভিব্যক্ত করে, অতএব শব্দই শব্দ-শ্রবণ-বাসনার আলম্বন। এই সকলের দ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যা, স্মৃতি, সাধিকার চিত্ত ও বিষয়ের দ্বারা বাসনা সংগৃহীত আছে।

উহাদের অভাবে বাসনার অভাব হয়, অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিই উহাদের (অবিদ্যাদির) অভাবের কারণ। বিবেকপ্রত্যয়ে চিত্ত উদিত থাকিলে বিষয়জ্ঞান, চিত্তের সাধিকারত্ব, বাসনার স্মৃতি এবং অবিদ্যা এই সকলই নষ্ট হয়, সুতরাং বাসনাও নষ্ট হয়। মনে হইতে পারে, এক অবিদ্যার নাশেই যখন সমস্ত নষ্ট হয়, তখন অন্য সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তদুত্তরে বক্তব্য—অবিদ্যা একেবারেই নষ্ট হয় না, বিষয়াদিকে নিরোধ করিতে করিতে শেষে মূলহেতু অবিবেকরূপ অবিদ্যায় উপনীত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিতে হয়। অতএব বাসনার সমস্ত সংগ্রাহক পদার্থকে জানা ও প্রথম হইতেই তাহাদের ক্ষীণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তদুদ্দেশেই ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে।
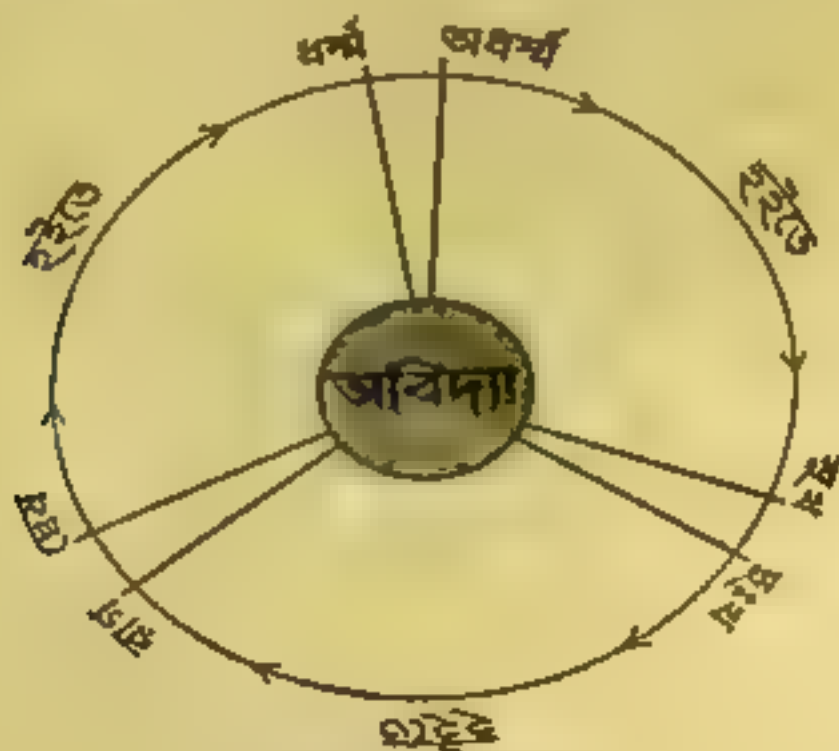
"ষড়রং সংসারচক্রম্"

(ছয় অরযুক্ত সংসার বা জন্মমৃত্যুর পরম্পরারূপ চক্র)

রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রাণী পুণ্য ও অপুণ্য করে। রাগ হইতে স্বর্গের জন্য পুণ্যও করে, আবার প্রাণিপীড়ন আদি অপুণ্যও করে। দ্বেষ হইতেও সেইরূপ, দুঃখনিবৃত্তির জন্য পুণ্য

ও অপুণ্য করে। পুণ্য হইতে অধিকতর সুখ পায় ও অল্প দুঃখ পায়; অপুণ্য হইতে অধিকতর দুঃখ ও অল্প সুখ পায়। সুখ হইতে সুখকর বিষয়ে রাগ এবং সুখের পরিপন্থী বিষয়ে দ্বেষ হয়। দুঃখ হইতে দুঃখকর বিষয়ে দ্বেষ এবং দুঃখের বিরোধী বিষয়ে রাগ হয়। সকলের মূলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ মোহ থাকে। এইরূপে সংসৃতি চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে।

ভাষ্যম্। নাস্ত্যসতঃ সম্ভবো ন চাস্তি সতো বিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি—

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্॥ ১২ ॥

ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতম্ অনুভূতব্যক্তিকমতীতং স্বব্যাপারোপারূঢ়ং বর্ত্তমানম্। ত্রয়ং চৈতদ্ বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎস্বরূপতো নাভবিষ্যন্নেদং নির্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাপবর্গভাগীয়স্য বা কর্ম্মণঃ ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্তং বর্ত্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্ব্বোপজননে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্ব্বমুৎপাদয়তি। ধর্ম্মী চানেকধর্ম্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ। ন চ যথা বর্ত্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোঽস্ত্যেবমতীতমনাগতং বা। কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণ অনাগতমস্তি, স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতম্ ইতি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি, ন সা ভবত্যতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ। একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্ম্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি, নাভূত্বা ভাবস্ত্রয়াণামধ্বনামিতি॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসতের সম্ভব নাই, আর সতেরও অত্যন্তনাশ নাই, অতএব এই দ্রব্যরূপে বা সদ্‌রূপে সম্ভূয়মান বাসনার উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব?—

১২। অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্ববিশেষরূপে বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যমান আছে, ধর্ম্মসকলের অধ্ব বা কালভেদেই অতীতাদি ব্যবহারের হেতু (১)॥ সূ

ভবিষ্যদভিব্যক্তিক (ভবিষ্যতে যাহা ব্যক্ত হইবে এরূপ) দ্রব্য অনাগত, অনুভূতাভিব্যক্তিক (যাহা অনুভূত হইয়াছে এরূপ) দ্রব্য অতীত, স্বব্যাপারোপারূঢ় (যাহা বর্ত্তমানে অভিব্যক্ত এরূপ) দ্রব্য বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়, যদি তাহারা (অতীতাদি বস্তু) স্ববিশেষরূপে না থাকিত তবে ঐ জ্ঞান (অতীতানাগত জ্ঞান) নির্বিষয় হইত, কিন্তু নির্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্বরূপত (স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে যথাযথ) বিদ্যমান আছে। কিঞ্চ ভোগভাগীয় বা অপবর্গভাগীয় কর্ম্মের উৎপাদনীয় ফল যদি অসৎ হয় তবে কেহ তদুদ্দেশে বা সেই নিমিত্ত কোন কুশলের অনুষ্ঠান করিতেন না। সৎ বা বিদ্যমান ফলকেই নিমিত্ত বর্ত্তমানীকরণে সমর্থ হয় মাত্র, কিন্তু অসদুৎপাদনে তাহা সমর্থ নহে। বর্ত্তমান নিমিত্তই নৈমিত্তিককে (নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকে) বিশেষাবস্থা বা বর্ত্তমানাবস্থা প্রাপ্ত করায়, কিন্তু অসৎকে উৎপাদন করে না। ধর্ম্মী অনেকধর্ম্মাত্মক, তাহার ধর্ম্মসকল অধ্বভেদে অবস্থিত। বর্ত্তমান ধর্ম্ম যেমন বিশেষব্যক্তিসম্পন্ন (২) হইয়া দ্রব্যে (ধর্ম্মীতে) আছে, অতীত ও অনাগত সেরূপ নহে। তবে কিরূপ?—অনাগত নিজের ভবিতব্য-স্বরূপে আছে, আর অতীতও নিজের অনুভূতব্যক্তিক-স্বরূপে বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান অধ্বারই

স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাহা হয় না। এক অবস্থার সময়ে অপর অবস্থাদ্বয় ধর্মীতে অনুগত থাকে। এইরূপে অস্থিতি না থাকাতেই ত্রিবিধ অবস্থার ভাব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ না থাকিলেও হয় এরূপ নহে, কিন্তু থাকে বলিয়াই হয়।

টীকা। ১২। (১) অতীত ও অনাগত পদার্থ ভাব-স্বরূপে আছে, ইহা যে সত্য তাহার প্রধান কারণ অতীতানাগত জ্ঞান। যোগীর কথা ছাড়িয়াও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। নির্বিষয় জ্ঞানের উদাহরণ নাই, সুতরাং তাহা অচিন্তনীয় বা অসম্ভব পদার্থ। অতএব জ্ঞান থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই। ভবিষ্যৎ জ্ঞানেরও তজ্জন্য বিষয় আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, অনাগত বিষয় আছে। এইরূপে অতীত বিষয়ও আছে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে অতীত ও অনাগত বিষয় কিরূপে থাকে। ভাব পদার্থ তিন প্রকার—দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি। তন্মধ্যে ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্য পরিণত হয়, অতএব ক্রিয়া পরিণামের নিমিত্ত। যাহাকে আমরা সত্ত্ব বা দ্রব্য বলি তাহা ক্রিয়ামূলক হইলেও 'যাহার' ক্রিয়া এরূপ এক সত্ত্ব বা প্রকাশ আছে উহা স্বীকার্য, তাহাই মূল দ্রব্য বা সত্ত্ব।

কাঠিন্যাদিরা অলক্ষ্য ক্রিয়া। আর পরিণাম বা অবস্থান্তর-প্রাপক ক্রিয়া লক্ষ্য বা স্ফুট ক্রিয়া। স্ফুট ক্রিয়াই নিমিত্ত, আর অলক্ষ্য ক্রিয়াজনিত প্রকাশ বা স্থির সত্তারূপে প্রতীয়মান দ্রব্য নৈমিত্তিক। নিমিত্ত ক্রিয়ার দ্বারা নৈমিত্তিকের পরিণতি হওয়াই দ্রব্যের পরিণামের স্বরূপ। শক্তি-অবস্থা হইতে পুনঃ শক্তি-অবস্থায় যাওয়া নিমিত্ত-ক্রিয়ার স্বরূপ। দৃশ্য মূল-ক্রিয়াসকল ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সমাহারজ্ঞান। রূপরসাদিও সেইরূপ। অতএব ঘটপটাদি বহু অলাতচক্রের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষণিকক্রিয়া-জনিত সমাহারজ্ঞান মাত্র হইল। শাস্ত্রও বলেন, "নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে।"

শক্তি হইতে ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত এবং ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে জ্ঞান বা প্রকাশভাব, প্রকাশ-ভাবের পুনঃ শক্তিতে প্রত্যাগমন—এই পরিণামপ্রবাহই বাহ্য জগতের মূল অবস্থা হইল। ইহাই সত্ত্ব, রজ ও তমো-রূপ ত্রিগুণের সূক্ষ্মাবস্থা (আগামী সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পরিণাম-জ্ঞান তাহা হইলে ক্রিয়ার জ্ঞান বা ক্রিয়ার প্রকাশিত ভাব। পরিণাম যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক করণে আছে সেইরূপ বাহ্যেও আছে। সাংখ্যীয় দর্শনে বাহ্য দ্রব্যও পুরুষবিশেষের অভিমান বা মূলতঃ অধ্যাত্মভূত পদার্থ। আমাদের মনে যেরূপ শক্তিভাবে স্থিত সংস্কারের সহিত প্রকাশযোগ হইলে বা বুদ্ধিযোগ হইলে তাহা স্মৃতিরূপ ভাব (অর্থাৎ দ্রব্য বা সত্ত্ব) হয়, এবং সেই 'হওয়া'কেই পরিণাম বলি, বাহ্যের পরিণামও মূলতঃ সেইরূপ।

বাহ্য ক্রিয়া ও অধ্যাত্মভূত ক্রিয়ার সংযোগমাত্র পরিণামই বিষয়জ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় আমাদের অন্তঃকরণের মূলসংস্কার-জনিত সঙ্কুচিত বৃত্তি ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পরিণামকে গ্রহণ করিতে পারে না অথবা অসংখ্য পরিণামও গ্রহণ করিতে পারে না। বাহিরে যে ক্ষণিক পরিণাম রহিয়াছে, তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করাই লৌকিক করণের স্বভাব। সেই স্তোকে স্তোকে গ্রহণই বোধ বা দ্রব্যজ্ঞান; লৌকিক নিমিত্তজাত পরিণামে নিমিত্তেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয় আর নৈমিত্তিকেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তির ক্রিয়ারূপে প্রকাশ্য হওয়াই পরিণাম। সেই পরিণামের ইয়ত্তা হইতে পারে না বলিয়া তাহা অসংখ্য। তাহা অসংখ্য হইলেও আমরা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-রূপ (করণশক্তি ও বিষয়, জ্ঞানের এই উভয় প্রকার সাধনই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক) সংকীর্ণ উপায়ে

তাহা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করি। তাহাতেই মনে করি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা অতীত, যাহা করিতেছি তাহা বর্ত্তমান ও যাহা করা সম্ভব তাহা অনাগত। জ্ঞানশক্তির সেই সংকীর্ণতা সংযমের দ্বারা অপগত হইলে সেই ক্ষণিক পরিণামের যত প্রকার সমাহার-ভাব আছে, তাহার সকলের সহিত যুগপতের মত জ্ঞানশক্তির সংযোগ হয়। তাহাতে সমস্ত নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ অতীতানাগত সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান হয় বা সবই বর্ত্তমান বোধ হয়।

ইহা বাহ্য দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইল। অবাহ্যভাব-সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। এই জন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন অতীত ও অনাগত ভাব স্বরূপতঃ সূক্ষ্মরূপে আছে, কেবল কালভেদকে আশ্রয় করিয়া মনে করি যে তাহা নাই (অর্থাৎ ছিল অথবা থাকিবে)।

কাল বৈকল্পিক পদার্থ। তদ্দ্বারা লক্ষিত করিয়া পদার্থকে অসৎ মনে করি। সংকীর্ণ জ্ঞানশক্তির দ্বারা সংকীর্ণভাবে গ্রহণই কালভেদ করিবার কারণ। সর্ব্বজ্ঞের নিকট অতীতানাগত নাই, সবই বর্ত্তমান। অবর্ত্তমানতা অর্থে কেবল বর্ত্তমান প্রবাহে না দেখিতে পাওয়া মাত্র। যাহা আছে কিন্তু সূক্ষ্মতাহেতু আমরা জানিতে পারি না তাহাই অতীতানাগত।

পূর্ব্ব সূত্রে বাসনার অভাব হয় বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ অকারণে প্রলীনভাব। প্রলীন হইলে তাহারা আর কদাপি জ্ঞানপথে আসে না বা পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় না। সতের অভাব নাই ও অসতের যে উৎপাদ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। তাবাস্থাই যে অভাব, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। [৩।৭ (১) দ্রষ্টব্য]। বাসনার অভাব অর্থেও সেইরূপ সর্ব্বকালের জন্য অব্যক্তভাবে স্থিতি।

১২। (২) উপরে মূলধর্ম্মী ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিয়া অতীতানাগত ধর্ম্মের সত্তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ ধর্ম্মধর্ম্মী গ্রহণ করিয়াও উহা দেখান যাইতে পারে। একতাল মাটি ঘট, সরা প্রভৃতি হইতে পারে। ঘট, সরা আদি ঐ মাটিরূপ ধর্ম্মীতে অনাগত বা সূক্ষ্মরূপে আছে। ঘটত্বনামক ধর্ম্মকে বর্ত্তমান বা অভিব্যক্ত করিতে হইলে কুম্ভকার-রূপ নিমিত্তের প্রয়োজন। কুম্ভকারের ইচ্ছা, বুদ্ধি, কর্ম্মলিপ্সা, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্তই নিমিত্ত। তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মীতে অনভিব্যক্তরূপে স্থিত ফলকে বা কার্য্যকে নিমিত্ত বর্ত্তমানীকরণে সমর্থ।

শঙ্কা হইবে, ঘটের অভিব্যক্তিতে পিণ্ডের অবয়ব স্থানপরিবর্ত্তন করে সত্য, আর অসতের ভাব হয় না ইহাও সত্য, কিন্তু স্থানপরিবর্ত্তন ত হয়, তাহা ও (স্থানপরিবর্ত্তন) পূর্ব্বে থাকে না কিন্তু পরে হয়, অতএব তাহা অনাগত জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিরূপে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়া বা পরিণাম কেবল শক্তিস্রোত বা শক্তির সহিত প্রকাশসংযোগ মাত্র। দ্রুমাভিমানী বুদ্ধিবৃত্তি যদি দশ গণ্ডিতে শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে তাই কুম্ভকার ক্রমশঃ স্বকীয় ইচ্ছা আদি শক্তিকে ব্যক্ত বা ক্রিয়াশীল করিয়া ঘটত্বনামক যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশেষকে প্রকাশিত করে। তাহাতে বোধ হয় যেন পাঁচ মিনিটে এক ঘট ব্যক্ত হইল। তখন কুম্ভকারের ন্যায় আমরাও ঘটের ব্যক্ত হইল ইহা মনে করি। ফলে কুম্ভকার-রূপ নিমিত্তশক্তির এবং মৃৎপিণ্ডের শক্তিবিশেষের সংযোগ-বিশেষের জ্ঞানই ঘটের অভিব্যক্তি বা ঘটের বর্ত্তমানতার জ্ঞান। স্থানপরিবর্ত্তনও ক্রিয়াশক্তির জ্ঞান।

যদি এরূপ জ্ঞানশক্তি হয় যে, যদ্দ্বারা কুম্ভকার-রূপ নিমিত্তের সমস্ত শক্তিকে জানিতে পারা যায় এবং মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদানেরও সমস্ত শক্তি জানিতে পারা যায়, তবে তাহাদের যে অসংখ্য সংযোগ তাহাও জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু লৌকিক মনবুদ্ধিতে যেরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাও জানিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ তাদৃশ যোগজ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইবে যে, এতকাল পরে

কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবে। আরও এক কথা—পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ বিভু; সুতরাং তাহার সহিত সর্ব্বদৃশ্যের সংযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার বৃত্তি শরীরাদির অভিমানের দ্বারা সংকীর্ণ বলিয়া কেবল সংকীর্ণ পথেই জ্ঞান হয়। যেমন রাত্রে গগনের দিকে চাহিলে অনেক অদৃশ্য নক্ষত্রের রশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না, কেবল উজ্জ্বলদের দেখিতে পাই, সেইরূপ। অদৃশ্য তারাদের রশ্মি হইতেও সূক্ষ্ম ক্রিয়া চক্ষুতে হয়। উপযুক্ত শক্তি থাকিলেই তাহা গোচর হইতে পারে। সেইরূপ, বুদ্ধির দেহাভিমান অপগত হইয়া সাত্ত্বিকতার উৎকর্ষ হইলে সমস্ত দৃশ্যই (ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান) যুগপৎ দৃশ্য বা বর্ত্তমান মাত্র হয়। স্বপ্নে এইরূপে কালাচিৎক সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ভবিষ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়।

যখন সতের নাশ ও অসতের উৎপাদ অচিন্তনীয় তখন লৌকিক দৃষ্টিতেও বলিতে হইবে অতীত ও অনাগত ধর্ম অনভিব্যক্তভাবে ধর্ম্মীতে থাকে ও উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অনাগত ধর্ম অভিব্যক্ত হয়। ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মা বর্ত্তমানা ব্যক্তাত্মানোঽতীতানাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ। সর্ব্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথা চ শাস্ত্রানুশাসনং 'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্' ইতি ॥ ১৩ ॥

১৩। সেই ত্র্যধ্বা বা ত্রিকালে স্থিত ধর্ম্মগণ ব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণাত্মক ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—সেই ত্র্যধ্বা ধর্ম্মসকল বর্ত্তমান (অবস্থায়) ব্যক্ত-স্বরূপ, অতীত ও অনাগত (অবস্থায়) ছয় অবিশেষরূপ (১) সূক্ষ্মাত্মক। এই (দৃশ্যমান ধর্ম ও ধর্ম্মী) সমস্তই গুণসকলের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ মাত্র (২), পরমার্থতঃ তাহারা গুণস্বরূপ। তথা শাস্ত্রানুশাসন—"গুণসকলের পরম রূপ জ্ঞানগোচর হয় না, যাহা গোচর হয়, তাহা মায়ার ন্যায় অতিশয় বিনাশী।"

টীকা। ১৩। (১) বর্ত্তমান অবস্থায় স্থিত ধর্ম্মসকলের নাম ব্যক্ত। বর্ত্তমানরূপে জ্ঞাত দ্রব্যই ষোড়শ বিকার, যথা—পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। উহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল ও পরে যাহা হইবে অর্থাৎ উহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাই সূক্ষ্ম। অতএব সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। ইহা অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টি। অতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মৃৎপিণ্ডের পিণ্ডধর্ম্ম ব্যক্ত এবং ঘটাদি অতীতানাগত ধর্ম্ম সূক্ষ্ম।

১৩। (২) পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্তই সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বরূপ। তাদৃশরূপে ধ্যানসকলাক্ষ দর্শন করিয়া পরমার্থ বা দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তি সাধন করিতে হয়।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অব্যক্ত, তাহাদের বৈষম্যাবস্থাই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। ব্যক্তেরা সাক্ষাৎকারযোগ্য কিন্তু দুঃখকরত্বহেতু হেয় মায়ার ন্যায় তুচ্ছ বা তুচ্ছক। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ষষ্টিতন্ত্র শাস্ত্রের (বার্ষগণ্য-আচার্য্য কৃত) অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যম্। যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দ একমিন্দ্রিয়মিতি—

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

প্রখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং, গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি। শব্দাদীনাং মূর্ত্তিসমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেষাঞ্চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী গৌর্বৃক্ষঃ পর্ব্বত ইত্যেবমাদিঃ। ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্যপ্রণামিত্বাবকাশদানান্যুপাদায় সামান্যমেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ।

নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরোঽস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তুস্বরূপমপহ্নুবতে জ্ঞান-পরিকল্পনা-মাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতোঽস্তীতি য আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন সমস্ত বস্তু ত্রিগুণাত্মক তখন 'এক শব্দতন্মাত্র' 'এক ইন্দ্রিয় (কর্ণ বা চক্ষু বা কিছু)' এরূপ একত্বধী কিরূপে হয় ?—

১৪। (মূলকারণ গুণ-সকলের) একরূপে (একযোগে) পরিণামহেতু বস্তুতত্ত্বের একত্ব জ্ঞান হয় ॥ সূ

প্রখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল গ্রহণাত্মক গুণত্রয়ের করণরূপ এক পরিণাম হয়—(যেমন) শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়। (সেইরূপ) গ্রাহ্যাত্মক গুণের শব্দভাবে এক শব্দ-বিষয়-রূপ একটি পরিণাম হয়। শব্দাদি তন্মাত্রের কাঠিন্যানুরূপসজাতীয় এক পরিণামই তন্মাত্রাবয়ব পৃথিবী-পরমাণু বা ক্ষিতিভূত (১)। সেইরূপ তাহাদের (ক্ষিতিভূতের অণুদের) এক পরিণাম (ভৌতিক সংহত) পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্ব্বত ইত্যাদি। ভূতান্তরেও (সেইরূপ) স্নেহ, ঊষ্ণ্য, প্রণামিত্ব ও অবকাশ-দানত্ব গ্রহণ করিয়া ঐরূপ সামান্য বা একত্ব এবং একবিকারারম্ভ সমাধান কর্ত্তব্য অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ সমাধেয়।

"বিজ্ঞানের অসহভাবী—এরূপ কোনও বিষয় নাই, কিন্তু স্বপ্নাদিতে কল্পিত জ্ঞান বিষয়াভাবকালেও থাকে" এই প্রকারে যাঁহারা বস্তুস্বরূপ অপলাপিত করেন, যাঁহারা বলেন যে, বস্তু (কেবল) জ্ঞানের পরিকল্পন মাত্র, স্বপ্নবিষয়ের ন্যায় পরমার্থতঃ নাই, তাঁহারা সেইরূপে স্বমাহাত্ম্যে দ্বারা প্রত্যুপস্থিত (২) বস্তুকে, অপ্রমাণাত্মক বিকল্পজ্ঞানবলে বস্তুস্বরূপ ত্যাগপূর্ব্বক (অর্থাৎ অসৎ বলিয়া) অপলাপ করিয়া, কিরূপে শ্রদ্ধেয়বচন হইতে পারেন ?

টীকা। ১৪। (১) সমস্ত দ্রব্যের মূল ত্রিসংখ্যক গুণ। তাহাতে কোন বস্তু এক বলিয়া কিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে ? তদুত্তরে এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। গুণ তিন হইলেও তাহারা অবিয়োজ্য। রজ ও তম ব্যতীত সত্ত্ব-গুণ জ্ঞেয় হয় না। রজ এবং তমও সেইরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরিণাম =পরিদৃশ্য (তম) ক্রিয়াবস্থাপ্রাপ্তি-জনিত (রজ) বোধ (সত্ত্ব)। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই প্রত্যেক পরিণামে থাকিবেই থাকিবে। অর্থাৎ গুণ তিন হইলেও মিলিতভাবে পরিণাম হওয়াই তাহাদের স্বভাব। তজ্জন্য পরিণত বস্তু এক বলিয়া বোধ হয়। যেমন শব্দ—শব্দে ক্রিয়া, শক্তি ও প্রকাশ-ভাব আছে, তদ্ব্যতীত শব্দজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শব্দ তিন বলিয়া বোধ হয় না, এক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপে পরিণামের একত্বের জন্য বস্তুসকল একতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। তন্মাত্রাবয়ব = তন্মাত্র অবয়ব যাহাদের, তাদৃশ ক্ষিতিভূত।

১৪। (২) সূত্রকার বস্তুতত্ত্বের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিকদের মত সাব্যস্ত হয় না, ইহা ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ দেখাইয়াছেন। সূত্রের অবশ্য তদ্বিষয়ে তাৎপর্য্য নাই।

বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি এই—যখন বিজ্ঞান না থাকে তখন কোন বাহ্য বস্তুর সত্তার উপলব্ধি হয় না; কিন্তু যখন বাহ্য বস্তু না থাকে তখনও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে। যেমন স্বপ্নে রূপরসাদির জ্ঞান হয়। অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত আর বাহ্য কিছু নাই। বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র। (যে ইন্দ্রিয়বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয় তাহাই 'বস্তু')।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য সত্তার জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কারণ, জ্ঞানশক্তি ব্যতীত কিরূপে জ্ঞান হইবে? কিন্তু বাহ্য বস্তু ব্যতীত যে বাহ্যজ্ঞান হয়, ইহা সত্য নহে। স্বপ্নে বাহ্যজ্ঞান হয় না, কিন্তু বাহ্য বস্তুর সংস্কারের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ের বহির্দ্রব্য ক্রিয়ার সহিত সংযোগ না হইলেও যে রূপাদি বাহ্যজ্ঞান আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদাহরণ নাই। জন্মান্ধ কখনও রূপের স্বপ্ন দেখে না।

শিশুমাত্রই বিজ্ঞানবাদীর প্রমাথ, কারণ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি বাহ্য বস্তু যে আছে, তাহা তাহারা স্বসাহায্যে সকলের বোধগম্য করাইয়া দেয়। তথাপি বস্তুশূন্য বাঙ্মাত্র কতকগুলি বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীরা উহার অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক মায়াবাদীদের সহিত বিজ্ঞানবাদীর এ বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য অবস্তু। যদি শঙ্কা করা যায় তবে এই প্রপঞ্চ হইল কিরূপে? তদুত্তরে তাঁহারা 'প্রপঞ্চ নাই; কারণও অসৎ, তাই কার্য্যও অসৎ' ইত্যাদি বৈকল্পিক প্রলাপমাত্র বলেন।

পরমার্থ-দৃষ্টিতে দুই পদার্থ স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী। এক হেয় ও অন্য উপাদেয়। হেয় দুঃখ ও দুঃখহেতু বিকারী পদার্থ, আর উপাদেয় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পদার্থ। যতদিন পরমার্থ সাধন করিতে হয়, ততদিন হান ও হেয় পদার্থ গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে পরমার্থ-দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং তখন আর হেয় ও হান থাকে না। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন অনাদি হেয় পদার্থ পরমার্থতঃ আছে। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে যাহা থাকে তাহার নাম স্বরূপ-দ্রষ্টা, তাহা মনের অগোচর। 'পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব' § ৬ দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্। কুতশ্চৈতদন্যায্যাৎ—

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বহুচিত্তালম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং তৎ খলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং নাপ্যনেকচিত্তপরিকল্পিতং কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠম্। কথং? বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ, ধর্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি সুখজ্ঞানং ভবতি অধর্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানম্ অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি। কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতং—ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগো যুক্তঃ তস্মাৎ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ। নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোঽপ্যস্তি ইতি। সাংখ্যপক্ষে পুনর্বস্তু ত্রিগুণং, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসম্বধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্যমানস্য তেন তেনাত্মনা হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥

পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত। যে চাস্যানুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিষয় জ্ঞানসহজাত কারণ, তাহারা ভোগ্য, যেমন সুখাদি অর্থাৎ সুখাদিরা ভোগ্য মানস ভাবমাত্র, শব্দাদিরাও ভোগ্য সুতরাং তাহারাও মানস ভাবমাত্র। তাঁহারা এই প্রকারে বস্তুর জ্ঞানসাধারণত্ব বাধিত করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর ক্ষণে বস্তু স্বরূপের সত্তা অপলাপিত করেন (তন্মতও এই সূত্রের দ্বারা খণ্ডিত হয় না)—

১৬। বস্তু এক চিত্তের তন্ত্র নহে, (কেননা) তাহা হইলে যখন সেইটি অপ্রমাণক অর্থাৎ জ্ঞানের অগোচর হইবে, তখন তাহা কি হইবে? (১) ॥ সূ

যদি বস্তু একচিত্ততন্ত্র হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে, সেই চিত্তকর্তৃক বস্তুর স্বরূপ অপরামৃষ্ট হওয়ায় অন্যের অবিষয়ীভূত, অপ্রমাণক বা সকলের দ্বারা অগৃহীতস্বভাব (১) হইয়া তখন তাহা কি হইবে? আর, তাহা চিত্তের সহিত পুনরায় সম্বধ্যমান হইয়া কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হইবে? আর, বস্তুর যে অজ্ঞাত অংশসকল তাহারাও থাকিতে পারে না। এইরূপে যেমন "পৃষ্ঠ নাই" বলিলে "উদর নাই" বুঝায় (সেইরূপ অজ্ঞাত ভাগ না থাকিলে জ্ঞাত ভাগ বা জ্ঞানও অসৎ হইয়া পড়ে)। সেইকারণ অর্থ সর্ব্বপুরুষসাধারণ ও স্বতন্ত্র, আর, চিত্তসকলও স্বতন্ত্র এবং প্রতিপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রভাবিত থাকে। উভয়ের (চিত্তের ও অর্থের) সম্বন্ধ হইতে যে উপলব্ধি তাহাই পুরুষের বিষয়ভোগ।

টীকা। ১৬। (১) এই সূত্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা ভাষ্যেরই অংশ। ইহার দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, বস্তু সর্ব্বপুরুষসাধারণ, আর, চিত্ত প্রতিপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, বাহ্য বস্তু বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। তাহা একচিত্ততন্ত্র বা একচিত্তের দ্বারা কল্পিত নহে। কিন্তু তাহা বহু চিত্তের দ্বারাও কল্পিত নহে। কিন্তু বস্তু ও চিত্ত অপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম অনুভব করিয়া যাইতেছে।

বিষয়কে একচিত্ততন্ত্র বলিলে তাহা যখন জ্ঞায়মান না হয়, তখন তাহা কি হয়? বস্তু যদি চিত্তের কল্পনামাত্র হয়, তবে চিত্তের সেই কল্পনা না থাকিলে বস্তুও থাকে না; কিন্তু তাহা হয় না। শূন্যবাদী যখন শূন্যকল্পনা করিতে করিতে চলেন তখন তাঁহার মস্তকে যদি কোন কঠিন দ্রব্যে আহত হয়, তখন তিনি কি বলিবেন তাঁহার কল্পনা হইতেই ঐ কঠিন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে? আর, তদীয় সাঙ্গপাঙ্গেরও সেই স্থানে মাথায় আঘাত লাগিলে তাঁহারাও কি সেই স্থানে আসিয়া অনুরূপ কল্পনার দ্বারা সেই কঠিন বিষয় সৃজন করিবেন? বিশেষতঃ দ্রব্যের উপস্থিত বা জ্ঞায়মান ভাগ এবং অনুপস্থিত বা অজ্ঞাত ভাগ থাকে। যদি বিষয় জ্ঞান-সহভূ হয়, তবে সেই অজ্ঞাত ভাগ কিরূপে থাকিতে পারে?

পরন্তু বহু চিত্তের দ্বারা এক বস্তু কল্পিত এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। বহু চিত্ত কেন একরূপ বিষয়ের কল্পনা করিবে তাহার হেতু নাই, এবং পূর্ব্বোক্ত দোষও তাহাতে আসিবে। সাধারণ লোকের নিকট একরূপ মত (বিষয়ের চিত্তকল্পিতত্ব) হাস্যাস্পদ হইবে কারণ, স্বভাবতঃ প্রাণীরা বিষয়কে ও নিজেকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী তাহা ভ্রান্তি বলিয়া ঐ ঐ দৃষ্টির দ্বারা জগতকে বুঝাইতে যান। উহা কেন ভ্রান্তি? তদুত্তরে ঐ দুই বাদীরাই বলিবেন যে, উহা আমাদের আগমে আছে।

বিজ্ঞানবাদী মনে করেন, যখন বুদ্ধ রূপস্কন্ধকে অসংস্কারণক বা মূলতঃ শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, আর বিজ্ঞানের নিরোধে সমস্ত নিরোধ বা শূন্য হয় বলিয়াছেন, তখন যেকোন

প্রকারে হউক বাহ্যের শূন্যত্ব দেখাইতেই হইবে। আবার বিজ্ঞানবিরোধ হইলেও যদি বাহ্য পদার্থ থাকে, তবে তাহা শূন্য হইবে কিরূপে? তাহা বরাবরই থাকিবে, ইত্যাদ্যাকার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানবাদ আদির দ্বারা তাঁহারা ঐ বিষয় বুঝাইতে যান।

আর্য মায়াবাদীরা (বৌদ্ধ মায়াবাদীও আছেন) মনে করেন জগৎ সৎকারণক। সেই সৎ পদার্থ অবিকারি-দ্রব্য। তাঁহা হইতেই বিকারশীল জগৎ। দ্রব্য বিকারী নহেন। অতএব জগৎ নাই। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় সুতরাং কল্পনামাত্র বলিয়া সঙ্গতি করিবার চেষ্টা করেন।

সাংখ্যের সেরূপ প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয় পদার্থকে সৎ বলেন। তন্মধ্যে দৃশ্য বা প্রাকৃত পদার্থ বিকারশীল সৎ এবং দ্রষ্টা অবিকারী সৎ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিদ্যামূলক বিয়োগই পরমার্থ-সিদ্ধি। দৃশ্যেরও দুই ভাগ ব্যবসায় ও ব্যবসেয়। তন্মধ্যে ব্যবসায় বা গ্রহণ প্রতিপুরুষে ভিন্ন ভিন্ন আর ব্যবসেয় বা শব্দাদি বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। গ্রহণ এবং গ্রাহ্যের সহিত সম্বন্ধ হইলেই বিষয়জ্ঞানরূপ ভোগ সিদ্ধ হয়।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃসধর্মকং চিত্তমভিসম্বধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতস্ততোঽন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ। বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরিণামি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। (বাহ্যজ্ঞানের জন্য) বস্তুর দ্বারা উপরাগের অপেক্ষা থাকায় বাহ্য বস্তু চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয় ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—বিষয়সকল অয়স্কান্ত মণির ন্যায়, তাহারা লৌহের সদৃশ চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া উপরঞ্জিত করে। চিত্ত যে বিষয়ে উপরক্ত হয় সেই বিষয় জ্ঞাত আর তদ্ভিন্ন বিষয় অজ্ঞাত। বস্তুর জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপত্ব-হেতু চিত্ত পরিণামী (১)।

টীকা। ১৭। (১) বিষয় চিত্তকে আকৃষ্ট করে বা পরিণামিত করে। অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহকে আকৃষ্ট করে, সেইরূপ। বিষয়ের মূল শব্দাদি ক্রিয়া, তাহারা ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তস্থানে যাইয়া চিত্তকে পরিণামিত করে। বিষয় চিত্তকে বস্তুতঃ শরীরের বাহিরে আনে না, তবে বৃত্তি হইলে তাহা বাহ্যবিষয়ক বৃত্তি হয়, সুতরাং বিষয় চিত্তকে বহির্মুখ করে (বৃত্তির দ্বারা) এরূপ বলা সঙ্গত। অন্যান্যে চিত্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহিরে যাইয়া বিষয়ে বৃত্তিলাভ করে। ইহা সত্য নহে। আধারভূত চিত্ত অনধার দ্রব্যে অবস্থান করিতে পারে না সুতরাং চিত্ত নিরাশ্রয় হইয়া বাহিরে থাকিতে পারে না। অধিষ্ঠানদেশেই চিত্তের ও বিষয়ের মিলন হয়, এবং তথায় চিত্তের পরিণাম হয়। চিত্তস্থানকে হৃদয় বলা যায়। তথায় বিষয় উদ্ভূত ও লীন হয়। "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্মনসঃ স্থিতিকারণম্ ॥" (সর্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ভাব হইলে তখন বিশ্বরূপের অধিষ্ঠান হয়)। উপরাগের অর্থাৎ বৈষয়িক ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের সক্রিয় হওয়ার অপেক্ষা আছে বলিয়া কোন বিষয় জ্ঞাত ও কোন বিষয় (যাহা অনুপরঞ্জিত) অজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ চিত্তের জ্ঞানান্তর হয়।

চিত্তের বিষয় হইবার 'বস্তু' পৃথক্ ভাবে আছে। তাহারা কখন কখন যথাযোগ্য কারণে সম্বদ্ধ হইয়া চিত্তকে উপরঞ্জিত বা আকারিত করে। তাহাতে চিত্তে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়,

সত্ত্বেও বস্তু থাকিলেও চিত্তে তাহার জ্ঞান হয় না। অতএব সরূপ স্বতন্ত্র চৈত্তিক বিষয় কখন জ্ঞাত এবং কখন অজ্ঞাত হয়। ইহার দ্বারা চিত্তের জ্ঞানানাত্মকরূপ পরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, অন্য স্বতন্ত্র পদার্থের ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের বিকার হয়। (২।২০ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা অনুভবগম্য বিষয়।

ভাষ্যম্। যদা তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তদা—

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত ততস্তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বদ্ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদাজ্ঞাতত্বং তু মনসঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন আবার সেই চিত্ত বিষয় সেই—

১৮। চিত্তের প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বহেতু চিত্তবৃত্তিগণ সর্বদাই জ্ঞাত বা প্রকাশ্য ॥ সূ

যদি চিত্তের ন্যায় তৎপ্রভু পুরুষও পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন তবে তাঁহার প্রকাশ্য যে চিত্তবৃত্তিগণ তাহারাও শব্দাদি-বিষয়ের ন্যায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হইত। কিন্তু মনের সদাপ্রকাশত্ব তাহার প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বকে অনুমাপিত করে (১)।

টীকা। ১৮। (১) চিত্তের বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত, তাহা সদাজ্ঞাত। চিত্তের বৃত্তি আছে অথচ তাহা জ্ঞাত হয় না, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ২।২০ (২) টীকায় ইহা সম্যক্ দর্শিত হইয়াছে। প্রমাণাদি যে কোন বৃত্তি হউক না, তাহা 'আমি জানিতেছি' এইরূপে অনুভূত হয়। সেই 'আমি' গ্রহীতা বা পৌরুষ প্রত্যয়। তাহা সদাই পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট। পুরুষের দ্বারা অদৃষ্ট কোন প্রত্যয় হইতে পারে না। প্রত্যয় হইলেই তাহা দৃষ্ট হইবে। প্রত্যয় আছে অথচ তাহা জ্ঞাত নহে, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত। (চিত্ত এস্থলে প্রত্যয় মাত্র)।

পুরুষরূপ জ্ঞানশক্তির যদি কিছু বিকার থাকিত, তবে এই সদাজ্ঞাতত্বের ব্যভিচার হইত। জ্ঞানশক্তির বিকার অর্থে জ্ঞ ও অজ্ঞ ভাব। সুতরাং তাহা হইলে চিত্তের সদাজ্ঞাতত্ব থাকিত না—কোনটা জ্ঞাতচিত্ত, কোনটা বা অজ্ঞাতচিত্ত হইত। কিন্তু চিত্তের সেরূপ অবস্থা কল্পনীয়ও নহে। এইরূপে চিত্তের পরিণামিত্ব ও পুরুষের অপরিণামিত্ব-হেতু উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়।

শব্দাদিরূপে পরিণত হওয়াই চিত্তের বিষয়ত্ব। শব্দাদি-ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে ক্রিয়াশীল করে তদ্দ্বারা চিত্ত সক্রিয় হয়, তাহাই বিষয়-জ্ঞান। বৃত্তি আছে অথচ তাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাতৃপ্রকাশিত নহে এরূপ হইতে পারে না। জ্ঞাতৃপ্রকাশ্য বৃত্তি যদি অজ্ঞাত হইত, তবে দ্রষ্টা কখন দ্রষ্টা কখন অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন। অর্থাৎ পুরুষের যোগে বৃত্তি জ্ঞাত হয় দেখা যায়, পুরুষের যোগও আছে অথচ বৃত্তি জ্ঞাত হইতেছে না এরূপ যদি দেখা যাইত তবে পুরুষ দ্রষ্টা ও অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন।

ভাষ্যম্। স্যাদাশঙ্কা চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ ভবিষ্যতি, অগ্নিবৎ—

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি তথা মনোঽপি প্রত্যেতব্যম্। ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, ন হ্যগ্নিরাত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশক-সংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্যথা স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্ববুদ্ধিপ্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহম্, অমুত্র মে রাগোঽমুত্র মে ক্রোধ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতে পারে চিত্ত স্বপ্রকাশ এবং বিষয়প্রকাশ, যেমন, অগ্নি (কিন্তু)—

১৯। তাহা (চিত্ত) দৃশ্যত্বহেতু স্বপ্রকাশ নহে ॥ সূ

যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদিরা দৃশ্যত্বহেতু স্বাভাস নহে, সেইরূপ মনকেও জানিতে হইবে। এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না—(কেননা) অগ্নি অপ্রকাশ আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করে না। অগ্নির যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সংযোগ হইতে হয় দেখা যায়, অগ্নির স্বরূপমাত্রের সহিত তাহাতে সংযোগ নাই। কিঞ্চ চিত্ত স্বাভাস' বলিলে তাহা 'অপর কাহারও গ্রাহ্য নহে' ইহাই শব্দার্থ হইবে। যেমন স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ। পরন্তু চিত্ত গ্রাহ্যস্বরূপ, যেহেতু স্বচিত্তব্যাপারের প্রতিসংবেদন (অনুভব) হইতে প্রাণীদের প্রবৃত্তি দেখা যায়, (যেমন) 'আমি ক্রুদ্ধ', 'আমি ভীত,' 'ঐ বিষয়ে আমার রাগ আছে,' 'উহার উপর আমার ক্রোধ আছে' ইত্যাদি। স্ববুদ্ধি যদি অগ্রাহ্য (অহংরূপে গ্রহীতার) হইত তবে ঐরূপ ভাব সম্ভবপর হইত না (১)।

টীকা। ১৯। (১) চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বাভাস নহে, যেহেতু তাহা দৃশ্য। যাহা দৃশ্য তাহা দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত পৃথক্। দ্রষ্টার আবার দ্রষ্টা হইতে পারে না বলিয়া দ্রষ্টা স্বাভাস, কিন্তু দৃশ্য সেরূপ নহে, দৃশ্য অচেতন। 'আমি' চেতন বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আমার দৃশ্য শব্দাদিজ্ঞান ও ইচ্ছাদি ভাব অচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা স্ববোধ, তাহা আমিত্বের প্রত্যক্‌রূপ চেতন অংশ। যে সব পদার্থ 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয় তাহাতে বোধ নাই, তাহারা বোধ্য। চিত্ত সেইরূপ বোধ্য বলিয়া স্বাভাস বা স্ববোধস্বরূপ নহে। চিত্ত কেন বোধ্য? যেহেতু এইরূপ অনুভব হয় যে—'আমার রাগ আছে', 'আমি ভীত', 'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদি। রাগ, ভয়, ক্রোধ আদি চিত্তপ্রত্যয় এইরূপে বোধ্য বা দৃশ্য হয়। সুতরাং তাহা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা নহে বলিয়া স্বাভাস নহে।

শঙ্কা হইতে পারে, রাগাদিবৃত্তিকে চিত্তই জানে, অতএব চিত্তও স্বাভাস। তদুত্তরে বক্তব্য আমাদের অনুভব হয় যে 'আমি জানি'। অতএব যদি বল যে রাগাদিকে চিত্তই জানে, তবে সেই চিত্ত হইবে 'আমি'। আমি 'জ্ঞাতা' সুতরাং চিত্তের একাংশ জ্ঞাতা ও অন্যাংশ রাগাদি জ্ঞেয় হইবে। 'আমি জ্ঞাতা' ইহা আবার কে জানে?—অতঃপর এই প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে, 'আমিই জানি আমি জ্ঞাতা।' অতএব আমাদের মধ্যে এরূপ অংশ স্বীকার করিতে হইবে যাহা নিজেকেই নিজে জানে। তাহা রাগাদি অচেতন চিত্তাংশ হইতে বিলক্ষণতাহেতু সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে। অতএব স্বাভাস বিজ্ঞাতা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে। কিন্তু তাহা নিত্যবোধ হইবে। আর, বিজ্ঞান জ্ঞায়মানতা বা সাধ্য বোধ।

'জ্ঞান'-রূপ ক্রিয়াই বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞাতা অ-বাস্তব। এইরূপে দৃশ্য হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয়।

দুর্বুদ্ধি লোকেরা চিত্তকেই স্বাভাস ও বিষয়াভাস বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার (উভয়াভাসের) উদাহরণ কোথায়? তখন বলে, অগ্নি তাহার উদাহরণ। যেমন অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে, এবং অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশ করে, চিত্তও সেইরূপ। ইহা কিন্তু কাল্পনিক উদাহরণ। অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে ইহার অর্থ কি? তাহার অর্থ—অন্য এক চেতন জ্ঞাতার আলোক-জ্ঞান হয়। অগ্নি অপরকে প্রকাশ করে তাহার অর্থ—অপর দ্রব্যে পতিত আলোকের জ্ঞান হয়। ফলতঃ এস্থলে প্রকাশক চেতন গৃহীতা আর প্রকাশ্য আলোক বা জ্ঞেয়ভূত। সব জ্ঞান যেরূপ দ্রষ্টৃসাপেক্ষ হয়, উহাও তদ্রূপ। উহা স্বাভাস ও বিষয়াভাসের উদাহরণ নহে। অগ্নি যদি "আমি অগ্নি" এইরূপ ভাবে স্বরূপকে প্রকাশ করিত, এবং কোন অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিত বা জানিত, তবে তাহা উদাহার্য হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্নির স্বরূপের সহিত কিছু সম্বন্ধ নাই, কেবল কল্পনায় অগ্নিকে চেতনব্যক্তিবৎ ধরিয়া উদাহরণ করিতে হইয়াছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্ব-পররূপাবধারণং যুক্তম্। ক্ষণিকবাদিনো যদ্ ভবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥

২০। কিঞ্চ (চিত্ত স্বাভাস নহে বলিয়া) এক সময়ে উভয়ের (জ্ঞাতৃভূত চিত্তের ও বিষয়ের) অবধারণ হয় না ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে স্বরূপ ও পররূপ (১) (উভয়ের) অবধারণ হওয়া যুক্ত নহে। ক্ষণিকবাদীদের মতে যাহা উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া আর তাহাই কারক (সুতরাং তন্মতে কারক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা উৎপন্ন ভাব এই উভয়ের জ্ঞান বা ক্রিয়া এক সময়ে হওয়া উচিত, তাহা না হওয়াতে চিত্ত স্বাভাস নহে)।

টীকা। ২০। (১) চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ সত্য। তাহাকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হয়। উভয়াভাস হইলে এক্ষণে নিজরূপ বা জ্ঞাতৃরূপ ('আমি জ্ঞাতা' এইরূপ) এবং বিষয়রূপ এই উভয়ের অবধারণ হইবে। কিন্তু তাহা হয় না; অবধারণ এক্ষণে উহাদের মধ্যে এক পদার্থেরই হয়। যে চিত্তব্যাপারের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয় তদ্দ্বারা জ্ঞাতৃভূত চিত্তেরও জ্ঞান হয় না। জ্ঞাতৃভূত চিত্তজ্ঞানের এবং বিষয়জ্ঞানের ব্যাপার পৃথক্। ঐ দুই জ্ঞান এক্ষণে হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। চিত্তকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা বলা হয়, অতএব চিত্তের স্বরূপ অর্থে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব, পররূপ অর্থে 'জ্ঞেয়রূপ' ভাব।

এতদ্দ্বারা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষও নিরস্ত হয় তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্রিয়া, কারক ও কার্য্য তিনই এক। কারণ, চিত্তবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী ও মূলশূন্য বা নিরন্বয় অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনই তন্মতে এক। তাঁহারা বলেন, "ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে।"

আত্মজ্ঞান-ক্ষণে বিষয়জ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান-ক্ষণে আত্মজ্ঞান হওয়া যুক্ত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদে চিত্ত যখন এক্ষণিক, আর জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞেয় (ভূতি) যখন অভেদবর্তিত[?],

তখন নিজরূপকে ('আমি জ্ঞাতা' এই রূপকে) এবং জ্ঞেয়কে বা পররূপকে (বিষয়রূপকে) জানার অবসর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অতএব চিত্ত যুগপৎ জ্ঞাতৃ-প্রকাশক ও বিষয়াভাসক নহে বলিয়া স্বাভাস নহে, পরন্তু তাহা দৃশ্য। তাহাই বিষয়াকারে পরিণত হয় ও বিষয়রূপে দৃশ্য হয়। জ্ঞাতৃরূপকে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জানা যায় বলিয়া তাহা ব্যাপারবিশেষ, তাহা নির্ব্যাপার 'জানা মাত্র' বা স্বাভাস নহে। ব্যাপারহীন স্বাভাস পদার্থ স্বীকার করিলে অপরিণামী চিতিশক্তিকে স্বীকার করা হয়। যাহা ব্যাপারের ফল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ নহে।

এখানকার যুক্তি এইরূপ—চিত্ত স্বাভাস না হইলেও তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হইবে এবং এককালে দুই ভাবের অবধারণ হওয়া উচিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে।

ভাষ্যম্। স্যান্মতিঃ স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যত ইতি—

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতি-প্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাস্তাবত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি, তৎসঙ্করাচ্চৈক-স্মৃত্যনবধারণং চ স্যাৎ।

ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনঃ পুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্তৃস্বরূপং যত্র ক্বচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্ত্বমাত্রমপি পরিকল্প্য অস্তি স সত্ত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি। তথা স্কন্ধানাং মহানির্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্ত্বস্য পুনঃ সত্ত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্য-যোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারমুপযন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—(চিত্ত স্বাভাস না হইলেও) এই মত (মতান্তর) হইতে পারে যে—বিনাশ-স্বভাব চিত্ত পরোৎপন্ন অন্য এক চিত্তের (১) প্রকাশ্য। কিন্তু—

২১। চিত্ত চিত্তান্তরের প্রকাশ্য হইলে, চিত্তপ্রকাশক চিত্তের অনবস্থা হয় আর স্মৃতিসঙ্করও হয় ॥ সূ

চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় (তবে সেই) চিত্তের প্রকাশক চিত্ত আবার কিসের দ্বারা প্রকাশ্য হইবে? (অন্য এক চিত্ত তৎপ্রকাশক এরূপ বলিলে) তাহাও আবার অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, আবার ইহাও অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে এইরূপে অনবস্থা বা অতিপ্রসঙ্গ-দোষ উপস্থিত হইবে। স্মৃতিসঙ্করও হইবে—যতগুলি চিত্তপ্রকাশক চিত্তের অনুভব হইবে, ততগুলি স্মৃতি হইবে, তাহাদের সাঙ্কর্য্য-হেতু কোন একটি স্মৃতির বিশুদ্ধরূপে অবধারণ হইবে না।

এইরূপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের অপলাপ করিয়া বৈনাশিকেরা সমস্ত আকুলীকৃত বা বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যে-কোন বস্তুকে ভোক্তৃ-স্বরূপ কল্পনা করাতে ন্যায়মার্গে গমন করেন না। কেহ বা (ভক্তসত্ত্বানবাদী) সত্ত্বমাত্র কল্পনা করিয়া বলেন যে—"এক সত্ত্ব

আছে, যাহা এই (সাংসারিক) পঙ্কজ ত্যাগ করিয়া (মুক্তাবস্থায়) অন্য ফলসকল অনুভব করে” এইরূপ বলিয়া তাহা হইতেও পুনশ্চ ভীত হন। সেইরূপ (অপর কেহ অর্থাৎ সুখবাদী) ফলসকলের যথানির্দ্দেশের জন্য, বিনাশের জন্য, অনুৎপত্তির জন্য ও প্রশান্তির জন্য গুরুর সমীপে ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিব বলিয়া পুনশ্চ সত্ত্বের সত্তাও অপলাপিত করেন। সাংখ্যযোগাদি প্রবাদ (প্রকৃষ্ট উক্তি)-সকল স্ব-শব্দের দ্বারা চিত্তের ভোক্তা স্বামী পুরুষকে প্রতিপন্ন করেন (২)।

টীকা। ২১। (১) বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পৃথক্‌-জ্ঞানই হানোপায়। তাহা আগমের দ্বারা ও অনুমানের দ্বারা জানিয়া, পরে সমাধিবলে সম্যক্ সাক্ষাৎ করিলে তবেই সম্যক্ বিবেকখ্যাতি হয়। তজ্জন্য সূত্রকার চিত্ত ও পুরুষের ভেদ যুক্তিদ্বারা এইসকল সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। চিত্তের স্বাভাসত্ব অসিদ্ধ হইল বটে কিন্তু যদি বলা যায় যে, এক চিত্তের দ্রষ্টা, আর এক চিত্তবৃত্তি তাহাও সঙ্গত হইতে পারে এবং তাহাতে পুরুষস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দেখাও যায় যে, পূর্ব্ব চিত্তকে পরবর্ত্তী চিত্তের দ্বারা জানি—যেমন, ‘আমার রাগ হইয়াছিল’ ইহাতে পূর্ব্বকার রাগচিত্তকে বর্ত্তমান চিত্তের দ্বারা জানিতেছি।

এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা সূত্রকার দেখাইয়াছেন। যদি পূর্ব্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক চিত্তকে একই চিত্তের বিভিন্ন খণ্ড বলা যায়, তাহা হইলে এক চিত্ত আর এক চিত্তের দ্রষ্টা এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, চিত্ত একই হইলে এবং তাহা স্বাভাস না হইলে, তাহা সদাই দৃশ্য হইবে, কদাপি দ্রষ্টা হইবে না।

তবে যদি প্রতিক্ষণের চিত্তকে পৃথক্ ধরা যায়, তবেই উপর্য্যুক্ত আশঙ্কা উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে গুরু-দোষ হয়। এক চিত্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথক্ চিত্তের দ্রষ্টা বলিলে বুদ্ধি-বুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ হয়। কারণ, বর্ত্তমান চিত্ত বর্ত্তমান অন্য চিত্তের দ্বারা দৃষ্ট হইলেই তাহা চিত্ত হইবে। ভবিষ্যৎ চিত্তের দ্বারা তাহা বর্ত্তমানে কিরূপে দৃষ্ট হইবে? অতএব অসংখ্য বর্ত্তমান দ্রষ্টৃচিত্ত কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ক চিত্তের দ্রষ্টা খ চিত্ত, ক-খ-র দ্রষ্টা গ, ক-খ-গ-র দ্রষ্টা ঘ ইত্যাদি প্রকার হইবে এবং তাহাতে বিবর্দ্ধমান দৃশ্যচিত্তের দ্রষ্টৃ-স্বরূপ অসংখ্য চিত্ত কল্পনা করিতে হয়।

বুদ্ধি-বুদ্ধি বা বুদ্ধির (চিত্তের) দ্রষ্টা অন্য বুদ্ধি। অসংখ্য বুদ্ধি-বুদ্ধি কল্পনা করা-রূপ অনবস্থা-দোষ উক্ত মতে আপতিত হয়, পরন্তু উহাতে স্মৃতিসঙ্করও হইবে। অর্থাৎ কোন এক অনুভবের বিশুদ্ধ স্মৃতি হওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক অনুভব অসংখ্য পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভবের প্রকাশক হইবে, তাহাতে যুগপৎ অসংখ্য স্মৃতি (স্মৃতি = অনুভূত বিষয়ের পুনরনুভব) হইবে, তাহাতে কোন এক বিশেষ স্মৃতির অনুভব অসম্ভব হইবে, অর্থাৎ তন্মতে পূর্ব্বক্ষণিক প্রত্যয় বা হেতু হইতে পরক্ষণিক প্রতীতি বা কার্য্য উৎপন্ন হয় সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যয়ে অসংখ্য পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে নচেৎ পূর্ব্বের স্মরণরূপ প্রতীতাচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক বর্ত্তমান চিত্তে পূর্ব্বের অসংখ্য অনুভূতিরূপ স্মরণজ্ঞান থাকা আবশ্যক হইল, তাহা হইলে কাযেকাযেই স্মৃতিসঙ্কর হইবে।

অতএব যখন দেখা যায় যে একদা এক স্মৃতির স্পষ্ট অনুভব হয়, তখন সাংখ্যীয় ব্যবস্থাই সঙ্গত। তাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তু স্বীকৃত হয়। যে বস্তুর সহিত পুরুষোপদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির সংযোগ হয়, তাহাই অনুভূত হয়, জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানব্যাপার মূলতঃ জড়। কারণ, তাহার সমস্ত উপাদান (ত্রিগুণ) দৃশ্য। তাহা প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্তায় চেতনবৎ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি বা বিষয়োপরক্ত জ্ঞানশক্তি প্রতিসংবিদিত হয়।

২১। (২) চিৎস্বরূপ পুরুষ সাংখ্যের ভোক্তা। তাহাতে (অর্থাৎ এইরূপ দর্শনে) মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তি সুসঙ্গত হয়। বৈনাশিকের মতে বিজ্ঞানের উপরে কিছুই নাই বা শূন্য। সুতরাং বিজ্ঞাননিরোধের প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় না। নিজেই নিজেকে শূন্য বা অসৎ করিতে পারে এরূপ কোন বস্তুর উদাহরণ নাই। সুতরাং চেষ্টার দ্বারা বিজ্ঞান নিজেকে শূন্য করিবে, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে কোন বস্তুর অভাব হয় না। কেবল সংযোগ বা তাদৃশ পদার্থের অভাব হইতে পারে। সংযোগ বস্তু নহে, কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ; সুতরাং তাহার অভাব বলিলে বস্তুর অভাব বলা হয় না।

ক্ষণিক-সন্তান-বাদীরা বলেন যে, সত্ত্বগণ (সত্ত্ব অর্থে জীব এবং বস্তু) সাংসারিক পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করিয়া নির্বাণ-অবস্থায় থাকিতেও, শুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ (বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ বা সমূহ) গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁহারা চিত্তের নিরোধ-অবস্থার সঙ্গতি করিতে পারেন না। কারণ, চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তন্মতে শূন্য হয়, শূন্য হইতে পুনঃ চিত্তের উত্থানরূপ অসম্ভব কল্পনাকে ন্যায়সঙ্গত করিতে তাঁহারা পারেন না। অথবা চিত্তসন্তানের নিরোধও (তন্মতে নিরোধ ভাব-পদার্থের অভাব) তাঁহাদের দৃষ্টি-অনুসারে দেখিলে ন্যায্য হইতে পারে না।

আর শূন্যবাদীরা পঞ্চস্কন্ধের অত্যন্তনির্বেদের জন্য বা তদ্বিরাগের জন্য, অনুৎপাদ বা প্রশান্তির (সম্যক্ নিরোধের) জন্য, গুরুর সকাশে ব্রহ্মচর্যের অঙ্গীকার করিয়া, যাহার জন্য এতাদৃশ মহাপুরুষের উদ্যম করেন, তাহাকেই (আত্মাকে বা সত্ত্বকে) শূন্য স্থির করিয়া অপলাপিত করেন।

অযুক্ততাবশতঃ স্ব-সত্তাকে অপলাপিত করিলেও—'আমি মুক্ত হইব', 'আমি শূন্য হইব' ইত্যাদি আত্মভাব অতিক্রমণীয় নহে। 'আমি শূন্য হইব' এরূপ বলা 'মম মাতা বন্ধ্যা' এইরূপ বলার ন্যায় প্রলাপ মাত্র। বস্তুতঃ মোক্ষ বা নির্বাণ অর্থে দুঃখের বিয়োগ। বিয়োগ বলিলেই দুই বস্তু বুঝায়, এক দুঃখ ও অন্য ভোক্তা। অতএব মোক্ষ হইলে দুঃখ (অর্থাৎ দুঃখাধার চিত্ত) এবং ভোক্তার বিয়োগ হয়, এরূপ বলাই ন্যায্য। এই ভোক্তাই সাংখ্যযোগের স্ব-স্বরূপ পুরুষ। চৈত্তিক অভিমানশূন্য চরম আমিত্বের তাহাই লক্ষ্যভূত বস্তু।

ভাষ্যম্। কথম্ ?—

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

'অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ, পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে।' তথা চোক্তম্ "ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে।" ইতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিরূপে (সাংখ্যেরা স্ব-সংবেদ্য পুরুষ প্রতিপাদন করেন) ?—

২২। অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বুদ্ধি-সদৃশতা প্রাপ্ত হওয়াতে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধির সংবেদন হয় ॥ সূ

অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (১) ভোক্তৃশক্তি পরিণামী বিষয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া তাহার (বুদ্ধির) বৃত্তিকে চেতনের ন্যায় করে। চৈতন্যের প্রতিচেতনা-প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকারমাত্রতার জন্য অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই চিতিশক্তির জ্ঞানবৃত্তি বলা হয়" অথবা চিত্তির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানবৃত্তি বা চিদ্‌বৃত্তি বলা হয়। এ বিষয়ে ইহা কথিত হইয়াছে—"যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন, তাহা পাতাল বা গিরিবিবর বা অন্ধকার বা সমুদ্রগর্ভ নহে, কবিরা (জ্ঞানীরা) তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া খ্যাপন করেন"।

টীকা। ২২। (১) অপ্রতিসংক্রমা বা অন্যত্র-সঞ্চারশূন্যা। চিতিশক্তি বুদ্ধিতে বাস্তবপক্ষে সংক্রান্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ সংক্রান্তের ন্যায় বোধ হয়। উদাহরণ যথা—'আমি চেতন' এই ভাব। এ স্থলে ব্যবহারিক আমিত্বের জড় অংশকেও চিদভিমান-বশতঃ 'চেতন' বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাই অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় বোধ হওয়া। অর্থাৎ বুদ্ধির সরূপতা প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় হওয়া। অপ্রতিসংক্রমা হইলে তাহা অপরিণামীও হইবে। বুদ্ধি প্রকাশশীল বা সদাই জ্ঞাত। নীলবুদ্ধি, পীতবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি যেমন প্রকাশিত ভাব, আমিত্ববুদ্ধিও সেইরূপ। তাহা প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা। স্বভাবতঃ প্রকাশশীল কিন্তু পরিণামী এই আমিত্ব-বুদ্ধি, অপরিণামী জ্ঞাতার সত্তায় প্রকাশিত। কারণ, আমিত্বকে বিশ্লেষ করিলে শুদ্ধ জ্ঞাতা ও পরিণামী জ্ঞেয়—এই দুই প্রকার ভাব লব্ধ হয়। জ্ঞাতার দ্বারা আমিত্ব প্রকাশিত হওয়াতে, 'আমি জ্ঞাতা' বা 'ভোক্তা' বা 'চিৎ' এইরূপ অভিমানভাব হয়, তাহাই চৈতন্যের বুদ্ধিসারূপ্য-প্রাপ্তি বা তদাকারাপত্তি। ২।২০ (৩) দ্রষ্টব্য। এইরূপ তদাকারাপত্তিই স্ববুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ স্বভূতবুদ্ধির প্রকাশ বা বোধ। স্বভূত বুদ্ধি ='আমি ভোক্তা' এইরূপ আত্মভূতা বুদ্ধি তাহার সংবেদন বা খ্যাতি বা প্রকাশভাবই স্ববুদ্ধিসংবেদন।

আমি 'অমুকের জ্ঞাতা,' 'অমুকের ভোক্তা' ইত্যাদি বুদ্ধিগত পরিণামভাব হইতে নির্বিকার জ্ঞাতা অজ্ঞদের নিকট পরিণামী বলিয়া অবধারিত হয়েন। ইহা পূর্ব্বে বহুশঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ অর্থে 'আমি চেতন' এইরূপ ভাবপ্রাপ্তি। বুদ্ধিবৃত্তির অনুকার অর্থে 'আমি অমুক অমুক বিষয়ের জ্ঞাতা' ইত্যাদিরূপে যেন পরিণামী বুদ্ধির মত চৈতন্যের হওয়া। অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে চৈতন্যের সহিত একীভূতের মত বুদ্ধিবৃত্তি।

ভাষ্যম্। অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তৎ স্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাদ্ বিষয়িণা পুরুষেণাত্মীয়য়া বৃত্ত্যাঽভি-সম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থমিত্যুচ্যতে। তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ। অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ব্বং নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি। অনুকম্পনীয়াস্তে। কস্মাৎ, অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ব্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃ প্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনী-

সেই চিত্ত পরার্থ, কারণ, তাহা সংহত্যকারী। যাহা সংহত্যকারী হয়, বা বহু শক্তির যাহা মিলন-জনিত সাধারণ ক্রিয়া, তাহা সেই সব শক্তির কোনটির অর্থভূত হয় না। কিন্তু সেই সব শক্তি যাহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ও একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, সেই উপরিস্থিত প্রয়োজকেরই অর্থভূত হয়। চিত্ত ঐরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির বা সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণের বৃত্তির মিলিত কার্য্য, সুতরাং তাহা সংহত্যকারী, অতএব তাহা পরার্থ। সেই যে পর, যাহার ভোগ ও অপবর্গের অর্থে চিত্তক্রিয়া হয়, তিনিই পুরুষ।

সংহত্যকারিত্বের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে—'পুরুষ বা আত্মা' ১২ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। সংহত্যকারিত্বের উদাহরণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। গৃহ নানা অবয়বের মিলন-ফল। গৃহ বাসার্থ, গৃহে বাস গৃহ করে না, কিন্তু অন্যে করে। সেইরূপ সুখচিত্ত নানাকরণের বা চিত্তাবয়বের মিলন-ফল। অতএব সুখের দ্বারা চিত্তের কোন অবয়ব সুখী হয় না, কিন্তু 'আমি সুখী হই', আমিত্বে দুইভাবের মিলন—এক দ্রষ্টা ও অন্য দৃশ্য; দৃশ্য আমিত্বই চিত্ত এবং চিত্তের অবস্থাবিশেষ সুখাদি। আমিত্বের সেই সুখাদিরূপ অংশ অন্য দ্রষ্টৃরূপ অংশের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহাতেই 'আমি সুখী' এরূপ অবধারণ হয়। এস্থলে সুখচিত্তাতিরিক্ত অন্য এক পদার্থই সুখযুক্ত হয়। অতএব সুখ, দুঃখ ও শান্তি (অপবর্গ) চিত্তের এই ক্রিয়াসকল পরার্থ বা পরপ্রকাশ্য; চিত্তের প্রতিসংবেদী পুরুষই সেই পর। এই যুক্তিবলেও প্রসঙ্গতঃ বৈনাশিকবাদ ভাষ্যকার নিরস্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের কোন অংশকে নাম মাত্র দিয়া ভোক্তা বা আত্মা বলেন। তাঁহাদের সেই ভোক্তা বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সাংখ্যের ভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চিদ্রূপ পদার্থবিশেষ। বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের ন্যায় সংহত্যকারী নহে, কারণ, তাহা এক ও নিরবয়ব। সুতরাং আমাদের আত্মভাবের মধ্যে তাহাই স্বার্থ, অন্য সব পরার্থ।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কর্মাভিনির্বর্তিতমিত্যনুমীয়তে। তস্যাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ততে, যস্যাভাবাদিদমুক্তং "স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি"। তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদ্ ইদং, কথং স্বিদিদং, কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি। সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ততে, কুতঃ? চিত্তস্যৈষ বিচিত্রঃ পরিণামঃ, পুরুষস্ত্বসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্মৈরপরামৃষ্ট ইতি ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

২৫। বিশেষদর্শীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয় (১) ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন প্রাবৃট্ কালে তৃণাঙ্কুরের উদ্ভেদদর্শনে তদ্বীজের সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ মোক্ষমার্গ শ্রবণে যাঁহাদের রোমহর্ষ ও অশ্রুপাত দেখা যায়, সেই ব্যক্তিতে পূর্বকর্ম-নিষ্পাদিত, মোক্ষভাগীয় বিশেষদর্শনবীজ নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার আত্মভাবভাবনা স্বভাবতঃ প্রবর্তিত হয়। যাহার (স্বাভাবিক আত্মভাবভাবনার) অভাববিষয়ে (অর্থাৎ তদভাব-প্রদর্শনার্থ) ইহা উক্ত হইয়াছে—"স্বভাব ত্যাগ করিয়া দোষবশতঃ যাহাদের

পূর্ব্বপক্ষে (পরলোকাদির নাস্তিত্বে) রুচি হয়, এবং (পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাদির) নির্ণয়ে অরুচি হয়" (২)। আত্মভাব ভাবনা, যথা—আমি কে ছিলাম, আমি কিরূপে ছিলাম, ইহা (শরীরাদি) কি, ইহা কিরূপেই বা হইল, কি কি হইব, কিরূপে বা হইব। বিশেষদর্শীরই এই ভাবনার নিবৃত্তি হয়। কিরূপ (জ্ঞান) হইতে নিবৃত্তি হয়?—ইহা চিত্তেরই বিচিত্র পরিণাম, অবিদ্যা না থাকিলে পুরুষ শুদ্ধ এবং চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অপরামৃষ্ট হন, এইরূপে সেই কুশল পুরুষের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়।

টীকা। ২৫। (১) পূর্ব্বে চিত্তের ও পুরুষের ভেদ সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়া অতঃপর কৈবল্যপ্রতিপাদনার্থ এই সূত্রে কৈবল্যভাগীয় চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত পর বিশেষস্বরূপ পুরুষকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়। আত্মবিষয়ক ভাবনাই আত্মভাবভাবনা। যাহারা চিত্তে পরবশ ও পুরুষের বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পুরুষ-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তাঁহাদেরই উহা নিবৃত্ত হয়। শাস্ত্র বলেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক)।

২৫। (২) পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সাধিত, বিশেষদর্শনের বীজ থাকিলে তবে বিশেষদর্শন হয়। মোক্ষশাস্ত্রবিষয়ে রুচি দর্শন করিয়া তাহা অনুমিত হয়। সেই রুচি বা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বীর্য্য ও স্মৃতির দ্বারা সমাধিসাধন করিয়া প্রজ্ঞালাভ হয়। পুরুষদর্শন হইলে, বিবেক-রূপ প্রজ্ঞার দ্বারা তখন সাধারণ আত্মভাবকে চিত্ত-কার্য্য বলিয়া স্ফুট প্রজ্ঞা হয়, আরও জ্ঞান হয় যে, অবিদ্যাবশতঃই পুরুষের সহিত চিত্ত সংযুক্ত হয়। অতএব তাহাতে আত্মবিষয়ক সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। আত্মভাবের মধ্যে অজ্ঞাত কিছু থাকে না। আমি প্রকৃত কি এবং কি নহে তাহার সম্যক্ প্রজ্ঞা হয়। প্রথমে অবশ্য শ্রুতানুমান প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মভাব-ভাবনা নিবৃত্ত হয়, পরে সাক্ষাৎকারের দ্বারা হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্। তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্ভারম্ অজ্ঞাননিম্নমাসীত্তদস্যান্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি। ২৬ ॥

২৬। সেই সময়ে চিত্ত বিবেকনিম্ন ও কৈবল্য-প্রাগ্ভার হয় (১) ॥ সু

ভাষ্যানুবাদ—সেই সময়ে (বিশেষদর্শনাবস্থায়), পুরুষের (সাধকের) যে চিত্ত বিষয়াভিমুখ, অজ্ঞানমার্গসঞ্চারী ছিল, তাহা অন্যরূপ হয়। (তখন তাহা) কৈবল্যাভিমুখ, বিবেকজজ্ঞান-মার্গসঞ্চারী হয়। ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)

টীকা। ২৬। (১) বিবেকের দ্বারা আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইলে সেই অবস্থায় চিত্ত বিবেকমার্গে প্রবহনশীল হয়। কৈবল্যই সেই প্রবাহের শেষ সীমা। যেমন কোন খাত ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া বা ঢালু হইয়া পরে এক প্রাগ্ভার বা উচ্চস্থানে শেষ হইলে, জল সেই খাত দিয়া নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাগ্ভারে যাইয়া শোষিত হইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ, চিত্তবৃত্তি সেই কালে বিবেকরূপ নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য-প্রাগ্ভারে যাইয়া বিলীন হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্‌। প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণশ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা মমেতি বা জানামীতি বা ন জানামীতি বা। কুতঃ? ক্ষীয়মাণবীজেভ্যঃ পূর্ব্বসংস্কারেভ্যঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহার (বিবেকের) অন্তরালে সংস্কারসকল হইতে অন্য ব্যুত্থানপ্রত্যয়সকল উঠে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকনিম্ন প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিসত্ত্বের অর্থাৎ সত্ত্বপুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহী চিত্তের বিবেক ছিদ্রে বা বিবেকান্তরালে অন্য প্রত্যয় উঠে। যথা—আমি বা আমার, জানিতেছি বা জানিতেছি না ইত্যাদি। কোথা হইতে (উঠে)?—ক্ষীয়মাণবীজ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে (১)।

টীকা। ২৭। (১) বিবেকখ্যাতিতে যদিও চিত্ত প্রধানতঃ বিবেকমার্গসঞ্চারী হয়, তথাপি সংস্কারের যাবৎ সম্যক্‌ ক্ষয় (প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার নিষ্পত্তির দ্বারা) না হয়, তাবৎ মাঝে মাঝে অন্য প্রত্যয় বা অবিবেক-প্রত্যয় উঠে। বিবেকজ্ঞান হইলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসংস্কার নষ্ট হয় না; কিন্তু বিবেক সংস্কারের সঞ্চয় হইতে অবিবেক-সংস্কার ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে। তখনও কিছু অবশিষ্ট অবিবেকের সংস্কার হইতে অবিবেক-প্রত্যয় মাঝে মাঝে উঠে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্‌ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্‌। যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি। জ্ঞানসংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

২৮। ইহাদের (প্রত্যয়ান্তরের) হান ক্লেশহানের ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যেমন দগ্ধবীজভাব ক্লেশ প্ররোহণে অসমর্থ হয় অর্থাৎ পুনশ্চ ক্লেশোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজভাবপ্রাপ্ত পূর্ব্বসংস্কার প্রত্যয় প্রসব করে না। জ্ঞান-সংস্কারসকল চিত্তের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে (এজন্য অর্থাৎ অধিকারসমাপ্তিতে তাহারা আপনারাই নষ্ট হয় বলিয়া) তাহাদের জন্য আর চিন্তার আবশ্যক নাই (১)।

টীকা। ২৮। (১) অবিবেক-প্রত্যয় ও অবিবেক সংস্কার এই উভয় পদার্থ নিরুদ্ধ হইলে, তবেই ব্যুত্থানপ্রত্যয় সম্যক্‌ নিরুদ্ধ হয়। চিত্ত বিবেকনিম্ন হইলে বিবেকের দ্বারা অবিদ্যাদি দগ্ধবীজবৎ হয়। তখন আর অবিবেক সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কারণ, অবিদ্যার অনুভব হইলেই তাহা বিবেকের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় (২।২৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখনও অনষ্ট পূর্ব্বসংস্কার হইতে অবিবেক প্রত্যয় উঠে (আমি, আমার ইত্যাদি)। তাহাকেও নিরোধ করিতে হইলে সেই প্রত্যয়হেতু পূর্ব্ব-সংস্কারকে দগ্ধবীজবৎ করিতে হইবে। জ্ঞানের সংস্কারদ্বারা সেই অবিবেক-সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হয়। প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞাই সেই জ্ঞান-সংস্কার।

বিবেকখ্যাতি হয়। এইরূপে সংস্কারবীজক্ষয়হেতু তাঁহার আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না। তখন তাঁহার ধর্ম্মমেঘ-নামক সমাধি হয়।

টীকা। ২৯। (১) বিবেকখ্যাতিজনিত সার্ব্বজ্ঞ্যসিদ্ধি (৩।৫৪) এস্থলে প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানেতেও যখন কুসীদ বা রাগশূন্য হন, অর্থাৎ বিবেকজসিদ্ধিতেও যখন বিরক্ত হন, তখন যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয়, তাদৃশ সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বা পরপ্রসংখ্যান বলা যায় (১।২)। তাহা আত্মদর্শনরূপ পরম ধর্ম্মকে সেচন করে, অর্থাৎ তদ্ভাবে চিত্তকে সম্যক্ অবসিক্ত করে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ ('ভাস্বতী' দ্রষ্টব্য)। মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরম ধর্ম্মকে বর্ষণ করে অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে তখন কৃতকৃত্যতা হয়। তাহাই সাধনের চরম সীমা; তাহাই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি এবং তাহা হইলেই সম্যক্ নিবৃত্তি বা সম্যক্ নিরোধ সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মমেঘ-শব্দের অন্য অর্থও হয়। ধর্ম্মসকলকে বা জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে মেহন অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করিয়া যেন সেচন করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ। এই অর্থ ধর্ম্মমেঘের সিদ্ধিসম্বন্ধীয়।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্। তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি। ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি। কস্মাৎ, যস্মাদ্ বিপর্য্যয়ো ভবস্য কারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্য্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ কুচিজ্জাতো দৃশ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

৩০। তাহা হইতে ক্লেশের ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার লাভ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশসকল মূলের (সংস্কারের) সহিত নষ্ট হয়, পুণ্য ও অপুণ্য কর্ম্মাশয়সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন। কেননা, বিপর্য্যয়ই জন্মের কারণ, ক্ষীণবিপর্য্যয় কোন ব্যক্তিকে কেহ কোথাও জন্মাইতে দেখে নাই (১)।

টীকা। ৩০। (১) ধর্ম্মমেঘের দ্বারা ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি হইলে তাদৃশ পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। তাদৃশ কুশল যোগী পূর্ব্ব সংস্কারবশে কোন কার্য্য করেন না। এমন কি পূর্ব্ব সংস্কারবশে শরীর-ধারণও করেন না। তিনি কোন কার্য্য করিলে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা করেন। নির্ম্মাণচিত্তের কার্য্য যে বন্ধের কারণ নহে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত যোগী শরীর রাখিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারাই রাখেন।

বিবেকখ্যাতি হইয়াছে কিন্তু সম্যক্ নিরোধের নিষ্পত্তি হয় নাই, এরূপ সাধকদেরও জীবন্মুক্ত বলা যায়। তাঁহারা সংস্কারশেষ হইতে শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা নূতন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কারের শেষ প্রতীক্ষা করেন। তখন স্নেহহীন দীপের ন্যায় তাঁহাদের সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

মুক্তি অর্থে দুঃখ-মুক্তি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই বুদ্ধি হইতে বিযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে যে বুদ্ধিস্থ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। আর দুঃখাধার সংসারও তাঁহা

হইতে নিবৃত্ত হয়, কারণ, অবিবেকই সংসারের কারণ। বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষের জন্ম অসম্ভব। যত প্রাণী জন্মাইয়াছে, সবই বিপর্য্যস্ত। বিপর্য্যয়শূন্য প্রাণীকে কেহ কখনও জন্মাইতে দেখে নাই।

সাংখ্যযোগের মতে জীবন্মুক্ত পুরুষ ঈদৃশ সর্ব্বোচ্চ-সাধনসম্পন্ন। আধুনিক জীবন্মুক্ত প্রাণভয়ে দৌড়িয়া পলায়, পীড়া হইলে (অনাসক্তভাবে) হায় হায় করে, ক্ষুধা পাইলে অহঙ্কার দেখে (অবশ্য শরীরের অনুরোধে), ইত্যাদি। কেবল পড়িয়া শুনিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জানিলেই এইরূপ জীবন্মুক্ত হওয়া যায়; তাহাদের যুক্তি এই—শরীরের ধর্ম্ম শরীর করিতেছে, আমার তাহাতে কি ক্ষতি? কিন্তু পশ্বাদির সহিত তাহাদের প্রভেদ কি তাহা বুঝাও দুষ্কর। কারণ, পশ্বাদিরও আত্মা নির্ব্বিকার, আর তাহাদেরও শরীরের ধর্ম্ম শরীর করিতেছে।

ব্রহ্মলোকে ও অবীচিতে যেরূপ প্রভেদ, প্রাচীন ও আধুনিক জীবন্মুক্তে সেইরূপ প্রভেদ। শ্রুতিও বলেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' 'আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥' যিনি গুরুতর পীড়ার দ্বারাও অণুমাত্র বিচলিত হন না, তিনিই দুঃখমুক্ত। (গীতা)। জীবিত অবস্থায় কোন পুরুষ সেইরূপ হইলে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ইহাই সাংখ্যযোগের মত।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। সর্ব্বৈঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈর্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি। আবরকেণ তমসাভিভূতমাবৃতমনন্তং জ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতমুদ্ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি। তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যম্, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ। যত্রেদমুক্তম্ "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ। অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ" ইতি ॥ ৩১ ॥

৩১। তখন সমস্ত আবরণমলশূন্য জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্প হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মাবরণ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। আবরক তমের দ্বারা অভিভূত হইয়া (অনন্ত) জ্ঞানসত্ত্ব আবৃত হয়। (তাহা) কোথাও কোথাও রজোগুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বা উদ্ঘাটিত হইয়া গ্রহণসমর্থ হয়। যখন সমস্ত আবরণমল হইতে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হয় তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্পতা প্রাপ্ত হয়, যেমন আকাশে খদ্যোত (১)। (ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হওয়াতে কেন পুনশ্চ জন্ম হয় না) তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, "অন্ধ মণিসকল সচ্ছিদ্র করিয়াছে, অনঙ্গুলি তাহা গ্রথিত করিয়াছে, অগ্রীব তাহা গলে ধারণ করিয়াছে আর অজিহ্ব তাহাকে প্রশংসা করিয়াছে" (২)।

টীকা। ৩১। (১) জ্ঞানের বা চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণের আবরণ রজ ও তম। অস্থিরতা ও জড়তা জ্ঞানকে সম্যক্ বিকশিত হইতে দেয় না। শরীরেন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ অভিমান হইতে জ্ঞানশক্তির জড়তা হয় এবং তাহাদের চাঞ্চল্যের দ্বারা অস্থিরতা হয়। তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞানশক্তি প্রযোগ করা যায় না। সম্যক্ স্থির ও সংকীর্ণতাশূন্য হইলে জ্ঞানের সীমা অপগত হয় (কারণ, উহারাই জ্ঞানশক্তির সীমাকারী হেতু)। জ্ঞানশক্তি অসীম

হইলে জ্ঞেয় অল্প হয়, যেমন অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র খদ্যোত। লৌকিক জ্ঞান এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ, তাহাতে খদ্যোতটুকু জ্ঞান আর অনন্ত আকাশ জ্ঞেয়। ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে এইরূপে অনন্ত জ্ঞানশক্তি হয়।

৩১। (২) অন্ধের মণিবেধ যেমন, অনঙ্গুলির গ্রথন, অগ্রীবের তাহা গলে ধারণ, আর অজিহ্বের তাহাকে প্রশংসন এই সব যেরূপ অলীক, সেইরূপ ধর্ম্মমেঘের দ্বারা সমূলে ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি হইলে পুরুষের পুনঃসংসরণও অলীক। অলীকত্ববিষয়েই এই শ্রুতির অর্থ এখানে প্রযোজ্য (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহা আছে এবং ইহার অন্য ব্যাখ্যাও আছে)।

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহা বৌদ্ধের উপহাসচ্ছলে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাখ্যানকৌশল দেখাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নহে। বৌদ্ধেরাও অনন্ত জ্ঞান স্বীকার করেন।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, ন হি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥

৩২। তাহা (ধর্ম্মমেঘ) হইতে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামের ক্রম সমাপ্ত হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই ধর্ম্মমেঘের উদয় হওয়াতে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয়। চরিত-ভোগাপবর্গ ও পরিসমাপ্তক্রম হইলে (গুণবৃত্তিসকল) ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না (অর্থাৎ প্রলীন হয়) (১)।

টীকা। ৩২। (১) ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফল—ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি, তাহা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং গুণের অধিকারের বা পরিণামক্রমের সমাপ্তি। তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ (কৃত বা নিষ্পাদিত ভোগাপবর্গরূপ অর্থ যাহাদের দ্বারা এরূপ) হয়। জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলভোগের সম্যক্ বিনাশ হওয়াতে ভোগ নিষ্পাদিত হয়; আর, পরবৈরাগ্য পুরুষতত্ত্বের অবধারণ হওয়াতে অপবর্গও নিষ্পাদিত হয়। চিত্তের দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাইলে সম্যক্ ফলপ্রাপ্তি বা অপবর্গ হয়। অতএব সেই কৃতার্থ পুরুষের বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণত গুণসকল কৃতার্থ হয়। কৃতার্থ হইলে তাহাদের পরিণামক্রম শেষ হয়। কারণ, পরিণামক্রমই ভোগ ও অপবর্গের স্বরূপ। ভোগাপবর্গ না থাকিলে গুণবিকার বুদ্ধ্যাদিও তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়। সূত্রস্থ "গুণানাং" শব্দের অর্থ বিলক্ষণ গুণবিকার-সকলের বা বুদ্ধ্যাদির। পরিণামমাত্রের সমাপ্তি হয় না কারণ তাহা নিত্য। কার্য্য ও কারণাত্মক গুণ, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্য সব প্রকৃতি ও বিকৃতিই এস্থলে গুণ।

ভাষ্যম্। অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি,—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেনাবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ। ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি। নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থনিত্যতা

পরিণামি-নিত্যতা চ। তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাম্। যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যম্। উভয়স্য চ তত্ত্বানভিঘাতান্নিত্যত্বম্। তত্র গুণধর্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্য্যবসানঃ, নিত্যেষু ধর্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্য্যবসানঃ। কূটস্থনিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাস্তিতা ক্রমেণৈবানুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপর্য্যবসানঃ, শব্দপৃষ্ঠেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি।

অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্ত্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতৎ। কথম্, অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্ব্বো জাতো মরিষ্যতি ওঁ ভো ইতি। অথ সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যত ইতি, বিভজ্যবচনীয়মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্যবচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশূনধিকৃত্য শ্রেয়সী, দেবানৃষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়ন্ত্ববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ—সংসারোঽয়মন্তবান্ অথানন্ত ইতি। কুশলস্যাস্তি সংসারক্রমসমাপ্তির্নেতরস্যেতি। অন্যতরাবধারণে দোষস্তস্মাৎ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই পরিণামক্রম কি ?—

৩৩। যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী (১) ও পরিণামাবসানের দ্বারা গ্রাহ্য তাহাই ক্রম ॥ সু

ক্রম অবিরল ক্ষণপ্রবাহস্বরূপ, তাহা পরিণামের অপরান্তের দ্বারা অর্থাৎ অবসানের দ্বারা গৃহীত (অনুমিত বা conceived) হয়। নব বস্ত্রের অন্তে যে পুরাণতা হয়, তাহা অননুভূতক্ষণক্রম (২) হইলে হয় না। নিত্য পদার্থেও এই পরিণামক্রম দেখা যায়। এই নিত্যতা দ্বিবিধা—কূটস্থ-নিত্যতা ও পরিণামি-নিত্যতা। তন্মধ্যে পুরুষের কূটস্থ-নিত্যতা, গুণসকলের পরিণামি-নিত্যতা। পরিণম্যমান হইলে যাহার তত্ত্ব বা স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহাই নিত্য (৩)। (গুণ ও পুরুষ) উভয়েরই তত্ত্ব বিপর্য্যস্ত হয় না বলিয়া উভয়ে নিত্য। কিন্তু গুণের ধর্ম যে বুদ্ধ্যাদি তাহাতে পরিণামাবসাননির্গ্রাহ্য ক্রম পর্য্যবসান লাভ করে। নিত্য-ধর্ম্মিরূপ গুণসকলে ক্রম পর্য্যবসান লাভ করে না। কূটস্থ নিত্য স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠ, মুক্তপুরুষসকলের স্বরূপাস্তিতাও ক্রমের দ্বারাই অনুভূত হয়, এই হেতু সেখানেও তাহা অলব্ধ-পর্য্যবসান। সেই ক্রম তাহাতে শব্দপৃষ্ঠ বা শব্দানুসারী বিকল্পের দ্বারা অস্তি ক্রিয়া ('আছে, ছিল, থাকিবে,' এইরূপ) গ্রহণ করিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহরূপে গুণসকলে বর্ত্তমান যে এই সংসার তাহার পরিণামক্রমসমাপ্তি হয় কি না ?—এই প্রশ্ন অবচনীয়। কেন ?—(একরূপ) প্রশ্ন আছে যাহা একান্তবচনীয় (যেমন) সমস্ত জাত প্রাণী কি মরিবে ?—'হাঁ' (ইহা উক্ত প্রশ্নের একান্ত উত্তর)। (কিন্তু) সমস্ত মৃত ব্যক্তি কি জন্মাইবে ? (এরূপ প্রশ্ন) বিভাগ করিয়া বচনীয়, (যথা) প্রত্যুদিতখ্যাতি, ক্ষীণতৃষ্ণ, কুশল পুরুষ জন্মাইবেন না, অপরে জন্মাইবে। সেইরূপ, মনুষ্যজাতি কি শ্রেয়সী ? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয় (যথা) পশুদের অপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু দেবতা ও ঋষি অপেক্ষা নহে। এই সংসৃতি (সর্ব্বপুরুষের সংসার) অন্তবতী কি অনন্ত ? ইহা অবচনীয় প্রশ্ন, সুতরাং ইহা বিভাগ করিয়া বচনীয়, যথা—কুশলের এই সংসারক্রমসমাপ্তি হয়, কিন্তু অপরের হয় না। অতএব এ স্থলে দুইটি উত্তরের একটির অবধারণে দোষ হয় না বলিয়া ('অন্যতরাবধারণে দোষঃ' এই পাঠেও ফলে ঐরূপ অর্থ) এইরূপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় (৪)।

টীকা। ৩৩। (১) ক্ষণের প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণপারম্পর্য্যরূপ আধারকে বা আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া আধেয়রূপে যাহা অবস্থান করে, অতএব ক্ষণানুযায়ী যে ধর্ম্ম উদিত হয়

তাহাই ক্ষণপ্রতিযোগী। ক্ষণপ্রতিযোগী অর্থাৎ আনন্তর্য্যই বা অবিরলতাই ক্রম। সেই ক্রমসকল পরিণামের অবসানের বা শেষের দ্বারা গৃহীত হয়। ধর্ম্মপরিণামক্রমের প্রবৃত্তির আদি নাই। কিন্তু যোগের দ্বারা বুদ্ধিবিলয় হইলে সেই বুদ্ধিধর্ম্মের পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুমাত্রের ক্রিয়া-স্বভাবের হয় না। উপদর্শনরূপ হেতু শেষ হইলে বুদ্ধ্যাদি থাকে না।

৩৩। (২) এই ক্রম ক্ষণাবচ্ছিন্ন বলিয়া অলক্ষ্য হইলেও স্থূল পরিণাম দেখিয়া পরে তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে অনুমিত হয়। যোগজপ্রজ্ঞায় তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। শুদ্ধ কালাংশ-ক্ষণের ক্রম নাই, কারণ, তাহা অবস্তু এবং একাধিক বলিয়া কল্পনীয় নহে। ধর্ম্মের অন্যথা বা পরিণাম দেখিয়াই পূর্ব্বক্ষণ ও পরক্ষণ এইরূপ ভেদ নিরূপণ করা হয়। সুতরাং ক্রম পরিণামেরই হয়, কালাংশ ক্ষণের নহে। ক্ষণের ক্রম বলিলে ক্ষণব্যাপী পরিণামের ক্রমই বুঝায়, তাহাই সূক্ষ্মতম পরিণামক্রম।

অননুভূতক্রমক্ষণা পুরাণতা — অননুভূত বা অপ্রাপ্ত, যে ক্ষণসকল পরিণামক্রম অনুভব করে নাই তাদৃশ ক্ষণযুক্ত পুরাণতা কখনও হয় না। পুরাণতা সর্ব্বদাই অনুভূতক্রমক্ষণাই হয়, অর্থাৎ ক্ষণিক পরিণামক্রম অনুসারেই অস্থির পুরাণতা হয়।

৩৩। (৩) পরিণম্যমান হইলেও যাহার তত্ত্বের নাশ হয় না তাহার নাম নিত্যপদার্থ। গুণ ও পুরুষের তত্ত্বের নাশ হয় না বলিয়া উভয়ই নিত্য। কিন্তু গুণত্রয় পরিণামিনিত্য, আর পুরুষ কূটস্থনিত্য। পরিণম্যমান হইলেও গুণ গুণই থাকে, গুণস্বরূপ তাহার তত্ত্ব কখনও নষ্ট হয় না, অতএব গুণত্রয় পরিণামিনিত্য। আর পুরুষ অবিকারী বলিয়া কূটস্থ নিত্য। স্বরূপত পুরুষ অবিকারী, কিন্তু আমরা বলি মুক্তপুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন। ইহাতে কালাতীত পদার্থে কাল আরোপ করিয়া চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ আমরা পরিণাম আরোপ করা ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যে বলি মুক্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ পুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, তাহা বস্তুতঃ 'ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অস্তিত্ব থাকিবে' এইরূপ পরিণাম কল্পনা করিয়া বলি। যাহার পরিণাম এইরূপ কেবল সত্তাবিষয়ক ('ছিল,' 'আছে,' 'থাকিবে' এরূপ বিকল্পমাত্র, কিন্তু প্রকৃত বিক্রিয়াহীন) তাহাই কূটস্থ নিত্য।

গুণত্রয় পরিণামিনিত্য, সুতরাং তাহাদের পরিণম্যমানতার অবসান হয় না। কিন্তু গুণধর্ম্মস্বরূপ বুদ্ধ্যাদিতে পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়। বুদ্ধ্যাদিরা পুরুষার্থরূপ নিমিত্তে উৎপদ্যমান হইয়া স্বকারণের (গুণের) পরিণামস্বভাবের জন্য পরিণম্যমান হইতে থাকে। পুরুষোপদৃষ্ট কিয়ৎপরিমাণ সংকীর্ণতার দ্বারা সান্ত অথবা অসংকীর্ণতার দ্বারা অনন্ত বা বাধাহীন (কারণ, বুদ্ধ্যাদি সান্তও হয় অনন্তও হয়) গুণনিক্রিয়াই বুদ্ধির স্বরূপ। পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট না হইলে বুদ্ধ্যাদিরা স্বরূপ হারাইয়া স্বকারণে বিলীন হয়। গুণত্রয়ের স্বাভাবিক পরিণাম তখন অন্য সব পুরুষের নিকট ব্যবসায় ও ব্যবসেয়রূপে থাকে, তাহা ব্যবসায়ের অভাবে কৃতার্থ পুরুষের ভোগ্যতাপন্ন হয় না। অকৃতার্থ অন্য পুরুষের নিকট তাহা দৃশ্য হয়।

জ্ঞাতার পরিণাম কেবল সত্তাবিষয়ক পরিণাম-কল্পনা, অন্যবিষয়ক পরিণাম তাহাতে কল্পিত করা নিষিদ্ধ হয়। কূটস্থ পদার্থে সমস্ত বিকার নিষেধ করিতে হয়। কিন্তু তাহাকে 'আছে' বলিতে হয়। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। (কঠ)। অতএব "ইদানীং আছেন, পরে থাকিবেন" এইরূপ পরিণামকল্পনা-ব্যতীত আমরা শব্দের দ্বারা তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে পারি না। এই বৈকল্পিক পরিণাম অনুসারে পুরুষসম্বন্ধে বাক্যপ্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া পুরুষ প্রাগুক্ত নিত্যত্বের লক্ষণে পড়েন।

৩৩। (৪) প্রশ্নসকল বিবিধ, একান্ত-বচনীয় ও অবচনীয়, যে বিষয় একনিষ্ঠ, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পারে, কারণ, তাহার একান্তপক্ষের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ভাষ্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। আর যে বিষয় একনিষ্ঠ নহে (একাধিক প্রকার হয়), তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পারে না। আর, একজন ভাত খায় নাই, তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তুমি কোন্ চালের ভাত খাইয়াছ,' তবে তাহা ব্যাকরণীয় প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে 'আমি ভাতই খাই নাই, সুতরাং কোন্ চালের ভাত খাইয়াছি, তাহা প্রশ্ন হইতে পারে না'।

ব্যাকরণীয় প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করিতে হয়। তাদৃশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয় হয়। যেমন, "যাহারা মরিয়াছে তাহারা জন্মাইবে কি না।" ইহার দুই উত্তর হয়, অতএব ইহা বিভজ্য-বচনীয়। অর্থাৎ, এই প্রশ্নকে বিভাগ করিয়া উত্তর দিতে হয়। এই সংসার বা প্রাণীদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ শেষ হইবে কি না, ইহা বিভজ্য-বচনীয় প্রশ্ন। কারণ, ইহার দুই উত্তর—কুশলদের সংসার সমাপ্ত হইবে, অকুশলদের হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, সমস্ত জীব কুশল হইবে কি না, তবে ইহারও ঐরূপ উত্তর—যিনি বিষয়ে বিরক্ত হইবেন এবং বিবেকজ্ঞান সাধন করিবেন তিনিই কুশল হইবেন, অন্যে নহে। "পৃথিবীর সমস্ত লোক গৌরবর্ণ হইবে কি না" ইহার উত্তর যেমন অনিশ্চিত এবং কেবলমাত্র ইহাই বক্তব্য যে, "গৌরবর্ণের কারণ ঘটিলে তবে হইবে," উপরে উক্ত প্রশ্নের উত্তরও তদ্রূপ। যে সমস্ত লোক অসংখ্য পদার্থ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া মনে করে সকলেই মুক্ত হইয়া গেলে বিশ্ব জীবশূন্য হইয়া যাইবে, এবং সেই আশঙ্কায় নানাপ্রকার কাল্পনিক মতে বিশ্বাস করাকে শ্রেয় মনে করে তাহাদের ইহা দ্রষ্টব্য

জ্ঞানসাধন ও বৈরাগ্য পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। সমস্ত জীব সেইরূপ ইচ্ছা করিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। দুই চারিজন লোককে ক্ষীণ দেখিয়া যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, ইহারা যে কারণে ক্ষীণ হইয়াছে সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত প্রজা ক্ষীণ হইতে পারে ও তাহাতে পৃথিবী প্রজাশূন্য হইবে, তাহার শঙ্কা যেরূপ, বিশ্ব সংসারিপুরুষশূন্য হইবে এরূপ শঙ্কাও তদ্রূপ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "অতএব হি বিদ্বৎসু মুচ্যমানেষু সর্বদা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানা-মনন্তত্বাদশূন্যতা॥" (অনিরুদ্ধ ভট্ট বিরচিত বৃত্তি নাম্নী টীকা)। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য পুরুষ মুক্ত হইলেও কখনও বদ্ধ পুরুষের অভাব হইবে না। বস্তুতও অনন্ত জীবনিবাস লোকসমূহে অসংখ্য পুরুষ প্রতিমুহূর্তে মুক্ত হইতেছেন।

অসংখ্য পদার্থের অঙ্কতত্ত্ব এইরূপ—অসংখ্য + অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য—অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য × অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য ÷ অসংখ্য = অসংখ্য।

কারণ, অসংখ্যের অধিক বা কম নাই। অতএব বিশ্ব সংসারিপুরুষ-শূন্য হইবার শঙ্কায় যাঁহারা পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ স্বীকার করিতে সাহসী হন না, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ভাষ্যম্। গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং তৎস্বরূপমবধার্যতে—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্যকারণাত্মনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বানভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাবস্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ—গুণসকলের অধিকারসমাপ্তিতে কৈবল্য হয় বলা হইয়াছে, তাহার (কৈবল্যের) স্বরূপ অবধারিত হইতেছে—

৩৪। কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসকলের প্রলয়, অথবা তাহা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তি ॥ সূ

আচরিত-ভোগাপবর্গ, পুরুষার্থশূন্য, কার্যকারণাত্মক (১) গুণসকলের যে প্রতিপ্রসব বা প্রলয় তাহাই কৈবল্য। অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ চিতিশক্তি অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের বুদ্ধিসত্ত্বাভি-সম্বন্ধশূন্যত্বহেতু চিতিশক্তি কেবলা হইলে তাঁহার সর্বকাল সেইরূপে অবস্থানই কৈবল্য।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের কৈবল্যপাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

যোগভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৩৪। (১) কার্যকারণাত্মক গুণ = লিঙ্গশরীররূপে পরিণত যে মহদাদি প্রকৃতি ও বিকৃতি। যোগের দ্বারা স্বকীয় গ্রহণেরই প্রতিপ্রসব হয়, গ্রাহ্য বস্তুর হয় না। গুণাত্মক গ্রহণের পরিণামক্রমের সমাপ্তিরূপ প্রতিপ্রসব বা প্রলয়াই পুরুষের কৈবল্য।

চিতিশক্তির দিক্ হইতে বলিলে—কৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ-চিতিশক্তির নিঃসঙ্গতা। অর্থাৎ কেবল চিতিশক্তি থাকা বা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধশূন্য হওয়া।

প্রতিপ্রসব বা প্রলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়। বুদ্ধি প্রলীন হইলে সদাই পুরুষ কেবলী থাকেন, তাহাই কৈবল্য।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভবগ্রাহ্য বিষয়সকল আমরা সাক্ষাৎ জানিয়া তাহার দ্বারা চিন্তা করি। কিন্তু এমন বিষয় আছে যাহার ভাষা আছে কিন্তু বস্তু অথবা যথার্থ বিষয় নাই, যেমন—দিক্, কাল, অভাব, অনন্ত ইত্যাদি। 'বাগ্মিত্ব,' 'সত্তা,' 'সংখ্যা' ইত্যাদিপ্রকার পদের অর্থও বাস্তব বিষয়মূলক নহে, কিন্তু ভাষামাত্র-মূলক মনোভাব-বিশেষ। এইরূপ শব্দমূল অচিন্ত্য পদ বা পদমূলক ব্যবহার্য অবস্তু-বিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞানকে অতিকল্পনা (conception) বলে। ব্যবহার্য অতিকল্পনা যুক্তিযুক্তও হয়, অযুক্তও হয় অর্থাৎ বস্তু-বিষয়কও হয়, অবস্তু-বিষয়কও হয়। যুক্তিসিদ্ধ অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ক অতিকল্পনার (rational conception) দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতি বুঝিতে হয়। শ্রুতিও বলেন, "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ," "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। 'অবাঙ্‌মনসগোচর' অর্থে মনের সাক্ষাৎ বিষয় না হওয়াতে সাধারণ বাক্যের দ্বারা যাহাকে অভিহিত করা যায় না। 'অদৃশ্য', 'অব্যবহার্য', 'অচিন্ত্য' ইত্যাদি নিষেধার্থক পদের দ্বারাই আমরা প্রধানতঃ পুরুষতত্ত্বকে বুঝি। তাহাকে 'আছে' বলিতে হয় এবং তাহা অনাত্মভাবশূন্য ও সাধারণ আমিত্বের মূল 'একাত্মপ্রত্যয়সার' (শ্রুতি) এরূপ বলিতে হয়। ন্যায্য ভাষার দ্বারা এইরূপ বুঝাই অতিকল্পনা। প্রথমে পুরুষতত্ত্বের এইরূপ অতিকল্পনা বা অভিমুখে কল্পনা করিয়া পরে তাহাও ত্যাগ করতঃ অর্থাৎ ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া, যাহা থাকে তাহাই নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব এবং তাহাই তাহার উপলব্ধি।

পুরুষের ও প্রকৃতির অতিকল্পনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে—পুরুষ আমিত্বের চেতন মূলস্বরূপ, তিনি বড় বা ছোট নহেন, অণু হইতে অণু বা পরিমাণহীন, নির্বোধরূপ বা

যাহা নিজত্বের সম্পূর্ণতা সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য, পৃথক্ বা অসংকীর্ণ ও একস্বরূপ। তিনি কোথায় আছেন তাহা কল্পনা করিতে গেলে বাহ্য জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়িবে ও পুরুষের অতিকল্পনা হইবে না। প্রকৃতিও পরিমাণবিষয়ে পুরুষের মত অণু হইতে অণু এবং তাহা সম্পূর্ণ দৃশ্য। স্থান (অমুকত্র স্থিতি) এবং মান-হীন হইলেও প্রকৃতি ত্রিগুণ বলিয়া অসংখ্য পরিণামে পরিণত হওয়ার যোগ্য। প্রত্যেক পুরুষের উপদর্শন-সাপেক্ষ প্রকৃতি-পরিণাম প্রত্যেক পুরুষের কাছে অসংখ্য। প্রকৃতির প্রকাশস্বভাবের প্রাধান্যে 'আমি মাত্র'-লক্ষণক মহৎ হয় এবং তাহা দেশাতীত হইলেও কালাতীত নহে, কারণ, তাহা অহঙ্কারাদিতে পরিণত হইতেছে। 'আমি' জ্ঞান হইলেই তাহার স্থিতি-গুণের দ্বারা তাহা সংস্কার-রূপে স্থিত হয়। অসংখ্য সংস্কার থাকাতে আমিত্বের অনাদিকালিক পরিমাণ জ্ঞান হয় এবং দেহাদির অভিমানে ক্ষুদ্র বা বিরাট্ পরিমাণের 'আমি'—এইরূপ দৈশিক পরিমাণ-জ্ঞান হয়। যাঁহারা এই দর্শন বুঝিতে চান, তাঁহারা 'পুরুষ প্রকৃতি কোথায় আছে,' 'সর্বদেশ বা অল্পদেশ ব্যাপিয়া আছে,' অথবা তাহাদের 'খানিক অংশ' ইত্যাদি চিন্তা যে সর্বথা ত্যাজ্য তাহা স্মরণ রাখিলে তবে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিবেন। ('জ্ঞানযোগ' প্রকরণে 'পুরুষতত্ত্বের অতিকল্পনা' দ্রষ্টব্য)।

ইতি শ্রীমদ্-হরিহরানন্দ-আরণ্যকৃত যোগভাষ্যের ভাষা-টীকা সমাপ্ত।

চতুর্থপাদ সমাপ্ত

ভাস্বতী

বৈয়াসিক-পাতঞ্জল-যোগভাষ্য-টীকা

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

মৈত্রীপ্রসন্নান্তঃকরণশরণ্যং করুণাপ্রতিষ্ঠাকৃতসৌম্যমূর্তিম্‌ ।
তথা প্রশান্তং মুদিতাপ্রতিষ্ঠং তং ভাষ্যকৃদ্‌ব্যাসমুনিং নমামি ॥
অযোগিনাং দুরূহং যদ্‌ যোগিনামিষ্টকামধুক্‌ ।
মহোজ্জ্বলমণিস্তূপো যচ্ছ্রেয়ঃ সত্যসংবিদাম্‌ ॥
রত্নাকরঃ প্রমাণানাং ভাষ্যং ব্যাসবিনির্মিতম্‌ ।
শিষ্যাণাং সুখবোধার্থং টীকেয়ং তত্র ভাস্বতী ॥
উপোদ্‌ঘাতপ্রধানেয়ং সংক্ষিপ্তা পদবোধিনী ।
শঙ্কাবিকল্পহীনা'স্তু মুদে যোগিনাং সতাম্‌ ॥

১। *ইহ খলু ভগবান্‌ হিরণ্যগর্ভো যোগস্যাদিমো বক্তা। স্মর্যতে'পি 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' ইতি। হিরণ্যগর্ভো'ত্র পরমর্ষেঃ কপিলস্য সংজ্ঞান্তরং, যথোক্তং 'বিদ্যাসহায়বন্তং মাম্‌ আদিত্যস্থং সমাহিতম্‌। কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ।

মৈত্রীভাবের দ্বারা প্রসন্ন-অন্তঃকরণ-হেতু যিনি সকলের শরণ্য, করুণাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যিনি সৌম্যমূর্তি এবং মুদিতা-প্রতিষ্ঠ বলিয়া যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, সেই যোগভাষ্যকার ব্যাসমুনিকে প্রণাম করি।

অযোগীদের নিকট যাহা দুরূহ কিন্তু যোগীদের নিকট যাহা ইষ্ট বস্তুর কামধেনুস্বরূপ, যাহা শ্রেয়ঃ বা মোক্ষবিষয়ক সত্যজ্ঞানের মহোজ্জ্বল মণিস্তূপস্বরূপ এবং উৎকৃষ্ট প্রমাণসকলের বা যুক্তিপূর্ণ বিচারের রত্নাকরস্বরূপ—সেই যোগভাষ্য ব্যাসের দ্বারা বিরচিত, শিক্ষার্থীদের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য তাহার উপর এই ভাস্বতী নাম্নী টীকা রচিত হইল। ইহা প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থের পরিবোধকারিণী ব্যাখ্যাযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, পদসকলের অর্থ-বোধক এবং শঙ্কা ও বিকল্প (নানারূপ ব্যাখ্যা) বর্জিত। ইহা সজ্জন যোগীদের মুদিতাপ্রদ হউক।

১। এই সৃষ্টিতে ভগবান্‌ হিরণ্যগর্ভ যোগবিদ্যার আদিম উপদেষ্টা। এ বিষয়ে স্মৃতি (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য) যথা—'হিরণ্যগর্ভই যোগের আদিম বক্তা, তদপেক্ষা পুরাতন উপদেষ্টা আর কেহ নাই'। এ স্থলে হিরণ্যগর্ভ পরমর্ষি কপিলেরই অন্য নাম, যথা উক্ত হইয়াছে—(মহাভারতে নারায়ণ বলিতেছেন) "সাংখ্যশাস্ত্রে নিশ্চিতমতি আচার্য্যেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান্‌ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানযুক্ত, আদিত্যস্থ বা হৃদয়স্থ জ্ঞানময় জ্যোতিতে নিবিষ্টচিত্ত ও সমাহিত কপিল

* পাঠকের সুখবোধার্থ 'ভাস্বতী'র পদসকল বঙ্গভাষায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যাখ্যা হইয়াছে।

হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ চ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ' ইতি। হিরণ্যম্ অত্যুজ্জ্বলং প্রকাশশীলং জ্ঞানং, তদেব গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ পূর্বসিদ্ধো বিশ্বাধীশঃ। ভগবতঃ কপিলস্যাপি ধর্মজ্ঞানাদীনাং সহজাতত্বাৎ স প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ ঋষিভিঃ হিরণ্যগর্ভাখ্যয়া পূজিত ইতি তস্যাপি হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা। ভগবতা কপিলেনৈব প্রবর্তিতৌ সাংখ্যযোগৌ। তত্র সাংখ্যে জ্ঞানযোগশ্চ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি চ সম্যগ্ বিবৃতানি, যোগে চ তত্ত্বানামুপলব্ধ্যুপায়ঃ ক্রিয়াযোগশ্চ বিবৃতঃ। অত উক্তং 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ' ইতি। কালক্রমেণ বহুশাখাসু বর্তমানা যোগবিদ্যা দুরধিগম্যা বভূব। ততঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ পতঞ্জলির্যোগবিদ্যাং সূত্রোপনিবদ্ধাং কৃত্বা সুগমাং চকার। সূত্রলক্ষণং যথা "অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুরিতি"। এবংলক্ষণানি পাতঞ্জলযোগসূত্রাণি ভগবান্ ব্যাসো গম্ভীরোদারেণ সারপুষ্টেনার্যেণ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যেণ ব্যাচচক্ষে। উক্তঞ্চ "গঙ্গাদ্যাঃ সরিতো যদ্বদ্ অব্ধেরংশেষু সংস্থিতাঃ। সাংখ্যাদি-দর্শনান্যেবমস্যাংশেষু কৃৎস্নশঃ" ইতি।

অত্র প্রারিপ্সিতস্য যোগশাস্ত্রস্য প্রথমং সূত্রম্ 'অথ যোগানুশাসনমি'তি। শিষ্টস্য শাসনম্ অনুশাসনম্। অথেতি শব্দঃ অধিকারার্থঃ—আরম্ভার্থঃ। যোগানুশাসনং নাম যোগশাস্ত্রং তদ্দ্বারা যোগোঽপীত্যর্থঃ অধিকৃতম্ আরব্ধমিতি বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। ন চ

বলিয়াছেন এবং তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া বেদে সম্যক্ স্তুত হইয়াছেন।" হিরণ্য বা স্বর্ণের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রকাশশীল যে জ্ঞান তাহা যাঁহার গর্ভ বা অন্তঃসার তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনি পূর্বসৃষ্টিতে (সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ) সিদ্ধিলাভ করায় ইহ সৃষ্টিতে বিশ্বের অধীশ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ কপিলেরও ধর্মজ্ঞানাদি পূর্বার্জিতত্বহেতু ইহ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া (পূর্বজন্মীয় সিদ্ধির সাদৃশ্য থাকায়) প্রজ্ঞাবান্ ঋষিদের দ্বারা তিনিও হিরণ্যগর্ভ নামে পূজিত হইয়াছেন, তাই পরমর্ষি কপিলেরও এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ভগবান্ কপিলের দ্বারাই সাংখ্য-যোগ প্রবর্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যে জ্ঞানযোগের ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের সম্যক্ বিবরণ আছে এবং যোগশাস্ত্রে ঐ তত্ত্বসকলের উপলব্ধির উপায় ও ক্রিয়াযোগ বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য কথিত হয় 'সাংখ্য ও যোগ পৃথক্— ইহা মূর্খেরাই বলে, পণ্ডিতেরা নহে' (গীতা)। কালক্রমে বহুশাখার দ্বারা উপদিষ্ট ও নানা আখ্যায়িকায় নিবদ্ধ হওয়ায় যোগবিদ্যা (সাধারণের নিকট) দুর্জ্ঞেয় হইয়াছিল। তজ্জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলি যোগবিদ্যাকে সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া সুগম করিয়াছেন। সূত্রের লক্ষণ যথা—'যাহা অল্পাক্ষরযুক্ত সন্দেহবর্জিত সারবত্তাযুক্ত সর্বদিক্ হইতে ব্যাপ্তিযুক্ত সমর্থ, নিরর্থক শব্দহীন এবং নির্দোষ—তাহাকে সূত্রবিদেরা সূত্র বলেন'। এইরূপ লক্ষণযুক্ত পাতঞ্জল যোগসূত্র সকল ভগবান্ ব্যাস গম্ভীর বা তলস্পর্শিজ্ঞানযুক্ত উদার সার ও পুষ্ট যুক্তিময় সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে যথা—'গঙ্গাদি নদী-সকল যেমন সমুদ্রেরই অংশরূপে স্থিত তদ্বৎ সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন ইহারই অংশে সংস্থিত অর্থাৎ এই ব্যাসভাষ্যকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা'। (ব্যাসবার্তিক)।

আরব্ধ বা প্রারিপ্সিত সেই যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র— 'অথ যোগানুশাসনম্'। উপদিষ্ট বিষয়ের পুনরায় শাসন বা উপদেশ করার নাম অনুশাসন। 'অথ' এই শব্দ অধিকারার্থ বা আরম্ভার্থ। যোগানুশাসন নামক যোগশাস্ত্র, সুতরাং যোগও ইহার দ্বারা অধিকৃত বা

সংযোগাদ্যর্থকোঽয়ং যোগঃ। যুজ্ সমাধৌ ইতি শাব্দিকাঃ। তেষাঞ্চ সমাধিঃ চিত্তসমাধানার্থকঃ, ন চ তদেবার্থমাত্রাদিসূত্রলক্ষিতঃ পারিভাষিকঃ সমাধিঃ। সম্যগ্ আধানমেব শাব্দিকানাং সমাধানম্। এতদ্ যুজ্‌ধাতুনিষ্পন্নোঽয়ং যোগ-শব্দঃ। স চ যোগঃ—সমাধানম্, সার্বভৌমঃ—বক্ষ্যমাণক্ষিপ্তাদিসর্বভূমিসাধারণশ্চিত্তধর্মঃ।

ক্ষিপ্তমিতি। চিত্তভূময়ঃ—চিত্তস্য সহজা অবস্থাঃ। সংস্কারবশাদ্ যস্যামবস্থায়াং চিত্তং প্রায়শঃ সন্তিষ্ঠতে সা এব চিত্তভূমিঃ। পঞ্চবিধাশ্চিত্তভূময়ঃ ক্ষিপ্তা মূঢ়া বিক্ষিপ্তা একাগ্রা নিরুদ্ধা চেতি। ক্ষিপ্তং চিত্তং ক্ষিপ্তা ভূমিঃ, তথা মূঢ়াদয়ঃ। তত্র যদা সংস্কারপ্রভাবধর্মকং চিত্তং তত্ত্বসমাধানচিকীর্ষাহীনং সদৈবাস্থিরং ভবতি তদাস্য ক্ষিপ্তা ভূমিঃ। তাদৃশস্য অপিচ প্রবল-রাগাদিমোহবশস্য চিত্তস্য যা মূঢ়াবস্থা সা মূঢ়া ভূমিঃ। ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টং বিক্ষিপ্তভূমিকং চিত্তম্। তত্র কাদাচিৎকং চিত্তসমাধানং সমাধানচিকীর্ষা চ তত্ত্বজ্ঞানসমাধানঞ্চ দৃশ্যতে। অভীষ্টবিষয়ে সদৈব স্থিতিশীলা চিত্তাবস্থা একাগ্রভূমিঃ। সর্ববৃত্তিনিরোধপ্রায়া চিত্তাবস্থা নিরুদ্ধভূমিঃ। চিত্তসমাধানমেব যোগঃ, তস্য সার্বভৌমত্বাৎ পঞ্চস্বপি ভূমিষু যোগসম্ভবঃ স্যাৎ। তত্র প্রবল-লোভমোহাদিবশাৎ কদাচিৎ ক্ষিপ্তমূঢ়যোর্দ্বয়োঃ কিঞ্চিচ্চিত্তসমাধানং ভবতি ন চ তৎ কৈবল্যায় ভবতি, যথা জয়দ্রথস্য প্রবলমোহাধীনস্য। যত্র বিক্ষিপ্তে—বিক্ষিপ্তভূমিকে চেতসি কাদো

আরব্ধ হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। যোগশব্দের অর্থ সমাধি, ইহা সংযোগাদি-অর্থক নহে। 'যুজ্' ধাতুর অর্থ সমাধি ইহা ব্যাকরণবিদেরা বলেন। তন্মতে সমাধি অর্থে যে-কোন বিষয়ে চিত্তের সমাধান বা স্থিরতা, তাহা "তদেবার্থ মাত্র .." (৩য় পাদ, ৩য় সূত্র) এই যোগসূত্রে লক্ষিত পারিভাষিক (নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত) সমাধি নহে। ব্যাকরণবিৎদের মতে সম্যক্ আধান বা স্থিরতামাত্রই চিত্তের সমাধান। এইরূপ অর্থযুক্ত যুজ্ ধাতুর দ্বারা এই 'যোগ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই যোগ বা চিত্তসমাধান সার্বভৌম অর্থাৎ পরে কথিত ক্ষিপ্তাদি সর্ব চিত্ত-ভূমিতেই সম্ভব, এরূপ চিত্তধর্ম।

চিত্তভূমি অর্থে চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিকের মত অবস্থা। পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবশে (সহজতঃ) যে অবস্থায় চিত্ত অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করে তাহাই চিত্তভূমি। চিত্তের ভূমিকা পঞ্চবিধ, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যে চিত্ত ক্ষিপ্ত বা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির তাহাই ক্ষিপ্তভূমি, মূঢ় আদি চিত্তভূমিসকলও তদ্রূপ অর্থাৎ যে চিত্ত বাহ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ অত্যন্ত মুগ্ধ তাহা মূঢ়ভূমি, ইত্যাদি। তন্মধ্যে যখন সংস্কার-প্রভাব-ধর্মক চিত্ত, তত্ত্ববিষয়ক ধ্যান করিবার চেষ্টাবর্জিত হইয়া সর্বদা অস্থির হইয়া বিচরণ করে তাহাই চিত্তের ক্ষিপ্ত ভূমি তাদৃশ এবং প্রবল রাগাদি মোহের বশীভূত চিত্তের যে মূঢ় অবস্থা তাহা মূঢ় ভূমি। ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট বা সামান্য উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। তাহাতে কখন কখন চিত্তের স্থৈর্য, চিত্তকে স্থির করিবার জন্য চেষ্টা এবং তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানে চিত্তসমাধানও দেখা যায়। অভীষ্ট বিষয়ে (স্বেচ্ছায়) সদা স্থিতিশীল যে চিত্তাবস্থা তাহাই একাগ্রভূমি। যে চিত্তাবস্থায় সর্ববৃত্তির নিরোধের প্রাধান্য তাহাকে নিরুদ্ধ ভূমি বলা যায়। চিত্তকে সমাহিত করাই যোগ, তাহা সর্বভূমিতে (সাত্ত্বিক না হইলেও সামন্বিক) সম্ভব বলিয়া উক্ত পঞ্চভূমিতেই যোগ হইতে পারে। তন্মধ্যে, প্রবল লোভ বা মোহ-বশতঃ কদাচিৎ ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় ভূমিতেও কিছুকালের জন্য চিত্ত স্থির হইতে পারে কিন্তু তাহা কৈবল্যপ্রাপক নহে, যেমন প্রবল মোহাধীন হইয়া জয়দ্রথের হইয়াছিল। যাহা বিক্ষিপ্তে অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে

বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ—উপসর্জনভাবেন—গৌণভাবেন উদ্ভিন্নসংস্কাররূপেণ যত্র বসতি। বিক্ষেপসংস্কারঃ তত্তাদৃশস্য চিত্তস্য বিক্ষিপ্তভূমিকস্য সমাধিরপি ন সম্যগ্ যোগপক্ষে—কৈবল্যপক্ষে বর্ত্ততে। বিক্ষিপ্তভূমিকস্য সমাধানং সবিপ্লবং ততশ্চ তাদৃশঃ সাধকো যদা বিক্ষেপাভিভূতো ভবতি তদা পুনস্তত্ত্বজ্ঞানহীনঃ পৃথগ্জন ইবাচরতি।

যস্ত্বিতি। একাগ্রভূমিকে চেতসি জাতঃ সমাধিঃ সদ্ভূতমর্থং—পারমার্থিকং তত্ত্বং প্রদ্যোতয়তি—প্রখ্যাপয়তি, যৎপ্রজ্ঞয়া পারমার্থিকহানোপাদানবিষয়ে অযথার্থাধ্যবসায়ো অপগত ইত্যর্থঃ। তথা চ ক্ষিণোতি ক্লেশান্—তত্ত্বজ্ঞানস্য চেতসি উপস্থানাদবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ স যোগঃ ক্রমশো বন্ধ্যাপ্রসবান্ করোতি, ক্লেশমূলানাং চ কর্ম্মণাং নিবর্ত্তমানত্বাৎ কর্ম্মবন্ধনং শ্লথয়তি, কিঞ্চ নিরোধং—সর্ব্ববৃত্তিহীনতামভিমুখং করোতি। এষ সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ। একাগ্রভূমিকস্য চেতসস্তত্ত্ববিষয়িণী প্রজ্ঞা সম্প্রজ্ঞানম্। তদ্ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা ভবতি, তাদৃশসম্প্রজ্ঞানবান্ যোগঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। স ইতি। বক্ষ্যমাণলক্ষণকো বিতর্কাদিপদার্থানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ—বক্ষ্যামঃ। সর্ব্বেতি। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধে যঃ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধঃ স হ্যসম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইতি।

জাত এবং উপসর্জনীভূত বিক্ষেপযুক্ত অর্থাৎ উপসর্জনরূপে বা গৌণভাবে স্থিত, এরূপ উদ্ভিন্ন সংস্কাররূপে (যাহা পরে প্রত্যয়রূপে ব্যক্ত হইবে) যথায় বিক্ষেপ-সংস্কার-সকল অবিনষ্ট অবস্থায় থাকে তাদৃশ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের যে সমাধি তাহাও সম্যক্ যোগপক্ষে অর্থাৎ কৈবল্যপক্ষে বর্ত্তমান না বা মুখ্যতঃ কৈবল্য সাধিত করে না। কারণ বিক্ষিপ্ত ভূমিস্থ চিত্তের যে স্থিরতা তাহাও সবিপ্লব বা ভঙ্গশীল (কারণ সুপ্তভাবে স্থিত বিক্ষেপসংস্কার-সকল পুনঃ ব্যক্ত হইবে) তজ্জন্য তাদৃশ সাধক যখন পুনঃ বিক্ষেপের দ্বারা অভিভূত হন তখন প্রমাদযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন।

একাগ্রভূমিক চিত্তে জাত সমাধি সদ্ভূত বিষয়কে অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বকে (পরমার্থ-বিষয়ক ও সৎস্বরূপ অনুভবযোগ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে) প্রদ্যোতিত বা খ্যাপিত করে, যে প্রজ্ঞার ফলে পরমার্থদৃষ্টিতে যাহা হেয় এবং উপাদেয় বলিয়া গণিত হয় তাহাতে অযথার্থ অধ্যবসায় বা হানোপাদানচেষ্টা উৎপাদিত হয় (তখন যাহা হেয় বলিয়া জ্ঞাত হয় তাহা আর গৃহীত হয় না এবং যাহা উপাদেয়রূপে বিজ্ঞাত হয় তাহাও পুনঃ পরিত্যক্ত হয় না)। কিন্তু তাহা ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে, কারণ, তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বদা চিত্তে উপস্থিত থাকায় (একাগ্রভূমিক বলিয়া) সেই যোগ অবিদ্যাদি ক্লেশ (সংস্কার) সকলকে তদনুরূপ বৃত্তিউৎপাদনে শক্তিহীন করে। পুনশ্চ ক্লেশমূলক কর্ম্মসকল নিবৃত্ত হওয়াতে তাহা কর্ম্মবন্ধনকে শিথিল করে, তদ্ব্যতীত নিরোধকে অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্ববৃত্তিহীন যে অবস্থা তাহাকেও, অভিমুখ করে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা একাগ্রভূমিক চিত্তের তত্ত্ববিষয়িণী প্রজ্ঞারূপ সম্প্রজ্ঞান। তখন, গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যরূপ তত্ত্ববিষয়ে চিত্তের তৎস্থ-তদঞ্জনতা অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক তদাকারতাপ্রাপ্তি বা ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা চিত্তের পরিপূর্ণতা হয় (১।৪১ দ্রষ্টব্য)। তাদৃশ সম্যক্ প্রজ্ঞানযুক্ত যোগই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত বিতর্কাদিপদার্থের অনুগত যোগই সম্প্রজ্ঞাত। এ বিষয় পরে প্রবেদন করিব বা বলিব (১।১৭)। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইলে পর সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধপূর্ব্বক যে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

২। তস্যেতি। অভিধিৎসয়া—অভিধানেচ্ছয়া। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি যোগলক্ষণম্ অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তিদোষহীনং ন্যায্যানবদ্যং প্রস্ফুটঞ্চ। সর্বেতি। সর্বশব্দাগ্রহণাৎ—সর্বচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যকথনাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি উক্তযোগলক্ষণান্তর্গতো ভবতি। সম্প্রজ্ঞাতে যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপা বৃত্তির্ন নিরুদ্ধা ভবেৎ তদন্যাশ্চ নিরুদ্ধা ভবন্তীতি। চিত্তমিতি। প্রখ্যা—প্রকাশস্বভাবাঃ প্রকাশাধিকাঃ সর্বে বোধাঃ, সা চ সত্ত্বগুণস্য লিঙ্গম্। প্রবৃত্তিঃ—ইচ্ছাদয়ঃ সর্বাশ্চেষ্টাঃ। সা চ ক্রিয়াশীলস্য রজসো লিঙ্গম্। স্থিতিঃ—আবৃতস্বরূপাঃ সর্বে সংস্কারাঃ, সা হি স্থিতিশীলস্য তমসঃ স্বলক্ষণম্। চিত্ত এতেষাং ত্রিবিধগুণধর্মাণাং লাভাচ্চিত্তং ত্রিগুণম্।

প্রখ্যেতি। প্রখ্যারূপং চিত্তসত্ত্বং—চিত্তরূপেণ পরিণতং সত্ত্বং, যদা রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং—সম্পৃক্তং বিক্ষেপমোহসঙ্কুলমিত্যর্থঃ ভবতি তদা তচ্চিত্তমৈশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ম্—ঐশ্বর্য্যং—লৌকিকী প্রভুতা তচ্চ শব্দাদিবিষয়াশ্চ প্রিয়া যস্য তাদৃশং ভবতি। 'তদেবেতি'। চিত্তসত্ত্বং যদা তমসানুবিদ্ধং—তামসকর্মসংস্কারাভিভূতং ভবতি তদা অধর্মাদীনাম্ উপগম্—উপগতম্ অধর্মাদীনাং সংস্কারবিপাকবদিত্যর্থঃ ভবতি। তদেব চিত্তসত্ত্বং যদা প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্বতঃ প্রদ্যোতমানং—সম্প্রজ্ঞাতবদিত্যর্থঃ, তথা চ রজোমাত্রয়া—রজসো মাত্রা কার্য্যকরং পরিমাণং তয়ানুবিদ্ধং চিত্তসত্ত্বং ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। ধর্মঃ—অহিংসাদিঃ, জ্ঞানং—যোগজা প্রজ্ঞা, বৈরাগ্যং—বশীকারাখ্যম্, ঐশ্বর্য্যং—বিভূতিঃ, এতদুপগং ভবতি

২। অভিধিৎসার অর্থ বলিবার ইচ্ছায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ—যোগের এই লক্ষণ অব্যাপ্তি বা অসম্পূর্ণতা ও অতিব্যাপ্তি বা যথার্থ লক্ষণকে অতিক্রম করা—এই উভয় প্রকার দোষবর্জিত, ন্যায়সঙ্গত, অদোষ এবং প্রস্ফুট। 'সর্ব' শব্দ ব্যবহার না করায় অর্থাৎ 'যোগ সর্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ' ইহা না বলায়, সম্প্রজ্ঞাতও উক্ত যোগ-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (সর্ববৃত্তির নিরোধ বলিলে কেবল অসম্প্রজ্ঞাতই বুঝাইত)। সম্প্রজ্ঞাত যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপ (কোনও এক অভীষ্ট) বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয়। প্রখ্যা অর্থে প্রকাশ স্বভাবক বা প্রকাশাধিক্যযুক্ত সমস্ত বোধ, তাহা সত্ত্বগুণের চিহ্ন। প্রবৃত্তি অর্থে ইচ্ছাদি সমস্ত চেষ্টা, তাহা ক্রিয়া-স্বভাব রজোগুণের চিহ্ন। স্থিতি অর্থে প্রকাশের বিপরীত আবরণস্বরূপ সমস্ত সংস্কার, তাহা স্থিতিশীল তমোগুণের নিজস্ব লক্ষণ। চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণস্বভাব পাওয়া যায় বলিয়া চিত্ত ত্রিগুণাত্মক।

প্রখ্যারূপ চিত্তসত্ত্ব বা চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণ (চিত্তের সাত্ত্বিকাংশ) যখন রজস্তমের সহিত সংসৃষ্ট বা সম্পৃক্ত থাকে অর্থাৎ যত বিক্ষেপ (রজ) ও মোহ (তম) যুক্ত হয়, তখন সেই চিত্তের নিকট ঐশ্বর্য্য ও বিষয়সকল প্রিয় হয়। ঐশ্বর্য্য অর্থে লৌকিক প্রভুত্ব, তাহা এবং শব্দাদি বিষয় যাহার প্রিয়, তাদৃশ-স্বভাবক হয়। চিত্তসত্ত্ব যখন তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ তামস কর্মের সংস্কারের দ্বারা অভিভূত থাকে তখন অধর্মাদিতে উপগত বা তদনুসরণশীল হয় অর্থাৎ অধর্মাদি সংস্কারসকলের বিপাক বা ফলযুক্ত হয়। সেই চিত্তসত্ত্বের যখন মোহরূপ আবরণ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় তখন তাহা সর্বতঃ বা সর্বপ্রকারে প্রদ্যোতমান অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানযুক্ত বা দীপ্তিমান্ হয়; আর রজোমাত্রার দ্বারা অর্থাৎ রজোগুণের যে মাত্রা বা কার্য্যকর পরিমাণ (ধর্মজ্ঞানাদি সম্পাদিত করার জন্য যাবন্মাত্র রজোগুণের আবশ্যক তাবন্মাত্র) তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ চিত্তসত্ত্ব ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য-রূপ বিষয়ে উপগত হয়। ধর্ম অর্থে অহিংসাদি বা যম-নিয়ম-দয়া-দান এই দ্বাদশ, জ্ঞান অর্থে

চিত্তম্ । তদেব চিত্তসত্ত্বং রজোলেশমলাপেতং—রজোলেশাত্মকাৎ মলাৎ—বিক্ষেপরূপাৎ অপেতং—নির্মুক্তম্ । ন হি ত্রিগুণং চিত্তং কদাপি রজোগুণহীনং ভবতি, তস্মাৎ মলস্যৈবাপগমনং বিবক্ষিতং ন রজস ইতি । তচ্চ তদা সত্ত্বপুংপ্রবাহরূপং বিবেকখ্যাতিগতবিকারং জনয়তি ন চ তস্মাৎ বিষয়খ্যাতিমুৎপাদ্য সত্ত্বস্য বিকারং মালিন্যঞ্চ সম্পাদয়তীতি বিবেচ্যম্ ।

স্বরূপপ্রতিষ্ঠং—সত্ত্বমাত্রপ্রতিষ্ঠম্ । সত্ত্বস্য উৎকর্ষকাষ্ঠা বিবেকখ্যাতিঃ, তন্মাত্রপ্রতিষ্ঠত্বাৎ রজোমালিন্যহীনত্বাচ্চ সত্ত্বং স্বরূপপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ । এবং বুদ্ধিসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং চিত্তসত্ত্বং ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি । তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে যোগিনঃ । বিবেকস্য সিদ্ধির্ অপরং প্রসংখ্যানম্ । বুদ্ধিপুরুষয়োর্বিবেকস্য স্বরূপমাহ চিতীতি । চিতিশক্তিঃ—পৌরুষচৈতন্যম্, অপরিণামিনী—সর্ববিকারহীনা, অপ্রতিসংক্রমা—কার্যগমনায় প্রতিসঞ্চারহীনা, দর্শিতবিষয়া—দর্শিতঃ সম্যক্ জ্ঞাতো বুদ্ধিরূপঃ প্রকাশ্যবিষয়ো যয়া সা, শুদ্ধা—গুণ-মলরহিতা, অনন্তা—অন্তবদারোপণাযোগ্যা চ । ইয়ং বিবেকখ্যাতিঃ সত্ত্বগুণাত্মিকা—সত্ত্বং প্রকাশশীলং তচ্চ চিতঃ অবভাসোপগ্রহণযোগ্যং ন তু স্বপ্রকাশং, তদ্রূপা বিবেকখ্যাতিঃ পরিণামিনী জড়া চেতি অতশ্চিচ্ছক্তের্বিপরীতা হেয়া ইতি । পরেণ বৈরাগ্যেণ তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি চিত্তম্ । তদবস্থং হি চিত্তং সংস্কারোপগং—সংস্কারমাত্রশেষং প্রত্যয়হীনং ভবতি । সবিপ্লবে তু নিরোধে ব্যুত্থানসংস্কারা অভিভবন্তি তত এব নিরোধভঙ্গঃ । তস্মাৎ নিরোধাবস্থায়াং

যোগজ প্রজ্ঞা, বৈরাগ্য অর্থে বশীকার বৈরাগ্য (১।১৫ সূত্র), ঐশ্বর্য অর্থে যোগজ বিভূতি—চিত্ত তখন এই সকল গুণসম্পন্ন হয়। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন রজোগুণের লেশমাত্র মলশূন্য হয় অর্থাৎ লেশমাত্র অবশিষ্ট রজোগুণের যে মল বা বিক্ষেপরূপ চাঞ্চল্য তাহা হইতে অপেত বা নির্মুক্ত হয়, যদিও ত্রিগুণাত্মক চিত্ত কখনও সম্পূর্ণ রজোগুণহীন হইতে পারে না, তজ্জন্য রজোগুণের মলের অপগমের কথাই বলা হইয়াছে, রজোগুণের নহে। তখন চিত্তস্থ রজোগুণ সত্ত্ব-বুদ্ধির প্রবাহরূপ বিবেকখ্যাতিগত বিকারমাত্র (একাকার বিবেকপ্রত্যয়ের ধারা) উৎপন্ন করে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের খ্যাতি উৎপন্ন করিয়া সত্ত্বের বিকার এবং মালিন্য ঘটায় না ইহা বিবেচ্য।

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থে সত্ত্বমাত্রে প্রতিষ্ঠ, বুদ্ধিসত্ত্বের উৎকর্ষের কাষ্ঠা বা সীমা বিবেকখ্যাতি, তন্মাত্রে প্রতিষ্ঠিতত্বহেতু এবং রজোগুণের মালিন্যরহিত হয় বলিয়া বুদ্ধির সত্ত্বকে তদবস্থায় স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা হয়। এইরূপে বুদ্ধিসত্ত্বের এবং পুরুষের ভিন্নতা খ্যাতি-মাত্রে প্রতিষ্ঠ চিত্তসত্ত্ব ধর্মমেঘধ্যানে উপগত হয়। তাহাকে যোগীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন। বিবেকের সিদ্ধিকে অপর প্রসংখ্যান বলেন। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতার স্বরূপ বলিতেছেন। চিতিশক্তি অর্থে পৌরুষ চৈতন্য, তাহা অপরিণামিনী বা সর্ব প্রকার বিকারশূন্য, অপ্রতিসংক্রমা বা কার্যগমনের জন্য অন্যত্র প্রতিসঞ্চারহীন, দর্শিত-বিষয়া অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ প্রকাশ্য বিষয় তাঁহার দ্বারা দর্শিত বা সম্যক্ জ্ঞাত হয়, শুদ্ধা বা ত্রিগুণ-মল-রহিত এবং অনন্তা অর্থাৎ অন্তবৎ-ধর্ম তাঁহাতে আরোপণ করার যোগ্য নহে। আর এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা। সত্ত্ব অর্থে প্রকাশশীল ভাব, তাহা চিৎশক্তির অবভাসগ্রহণের অর্থাৎ তদ্দ্বারা চেতনের মত হইবার উপযোগী কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে, এতদ্রূপ যে বিবেকখ্যাতি তাহাও পরিণামী এবং জড় বা দৃশ্য, তজ্জন্য তাহা চিতির বিপরীত এবং হেয়। পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত সেই বিবেকখ্যাতিকেও নিরুদ্ধ করে। তদবস্থ অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায়, চিত্ত সংস্কারোপগ বা সংস্কারমাত্র-অবশিষ্ট ও প্রত্যয়হীন হয়। সবিপ্লব বা ভঙ্গশীল যে নিরোধ সমাধি তাহাতে প্রত্যয়ের উত্থানরূপ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল

প্রত্যয়হীনমপি চেতঃ সংস্কারমাত্রেণাবতিষ্ঠতে। কৈবল্যে তু সর্বসংস্কারাণাং প্রবিলয়ঃ। তদা চিত্তং স্বকারণে প্রধানে বিলীয়তে ন চ পুনরাবর্ততে। সম্প্রজ্ঞানং নষ্ট্বা তদপি নিরুধ্য যদা প্রত্যয়হীনা নিরুদ্ধাবস্থা অধিগম্যতে তদা সোঽসম্প্রজ্ঞাতযোগ ইতি। বোধবিষয়রূপস্য বীজস্যাভাবান্নিরোধঃ সমাধির্নির্বীজ ইত্যুচ্যতে।

৩। তদেতি সূত্রমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি। তদবস্থে—সর্ববৃত্তিনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ চেতসি সতি বিষয়াভাবাৎ—পুরুষবিষয়রূপাত্মবুদ্ধিরূপাভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মা—আত্মবুদ্ধের্বোদ্ধেত্যর্থঃ, পুরুষঃ কিংস্বভাবঃ? উত্তরং তদেতি সূত্রম্। তদা নিরোধসমাধৌ চিতিশক্তিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা—ঔপচারিকবৈরূপ্যহীনা ভবতি যথা কৈবল্যে—চিত্তস্য পুনরুত্থানহীনলয়ে। নির্বিকারায়াশ্চিতিশক্তেঃ কথং পুনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠেত্যাহ। ব্যুত্থিতে চিত্তে সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতি-র্ন তথেতি প্রতীয়তে।

৪। কথং চিতিশক্তিঃ স্বরূপাপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। পুরুষবিষয়া বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ পৌরুষপ্রকাশেন প্রকাশিতা ভবন্তি। এবং দর্শিতবিষয়ত্বাৎ পুরুষো

বর্তমান থাকে, তাহা হইতেই নিরোধের ভঙ্গ হয়। তজ্জন্য নিরোধাবস্থায় প্রত্যয়হীন হইলেও চিত্ত সংস্কারমাত্ররূপে অবস্থিত থাকে। কৈবল্যাবস্থায় সমস্ত সংস্কারেরও সর্বকালীন লয় হয় (লয় অর্থে স্বকারণে লীন হইয়া থাকা, অত্যন্ত নাশ নহে। কোনও ভাবপদার্থের সম্যক্ নাশ সম্ভব নহে)। তখন চিত্ত স্বকারণ প্রধানে বা প্রকৃতিতে লীন হয়, আর পুনরাবর্তন করে না। সম্প্রজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাও রোধ করিলে যে প্রত্যয়হীন নিরুদ্ধ অবস্থা অধিগত হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। বোধ আলম্বনরূপ বীজের তথায় অভাব হয় বলিয়া নিরোধ-সমাধিকে নির্বীজ বলে।

৩। সূত্রের অবতারণা করিবার জন্য প্রশ্ন তুলিতেছেন। তদবস্থায় অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিষয়ের অভাবহেতু অর্থাৎ পুরুষবিষয়া আমিত্ববুদ্ধিরও অভাবে, বুদ্ধিবোধাত্মা বা আমিত্ব-বুদ্ধির বিজ্ঞাতা যে পুরুষ, তাঁহার কিরূপ স্বভাব অর্থাৎ তিনি কি অবস্থায় থাকেন? ইহার উত্তর এই সূত্রে বলা হইয়াছে। তখন অর্থাৎ সেই নিরোধ-সমাধিতে চিতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন সুতরাং ব্যুত্থিত অবস্থায় তাঁহাতে যে বৈরূপ্য বা বিকার আরোপিত হয় তদ্রহিত হন, যেমন কৈবল্যাবস্থায় বা চিত্তের পুনরুত্থানহীন (আত্যন্তিক) লয় হইলে হয়। (শঙ্কা) নির্বিকার চিতিশক্তির আবার পুনঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে বক্তব্য হয়? তাই বলিতেছেন যে, চিত্তের ব্যুত্থিত অবস্থায় চিতি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ থাকিলেও (চিত্তবৃত্তির সহিত তাঁহার সারূপ্য মনে হয় বলিয়া) তিনি তদ্রূপ নহেন—এইরূপই প্রতীতি হয় (কিন্তু চিত্ত লয় হইলে আর তদ্রূপ প্রতীতির অবকাশ থাকে না তাই তখন চিতিকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা হয়)।

৪। চিতিশক্তি কেন স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠের ন্যায় প্রতিভাসিত হন? তাহার উত্তর যথা—দর্শিতবিষয়ত্ব-হেতু (ব্যুত্থিত অবস্থায়) চিত্তবৃত্তির সহিত দ্রষ্টার একরূপতা-প্রতীতি হয়। পুরুষবিষয়া—অর্থাৎ পুরুষাকারা 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদিরূপ (দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্ব এবং বুদ্ধির আমিত্ব, পুরুষাকারা বুদ্ধিতে উভয়ের একাকারতা হওয়াতে তাহার লক্ষণ 'আমি জ্ঞাতা') বুদ্ধিবৃত্তি-সকল পুরুষের প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হওয়াই দর্শিতবিষয়ত্ব, তাহার ফলে ব্যুত্থানকালে

বৃত্তিসরূপ ইব প্রতীয়তে। ব্যুত্থান ইতি। ব্যুত্থানে—অনিরুদ্ধচিত্ততায়াং যা বৃত্তয়স্তদ-বিশিষ্টবৃত্তিঃ—তাভির্বৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা—একবৎ প্রতীয়মানা বৃত্তিঃ—সত্তা যস্য তাদৃশো ভবতি পুরুষঃ। অত্রেদং পঞ্চশিখাচার্যসূত্রম্। একমেব দর্শনং—চৈতন্যম্, খ্যাতিঃ বুদ্ধিরেব দর্শনমিতি। চিদ্রূপং পুরুষোপদর্শনং তথা বুদ্ধিরূপা খ্যাতিশ্চ একমবিভাগাপন্নং বস্তু ইব প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ।

চিত্তমিতি। অয়স্কান্তমণির্যথা সান্নিধ্যাৎ অসংস্পৃশ্যাপি উপকরোতি তথা চিত্তং সান্নিধ্যাদেব পুরুষস্য ভোগাপবর্গৌ বিতরতি। সান্নিধ্যমত্র একপ্রত্যয়গতত্বং ন চ দৈশিকং সান্নিধ্যং, দেশকালাতীতত্বাৎ পুরুষস্য প্রধানস্য চ। তচ্চ চিত্তং দৃশ্যত্বেন স্বভাবেন পুরুষস্য স্বামিনঃ স্বং ভবতি। মম বুদ্ধিরিত্যববোধ এব তৎ-স্বভাবাবধারণে প্রমাণম্। দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বে এব মৌলিকস্বভাবৌ ততো ন তয়োর্হেতুরস্তি তৎস্বভাবাদ্ দ্রষ্টা সহ দৃশ্যা বুদ্ধিঃ সংযুক্তা। পুরুষপ্রধানয়োর্নিত্যত্বাৎ সংযোগোঽনাদিঃ। স চ সংযোগঃ প্রবাহরূপত্বাৎ হেতুমানিত্যুপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যতি।

দ্রষ্টা বুদ্ধিবৃত্তির সদৃশ বলিয়া প্রতীত হন। ব্যুত্থানে অর্থাৎ চিত্ত যখন অনিরুদ্ধ বা ব্যক্ত থাকে তদবস্থায় যে চিত্তবৃত্তি, তাহা হইতে পুরুষ অবিশিষ্ট-বৃত্তি বা অভিন্ন একইরূপ সত্তাকার সত্তারূপে প্রতীত হন। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের সূত্র যথা—'একই দর্শন বা চৈতন্য, খ্যাতি বা বুদ্ধিই দর্শন,' অর্থাৎ চিদ্রূপ পুরুষের উপদর্শন এবং বুদ্ধিরূপ খ্যাতি ইহারা বিভিন্ন হইলেও এক অভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়।

অয়স্কান্ত মণি (চুম্বক) যেমন লৌহকে সংস্পর্শ না করিয়া সন্নিহিত হইয়া (পৃথক থাকিয়াও) উপকার অর্থাৎ কার্য্য করে তদ্রূপ চিত্ত সন্নিহিত হইয়াই পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ রূপ অর্থ সম্পাদন করে। এখানে সান্নিধ্য অর্থে এক-প্রত্যয়গতত্ব বা একই প্রত্যয়ে দ্রষ্টার এবং বুদ্ধির অভিন্ন জ্ঞান, ইহা দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কারণ, পুরুষ ও প্রধান বা প্রকৃতি, উভয়ই দেশকালাতীত। সেই চিত্ত দৃশ্যত্বস্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ্য বলিয়া স্বামী পুরুষের 'স্ব'-স্বরূপ বা নিজের সম্পদ-স্বরূপ হয় (দ্রষ্টার দৃশ্য—এই সম্বন্ধের দ্বারা। ভাষ্যে 'স্ব' অর্থে সম্পদ্)। 'আমার বুদ্ধি' এই প্রকার অববোধ বা নিজের ভিতরে ভিতরে অনুভূতি ঐ প্রকার স্ব-ভাবের অবধারণ-বিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ তদ্দ্বারাই স্বামিত্ব-লক্ষ্য (স্বামিত্ব-বুদ্ধি নহে) দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির ঐ প্রকার সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যত্ব ইহারা মৌলিক স্বভাব (অর্থাৎ ঐ দুই পদার্থ ঐরূপ বিরুদ্ধধর্মসাচী সম্বন্ধাতীত বুঝা সম্ভবপর নহে) সুতরাং তাহাদের হেতু বা কারণ নাই তৎস্বভাবের ফলেই দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য-বুদ্ধির সংযোগ হইয়াই আছে (দ্রষ্টৃত্ব বলিলেই দৃশ্যত্ব এবং দৃশ্যত্ব বলিলেই দ্রষ্টৃত্ব আসিয়া পড়ে বলিয়া উভয়ের ঐ দ্রষ্টা-দৃশ্যরূপ সম্বন্ধ বা সংযোগ স্বভাবতই আছে বুঝিতে হইবে)। পুরুষ এবং প্রধান নিত্য বলিয়া তাহাদের ঐ সংযোগ অনাদি। কিন্তু সেই সংযোগ প্রবাহরূপে অর্থাৎ বীজাঙ্কুরবৎ নৈমিত্তিকরূপ ধারাক্রমে অনাদি বলিয়া তাহা হেতুযুক্ত অর্থাৎ তাহা কোনও কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়; অবিবেকরূপ সেই কারণের বিষয়ে পরে বলিবেন। (যাহা অনাদি কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকিবে এরূপ বস্তু বা ভাবপদার্থ নিত্য। যাহা কেবল অনাদি কাল হইতে আছে তাহা নিত্য না-ও হইতে পারে, যেমন কথিত সংযোগ পদার্থ। সংযোগ কোন এক ভাব পদার্থও নহে এবং তাহা হেতুর দ্বারা ঘটিতে থাকে বলিয়া সেই হেতুর অভাবে তাহারও অভাব হইতে পারে। সংযুক্ত পদার্থ দুইই বস্তু বা ভাব)।

৫। তা ইতি। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ—পঞ্চবিধাঃ, তথা চ তাঃ ক্লিষ্টাস্তথা অক্লিষ্টা ইতি দ্বিধা। ক্লেশেতি। ক্লেশহেতুকাঃ—ক্লেশাঃ, অবিদ্যাদয়ঃ যে বিপর্য্যস্তপ্রত্যয়াঃ ক্লিশ্যন্তি তে ক্লেশাঃ, তন্ময্যস্তন্মূলাশ্চ বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টাঃ তাশ্চ কর্ম্মসংস্কারসঞ্চয়স্য ক্ষেত্রীভূতাঃ। তদ্বিপরীতা অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ বিবেকখ্যাতিবিষয়াঃ। বিবেকেন চিত্তস্য নিবৃত্তিস্তৎকারণত্বাৎ বৃত্তয়ো গুণাধিকারবিরোধিনঃ—গুণপ্রবৃত্ত্যৈব ক্লেশাঃ, অন্যা গুণনিবর্ত্তিকাঃ খ্যাতিবিষয়া বৃত্তয়োঽক্লিষ্টাঃ। বিবেকবিষয়া মুখ্যা অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ। বিবেকস্য নির্বর্ত্তিকা অন্যা অপি বৃত্তয়ঃ অক্লিষ্টাঃ, তাশ্চ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতাঃ—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বিচ্ছিন্নে ক্লেশপ্রবাহে, পরমার্থবিষয়া বৃত্তয়ো জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তথা ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপি ক্লিষ্টা বৃত্তয় উৎপদ্যন্তে। যথোক্তং "তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ" ইতি।

তথেতি। তথাজাতীয়কাঃ—ক্লিষ্টজাতীয়া অক্লিষ্টজাতীয়া বা সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে। বৃত্তীনাম্ অপরিদৃষ্টাবস্থা সংস্কারঃ; সংস্কারস্য চ ব্যক্তভাবঃ স্মৃতিবৃত্তিঃ, তথা চ প্রমাণাদিবৃত্তীনামপি নিষ্পাদকাঃ সংস্কারাঃ। এবমিতি। বৃত্তিভিঃ সংস্কারাঃ সংস্কারেভ্যশ্চ বৃত্তয় ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কারচক্রং নিরন্তরমাবর্ত্ততে। তদিতি। অবসিতাধিকারং—নিষ্পন্নকৃত্যং চিত্তম্।

৫। চিত্তের বৃত্তিসকল পঞ্চতয়ী বা পঞ্চবিধ। তাহারা পুনঃ ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্টভেদে দ্বিধা বিভক্ত। ক্লেশহেতুক অর্থাৎ ক্লেশমূলক, অবিদ্যাদিরাই (২।৩ সূত্র) ক্লেশ। যে বিপর্য্যয়-বৃত্তিসকল দুঃখ প্রদান করে তাহারাই ক্লেশ। সেই ক্লেশময় এবং ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ যাহার মূলে আছে এরূপ বৃত্তিসকল ক্লিষ্ট এবং তাহারা কর্ম্মসংস্কারসঞ্চয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইতেই কর্ম্মসংস্কার-সকলের উদ্ভব হয় এবং তাহাই তাহাদের আধারস্বরূপ। তদ্বিপরীত অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল বিবেকখ্যাতিবিষয়ক। বিবেকের দ্বারা চিত্তের নিবৃত্তি হয়, তজ্জন্য তাদৃশ বৃত্তিসকল গুণাধিকার-বিরোধী অর্থাৎ ত্রিগুণের প্রবৃত্তি হইতেই ক্লেশের সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য গুণ-কার্য্যকে নিবর্ত্তিত বা নিরুদ্ধ করে বলিয়া তদ্বিপরীত বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক বৃত্তিসকল অক্লিষ্ট। বিবেকবিষয়ক বৃত্তিসকলই মুখ্যতঃ অক্লিষ্ট। বিবেকের সাধক অন্য বৃত্তিসকলও গৌণত অক্লিষ্ট বৃত্তি তাহারা ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিত অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা বিচ্ছিন্ন যে ক্লেশপ্রবাহ তন্মধ্যে উদ্ভূত পরমার্থবিষয়ক বৃত্তি। সেইরূপ অক্লিষ্টপ্রবাহের ছিদ্রেও অর্থাৎ যখন ঐ প্রবাহ ভাঙ্গিয়া যায় সেই অবকাশে, ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—তচ্ছিদ্রেও অর্থাৎ বিবেকপ্রবাহের ছিদ্রেও পূর্ব্বসংস্কার হইতে অন্য (ক্লিষ্ট) প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয় (৪।২৭ সূত্র)।

তথাজাতীয় অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কারসকল তজ্জাতীয় বৃত্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়। বৃত্তিসকলের অপরিদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষ অবস্থাই সংস্কার (কোনও বৃত্তির অনুভব হইলে অন্তরে নিহিত তাহার আহিত ভাব) সংস্কারের ব্যক্তভাব অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতির স্মরণই স্মৃতিবৃত্তি। সংস্কার পুনশ্চ প্রমাণাদি বৃত্তিসকলেরও নিষ্পাদক*। এইরূপে বৃত্তি হইতে সংস্কার, পুনঃ সংস্কার হইতে বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃত্তি-সংস্কারচক্র সর্ব্বদাই আবর্ত্তিত হইতেছে বা ঘুরিতেছে। অবসিতাধিকার অর্থাৎ নিষ্পাদিত হইয়াছে ভোগাপবর্গরূপ চেষ্টা যদ্দ্বারা—

* যদিচ সংস্কার প্রমাণাদির সম্পূর্ণ নিষ্পাদক নহে, কারণ, প্রমাণ অর্থে অনধিগত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান। তবে স্মৃতি তাহার সহায়ক। যেমন 'ঐ বৃক্ষ আছে'—ইহা চক্ষুদ্বারা প্রমাণবৃত্তি হইলেও 'বৃক্ষ', 'আছে' ইত্যাকার জ্ঞান পূর্ব্বের সংস্কারজাত অর্থাৎ স্মৃতি। পূর্ব্বদৃষ্ট বৃক্ষের জ্ঞানও ইহার সহায়ক।

শেষং দলদ্বয়ং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। ধর্মমেঘধ্যানে সত্ত্বাত্মকত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে কৈবল্যে চ পুনরস্তং গচ্ছতীতি।

৬। প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি পঞ্চ বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টা ভবন্তি অক্লিষ্টা বা ভবন্তি, চিত্তস্য প্রবর্তক-নিবর্তকস্বভাবাৎ। যথা রক্তং দ্বিষ্টং বা প্রমাণং ক্লিষ্টং, রাগদ্বেষনিবর্তকং প্রমাণমক্লিষ্টম্।

৭। ইন্দ্রিয়েতি। চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ—ইন্দ্রিয়বাহ্যবস্তুভিঃ কৃতাদুপরাগাৎ, তদ্বিষয়া—বাহ্যবস্তুবিষয়া বাহ্যজ্ঞানাকারা ইত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া—ইন্দ্রিয়ব্যবহিতস্যাপি ইন্দ্রিয়প্রণালীত এব উপরাগ ইত্যর্থঃ, যা বৃত্তিরুৎপদ্যতে তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। সা হি প্রত্যক্ষবৃত্তিঃ সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা। সামান্যং—শব্দাদিভিঃ কৃতসঙ্কেতঃ জাত্যাদি-বহুব্যক্তিসমবেতভূতো মানসো গুণবাচিপদার্থঃ। বিশেষঃ—প্রতিব্যক্তিগতো বাস্তবো গুণঃ। সামান্যপদার্থঃ শব্দাদিসঙ্কেতমাত্রগম্যঃ, বিশেষস্তু শব্দাদিসঙ্কেতং বিনাপি গম্যতে। অর্থস্তু সামান্যবিশেষাত্মা—তাদৃশগুণসমবেতভূতঃ বাহ্যঃ বস্তু এব। তথাভূতস্যার্থস্য যা

তদ্রূপ চিত্তসত্ত্ব। শেষ দুই দল বা পদদ্বয় অংশ পূর্বে (১।২ সূত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার যথা—ধর্মমেঘধ্যানে চিত্তসত্ত্ব নিজস্বরূপে (সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া) থাকে, কারণ, তখন রজস্তমস্ দ্বারা সাত্ত্বিকতা বিপর্যস্ত হয় না, এবং কৈবল্যাবস্থায় চিত্তসত্ত্ব প্রলীন হয়।

৬। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি চিত্তের এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি ক্লিষ্টও হইতে পারে, অক্লিষ্টও হইতে পারে—চিত্তের ভোগের দিকে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এই স্বভাব অনুযায়ী। যেমন রাগযুক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তি ক্লিষ্ট, এবং যাহা রাগাদ্বেষের নিবৃত্তি-কারক প্রমাণবৃত্তি তাহা অক্লিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণাদি বৃত্তি যে-বিষয়ক হইবে ও যে-দিকে প্রযুক্ত হইবে তদনুযায়ী তাহা ক্লিষ্ট বা ক্লেশবর্ধক এবং অক্লিষ্ট বা ক্লেশ-নিবৃত্তিকারক বলিয়া গণিত হইবে।

৭। চিত্তের বাহ্যবস্তুকৃত উপরাগ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বাহ্যবস্তুর দ্বারা উপরঞ্জিত হইলে, তদ্বিষয়া অর্থাৎ বাহ্যবস্তু-বিষয়া বা বাহ্যজ্ঞানাকারা যে বৃত্তি তাহা ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে বাহ্য হইলেও ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা আগত বিষয়ের দ্বারা, উপরক্ত হইয়া চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই প্রত্যক্ষ বৃত্তিতে সামান্য এবং বিশেষ এই দুই প্রকার বিষয়জ্ঞানের মধ্যে বিশেষবিষয়ক জ্ঞানেরই প্রাধান্য, সামান্য অর্থে শব্দাদির দ্বারা সঙ্কেতীকৃত বহু ব্যক্তির (পৃথক্ ব্যক্ত পদার্থের) সাধারণ বাচক জাতি আদির ন্যায় গুণবাচী মানস পদার্থ (জাতি বলিয়া বাহ্যে কোনও ভাব পদার্থ নাই, উহা কেবল সমানধর্মক বহু পদার্থকে মনে মনে সমবেত করিয়া জানা)। বিশেষ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত বাস্তব গুণ, যদ্দ্বারা এক বস্তুকে অন্য হইতে পৃথক্ বিশেষিত করিয়া জানা যায়। 'সামান্য' শব্দের যাহা অর্থ তাহা কেবল শব্দাদিসঙ্কেতমাত্রের দ্বারা অধিগত হইবার যোগ্য, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান শব্দাদিসঙ্কেত-ব্যতীতও হইতে পারে, (যেমন প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ রূপ, বিশেষ শব্দ ইত্যাদি যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়)। বিষয়সকল সামান্য এবং বিশেষ-স্বরূপ অর্থাৎ তাদৃশ (সামান্য এবং বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবার যোগ্য) গুণের সমষ্টিভূত বাহ্য বস্তু।

বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিস্তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। প্রত্যক্ষেণ বাস্তবগুণা এব প্রধানতো গৃহ্যন্তে, জাতিসত্তাদিসামান্যগুণপ্রতিপত্তীনাং তত্রাপ্রাধান্যমিত্যর্থঃ।

ফলমিতি। প্রমাণব্যাপারস্য ফলম্, দ্রষ্ট্রা সহ অবিশিষ্টঃ—অবিবিক্তঃ 'অহং বোদ্ধা' ইত্যাকার ইত্যর্থঃ পৌরুষেয়ঃ—পুরুষপ্রকাশ্যশ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। যতঃ পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী প্রতিসংবেদনহেতুভূত এবাসংকীর্ণেনাপি পুরুষেণ বুদ্ধিবোধঃ। পুরুষস্য প্রতিসংবেদিত্বমুপরিষ্টাৎ—দ্বিতীয়ে পাদে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্যেতি। জিজ্ঞাসিতো'গৃহ্যমাণো হেতুগম্যো বিষয়ো'নুমেয়ঃ। তস্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তঃ—সপক্ষেষু সমানঃ, ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ—অসপক্ষেষু অসন্ ইত্যর্থঃ, ঈদৃশানাং ধর্ম্মাণাং জ্ঞানমিতি যাবৎ, সম্বন্ধঃ—হেতুঃ, স যঃ সম্বন্ধবিষয়া—হেতুনিবন্ধনা বা

তদ্রূপ লক্ষণযুক্ত বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞানের প্রাধান্যযুক্ত বৃত্তি তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের দ্বারা বাস্তব গুণসকলই প্রধানতঃ গৃহীত হয় এবং জাতি-সত্তাদি সামান্য বা সাধারণ গুণের যে জ্ঞান—উহাতে তাহার অপ্রাধান্য।

ফল অর্থে প্রমাণব্যাপারের ফল, তাহা দ্রষ্টার সহিত অবিশিষ্ট বা অবিভিন্ন—'আমি জ্ঞাতা' এই প্রকার পৌরুষেয় বা পুরুষের দ্বারা প্রকাশ্য, চিত্তবৃত্তির বোধ। পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ প্রতিসংবেদনের হেতু বলিয়া বুদ্ধি হইতে পুরুষ পৃথক্ হইলেও তদ্দ্বারা বুদ্ধির বোধ হয়। পুরুষের প্রতিসংবেদিত্ব পরে দ্বিতীয় পাদে (২।২০) প্রতিপাদিত করিব*।

জিজ্ঞাসিত (যাহা জানা অভিপ্রেত) কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ অগৃহ্যমাণ (জ্ঞাত হইতেছে না এরূপ) এবং হেতুগম্য (হেতু বা কারণ দেখিয়া যাহা বিজ্ঞেয়) যে বিষয় তাহাই অনুমেয়। তাহার অর্থাৎ সেই অনুমেয় জ্ঞেয় বিষয়ের যে তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত অর্থাৎ সপক্ষীয় বা সমজাতীয় বিষয়ে সমানতা বা সারূপ্য (যেমন তুষার ও শীতলতা), এবং ভিন্ন জাতীয় বিষয় হইতে যে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহা সপক্ষীয় নহে কিন্তু ভিন্ন জাতীয়, তাদৃশ বিষয়ের সহিত যে ভিন্নধর্মত্ব (যেমন তুষার ও উষ্ণতা)—পরস্পরের ঈদৃশ ধর্মের যে জ্ঞান তাহাই উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তাহাই হেতু (যেমন অগ্নি অনুমেয় বা অমুক স্থানে আছে কি না তাহা জানিতে চাই। তজ্জন্য হেতু বা উপযুক্ত সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকা চাই, তাহা যথা—ধূম অগ্নি হইতে হয়। ইহাই ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধজ্ঞান)। সেই যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক অর্থাৎ হেতুপূর্ব যে বৃত্তি বা

* প্রত্যক্ষ বৃত্তির মূলে 'আমি জ্ঞাতা' এই বোধ অনুস্যূত থাকাতেই বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব। 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ মূল বৃত্তিকে বিশ্লেষ করিলে 'আমিত্ব'-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তাহার জ্ঞাতৃস্বরূপ দ্রষ্টার লক্ষণ পাওয়া যায়। বুদ্ধির যে 'আমিত্ব' তাহা 'জ্ঞ' মাত্র দ্রষ্টার সম্পর্কে সচেতনবৎ হইয়া পুনশ্চ বুদ্ধিতে ফিরিয়া 'আমি জ্ঞাতা' রূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়। এই পদ্ধতি সর্বদাই চলিতেছে। ইহাই দ্রষ্টার দ্বারা বুদ্ধির প্রতিসংবেদন। বৃক্ষাদি বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা এই 'আমি-জ্ঞাতা' রূপ পুরুষাকারা বুদ্ধির নিকট উপস্থাপিত হইলে 'আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা' রূপ বৃত্তিতে পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিসংবেদন সর্ববৃত্তির অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ সর্ব জ্ঞাতৃভাবের মূল। 'আমি জ্ঞাতা'রূপ পুরুষাকারা বৃত্তি বৃত্তির চরম উৎকর্ষ এবং 'আমি সুখী,' 'আমি দেহী,' 'আমি বৃক্ষের জ্ঞাতা'—ইত্যাদিরূপে সুখাকারা, দেহাকারা এবং বৃক্ষাকারা বৃত্তিই বৃত্তির অপকর্ষ। পুরুষাকারা বৃত্তি সর্বকালেই আছে কিন্তু অবিপ্লুত-বিবেকখ্যাতিযুক্ত সর্বজ্ঞতাকালে তাহাতে প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যসময়ে অন্য নানা বিষয়েই বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা।

বৃত্তিস্তদনুমানং প্রমাণম্ । সা চ অনুমানবৃত্তিঃ সামান্যাবধারণপ্রধানা—সামান্যধর্মদ্যোতকশব্দা-দিসঙ্কেতরূপত্বাৎ। উদাহরণমাহ যথেতি। চন্দ্রতারকং গতিমৎ দেশান্তরপ্রাপ্তেশ্চৈত্রবৎ। অগতিমান্ বিন্ধ্যশ্চ, ততস্তস্য অপ্রাপ্তির্দেশান্তরস্যেতি শেষঃ।

আগমং লক্ষয়তি। যস্মাদ্বাক্যাৎ শ্রোতুরবিচারসিদ্ধো নিশ্চয়ো জায়তে স তস্য শ্রোতুরাগমঃ। আপ্তেনাসন্দিগ্ধেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং জ্ঞাতো বিষয়ঃ, পরত্র স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে আত্মনা পরত্র স্ববোধসংক্রান্তিকামাৎ আপ্তাদিতি দ্রষ্টব্যম্। শব্দেন—বাক্যেন অন্যেনাকারাদিনা সঙ্কেতেনাপীত্যর্থঃ উপদিশ্যতে, শব্দাৎ—সাক্ষাৎ শব্দশ্রবণাৎ, শব্দার্থ-বিষয়া—শব্দার্থজ্ঞাননিবন্ধনা ন তু ধ্বনিজ্ঞাননিবন্ধনা, শ্রোতুশ্চেতসি যা বৃত্তিরুৎপদ্যতে স আগমঃ। বক্তা শ্রোতা চাস্য আগমপ্রমাণস্য বৈ সাধনে ইতি বিবেচ্যম্। অতঃ গ্রন্থপাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্। যথা প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়দোষাদিনা প্লবতে, অনুমানঞ্চ হেত্বাভাসাদিনা প্লবতে তথা তৎ-সজাতীয় আগমোঽপি প্লবতে। কথমিত্যাহ যস্যেতি। মূলবক্তরীতি। দৃষ্টঃ অনুমিতশ্চার্থে।

যথার্থ জ্ঞান হয় তাহাই অনুমানপ্রমাণ। সেই অনুমানবৃত্তিতে সামান্য জ্ঞানেরই প্রাধান্য, কারণ, তাহা সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞাপক যে শব্দ বা অন্য কোনওরূপ সঙ্কেত, তদ্দ্বারা সাধিত বা নিষ্পাদিত হয় (সামান্য অর্থে পৃথক্ বস্তুসকল সাধারণ নামবাচী শব্দের যাহা অর্থ, যেমন তাপ সর্ব্বপ্রকার অগ্নির সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম)। উদাহরণ বলিতেছেন। চন্দ্রতারকা গতিশীল, কারণ, তাহাদের দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, যেমন চৈত্র গতিশীল হয়। বিন্ধ্য পর্ব্বত অগতিমান্, কারণ, তাহার দেশান্তরপ্রাপ্তি নাই ॥ (যাহার দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা গতিশীল। গতিশীল চৈত্রের সহিত চন্দ্রতারকার দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ অনুবৃত্ত সম্বন্ধযুক্ত হেতু পাওয়া যায় অতএব তাহারা গতিশীল। বিন্ধ্যের তাহা পাওয়া যায় না অর্থাৎ গতির সহিত ব্যাবৃত্ত সম্বন্ধযুক্ত, তাই তাহা অগতিমান্)।

আগমের লক্ষণ দিতেছেন। যে ব্যক্তির বাক্য হইতে শ্রোতার মনে কোনরূপ বিচারব্যতীত নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উনি সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন এরূপ অনুমানের অবকাশ যেখানে নাই, সে ব্যক্তি সেই শ্রোতার নিকট আপ্ত। তাদৃশ আপ্তের দ্বারা দৃষ্ট অথবা অনুমিত বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়, পরের মনে নিজের বোধ সংক্রামিত করিবার জন্য সেই আপ্তের দ্বারা যখন কথিত হয় তখন তাহা হইতে যে প্রমাণজ্ঞান হয় তাহা আগমপ্রমাণ। আপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পরকে নিজের মনোভাব সংক্রামিত করিবার ইচ্ছা আগমের এক অঙ্গ ইহা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ ভাষ্যকারের লক্ষণে ইহা পাওয়া যায়। শব্দের বা বাক্যের দ্বারা এবং অন্য আকারাদি সঙ্কেতের দ্বারাও, উপদিষ্ট হইলে, সেই শব্দ হইতে অর্থাৎ আপ্ত পুরুষের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শব্দ (কথা) শুনিয়া যে শব্দার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ শব্দের যে বিষয় (যদর্থে তাহা সঙ্কেতীকৃত) তাহার জ্ঞানসম্বন্ধীয়, ধ্বনিমাত্রের জ্ঞানসম্বন্ধীয় নহে, যে বৃত্তি বা জ্ঞান শ্রোতার চিত্তে উৎপন্ন হয় তাহাই আগম। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই আগমপ্রমাণের সাধক ইহা বিবেচ্য। তজ্জন্য গ্রন্থাদিপাঠ হইতে জাত জ্ঞান আগমপ্রমাণ নহে।

যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিকলতার দ্বারা বিপ্লুত হইতে পারে, হেতু বা যুক্তির দোষ থাকিলে অনুমানও বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তদ্রূপ তজ্জাতীয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিজাতীয় আগমপ্রমাণেরও বিপর্য্যাস ঘটিতে পারে। কিরূপে ? তাহা বলিতেছেন। যে বক্তার দ্বারা (জ্ঞাপয়িতব্য) বিষয়

যেন তাদৃশে মূলবক্তরি আপ্তে সতি তজ্জাত আগমো নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ। আগমপ্রমাণমূলা গ্রন্থা অপি আগমশব্দেন লক্ষ্যন্তে। ন চ তেঽগমপ্রমাণম্। অনধিগতযথার্থজ্ঞানং প্রমা, প্রমায়াঃ করণং প্রমাণমিতি সর্ব্বপ্রমাণানাং সাধারণং লক্ষণম্।

৮। প্রমাণং যথার্থমনধিগতপূর্ব্বং জ্ঞানম্। অস্তি চ অযথার্থজ্ঞানং চিত্তদোষরূপম্। তদ্ধি বিপর্য্যয়জ্ঞানম্। তল্লক্ষণম্—অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং—জ্ঞেয়স্য যৎ যথার্থং রূপং ন তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠং, মিথ্যাজ্ঞানমিতি। সুগমং ভাষ্যম্।

৯। ক্রমপ্রাপ্তবিকল্পস্য লক্ষণমাহ। শব্দজ্ঞানানুপাতী—অবস্তুবাচকশব্দজ্ঞানস্যানুযায়ী তজ্জ্ঞাননিবন্ধনো বস্তুশূন্যো—বাস্তবার্থশূন্যো বিকল্পঃ। স ইতি। স ন প্রমাণোপারোহী—প্রমাণান্তর্ভূতঃ, ন চ বিপর্য্যয়োপারোহী। বস্তুশূন্যত্বান্ন প্রমাণং তথা শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনাদ্ ব্যবহারান্ন বিপর্য্যয়ঃ। প্রমাণস্য বিষয়ো বাস্তবঃ। বিপর্য্যয়স্য নাস্তি ব্যবহারো যতো মিথ্যেদমিতি জ্ঞাত্বা ন তদ্ ব্যবহ্রিয়তে।

দৃষ্ট অথবা অনুমিত হইয়াছে তাদৃশ মূলবক্তা যদি আপ্ত হন তবে তজ্জাত আগম যথার্থ হয়। আগমপ্রমাণমূলক গ্রন্থসকলকেও আগমশব্দের দ্বারা লক্ষিত করা হয়, তাহা কিন্তু আগমপ্রমাণ নহে। পূর্ব্বে যাহা অজ্ঞাত ছিল তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, প্রমার যাহা করণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহা সাধিত হয় তাহাই প্রমাণ। ইহা সর্ব্বপ্রমাণের—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের—সাধারণ লক্ষণ। (আগমও অন্য বৃত্তির ন্যায় ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট হইতে পারে। আপ্ত বলিলেই যে মহাপুরুষ বুঝাবে তাহা নহে, হীন ব্যক্তিও একজনের নিকট আপ্ত বা বুদ্ধিমোহে বিশ্বাস্য হইতে পারে এবং তৎকথিত আগমও ক্লিষ্ট হইতে পারে, এবং তাহা আগমরূপ প্রমাণ হইবে না, বিপর্য্যয় আগম হইবে)।

৮। প্রমাণ অর্থে পূর্ব্বে অনধিগত যথার্থবিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ নূতন ও যথাবিষয়ক জ্ঞান, যাহা নূতন নহে তাহা স্মৃতি)। চিত্তের (এবং তাহার করণ ইন্দ্রিয়েরও) দোষের ফলে অযথার্থ জ্ঞানও হয়, তাহাই বিপর্য্যয়-জ্ঞান। তাহার লক্ষণ অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের যাহা যথাযথ রূপ, যে জ্ঞান তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ বা তদাকার নহে, অতএব মিথ্যা জ্ঞান।

৯। যথাক্রমে (প্রমাণ-বিপর্য্যয়ের পরে) প্রাপ্ত বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ বলিতেছেন। শব্দজ্ঞানের অনুপাতী অর্থাৎ যে বিষয়ের বাস্তব সত্তা নাই—এরূপ পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহার অনুপাতী অর্থাৎ সেই (শব্দের) জ্ঞান-সহযোগে উৎপন্ন যে বস্তু-শূন্য বা বাস্তব-বিষয়-শূন্য বৃত্তি তাহাই বিকল্প। তাহা প্রমাণোপারোহী বা প্রমাণের অন্তর্গত নহে, অথবা বিপর্য্যয়েরও অন্তর্গত নহে। তাহার বাস্তব অর্থ নাই বলিয়া তাহা প্রমাণ নহে এবং শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্য বা প্রভাবপূর্ব্বক উহার ব্যবহার হয় বলিয়া বিপর্য্যয় নহে। প্রমাণের বিষয় বাস্তব, আর বিপর্য্যয়ের ব্যবহার নাই, যেহেতু 'ইহা মিথ্যা' এরূপ জানিলে আর তাহা ব্যবহৃত হয় না (বিপর্য্যয়রূপ মিথ্যা জ্ঞান প্রমাণরূপ সত্যজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইবার যোগ্য, কিন্তু বিকল্প তাহা নহে। যদিও ইহা এক প্রকার বিপর্য্যয় কিন্তু প্রমাণের দ্বারা ইহার ব্যবহার্য্যতা নষ্ট হইবার নহে। যতকাল শব্দাশ্রিত জ্ঞান থাকিবে ততকাল 'অভাব,' 'অনন্ত' ইত্যাদি বিকল্পমূলক শব্দ ও তাহার জ্ঞানের ব্যবহার্য্যতা থাকিবে। ইহাই বিপর্য্যয় হইতে বিকল্পের পার্থক্য)।

বিকল্পস্য বিষয়াণাং চাস্তি ব্যবহারঃ, যথা বৈকল্পিকং কালাদিকম্ অসত্ত্ব ইতি জ্ঞাত্বাপি তৎ ব্যবহ্রিয়তে। উদাহরণমাহ তদ্ যথেতি। যদা—যতঃ চিতিরেব পুরুষস্তদা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইত্যত্র ভেদবচনম্ অবাস্তবত্বাদ্ বৈকল্পিকম্। তদ্বচনানিবন্ধনং যজ্জ্ঞানং স এব বিকল্পঃ। কিং—বিশেষ্যং কেন—বিশেষণেন ব্যপদিশ্যতে—বিশিষ্যতে। ন হি চিতিশব্দঃ পুরুষং বিশিনষ্টি, অভিন্নত্বাৎ, তস্মাদস্য বাক্যার্থো ন বাস্তবো বৈকল্পিকঃ, অবাস্তবত্বেঽপি অস্ত্যস্য ব্যবহারঃ। চৈত্রস্য গৌ-রিত্যত্রাস্তি বাস্তবোঽর্থঃ। তস্মাত্তত্র ভবতি চ ব্যপদেশো—বিশেষ্যবিশেষণভাবো, বৃত্তিঃ—বাক্যবৃত্তিঃ, বাক্যস্য বাস্তবোঽর্থঃ। তথেতি। প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা—প্রতিষিদ্ধো ন সন্তীত্যর্থঃ বস্তুধর্ম্মা যস্মিন্ স নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষ ইতি পুরুষলক্ষণে ধর্ম্মাণামভাবমাত্রমেব বিবক্ষিতং ন কশ্চিদ্ বাস্তবো ধর্ম্মঃ তস্মাদেতদ্বাক্যস্য অর্থো বৈকল্পিকঃ। তথা তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইত্যত্রাপি বিকল্পবৃত্তির্ভবতি, যতঃ 'ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ' ইতি ধাত্বর্থঃ, তস্মাৎ তিষ্ঠত্যাদিপদেন গত্যভাবমাত্রমবগম্যতে ন কাচিদ্ বাস্তবী ক্রিয়া। অনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইত্যত্রাপি তথৈব ভবতি, ন চ পুরুষান্বয়ী—পুরুষগতঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মঃ অবগম্যতে তস্মাৎ সঃ—অনুৎপত্তিশব্দবাচ্যঃ ধর্ম্মো বিকল্পিতঃ, তেন—বিকল্পেন চ এতাদৃশবাক্যস্য ব্যবহারোঽস্তি আ নির্বিচারধ্যানসিদ্ধেঃ। যাবদ্ ভাষানুগা চিন্তা তাবদ্ বিকল্পস্য ব্যবহারো বিদ্যতে।

বৈকল্পিক বিষয়ের ব্যবহার আছে, যথা বৈকল্পিক 'কাল' আদির বাস্তব সত্তা নাই জানিয়াও তাহা ব্যবহৃত হয়। বিকল্পের উদাহরণ বলিতেছেন। যখন অর্থাৎ যেহেতু চিতিই পুরুষ তখন 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ'—এইরূপে চৈতন্য ও পুরুষের ভেদ করিয়া কথন (যেন পুরুষ হইতে পৃথক্ চৈতন্য বলিয়া এক পদার্থ আছে) অবাস্তব বলিয়া উহা বৈকল্পিক। সেই বচনমাত্র আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই বিকল্প। এস্থলে কি অর্থাৎ কোন্ বিশেষ্য, কাহার অর্থাৎ কোন্ বিশেষণের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে? চিতিশব্দ পুরুষকে বিশেষিত করে না, কারণ, তাহা পুরুষ হইতে অভিন্ন (যিনি চিতি তিনিই পুরুষ)। তজ্জন্য এই বাক্যের দ্বারা বিষয় তাহা অবাস্তব ও বৈকল্পিক। কিন্তু অবাস্তব হইলেও ইহার ব্যবহার আছে। 'চৈত্রের গো' এই বাক্যের বাস্তব অর্থ আছে (চৈত্র হইতে পৃথক্ তাহার গো-রূপ বস্তু আছে), তজ্জন্য তাহার ব্যপদেশ অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-রূপ ব্যবহার, বৃত্তি বা বাক্যবৃত্তি বা বাক্যের বাস্তব অর্থ আছে (অতএব 'চৈত্রের গো' এরূপ বলার সার্থকতা আছে, ইহা বিকল্প নহে)। প্রতিষিদ্ধ-বস্তু-ধর্ম্মা অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ বা নাই, দৃশ্য বস্তুর ধর্ম্ম যাঁহাতে, তিনিই নিষ্ক্রিয় পুরুষ; পুরুষের এই লক্ষণে ধর্ম্মসকলের অভাবমাত্রই কথিত হইল, পুরুষান্বয়ী কোন বাস্তব ধর্ম্ম কথিত হইল না, তজ্জন্য এই বাক্যের দ্বারা বিষয় তাহা বৈকল্পিক। তদ্রূপ 'বাণ অচল রহে, অচল হইবে, অচল ছিল' ইত্যাদি স্থলেও বিকল্পবৃত্তি উৎপন্ন হয়, যেহেতু 'স্থা' ধাতুর অর্থ 'না যাওয়া,' বা গতি-ক্রিয়াহীনতা, তজ্জন্য 'তিষ্ঠতি' আদি পদের দ্বারা গতির অভাব মাত্র বুঝায়, কোন বাস্তব ক্রিয়া বুঝায় না। 'পুরুষ উৎপত্তি-ধর্ম্মশূন্য'—এস্থলেও তাহাই অর্থাৎ বৈকল্পিক জ্ঞান হইতেছে, পুরুষান্বয়ী বা পুরুষাশ্রিত কোনও ধর্ম্ম বুঝাইতেছে না, তজ্জন্য তাহা অর্থাৎ 'অনুৎপত্তি' পদের দ্বারা পুরুষের যে ধর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে তাহা বিকল্পিত। তদ্দ্বারা অর্থাৎ বিকল্পের দ্বারাই এতাদৃশ বাক্যের ব্যবহার হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত (বিকল্পহীন) নির্বিচার সমাধি সিদ্ধ না হইবে ততকাল উহা থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ভাষা-সহায় চিন্তা থাকিবে সে পর্য্যন্ত বিকল্পের ব্যবহার থাকিবে। (৪।২০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

১০। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রেতি। অভাবঃ—জাগ্রৎস্বপ্নয়োরভিভবোঽভাবঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ—কারণং তামসজড়তাবিশেষরূপং, তদালম্বনা—তদ্গোচরা বৃত্তিঃ—অত্যস্ফুটং জ্ঞানং, নিদ্রা—স্বপ্নহীনা সুষুপ্তিরিতি সূত্রার্থঃ। সেতি। সা নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষঃ—বৃত্তিরেব। সম্প্রবোধে—জাগ্রৎকালে তস্যাঃ প্রত্যবমর্শাৎ—স্মরণাৎ। ন হি স্মরণং সংস্কারমৃতে সম্ভবেৎ, সংস্কারশ্চ অনুভবমন্তরেণ ন সম্ভবেৎ তস্মাৎ নিদ্রা অনুভূতিবিশেষঃ। যথান্ধকারঃ অস্ফুটরূপবিশেষঃ সর্বরূপাণাঞ্চ তত্র একীভাবস্তথৈব জড়তাব্যাপন্নেষু শরীরেন্দ্রিয়চিত্তেষু যঃ সামান্যো জড়তাবোধো বিদ্যতে সা নিদ্রাবৃত্তিঃ। ইতরবৃত্তিবৎ নিদ্রায়াস্ত্রিগুণত্বং বিবৃণোতি। উক্তঞ্চ 'জাগ্রৎস্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়' ইতি। সুখমিতি। সাত্ত্বিক্যাং নিদ্রায়াং সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদিঃ প্রত্যয়ঃ। বিশারদীকরোতি—স্বচ্ছীকরোতি। দুঃখমিতি রাজসনিদ্রালক্ষণম্। স্ত্যানম্—অকর্মণ্যং অনবস্থানাদস্থৈর্যাৎ। গাঢ়মিতি তামসী নিদ্রা। মূঢ়ঃ—মূঢ়স্য সম্প্রবোধেঽপি ন জ্ঞানং ক্বাহমিত্যবধারণসামর্থ্যং মূঢ়ত্বম্। চিত্তং মে অলসং—অলসং মুষিতম্—অপহৃতমিব। ব্যতিরেকন্যায়েন সাধ্যং সাধয়তি, স ইতি। যদি প্রত্যয়ানুভবো ন স্যাত্তদা তদ্‌সংস্কারো অপি ন স্যাৎ তথা চ সংস্কারবোধরূপাঃ স্মৃতয়োঽপি ন স্যুঃ। এবং নিদ্রায়া বৃত্তিত্বং সিদ্ধং, সমাধৌ চ সা নিরোদ্ধব্যা। সমাধির্ন বাহ্যজ্ঞানহীনা

১০। অভাবের যে প্রত্যয় তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা। অভাব অর্থে জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের অভাব, তাহার যে প্রত্যয় বা কারণ যাহা তামস জড়তা-বিশেষ-রূপ, তদালম্বনা অর্থাৎ সেই তমোমূলক যে চিত্তবৃত্তি, যাহা অতি অস্ফুট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নহীন সুষুপ্তি—ইহাই সূত্রের অর্থ। সেই নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ বা চিত্তের এক প্রকার বৃত্তি, যেহেতু সম্প্রবোধে অর্থাৎ জাগরিত হইলে, তাহার প্রত্যবমর্শ বা স্মরণ হয় (অবমর্শ অর্থে নাশ, প্রত্যবমর্শ অর্থে নষ্ট না হইয়া বিধৃত থাকা)। সংস্কারব্যতীত স্মরণ হয় না, সংস্কারও পূর্বানুভব-ব্যতীত হয় না তজ্জন্য, পরে নিদ্রার স্মরণ হয় বলিয়া তাহা অনুভূতিবিশেষ। অন্ধকার যেমন অস্ফুট রূপ-বিশেষ—সর্বরূপের তথায় একীভাব, তদ্রূপ জড়তাব্যাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয় ও চিত্তে এই যে সর্ব-সাধারণ জড়তাবোধ থাকে তাহাই নিদ্রাবৃত্তি। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় নিদ্রারও ত্রিগুণত্ব বিবৃত করিতেছেন। যথা উক্ত হইয়াছে—'জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা গুণত বা ত্রিগুণানুসারী বুদ্ধির বা চিত্তের বৃত্তি'। সাত্ত্বিক নিদ্রায় 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' ইত্যাদি প্রকার প্রত্যয় হয়। বিশারদ করে অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ বা নির্মল করে। দুঃখকরত্ব ও স্ত্যানজনকত্ব রাজস নিদ্রার লক্ষণ। স্ত্যান অর্থে অবশ হইয়া ইতস্তত বিচরণ করা রূপ অস্থৈর্যের জন্য চিত্তের অকর্মণ্যতা (অকর্মণ্যতা অর্থে ইচ্ছানুসারে চিত্ত নিবিষ্ট করার অযোগ্যতা)। গাঢ়ত্ব ও মোহজনকত্ব তামস নিদ্রার লক্ষণ। মূঢ় বা গাঢ় নিদ্রায় মগ্নব্যক্তি জাগরিত হইয়াও 'আমি কোথায় আছি' তাহা শীঘ্র অবধারণ করিতে পারে না বলিয়া তাহা মূঢ়। ইহাতে 'আমার চিত্ত অলস বা জড় এবং মুষিত বা অপহৃতবৎ (যেন হারাইয়া গিয়াছে) এরূপ বোধ হয়।

ব্যতিরেক বা নিষেধমুখ যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় (নিদ্রার বৃত্তিত্ব) সাধিত বা প্রমাণিত করিতেছেন। যদি নিদ্রাকালে নিদ্রারূপ প্রত্যয়ের অনুভব না থাকিত তাহা হইলে তজ্জাত সংস্কারও থাকিত না এবং সংস্কারের বোধরূপ স্মৃতিও হইত না। এরূপে নিদ্রারও বৃত্তিত্ব অর্থাৎ তাহাও যে এক প্রকার অনুভবযুক্ত চিত্তবৃত্তি, তাহা সিদ্ধ হইল। সমাধিকালে তাহাও

যোগবশাদ্দেহ-ক্রিয়াকারিণী স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থা কিন্তু যোগস্মৃতৌ সম্যগবধানাৎ রুদ্ধেন্দ্রিয়াদি-ক্রিয়ারূপা ভবতীতি জ্ঞাতব্যম্ ।

১১। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ—তাবন্মাত্রগ্রহণং নাধিকমিত্যর্থঃ, স্মৃতিঃ। অসম্প্রমোষঃ—পরস্বানপহরণম্। চিত্তেন যদ্বিষয়ীকৃতং তস্য চিত্তস্বস্য, ন পরস্বস্য, গ্রহণাত্মিকা বৃত্তিঃ স্মৃতিরিত্যর্থঃ। কিমিতি। কিং প্রত্যয়স্য—প্রত্যয়মাত্রস্যেত্যর্থঃ, ঘটং জানামীত্যাকারস্য জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ, আহোস্বিদ্ বিষয়স্য—রূপাদেঃ চিত্তং স্মরতি। উভয়ম্ উভয়স্যেতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ—শব্দাদিগ্রাহ্যবিষয়োপরক্তোঽপি প্রত্যয়ঃ, গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ প্রত্যয়স্যাপি অনুভবাৎ। তথাজাতীয়কং—গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারং সংস্কারমারভতে—জনয়তি। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ—স্বস্য ব্যঞ্জকেন উদ্বোধকেন অঞ্জনং ব্যক্তীভবনং যস্য তাদৃশঃ, গ্রাহ্যগ্রহণাকারামেব স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা—গ্রহণম্ অনধিগতবিষয়স্য উপাদানং তদাকারপ্রধানা ব্যবসায়প্রধানা ইত্যর্থঃ, বুদ্ধিঃ—গ্রহণরূপা জ্ঞানশক্তিঃ প্রমাণম্ ইতি যাবৎ, গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা—ব্যবসেয়বিষয়প্রধানা স্মৃতিঃ। ঘটং জানামীত্যত্র ঘটো বিষয়ঃ, জানামীতি চ প্রত্যয়ঃ, ঘটগ্রহণপ্রধানা বুদ্ধিঃ, ঘটোঽয়মিতি ঘটাকারা স্মৃতিঃ। সোঽয়ং ঘট ইতি চ প্রত্যভিজ্ঞা। এতদ্যুক্তং ভবতি। সর্ব্বাসাং

নিরোধরূপা, কারণ, যোগবলে (অলক্ষিতভাবে) দৈহিক ক্রিয়াকারিণী, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলা হয় না, কিন্তু যোগবিষয়িণী স্মৃতিতে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ারোধরূপ যে অবস্থা হয় তাহাই সমাধি, ইহা জ্ঞাতব্য।

১১। অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ যে-বিষয়ের যে-পরিমাণ অনুভূতি হইয়াছে তাবন্মাত্রের গ্রহণ বা জ্ঞান—তদপেক্ষা অধিকের নহে, তাহা স্মৃতি। অসম্প্রমোষ অর্থে পরস্বের অপহরণ না করা। চিত্তের দ্বারা পূর্ব্বে যাহা বিষয়ীকৃত হইয়াছে—চিত্তের সেই বিষয়ের মাত্র, পরস্বের নহে অর্থাৎ যাহা অগৃহীত বা অননুভূত তাহার নহে—এরূপ বিষয়ের যে গ্রহণ তদাত্মিকা বৃত্তিই স্মৃতি (নূতন যাহা গৃহীত হয় তাহা প্রমাণাদির অন্তর্গত)।

চিত্ত কি প্রত্যয়কে অর্থাৎ প্রত্যয়মাত্রকে—যেমন, ভিতরে যে ঘটরূপ এক জ্ঞান হইয়া গেল সেই 'ঘট জানিলাম' এইরূপ জ্ঞানকে—স্মরণ করে অথবা রূপাদি বা ঘটাদি বিষয়কে স্মরণ করে? উভয় অর্থাৎ চিত্ত উভয়কেই স্মরণ করে। গ্রাহ্যোপরক্ত অর্থাৎ শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত হইলেও প্রত্যয়, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উভয়াকারকেই নির্ভাসিত করে কারণ প্রত্যয়েরও পৃথক্ অনুভব হয় (আলম্বনরহিত শুধু প্রত্যয় বা জানন-ব্যাপারেরও পৃথক্ অনুভব হয়)। সেই স্মৃতি তজ্জাতীয়, অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়াকার, সংস্কারকে আরম্ভ বা উৎপাদন করে। সেই সংস্কার স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থাৎ যাহা নিজের ব্যঞ্জক বা উদ্বোধক উপলক্ষণ আদি নিমিত্তের দ্বারা অঞ্জিত হয় বা ব্যক্ত হয় তাদৃশ, এবং তাহা গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয় প্রকারের স্মৃতি উৎপাদন করে। তন্মধ্যে যাহা গ্রহণাকারপূর্ব্বা অর্থাৎ গ্রহণ বা অনধিগত বিষয়ের যে উপাদান (গ্রহণ করা) তাহার যাহাতে প্রাধান্য তাদৃশ ব্যবসায় প্রধান বা জানন প্রধান লক্ষণযুক্ত তাহা বুদ্ধি বা গ্রহণরূপা জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তি। এবং যাহা গ্রাহ্যাকার-পূর্ব্বা অর্থাৎ ব্যবসেয় বা জ্ঞেয়বিষয়-প্রধানা তাহা স্মৃতি। 'ঘটকে আমি জানিতেছি'—ইহাতে ঘট—বিষয়, 'জানিতেছি'=প্রত্যয়, ইহাতে ঘটগ্রহণের প্রাধান্য (কিন্তু ঘটের অপ্রাধান্য) তাহা বুদ্ধি (বুদ্ধির এস্থলে পারিভাষিক অর্থ), আর 'ইহা ঘট'—এইরূপ ঘটের প্রাধান্যযুক্ত যে বৃত্তি তাহা ঘটাকারা স্মৃতি।

বৃত্তীনাং বুদ্ধিবৃত্তিত্বেঽপি অনধিগতবিষয়ঃ প্রমাণমেবেয়ং বুদ্ধিঃ। বুদ্ধির্গ্রহণরূপা, গ্রহণঞ্চ প্রাধান্যাদ্ অগৃহীতস্য উপাদীয়মানতা। তস্যা উপাদীয়মানতায়া অপ্যস্তি অনুভবঃ সংস্কারশ্চ। তাদৃশসংস্কারাণাং স্মৃতির্গৌণভাবেন উপাদীয়মানতারূপে অনধিগতবিষয়ে প্রমাণে বুদ্ধৌ বা তিষ্ঠতি। প্রাধান্যঞ্চ তত্র উপাদীয়মানতারূপো গ্রহণব্যাপারো বিদ্যতে। স্মৃতৌ পুনর্গ্রাহ্যরূপস্য ঘটাদ্যধিগতবিষয়স্য প্রাধান্যং গ্রহণব্যাপারস্যাপ্রাধান্যমিতি দিক্।

সা চ স্মৃতির্দ্বয়ী ভাবিতস্মর্তব্যা—ভাবিতানি কল্পিতানি স্মর্তব্যানি যয়াঃ সা। স্বপ্নে হি কল্পনয়া স্মর্তব্যবিষয়া উদ্ভাব্যন্তে, জাগরে ন তথা। সর্বাসামেব বৃত্তীনামনুভবাৎ সংস্কারঃ সংস্কারাচ্চ তদ্বোধরূপা স্মৃতিরিতি ক্রমঃ। সর্বাশ্চেতি। সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ—সুখাদিভিরনুবিদ্ধাঃ। সুখদুঃখে প্রসিদ্ধে। মোহস্ত্রিবিধো বিচারমোহশ্চেষ্টামোহো বেদনামোহশ্চেতি। তত্র বিপর্যস্তবিচারো বিচারমোহঃ। অভিনিবিষ্টচেষ্টা চেষ্টামোহঃ কায়েন্দ্রিয়চেতসাম্। প্রমাদাদিরূপেণানেন ব্যাপ্যতে যস্য বুদ্ধিঃ সম্যগ্ জ্ঞানাৎ। সুখদুঃখানুভবো যত্র ন স্ফুটঃ স বেদনা-

---

পূর্ব্ব দৃষ্ট 'সেই ঘটই এই'—এরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমস্ত চিত্তবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইলেও এস্থলে অনধিগত বিষয়ের প্রমাণজ্ঞানকেই বুদ্ধি বলা হইতেছে। বুদ্ধি গ্রহণরূপা, গ্রহণ অর্থে প্রধানতঃ অগৃহীত বা অননুভূতপূর্ব্ব বিষয়েরই উপাদীয়মানতা বা জানিতে থাকা, এই গ্রহণশীলতারও অর্থাৎ জানন-ব্যাপারেরও অনুভব এবং সংস্কার হয়। তাদৃশ সংস্কারসকলের স্মৃতি উপাদীয়মানতারূপ (গ্রহণমাত্র-স্বভাব) অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানরূপ প্রমাণে বা (এস্থলে পরিভাষিত) বুদ্ধিতে গৌণভাবে থাকে। সেই প্রমাণে বা বুদ্ধিতে বিষয়ের উপাদীয়মানতারূপ গ্রহণ-ব্যাপারেরই প্রাধান্য এবং স্মৃতিতে গ্রাহ্য ঘটাদিরূপ অধিগত বিষয়ের প্রাধান্য, ইহাতে গ্রহণ ব্যাপারের অপ্রাধান্য। এইরূপে বুঝিতে হইবে*।

সেই স্মৃতি দুই প্রকার—ভাবিত-স্মর্তব্যা অর্থাৎ ভাবিত বা কল্পিত স্মর্তব্য বিষয়সকল যাহাতে, তাহা, (উদাহরণ যথা—) স্বপ্নে কল্পনার দ্বারা স্মর্তব্য বিষয়সকল উদ্ভাবিত করা হয়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা নহে (তাহা অভাবিত-স্মর্তব্যা)। সর্বজাতীয় বৃত্তির (স্মৃতিরও) অনুভব হইলে তাহা হইতে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে পুনঃ তাহার বোধরূপ স্মৃতি হয়, এইরূপ ক্রম। সুখ-দুঃখ-মোহ-আত্মক অর্থাৎ সুখাদির দ্বারা অনুবিদ্ধ। সুখ-দুঃখের অর্থ প্রসিদ্ধ। মোহ ত্রিবিধ—বিচার-মোহ, চেষ্টা-মোহ এবং বেদনা-মোহ। যে বিচারের বিপর্যাস ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি মোহাভিভূত হওয়ায় যে বিচারের ফল অভীষ্টানুরূপ হয় না তাহা বিচার-মোহ। কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রমাদপূর্ব্বক যে কায়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের চেষ্টা হয় তাহাই চেষ্টা-মোহ। এই প্রমাদাদিরূপ চেষ্টা-মোহের দ্বারা যাহার বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। যে স্থলে সুখ-দুঃখের অনুভব স্ফুট নহে তাহা বেদনা-মোহ। এ

*এখানে গ্রহণ অর্থে গ্রহণরূপ ক্রিয়া বা জাননরূপ ব্যাপার চিত্তেন্দ্রিয়ের, প্রধানতঃ মনের এইরূপ ক্রিয়া। সেই ব্যাপারেরও সংস্কার হয় সেই সংস্কার হইতেও স্মৃতি উঠে। এই গ্রহণের স্মৃতি বুদ্ধিতে অপ্রধান ভাবে থাকে, আর অনুভবে গ্রহণ-ক্রিয়ার প্রমাণরূপ ব্যাপারই অর্থাৎ জানন-ক্রিয়াই জানন-ব্যাপারে প্রধানরূপে থাকে। 'ঘট জানিলাম' এই প্রমাণজ্ঞানে বিষয়-ই ঘট, এবং 'জানিলাম' ইহা গ্রহণ। ঘটের স্মরণজ্ঞানেও 'ঘট জানিয়াছি' এরূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু এই স্মরণজ্ঞানে ঘটরূপ বিষয় অনধিগত নহে, ইহা পূর্ব্বাধিগত। অতএব উহাই মাত্র স্মৃতি। এস্থলেও যে 'জানিলাম' বোধ হয় তাহা ঠিক পূর্ব্ব সংস্কারের ফল নহে কিন্তু নূতন ঐ ঘট-স্মরণরূপ মনোভাবের নূতন বা অনধিগত জ্ঞান অতএব ইহা প্রমাণরূপ বুদ্ধি।

মোহঃ। স্মর্য্যতে চাত্র "তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ধ্রুবা। সুখদুঃখেতি যামাহুর-দুঃখামসুখেতি চ॥" ইতি। যামদুঃখামাহুঃ অসুখেতি চাহুরিত্যর্থঃ। হিতাহিতপ্রাপ্তিবিপর্য্যাস-স্বভাবাৎ অবিদ্যান্তর্গত এব মোহঃ। শেষং সুগমম্।

১২। অথেতি। তাসাং চিত্তবৃত্তীনাম্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোধঃ স্যাৎ। চিত্তনদীতি। চিত্তং নদীব, সা চ চিত্তনদী কল্যাণবহা পাপবহা বা ভবতি। যেতি। যা চিত্তনদী কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—কৈবল্যরূপস্য প্রাগ্‌ভারস্য উচ্চপ্রদেশরূপস্রোতঃপ্রবন্ধকস্য তলদেশ-পর্য্যন্তবাহিনী, বিবেকবিষয়নিম্না—বিবেকবিষয়কনিম্নমার্গবাহিনী সা কল্যাণবহা। তথা সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকনিম্নমার্গবাহিনী পাপবহা। তত্র—অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে—মন্দীক্রিয়তে নিরুধ্যতে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে—সম্প্রবর্ত্তিতং ক্রিয়তে। চিত্তস্য নিরোধঃ—নির্বৃত্তিকতা এবম্ অভ্যাসবৈরাগ্যা-ধীনঃ। বিবেক এব মুখ্যোপায়ো নিরোধস্য অতস্তস্যাভ্যাস এব উক্তঃ। বিবেকস্য সাধনানামপি পুনঃ পুনরনুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

১৩। তত্র স্থিতৌ—স্থিত্যর্থং যো যত্নঃ সোঽভ্যাসঃ। চিত্তস্যেতি। অবৃত্তিকস্য—নিরুদ্ধবৃত্তিকস্য চিত্তস্য যা প্রশান্তবাহিতা—নিরুদ্ধাবস্থায়াঃ প্রবাহঃ সা হি মুখ্যা স্থিতিঃ। তদনুকূলা একাগ্র্যবস্থাপি স্থিতিঃ। স্থিতিনিমিত্তঃ প্রযত্নঃ, তস্য পর্য্যায়ৌ বীর্য্যম্ উৎসাহশ্চেতি। তৎসম্পিপাদয়িষয়া—স্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া তৎসাধনস্যানুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

বিষয়ে স্মৃতি যথা—'তন্মধ্যে বিজ্ঞানসংযুক্ত ত্রিবিধ ধ্রুবা চেতনা বা চিত্তাবস্থা (ধ্রুবা অর্থে অবস্থিতা), যাহাকে সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখ বলা হয় আবার তাহাকে অ-সুখও বলা হয়।' (মহাভা)। হিতাহিত জ্ঞানের বিপর্য্যাসস্বভাবযুক্ত বলিয়া অবিদ্যাও মোহ।

১২। অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ হয়। চিত্ত নদীর ন্যায়, তাহা কল্যাণের (অপবর্গের) দিকে অথবা পাপের (ভোগের) দিকে বহনশীল। যে চিত্তনদী কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারা অর্থাৎ কৈবল্যরূপ প্রাগ্‌ভারের বা উচ্চভূমিরূপ স্রোতঃ-প্রতিবন্ধকের (স্রোত যেখানে বাধা পাইয়া শেষ হয় তাহার) তলদেশ পর্য্যন্ত বাহিনী এবং বিবেকবিষয়-নিম্না বা বিবেকবিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী অর্থাৎ বিবেকপথে কৈবল্যাভিমুখে যাহা স্বতঃ বহনশীল, তাহাই কল্যাণবহা। আর যাহা সংসারপ্রাগ্‌ভারা ও অবিবেকরূপ নিম্নমার্গগামিনী অর্থাৎ অবিবেক-পথে সহজত বহনশীল এবং সংসাররূপ প্রাগ্‌ভারে পরিসমাপ্তিপ্রাপ্ত তাহাই পাপবহা*।

তন্মধ্যে অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের মধ্যে, বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত খিলীকৃত অর্থাৎ মন্দীভূত বা নিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাস হইতে বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত বা সম্যক্ প্রবর্ত্তিত হয়। চিত্তের নিরোধ বা বৃত্তিশূন্যতা এইরূপে অভ্যাস-বৈরাগ্য-সাপেক্ষ। বিবেকই নিরোধের মুখ্য উপায়, তজ্জন্য তাহার অভ্যাসই উক্ত হইয়াছে। বিবেকের সাধনসকলেরও যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহাও অভ্যাস।

১৩। তন্মধ্যে স্থিতিবিষয়ে অর্থাৎ চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন তাহাই অভ্যাস। অবৃত্তিক অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এরূপ চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ ঐরূপ নিরুদ্ধ অবস্থার যে প্রবাহ বা অবিপ্লুতি, তাহাই মুখ্যস্থিতি। তদনুকূল যে চিত্তের

* স্রোত যেন এক ঢালুপথে প্রবাহিত হইয়া পথের শেষে এক উচ্চ ভূমিতে লাগিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে—ইহাই উপমা। যথাক্রমে ঢালুপথই বিবেক অথবা অবিবেক এবং প্রাগ্‌ভার কৈবল্য অথবা সংসার।

১৪। দীর্ঘেতি। দীর্ঘকালং যাবদ্ আসেবিতঃ—অনুষ্ঠিতঃ, নিরন্তরম্—প্রত্যহং প্রতিক্ষণং আসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ অভ্যাসঃ—সৎকারাসেবিতঃ। শ্রূয়তে চ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি।" তথাকৃতো'ভ্যাসো দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থানসংস্কারেণ ন ঝটিতি—সহসা অভিভূয়ত ইতি।

১৫। বৈরাগ্যমাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টে—ইহত্যবিষয়ে, আনুশ্রবিকে—শাস্ত্রশ্রুতে পারলৌকিকে বিষয়ে, যদ্ বৈতৃষ্ণ্যং—চিত্তস্য বিতৃষ্ণভাবেনাবস্থিতিরূপম্ বশীকারসংজ্ঞৈব বৈরাগ্যম্। বশীকারস্য তিস্রঃ পূর্ববিধাঃ, তদ্যথা যতমানং ব্যতিরেকম্ একেন্দ্রিয়মিতি। রাগোৎপাটনায় চেষ্টমানতা যতমানম্, কেষুচিদ্ বিষয়েষু বিরাগঃ সিদ্ধঃ কেষুচিচ্চ সাধ্য ইতি যত্র ব্যতিরেকেণা-বধারণং তদ্ ব্যতিরেকসংজ্ঞম্, ততঃ পরং যদা একেন্দ্রিয়ে মনসি ঔৎসুক্যমাত্রেণ ক্ষীণো রাগস্তিষ্ঠতি তদা একেন্দ্রিয়ং তাদৃশস্যাপি রাগস্য নাশাদ্ বশীকারঃ সিধ্যতীতি।

স্ত্রিয় ইতি। ঐশ্বর্যম্—প্রভুত্বম্, স্বর্গঃ—ইন্দ্রত্বাদিঃ, বৈদেহ্যম্—স্থূলসূক্ষ্মদেহে বিরাগাদ্ বিদেহস্য চিত্তস্য লীনাবস্থা তদ্বৎ তদবস্থাপ্রাপ্তানাং দেবানাং পদম্। প্রকৃতিলয়ঃ—আত্মবুদ্ধিরপি হেয়েতি তত্রাপি বিরাগমাত্রাৎ পুরুষখ্যাতিহীনস্যাচরিতার্থস্য চিত্তস্য প্রকৃতৌ

একাগ্রতা (যাহাতে অভীষ্ট একমাত্র বৃত্তি উদিত থাকে) তাহাও স্থিতি। স্থিতিসম্পাদনের জন্য যে প্রযত্ন তাহার প্রতিরূপ যথা—বীর্য, উৎসাহ ইত্যাদি। তাহার সম্পাদনার্থ অর্থাৎ চিত্তের স্থিতি সম্পাদিত করিবার জন্য যে সাধনসকলের (পুনঃ পুনঃ) অনুষ্ঠান তাহাকে অভ্যাস বলে।

১৪। দীর্ঘকাল যাবৎ আসেবিত বা অনুষ্ঠিত, নিরন্তর বা প্রত্যহ প্রতিক্ষণিক আচরিত। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যার দ্বারা যে অভ্যাস সম্পাদিত হয় তাহাই সৎকারপূর্বক আচরিত অভ্যাস এবং তাহাকে সৎকারাসেবিত বলা যায়। শ্রুতি যথা—'যাহা যুক্তিযুক্তজ্ঞানপূর্বক, শ্রদ্ধাপূর্বক ও সাবধানজ্ঞানপূর্বক করা যায়, তাহাই অধিকতর বীর্যবান্ বা প্রবল হয়'। তদ্রূপে আচরিত অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় অর্থাৎ তাহা ব্যুত্থানসংস্কারের দ্বারা ঝটিতি বা সহসা অভিভূত হয় না।

১৫। বৈরাগ্যের বিষয় বলিতেছেন—দৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক বিষয়ে এবং আনুশ্রবিক বা শাস্ত্রে শ্রুত পারলৌকিক বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা বা নিস্পৃহভাবে চিত্তের অবস্থান, চিত্তের সেই বশীকৃতভাবরূপ সংজ্ঞা বা তাহাই বৈরাগ্য (সংজ্ঞা অর্থে নির্বিকল্পক বুদ্ধিবিশেষ)। বশীকারের তিনপ্রকার পূর্বাবস্থা, তাহারা যথা—যতমান, ব্যতিরেক ও একেন্দ্রিয়। রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্য যে যত্নশীলতা তাহা যতমান। (যতমানের ফলে) কোন্ কোন বিষয়ে বিরাগ সিদ্ধ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিত করিতে হইবে—এইরূপে যে স্থলে ব্যতিরেক বা পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ কোন্ গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্ গুলিতে আছে, তাহা নির্ধারণ করিয়া যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায়, তাহাই ব্যতিরেক-নামক বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে রাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ (দৈহিক) কার্যে পরিণত হইবার শক্তিহীন হইয়া, ক্ষীণভাবে অবস্থান করে, তাহা একেন্দ্রিয়। তাদৃশ ক্ষীণরূপে স্থিত রাগেরও নাশ হইলে পরে বশীকার সিদ্ধ হয়।

ঐশ্বর্য অর্থে প্রভুত্ব। স্বর্গ অর্থে ইন্দ্রত্ব আদি পদ। বৈদেহ্য বা বিদেহগণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে বিরাগের ফলে বিদেহ-সাধকের চিত্ত লীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদবস্থা-প্রাপ্ত দেবতাদের পদই

গম্যো ভবেৎ, তৎ পরম্। দিব্যাদিব্যবিষয়ৈঃ সহ সংযোগেঽপি—ভোগলাভেঽপীত্যর্থঃ। বিষয়দোষঃ—ত্রিতাপঃ। প্রসংখ্যানবলাৎ—প্রসংখ্যানং—সম্প্রজ্ঞা, যথা বিষয়হানায় অবিচ্ছিন্না প্রত্যবেক্ষা জায়তে, তদ্বলাৎ। অনাভোগাত্মিকা—তুচ্ছতাখ্যাতিমতী হেয়োপাদেয়শূন্যেত্যর্থঃ, বৈতৃষ্ণ্যাবস্থা বশীকারসংজ্ঞা। তচ্চাপরং বৈরাগ্যম্।

১৬। তৎ—বৈরাগ্যম্, পরং—পরমোৎকৃষ্টম্, যদা পুরুষখ্যাতেঃ—পুরুষতত্ত্বোপলব্ধেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যং—সর্বজ্ঞাদিষ্বপি নিখিলগুণকার্যেষু বৈতৃষ্ণ্যম্ ইতি সূত্রার্থঃ। দৃষ্টেতি। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ—বশীকারবৈরাগ্যবান্, পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ—বিবেকাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ—তস্য দর্শনস্য যা শুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রবিবেকঃ—প্রকৃষ্টঃ বৈশিষ্ট্যঃ বিশদত্বা অবিবেকবিবিক্তা পরা কাষ্ঠেত্যর্থঃ, তেনাপ্যায়িতা—কৃতকৃত্যা বুদ্ধির্যস্য স যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মকেভ্যো—লৌকিকালৌকিকজ্ঞানক্রিয়ারূপেভ্যো ব্যক্তধর্মকেভ্যস্তথা বিদেহপ্রকৃতিলয়রূপাব্যক্তধর্মকেভ্যো গুণেভ্যো বিরক্তো ভবতি ইতি অন্বয়ঃ।

বৈদেহ্য। প্রকৃতিলয় অর্থাৎ (দৃষ্টানুশ্রবিক বাহ্য বিষয়ের উপরিস্থ) আমিত্ববুদ্ধিও হেয় এই অভ্যাসপূর্বক তাহাতেই মাত্র বৈরাগ্য করিয়া (পুরুষের উপলব্ধি না করিয়া) পুরুষখ্যাতিহীন অচরিতার্থ (অপবর্গ রূপ অর্থ যাহার নিষ্পাদিত হয় নাই) চিত্তের যে তৎকারণ প্রকৃতিতে লয় তাদৃশ অবস্থাই প্রকৃতিলয়। দিব্যাদিব্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলেও অর্থাৎ ঐ ঐ জাতীয় (স্বর্গীয় ও পার্থিব) ভোগ্য বস্তু লাভ হইলেও। বিষয়ের (ভোগের) দোষ ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ। প্রসংখ্যান-বলের দ্বারা অর্থাৎ প্রসংখ্যান বা সম্প্রজ্ঞান, যদ্দ্বারা বিষয়ত্যাগের জন্য অভগ্ন প্রত্যবেক্ষা হয় বা বিষয়ত্যাগের প্রযত্নবিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহার বল বা প্রচিত সংস্কার হইতে যে অনাভোগাত্মিকা অর্থাৎ তুচ্ছতা-খ্যাতিযুক্ত, হেয় এবং উপাদেয় এই উভয় প্রকার বুদ্ধিশূন্য (নির্লিপ্ত) যে বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যরূপ চিত্তাবস্থা হয়, তাহাই বশীকার এবং তাহারই নাম অপর বৈরাগ্য।

(ভাষ্যে চিত্তের এই পরম বশীকার অবস্থাকে হেয়োপাদেয়শূন্য বলিয়াছেন অর্থাৎ বৈরাগ্যের অভ্যাসকালে যেমন রাগকে হেয়বোধে নিবৃত্ত করিতে হয়, তখন আর সেরূপ করিতে হয় না। পরমার্থ বিরোধী বিষয়ে দ্বেষ বা হেয়তা এবং তাহার অনুকূল বিষয়ে রাগ বা উপাদেয়তা পোষণ করা প্রথমে পরম অভীষ্ট এবং কর্তব্য হইলেও সাধকের শেষ অবস্থা চিত্তের যথাযথ বা নিরপেক্ষ বৃত্তি, যাহা বৃত্তিরোধেরই নামান্তর। বিষয়ে তুচ্ছতা হওয়ায় চিত্তের কোন বাহ্য বৃত্তি বা উপজীব্য না থাকায় তখন তাহা স্বতঃই পরবৈরাগ্যপূর্বক সংস্কারশেষ নিরোধের অভিমুখ হইবে)।

১৬। তাহা অর্থাৎ সেই বৈরাগ্য পর বা পরমাত্মক। যখন পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে, গুণবৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ সার্বজ্ঞ্য আদি সমগ্র গুণকার্যে বিতৃষ্ণা হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে দোষদর্শী, বিরাগযুক্ত অর্থাৎ বশীকার-বৈরাগ্যবান্ সাধক যখন পুরুষদর্শনাভ্যাস হইতে বা বিবেকের অভ্যাস হইতে, তাহার শুদ্ধিরূপ প্রবিবেকের দ্বারা আপ্যায়িত-বুদ্ধি হন অর্থাৎ পুরুষখ্যাতিরূপ যে জ্ঞানের শুদ্ধি তাহার যে প্রবিবেক বা প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অবিবেক হইতে পৃথক্ হওয়ায় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তদ্দ্বারা আপ্যায়িত বা কৃতকৃত্য বুদ্ধি সেই যোগী ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ধর্ম হইতে অর্থাৎ লৌকিক এবং অলৌকিক (স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত) জ্ঞানক্রিয়ারূপ ব্যক্ত ধর্ম হইতে এবং বিদেহ-প্রকৃতি-লয় আদি অব্যক্তধর্মক গুণে (ত্রিগুণকার্যে) বিরাগযুক্ত হন।

বৈরাগ্যম্। তয়োরিতি। তত্র যদুত্তরং পরবৈরাগ্যং তজ্ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্—জ্ঞানস্য যঃ প্রসাদশ্চরমোৎকর্ষো রজোলেশমলহীনতা অত এব সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রতা, তদ্রূপম্। যস্যোতি। প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ—অবিপ্লুতবিবেকঃ। ছিন্না ইতি। শ্লিষ্টপর্বা—সন্ধিহীনঃ, ভবসংক্রমঃ—জন্মসংক্রমঃ, জন্মারম্ভকঃ কর্ম্মাশয় ইত্যর্থঃ ছিন্নঃ সঞ্জাতঃ। যস্যাবিচ্ছেদাৎ—অবিচ্ছিন্নাৎ কর্ম্মাশয়াদিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞানস্য পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্। নান্তরীয়কম্—অবিনাভাবি।

১৭। অথেতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং সূত্রমবতারয়তি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তের্যোগিনঃ কঃ সম্প্রজ্ঞাতযোগঃ? বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাপদার্থানাং স্বরূপেণানুগতাঃ সাক্ষাৎকারভেদাঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য লক্ষণম্। বিতর্ক ইতি ব্যাচষ্টে। চিত্তস্য আলম্বনে—ধ্যেয়বিষয়ে যঃ স্থূলঃ—স্থূলভূতেন্দ্রিয়রূপধ্যেয়বিষয় ইত্যর্থঃ, আভোগঃ—সাক্ষাৎপ্রজ্ঞয়া পরিপূর্ণতা স সবিতর্কঃ। একাগ্রভূমিকস্য চেতসঃ সমাধিজা প্রজ্ঞৈব সম্প্রজ্ঞাত ইতি প্রাগুক্তং। নিরন্তরাভ্যাসাৎ স্থিতিপ্রাপ্তে একাগ্রভূমিকে চিত্তে যাঃ প্রজ্ঞা জায়েরন্ তাঃ প্রতিতিষ্ঠেয়ুঃ তাভিশ্চ চিত্তং পরিপূর্ণং তিষ্ঠেৎ, স এব সম্প্রজ্ঞাতযোগো ন চ স সমাধিমাত্রম্। তত্র ষোড়শস্থূলবিকারবিষয়া সমাধিজা প্রজ্ঞা যদা চেতসি সদৈব প্রতিতিষ্ঠতি তদা বিতর্কানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

এইরূপে বৈরাগ্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা উত্তর (শেষের) পরবৈরাগ্য তাহা জ্ঞানের প্রসাদমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের প্রসাদ বা চরমোৎকর্ষ হইতে রজোগুণের লেশমাত্র মলহীনতারূপ অবস্থা। অতএব উহা বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতারূপ বিবেকখ্যাতিমাত্রে যে স্থিতি (কারণ রজোগুণের আবির্ভাব হলেই বিবেকে স্থিতি হয় না), তদ্রূপ অবস্থা।

প্রত্যুদিত-খ্যাতি যোগী অর্থাৎ যাঁহার বিবেকজ্ঞান অবিপ্লুত বা সদাই উদিত থাকে। শ্লিষ্টপর্ব্ব বা সন্ধিহীন (একটানা) ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্মসংক্রম বা জন্মসংঘটক কর্ম্মাশয় যাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, যাহার অবিচ্ছেদের ফলে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মাশয় হইতে ভবসংক্রম চলিতে থাকে। এইরূপে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই বৈরাগ্য (দুঃখের নিবৃত্তিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং তাহাই জ্ঞানের পরিসমাপক। অতএব দুঃখমূল অস্মিতার নিবৃত্তিরূপ বৈরাগ্য, যাহার ফলে ভবসংক্রম রুদ্ধ হয়, তাহা জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা)। নান্তরীয়ক অর্থে অবিনাভাবী।

১৭। এখানে প্রশ্নপূর্ব্বক সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এরূপ যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা কি প্রকার? (উত্তর)—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই পদার্থ সকলের স্বরূপের অনুগত যে কয়েক প্রকার সাক্ষাৎকার (তত্তৎ বিষয়ে অভীষ্ট কালযাবৎ চিত্তের সমাহিততা) তাহাই সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ। বিতর্ক কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্তের আলম্বনে বা ধ্যেয় বিষয়ে যে স্থূল আভোগ অর্থাৎ ক্ষিতি আদি পঞ্চ স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপ ধ্যেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের যে পরিপূর্ণতা তাহাই বিতর্ক নামক সম্প্রজ্ঞাত। একাগ্রভূমিক চিত্তে যে সমাধিজাত প্রজ্ঞা হয় তাহাই সম্প্রজ্ঞাত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (১।১)। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত একাগ্রভূমিক চিত্তে যে প্রজ্ঞাসকল উৎপন্ন হয় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ থাকে, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহা সমাধিমাত্র নহে (কেবল চিত্ত সমাহিত হইলেই তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে না, কথিত ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হওয়া চাই)। তন্মধ্যে ষোড়শ স্থূল বিকার-বিষয়ক (পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—ইহারা ষোড়শ বিকার) সমাধিজাত প্রজ্ঞা যখন চিত্তে সদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত বলে।

'বিচারো ধ্যায়িনাং যুক্তিঃ সূক্ষ্মার্থাধিগমো যতঃ' ইতি এবংলক্ষণেন বিচারেণাধিগতয়া সূক্ষ্মবিষয়য়া প্রজ্ঞয়া চেতসঃ পরিপূর্ণতা বিচারানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ। সূক্ষ্মবিষয়াঃ—তন্মাত্রাণি অহঙ্কারস্তথা অস্মীতিমাত্রঃ মহত্তত্ত্বম্। এতদুক্তং ভবতি: আলম্বনবিষয়ভেদাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিশ্চতুর্বিধো বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতোঽস্মিতানুগতশ্চেতি। বিষয়প্রকৃতি-ভেদাচ্চাপি চতুর্বিধঃ সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ সবিচারো নির্বিচারশ্চেতি। আলম্বনঞ্চ স্থূলসূক্ষ্ম-ভেদাদ্দ্বিধা, গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যভেদাৎ ত্রিধা। এতচ্চ সমাপত্তৌ বক্ষ্যতি। ভবতি। প্রথমঃ বিতর্কানুগতঃ সমাধিঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ—তত্র বিতর্ক বিচার-ধ্যানানন্দাস্মিতাখ্যা ইত্যেতে সর্ব্বে বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো বিচারানুগতো যোগঃ স্থূলালম্বনহীনত্বাৎ বিতর্কবিকলঃ—বিতর্ক-কলাহীনঃ। তৃতীয়ো বাচ্যবাচকহীন-করণগতহ্লাদযুক্তপ্রকাশালম্বী, এতচ্চ স্থূল-সূক্ষ্মগ্রাহ্যহীন-ত্বাৎ বিতর্কবিচারবিকলঃ। যত্র স্থূলেন্দ্রিয়াণাং স্থৈর্য্যাদ্ভবসাত্ত্বিকপ্রকাশজাত আনন্দঃ পৃথক্ আলম্বনীক্রিয়তে, ততশ্চান্তঃকরণস্থৈর্য্যজাতহ্লাদাধিগমো ভবতি। স্মর্য্যতে চ "ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকরোত্যয়ম্। এবমেব মনশ্চৈব পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূর্ব্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি। ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেষ্যতি তৎ তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্ম্মণীতি।" চতুর্থে ধ্যানে আনন্দস্যাপি জ্ঞাতাহমিতি অস্মিতামাত্রসংবিদেবালম্বনং ততস্তদ্ আনন্দাদিবিকলম্।

'বিচার অর্থে ধ্যায়ীদের যুক্তি, যাহা হইতে সূক্ষ্মবিষয়ের অধিগম হয়' (যোগকারিকা) এই লক্ষণান্বিত বিচারযুক্ত প্রজ্ঞার দ্বারা অধিগত যে সূক্ষ্মবিষয় তদ্দ্বারা চিত্তের যে পরিপূর্ণতা তাহাই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ। সূক্ষ্মবিষয় যথা—পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার এবং অস্মীতিমাত্র-লক্ষণক মহত্তত্ত্ব।

ইহাতে বলা হইল যে আলম্বনরূপ বিষয়ের ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ, যথা—বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। বিষয়ের এবং প্রকৃতির বা স্বগত লক্ষণের ভেদ অনুসারে তাহার সম্প্রজ্ঞান চতুর্বিধ যথা, সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। আলম্বনও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ এবং গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য ভেদে ত্রিবিধ। ইহা সব সমাপত্তির ব্যাখ্যায় বলিবেন।

প্রথম বিতর্কানুগত সমাধি চতুষ্টয়ানুগত, তাহাতে বিতর্ক, বিচার, ধ্যানজ আনন্দ এবং অস্মিতার ইহারা সবই থাকে। দ্বিতীয় যে বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা স্থূল আলম্বনহীন বলিয়া বিতর্কবিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কলা বা অংশহীন (বিতর্ক অবস্থা তখন অতিক্রান্ত হওয়ায়)। তৃতীয় বাচ্যবাচকহীন বা ভাষাহীন এবং করণগত আনন্দযুক্ত বোধ আলম্বন করিয়া হয় এবং তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম গ্রাহ্যরূপ আলম্বনবিহীন বলিয়া বিতর্ক-বিচাররূপ কলাহীন। ইহাতে অর্থাৎ আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাতে স্থূল ইন্দ্রিয়সকলের স্থৈর্য্যজাত সাত্ত্বিক প্রকাশজাত আনন্দবোধ পৃথক্ আলম্বনীকৃত হয়, তাহার পর অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যজাত আনন্দ অধিগত হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা— ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মনকে যে পিণ্ডীভূত করা তাহাই ধ্যান। হে ভারত। স্বয়ং মনকে এবং পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়কে পূর্ব্বে বা প্রথমে, ধ্যানপথে স্থাপন করিয়া অনুক্ষণ অভ্যাসের দ্বারা শান্ত করিবে। (অন্য) কোনরূপ পুরুষকার অথবা দৈবের দ্বারা সেরূপ সুখ হয় না, যেরূপ সুখ সেই সংযতাত্মধ্যায়ীর হয়। সেই সুখে সংযুক্ত হইয়া ধ্যায়ী ধ্যানকর্ম্মে রমণ করেন অর্থাৎ আনন্দের সহিত ধ্যান করিতে থাকেন'।

১৮। বিরামস্য—সর্বপ্রত্যয়হীনতায়াঃ, প্রত্যয়ঃ—কারণং পরং বৈরাগ্যং, তদভ্যাসঃ পূর্বঃ—প্রথমঃ যস্য সঃ। অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রায়া বুদ্ধেরপি হানাভ্যাসপূর্বকো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ, সংস্কারশেষঃ—সংস্কারা ন চ প্রত্যয়া যত্রাবাক্তরূপেণাবশিষ্টাঃ প্রত্যয়জননসামর্থ্যযুক্তা ইত্যর্থঃ, অন্যঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাত ইতি সূত্রার্থঃ। সর্বেতি। সর্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে—প্রত্যয়হীনত্বে প্রাপ্তে সতি, যাবস্থা সোঽসম্প্রজ্ঞাতো নির্বীজঃ সমাধিঃ, তস্যোপায়ঃ পরং বৈরাগ্যম্। সালম্বনোঽভ্যাসঃ—সম্প্রজ্ঞাতাভ্যাসঃ ন তস্য মুখ্যং সাধনম্। বিরামপ্রত্যয়ঃ—পরবৈরাগ্যরূপো নির্বস্তুকঃ—ধ্যেয়বিষয়হীনঃ, গ্রহীতৃবিষয়মপি অলংবুদ্ধিরূপঃ অব্যক্তাভিমুখো বোধ ইতি যাবৎ আলম্বনীক্রিয়তে—আশ্রীয়তে অসম্প্রজ্ঞাতেচ্ছুনা যোগিনেতি শেষঃ। তদিতি। তদভ্যাসপূর্বং—তদভ্যাসেন হেতুনেত্যর্থঃ চিত্তম্ অভাবপ্রাপ্তমিব—ক্রিয়াহীনত্বাৎ বিনষ্টমিব ন তু বস্তুতঃ অভাবপ্রাপ্তং 'নাভাবো বিদ্যতে সত' ইতি নিয়মাৎ। নিরালম্বনং—গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যবিষয়-হীনমেব অসম্প্রজ্ঞাতাখ্যো নির্বীজঃ—নাস্তি বীজম্ আলম্বনং যস্য স নিরোধঃ সমাধিঃ।

(মহাভারত)। চতুর্থ ধ্যানে 'আনন্দেরও আমি জ্ঞাতা' এইরূপ উপলব্ধি করিয়া অস্মীতি-মাত্রসংবিৎ বা গ্রহীতাকে আলম্বন করা হয়, তজ্জন্য তাহা আনন্দাদি (নিম্নভূমির) তিন অংশবর্জিত।

১৮। বিরামের অর্থাৎ চিত্তের সর্ববৃত্তিশূন্যতার প্রত্যয় বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস যাহার পূর্ব বা প্রথম তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ বিরামের কারণ পরবৈরাগ্যের অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সাধিত হয়। অস্মি বা 'আমি'-মাত্র লক্ষণাত্মক বুদ্ধিরও নিরোধের অভ্যাসপূর্বক নিশ্চয় যে সংস্কার-শেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্তের প্রত্যয় থাকে না কেবল সংস্কারমাত্র অব্যক্তভাবে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু প্রত্যয় উৎপাদন করার যোগ্যতা থাকে, সেই অবস্থায় যে সমাধি হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত, ইহাই সূত্রের অর্থ।

সর্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত প্রত্যয়হীনতা প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নির্বীজ সমাধি, তাহার সিদ্ধির উপায় পরবৈরাগ্য। সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস তাহার মুখ্য সাধন নহে। বিরামপ্রত্যয় বা বিরামের কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহা নির্বস্তুক অর্থাৎ কোনও ধ্যেয় আলম্বনহীন। 'গ্রহীতা মহদাত্মাকেও চাই না' অর্থাৎ অব্যক্তাভিমুখ যে বোধ, তদ্রূপ প্রত্যয় সেই অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত-সাধনেচ্ছু যোগীর দ্বারা আলম্বনীকৃত বা বিষয়ীকৃত হয়। ('আমিত্ব-বোধরূপ অবশিষ্ট এক মাত্র প্রত্যয়ও চাই না—এইরূপ সর্ববোধ হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ হউক' —এই প্রকার নিরোধাভিমুখ প্রত্যয়ই তখনকার আলম্বন, যাহার ফলে সালম্বন চিত্ত প্রলীন হওয়ায় কৈবল্যলাভ হয়। আলম্বনে হেয়তানুভবই ঐ অবস্থায় আলম্বন)।

তদভ্যাসপূর্বক অর্থাৎ সেই প্রকার অভ্যাসরূপ উপায়ের দ্বারা চিত্ত অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয় বা ক্রিয়াহীন হওয়াতে বিনষ্টবৎ হয়, যদিও তাহা বস্তুত অভাব প্রাপ্ত হয় না, সতের অভাব নাই—এই নিয়মে, অর্থাৎ যাহা সৎ বা ভাব পদার্থ তাহার অব্যক্ততা হইলেও সম্পূর্ণ নাশ হইতে পারে না। নিরালম্বন অর্থে গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য বিষয়হীন, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত নামক নির্বীজ অর্থাৎ বীজ বা আলম্বন যাহার নাই তদ্রূপ নিরোধ সমাধি।

১৯। অন্যোঽপি নির্বীজঃ সমাধিরস্তি, ন স কৈবল্যায় ভবতি। তদ্বিবরণমাহ। স বক্ষ্যতি। দ্বিবিধো নির্বীজ উপায়প্রত্যয়ঃ—শ্রদ্ধাদ্যুপায়হেতুকো বিবেকপূর্ব ইত্যর্থঃ। ভবপ্রত্যয়শ্চ। তত্র কৈবল্যভাগিনাং যোগিনাম্ উপায়প্রত্যয়ঃ বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাঞ্চ ভবপ্রত্যয়ো নির্বীজঃ স্যাৎ। বিদেহানামিতি। দেহঃ—স্থূলসূক্ষ্মশরীরং তদ্ধীনা বিদেহাঃ, যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ কিন্তু দোষদর্শনাদ্ দেহধারণে বিরাগবন্তস্তে তদ্বৈরাগ্যেণ তদ্বিষয়েণ চ সমাধিনা সর্বকরণকার্যং নিরুন্ধন্তি, কার্যাভাবাৎ করণশক্তয়ো ন ব্যক্তুমর্হন্তে তস্মাৎ তাঃ প্রকৃতৌ লীয়ন্তে, স্বাধিষ্ঠানভূতেন স্থূলসূক্ষ্মদেহেন সহ ন সংযুজ্যন্তে। উক্তঞ্চ ''বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়'' ইতি। এবমেষামপি নির্বীজঃ সমাধিঃ স্যাৎ কিন্তু বৈরাগ্যসংস্কারমাত্রত্বাৎ তৎসংস্কারক্ষয়ে স সমাধিঃ প্লবতে। ন হি পুরুষখ্যাতিং বিনা সংস্কারস্য সম্যগ্ নাশঃ স্যাৎ, চিত্তাতিরিক্তস্য দ্রষ্টব্যস্যানধিগতত্বাৎ। তত্তস্মিন্ যো বৈরাগ্যসংস্কারস্তিষ্ঠতি তৎক্ষয়াচ্চ পুনরুত্থানম্, উক্তঞ্চ 'মণ্ডূকবদুত্থানাদ্' ইতি।

যথা বিদেহানাং দেবানাং তথা প্রকৃতিলয়ানামপি বেদিতব্যম্। যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ সংজ্ঞামাত্ররূপে গ্রহীতরি অপি বিরাগবন্তো ন দেহমাত্রে, তদ্বৈরাগ্যাৎ তদনুরূপসমাধেশ্চ তেষাং বিবেকহীনত্বাৎ সাধিকারং চিত্তং প্রকৃতৌ লীয়তে, লীনঞ্চ তিষ্ঠতি যাবৎ তদ্বৈরাগ্যহেতুক-নিরোধসংস্কারস্য বলক্ষয়ম্। বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং নিরোধো ভবপ্রত্যয়ঃ—ভবতি জায়তে

১৯। অন্য প্রকার নির্বীজ সমাধিও আছে কিন্তু তাহা কৈবল্যের সাধক নহে, তাহার বিবরণ বলিতেছেন। নির্বীজ সমাধি দ্বিবিধ—উপায়-প্রত্যয় বা শ্রদ্ধাদি উপায়পূর্বক অর্থাৎ বিবেকপূর্বক সাধিত, এবং ভবমূলক। তন্মধ্যে কৈবল্যলিপ্সু যোগীদের উপায়প্রত্যয় এবং বিদেহ-প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় নির্বীজ হয়। দেহ অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, যাঁহারা সেই শরীরবিহীন তাঁহারা বিদেহ। যাঁহাদের পুরুষ-খ্যাতি হয় নাই কিন্তু দেহের দোষ অবধারণ করিয়া দেহধারণে বিরাগযুক্ত তাঁহারা সেই বৈরাগ্যের দ্বারা এবং সেই বৈরাগ্যমূলক সমাধির দ্বারা সমস্ত করণের কার্য রোধ করেন, কার্যাভাবে করণশক্তিসকল ব্যক্ত থাকিতে পারে না, তজ্জন্য তাহারা (করণসকলের উপাদান-কারণ) প্রকৃতিতে লীন হয় এবং তাহাদের স্ব স্ব অধিষ্ঠান-ভূত স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের সহিত সংযুক্ত হয় না। যথা উক্ত হইয়াছে 'বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয় হয়' (সাংখ্যকারিকা)। এইরূপে ইঁহাদেরও নির্বীজ সমাধি হয়, কিন্তু তাহা কেবল বৈরাগ্যসংস্কার হইতে জাত বলিয়া সেই (সঞ্চিত) সংস্কারের বলক্ষয় হইলে সেই সমাধিও ভঙ্গ হয়। পুরুষখ্যাতি-ব্যতীত সংস্কারের সম্যক্ প্রণাশ বা প্রলয় হয় না, চিত্তের উপরিস্থ পদার্থ পুরুষতত্ত্ব অধিগত না হওয়াতে (কারণ উপরিস্থ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তবেই চিত্ত লয় হইতে পারে তজ্জন্য) তখন যে বৈরাগ্যসংস্কার থাকে তাহার বলক্ষয় হইলে পুনরায় তাহা (চিত্ত) উত্থিত হয়, যথা উক্ত হইয়াছে 'প্রকৃতিলীনদের মণ্ডূকের ন্যায় (চিত্তের) উত্থান হয়' (সাংখ্য-সূত্র)।

যেমন বিদেহদেবতাদের হয় প্রকৃতিলীনদেরও তদ্রূপ হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। যাঁহারা পুরুষখ্যাতিহীন কিন্তু অস্মিসংজ্ঞামাত্র (নির্বিচার-ধ্যানগত অস্মিবোধ এইরূপ) যে গ্রহীতা তাহাতে বিরাগযুক্ত, কেবল দেহমাত্রে নহে সেই বৈরাগ্য এবং তদনুরূপ সমাধি হইতে তাঁহাদের বিবেকহীন অতএব সাধিকার অর্থাৎ বিষয়ে প্রবর্তনার সংস্কারযুক্ত, চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। লীন হইয়াও তাহা থাকে—যতকাল পর্যন্ত সেই বৈরাগ্যমূলক নিরোধসংস্কারের বলক্ষয় না হয়। বিদেহ-প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা ভবমূলক। যাহার ফলে পুনরায় জন্ম হয়

ভবন্ত্যেনেতি ভবো জন্মহেতবঃ ক্লেশমূলাঃ সংস্কারাঃ, উক্তঞ্চাস্মাভিঃ 'বিবেকখ্যাতিহীনস্য সংস্কার-শ্চেতসো ভবঃ। অশরীরি শরীরি বা পুরি জন্ম যতো ভবেদিতি'। জন্ম চিহ্ন মরণান্তং, বৈদেহ্যাদেরিন্দ্রিয়াদ্যভিমানাৎ তচ্চ জন্ম এব। জন্ম তু অবিদ্যামূলাৎ সংস্কারাদ্ ভবতি। বিদেহাদীনাঃ তত্তজ্জন্ম বিবেকহীনাৎ সূক্ষ্মাস্মিতামূলাদ্ বৈরাগ্যসংস্কারাৎ সংঘটতে যথা ক্লেশমূলাৎ কর্মাশয়াদ্ দেহবতাং জন্ম। বিদেহপ্রকৃতিলয়া মহাসত্ত্বাঃ, তে হি পুনরাবর্ত্তনে মহর্দ্ধিসম্পন্না ভূত্বা প্রাদুর্ভবন্তি। এতেন ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্।

বিদেহানামিতি। স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন—স্বস্য বৈরাগ্যসংস্কারস্য উপযোগেন—আনুকূল্যেন। চিত্তেনেতি চিত্তস্যাপ্রবৃত্তিপ্রলয়ঃ সূচয়তি। কৈবল্যপদমিবানুভবন্তীতি। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে মান্যা ইতি ভাষ্যাৎ তে হি ন লৌকিকো ভূতাদ্যভিমানিনো দেবাঃ, নাপি ভূতাদিধ্যায়িনো দেবাঃ। তেষাং হি চিত্তমব্যক্ততাপ্রাপ্তং যথা কেবলিনাম্। স্বসংস্কারবিপাকং—যেষাং বৈরাগ্যসংস্কারস্য বিপাকভূতমবচ্ছিন্নকালং যাবৎ লীনচিত্তত্বরূপং অবস্থানং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। ভুঞ্জতি স্বগমম্।

২০। শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যুপায়েভ্যঃ কৈবল্যার্থিনাং যোগিনাম্ অসম্প্রজ্ঞাতো নিরোধো ভবতি। ননু বিদেহাদীনামপি শ্রদ্ধাবীর্য্যাদীনি বিদ্যন্তে স্ম অথ কোঽত্র যোগিনাং বিশেষ ইত্যাহ আহ শ্রদ্ধানস্য বিবেকার্থিন ইতি। তস্মাৎ শ্রদ্ধাত্র বিবেকবিষয়ে চেতসঃ

তাহাকে ভব বলে, ভব অর্থে—জন্মের কারণ ক্লেশমূলক সংস্কার। যথা আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে 'বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তের সংস্কারই ভব, যাহা হইতে অশরীরী অথবা শরীরযুক্ত পুর বা মরণশীল জন্ম হয়' (যোগকারিকা)। জন্মমাত্রেরই মরণে পরিসমাপ্তি, বিদেহাদি অবস্থারও নাশ দেখা যায় বলিয়া তাহাদেরকেও জন্ম বলা হয়। অবিদ্যামূলক সংস্কার হইতেই জন্ম হয়। বিদেহাদির সেই সেই জন্ম বিবেকহীন সূক্ষ্ম অস্মিতাক্লেশমূলক বৈরাগ্যসংস্কার হইতে সংঘটিত হয়, যেমন ক্লেশমূলক কর্মাশয় হইতে সাধারণ দেহীদের জন্ম হয়। বিদেহ-প্রকৃতি-লীনেরা মহাসত্ত্ব বা মহাপুরুষ, তাঁহারা পুনরাবর্ত্তনকালে মহতী শক্তি বা যোগজ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। ইহার দ্বারা ভাষ্যও ব্যাখ্যাত হইল।

স্ব-সংস্কারমাত্রের উপযোগদ্বারা অর্থাৎ নিজ নিজ যে বৈরাগ্যসংস্কার তাহার উপযোগ বা আনুকূল্যের দ্বারা। 'চিত্তেন' এই শব্দের উল্লেখের দ্বারা চিত্তের অপ্রবৃত্তিপ্রলয় বা সর্ব্বকালীন প্রলয়ের অভাব, সূচিত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত লীন হইলেও তাহাতে পুনরায় ব্যক্ত হইবার সংস্কার থাকে। তাঁহারা কৈবল্যবৎ (ঠিক কৈবল্য নহে) অবস্থা অনুভব করেন। বিদেহপ্রকৃতিলীনেরা মোক্ষপদে (মোক্ষবৎ পদে) অবস্থিত, তজ্জন্য তাঁহারা কোনও (স্থূল বা সূক্ষ্ম) লোকের অন্তর্ভুক্ত নহেন ভাষ্যে (৩।২৬) এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা লোকস্থিত ভূতাদি-অভিমানী দেবতা (যাঁহারা ভূততত্ত্বে সমাধি করিয়া তাহাতেই লীনচিত্ত হইয়া তদবৎ বিরাট্‌শরীরী হইয়াছেন) নহেন বা ভূতাদিধ্যায়ী দেবতাও নহেন। তাঁহাদের চিত্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয় যেমন কৈবল্যপ্রাপ্তদের হয় (তবে কেবলীদের মত শাশ্বতিক নহে)। তাঁহারা স্বসংস্কারবিপাক অর্থাৎ নিজ নিজ বৈরাগ্যসংস্কারের ফলস্বরূপ অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট কালযাবৎ লীনচিত্ত হইয়া যে অবস্থিতি, তদ্রূপ অবস্থা অতিবাহিত করেন অর্থাৎ ভোগ করেন।

২০। শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়ের দ্বারা কৈবল্যলিপ্সু যোগীদের অসম্প্রজ্ঞাত নিরোধ সমাধি হয়। বিদেহাদিরও যখন শ্রদ্ধাবীর্য্যাদি থাকে তখন ইহাতে (কৈবল্যভাগীদের) বিশেষত্ব কি? তদুত্তরে (ভাষ্যকার) বলিতেছেন যে 'শ্রদ্ধাবান্

সম্প্রসাদঃ—অভিরুচিমতী বুদ্ধিঃ। অভিরুচিরূপায়াঃ শ্রদ্ধায়া বীর্য্যং প্রযত্নঃ, ততঃ স্মৃতিঃ—সদা সমনস্কতা উপতিষ্ঠতে। স্মৃত্যুপস্থানে—স্মৃতৌ উপস্থিতায়াম্ অনাকুলম্—অবিলোলং চিত্তং সমাধীয়তে—অষ্টাঙ্গযোগবদ্ ভবতি। সমাধেঃ প্রজ্ঞাবিবেকঃ—প্রজ্ঞায়া বিবেকঃ—বৈশিষ্ট্যং নির্ম্মলতা, উৎকর্ষ ইতি যাবৎ উপাবর্ত্ততে—সমুপস্থাপ্যত ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাপ্রকর্ষেণ যথাবদ্ বস্তু—তত্ত্বানীত্যর্থঃ জানাতি। তদভ্যাসাদ্—ব্যুত্থানসংস্কারনাশে উৎপন্নে চ পরবৈরাগ্যে অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীতি।

২১। ত ইতি। স্পষ্টং ভাষ্যম্। তীব্রসংবেগানাং—তীব্রঃ সংবেগঃ—শীঘ্রতায়ৈ নিরন্তরানুষ্ঠানে ইচ্ছাপ্রবলতা যেষাং তেষাং সমাধিলাভঃ কৈবল্যঞ্চ আসন্নং ভবতি।

২২ মৃদুতীব্র ইতি। স্পষ্টং ভাষ্যম্। অধিমাত্রোপায়ঃ—অধিকপ্রমাণোপায়াঃ, তদ্ যথা সমাধিসাধনোপায়েষু অবিচলা শ্রদ্ধেত্যাদিঃ।

২৩। কিমিতি। এতস্মাদ্—গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যাণাং সম্প্রজ্ঞানলাভায় তীব্রসংবেগাদেব আসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি ন বেতি। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বাপি স ভবতি। প্রণিধানাদিতি। সর্ব্বকর্ম্মার্পণপূর্ব্বং ভাবনারূপং প্রণিধানং, ন তু কর্ম্মার্পণমাত্রম্। তচ্চ ভক্তিবিশেষস্তস্মাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ হৃদি হৃৎপদ্মে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতম্ আত্মনি ঈশ্বরসত্ত্বম্ অনুভবতঃ পরমপ্রেমাস্পদে তস্মিন্ নিবেদিতাত্মনো নিশ্চিন্তস্য যোগিনঃ সর্ব্বদাবস্থানবিশেষঃ সমাধিসাধিনী ভক্তিঃ। তাদৃশভক্ত্যা আবর্জ্জিতঃ—অভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং যোগিনমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ—ইচ্ছামাত্রেণ নান্যেন ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি

বিবেকার্থীর বীর্য্য হয়'। তজ্জন্য এস্থলে শ্রদ্ধা অর্থে বিবেকবিষয়ে (যে কোনও বিষয়ে নহে), চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিযুক্ত বুদ্ধি। অভিরুচিরূপ শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য বা সাধনে প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে স্মৃতি বা সদা সমনস্কতা (যাহা প্রমাদরূপ অমনস্কতার বিরোধী) উপস্থিত হয়। ঐরূপ স্মৃত্যুপস্থান হইলে অর্থাৎ স্মৃতি সদাই উপস্থিত থাকিলে বা ধ্রুবা হইলে, চিত্ত অনাকুল বা অচঞ্চল হইয়া সমাহিত হয় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগক্রমে সমাহিত হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার বিবেক বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্ম্মলতা বা উৎকর্ষ উপাবর্ত্তিত বা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞার প্রকর্ষ হইলে যথাবৎ বস্তুর অর্থাৎ তত্ত্বসকলের জ্ঞান হয়। তাহার অভ্যাস হইতে ব্যুত্থানসংস্কারের নাশ হইলে এবং পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

২১। তীব্রসংবেগীদের অর্থাৎ তীব্রসংবেগ বা শীঘ্র সমাধিনিষ্পত্ত্যর্থ নিরন্তর সাধনেচ্ছার প্রবলতা যাঁহাদের তাদৃশ সাধকদের সমাধিসিদ্ধি এবং কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়।

২২। অধিমাত্রোপায় অর্থে অধিকপ্রমাণক বা মাত্রায় সম্যক্ উপায়। তাহা যথা—সমাধিসাধনের যে সকল উপায় তাহাতে অচলা শ্রদ্ধা ইত্যাদি।

২৩। এই সকল হইতে অর্থাৎ গৃহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানের জন্য যে তীব্র সংবেগ তাহা হইতেই কি সমাধি আসন্নতম হয় অথবা আর কোনও উপায় আছে? (উত্তর—) ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও তাহা হয়। ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার ভাবনারূপ যে সাধন তাহাই প্রণিধান, ইহা কেবল তাঁহাতে কর্ম্মার্পণমাত্র নহে। ইহা এক প্রকার ভক্তি। সেই ভক্তিবিশেষ হইতে হৃদয়ে আকাশবৎ হৃৎপদ্মে অর্থাৎ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-সত্তার অনুভব-পূর্ব্বক সেই পরম প্রেমাস্পদে আত্মসমর্পণ বা আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত (অন্য কোনও বৃত্তিশূন্য) যোগীর যে সদা তদ্ভাবে অবস্থান, তাহাই এই প্রকার সমাধি-নিষ্পন্নকারিণী ভক্তি। তাদৃশ ভক্তির দ্বারা আবর্জ্জিত বা অভিমুখীকৃত ঈশ্বর সেই যোগীকে

বাক্যাদ্ ঈশ্বরঃ প্রলয়কাল এব নির্মাণচিত্তেন অভিধ্যানং করোতীতি গম্যতে। অন্যথা সগুণব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যৈব অভিধ্যানং লভ্যম্। কিন্তু ঈশ্বরাভিধ্যানালাভেঽপি তৎপ্রণিধানাৎ সেবাসমুদ্ভবঃ সমাধিলাভো ভবতি। সমাহিতপুরুষে প্রবর্তিতা ভাবনা শীঘ্রং সমাধিমানয়েদিতি। উক্তঞ্চ সূত্রকৃতা "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চেতি"।

২৪। অথেতি। ননু পঞ্চবিংশতিতত্ত্বান্যেব বিশ্বস্য নিমিত্তোপাদানং কারণং, তত্র প্রধানং মূলমুপাদানং পুরুষস্তু মূলং নিমিত্তম্। যৎ কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে চিন্তনীয়ঞ্চ যদ্ তদেবং তৎ সর্বং প্রধানপুরুষাত্মকমিতি সাংখ্যযোগনয়ঃ। ঈশ্বরস্তু ন প্রধানং নাপি পুরুষমাত্র ইত্যতঃ স কঃ? স হি ঐশচিত্তব্যপদিষ্টো মুক্তপুরুষবিশেষো যস্য চিত্তং সদৈব মুক্তম্ ইত্যস্য প্রধান-পুরুষব্যতিরিক্ততা। তস্য লক্ষণমাহ সূত্রকারঃ ক্লেশেতি। অবিদ্যেতি। অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ—দুঃখকরাণি বিপর্যয়জ্ঞানানি, কর্মাণি—ধর্মাধর্মসংস্কাররূপাণি, জাত্যায়ুর্ভোগফলাঃ কর্মবিপাকাঃ, তদনুগুণাঃ—বিপাকানুরূপা বাসনা আশয়াঃ, তথাথা জাতিবাসনা আয়ুর্বাসনা সুখদুঃখবাসনা চেতি। তে চ মনসি বর্তমানাঃ পুরুষে সাক্ষিণি ব্যপদিশ্যন্তে—উপচর্যন্তে।

অভিধ্যানমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ (আনুকূল্য করার জন্য) ইচ্ছামাত্রের দ্বারা, অন্য কোনও ব্যাপার বা স্থূল উপায়ের দ্বারা নহে, অনুগৃহীত করেন। 'কল্পপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে সংসারী পুরুষদের উদ্ধার করিব' (ভাষ্য) এই বাক্যের দ্বারা বুঝায় যে ঈশ্বর প্রলয়কালেই নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া অভিধ্যান করেন। অন্যসময়ে সগুণ ব্রহ্ম যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহারই অভিধ্যান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অভিধ্যানলাভ না হইলেও তাঁহার প্রণিধান হইতেও অর্থাৎ প্রণিধানরূপ কর্ম হইতেই, সমাধিলাভ আসন্নতর হয় কারণ সমাহিত পুরুষের দিকে নিয়োজিত ভাবনা শীঘ্র সমাধি আনিত করে। যথা সূত্রকারের দ্বারা উক্ত হইয়াছে (১।২৯) 'তাহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে প্রত্যক্ চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায়সকলের অভাব হয়।'

২৪। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ, তন্মধ্যে প্রকৃতি বা প্রধানই মূল উপাদান-কারণ এবং পুরুষ মূল নিমিত্ত-কারণ। যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু চিন্তা করা যায় তাহা সমস্তই প্রধান ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহাই সাংখ্য-যোগের মত*। ঈশ্বর প্রধানও নহেন এবং পুরুষ-তত্ত্বমাত্রও নহেন, অতএব তিনি কে? (উত্তর—) তিনি (অযথার্থ ইচ্ছাক্রমে) ঐশ চিত্তের দ্বারা বিশেষিত অর্থাৎ ঐশ্বর্যযুক্ত চিত্তবান্ মুক্তপুরুষ-বিশেষ, যাঁহার চিত্ত সদাই মুক্ত (ঐশ্বর্যযুক্ত চিত্তও যিনি সদাই ইচ্ছামাত্রে লয় করিতে পারেন), ইহাই তাঁহার প্রধান-পুরুষরূপ তত্ত্বমাত্র হইতে ভিন্নতা (ঐশ্বর্যযুক্ত এক চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষিত করায়, প্রধান ও পুরুষ এই তত্ত্বমাত্র হইতে পৃথক্ করিয়া, উভয়-তত্ত্বময় তাঁহার এক ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হইল)। সূত্রকার তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—'ক্লেশ-কর্ম——' ইত্যাদি। অবিদ্যাদিরা পঞ্চ ক্লেশ বা দুঃখকর বিপর্যয় জ্ঞান। কর্ম অর্থে ধর্মাধর্ম কর্মের সংস্কার, জাতি, আয়ু এবং

* যে উপাদানে কোনও দ্রব্য নির্মিত তাহাই তাহার উপাদানকারণ এবং যে নিমিত্তের দ্বারা বিশেষ আকারে সেই উপাদানের সংস্থানান্তর ঘটে তাহাই তাহার নিমিত্তকারণ। যেমন ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা, তাহার নিমিত্তকারণ কুম্ভকার। আবার কুম্ভকারের দেহাদির উপাদানকারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্তকারণ তাহার অন্তঃকরণাদি। পুনশ্চ তাহার অন্তঃকরণাদির উপাদানকারণ ত্রিগুণ বা প্রকৃতি এবং নিমিত্তকারণ পুরুষ। এইরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহ্য দুই পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে মূল উপাদান যে প্রকৃতি এবং মূল নিমিত্ত যে পুরুষ তাহা পাওয়া যায়।

স হি পুরুষস্তৎফলস্য—উপচারবলাৎ বুদ্ধিবোধরূপস্য ভোক্তা—বোদ্ধা। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যো হীতি অনেন ভোগেন—ক্লেশমূলকর্মফলস্য ভোক্তৃভাবেনেত্যর্থঃ, যঃ অপরামৃষ্টঃ—অব্যপদিষ্টঃ কিন্তু বিদ্যামূলনির্ম্মাণচিত্তেন কদাচিৎ পরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

তস্য বৈশিষ্ট্যং বিবৃণোতি কৈবল্যমিতি। ত্রীণি বন্ধনানি—প্রাকৃতিকং বৈকৃতিকং দাক্ষিণবন্ধনঞ্চেতি। প্রাকৃতিকং বন্ধনং প্রকৃতিলয়ানাং, বৈকৃতিকং বিদেহলয়ানামন্যেষাঞ্চ ভূততন্মাত্রাদিধ্যায়িনাং, দাক্ষিণবন্ধনং দক্ষিণাদিনিষ্পাদ্যকর্মকৃতাম্। পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ—পূর্ব্ববন্ধরূপো মোক্ষপ্রান্তঃ। উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে—সম্ভব ইতি জ্ঞায়তে। স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বরঃ। অত্রায়ং ন্যায়ঃ—বস্তূনাং জাতিরনাদিঃ, মূলকারণানাং নিত্যত্বাৎ, তস্মাৎ বদ্ধজাতীয়কং তথা চ মুক্তজাতীয়কং চিত্তমনাদি, তত্র অনাদিমুক্তচিত্তেন ব্যপদিষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ স ঈশ্বরঃ। অতঃ স সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি। নম্বনেন অসংখ্যাতা এব নিত্যমুক্তপুরুষাঃ সম্ভাব্যন্ত ইতি। সত্যম্। কিং তু তত্র সর্ব্বেষাং ঐক্যাৎ তথা চ মুক্তচিত্তানামেকরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ নাস্তি পৃথগ্ব্যপদেশোপায়ঃ, অতো মোক্ষতত্ত্বরূপো নিত্যমুক্ত ঈশ্বর একত্বরূপেণ উপাসনীয় এবেতি ন্যায্যা বিচারণা। য ইতি। প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাৎ—প্রকৃষ্টং সার্ব্বজ্ঞ্যযুক্তং সত্ত্বং—বুদ্ধিঃ, তস্য উপাদানাৎ—তদ্রূপস্য উপাধের্যোগাৎ ঈশ্বরস্য যোঽসৌ শাশ্বতিকঃ নিত্যঃ উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ—সপ্রমাণকঃ, আহোস্বিৎ নির্নিমিত্ত ইতি। প্রত্যুত্তরমাহ তস্যেতি। ঈশ্বরস্য সত্ত্বোৎকর্ষস্য শাস্ত্রং—মোক্ষবিদ্যা এব নিমিত্তং—প্রমাণম্, মোক্ষবিদ্যা পুনঃ অভিব্যক্ত-

---

ভোগ ইহারা কর্ম্মবিপাক বা কর্ম্মের ফল, তদনুগুণ অর্থাৎ সেই কর্ম্মবিপাকের অনুরূপ সংস্কারস্বরূপ বাসনাই আশয়, তাহারা যথা, জাতিবাসনা, আয়ুর্বাসনা এবং সুখদুঃখরূপ ভোগবাসনা। তাহারা মনোরূপ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকিলেও তৎসাক্ষিস্বরূপ (= নির্বিকার জ্ঞাতা) পুরুষে ব্যপদিষ্ট বা আরোপিত হয়। পুরুষ সেই ফলের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বোধরূপ ('বৃত্তিও পুরুষের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে' এই প্রকার বৃত্তিরও যে বোধ, তদ্রূপ) তাহাতে যে বুদ্ধির উপচার তাহার ফলের ভোক্তা বা জ্ঞাতা। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। এই ভোগের দ্বারা অর্থাৎ ক্লেশমূলক কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বের সহিত যিনি অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অস্পৃষ্ট বা সম্পর্কহীন কিন্তু বিদ্যামূলক নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা কখন কখনও যিনি সংস্পৃষ্ট হন, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।

তাঁহার বিশেষত্ব বলিতেছেন। বন্ধন তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক এবং দাক্ষিণ। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন, বিদেহলীন এবং অন্য ভূততন্মাত্রাদিধ্যায়ীদের বৈকৃতিক বন্ধন এবং দক্ষিণা-নিষ্পাদ্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকারীদের দাক্ষিণ বন্ধন। পূর্ব্বা বন্ধকোটি অর্থে পূর্ব্বের বদ্ধ অবস্থারূপ মোক্ষাবস্থার এক সীমা। উত্তরা বন্ধকোটি সম্ভাবিত হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতিলীনদের কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভবপূর্ব্বক পুনর্বার বদ্ধ হওয়া যে সম্ভব তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। এ বিষয়ে যুক্তিপ্রণালী যথা—বস্তুর জাতি (সর্ব্বজাতীয় বস্তু) অনাদি কাল হইতে আছে, যেহেতু মূল কারণসকল নিত্য অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ মূল উপাদান নিত্য বলিয়া তাহা হইতে যতপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে তাহারাও অনাদিবর্ত্তমান। তজ্জন্য বদ্ধজাতীয় চিত্তও যেমন অনাদি, মুক্তজাতীয় চিত্তও তেমনি অনাদি। অনাদিমুক্ত চিত্তের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত অর্থাৎ ঐরূপ চিত্তযুক্ত যে পুরুষ-বিশেষ তিনিই ঈশ্বর, তজ্জন্য তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। কিন্তু এই ন্যায় অনুসারে ত অসংখ্য নিত্যমুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে? তাহা সত্য। কিন্তু ইহাতে সমস্ত ঐক্য এবং মুক্তচিত্তদের একরূপত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাদেরকে এক বলিতে হয়

মোক্ষধর্ম্মেণ সিদ্ধচিত্তেনৈব জ্ঞেয়ৌ। শ্রুত্যুক্তঞ্চ 'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তীতি'। এতয়োরিতি। এবমনাদি-প্রবহমানঃ সর্গপরম্পরায়াম্ ঈশ্বরসত্ত্বে—ঈশ্বরচিত্তে বর্ত্তমানয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োঃ—শাসনীয়মোক্ষবিদ্যায়াস্তথা বিবেকরূপস্যোৎকর্ষস্য চেতি দ্বয়োরনাদিসম্বন্ধঃ। বিনিশ্চয়মাহ এতস্মাদিতি।

তচ্চেতি। অস্য প্রয়োগো যথা, অস্তি সাতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যং সাতিশয়দর্শনাৎ ঐশ্বর্য্যস্য। যস্মিন্ পুরুষে সাতিশয়স্য ঐশ্বর্য্যস্য কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স এব ঈশ্বরঃ সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তৈশ্বর্য্যবান্। তৎসমানং তদধিকঞ্চ ঐশ্বর্য্যং নাস্তি কস্যচিৎ। ন চেতি। এতদুক্তং ভবতি। সন্তি বহব

বলিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথক্‌রূপে লক্ষিত করিবার কোনও উপায় নাই*। অতএব মোক্ষতত্ত্বরূপ নিত্যমুক্ত ঈশ্বর একত্বরূপে অর্থাৎ 'তিনি এক' এইরূপে উপাস্য—এই পক্ষ নষ্ট হয় না (ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট একরূপ অবস্থা যে আছে তাহাই মোক্ষতত্ত্ব বা মোক্ষের স্বরূপ, যাহা যোগীদের আদর্শ বস্তু)। প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানহেতু অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সর্ব্বজ্ঞতাযুক্ত যে সত্ত্ব বা বুদ্ধি তাহার উপাদান হইতে অর্থাৎ তদ্রূপ উপাধির বা বুদ্ধির যোগ হইতে, ঈশ্বরের যে এই শাশ্বতিক বা নিত্য উৎকর্ষ বা জ্ঞানৈশ্বর্য্য, তাহা কি সনিমিত্ত অর্থাৎ তাহার কি প্রমাণ আছে অথবা নির্নিমিত্ত বা প্রমাণহীন? ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন, ঐশ্বরিক চিত্তের উৎকর্ষের নিমিত্ত বা প্রমাণ শাস্ত্র বা মোক্ষবিদ্যা। মোক্ষবিদ্যা পুনশ্চ মোক্ষধর্ম্ম যাঁহাদের দ্বারা অধিগত হইয়াছে তদ্রূপ সিদ্ধচিত্ত যোগীদের দ্বারা উপলব্ধি হইবার যোগ্য। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা 'যিনি কপিলকে জ্ঞানধর্ম্মের দ্বারা ঋষি করিয়া সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন'। (শ্বেতা উপ)। এইরূপে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত সর্গের বা সৃষ্টির পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরসত্ত্বে অর্থাৎ ঐশ্বরিক চিত্তে বর্ত্তমান শাস্ত্রের এবং উৎকর্ষের অর্থাৎ উপদিষ্ট মোক্ষবিদ্যা এবং বিবেকরূপ উৎকর্ষ এই উভয়ের অনাদি সম্বন্ধ। উপসংহার বা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ঈশ্বর সদাই মুক্ত।

এই ন্যায়ের প্রয়োগ যথা—সাতিশয় ঐশ্বর্য্য আছে কারণ ঐশ্বর্য্যের বা জ্ঞান সাতিশয় বা অল্পোৎকর্ষযুক্ত দেখা যায় (১।২৫ সূত্র), যে পুরুষে সাতিশয় উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সাম্য (সমান) এবং অতিশয় (তদপেক্ষা অধিক) নাই তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। তাঁহার সমান বা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই। ইহার দ্বারা বলা হইল যে ঐশ্বর্য্যবান্ বহু পুরুষ আছেন। ঈশ্বরও তাদৃশ এক পুরুষ, কিন্তু তাঁহার তুল্য

* কারণ মুক্তের কোনও ভেদ করা যাইতে পারে না, সব মুক্তই সর্ব্বাংশে এক। চিত্তের দ্বারা ব্যপদিষ্ট করিয়াই এক মুক্ত হইতে অন্য মুক্তের পার্থক্য লক্ষিত করা হয়। অতএব যাঁহারা অনাদিমুক্ত-চিত্তরহিত (সুতরাং যাঁহাদের চিত্তকে ভেদ করার উপায় নাই), তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে লক্ষিত হইবার যোগ্য নহেন, সুতরাং তাঁহাদের সংখ্যাও অসংখ্য হইতে পারে না।

ত্রৈগুণিক সব বস্তুর যেমন চিত্তের ব্যক্ত অবস্থাও যেমন আছে তেমনি অব্যক্ত অবস্থাও আছে। অব্যক্ত অর্থে যাহা ব্যক্ত নহে কিন্তু ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য এবং তাহাও বস্তুর একটা অবস্থা, উহা শূন্য বা অভাব নহে। লীন অর্থেও কারণে লীন হইয়া অর্থাৎ অনভিব্যক্তরূপে থাকা, যেমন, এককণাও কয়লাতে তাপশক্তি লীনভাবে থাকে এবং ব্যক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকায় তাহা অভাব বা শূন্য নহে। অনাদি বদ্ধ পুরুষের চিত্ত যেমন অনাদি ক্লেশযুক্ত তেমনি অনাদি মুক্ত পুরুষের চিত্ত অনাদি ক্লেশমুক্ত, তাই তিনি অনাদি মুক্ত। সেই ঐশ মুক্ত চিত্ত যদি জগতে ব্যক্ত হয় তাহা হইলে ক্লেশ-কর্ম্মবিরোধী বিবেকযুক্ত হইয়াই অর্থাৎ নির্ম্মাণচিত্তরূপেই ব্যক্ত হইবে (পরে নিবন্ধ—'ঐশ অনুগ্রহ বিবরণ'—দ্রষ্টব্য)।

স চ ভগবান্ পরমেশ্বরো জগদ্ব্যাপারানিলিপ্তঃ, নিত্যমুক্তত্বাৎ। মুক্তপুরুষস্য জগৎসর্জনম্ অনুপপন্নং শাস্ত্রব্যাকোপকঞ্চ জগৎসর্জনপালনাদিকার্য্যন্তু অপরব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য। শ্রূয়তে চাত্র 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদি'তি। 'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তে'তি চ। ন হি জগতঃ স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্তপুরুষস্তস্যাপি মুক্তিস্মরণাৎ। উক্তঞ্চ 'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমিতি'। সর্ব্ববিৎ সর্ব্বাধিষ্ঠাতা জগদাত্মকো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্বরূপো ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ। স হি পূর্ব্বসর্গে সাস্মিতসমাধিসিদ্ধোঽস্মিন্ সর্গে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাধিষ্ঠাতা ভূত্বা প্রাদুর্ভূতঃ। তস্য ঐশসংকল্পাদেব সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে। স্মর্য্যতে চাত্র "হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজ॥ ধৃতং নৈকাত্মকং যেন কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যমাত্মনা। তথৈব বিশ্বরূপত্বাদ্বিশ্বরূপ ইতি স্মৃতঃ॥" ইতি। বিবেকবলাৎ যদা স পরং পদং প্রবিশতি তদা ব্রহ্মাণ্ডস্য লয় ইত্যেব শ্রুতিস্মৃতিসাংখ্যযোগানাং সমীচীনো বাদঃ।

সামান্যেতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে—ঈদৃশেশ্বরঃ অস্তীতি সামান্যমাত্রনিশ্চয়ঃ তন্নিমিত্তা কৃতোপক্ষয়ঃ—নিবৃত্তম্ অনুমানম্। ন তৎ বিশেষপ্রতিপত্তৌ—বিশেষজ্ঞানজননে সমর্থম্ ইতি হেতোঃ ঈশ্বরস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিঃ—প্রণবাদিসংজ্ঞায়াঃ প্রতিপাদনোপায়স্য চেত্তাদীনাং

প্রাপ্ত হইয়াছে। যে চিত্তে জ্ঞানশক্তির এই নিরতিশয়ত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সেই চিত্তযুক্ত যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তিনিই ঈশ্বর, এইরূপে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয়।

সেই ভগবান্ পরমেশ্বর জগদ্ব্যাপারের সহিত নির্লিপ্ত, কারণ তিনি নিত্য মুক্ত। মুক্ত পুরুষের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি যুক্তিবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রেরও বিরোধী। জগৎ-সৃষ্টি ও পালনাদি ('জগৎ এইরূপে থাকুক'—হিরণ্যগর্ভদেবের এইরূপ সঙ্কল্পই জগৎ-পালন) অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভদেবের কার্য্য। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—'হিরণ্যগর্ভ প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন', 'দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভেরই অন্য নাম) প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্ত্তা এবং ভুবনের পালয়িতা'। জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্ত পুরুষ নহেন কারণ, পরে তাঁহার মুক্তি হয় এই কথা স্মৃতিতে আছে। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা সকলে (ব্রহ্মলোকস্থ [illegible]) প্রলয়কালে কল্পপ্রলয়ের অন্তে (মহাপ্রলয়ে) কৃতার্থ হইয়া পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন'। সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বাধিষ্ঠাতা (সর্ব্বব্যাপী), জগতের আত্মা অর্থাৎ যাঁহার অন্তঃকরণে জগৎ প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ। তিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে সাস্মিত সমাধিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ফলে এই সৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধিষ্ঠাতা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার ঐশ সংকল্প হইতে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবিষয়ে স্মৃতি (মহাভারত) যথা—'এই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধি বা বুদ্ধিতত্ত্বধারী বলিয়া স্মৃত হন এবং যোগশাস্ত্রে মহান্ ও বিরিঞ্চি নামে উক্ত হন। এই অনেকাত্মক সমগ্র ত্রৈলোক্যকে তিনি আত্মাতে বা স্বীয় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর বিশ্ব তাঁহার রূপ বলিয়া শ্রুতিতে তিনি বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হন'। বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি যখন পরম পদ কৈবল্য লাভ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়, ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-সাংখ্যযোগাদির সমীচীন সিদ্ধান্ত।

সামান্যমাত্র উপসংহারে অর্থাৎ 'এই এই লক্ষণযুক্ত ঈশ্বর আছেন'—এই সামান্য নিশ্চয়জ্ঞান (অস্তিত্ব-মাত্রের) উৎপাদন করিয়া অনুমান-প্রমাণের উপক্ষয় বা নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা অনুমেয়ের অস্তিত্বাদি সামান্য ধর্ম্মেরই জ্ঞান হইতে পারে। তাহা (অনুমান) বিশেষের

জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ পর্য্যবেক্ষ্য নিশ্চেতব্য ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। ঈশ্বরস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি—স্বোপকারার্থ প্রবর্তনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্—তৎকর্ম্মণঃ প্রয়োজকম্। তস্য নিত্যমুক্তস্য ভগবতঃ কিং কার্য্যং সম্ভাব্যং তদাহ। তস্য নিত্যমুক্তস্য নিত্যকালং যাবৎ জগদুৎপত্তিসংহারাদিকার্য্যং ন ন্যায়েন সঙ্গতম্। ঈশ্বরাণাং কার্য্যং জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন সংসারিণাং পুরুষাণাম্ উদ্ধরণম্। ভূতোপঘাতহীনং পরমপদপ্রাপণং কার্য্যং কারুণিকস্য সর্বজ্ঞস্য ভবিতুমর্হতীতি। ঈশ্বরস্তথা চ সগুণেশ্বরো ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ সর্গকালে যাবদবস্থায় প্রলয়কালে অধিষ্ঠানেন নির্ম্মাণচিত্তেন ভূতানুগ্রহং করোতীতি যোগানাং মতম্।

অধিগতকৈবল্যানামপি যোগিনাং নির্ম্মাণচিত্তাধিষ্ঠানং কুর্বতাং দেশনাবিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যস্য বচনং প্রমাণয়তি, তথেতি। আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষিঃ কপিলো নির্ম্মাণচিত্তং—নষ্টে সংস্কারে যোগিনাং চিত্তং ন স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি কিং তু স্বেচ্ছাপরিগৃহীতয়া অস্মিতয়া যোগিনশ্চিত্তং নির্মিমতে ভূতানুগ্রহায়, তাদৃশং নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় জিজ্ঞাসমানায় আসুরয়ে কারুণ্যাৎ তন্ত্রং—সাংখ্যযোগবিদ্যাং প্রোবাচ। এবম্ ঈশ্বরো নিত্যমুক্তোঽপি নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় তচ্ছরণান্ অপ্রতিপন্নবিবেকান্ যোগিনো বিবেকোপদেশেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপয়তীতি সর্বমবদাতম্। ঈশ্বর এক এব ব্রহ্মাদয়ো দেবা অসংখ্যাতাঃ ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যেয়ত্বাৎ। উক্তঞ্চ 'কোটিকোটিঃ-যুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু। তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ। অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ। হরয়শ্চাপ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ' ইতি।

প্রতিপত্তি করাইতে অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তজ্জন্য ঈশ্বরের সংজ্ঞা আদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞান, যথা—প্রণবাদি সংজ্ঞা এবং প্রণিধানের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, শাস্ত্রসাহায্যে অন্বেষণীয় বা নিশ্চেতব্য। ঈশ্বরের আত্মানুগ্রহের বা স্বোপকারের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও অর্থাৎ নিজের কোনও উপকারের (স্বার্থ সিদ্ধির) জন্য প্রবর্তনার প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহই প্রয়োজন অর্থাৎ তাহাই তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজক। সেই নিত্যমুক্ত ভগবানের কোন্ কার্য্য সম্ভব তাহা বলিতেছেন। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের নিত্যকাল যাবৎ জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য ন্যায়সঙ্গত নহে (যুক্তিসিদ্ধ নহে)। জ্ঞান-ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সংসারী জীবদের উদ্ধার করাই পরমৈশ্বর্য্যশালীদের একমাত্র করণীয় কার্য্য হইতে পারে। প্রাণিপীড়নবর্জিত পরমপদপ্রাপক কার্য্যই কারুণিক সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে সমুচিত। নির্গুণ ঈশ্বর এবং সগুণ ঈশ্বর ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকালে আবার অবস্থায় থাকিয়া প্রলয়কালে উৎপন্ন নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করিয়া থাকেন, ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত।

যাঁহাদের দ্বারা কৈবল্য অধিগত হইয়াছে এরূপ যোগীদেরও নির্ম্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া উপদেশপ্রদান বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনই প্রমাণ করিতেছে। আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি কপিল নির্ম্মাণচিত্তে অধিষ্ঠানপূর্বক অর্থাৎ সংস্কার নষ্ট হইলে যোগীদের চিত্ত স্বতঃ উত্থিত হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় পরিগৃহীত (বিকারিত) অস্মিতার দ্বারা যোগীরা ভূতানুগ্রহের জন্য যে চিত্ত নির্ম্মাণ করেন, তাদৃশ নির্ম্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসমান আসুরি ঋষিকে করুণাপূর্বক তন্ত্র বা সাংখ্যযোগ-বিদ্যা বলিয়াছিলেন। এইরূপে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত হইলেও নির্ম্মাণচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহারই শরণাগত (তৎপ্রণিধানে সমাহিতচিত্ত) বিবেকখ্যাতিহীন যোগীদিগকে বিবেকের উপদেশ দিয়া নিঃশ্রেয় বা কৈবল্য লাভ করাইয়া দেন (তদভিমুখ করাইয়া দেন)। ইহার দ্বারা সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। ঈশ্বর এক, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতা অসংখ্য, কারণ, ব্রহ্মাণ্ডসকল অসংখ্য। উক্ত হইয়াছে যথা—'হে ঈশে। (দেবি।) কোটি

২৬। পূর্ব ইতি। পূর্বে গুরবো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কালেনাবচ্ছিদ্যন্তে ন নিত্যমুক্তা ইত্যর্থঃ। যথেতি। যথা এতৎসর্গস্যাদৌ ঈশ্বরস্য প্রকর্ষগত্যা—প্রকর্ষস্য মোক্ষস্য গতিঃ অবগতিঃ তয়া, ঈশ্বরঃ সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গেষু অপি স সিদ্ধঃ। আদিশব্দেন অনাগতসর্গেষ্বপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রত্যেতব্যম্।

২৭। তস্যেতি। ঈশ্বরস্য বাচকঃ—নাম প্রণবঃ ওঙ্কার ইতি সূত্রার্থঃ। কিন্ত্বিতি। সন্তি পদার্থা যে সাঙ্কেতিকবাচকপদমন্তরেণাপি বুধ্যন্তে। যথা নীলঃ পীতো গৌরিত্যাদয়ঃ। কেচিৎ পদার্থা ন তথা। তে হি বাচকৈঃ শব্দৈরেবাবগম্যন্তে যথা পিতা পুত্র ইত্যাদয়ঃ। যেনোৎপাদিতঃ পুত্রঃ স পিতেতি বাক্যার্থঃ পিতৃশব্দেন সঙ্কেতীকৃতস্তৎসঙ্কেতং বিনা ন পিতৃপদার্থস্যাবগতিঃ। অত্র হি বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতঃ, যথা প্রদীপপ্রকাশৌ

কোটি, অযুত অযুত, ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হরি এবং ভব বা হর আছেন। রুদ্র অসংখ্য, পিতামহ ব্রহ্মা অসংখ্য, হরিও অসংখ্য, কিন্তু মহেশ্বর অর্থাৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর এক' (লিঙ্গপুরাণ)।

('সর্বজ্ঞ' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার্য। যিনি সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ে অবাধ জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার ঈপ্সিত বিষয়ের জ্ঞানে কোনও বাধা হইবে না; ইহা সগুণ পুরুষের লক্ষণ। এ অবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব, অতএব চিত্ত, থাকিবে। দ্বিতীয় অর্থ, সর্বজ্ঞানের মূল ও পরাকাষ্ঠা যে আত্মজ্ঞান তাহা যাঁহার নিরতিশয় এবং অনাদি, সুতরাং যিনি লীনচিত্ত, তিনিই সর্বজ্ঞ। ১।১৬ ভাষ্যে আছে—'জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্ এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যম্'। আত্মজ্ঞানের নিরতিশয়ত্বই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এবং তাহাই কৈবল্যাবস্থা। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—ভগবন্, কাহাকে জানিলে সমস্তই বিদিত, অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা, হয়? উত্তর, পরাবিদ্যার দ্বারা আত্মোপলব্ধিতে। অতএব নির্গুণ ঈশ্বরের এই যে সর্বজ্ঞতা তাহা বৈকল্পিক; কারণ, সর্বজ্ঞতা চিত্তধর্ম, কিন্তু এ অবস্থায় চিত্ত না থাকায় উক্ত সার্বজ্ঞ্য অভাবাত্মক কোনও প্রকার বাস্তব লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কেবলমাত্র শাব্দিক-বিজ্ঞান বা ভাষা সহায়েই ইহার সত্তাবিষয়ে ধারণা বা অনুমান জ্ঞান হয়, সুতরাং উহা বিকল্প-জ্ঞান। নির্গুণের লক্ষণ প্রায়শঃ বৈকল্পিকই হইয়া থাকে)।

২৬। পূর্বের অর্থাৎ অতীতকালের হিরণ্যগর্ভাদি মোক্ষশাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুগণ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যমুক্ত নহেন। যেমন এই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের প্রকর্ষগতির দ্বারা অর্থাৎ প্রকর্ষ বা মোক্ষ, তাহার যে গতি বা অবগতি তদ্দ্বারা অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, ঈশ্বর সিদ্ধ হন (মোক্ষ বলিলে যেমন তদুপদেষ্টা মূল এক অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকৃত হয়) তদ্বৎ বিগত সৃষ্টিতেও ঐরূপে ঈশ্বরসত্তা সিদ্ধ হয়। 'আদি' শব্দের দ্বারা অনাগত সৃষ্টিতেও এইরূপেই সিদ্ধ হইবে—ইহা বুঝিতে হইবে।

২৭। ঈশ্বরের বাচক অর্থাৎ নাম প্রণব বা ওঙ্কার ইহাই সূত্রের অর্থ। এরূপ পদার্থ আছে যাহা সাঙ্কেতিক বাচক-শব্দব্যতীতও বিজ্ঞাত হয়, যেমন নীল, পীত, গো ইত্যাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ইহাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে পারে, শব্দ বা ভাষার আবশ্যকতা নাই। কোন কোনও পদার্থ তাহা নহে, তাহারা কেবল বাচক শব্দের দ্বারাই অবগত হইবার যোগ্য, যেমন—'পিতা পুত্র' ইত্যাদি সম্বন্ধবাচী পদার্থের জ্ঞান বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। 'যাঁহার দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হয় তিনি পিতা'—এই বাক্যার্থ পিতৃ-শব্দের দ্বারা সঙ্কেতীকৃত হইয়াছে, সেই সঙ্কেত ব্যতীত পিতৃপদার্থের অবগতি হইতে পারে না। এ স্থলে বাচ্যবাচক-সম্বন্ধ

অবিনাভাবিনৌ তথা পিতাপুত্রশব্দতদর্থৌ। এবং স্থিত এব বাচ্যেন সহ বাচকস্য সম্বন্ধঃ।

ঈশ্বরবাচকপ্রণবশব্দস্যার্থং ন অভিনয়তি—প্রকাশয়তি। এতদুক্তং ভবতি। যঃ ক্লেশাদিভিরপরামৃষ্টো নিত্যমুক্তঃ কারুণিকঃ স ঈশ্বর ইত্যাদিরর্থো ন বাচকশব্দং বিনা বোদ্ধব্যঃ, অতঃ কেনচিদ্ বাচকেন সহ তস্য বাচ্যস্য সম্বন্ধঃ অবিনাভাবিত্বাৎ স্থিত এব। সাম্প্রতীকৃতেন প্রণবেন বাচকেন তদর্থস্য অবদ্যোতনম্। সর্গান্তরেষ্বপি ঈদৃশ্যা বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষঃ সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে নান্যথা। তৎস্বপরীক্ষকতয়া অভিগৃহীতমিতি এব সম্প্রতিপত্তেঃ—সদৃশব্যবহারপরম্পরায়াঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বাৎ নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ—কেনচিৎ শব্দেন সহ কস্যচিদ্ অর্থস্য সম্বন্ধ ইতি আগমিনঃ প্রতিজানতে—স্বীকুর্বন্তে।

২৮ নিত্যত্বে ইতি। নিত্যত্বাচ্যবাচকত্বস্য—প্রণবস্বরূপেণ সহ যস্য সার্বজ্ঞাদিগুণযুক্তস্য ঈশ্বরস্য স্মৃতিরুপতিষ্ঠতে স এব নিত্যত্ববাচ্যবাচকযোগী তস্য তজ্জপঃ প্রণবজপঃ তদর্থভাবনঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানং চিত্তস্থিতিকরম্। প্রণবযোগিত্বং সাধনম্। তদাহ। স্বাধ্যায়াৎ—নিরন্তরপ্রণবজপাৎ যোগম্ ঐকাগ্র্যম্ আসীত—সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ। যোগাৎ—ঐকাগ্র্যলক্ষণাৎ অনুষ্ঠিতাৎ সূক্ষ্মার্থস্য অধিগমাৎ স্বাধ্যায়ম্ আমনেৎ—অভ্যসেৎ, তদর্থং লক্ষ্যীকৃত্য

প্রদীপ-প্রকাশবৎ অবস্থিত। যেমন প্রদীপ এবং তাহার প্রকাশগুণ অবিনাভাবী তদ্রূপ পিতৃ-আদি শব্দ এবং তাহার অর্থ অবিনাভাবী (বাচক শব্দ ব্যতীত পিতা-পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধ-পদার্থ বুঝিবার উপায় নাই কিন্তু প্রদীপের 'ঐ দেখ'—এইরূপ বাক্যরূপ বাচক শব্দ ব্যবহার না করিলেও প্রকাশনের কোনও বাধা হয় না)। এইরূপে বাচ্যের সহিত বাচকের সম্বন্ধ অবস্থিত থাকে বা তাহার আবশ্যকতা থাকে।

ঈশ্বর-বাচক প্রণবশব্দ তাঁহার অর্থকে অভিনয় করে বা প্রকাশিত করে। ইহাতে বলা হইল যে—যিনি ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট নিত্যমুক্ত এবং কারুণিক, তিনিই ঈশ্বর—এই অর্থ বাচকশব্দ ব্যতীত বুদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। অতএব এইরূপ কোনও বাচ্যের সহিত তাঁহার বাচকের সম্বন্ধ অবিনাভাবী বলিয়া তাহা নিত্য অবস্থিত বা আছে। সাম্প্রতীকৃত প্রণবরূপ বাচকের দ্বারা ঈশ্বরপদের অর্থ অবদ্যোত বা প্রকাশিত হয়। অন্য সর্গেতেও এইরূপ বাচ্য-বাচক-শক্তি-সাপেক্ষ সঙ্কেত কৃত হইয়াছে অন্য কোনও প্রকারে নহে যেহেতু তাহার বিপরীত অন্য কিছু চিন্তনীয় নহে (কারণ তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের অবগতির বিষয়ান্তর হইতে পারে না)। এইরূপে সম্প্রতিপত্তির দ্বারা অর্থাৎ সদৃশ ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা (প্রত্যেক সর্গে সদৃশ শব্দের দ্বারা ব্যবহারই সঙ্কেতীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া) প্রবাহরূপে নিত্যত্বহেতু (চিরকালীন রূপে নিত্য বলিয়া) এই শব্দার্থসম্বন্ধ (যেমন ঈশ্বর শব্দ এবং ঈশ্বর নামক অর্থ) অর্থাৎ কোনও শব্দের সহিত কোনও অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য—ইহা আগমীদের মত।

২৮। বাচ্যবাচকত্ব যাঁহার নিকট নিত্য অর্থাৎ প্রণবস্বরূপের সহিত যাঁহার নিকট সার্বজ্ঞাদিগুণযুক্ত ঈশ্বরের স্মৃতি উপস্থিত হয়, তিনিই নিত্যত্ব-বাচ্যবাচক যোগী, সেই যোগীর দ্বারা যে তাহার জপ অর্থাৎ প্রণবের জপ এবং তাহার অর্থভাবন তাহাই চিত্তের স্থিতিকর ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ সাধন। স্বাধ্যায় হইতে অর্থাৎ নিরন্তর প্রণব জপ হইতে যোগ বা চিত্তের ঐকাগ্র্য সম্পাদন করিবে। যোগ বা চিত্তের একাগ্রতা হইতে লব্ধ অনুষ্ঠিত দ্বারা সূক্ষ্ম অর্থের

স্বরূপকো ভবদিত্যর্থঃ। এবং স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা—স্বাধ্যায়েন যোগোৎকর্ষস্য যোগেন চ স্বাধ্যায়োৎকর্ষস্য সম্পাদনরূপ উভয়োরনুষ্ঠানেন পরমাত্মা প্রকাশতে।

২৯। কিঞ্চেতি। কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদস্য যোগিনঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমঃ অন্তরায়াভাবশ্চ ভবতি। প্রত্যক্—প্রতিলোমাঞ্চিতং, চেতনঃ—চৈতন্যম্, আত্মগতস্য দ্রষ্টৃচৈতন্যস্য অধিগমঃ—উপলব্ধির্ভবতি যোগান্তরায়াভাবশ্চ ভবতি। কথং স্বরূপদর্শনং—প্রত্যক্চেতনাধিগমস্তদাহ যথেতি। যথা এব ঈশ্বরঃ শুদ্ধঃ—গুণাতীতঃ প্রসন্নঃ—অবিদ্যাদিহীনঃ, কেবলঃ—কৈবল্যং প্রাপ্তঃ অনুপসর্গঃ—কর্মবিপাকহীনঃ তথা অয়মপি আত্মবুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবং শুদ্ধপুরুষপ্রণিধানাৎ নির্গুণস্যাত্মচৈতন্যস্যাধিগমো ভবতি।

৩০। অথেতি সূত্রমবতারয়তি। নব ইতি। ধাতু—বাতপিত্তাদিঃ, রসঃ—আহার-পরিণামভূতরসঃ, করণানি—চক্ষুরাদীনি এষাং বৈষম্যং—বৈরূপ্যং ব্যাধিঃ। অকর্মণ্যতা—চলত্বাৎ, উভয়কোটিস্পৃক্ ইদং বা অন্যদ্বা ইত্যুভয়পক্ষস্পর্শি। গুরুত্বাৎ—জাড্যাৎ, নিদ্রাতন্দ্রাদিজাড্যাতিশয়াদ্বা কায়চিত্তয়োঃ সাধনে অপ্রবৃত্তিঃ বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ—বিষয়সংলগ্নতারূপা তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং—অতস্মিন্ তদ্রূপপ্রতিষ্ঠং জ্ঞানম্। সমাধিভূমিঃ—প্রথমকল্পিকো মধুমতী প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি চতস্রঃ অবস্থাঃ।

অধিগমপূর্বক স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ বা অভ্যাস করিবে অর্থাৎ সেই প্রণবের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুনঃ পুনঃ জপশীল হইবে। এইরূপ স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের দ্বারা যোগের এবং যোগের দ্বারা স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সম্পাদনরূপ এই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন অর্থাৎ সাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

২৯। কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে এই যোগীর প্রত্যক্চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তরায়সকলের অভাব হয়। প্রত্যক্ অর্থে প্রতিলোমাঞ্চিত, তদ্রূপ যে চেতন বা চৈতন্য তাহাই প্রত্যক্চেতনা। প্রণিধানের দ্বারা আত্মগত অর্থাৎ আত্মভাবকে অভিমুখ করিলে যাহাকে পাওয়া যায় সেই দ্রষ্টৃচৈতন্যের অধিগম বা উপলব্ধি হয় এবং যোগের অন্তরায়সকলেরও অভাব হয়। কিরূপে যোগীর স্বরূপদর্শন বা প্রত্যক্চেতনাধিগম হয়?—তাহা বলিতেছেন। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ বা গুণাতীত, প্রসন্ন বা অবিদ্যাদিমলহীন, কেবল অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত, অনুপসর্গ বা (উপসর্গরূপ-) কর্মবিপাকহীন, এই আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষও তদ্রূপ, এইরূপে শুদ্ধপুরুষের প্রণিধান হইতে নির্গুণ আত্মচৈতন্যের অধিগম হয়। ('সাংখ্যের ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য)।

৩০। সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। ধাতু অর্থে বাতপিত্তাদি রস অর্থে আহার্য-পরিণামভূত রস করণ সকল অর্থে চক্ষুরাদি—উহাদের যে বৈষম্য বা বৈরূপ্য তাহাই ব্যাধি। অকর্মণ্যতা অর্থে যাহা চঞ্চলতা হইতে উৎপন্ন (উপযুক্ত কার্যে না গিয়া অন্য কার্যে চিত্তের বিচরণশীলতা)। উভয় কোটি-(সীমা) স্পৃক্ (স্পর্শী) বিজ্ঞান যেমন, 'ইহা অথবা উহা' এইরূপ উভয় সীমা-স্পর্শী যে জ্ঞান তাহাই সংশয়। গুরুত্বহেতু অর্থে জড়তাবশতঃ নিদ্রাতন্দ্রাদি জনিত অবস্থায় কায় ও চিত্তের যে সাধনে নিশ্চেষ্টতা তাহাই আলস্যমূলক গুরুত্ব। বিষয়-সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধ—বিষয়ে সংলগ্ন হইয়া থাকারূপ চিত্তের যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অবৈরাগ্য। ভ্রান্তিদর্শন অর্থে তদ্রূপভাবে অযথার্থ বা বিপর্যয় জ্ঞান। সমাধিভূমি অর্থে প্রথমকল্পিক, মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয় সমাধির এই চারি প্রকার ক্রমোচ্চ অবস্থা।

—প্রত্যয়ানন্তর্যে উদ্ভূতং সম্প্রযুক্তং ন কিঞ্চিদ্ বস্তু একক্ষণিকচিত্তাৎ ক্ষণান্তরভাবিনি চিত্তে গচ্ছতি। তচ্চ প্রত্যয়মাত্রং—তেষাং মতে সংস্কারা অপি প্রত্যয়াঃ, নাস্তি প্রত্যয়াতিরিক্তং কিঞ্চিৎ, শূন্যোপাদানত্বাৎ। তথা চ তেষাং চিত্তং ক্ষণিকং প্রত্যেকং ক্ষণমাত্রব্যাপি নিরন্বয়ত্বাৎ, ক্ষণক্রমেণ উদীয়মানানি চিত্তানি পৃথক্। পূর্বক্ষণিকং চিত্তমুত্তরস্য প্রত্যয়স্বরূপং নিমিত্তকারণম্ পূর্বস্য অত্যন্তনাশরূপে নিরোধে উত্তরং শূন্যাদেবোৎপদ্যতে। উক্তঞ্চ 'সর্বে সংস্কারা অনিত্যা উৎপাদব্যয়ধর্মিণঃ। উৎপদ্য চ নিরুধ্যন্তে তেষাং ব্যুপশমঃ সুখং' ইতি।

তন্মতে চ। এতন্মতে সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং স্যাৎ, নিরর্থা স্যাৎ তেষাং বিক্ষিপ্তং চিত্তমিত্যুক্তিঃ ক্ষণিকে প্রত্যেক চিত্তে একস্যৈবার্থস্য বর্তমানত্বাৎ। অথেতি। সর্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধানমেব একাগ্রতেতি চেদ্ বদতি ভবান্ তদা চিত্তং প্রত্যর্থনিয়তমিতি ভবদুক্তির্বাধিতা ভবেৎ। যো বীতি। উদীয়মানানাং প্রত্যয়ানাং সমানরূপতা এব ঐকাগ্র্যমিত্যপি ভবতাং দৃষ্টির্ন সাধ্বী। সুগমং ভাষ্যম্। তস্মাদিতি। চিত্তমেকম্ অনেকার্থমবস্থিতম্ ইতি দর্শনমেব ন্যায্যম্। একম্—প্রবাহরূপেষু সর্বেষু প্রত্যয়েষু অন্বিতমেকং বস্তু, অনেকার্থম্—ন প্রত্যর্থম্, অবস্থিতম্—অস্মিতারূপধর্মিরূপেণ স্থিতমিত্যর্থঃ। ক্ষণিকমতে স্মৃতিভোগাদেরপি বিপ্লবঃ স্যাদিত্যাহ অপীতি। একেন চিত্তেন অনন্বিতাঃ—অসম্বদ্ধাঃ

ক্ষণিকবাদীদের মতে চিত্ত প্রত্যর্থ নিয়ত অর্থাৎ প্রত্যয়ের অর্থে বা বিষয়ে তাহা উদ্ভূত হয় এবং লীন হয়। চিত্ত একক্ষণিক বলিয়া অর্থাৎ একচিত্তের সত্তা এককক্ষণমাত্র ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া কোনও বস্তু অর্থাৎ সর্বচিত্তানুগত অন্বিত কোনও এক ভাবপদার্থ পরক্ষণের চিত্তে যায় না। সেই চিত্ত প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সংস্কারসকলও প্রত্যয়, প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অন্য কিছু (অনুস্যূত বস্তু) নাই, কারণ, তন্মতে চিত্ত শূন্যরূপ উপাদানে নির্মিত। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের মতে চিত্ত ক্ষণিক অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্ত ক্ষণমাত্রব্যাপী, কারণ, তাহা নিরন্বয় (বিভিন্ন প্রত্যয়সকলে অনুস্যূত কোনও এক অন্বয়ি-বস্তু নাই) বলিয়া প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিত্তসকল অত্যন্ত পৃথক্। পূর্বক্ষণে উদিত চিত্ত পরক্ষণে উদিত চিত্তের প্রত্যয়রূপ নিমিত্ত-কারণ অতএব পূর্ব চিত্তের অত্যন্ত-নাশরূপ নিরোধ হওয়ায় পরোৎপন্ন চিত্ত শূন্য হইতে উদ্ভূত হয়। এবিষয়ে (বৌদ্ধ শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, যথা—'সমস্ত সংস্কার (বোধ ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত মানসিক ভাব) অনিত্য তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা নাশপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উদয় ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ বা নির্বাণ'।

এই মতে সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে, তাঁহাদের বিক্ষিপ্তচিত্তরূপ উক্তি নিরর্থক অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকে না কারণ, ক্ষণব্যাপী প্রত্যেক চিত্তে একই বিষয় বর্তমান থাকে। আপনি যদি বলেন যে, নানা বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া একই অর্থে সমাধান করাই একাগ্রতা, তাহা হইলে 'চিত্ত প্রত্যর্থ নিয়ত' (=চিত্ত প্রতি অর্থে বা বিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত) আপনাদের এই উক্তি বাধিত হয়। উদীয়মান বিভিন্ন প্রত্যয়সকলের একাকারতাই ঐকাগ্র্য—আপনাদের এরূপ দৃষ্টিও ন্যায্য নহে (ইহাও পূর্ববৎ বাধিত হয়)। অতএব চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়ে অবস্থিত অর্থাৎ অনেক বিষয় আলম্বন করিয়া একই চিত্তের নানা বৃত্তি উৎপন্ন হয় এই দর্শনই ন্যায্য। 'এক' শব্দের অর্থ—প্রবাহরূপে সমস্ত প্রত্যয়ে অন্বিত বা গাঁথা এক বস্তু, তাহা অনেকার্থ, প্রত্যর্থ নহে। 'অবস্থিত' অর্থে অস্মিতারূপ যে ধর্মী তদ্রূপে অবস্থিত অর্থাৎ চিত্তের 'আমি'-রূপ অংশ সমস্ত বৃত্তিতেই

প্রতি অনুকম্পাং ভাবয়েৎ, ন চ নৈপুণ্যং নির্ধনত্বাদীন্ বা। সমানতন্ত্রান্ অসমানতন্ত্রান্ বা পুণ্যাত্মনঃ প্রতি মুদিতাং ভাবয়েৎ। সর্বেষাং পরদ্রোহহীনং পুণ্যাচরণং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা, স্মৃত্বা বা প্রমুদিতো ভবেৎ যথা স্বকীয়ানাম্। পাপকৃতাম্ আচরণম্ উপেক্ষেত ন বিদ্বিষ্যাৎ নানুমোদয়েদিতি। এবমিতি। অস্য যোগিন এবং ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্মঃ—অবিমিশ্রং পুণ্যং জায়তে বাহ্যসাধনসাধ্যেন ধর্মেণ ভূতোপঘাতাদিমিশ্রতায়াঃ সম্ভাবনে মৈত্র্যাদিনা চ অবদাতং পুণ্যমেব। প্রকৃতমুপসংহরন্নাহ ততঃ ইতি। ধার্মিকৈর্ভাবনাভিশ্চিত্তপ্রসাদস্ততঃ একাগ্রভূমিরূপা স্থিতিরিতি।

৩৪। স্থিত্যুপায়ান্তরমাহ প্রচ্ছর্দনেতি। ব্যাচষ্টে কৌষ্ঠ্যস্যেতি। কোষ্ঠগতস্য বায়োঃ প্রযত্নবিশেষাৎ—প্রশ্বাসপ্রযত্নেন সহ যথা চিত্তং শারীরে দেশে স্থিতং স্যাৎ তথা প্রযত্নাৎ, বমনং প্রচ্ছর্দনং, তৎ, বিধারণম্—যথাশক্তি কিয়ৎকালং যাবৎ বায়োরগ্রহণং তৎপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্যাপি শারীরে দেশে স্থাপনমন্যচিন্তাবর্জনঞ্চ। ততঃ পুনর্বোধযুক্তচিত্তস্থিতেন বায়ুং শনৈঃ আচম্য পুনঃ প্রচ্ছর্দনাদিরূপেণ নিরন্তরাভ্যাসেন চিত্তম্ একাগ্রভূমিকং কুর্যাৎ।

৩৫। স্থিত্যুপায়ান্তরং, বিষয়বতীতি। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ। নাসিকাগ্রে ইতি। যোগিজনপ্রসিদ্ধা বিষয়বতী প্রবৃত্তিঃ। তাঃ প্রবৃত্তয়ো নাসাগ্রাদৌ চিত্তধারণাৎ প্রাদুর্ভবন্তি। দিব্যসংবিৎ—দিব্যবিষয়কো হ্লাদযুক্তঃ সত্ত্ববোধঃ। এতা ইতি। কেবলাভিজ্ঞানবিলক্ষণাৎ এতাঃ

রুক্ষতা বা নিষ্ঠুর ভাব প্রকাশ করিবে না। সম অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী পুণ্যাচরণশীলদের প্রতি মুদিতা ভাবনা করিবে। সকলের পরোপঘাতহীন পুণ্যাচরণ দেখিয়া, শুনিয়া বা স্মরণ করিয়া প্রমুদিত হইবে, যেমন স্বকীয় অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি করিয়া থাক, তদ্রূপ। (যাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কোনও সুফলের সম্ভাবনা নাই এবং যাহাদের আপাততঃ কোন দুঃখভোগও নাই এরূপ) পাপকারীদের আচরণ উপেক্ষা করিবে, বিদ্বেষ কিংবা অনুমোদন করিবে না। এরূপ ভাবনার ফলে যোগীর শুক্ল ধর্ম অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পুণ্য সঞ্জাত হয়। বাহ্য উপকরণের দ্বারা নিষ্পাদনীয় ধর্মাচরণের ফলে প্রাণিপীড়নাদি দোষ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মৈত্র্যাদির দ্বারা অবদাত বা নির্মল পুণ্য হয় অর্থাৎ সাধনান্তর নিরপেক্ষ বলিয়া তদ্দ্বারা কেবল বিশুদ্ধ পুণ্যই আচরিত হয়। প্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক যে চিত্তের স্থিতিসাধন-বিষয়, তাহার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন, এই ভাবনাসকলের দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা হয় এবং তাহা হইতে একাগ্রভূমিরূপ স্থিতি হয়।

৩৪। স্থিতির অন্য উপায় বলিতেছেন—(ব্যাখ্যা করিতেছেন)। কোষ্ঠ্য অর্থে অভ্যন্তরস্থ বায়ুর প্রযত্নবিশেষপূর্বক অর্থাৎ প্রশ্বাসের প্রযত্নবিশেষসহ যাহাতে চিত্ত শারীর দেশরূপ আলম্বনে স্থিত থাকে তদ্রূপ প্রযত্নপূর্বক যে বায়ুকে ত্যাগ করা তাহা প্রচ্ছর্দন। তাহার পর বিধারণ অর্থাৎ যথাশক্তি কিয়ৎকাল যাবৎ বায়ুকে গ্রহণ না করা এবং সেই প্রযত্নের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তকে শারীর দেশে সংলগ্ন করিয়া রাখা এবং অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করা। তাহার পর পুনরায় চিত্তকে বোধ বিশিষ্ট করিয়া অনায়াসপূর্বক বায়ুকে ইচ্ছামত আচমন বা পূরণ করিয়া পুনরায় প্রচ্ছর্দন বা প্রশ্বাসত্যাগ—এইরূপ নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে একাগ্রভূমিক করিবে।

৩৫। চিত্তস্থিতির অন্য উপায় বিষয়বতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি অর্থে প্রকৃষ্টা বৃত্তি। যোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই সাধনের নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিসকল নাসাগ্রাদিতে চিত্তধারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। দিব্যসংবিৎ অর্থে দিব্যবিষয়ক হ্লাদযুক্ত বা আনন্দযুক্ত সত্ত্ববোধ।

প্রবৃত্তা বৃত্তিৰ্জায়তে, সা চ প্রবৃত্তিঃ প্রথমং তাবৎ সূর্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভাদিরূপাকারেণ বিকল্প্যতে। বিশেষবর্জিতং গ্রহণরূপং বুদ্ধিসত্ত্বং, ন চ সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ তাদৃশস্বরূপেণ প্রথমমুপলভ্যতে। তদ্ধ্যানেন সহ চ জ্যোতিৰ্ধারণাদিধারণাপি সম্প্রযুক্তা বর্ততে। তস্মাৎ সূর্যেন্দুপ্রভা তস্যা বৈকল্পিকং রূপং—কাল্পনিকং নানাত্বং, ন স্বরূপম্ ॥

তথা—ততঃ পরমিত্যর্থঃ, অস্মিতায়াম্ —অস্মিতামাত্রে সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং—বিতর্কতরঙ্গরহিতত্বাৎ অসঙ্কুচিতবৃত্তিকত্বাৎ, শান্তম্ অনন্তম্—অবাধং সীমাজ্ঞানহীনং ন তু বৃহদ্দেশব্যাপ্তম্, অস্মিতামাত্রং—সূর্যাদিপ্রভাদি-বৈকল্পিক-ভাবহীনমহম্বোধরূপম্ ভবতি। এষা স্বরূপাস্মিতায়া উপলব্ধিঃ। পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রম্ এতৎ স্পষ্টীকরোতি তমিতি। তম্ অণুমাত্রম্—অণুবৎ ব্যাপ্তিহীনম্ আত্মানম্ আত্মানং—মহদাত্মানম্। অহংবোধস্য তত্র অহংকৃতিরূপায়াঃ সঙ্কুচিতত্বভেদাভাবাৎ তদা মহত্ত্বমিত্যত্র ন তু পরিমাণত্বাৎ। অনুবিদ্য—নানাহংকৃতিহীনেন রূপাদিবিষয়হীনেন চ অনুভবেন বেদনাং প্রাপ্য, অস্মীতি এবম্—অস্মীতিমাত্রম্ অন্যাধিকারহীনং তাবৎ সম্প্রজানীতে ইতি। এতচ্চ সাস্মিতসম্প্রজ্ঞানস্য লক্ষণম্।

এবমিতি। অত্র এষা বিশোকা দ্বয়ী একা বিষয়বতী প্রভাদিভিঃ বিকল্পিতাস্মিতারূপা অন্যা চ অস্মিতামাত্রা—ব্যাপ্তি-প্রভাদি-ভাবহীনা অণুবৎ সত্ত্বা অহংভাবমাত্ররূপা

রক্তস্রবর দ্বারা অনাদির স্থিতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হইতে, কেবল তাহার (সাত্ত্বিক) উপলব্ধিমাত্র হইতে নহে, প্রবৃত্তা বা উৎকৃষ্টা মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই প্রবৃত্তি প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ বা মণির প্রভারূপ আকারে বিকল্পিত করা হয় (ঐরূপ কোনও এক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হয়)। বুদ্ধিসত্ত্ব বৈশিক অবয়বহীন (বিস্তারহীন) গ্রহণ বা জ্ঞানমাত্র স্বরূপ। সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা প্রথমেই তদ্রূপ (দেশব্যাপ্তিহীন) রূপে উপলব্ধ হয় না। জ্যোতি, ব্যাপ্তি আদি ধারণা (আলম্বনরূপে) সেই ধ্যানের সহিত সম্প্রযুক্ত হইয়াই হয়। তজ্জন্য সূর্যাদির প্রভা তাহার বৈকল্পিক রূপ বা কাল্পনিক বিভিন্ন আকার, উহা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে।

তাহার পর, অস্মিতাতে বা অস্মিতা মাত্রে সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় হয়, কারণ, তখন বিতর্ক বা চিন্তাক্রমরূপ তরঙ্গহীন হওয়াতে চিত্ত অসঙ্কুচিত বা অসঙ্কীর্ণ বৃত্তিবিশিষ্ট হয় (আমি শরীরী, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বোধই আমিত্বজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা)। তজ্জন্য অস্মিতাতে সমাপন্ন চিত্ত শান্ত বা নিশ্চলবৎ এবং অনন্ত বা অবাধ অর্থাৎ সীমার জ্ঞানহীন—বৃহৎ দেশব্যাপ্ত নহে, এবং সূর্যাদির প্রভা আদি বৈকল্পিক রূপহীন 'আমি-মাত্র'-বোধরূপ হয়, অর্থাৎ বৈকল্পিক রূপবর্জিত হইয়া অস্মিতার স্ব স্বরূপে স্থিতি হয়। ইহাই স্বরূপাস্মিতার উপলব্ধি। পঞ্চশিখাচার্যের সূত্রের দ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছেন। সেই অণুমাত্র বা অণুবৎ ব্যাপ্তিহীন অবিভাজ্য আত্মাকে বা মহদাত্মাকে। 'আমি মাত্র'-বোধকে যাহা সঙ্কুচিত বা সীমাবদ্ধ করে, সেই অহংকারের তখন অভাব হয় বলিয়া, সেই অস্মিতাকে মহৎ বলা হয়, তাহার পারিমাণিক বৃহত্ত্বহেতু নহে। তাহাকে অনুবেদনপূর্বক অর্থাৎ নানা প্রকার অহঙ্কারহীন ('আমি এরূপ, ওরূপ' ইত্যাদি বোধহীন) এবং রূপাদি আলম্বনহীন প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া কেবল অস্মীতি বা অস্মীতি-মাত্র অর্থাৎ অন্য বিশেষণহীন অস্মি বা 'আমি'—এরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহা সাস্মিত সম্প্রজ্ঞানের লক্ষণ।

অতএব এই বিশোকা দুই প্রকার, এক বিষয়বতী—যাহা প্রভা, জ্যোতিঃ আদির দ্বারা বিকল্পিত অস্মিতারূপ, আর অন্যা—অস্মিতামাত্র অর্থাৎ ব্যাপ্তি, প্রভা আদি ভাবহীন

যাস্মিতা তদ্বিষয়া ইত্যর্থঃ। তে উভে জ্যোতিষ্মতী ইত্যুচ্যেতে যোগিভিঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশ-প্রাচুর্যাৎ। তয়া চ জ্যোতিষ্মত্যা প্রবৃত্ত্যা কেষাঞ্চিদ্ অধিকারিণাং চিত্তস্থিতির্ভবতীতি।

৩৭। বীতরাগেতি। রাগহীনং চিত্তমবধার্য তদালম্বনোপরক্তং যোগিনশ্চিত্তম্ একাগ্রভূমিকং ভবতি।

৩৮। স্বপ্নেতি। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনম্ —অন্তঃপ্রজ্ঞং বহিরপ্রজ্ঞং স্বপ্নে জ্ঞানং ভবতি ভাবিতস্মর্তব্যবিষয়কম্। তাদৃশকল্পিতবিষয়ালম্বনং চিত্তং কুর্যাৎ, তদভ্যাসাচ্চ কেষাঞ্চিৎ স্থিতির্ভবতি। তথা নিদ্রাজ্ঞানালম্বনেঽপি। নিদ্রা—সুষুপ্তিঃ স্বপ্নহীনা। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং তত্র অস্ফুটং জ্ঞানম্। তদালম্বনচিত্তাভ্যাসাদপি কেষাঞ্চিৎ স্থিতিঃ।

৩৯। যথেতি। ঈশ্বরাদীনি যানি আলম্বনানি উক্তানি তেভ্যো অন্যৎ যৎ কদাচিদভিমতং ধ্যেয়বস্তু তত্রাপি ধ্যানাৎ স্থিতিঃ। এবং স্থিতিং লব্ধ্বা পশ্চাৎ অন্যত্র তত্ত্ববিষয়ে ইত্যর্থঃ স্থিতিং লভতে। তত্ত্বেষু স্থিতিরেব সম্প্রজ্ঞাতো যোগো নান্যত্র ইতি বিবেচ্যম্। সম্প্রজ্ঞাত-সিদ্ধৌ এব অসম্প্রজ্ঞাতো সাধ্যঃ।

৪০। স্থিতেশ্চরমোৎকর্ষমাহ। যদা স্থিতিপ্রাপ্তস্য চিত্তস্য পরমাণুতঃ পরমমহত্ত্বান্তঞ্চ যদা অনাহতপ্রচারস্তদা বশীকারঃ—ব্যাঘাতহীনত্বং অভ্যাসসাধ্যবিজ্ঞাপ ইতি সূত্রার্থঃ।

অণুবৎ সূক্ষ্ম বা অবিভাজ্য বুদ্ধিমাত্র বা জ্ঞানমাত্র রূপ যে অস্মিতা, তদ্বিষয়া। তাহারা উভয়ই জ্যোতিষ্মতী ইহা যোগীরা বলিয়া থাকেন কারণ, উভয়েতেই সাত্ত্বিক প্রকাশের বা বোধের প্রাধান্য আছে। সেই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির দ্বারা কোন কোন অধিকারীর চিত্তের স্থিতি হয় অর্থাৎ একাগ্রভূমিকা সিদ্ধ হয়।

৩৭। রাগহীন চিত্ত কিরূপ তাহার অবধারণ করিয়া অর্থাৎ নিজে অনুভব করিয়া, সেই আলম্বন-মাত্রে উপরক্ত যোগীর চিত্তও একাগ্রভূমিক হয়।

৩৮। স্বপ্নজ্ঞানালম্বন যথা, স্বপ্নে যেমন অন্তঃপ্রজ্ঞ বা ভিতরে ভিতরে বোধযুক্ত কিন্তু বাহ্যবোধহীন ভাবিতস্মর্তব্য বা কল্পিত-বিষয়ক জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত বিষয়েরই যেরূপ প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান হয় এই ধ্যানে চিত্তকে তাদৃশ কল্পিত-বিষয়ালম্বনযুক্ত করিবে। ঐরূপ অভ্যাস হইতেও কাহারও চিত্তের স্থিতি হয়। নিদ্রাজ্ঞানালম্বনেও তাহা হয়, নিদ্রা অর্থে সুষুপ্তি তাহা স্বপ্নহীন। তখন ভিতরেও স্ফুটজ্ঞান থাকে না, বাহিরেরও প্রস্ফুট জ্ঞান থাকে না, কেবল অস্ফুট বোধমাত্র থাকে, তদ্রূপ আলম্বনযুক্ত চিত্তের অভ্যাসের ফলে কাহারও, অর্থাৎ যে অধিকারীর পক্ষে তাহা অনুকূল, তাহার চিত্তের স্থিতি হইতে পারে। (স্বপ্নে ও নিদ্রায় জড়তাপ্রযুক্ত বাহ্য বিষয়জ্ঞান অস্ফুট হয়, কিন্তু সমাধিতে স্ববশভাবে স্বেচ্ছায় বাহ্যজ্ঞানকে অস্ফুট করিয়া আন্তর ধ্যেয় ভাবকে প্রস্ফুট করা হয়)।

৩৯। ঈশ্বরাদি যে সকল আলম্বন উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পৃথক্ অন্য কোনও ধ্যেয় বিষয় যদি কাহারও অভিমত বা অনুকূল হয়, তবে চিত্তকে যোগযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সেই আলম্বনে ধ্যান করিলেও চিত্তস্থিতি হইতে পারে। ঐরূপে অভিমত-রুচি বিষয়ে প্রথমে স্থিতিলাভ করিয়া পরে অন্যত্র অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে চিত্ত স্থিতিলাভ করে। কোনও তত্ত্ববিষয়ে স্থিতিই সম্প্রজ্ঞাত যোগ—অন্য কোনও অতাত্ত্বিক আলম্বনে নহে, ইহা বিবেচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধ হইলে তবেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পারে অন্য কোনও উপায়ে নহে।

৪০। স্থিতির চরম উৎকর্ষ বলিতেছেন। ইহার অর্থাৎ স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের, যখন পরমাণু হইতে পরমমহৎ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আলম্বনযোগ্যতা অব্যাহত বা বাধাহীন ভাবে

তদালম্বনম্। ন তু ইন্দ্রিয়াণাং গোলকা গ্রহণবিষয়াঃ তে হি স্থূলভূতাত্মকা এব। ইন্দ্রিয়শক্তয় এব গ্রহণম্। তচ্চ রূপাদিবিষয়াণাং গ্রহণব্যাপার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু চিত্তধারণয়োপলভ্যম্। গ্রহীতা—পুরুষাকারা বুদ্ধিঃ মহান্ আত্মা বা। স চ অস্মীতিমাত্রবোধঃ জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ধর্তৃত্ব-বৃত্তীনামাশ্রয়ো মূলং সর্ব্বচিত্তব্যাপারস্য। দ্রষ্টৃপুরুষসারূপ্যাৎ স গ্রহীতৃপুরুষ ইত্যুচ্যতে।

৪২। সমাপত্তেঃ সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা তদ্বিশেষমাহ। বিষয়প্রকৃতিভেদাৎ সমাপত্তয়শ্চতুর্বিধাঃ তদ্যথা সবিতর্কা নির্বিতর্কা সবিচারা নির্বিচারা চেতি। সবিতর্কায়া লক্ষণমাহ তত্রেতি। স্থূলবিষয়েতি অধ্যাহার্য্যং সবিচারনির্বিচারয়োঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বাৎ। ব্যাচষ্টে তদ্যথেতি। গৌরিতি শব্দঃ কর্ণগ্রাহ্যো বাগিন্দ্রিয়স্থিতঃ, গৌরিতি অর্থঃ সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো গোষ্ঠাদৌ স্থিতঃ, গৌরিতি জ্ঞানং চেতসি স্থিতম্ ইতি বিভক্তানামপি—পৃথগ্ভূতানামপি অবিভাগেন—সংকীর্ণরূপেণ গ্রহণং বিকল্পজ্ঞানবশাদ্ দৃশ্যতে। বিভজ্যমানা ইতি। তাদৃশস্য সংকীর্ণবিষয়স্য ধর্ম্মা বিভজ্যমানাঃ—বিবিচ্যমানা অন্যে শব্দধর্ম্মাঃ—বর্ণক্রমাদিরূপাঃ, অন্যে অর্থধর্ম্মাঃ—কাঠিন্যাদয়ঃ, অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মাঃ—নিরবয়বত্বাদয় ইতি এতেষাং বিভক্তঃ

অসংখ্য প্রকার বিভিন্নতা আছে যথা—ঘট পট আদি ভৌতিক বস্তু। (সমাপত্তি মুখ্যতঃ তত্ত্ববিষয়ক হইলেও প্রথমে ঘটপটাদি ভৌতিককে আলম্বন করিয়া পরে তাহার রূপ-মাত্র, শব্দ-মাত্র ইত্যাদি তত্ত্বে অবহিত হইতে হয়)। গ্রহণালম্বন—এস্থলে গ্রহণ অর্থে করণশক্তি, তদালম্বনযুক্ত চিত্ত। ইন্দ্রিয়ের গোলক বা পাঞ্চভৌতিক দৈহিক সংস্থানবিশেষ গ্রহণের অন্তর্গত নহে কারণ তাহারা স্থূল ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ভূতান্তর্গত। অতএব দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি আদি ইন্দ্রিয়-শক্তিসকলই গ্রহণ (তাহার বাহ্য অধিষ্ঠান স্থূল ইন্দ্রিয়সকল)। গ্রহণ অর্থে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণরূপ ব্যাপার এবং তাহা ইন্দ্রিয়শক্তির বাহ্য অধিষ্ঠানে চিত্ত-ধারণা হইতে উপলব্ধ হয়। গ্রহীতা অর্থে পুরুষাকারা বুদ্ধি বা মহান্ আত্মা। তাহা অস্মীতি-মাত্র বোধস্বরূপ এবং তাহা জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব এবং (সংস্কার রূপ) ধর্তৃত্বরূপ বৃত্তির আশ্রয় অর্থাৎ মহানকে আশ্রয় করিয়াই ঐ বৃত্তিসকল উদ্ভূত হয় এবং তাহা সমস্ত চিত্ত-ব্যাপারের মূল। দ্রষ্টা-পুরুষের সহিত সারূপ্য (আমি জ্ঞাতা বা গ্রহীতা এই রূপে) আছে বলিয়া গ্রহীতাকে গ্রহীতৃ পুরুষ বলা হয়।

৪২। সমাপত্তির সাধারণ লক্ষণ বলিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতেছেন। আলম্বন বিষয় এবং প্রকৃতি এই উভয়ভেদে সমাপত্তি চতুর্বিধ তাহা যথা—সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা, সবিচারা ও নির্ব্বিচারা। সবিতর্কার লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—(সবিতর্কা) 'স্থূলবিষয়ক'—ইহা সূত্রে উহ্য আছে, কারণ, সবিচারা ও নির্ব্বিচারা যে সূক্ষ্ম-বিষয়ক, তাহা পরে বলা হইয়াছে (অতএব সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা স্থূল-বিষয়ক)। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'গো' এই শব্দ কর্ণগ্রাহ্য এবং বাগিন্দ্রিয়ে স্থিত গো-শব্দের যাহা বিষয় তাহা পাঞ্চভৌতিক বলিয়া চক্ষুরাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তাহা বাহিরে গোষ্ঠ-(গো-শালা) আদিতে স্থিত, এবং গো-রূপ বিষয়ের যাহা জ্ঞান তাহা চিত্তে অবস্থিত, এইরূপে শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান বিভক্ত বা পৃথক্ হইলেও তাহাদের অবিভক্ত রূপে অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ বা একত্র মিশ্রিত করিয়া বিকল্পজ্ঞানের দ্বারা একরূপে গৃহীত হয়, ইহা দেখা যায়।

তাদৃশ সঙ্কীর্ণ বা একত্রীকৃত বিষয়ের ধর্ম্মসকল বিভাগ করিয়া বা পৃথক্ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যাহা শব্দাদিধর্ম্মক বর্ণাদি-স্বরূপ তাহা পৃথক্, কাঠিন্যাদি যাহা বাহ্যবস্তুর ধর্ম্ম তাহা পৃথক্ এবং দৈশিক অবয়বহীন বা ব্যাপ্তিহীন চিত্তস্থ বিজ্ঞান ধর্ম্ম

৪৩। নির্বিতর্কাং ব্যাচষ্টে। যদেতি। যদা নামবাক্যরহিতধ্যানাভ্যাসাদ্ বাস্তবো ধ্যেয়বিষয়ো বাগ্‌বিযুক্তো জায়তে তদা শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধিঃ, ন তদা তৎ প্রত্যক্ষং বিজ্ঞানং শব্দানুবিদ্ধেন সবিকল্পেন শ্রুতানুমানজ্ঞানেন মলিনং ভবতি। তদা অর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং নির্বিকল্পেন স্বরূপমাত্রেণাবতিষ্ঠতে, তাদৃশস্বরূপমাত্রতয়া এব অবচ্ছিদ্যতে—বাস্তবং রূপমাত্রমেব তদা নির্ভাসতে ন চ কশ্চিদ্ অসৎপদার্থকল্পনা তত্র বর্ততে সা হি নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং সমাধিজাতত্বাৎ অন্যপ্রমাণাবিমিশ্রত্বাৎ। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানবিষয়কয়োঃ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং—মূলম্, তাদৃশসাকাঙ্ক্ষাবদ্ভির্যোগিভিরেব তত্ত্ববিষয়কশ্রুতানুমানে প্রবর্তিতে ইত্যর্থঃ। শব্দসঙ্কেতহীনত্বাৎ ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনম্। শেষং সুগমম্।

স্মৃতীতি। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ—বাগ্‌রহিতার্থচিন্তনসামর্থ্যে জাতে ইত্যর্থঃ, স্বরূপশূন্যেব—অহং জানামীতি প্রজ্ঞাস্বরূপশূন্যা ইব ন তু সম্যক্ তচ্ছূন্যা, অর্থমাত্রনির্ভাসা নামাদিহীন-ধ্যেয়বিষয়মাত্রপ্রকাশিনী সমাপত্তির্নির্বিতর্কা ভবতীতি সূত্রার্থঃ। ব্যাচষ্টে যেতি। শ্রুতানুমানজ্ঞানে শব্দসঙ্কেতসহায়ত্বাৎ তত্র বিকল্পানুবিদ্ধে। শব্দহীনত্বাৎ বিকল্পাদিস্মৃতিঃ শুদ্ধা ভবতি। যদা ন অর্থজ্ঞানকালে তদর্থস্মৃতিরুপতিষ্ঠতে তদা কেবলগ্রাহ্যোপরক্তা গ্রাহ্যনির্ভাসা ভবতি। গ্রাহ্যশ্চ ধ্যেয়বিষয়ো ন তু ভূতানি, স্থূলভূতানি বিতর্কানুগতত্বাৎ। অং

৪৩। নির্বিতর্কা সমাপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন। যখন নাম ও বাক্যহীন ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা বাস্তব (শব্দাদিহীন বলিয়া বিকল্পশূন্য, অতএব বাস্তব) ধ্যেয় বিষয় বাক্যবিযুক্ত হইয়া জাত হয়, তখন সেই ধ্যান শব্দের দ্বারা সঙ্কেতীকৃত বিকল্পজ্ঞানের স্মৃতি হইতে পরিশুদ্ধ হইয়াছে এরূপ বলা যায়। তৎকালীন সেই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান শব্দময় বিকল্পযুক্ত শ্রুতানুমান-জ্ঞানের দ্বারা মলিন হয় না। তখন ধ্যেয় বিষয় বিকল্পহীন সুতরাং স্বরূপমাত্রে (নিজরূপে) সমাধিপ্রজ্ঞাতে অবস্থিত থাকে। ধ্যেয় বিষয়ের তাদৃশ স্বরূপমাত্রের দ্বারাই সেই প্রজ্ঞা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয় অর্থাৎ বিষয়ের বাস্তব রূপ-মাত্রই তখন চিত্তে নির্ভাসিত হয়, কোনও (শব্দাদি-আশ্রিত) অসৎ বা বৈকল্পিক পদার্থ তৎসহগত হইয়া থাকে না। ইহাই নির্বিতর্ক সমাপত্তি। তাহা পরম প্রত্যক্ষ, কারণ, তাহা সমাধিজাত বলিয়া এবং অনুমান-আগমরূপ অন্য প্রমাণের দ্বারা অবিমিশ্র বলিয়া এই প্রজ্ঞা তত্ত্ব-বিষয়ক যে শ্রুতানুমান-জ্ঞান তাহার বীজ বা মূল-স্বরূপ। তাদৃশ সাকাঙ্ক্ষাবান্ যোগীদের দ্বারা তত্ত্ব-বিষয়ক শ্রুতানুমান-জ্ঞান প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রুত ও অনুমিত তত্ত্ব-জ্ঞানের তাহাই মূল। শব্দরূপ সঙ্কেত-হীন বলিয়া সেই দর্শন বা সম্যগ্‌জ্ঞান শ্রুতানুমান-জাত জ্ঞানের সহভূত নহে অর্থাৎ তাহা হইতে জাত নহে।

স্মৃতি পরিশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বাক্যব্যতীত বিষয় চিন্তন বা ধ্যান করিবার সামর্থ্য হইলে, স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ আমি জানিতেছি এই প্রকার প্রজ্ঞাস্বরূপও যখন না থাকার মত হয়, যদিও সম্যক্‌রূপে তচ্ছূন্য নহে এবং বিষয়মাত্রনির্ভাসা অর্থাৎ নামাদিহীন ধ্যেয় বিষয়মাত্রপ্রকাশিকা যে সমাপত্তি তাহাই ভূতবিষয়া নির্বিতর্কা ইহাই সূত্রের অর্থ। ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রুতানুমান-জ্ঞান শব্দসঙ্কেত-পূর্বক জাত বা তৎসহায়ক সুতরাং বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা মিশ্রিত। শব্দহীন জ্ঞান হইলে বিকল্পাদি স্মৃতি শুদ্ধ হয় বা বিকল্পহীন জ্ঞান হয়। যখন বিষয়জ্ঞানকালে তদ্বিষয়ক অর্থাৎ শব্দসঙ্কেত-বিষয়ক স্মৃতি উঠা বন্ধ হয়, তখন প্রজ্ঞা কেবল গ্রাহ্যোপরক্ত অর্থাৎ ধ্যেয় বা গ্রাহ্য বিষয়মাত্র নির্ভাসক

ফলঃ—দ্রব্যাণাং জ্ঞানং ব্যবহারশ্চ তাভ্যাম্ অনুমিতঃ। অণুপ্রচয়োঽপি অণুভ্যো ভিন্নোঽয়ং ঘট ইতীদৃশঃ স বাহ্যো ঘটাদ্যবয়বঃ অনুমাপয়তীত্যর্থঃ। এবং স্বকারণাদ্ভেদঃ। কিন্তু স স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ—স্বব্যঞ্জকহেতুনা নিমিত্তেন অভিব্যক্তঃ। এবম্ভূতঃ সংস্থানবিশেষঃ প্রাদুর্ভবতি তিরোভবতি চ ধর্মান্তরোদয়ে—অন্যেন নিমিত্তেন স তাদৃশ্যা অনাধারভাবো ভবতি। স এব তিরোভাবো নাভাবঃ। স এষ সংস্থানবিশেষরূপো ধর্মঃ অবয়বীতি উচ্যতে। অতো যোঽসৌ একঃ—একবুদ্ধিনিষ্ঠঃ, মহান্—বৃহন্ বা, অণীয়ান্—ক্ষুদ্রো বা, স্পর্শবান্—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দাদিধর্মাশ্রয় ইতি যাবৎ। ক্রিয়াধর্মক—জলধারণাদিক্রিয়াযুক্তঃ, অনিত্যঃ—আগমাপায়ী চ সোঽবয়বীতি ব্যবহ্রিয়তে — অনেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ ব্যবহার্যশ্চ।

অত্র বৈনাশিকানামনুকূল্যং দর্শয়তি বদন্তি। যেষাং মতে স স্থূলবিকাররূপঃ প্রচয়বিশেষঃ অবস্তুকঃ—শূন্যাত্মকো ধর্মরূপমাত্রং, তেষাং প্রচয়স্য সূক্ষ্মং বাহ্যং কারণম্—ভূতাদিকার্যাণাং তন্মাত্রাদিরূপং কারণম্ অবিকল্পস্য—বিকল্পহীনস্য সমাধেঃ নির্বিতর্ক নির্বিচারয়োরিত্যর্থঃ, অত্র তু সূক্ষ্মবিষয়া নির্বিচারা বিবক্ষিতা, অনুপলভ্যম্—সাক্ষাৎকারাযোগ্যম্। তথা

ফল বা দ্রব্যের জ্ঞান এবং তাহার যে তদনুরূপ ব্যবহার, তদ্দ্বারাই অনুমিত হয়। ভূত-ভৌতিকাদিরা অণুর সমাহার হইলেও তাহারা অণু হইতে বিভিন্ন 'এক ঘট'—এইরূপে সেই বাহ্য ঘটরূপ ব্যবহার উহার বৈশিষ্ট্য অনুমিত করায় (যাহার ফলে 'ইহা কতকগুলি অণু'—এরূপ মনে না হইয়া, ইহা 'এক ঘট' এরূপ জ্ঞান ও ব্যবহার হয়)। এইরূপে স্বকারণ হইতে কথঞ্চিৎ ভেদ। কিন্তু তাহা স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থাৎ নিজের ব্যক্ত হইবার হেতুরূপ নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত বা অভিব্যঞ্জিত হয়। এইরূপ (তন্মাত্রের) সংস্থান-বিশেষ উৎপন্ন হয় এবং লয় হয়, তাহা ধর্মান্তরোদয়ের দ্বারা হয় অর্থাৎ অন্য নিমিত্তের দ্বারা অন্য ধর্মের যখন উদয় হয় তখন পূর্ব্ব সংস্থানের অনাধাররূপ লয় হয়। তাহাকেই তিরোভাব বলা হইয়াছে, অতএব তাহা অভাব নহে। এই সন্নিবিষ্ট সংস্থানবিশেষরূপ ধর্মকে অর্থাৎ অণুরূপ ধর্মী হইতে উৎপন্ন স্থূল বাহ্যভৌতিক অবয়বী বলে। অতএব এই যে এক অর্থাৎ একরূপে জ্ঞাত, মহান্ বা বৃহৎ, অণীয়ান্ বা ক্ষুদ্র, স্পর্শবান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি নানা ধর্মের আশ্রয়ভূত, ক্রিয়াধর্মক বা (ঘটের পক্ষে) জলধারণ আদি ক্রিয়ারূপ ধর্মযুক্ত, অনিত্য বা উৎপত্তি-লয়-শীল বস্তু তাহা অবয়বিরূপে বা ধর্মিরূপে ব্যবহৃত হয়। একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় যৌগপদ্যিক ব্যবহারযোগ্যত্ব বলা হয়*।

এতদ্বিষয়ে বৈনাশিক বৌদ্ধবাদের অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্য-স্থূল দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতের অযুক্ততা দেখাইতেছেন। যাঁহাদের মতে সেই স্থূল বিকাররূপ সংস্থান-বিশেষ অবস্তুক অর্থাৎ শূন্যাত্মক ও কেবলমাত্র ধর্ম্ম বা জ্ঞানবান ভাবের সমষ্টিমাত্র তাঁহাদের মতে সেই প্রচয়ের (অণুসমাহারের) সূক্ষ্ম ও বাহ্য বা সৎ কারণ অর্থাৎ ভূতভৌতিকাদি কার্য্যের তন্মাত্রাদিরূপ কারণ অবিকল্পের অর্থাৎ বিকল্পহীন নির্বিতর্কা নির্বিচারার দ্বারা—এখানে সূক্ষ্মবিষয়া নির্বিচারার কথাই বলিয়াছেন—অনুপলভ্য বা সাক্ষাৎকারের অযোগ্য অর্থাৎ ঐ মতে নির্বিতর্কা-নির্বিচারা সমাপত্তি বলিয়া কিছু থাকে না। অতএব

* ভৌতিক বস্তুর জ্ঞান একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় (অলাত-চক্রবৎ), যেমন দেখা স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওয়া ইত্যাদি একই কালে যেন যুগপৎ হয়, তদ্দ্বারাই ব্যবহার্যত্ব। ইহাতে চিত্ত কোনও একবারে একরূপ দ্বারা পূর্ণ থাকে না বলিয়া ইহা অতাত্ত্বিক স্থূল জ্ঞান। সমাধিকালে যে কেবলমাত্র রূপ অথবা কেবল স্পর্শ ইত্যাকার একই জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ থাকে তাহাই তাত্ত্বিক জ্ঞান। অতাত্ত্বিক ব্যবহারের ফলেই প্রধানতঃ সুখদুঃখবোধের সৃষ্টি।

মতে প্রায়েণ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমিতি এতদ্ আয়াতম্। কথম্? অবয়বিনোঽভাবাৎ। তৎ সমাধিজং জ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্—অনবয়বিনি অবয়বিপ্রতিষ্ঠম্ অতো মিথ্যাজ্ঞানং ভবেৎ। এবং প্রায়েণ সর্ব্বমেব মিথ্যাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াৎ, তথা চেতি। 'এবং সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাত্বে প্রাপ্তে তদপীয়ং সম্যগ্দর্শনং কিং স্যাৎ? বিষয়াভাবাদ্ জ্ঞানাভাব এব সম্যগ্দর্শনমিতি ভবন্মতে স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্ যদ্ উপলভ্যতে তৎ তদ্ অবয়বিত্বেন আঘ্রাতং—সমাযুক্তম্ অতো নাস্তি ভবৎপক্ষতঃ অনবয়বী বিষয়ো যো নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ঃ স্যাৎ। তস্মাদস্তি নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ঃ অবয়বি বস্তু যৎ সত্যজ্ঞানস্য বিষয় ইতি।

সত্যপদার্থোঽত্র বিচার্য্যঃ। বাগ্বিষয়স্তথা জ্ঞানবিষয়শ্চেদ্ যথার্থস্তদা তদ্ বাক্যং জ্ঞানঞ্চ সত্যমুচ্যতে। দ্বিবিধং সত্যং ব্যবহারিকবিষয়কং ব্যবহারসত্যং মোক্ষবিষয়কঞ্চ পরমার্থসত্যমিতি। তদ্দ্বয়ং চাপি আপেক্ষিকানাপেক্ষিকভেদেন দ্বিধা। কাঞ্চিদবস্থামপেক্ষ্য যদ্ জ্ঞানমুৎপদ্যতে তদবস্থাপেক্ষং তজ্জ্ঞানং তস্য তাথ্যঞ্চ আপেক্ষিকং সত্যম্, যথাভিহিতমাচার্য্যৈঃ 'অদ্রির্বাৎ পয়োদবদ্ দূরাদ্দৃশ্যমানাঃ লক্ষ্যন্তে স্থিরঃ সদা ভিন্নং সামীপ্যাত্তর্করান্' ইতি। পর্য্যাপ্তিকদূরাবস্থানম্ অপেক্ষ্য পর্ব্বতজ্ঞানং তজ্জ্ঞানতাথ্যঞ্চ সত্যমেব। করণাধিষ্ঠানম্ অপেক্ষ্য জাতং জ্ঞানম্ উৎকৃষ্টসত্যজ্ঞানম্। তত্রাপি তত্ত্বানাং জ্ঞানং চরমসত্যজ্ঞানম্। সমাধৌ করণানাং

উঁহাদের মতে প্রায় সবই মিথ্যা জ্ঞান হইয়া পড়ে। কেন? (তদুত্তরে বলিতেছেন যে) কোনও অবয়বী না থাকায়। সেই সমাধিজ জ্ঞান অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ অবয়বি-শূন্য বিষয়ে অবয়বি-প্রতিষ্ঠ, অতএব মিথ্যা জ্ঞান হইবে (যদি মূলে কোনও জ্ঞেয় বস্তু না থাকে অথচ জ্ঞান হয় তবে তাহা অবশ্যই মিথ্যা জ্ঞান হইবে)। এইরূপে প্রায় সমস্তই মিথ্যা জ্ঞান হইয়া পড়ে। ঐ কারণে সমস্তই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আপনাদের মতে সম্যক্ দর্শন কি হইবে? বিষয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাবই আপনাদের মতে সম্যক্ জ্ঞান হইয়া পড়ে। যাহা কিছু উপলব্ধ হয় তাহা সবই অবয়বিত্বের দ্বারা আঘ্রাত বা তৎসম্পৃক্ত, অতএব আপনাদের মতে এমন কোনও অনবয়বী বিষয় নাই যাহা নির্ব্বিতর্কার আলম্বন হইতে পারে। অতএব নির্ব্বিতর্কার বিষয় অবয়বিরূপ বস্তু (বাস্তব বিষয়) আছে তাহাই সত্যজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ সমাধিজাত সত্যজ্ঞান আছে বলিলে সেই জ্ঞানের বিষয়েরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এস্থলে সত্য পদার্থ বিচার্য্য। বাক্যের এবং জ্ঞানের বিষয় যদি যথার্থ হয় তবে সেই বাক্যকে ও জ্ঞানকে সত্য বলা যায়। সত্য দ্বিবিধ, ব্যবহারিক বিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যবহার সত্য এবং মোক্ষ-বিষয়ক পরমার্থ-সত্য। ঐ দুই প্রকার সত্য পুনরায় আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক ভেদে দুই প্রকার। কোনও অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই অবস্থাসাপেক্ষ সেই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের তাথ্য আপেক্ষিক সত্য, যথা—আচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, 'বহুদূর হইতে পর্ব্বত মেঘের ন্যায় মনে হয়, নিকট হইতে তাহা প্রস্তরের সমষ্টিরূপে অর্থাৎ অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয়, আরও নিকট হইতে আবার তাহা কঙ্করের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়' (শ্লোকসূক্তি)। অল্প বা অধিক দূরে অবস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়া পর্ব্বতের যখন যে প্রকার জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান এবং তদ্রূপ কথনই (আপেক্ষিক) সত্য। উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও তাহার অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান। তাহার মধ্যে আবার তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে

চরমস্থৈর্য্যং স্বচ্ছতা চ তত একাগ্রভূমিকসমাধিজা প্রজ্ঞা চরমোৎকর্ষসম্পন্না। এবং সবিতর্ক-নির্বিতর্কসমাধৌ তদালম্বনবিষয়া চরমা স্থূলবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সবিচারনির্বিচারসমাধৌ চ সূক্ষ্মবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সা চ যোগিভিঃ ঋতম্ভরেতি অভিধীয়তে। তত্র তত্ত্ববিষয়কাণি আপেক্ষিকসত্যানি পরমার্থস্য উপায়ভূতানীতি অতস্তানি পরমার্থসত্যমুচ্যন্তে। পরমার্থ-সত্যেষু অনুপেয়ভূতঃ স কূটস্থো দ্রষ্টা পুরুষস্তস্মাৎ তদ্বিষয়কং জ্ঞানম্ অনাপেক্ষিকং নিত্যবস্তু-বিষয়কং কূটস্থসত্যজ্ঞানম্। যেন চ কৌটস্থ্যাধিগমঃ কৈবল্যং বা ভবতীতি। নিত্যবস্তু-বিষয়কং সত্যম্ অনাপেক্ষিকম্। তচ্চাপি দ্বিধা পরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং ত্রৈগুণ্যং তথা অপরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং কূটস্থবস্তুবিষয়কং চেতি।

৪৪। সূক্ষ্মবিষয়ে সবিচারনির্বিচারে ব্যাচষ্টে তত্রেতি। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্ত-ধর্ম্মকেষু—সাক্ষাৎ গ্রহণযোগ্যেষু ন চ আগমানুমানবিষয়েষু। দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু—দেশ উর্দ্ধাধ আদিঃ, তাদৃশদেশব্যাপ্তং, নীলপীতাদিধ্যেয়ং গৃহীত্বা তৎকারণং তন্মাত্রং তত্রোপলভ্যতে অতো দেশানুভবাবচ্ছিন্নঃ। ন হি পরমাণোঃ স্ফুটা দেশব্যাপ্তিপ্রতীতিঃ তস্মাৎ তজ্জ্ঞানে অস্ফুটা উর্দ্ধাধঃপার্শ্বানুভবসম্পৃক্ততেতি বিবেচ্যম্। কালঃ—বর্ত্তমানাদিঃ, ত্রিকালানুভবেষু বর্ত্তমানমাত্রানুভবাবচ্ছিন্নঃ সবিচারঃ। নিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নঃ—নিমিত্তম্ উদ্ঘাটকং কারণম্, তদ্ যথা রূপতন্মাত্রজ্ঞানস্য নিমিত্তং তেজোভূতসাক্ষাৎকারপূর্ব্বকঃ

জ্ঞান তাহা চরম সত্য জ্ঞান। সমাধিতে করণসকলের চরম স্থৈর্য্য এবং নির্ম্মলতা হয় তজ্জন্য একাগ্রভূমিতে জাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা চরম উৎকর্ষসম্পন্ন। এইরূপ সবিতর্ক-নির্বিতর্ক সমাধিতে তাহার আলম্বনীভূত স্থূল বিষয়ের চরম সত্য প্রজ্ঞা হয়, আর সবিচার-নির্বিচার সমাধিতে সূক্ষ্মবিষয়-সম্বন্ধীয় চরম সত্য প্রজ্ঞা হয়। যোগীদের দ্বারা তাহা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয়। তন্মধ্যে তত্ত্ববিষয়ক আপেক্ষিক সত্যসকল পরমার্থের উপায়-স্বরূপ বলিয়া তাহাদেরকে পারমার্থিক সত্য বলা হয়। পরমার্থ-সত্যের মধ্যে যাহা উপায়ভূত না লক্ষ্য তাহা কূটস্থ বা অবিকারী দ্রষ্টা পুরুষ, তজ্জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনাপেক্ষিক (যাহার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই) নিত্য-বস্তু-সম্বন্ধীয় কূটস্থ সত্যজ্ঞান (অর্থাৎ কূটস্থবিষয়ক সত্যজ্ঞান, কারণ, জ্ঞান কূটস্থ হইতে পারে না, জ্ঞানের বিষয় পুরুষই কূটস্থ)। তাহা হইতেই কূটস্থ বিষয়ের অধিগম বা কৈবল্য লাভ হয়।

নিত্যবস্তু বিষয়ক যে সত্যজ্ঞান তাহা অনাপেক্ষিক, তাহাও দুই প্রকার, যথা—পরিণামি-নিত্যবস্তু-বিষয়ক (পরিণামশীল হইলেও যাহার আত্যন্তিক বিনাশ নাই, তদ্বিষয়ক) বা ত্রিগুণ-সম্বন্ধীয়, এবং অপরিণামি নিত্য বা কূটস্থ বস্তু বিষয়ক (দ্রষ্টৃ-সম্বন্ধীয়)।

৪৪। সূক্ষ্ম বিষয়ক সবিচারা ও নির্বিচারা সমাপত্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন। তন্মধ্যে অভিব্যক্তধর্ম্মক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা সাক্ষাৎ গ্রহণীয়, অনুমান ও আগমের বিষয় নহে, তাদৃশ সূক্ষ্মভূত সকলে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ সমাপত্তি তাহা সবিচারা। দেশ অর্থে উর্দ্ধ অধঃ আদি, তাদৃশ দেশব্যাপ্ত নীলপীতাদি ধ্যেয় বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তৎকারণ যে তন্মাত্র তাহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং সেই জ্ঞান দেশরূপ অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। পরমাণুর স্ফুট দেশব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না, তজ্জন্য তাহার জ্ঞানে উর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব আদির অনুভব অস্ফুটরূপে সংযুক্ত থাকে, ইহা বিবেচ্য। কাল—যেমন বর্ত্তমান, অতীত ইত্যাদি, ত্রিকালরূপ অনুভবের মধ্যে সবিচারা কেবল বর্ত্তমানের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। নিমিত্তানুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্নতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা ধ্যেয়

তেজঃকারণানুসন্ধিৎসোঃ সবিচারং ধ্যানম্, এতন্নিমিত্তসাপেক্ষম্। এবং দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু সূক্ষ্মবিষয়েষু শব্দসহায়া যা সমাপত্তির্জায়তে সা সবিচারা। তত্রেতি। তত্রাপি—নির্বিতর্কবৎ অত্র সবিচারেঽপি একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্—একস্মিন্ অনুভূয়মানং রূপতন্মাত্রমিত্যাদিরূপম্, উদিতধর্মবিশিষ্টম্—অতীতানাগতানাং ধর্মাণাম্ অনবগাহীত্যর্থঃ। ভূতসূক্ষ্মং—গ্রাহ্যং তন্মাত্রম্ অস্মিতান্তো গ্রহণতত্ত্বান্যপীত্যর্থঃ আলম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়াম্ উপতিষ্ঠতে। যেতি। যা পুনঃ সর্বথা—সমাধ্যনবচ্ছিন্না। সর্বত ইত্যাদিভিঃ ত্রিভির্বিশেষণৈঃ সর্বথা শব্দো ব্যাখ্যাতঃ। সর্বত ইতি দেশানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানবচ্ছিন্নেষু ইতি বিষয়গতা কালানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, সর্বধর্মানুপাতিষু সর্বধর্মাত্মকেষু ইতি নিমিত্তানুভবানবচ্ছিন্নত্বম্। এবংবিধা অবচ্ছেদরহিতা শব্দাদিবিকল্পহীনা প্রজ্ঞাসমাপন্নতা নির্বিচারা সমাপত্তিরিতি। সমাপত্তিদ্বয়ম্ উদাহরণেন বিবৃণোতি। এবমিতি সবিচারায়া উদাহরণম্। বিচারানুগতসমাধিনা সাক্ষাৎকৃতং ভূতসূক্ষ্মম্ এবংস্বরূপম্—এতেনৈব স্বরূপেণ—দেশাদ্যনুভবমপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ আলম্বনীভূতম্, এবং সবিতর্কবৎ শব্দসহায়ঃ প্রজ্ঞেয়বিষয়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞাম্ উপরঞ্জয়তি সবিচারায়ামিতি শেষঃ।

নির্বিচারস্বরূপং বিবৃণোতি প্রজ্ঞেতি। সমাধিপ্রজ্ঞা যদা শব্দব্যবহারজনিতবিকল্পশূন্যা স্বরূপশূন্যেব অর্থমাত্রনির্ভাসা ভবতি তদা নির্বিচারা ইত্যুচ্যতে। তত্রেতি। কিঞ্চ তত্র মহদন্ত-

---

বিষয়জ্ঞানের দ্বারা উদ্বোধক কারণ। যেমন রূপতন্মাত্রজ্ঞানের নিমিত্ত তেজোভূত সাক্ষাৎকার করিয়া তেজোভূতের কারণ কি, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যে সবিচার ধ্যান—ইহাই নিমিত্ত-সাপেক্ষতা। এইরূপে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম বিষয়ে যে শব্দসহায়া (শব্দার্থ জ্ঞান-বিকল্পযুক্তা) সমাপত্তি উৎপন্ন হয় তাহা সবিচারা। সে-স্থলেও অর্থাৎ নির্বিতর্কার ন্যায় এই সবিচারাতেও একবুদ্ধি-নির্গ্রাহ্য অর্থাৎ 'এই অনুভূয়মান রূপ-তন্মাত্র এক' ইত্যাদিরূপ উদিতধর্মবিশিষ্ট অর্থাৎ অতীতানাগত ধর্মে অবস্থিত না হইয়া কেবল বর্তমানমাত্র-গ্রাহক, এবং ভূতসূক্ষ্ম বা তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম গ্রাহ্য ও অস্মিতাদি সূক্ষ্ম গ্রহণ-তত্ত্ব সকলও আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞায় উপস্থিত হইয়া থাকে বা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যাহা সর্বথা বা সম্যক্ অনবচ্ছিন্না অর্থাৎ দেশ কাল আদির দ্বারা সঙ্কীর্ণ নহে তাহা নির্বিচারা। 'সর্বতঃ' ইত্যাদি তিন প্রকার বিশেষণের দ্বারা 'সর্বথা' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সর্বতঃ' শব্দে দেশানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে, শান্ত বা অতীত, উদিত বা বর্তমান এবং অব্যপদেশ্য বা ভবিষ্যৎ এই তিনের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলায় ধ্যেয় বিষয়ের কালানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে (অতএব তাহার বিষয় ত্রৈকালিক) এবং 'সর্বধর্মানুপাতী ও সর্বধর্মাত্মক' এই শব্দদ্বয়ে নিমিত্তানুভবের দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে। এইরূপ অবচ্ছেদরহিত শব্দাদি-জাত বিকল্পহীন প্রজ্ঞার দ্বারা সমাপন্নতা বা পরিপূর্ণতাই নির্বিচারা সমাপত্তি। উদাহরণের দ্বারা সমাপত্তিদ্বয় বিবৃত করিতেছেন। ভাষ্যকার সবিচারার উদাহরণ দিতেছেন। বিচারানুগত সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকৃত সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ এই প্রকার অর্থাৎ এই প্রকারে দেশাদি-অনুভবপূর্বক তাহা আলম্বনীভূত হয়। এইরূপে সবিতর্কার ন্যায় সবিচারার শব্দসাহায্যে প্রজ্ঞেয় (সূক্ষ্ম) বিষয় সমাধিপ্রজ্ঞাকে উপরঞ্জিত করে।

নির্বিচারার স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন, সমাধিজা প্রজ্ঞা যখন শব্দব্যবহারজনিত বিকল্পহীন হইয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় বিষয়-মাত্র-নির্ভাসক হয়, তখন তাহাকে নির্বিচারা বলা যায়।

এবম্ অনুমানেন সামান্যমাত্রস্য উপসংহারঃ—সামান্যধর্ম্মস্য প্রসক্তিঃ। ন চেতি। তথা লোকপ্রত্যক্ষেণাপি সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্তুনো ন গ্রহণং সম্ভবতে। এবম্ অপ্রামাণিকস্য শ্রুতানুমানলোকপ্রত্যক্ষাণামিতি ত্রিবিধপ্রমাণৈঃ অগ্রাহ্যস্য বিশেষস্য—সূক্ষ্মবিশেষরূপস্য প্রমেয়স্য অভাবঃ অস্তীতি ন শঙ্কনীয়ং যতঃ সূক্ষ্মভূতগতো বা পুরুষগতঃ—গ্রহীতৃপুরুষগতঃ করণগত ইতি যাবৎ, স বিশেষঃ সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্যঃ। তস্মাদিতি উপসংহরতি।

৫০। সমাধিপ্রজ্ঞালাভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো জায়তে, স চ সংস্কারঃ অন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী—বিক্ষিপ্তব্যুত্থানসংস্কারপ্রতিপক্ষঃ। সমাধীতি। প্রজ্ঞানুভবাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারঃ ততঃ প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ, প্রজ্ঞাসংস্কারস্য বিবর্দ্ধমানতা এব বিক্ষেপসংস্কারস্য তজ্জপ্রত্যয়স্য চ ক্ষীয়মাণতা তদ্বিরুদ্ধত্বাৎ। প্রসংখ্যানাৎ। সংস্কারাতিশয়ঃ—প্রজ্ঞাসংস্কারবাহুল্যম্। প্রজ্ঞয়া হেয়তাখ্যাতিঃ ততঃ বৈরাগ্যং ততঃ কার্য্যাবসানম্। চিত্তচেষ্টিতং খ্যাতিপর্য্যবসানম্—বিবেকখ্যাতৌ জাতায়াং ন কিঞ্চিৎ চেষ্টিতমবশিষ্যতে বিবেকস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য শিরোমণিঃ।

দ্বারা কোনও বস্তুর অনন্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ, অনুমান প্রায়শ শব্দ-সাহায্যেই হয় এবং শব্দের দ্বারা (হেতুমৎ পদার্থের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের) অসংখ্য হেতুর জ্ঞান হইতে পারে না। (যেমন ধূম, তাপ, আলোক ইত্যাদি সবই অগ্নিজ্ঞানের নিমিত্ত বা হেতু। ইহার মধ্যে যে হেতুর যেরূপ অর্থাৎ সংখ্যাদি প্রাপ্তি ঘটিবে, হেতুমান্ পদার্থের সেইরূপই বিজ্ঞান হইবে। শব্দাদির দ্বারা সর্ব্বহেতুর সর্বাংশ বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, তজ্জন্য তদ্দ্বারা হেতুমৎ পদার্থের সম্যক্ বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না)। এই কারণে অনুমানের দ্বারা সামান্যমাত্রের উপসংহার হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের সাধারণ ধর্ম্ম (লক্ষণ) অবলম্বন করিয়া জ্ঞান হয়।

(শ্রুতানুমানের দ্বারা ত বিশেষ জ্ঞান হইতেই পারে না, কিন্তু) সূক্ষ্ম ব্যবহিত (কোনও ব্যবধানের অন্তরালে স্থিত) ও বিপ্রকৃষ্ট বা দূরস্থ বস্তুর বিশেষ জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারাও হয় না। এইরূপে অপ্রামাণিক অর্থাৎ শ্রবণ, অনুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা নিজ্ঞাত না হইলেও, বিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্মবিশেষরূপ জ্ঞেয় বিষয় যে নাই—এরূপ শঙ্কা নিষ্কারণ, কারণ সূক্ষ্মভূতগত এবং পুরুষগত অর্থাৎ গ্রহীতৃপুরুষগত বা করণগত সেই বিশেষ জ্ঞান, সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়ার যোগ্য।

৫০। সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ হইলে—যোগীর প্রজ্ঞাজাত সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার অন্যসংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তাহা বিক্ষিপ্ত-ব্যুত্থান-সংস্কারের* প্রতিপক্ষ। প্রজ্ঞার অনুভব হইতে প্রজ্ঞার সংস্কার হয়, তাহা হইতে পুনঃ প্রজ্ঞারূপ প্রত্যয় হয়। এইরূপে প্রজ্ঞাসংস্কারের বর্দ্ধমানতা এবং তদ্বিরুদ্ধত্বহেতু বিক্ষেপসংস্কার ও তৎসংস্কারজ প্রত্যয়ের (দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত) ক্ষীয়মাণতা হইতে থাকে। সংস্কারাতিশয় অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারের বাহুল্য। প্রজ্ঞার দ্বারা বিষয়ে হেয়তাখ্যাতি হয় তাহা হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে বাহ্য কর্ম্মের অবসান হয়। চিত্তের চেষ্টাসকল খ্যাতিপর্য্যবসান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিতে পরিসমাপ্ত, কারণ, বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইলে চিত্তের কোনও চেষ্টা বা কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না (যেহেতু ভোগাপবর্গ ই

* ব্যুত্থান অর্থে চিত্তের উত্থান, তাহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দুই প্রকার, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র। নিরোধের তুলনায় একাগ্রতা এবং একাগ্রতার তুলনায় বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে ব্যুত্থান বলা যায়। এখানে বিক্ষিপ্তকে ব্যুত্থান বলা হইয়াছে।

৫১। নিরোধো ভবতি। তস্যাপি নিরোধে—পরেণ বৈরাগ্যেণ সম্প্রজ্ঞাতজন্যায়া বিবেকখ্যাতেরপি নিরোধে সর্বপ্রত্যয়নিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ—অসম্প্রজ্ঞাতঃ কৈবল্যভাগীয়ো নির্বীজঃ সমাধিরিত্যর্থ ইতি সূত্রার্থঃ। স চেতি। স নির্বীজো ন তু কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী—প্রজ্ঞারূপপ্রত্যয়নিরোধকৃৎ, কিন্তু প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী—ক্ষয়কৃৎ ভবতি। কস্মাদিতি। নিরোধজঃ সংস্কারঃ—পরবৈরাগ্যরূপনিরোধপ্রযত্নানুভবকৃতঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্—প্রজ্ঞাসংস্কারান্ বাধতে নিষ্প্রত্যয়ীকরণাৎ। প্রত্যয়জননমেব সংস্কারাণাং কার্য্যম্, প্রত্যয়ানুদ্ভবে ন কারণং কথং প্রত্যেতব্যঃ। নিরোধস্যাপি অস্তি সংস্কারঃ নিরোধস্য বিবর্দ্ধমানতাদর্শনাৎ [illegible]। ননু নিরোধে ন প্রত্যয়ঃ অতঃ কথং তস্য সংস্কারঃ, প্রত্যয়স্যৈব সংস্কারজননিয়মাদিতি। সত্যম্। তত্রাপি প্রত্যয়কৃত এব সংস্কারঃ। প্রাক্ নিরোধাৎ প্রত্যয়প্রবাহো ভিদ্যতে, তদ্ভঙ্গরূপস্য প্রত্যয়স্য সংস্কারো জায়তে। তথা নিরোধভঙ্গরূপস্য প্রত্যয়স্যাপি স জায়তে। স প্রত্যয়নিরোধসংস্কারস্তথা নিরোধভঙ্গসংস্কার এব নিরোধসংস্কারঃ।

চিত্ত-চেষ্টার স্বরূপ, তখন এই উভয় পুরুষার্থই নিষ্পন্ন হইয়া যায়)। সম্প্রজ্ঞাতের শিরোমণি বা চরমোৎকর্ষই বিবেকখ্যাতি।

৫১। তাহার অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবানের যাহা কি হয়, তাহা বলিতেছেন। তাহারও নিরোধে অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির যাহা ফল যে বিবেকখ্যাতি তাহারও নিরোধে, চিত্তের সর্বপ্রত্যয় নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তখন নির্বীজ সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতরূপ কৈবল্যভাগীয় যে নির্বীজ (উপপ্রত্যয় নির্বীজে কৈবল্য হয় না) সমাধি তাহা সিদ্ধ হয়,—ইহাই সূত্রের অর্থ।

সেই নির্বীজ যে কেবল সমাধিপ্রজ্ঞার বিরোধী তাহা নহে অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র প্রজ্ঞারূপ প্রত্যয়েরই নিরোধকারী নহে, পরন্তু প্রজ্ঞাজাত সংস্কারসকলেরও প্রতিবন্ধী বা নাশকারী। নিরোধজসংস্কার অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ সর্ববৃত্তি-নিরোধের যে অভ্যাস তাহার অনুভবজাত যে সংস্কার তাহা সমাধির সংস্কারকে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারকে বাধিত করে, কারণ, তাহা চিত্তকে সর্বপ্রত্যয়শূন্য করে। সংস্কারের কার্যই প্রত্যয় উৎপাদন করা, কিন্তু তখন নূতন কোনও প্রত্যয় উদিত হয় না বলিয়া সংস্কারও (কার্য্যাভাবে) ক্ষয় হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। নিরোধেরও যে সংস্কার হয়, তাহা নিরোধের ক্রমিক বর্দ্ধমানতা দেখিয়া জানা যায় (কারণ, সঞ্চিত সংস্কারেই তাহা সম্ভব)। নিরোধ ত প্রত্যয় নহে অতএব কিরূপে তাহার সংস্কার হয়, কারণ প্রত্যয় হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয় ইহাই [illegible] ইহা সত্য। কিন্তু সেস্থলেও প্রত্যয় হইতেই সংস্কার হয়। [illegible] তাহারও সেই [illegible] (এস্থলে [illegible]) [illegible] অর্থাৎ [illegible] উত্থানেরও সংস্কার হয়। অতএব [illegible] তদ্রূপ অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উত্থান'-রূপ প্রত্যয়েরও সংস্কার হয়—এই দ্বিবিধ প্রত্যয়ের সংস্কারই নিরোধসংস্কার। (ইহা বস্তুতঃ নিরুদ্ধ অবস্থার সংস্কার নহে। প্রত্যয়ের লয় এবং কিয়ৎকাল পরে তাহার উদয়—নিরোধের এই দুই সীমাযুক্ত প্রত্যয়ের যে সংস্কার তাহাই নিরোধসংস্কার, এবং ঐ দুই সীমার ব্যবধানের বৃদ্ধিই নিরোধের বৃদ্ধি)।

যেন বৈরাগ্যবলেন প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গস্তস্য প্রাবল্যাৎ নিরোধসংস্কারস্য বিবর্দ্ধমানতা। সম্প্রজ্ঞাতসংস্কারনাশে নিষ্প্লবেন পরবৈরাগ্যেণ শাশ্বতঃ প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গঃ স্যাৎ তদেব কৈবল্যম্। প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গো যদা অবচ্ছিন্নকালব্যাপী তদা স নিরোধসংস্কার ইতি বক্তব্যঃ। যদা তু তস্য শাশ্বত উপরমস্তদা তৎসংস্কারস্যাপি প্রণাশ ইতি বিবেচ্যম্। ব্যুত্থানেতি। ব্যুত্থানস্য—বিক্ষেপস্য নিরোধরূপঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, তজ্জৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ নিরোধজৈঃ—নিরোধবৃত্তিঃ পরবৈরাগ্যাদিজৈঃ সংস্কারৈঃ চিত্তং স্বস্যাং অবস্থিতায়াং—নিত্যায়াং প্রকৃতৌ প্রবিলীয়তে—পুনরুত্থানহীনং লয়ং প্রাপ্নোতি। তস্মাদিতি। অধিকারবিরোধিনঃ—চেষ্টাপরিপন্থিনঃ। চেষ্টৈব চিত্তস্য স্থিতিহেতুঃ। চিত্তস্য শাশ্বতবিনিবৃত্তত্বাৎ পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ, শুদ্ধঃ—গুণাতীতঃ মুক্তঃ—দুঃখোপচারহীন ইত্যুচ্যতে ইতি।

পাদেঽস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যোগস্তৎসাধনমাত্রঞ্চ উক্তম্, সমাধিদৃষ্ট্যা চ কৈবল্যমুপপাদিতমিতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্যকৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং প্রথমঃ পাদঃ।

যে বৈরাগ্যবলের দ্বারা প্রত্যয়প্রবাহের ভঙ্গ হয় তাহার শক্তির প্রাবল্য অনুসারেই নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাতরূপ ব্যুত্থানসংস্কার সম্যক্ বিনষ্ট হইলে অবাধ বা নিষ্প্লব পরবৈরাগ্যের দ্বারা যে শাশ্বত কালের জন্য প্রত্যয়-প্রবাহের রোধ তাহাই কৈবল্য। প্রত্যয়প্রবাহের ভঙ্গ যখন অবচ্ছিন্ন বা নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী হয়, তখনই তাহাকে নিরোধসংস্কার বলা হয় (পুনশ্চ প্রত্যয় উঠে বলিয়া)। যখন তাহার শাশ্বত উপরম বা রোধ হয় তখন তাহার সংস্কারেরও সম্পূর্ণ নাশ হয় ইহা বিবেচ্য।

ব্যুত্থানের বা বিক্ষেপের নিরোধ রূপ যে সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তজ্জাত সংস্কার এবং কৈবল্যভাগীয় মুখ্য যে (সর্ব্ববৃত্তি) নিরোধরূপ ভাব অর্থাৎ চিত্তের নিরোধ-সম্পাদনকারী পরবৈরাগ্যজাত যে ভাব—এই উভয়জাতীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত, তাহার অবস্থিত বা নিত্য কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয় বা পুনরুত্থানহীন লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বকারণে শাশ্বত কালের জন্য লীন হইয়া থাকে।

অধিকার-বিরোধী অর্থাৎ চেষ্টার পরিপন্থী বা বিরোধী। সক্রিয়রূপ চেষ্টাই চিত্তের স্থিতির বা ব্যক্ততার হেতু (অতএব সংস্কারের রোধেই চিত্তের প্রলয়)। চিত্ত শাশ্বত কালের জন্য প্রলীন হওয়ায় পুরুষ তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (বুদ্ধিসারূপ্যাদি অভাব হেতু), শুদ্ধ গুণাতীত ও মুক্ত অর্থাৎ (দুঃখাদির চিত্তের আত্মস্বরূপ উপচার না থাকায়) আরোপিত দুঃখহীন হন—এইরূপ বলা যায় অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে ঐরূপ বলিতে হয় (যদিও পুরুষ সদাই ঐ ঐ লক্ষণযুক্ত, তথাপি তিনি 'বুদ্ধির দ্রষ্টা' এই দৃষ্টিতে যে যে লক্ষণ তাঁহাতে আরোপিত হইত, তখন আর তাহা ব্যবহারের অবকাশ থাকে না)।

এই পাদে সমাহিত চিত্তের যে যোগ অর্থাৎ চিত্ত কীভাবে সমাহিত হইলে যোগ কিরূপ ও তাহার কয় প্রকার ভেদ ইত্যাদি এবং তাহার যে সাধারণ সাধন (বিশেষভাবে নহে), তাহা উক্ত হইয়াছে এবং সমাধির দৃষ্টিতে কৈবল্যও যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ ধর্ম্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত
প্রথম পাদ সমাপ্ত।

২। ক্রিয়াযোগঃ অতনূন্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ তনূন্ করোতি। প্রতনূকৃতাঃ ক্লেশাঃ প্রসংখ্যানরূপেণাগ্নিনা—বিবেকেনেত্যর্থঃ, ভৃষ্টবীজকল্পা ভবন্তি। ভৃষ্টানি মুদ্গাদিবীজানি যথা বীজাকারাণ্যপি ন প্ররোহন্তি তথা বিবেকখ্যাতিমচ্চেতসি স্থিতাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্লেশাঃ অপ্রসবধর্ম্মিণো ভবন্তি ক্লেশসন্তানং ন বর্দ্ধয়েয়ুরিত্যর্থঃ। কিং তু তদা বুদ্ধিপুরুষবিবেকখ্যাতিরেব চেতসি প্রবর্ত্তেত। সা চ খ্যাতিরূপা সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা ক্লেশৈঃ অপরামৃষ্টা অনভিভূতা ইত্যর্থঃ, প্রান্তভূমিং লব্ধা পরিপূর্ণা। সতী প্রজ্ঞেয়স্যার্থস্যাভাবাৎ সমাপ্তাধিকারা—সারম্ভহীনা লব্ধপর্য্যবসানা ইত্যর্থঃ, প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যতে প্রলীনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইন্ধনং দগ্ধ্বা যথাগ্নিঃ স্বয়ং লীয়তে সাত্র উপমা। এবং ক্রিয়ারূপাণ্যপি তপআদীনি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধস্য জ্ঞানসাধ্যস্য যোগস্য বহিরঙ্গতাং লভন্তে।

৩। দুঃখমূলাঃ পরমার্থপ্রতিপক্ষা বিপর্য্যয়া এব পঞ্চ ক্লেশাঃ। তে স্যন্দমানাঃ—সংস্কারপ্রত্যয়রূপেণ তন্যমানা বিবর্দ্ধমানা বেত্যর্থঃ, গুণানাম্ অধিকারম্—কার্য্যারম্ভণ-সামর্থ্যমিত্যর্থঃ দ্রঢয়ন্তি। অত এব মহদাদিরূপং চিত্তবৃত্তিরূপং সংসৃতিরূপঞ্চ পরিণামম্ অবস্থাপয়ন্তি

২। ক্রিয়াযোগ অতনু বা স্থূল অবিদ্যাদি ক্লেশসকলকে তনু বা ক্ষীণ করে। ঐ ক্ষীণীকৃত ক্লেশসকল প্রসংখ্যান বা বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজবৎ হয়। ভৃষ্ট (ভাজা) মুদ্গ (মুগ) আদি বীজ যেমন বীজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না, সেইরূপ বিবেকপ্রতিষ্ঠ চিত্তে স্থিত সূক্ষ্ম ক্লেশসকলও অপ্রসবধর্ম্মী হয় অর্থাৎ তাহা ক্লেশসন্তানের বৃদ্ধি বা নূতন ক্লেশোৎপাদন করে না। পরন্তু তখন বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকখ্যাতিরূপ অক্লিষ্টা বৃত্তিই চিত্তে প্রবর্তিত হয়।

* সেই খ্যাতিরূপ সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অনভিভূত হইয়া প্রান্তভূমি বা চরম উৎকর্ষ লাভ করায় পরিপূর্ণ বলিয়া এবং প্রজ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে (কারণ, তখন পরমার্থবিষয়ক জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না) সমাপ্তাধিকারা বা কার্যজননের প্রচেষ্টাহীন হওয়াতে (কার্যাভাবে) অবসান প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত হয় বা প্রলীন হয় (কারণ, বৃত্তিরূপ কার্যের দ্বারাই চিত্ত ব্যক্ত থাকে, তাহার অভাব ঘটিলেই চিত্ত স্বকারণে লীন হইবে)। এ বিষয়ে উপমা যথা—অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয় ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং লীন হয়, তদ্বৎ (চিত্ত ভোগাপবর্গরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া স্বকারণে লীন হয়)। (ক্রিয়ারূপ সাধনও যে যোগাঙ্গ তাহা বলিতেছেন) এই কারণে তপ আদিরা ক্রিয়ারূপ সাধন হইলেও, অতএব তাহারা আধ্যাত্মিক ধ্যানাদিসাধনের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে চিত্তরোধকর না হইলেও, সর্ববৃত্তি-নিরোধরূপ জ্ঞানসাধ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনসাপেক্ষ যে যোগ তাহার বহিরঙ্গতা লাভ করে অর্থাৎ তাহার বাহ্য অঙ্গরূপে গণ্য হয় (অতএব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে)।

৩। দুঃখমূলক এবং পরমার্থের বিরোধী বিপর্যয় বৃত্তিসকলই পঞ্চক্লেশ অর্থাৎ বিপর্যয় বহু প্রকার থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা দুঃখদ এবং পরমার্থের প্রতিপক্ষ তাহাদিগকেই এই শাস্ত্রে ক্লেশরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। (আকাশ নীল কেন ?—তদ্বিষয়ক বিপর্যয়জ্ঞান থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অনিত্য বিষয়কে নিত্য মনে করিয়া তাহাতে যে রাগদ্বেষাদিরূপ বিপর্যয়বৃত্তি হয়, তাহা পরিণামে অথবা বর্তমানে দুঃখদায়ক বলিয়া তাহাদিগকে ক্লেশরূপ বিপর্যয়ের মধ্যে গণিত করা হইয়াছে)।

সেই ক্লেশসকল স্যন্দমান বা চঞ্চল হইয়া অর্থাৎ সংস্কার ও প্রত্যয়রূপে বিস্তৃত বা বর্দ্ধিত হইয়া গুণের অধিকারকে বা কার্যজননসামর্থ্যকে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভিমুখ করে।

—পরিণামস্য অবস্থিতেঃ প্রবর্তনায়া বা হেতবো ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা অপত্যার্থং পিত্রোঃ প্রবর্তনং তথা ক্লেশকারণানাং মহদাদীনামপি কার্যকারণস্রোতোরূপেণ উন্নয়নং প্রবর্তনমিত্যর্থঃ। তে চ ক্লেশাঃ পরস্পরসহায়া জাত্যায়ুর্ভোগরূপং কর্মবিপাকম্ অভিনির্হরন্তি—নির্বর্তয়ন্তীতি।

৪। চতুর্বিধকল্পিতানাম্—অস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানামিত্যর্থঃ। তত্রেতি। শক্তিঃ ক্রিয়ায়া জননী, তন্মাত্রপ্রতিষ্ঠানাং ক্লেশানাং প্রসুপ্তস্থিতিঃ ভবিষ্যৎক্রিয়াজননী চ দগ্ধবীজোপমা ক্রিয়াজননসামর্থ্যহীনা বন্ধ্যা চেতি। যাদৃশী বিষয়ে প্রাপ্তে বিবুধ্যতে ন তথা অন্ত্যেতি বিবেচ্যম্। প্রসংখ্যানবতঃ—বিবেকখ্যাতিমতঃ। চরমদেহ ইতি। মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ রুন্ধতো বিবেকমাত্রে চিত্তসমাধানসামর্থ্যাৎ ন তস্য যোগিনঃ পুনঃ শরীরধারণং স্যাৎ তত্তশ্চরমদেহো—জীবন্মুক্ত ইতি।

সত্তামিতি। বিবেকঃ প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রত্যয়স্য দ্রষ্টৃদৃশ্য-সংযোগমন্তরেণ ন সম্ভবেৎ, তস্মাৎ বিবেককালেঽপ্যস্তি চিত্তোপাদানভূতা অস্মিতা। সা চ বিবেকাৎ অন্যং সাংসারিকং প্রত্যয়ং ন জনয়তীতি সত্যপি সাস্মিতা দগ্ধবীজোপমা বীজসামর্থ্যহীনা, যথোক্তং 'বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনরিতি।'

অতএব তাহা মহদাদিরূপ, চিত্তবৃত্তিরূপ এবং সংসৃতিরূপ বা জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ ত্রিগুণের পরিণামকে অবস্থাপিত করে অর্থাৎ পরিণামের অবস্থিতির বা প্রবর্তনার হেতুস্বরূপ হয়। যেমন সন্তানের জন্য মাতাপিতার প্রবর্তনা, তেমনি ঐ ক্লেশের দ্বারা কার্যকারণ-প্রবাহরূপে ক্লেশের কারণস্বরূপ মহদাদিরও উন্নয়ন বা প্রবর্তনা দেখা যায় (মহৎ হইতে অহংকার, তাহা হইতে মন, এইরূপ কারণ-কার্য নিয়মে সূক্ষ্ম-স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়)। সেই পঞ্চক্লেশ পরস্পর সহযোগী হইয়া জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্মফলকে নির্বর্তিত বা নিষ্পাদিত করে।

৪। চতুর্বিধরূপে বিভক্ত ক্লেশের অর্থাৎ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চতুর্বিধের (ক্ষেত্র অবিদ্যা)। শক্তি হইতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিরূপে বা প্রসুপ্তভাবে ক্লেশসকলের যে স্থিতি তাহা দুই প্রকার, এক—ভবিষ্যৎ ক্রিয়া উৎপাদনের হেতুরূপ স্থিতি, আর দ্বিতীয়—দগ্ধবীজোপম বা ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার সামর্থ্যহীন বন্ধ্যারূপা প্রসুপ্তি (ইহাকে ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থাও বলা হয়)। প্রথমোক্ত ক্লেশ উপযুক্ত বিষয় পাইলে জাগরিত বা ব্যক্ত হয়, শেষোক্ত তাহা হয় না, ইহা বিবেচ্য। প্রসংখ্যানবান্ অর্থে বিবেকখ্যাতিমান্। মনের, প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ শরীরাদির ক্রিয়া রোধ করিয়া বিবেকমাত্রে চিত্তকে সমাহিত করিবার সামর্থ্য থাকে বলিয়া সেই যোগীর পুনরায় দেহধারণ হয় না (কারণ, শরীরাদির ক্রিয়ার সংস্কার হইতেই পুনরায় দেহধারণ হয়), তজ্জন্য তাঁহাকে চরমদেহ বা জীবন্মুক্ত বলা হয়।

বিবেক একরূপ প্রত্যয়, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ ব্যতীত কোনও প্রত্যয় হইতে পারে না, সেই হেতু বিবেকজ্ঞানকালেও চিত্তের উপাদানভূত দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের একাত্মখ্যাতিরূপ অস্মিতা ক্লেশ থাকে। (কিন্তু তখন দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের) বিবেক প্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাহা অর্থাৎ সেই অস্মিতা-ক্লেশ, কোনও সাংসারিক অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-নিষ্পাদক প্রত্যয় উৎপাদন করে না তজ্জন্য তখন সেই অস্মিতা বর্তমান থাকিলেও তাহা দগ্ধবীজবৎ অঙ্কুরোৎপাদনের সামর্থ্যহীনা হইয়া থাকে। যথা উক্ত হইয়াছে—'অগ্নিদগ্ধ বীজের যেমন পুনরায় প্ররোহ হয় না, তদ্বৎ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশবীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া আত্মা পুনঃ ক্লেশসম্পন্ন হন না।' (শান্তিপর্ব ২১১)।

তস্মাৎ সা তদন্যো জ্ঞানভেদ এব। সা চ পূর্বোত্তরবৃত্তিপ্রবাহরূপত্বাৎ প্রমাণাদিবৎ বীজবৃক্ষন্যায়েনানাদিরিতি।

৬। দৃক্‌শক্তিঃ—অবোধঃ স্বতো বোধো বা, দর্শনশক্তিস্তু দৃশ্যঃ স্বাভাসেন স্বাভাসভূত ইব বোদ্ধবোধঃ। জ্ঞাতাহমিত্যত্র প্রত্যয়ে বিশুদ্ধো জ্ঞাতা দৃক্। তত্র চ প্রত্যয়ে দৃশ্যাভিমানরূপেণ অহংবাচ্যেন প্রত্যয়েন সহ জ্ঞাতুরেকত্বং প্রতীয়তে। স একত্বপ্রতিভাস একাস্মিতা। তয়া অত্যন্তবিভক্তা—অত্যন্তবিভিন্না, অত্যন্তাসংকীর্ণা—অত্যন্তাবিমিশ্রা ভোক্তৃশক্তিঃ ভোগ্যশক্তিশ্চ দৃগ্‌দর্শনশক্তী ইত্যর্থঃ, অভিন্না—বিমিশ্রা ইব প্রতীয়েতে। তস্মিন্ মিশ্রীভাবে সতি অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাদয়ো বিপর্যস্তাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্। ততো দ্রষ্টুর্ভোগ ইতি কল্প্যতে। দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোঃ স্বরূপপ্রতিলম্ভে—স্বরূপোপলব্ধৌ সত্যাম্ অস্মীতিপ্রত্যয়গতঃ অখণ্ডৈকরূপো নির্বিকারঃ স্বাভাসঃ চেতিতা পুরুষঃ অভিমানেনারোপিতাৎ সর্বাস্মিপ্রত্যয়রূপাদ্ দৃশ্যাদত্যন্তভিন্ন ইতি বিবেকখ্যাতৌ জাতায়ামিত্যর্থঃ। তস্মিন্ সতি অহং সুখীত্যাদিভোগপ্রত্যয়া ন জায়েরন্ বিবেকজ্ঞানবিরোধাদিতি; যথা জাগ্রৎকালে স্বপ্নস্যানবকাশঃ। পঞ্চশিখাচার্যেণাপ্যেতদুক্তম্—বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষং—দ্রষ্টারম্, আকারঃ—শুদ্ধস্বরূপতা, শীলম্—সাক্ষিস্বরূপাধ্যস্থ্যস্বভাবঃ, বিদ্যা—চিদ্রূপতা ইত্যাদিলক্ষণৈর্বিভক্তং—বুদ্ধিতঃ অত্যন্তভিন্নম্ অপশ্যন্—ন পশ্যন্, অবিবেকী জনো বুদ্ধিমেব আত্মেতি মতিং কুর্যাদিতি।

তাহা পূর্বোত্তর বৃত্তির প্রবাহরূপে প্রমাণাদি অন্যবৃত্তির ন্যায় বীজবৃক্ষ-ন্যায়ানুযায়ী অনাদি (অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে অবিদ্যার সংস্কার, সেই সংস্কার হইতে পুনঃ অবিদ্যা-প্রত্যয় ইত্যাদিক্রমে প্রবাহরূপে প্রমাণাদি অন্য বৃত্তির ন্যায় অবিদ্যা অনাদি)।

৬। দৃক্‌শক্তি বা দ্রষ্টা অবোধ বা স্বতোবোধ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশয়িতার অপেক্ষা নাই। দ্রষ্টার স্বপ্রকাশস্বভাবের দ্বারা দর্শনশক্তিও বা বুদ্ধির বোধও স্বাভাসের ন্যায় প্রতীত হয়। 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রত্যয়ে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞাতৃভাব তাহাই দৃক্, এবং ঐ প্রত্যয়ে অভিমানরূপ অহংবাচ্য বা 'আমি' এই শব্দলক্ষিত দৃশ্য বা জ্ঞেয় প্রত্যয়ের সহিত জ্ঞাতা যে দ্রষ্টা, তাঁহার যে একত্বপ্রতীতি হয়, সেই অযথার্থ একত্বপ্রতীতিই অস্মিতা। অত্যন্ত বিভক্ত বা বিভিন্ন এবং অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত অবিমিশ্র বা পৃথক্ যে ভোক্তৃশক্তি (দ্রষ্টা) এবং ভোগ্য-শক্তি (বুদ্ধি), অর্থাৎ দৃক্‌শক্তি এবং দর্শনশক্তি, তাহারা অস্মিতার দ্বারা অভিন্ন বা মিশ্রিত একই বলিয়া প্রতীত হয়। সেই একত্ব-জ্ঞানরূপ সংকীর্ণতা হইতে 'আমি সুখী,' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি বিপর্যস্ত প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই দ্রষ্টার ভোগ কল্পিত হয় বা লোকে ঐরূপ মনে করে, (বুদ্ধির ভোগভূত প্রত্যয়সকল দ্রষ্টাতে উপচরিত হওয়ায় দ্রষ্টারই ভোগ বলিয়া মনে করে)। দৃক্-দর্শনশক্তির স্বরূপের প্রতিলব্ধি বা উপলব্ধি হইলে অর্থাৎ 'আমি' এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত অখণ্ড-একরূপ নির্বিকার, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, অভিমানের দ্বারা আরোপিত সমস্ত অস্মিপ্রত্যয়রূপ ('আমি এরূপ, ওরূপ' ইত্যাকার) দৃশ্যভাব হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ—এইরূপ বিবেক বা পরস্পরের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে, 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি ভোগ বা অবিবেক প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, তাহা বিবেকজ্ঞানের বিরোধী, যেমন, জাগ্রৎকালে তদ্বিরুদ্ধ স্বপ্নবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—বুদ্ধি হইতে পর অর্থাৎ পৃথক্, পুরুষ বা দ্রষ্টাকে আকার বা সদাবিশুদ্ধি (গুণমল-রহিতত্ব), শীল বা সাক্ষি-স্বরূপ

৭। সুখেতি। সুখাভিজ্ঞস্য সুখাশয়রূপঃ সুখসংস্কারঃ। তদাশয়স্য অনুস্মরণপূর্বিকা অনুকূলপ্রবৃত্তিরূপা চিত্তাবস্থা রাগঃ। তৎপর্যায়াঃ গর্দ্ধস্তৃষ্ণা লোভ ইতি। গর্দ্ধঃ—অভিকাঙ্ক্ষা। অনুভূয়মানা ঈপ্সারূপা যা প্রবৃত্তিঃ সা তৃষ্ণা। লোভঃ—লোলুপতা, উদরপূর্ণং ভুক্তাপি লোভাৎ পুনর্ভুঙ্‌ক্তে।

৮। দুঃখেতি। দুঃখানুস্মরণাদ্ দুঃখস্য দুঃখসাধনস্য চ প্রহাণায় যা প্রবৃত্তিঃ স দ্বেষঃ। তৎপর্যায়াঃ প্রতিঘো জিঘাংসা ক্রোধো মন্যুরিতি। প্রতিঘাতাৎ প্রাপ্তস্য দুঃখস্য প্রতিহন্তুমিচ্ছা প্রতিঘঃ। জিঘাংসা—হন্তুমিচ্ছা। মন্যুঃ—বদ্ধমূলো মানসো দ্বেষঃ ক্রোধস্য পূর্বাবস্থা বা।

৯। সর্বস্যেতি। আশীঃ—আত্মপ্রার্থনা নিত্যা অনাদিত্বাদিনীত্যর্থঃ। মা ন ভূবম্, কিন্তু ভূয়াসমিত্যাশীঃ সদা সর্বপ্রাণিষু দৃশ্যতে সা নিত্যেতি। কুত ইয়ম্ আশীর্জাতা তদাহ নেতি। ইয়ম্ আশীঃ অনুস্মৃতিরূপা, স্মৃতিশ্চ ন স্বাভাবিকী ভবতি, সংস্কারঃ পুনরনুভবাদ্ জায়তে। মা ন ভূবং ভূয়াসমিত্যাশিষঃ অনুভূতির্মরণকাল এব ভবতীতি এতয়া পূর্বজন্মানুভবঃ—পূর্বজন্মনি মরণানুভব ইত্যর্থঃ উপপদ্যতে। স্বরসবাহীতি স্বসংস্কারেণ বহনশীলঃ স্বাভাবিক ইব।

স্বাধ্যক্ষ- (নির্বিকার দ্রষ্টা) স্বভাব, নিত্য বা চিদ্রূপতা ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত পৃথক্, না জানিতে পারিয়া অবিবেকী ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করে।

৭। সুখভোগ হইলে সুখের বাসনারূপ সংস্কার হয়। সেই সুখরূপ আশয়ের বা বাসনার অনুস্মরণপূর্বক তদনুকূল প্রবৃত্তিরূপ যে (তৎ-অভিমুখ লোভীভূত) চিত্তাবস্থা, তাহাই রাগ; তাহার পর্যায় বা সংজ্ঞাভেদ যথা—গর্দ্ধ, তৃষ্ণা ও লোভ। গর্দ্ধ অর্থে আকাঙ্ক্ষা, বিষয়ের অভাব সর্বদা বোধ করিয়া তাহা পাওয়ার ইচ্ছারূপ প্রবৃত্তিই তৃষ্ণা। লোভ অর্থে লোলুপতা, যাহার বশে লোকে উদরপূর্ণ ভোজন করিয়াও পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। (অনুশয় অর্থে সংস্কারের স্মৃতি। সুখানুশয়ী = সুখসংস্কারের স্মৃতিযুক্ত, তদ্রূপ যে চিত্তাবস্থা তাহাই রাগ)।

৮। দুঃখের অনুস্মরণ হইতে, দুঃখকে এবং দুঃখের সাধনকে অর্থাৎ দুঃখ যদ্দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি তাহা দ্বেষ। তাহার পর্যায় যথা—প্রতিঘ, জিঘাংসা, ক্রোধ ও মন্যু। প্রতিঘাত হইতে জাত অর্থাৎ অভীষ্টলাভে বাধাপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখের বিনাশ করিবার ইচ্ছাই প্রতিঘ। হনন করিবার যে ইচ্ছা তাহা জিঘাংসা। বদ্ধমূল মানস-বিদ্বেষই মন্যু, তাহা ক্রোধরূপ অবস্থার পূর্বাবস্থা।

৯। আশী বা আত্মসত্তার প্রার্থনা নিত্যা অর্থাৎ কোনও প্রাণীতে ইহার অবিচ্ছেদ দেখা যায় না। 'আমার অভাব যেন না হয় কিন্তু আমি যেন থাকি' এই প্রকার আশী সদা সর্বপ্রাণীতে দেখা যায় বলিয়া তাহা নিত্যা। কোথা হইতে এই আশী উৎপন্ন হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই আশী অনুস্মৃতি-স্বরূপ, স্মৃতি পুনশ্চ সংস্কার হইতে জন্মায়, সংস্কার আবার পূর্বের অনুভব বা প্রত্যয় হইতেই সঞ্জাত হয়। 'আমার অভাব না হউক, আমি যেন থাকি'—এইরূপ আশীর অনুভূতি মরণকালেই (প্রধানতঃ) হয়—অতএব ইহার দ্বারা পূর্বজন্মানুভব বা পূর্বজন্মের মরণানুভব পাওয়া যাইতেছে বা প্রমাণিত হইতেছে। স্বরসবাহী অর্থে স্ব-সংস্কারের দ্বারা বহনশীল বা স্বাভাবিকের

সূত্রার্থঃ। তে ইতি। জ্ঞানেচ্ছাদিরূপং চিত্তকার্য্যং প্রবিলয়াপাদ্যতে বিবেকেন। অতস্তেন সমাধ্যধিকারবতা চিত্তেন ক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা ভবন্তি। ততঃ পুনঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ বিবেকস্যাপি নিরোধঃ কার্য্যঃ। তদা অত্যন্তবৃত্তিনিরোধাৎ ক্লেশানামত্যন্ত-প্রলয়ঃ ভবতীত্যর্থঃ।

১১। স্থূলা ইতি। জাত্যায়ুর্ভোগমূলা ক্লেশাবস্থা স্থূলা। নির্ধূয়তে—অপনীয়তে। অনেনেতি। অল্পাঃ প্রতিপক্ষা নাশোপায়া যাসাং তা অল্পকাঃ। সূক্ষ্মাঃ ক্লেশবৃত্তয়ো মহাপ্রতিপক্ষাঃ চিত্তপ্রলয়হেয়ত্বাৎ। চিত্তপ্রলয়শ্চ পরবৈরাগ্যমন্তরেণ ন ভবতি। পরবৈরাগ্যঞ্চ নির্গুণপুরুষ-খ্যাতেরেব উৎপদ্যতে। তচ্চ সম্যগ্দর্শনং সুদুর্লভম্, উক্তঞ্চ 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' ইতি। কেচিৎ বদন্তি শূন্যমাত্মেতি, যথোক্তং "শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্যেৎ পশ্যেৎ শূন্যং বহির্গতম্। ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতামিতি"। কেচিচ্চ চিদানন্দময় আত্মেতি, কেচিৎ চিন্ময়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর আত্মেতি। ন তে সম্যগ্দর্শিনঃ, শূন্যত্বানন্দময়ত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো দৃশ্যধর্ম্মাঃ, ন তে দ্রষ্টুঃ নির্গুণস্য ঔপনিষদপুরুষস্য লক্ষণানি। সুদুর্লভেন সম্যগ্দর্শনেন অসম্প্রজ্ঞাতেন চ যোগেন সূক্ষ্মক্লেশানাং প্রহাণং ততস্তে মহাপ্রতিপক্ষা ইতি।

তাহারা, ইহাই সূত্রের অর্থ। (চিত্ত থাকিলেই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সংযোগরূপ অস্মিতা-ক্লেশ থাকিবে। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের বিবেকখ্যাতিযুক্ত চিত্ত অস্মিতার সূক্ষ্মতম অবস্থা কারণ তাহাতে সংযোগের বিপরীত বিবেকেরই সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সূক্ষ্ম অস্মিতাই তখনকার চিত্তের কারণরূপ সূক্ষ্ম ক্লেশ, চিত্তপ্রলয় হইলে তাহার নাশ হয়)।

জ্ঞানেচ্ছাদিরূপ চিত্তকার্য্য বিবেকের দ্বারা প্রবিলয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা সমাধ্যা-ধিকার চিত্তের (চিত্তচেষ্টা নিবৃত্ত হওয়ায়) ক্লেশসংস্কারসকল দগ্ধবীজবৎ হয়। তাহার পরে পরবৈরাগ্যের দ্বারা বিবেকেরও নিরোধ করণীয়। তখন সর্ব্ববৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ হয় বলিয়া ক্লেশসকলের সম্যক্ নাশ হয়।

১১। জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাকের মূল যে ক্লেশাবস্থা তাহা স্থূল। নির্ধূত হয় অর্থে অপনীত হয়। অল্পপ্রতিপক্ষ বা যাহা সহজে নাশ হয়, ক্লেশের তদ্রূপ অবস্থা অর্থাৎ যাহা অপেক্ষাকৃত সহজে নাশযোগ্য তাহাই অল্পপ্রতিপক্ষ। সূক্ষ্ম ক্লেশবৃত্তিসকল মহাপ্রতিপক্ষ বা প্রবল শত্রু, যেহেতু তাহারা চিত্তের প্রলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। পরবৈরাগ্য ব্যতীত চিত্তের প্রলয় হয় না। পরবৈরাগ্যও নির্গুণ পুরুষখ্যাতি হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই সম্যক্ দর্শন বা প্রজ্ঞান সুদুর্লভ, যথা উক্ত হইয়াছে—'সাধনে যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ জানিতে পারেন' (গীতা)। কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মা শূন্য, যথা উক্ত হইয়াছে—'আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ভাবকে শূন্য দেখিবে (অতএব এই মতে শূন্য এক দৃশ্যপদার্থ হইল) যে এই শূন্য ভাবনা করে সেও নাই বা শূন্য'। কেহ বলেন, চিদানন্দময় আত্মা; কেহ বলেন, আত্মা চিন্ময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর। ইঁহারা কেহই সম্যগ্দর্শী নহেন। কারণ, শূন্যত্ব, আনন্দময়ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব আদি সমস্তই দৃশ্য ধর্ম্ম, তাহারা নির্গুণ দ্রষ্টার বা ঔপনিষদ পুরুষের লক্ষণ নহে (আনন্দময়ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠারূপ মহত্তত্ত্বেরই লক্ষণ)। সুদুর্লভ সম্যক্ দর্শনের দ্বারা এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারাই সূক্ষ্ম ক্লেশসকলের সম্যক্ নাশ হয় বলিয়া তাহারা মহাপ্রতিপক্ষ।

১২। জাত্যায়ুর্ভোগহেতবঃ সংস্কারা আশয়াঃ। কর্ম্ম—চিত্তেন্দ্রিয়প্রাণানাং ব্যাপারঃ। তদনুভবজাতা যে সংস্কারাঃ পুনরভিব্যক্তাঃ সন্তঃ স্বানুরূপাঃ চেষ্টা জনয়েয়ুঃ তথা চ চেষ্টাসহভাবীনি শরীরেন্দ্রিয়সুখদুঃখাদীনি আবির্ভাবয়েয়ুঃ স এব কর্ম্মাশয়ঃ। কর্ম্মাশয়ঃ পুণ্যাপুণ্যরূপঃ। পুণ্যাপুণ্যে কামক্রোধাদিভ্যো জায়েতে। কামাৎ যজ্ঞাদিকং ধর্ম্মং পরপীড়াদিকমধর্ম্মং চরতি। তথা লোভাৎ ক্রোধাৎ মোহাচ্চাপি। অবিদ্যায়ামন্তরে বহুধা বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যা যে কর্ম্মিণস্তেষাং মোহমূলো ধর্ম্মঃ অধর্ম্মশ্চেতি।

স ইতি। কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। যজ্জন্মনি উপচিতঃ কর্ম্মাশয়স্তস্মিন্নেব জন্মনি স চেদ্ বিপক্বো ভবেৎ তদা দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। অন্যস্মিন্ জন্মনি বেদনীয়ঃ অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ, এতয়োরুদাহরণে আহ তত্রেতি, সুগমম্। সদ্য এব অচিরাদেবেত্যর্থঃ। নন্দীশ্বরো নহুষশ্চাত্র যথাক্রমং দৃষ্টান্তঃ। তত্রেতি। নারকাণামুপভোগদেহানাং নিরয়দুঃখভাজাং সত্ত্বানাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ো যতস্তে প্রাগুপার্জিতকর্ম্মণঃ ফলমেব ভুঞ্জতে, মনঃপ্রধানত্বাৎ তন্নিকায়স্য। যথা স্বপ্নে স্মৃতিরূপে নাস্তি পৌরুষকর্ম্মাশয়প্রচয়স্তথা প্রেতানাং সত্ত্বানামিতি। ননু কস্মাদুক্তং নারকাণামিতি? সন্তি হি দিব্যদেহা অপি প্রেতাঃ সত্ত্বাঃ তেঽপি উপভোগদেহাঃ কস্মাত্তে নোক্তা ইতি উচ্যতে—দিব্যদেহেষু যে উপভোগপ্রধানদেহাস্তেষামপি স্বল্পো দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ। তত্র যে ধ্যানবলসম্পন্না বশিনঃ অস্তি তেষাং দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ

১২। জাতি, আয়ু ও ভোগের যাহা হেতু সেই সংস্কারসকলই আশয় বা কর্ম্মাশয়। চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের অনুভবজাত যে সকল সংস্কার পুনরায় অভিব্যক্ত হইয়া নিজের অনুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং চেষ্টার সহভাবী (উপকরণরূপ) শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং তদনুরূপ সুখ-দুঃখাদি নিষ্পাদিত করে তাহারাই কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় সুখ-দুঃখ-ফলানুসারে পুণ্য এবং অপুণ্যরূপ। পুণ্য এবং অপুণ্য কামক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। কামনাপ্রযুক্ত যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং পরপীড়নাদি অধর্ম্ম কর্ম্ম লোকে আচরণ করে, সেইরূপ লোভ ক্রোধ এবং মোহপূর্ব্বকও লোকে ঐরূপ কর্ম্ম করে। যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বহুরূপে বর্ত্তমান এবং নিজেকে ধীর এবং পণ্ডিত মনিয়া মান করে সেইরূপ কর্ম্মীদের (নিবৃত্তি-বিরোধী) ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম কর্ম্ম হয়।

সেই কর্ম্মাশয় দৃষ্ট ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে কর্ম্মাশয় যে জন্মে সঞ্চিত, যদি সেই জন্মেই তাহা বিপাকপ্রাপ্ত বা ফলীভূত হয় তবে তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে, আর তাহা অন্য জন্মে বিপক্ব হইলে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে। ইহাদের উদাহরণ বলিতেছেন, সদ্যই অর্থাৎ অচিরাৎ বা অবিলম্বে। নন্দীশ্বর এবং নহুষ ইঁহারা যথাক্রমে ঐ দুই প্রকার কর্ম্মাশয়ের দৃষ্টান্ত। নারকীদের অর্থাৎ উপভোগদেহী নিরয়দুঃখভোগী জীবদের দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় হয় না, যেহেতু তাহারা নারক শরীরে কেবল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলই ভোগ করে, কারণ সেইজাতীয় শরীরসমূহ মনঃপ্রধান (তজ্জন্য মনঃপ্রধান কর্ম্মসংস্কার সকলেরই তথায় স্মৃতিরূপে প্রাধান্য)। যেমন স্মৃতিরূপ স্বপ্নে নূতন পুরুষকারজ কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয় না, সেইরূপ প্রেতদেরও তাহা হয় না। (যাহারা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছে তাহারাই প্রেত)। এবিষয়ে কেবল নারকীয় প্রেতদের উদাহরণ দেওয়া হইল কেন? কারণ, দৈবদেহধারী প্রেতশরীরীদেরকেও ত উপভোগশরীরী বলা হয়, তাহারা উহার মধ্যে গণিত হইল না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—দৈবদেহীদের মধ্যে যাহাদের উপভোগ-প্রধান দেহ তাঁহাদের অল্প দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় হইতে পারে।

কর্মাশয়ঃ, যতস্তে তস্মাদ্দেহেনৈব নিষ্পন্নকৃত্যাঃ পরং পদং বিশন্তি। যথোক্তং "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমিতি"। পুনর্জন্মাভাবাৎ ক্ষীণক্লেশানাং নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ, তস্মিন্নেব জন্মনি তেষাং সংস্কারক্ষয়ঃ স্যাদিতি

১৩। জাত্যায়ুর্ভোগা ইতি ত্রিবিধো বিপাকঃ—ফলং কর্মাশয়স্য। জাতিঃ—দেহঃ, আয়ুঃ—দেহস্থিতিকালঃ, ভোগঃ—সুখং দুঃখং মোহশ্চ। দেহমাশ্রিত্য আয়ুর্ভোগৌ সম্ভবতঃ। অভিমানং বিনা ন দেহধারণং তথা রাগাদিং বিনা সুখাদি ন সম্ভবেৎ, অতঃ অস্মিতারাগাদিক্লেশমূল এব কর্মাশয়ো জাত্যাদেঃ কারণম্। তদ্যথাযুক্তং সৎস্থ ইতি। মূলম্। তুষাবনদ্ধাঃ—সতুষাঃ।

কেচিদাহুরিত্যেকং কর্ম একস্য জন্মনঃ কারণম্, অন্যো বদতি একং পশুহননাদিকর্ম অনেকং জন্ম নির্বর্তয়তীতি। ইত্যাদীন্ ত্রীন্ অসমীচীনান্ পক্ষান্ নিরস্য সমীচীনং সিদ্ধান্তমাহ তস্মাজ্জন্মেতি। বহূনি কর্মাণি মিলিত্বা একমেব জন্ম নির্বর্তয়ন্তীতি সিদ্ধান্ত এব ন্যায্যঃ। যতো নাস্তি কিঞ্চিদেকং কর্ম যেন দেহধারণং স্যাৎ। দেহভৃতাং বহবঃ সুখদুঃখভোগা নৈকস্মাৎ কর্মণঃ সংঘটেরন্ ইতি। কথং কর্মাশয়প্রচয়স্তদাহ তস্মাদিতি। প্রায়ণং—মরণম্। প্রচয়ঃ—সঞ্চয়ঃ। বিচিত্রঃ—সর্বকরণানাং নানাবিধচেষ্টানাং সংস্কারাত্মকত্বাদতীব

তন্মধ্যে যাঁহারা ধ্যানবলসম্পন্ন বশী যোগী অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত বশীকৃত তাঁহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হয়, কারণ, তাঁহারা সেই দেহেতেই নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া অর্থাৎ অপবর্গরূপ অবশিষ্ট কৃত্য বা কর্তব্য শেষ করিয়া পরম পদ কৈবল্যলাভ করেন। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা—'প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা কৃতাত্মা বা নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া পরমপদ লাভ করেন'। পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া ক্ষীণক্লেশ যোগীদের অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নাই, কারণ, সেই জন্মেই তাঁহাদের সংস্কারনাশ হয়।

১৩। জাতি, আয়ু ও ভোগ ইহারা ত্রিবিধ বিপাক বা কর্মাশয়ের ফল। জাতি অর্থে দেহ, আয়ু অর্থে দেহের স্থিতিকাল এবং ভোগ—সুখ দুঃখ ও মোহরূপ। দেহকে আশ্রয় করিয়া আয়ু এবং ভোগ সম্ভাবিত হয়। দেহাত্মবোধরূপ অভিমানব্যতীত দেহধারণ হইতে পারে না, তেমনি রাগাদিব্যতীত সুখাদি হয় না, অতএব অস্মিতারাগাদি ক্লেশমূলক কর্মাশয়ই জাত্যাদির কারণ। তজ্জন্য (ভাষ্যকার) বলিয়াছেন যে, 'ক্লেশসকল মূলে থাকিলেই কর্মাশয়ের ফল দেখা দেয়'। তুষাবনদ্ধ অর্থে তুষের দ্বারা আবৃত।

কেহ কেহ মনে করেন একটি কর্মই এক জন্মের কারণ, অন্যে বলেন পশুহননাদি এক কর্মই অনেক জন্ম নিষ্পাদন করে। ইত্যাদি তিন প্রকার অসমীচীন পক্ষ নিরাস করিয়া যাহা সমীচীন সিদ্ধান্ত তাহা বলিতেছেন। বহু কর্ম একত্র মিলিত হইয়া একটি জন্ম নিষ্পন্ন করে—এই সিদ্ধান্তই ন্যায্য। কারণ, এমন একটিমাত্র কোনও কর্ম হইতে পারে না যাহার ফলে দেহধারণ ঘটিতে পারে। দেহধারিগণের নানাবিধ সুখ-দুঃখভোগ কেবল একটি মাত্র কর্মের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না (নানা প্রকার কর্মের মিলিত ফলেই তাহা সম্ভব)। কিরূপে কর্মাশয় সঞ্চিত হয় তাহা বলিতেছেন। প্রায়ণ অর্থে মৃত্যু। প্রচয় অর্থে সঞ্চয়। বিচিত্র অর্থাৎ সমস্ত করণসকলের যে নানাবিধ চেষ্টা তাহার সংস্কারস্বরূপ বলিয়া কর্মাশয় অতীব বিচিত্র। তীব্র অনুভব হইতে জাত বা পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম

বিচিত্রঃ। তীব্রানুভবাদ্ধুনাত্তঃ পুনঃ পুনঃ কৃতেভ্যঃ কর্মভ্যো বা জাতঃ সংস্কারঃ প্রধানং, ততোঽন্য উপসর্জনঃ অমুখ্য ইত্যর্থঃ, তদ্রূপেণ অবস্থিতঃ সঙ্কুচিত ইত্যর্থঃ।

প্রায়ণেন—লিঙ্গস্য স্থূলদেহত্যাগরূপেণ মরণেন অভিব্যক্তঃ। প্রায়ণকালে যস্মিন্ ক্ষণে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি সৎ সংস্কারাধারঃ চিত্তং স্বাধিষ্ঠানাৎ বিযুক্তং ভবতি তস্মিন্নেব ক্ষণে আজীবনকৃতানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংস্কাররূপেণাবস্থিতানাং স্মৃতয়ঃ অখণ্ডভাবে চেতসি উদযন্তি। চেতসোঽধিষ্ঠানভূতাৎ বর্ত্তমানদেহাৎ বিচ্ছিন্নভবনরূপাদুদ্রেকাৎ এব যুগপৎ সর্বস্মৃতিসমুদ্ভবঃ স্যাৎ দেহসম্বন্ধশূন্যে অখণ্ডীভূতে চেতসীতি। উক্তঞ্চ "শরীরং ত্যজতে জন্তুশ্ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু" ইতি। তদা ক্ষণবিচ্ছিন্নে কালে সর্ব্বাসাং স্মৃতীনাং যঃ সমুদয়ঃ স এব একপ্রঘট্টকেন—একপ্রযত্নেন মিলিত্বা উত্থানম্। স মূর্চ্ছিতঃ—পিণ্ডীভূত একঘন ইব। স্থূলদেহত্যাগানন্তরম্ একস্মাৎ কর্ম্মাশয়াদেকং দিব্যঃ বা নারকং বা জন্ম ভবতি। স হি উপভোগদেহো মনঃপ্রধানত্বাৎ স্বপ্নবৎ। শ্রূয়তে চ "স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণীতি"। ন হি তস্মিন্ প্রেতনিকায়ে স্থূলদেহারম্ভকঃ কর্ম্মাশয়ঃ বিপচ্যতে নাপি তাদৃশকর্ম্মাশয়প্রচয়ো ভবেৎ। তত্র চ চেতোমাত্রাধীনানাং পূর্ব্বকর্ম্মণাং ফলভূতঃ সুখদুঃখভোগস্তদ্বাসনাপ্রচয়শ্চ

হইতে সঞ্জাত সংস্কারই প্রধান, তদপেক্ষায় অন্য কর্ম্মের সংস্কার উপসর্জন বা গৌণ। সেই সেই রূপে অর্থাৎ প্রধান ও গৌণরূপে কর্ম্মাশয় অবস্থিত বা সঙ্কুচিত থাকে।

প্রায়ণের দ্বারা অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের* স্থূলদেহত্যাগরূপ মৃত্যুর দ্বারা কর্ম্মাশয়সকল অভিব্যক্ত হয়। মৃত্যুকালে যখন ক্ষীণেন্দ্রিয় বৃত্তিক হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে যে চিত্তের ভবাত্মক বৃত্তি তাহা ক্ষীণ হইয়া, সংস্কারাধার চিত্ত নিজের অধিষ্ঠান বা দেহ হইতে বিযুক্ত হয় ঠিক সেই ক্ষণে (জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে) সংস্কাররূপে অবস্থিত আজীবনকৃত সমস্ত কর্ম্মের স্মৃতি অখণ্ডভাবে (দৈহিক সম্পর্ক ক্ষীণতর হওয়াতে অতীব প্রকাশশীল) চিত্তে উদিত হয়। চিত্তের অধিষ্ঠানভূত দৈহিক বর্ত্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ারূপ উদ্রেকের ফলে দেহ-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড চিত্তে যুগপৎ সমস্ত (আজীবনকৃত কর্ম্মের) স্মৃতি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ারূপ উদ্রেকই সমস্ত স্মৃতির উদ্ঘাটক কারণ। যথা উক্ত হইয়াছে—(মহাভারতে), 'মর্ম্মসকল ছিন্ন হইলে জন্তু শরীরত্যাগ করিয়া থাকে'। তখন মাত্র একক্ষণরূপ কালে সমস্ত স্মৃতির যে সমাবৃত্তভাবে বা পরিস্ফুটরূপে উদয় তাহাই একপ্রঘট্টকে বা একপ্রযত্নে মিলিত হইয়া উত্থান। সম্মূর্চ্ছিত অর্থে পিণ্ডীভূত একঘন বা অবিরলের ন্যায়। স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর—ঐরূপ পিণ্ডীভূত কর্ম্মাশয় হইতে এক দৈব বা নারক জন্ম হয়। তাহাই উপভোগদেহ, কারণ তাহা স্বপ্নবৎ মনঃপ্রধান (পুরুষকারহীন)। এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—'তিনি স্বপ্ন হইয়া—অর্থাৎ স্বপ্নবৎ অবস্থায় ইহলোককে ও মৃত্যুর রূপকে (রোগাদিযুক্ত হইয়া মৃত হইলাম—এইরূপে মৃত্যুর রূপ হইয়া) অতিক্রমণ করেন বা প্রস্থান করেন' (বৃহ. উপ.)।

যে কর্ম্মাশয়ের ফলে স্থূল দেহধারণ ঘটে, তাহা সেই প্রেত অবস্থায় বিপাকপ্রাপ্ত হয় না বা তাদৃশ অর্থাৎ স্থূল দেহোপযোগী কোনও নূতন কর্ম্মাশয় সঞ্চিতও হয় না। তথায় চিত্তমাত্রাধীন বা মনঃপ্রধান পূর্ব্বকর্ম্মসকলের অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি যাহা মনেই প্রধানতঃ আচরিত

* করণসকলের শক্তিরূপ অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল, যাহা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া সংযুক্ত হয়, তাহাদের নাম লিঙ্গশরীর।

স্যাৎ। যথা স্বপ্নে মনঃপ্রধানে চিত্তক্রিয়া চ তজ্জঃ সুখদুঃখভোগশ্চ, তদ্বৎ। তদনন্তরম্ অবশিষ্টাৎ স্থূলদেহাবস্থকাৎ কর্ম্মাশয়াৎ স্থূলকর্ম্মদেহধারণং স্যাৎ। স্থূলসূক্ষ্মদেহানামায়ুঃ, তথা আয়ুষি সুখদুঃখমোহভোগশ্চ তৎকর্ম্মাশয়াদেব ভবতি। স্থূলজন্মনি অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যাপাপৈঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়ৌ আয়ুর্ভোগৌ অপি স্যাতাম্। এবমুত্তর-জন্মাবস্থকস্য কর্ম্মাশয়স্য তৎপূর্ব্ব-স্থূলজন্মনি নির্ব্বর্ত্তনাদেকভবিকঃ কর্ম্মাশয় ইত্যুৎসর্গ অনুজ্ঞাতঃ। একো ভবঃ—জন্ম একভবঃ, একভবে নিষ্পন্নঃ সঞ্চিতো বা একভবিকঃ।

তত্রাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় এব ত্রিবিপাকঃ, দৃষ্টজন্মবেদনীয়ো ন তথা। কস্মাত্তদাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টজন্মকৃতস্য কর্ম্মণঃ চেদ্দৃষ্টজন্মনি বিপাকস্তদা জাতিরূপো বিপাকো ন স্যাৎ তস্মাত্তস্য আয়ুরূপো ভোগরূপো বা একো বিপাক আয়ুর্ভোগরূপৌ বা দ্বৌ বিপাকৌ ভবেতাম্। একবিপাকস্য দৃষ্টান্তো নহুষঃ দ্বিবিপাকস্য চ নন্দীশ্বরঃ। নহুষনন্দীশ্বরয়োর্ন জন্মরূপো বিপাকো জাতঃ। নহুষস্য চ দিব্যায়ুরপি ন নষ্টং কিন্তু তস্মিন্নায়ুষি সর্পত্বপ্রাপ্তিজন্যো দুঃখভোগ এব সঞ্জাতঃ। নন্দীশ্বরস্য পুনঃ দিব্যৌ আয়ুর্ভোগৌ জাতৌ।

হইয়াছে তাদৃশ কর্ম্মের, ফলভূত সুখ-দুঃখভোগ এবং তদনুরূপ বাসনার সঞ্চয় হয়। যেমন মনঃপ্রধান স্বপ্নে চিত্তের ক্রিয়া ও তজ্জাত সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তদ্রূপ। তদনন্তর অর্থাৎ মনঃপ্রধান কর্ম্মের ফলভোগের পর, স্থূলদেহরূপে ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য অবশিষ্ট শরীর-প্রধান কর্ম্মাশয় হইতে স্থূল কর্ম্মদেহ ধারণ হয়। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আয়ু এবং সেই আয়ুকালে সুখ, দুঃখ ও মোহের ভোগ—সেই স্থূলদেহের কর্ম্মাশয় হইতেই হয়। স্থূলজন্মে আচরিত অত্যুৎকট বা অতিতীব্র পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের দ্বারা দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ু এবং ভোগরূপ ফলও হইতে পারে (যদিও সাধারণতঃ আয়ু ও বিশেষতঃ জাতি-রূপ কর্ম্মাশয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয়)। এইরূপে পরজন্মনিষ্পাদক কর্ম্মাশয় তৎপূর্ব্বের স্থূল জন্মে সঞ্চিত হওয়ায় কর্ম্মাশয় একভবিক—এই (সাধারণ) নিয়ম অনুজ্ঞাত বা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। একই ভব বা জন্ম—একভব, তাহাতে যাহা নিষ্পন্ন বা সঞ্চিত তাহা একভবিক।

তন্মধ্যে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলেই কর্ম্মাশয় ত্রিবিপাক হইতে পারে, কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় তাহা নহে। কেন? তাহা বলিতেছেন দৃষ্টজন্মে কৃত কর্ম্মের যদি তজ্জন্মেই বিপাক হয় তাহা হইলে জাতিরূপ বিপাক হইতে পারে না (কারণ জাতিবিপাক অর্থে অন্য জাতিতে পরিণতি, তাহা একই জন্মে কিরূপে হইবে?) তজ্জন্য তাহার আয়ুরূপ অথবা ভোগরূপ অথবা আয়ু এবং ভোগ এই দুই প্রকারই বিপাক হইতে পারে। একবিপাক-কর্ম্মাশয়ের দৃষ্টান্ত নহুষের অজগরত্বপ্রাপ্তি, দ্বিবিপাকের উদাহরণ নন্দীশ্বর (তিনি দেহান্তর গ্রহণ না করিয়াই স-শরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন—এরূপ আখ্যায়িকা)। নহুষ এবং নন্দীশ্বরের (মৃত হইবার পর) জন্ম অর্থাৎ জাতিরূপ নূতন বিপাক হয় নাই। নহুষের দিব্য আয়ুও নষ্ট হয় নাই, কিন্তু সেই আয়ুতেই সর্পত্বপ্রাপ্তি জনিত দুঃখভোগ সঞ্জাত হইয়াছিল। (মৃত হইয়া সর্প-জন্ম গ্রহণ না করায় তাঁহার সর্পত্ব-প্রাপ্তিকে জাতিরূপ বিপাকের অন্তর্গত করা হয় নাই, এবং সেই আয়ুতেই ঐ সর্পত্বপ্রাপ্তি জনিত দুঃখভোগ হইয়াছিল বলিয়া—আয়ুরূপ নূতন বিপাকও হয় নাই)। নন্দীশ্বরের দিব্য আয়ু এবং ভোগ উভয় প্রকার (দৃষ্টজন্ম-বেদনীয়) বিপাক হইয়াছিল।

কর্মাশয় একভবিকো বাসনা তু অনেকভবপূর্বিকা। চিত্তস্যানাদিপ্রবর্তমানত্বাৎ তস্যাতীতা জাত্যায়ুর্ভোগা অসংখ্যেয়াঃ। ততশ্চ চিত্তস্য ক্লেশকর্মাদিসংস্কারা অসংখ্যাতাঃ। ক্লেশাশ্চ কর্মবিপাকাশ্চ ক্লেশকর্মবিপাকাঃ তেষামনুভবরূপাৎ নিমিত্তাৎ জাতাঃ স্মৃতিফলা বাসনাঃ। ক্লেশকর্মবিপাকৌ চ ইতরেতরসহায়ৌ তস্মাৎ প্রাধান্যাৎ কর্মবিপাকানুভবজন্যত্বেঽপি বাসনানাং তা হি ক্লেশৈঃ পরামৃষ্টাঃ সত্যঃ অপি প্রচীয়ন্তে। তাভির্বাসনাভিরনাদিকালাৎ যাবৎ সংমূর্চ্ছিতম্—একলোলীভূতম্ একঘনং ভূত্বা প্রবর্তমানমিত্যর্থঃ, চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্বতঃ গ্রন্থিভির্জালতন্তুঃ মৎস্যজালমিব। উৎসর্গঃ সামান্যশাস্ত্রং কর্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গস্যাপি সন্তি অপবাদাঃ। তান্ বক্তুমুপক্রমতে যস্ত্বিতি। নিয়তঃ—অব্যাহতঃ নিমিত্তান্তরেণাসংকুচিত ইতি যাবৎ বিপাকো যস্য স নিয়তবিপাকঃ কর্মাশয়ঃ। কর্মাশয়শ্চেন্নিয়তবিপাকস্তথা দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ স্যাৎ তর্হ্যেব স সম্যগেকভবিকঃ স্যাৎ। অন্যথা একভবিকস্যাপবাদঃ। কথং তদর্শয়তি, য ইতি। কৃতস্য অবিপক্বস্য নাশ ইত্যস্য উদাহরণং ক্ষময়া ক্রোধসংস্কারনাশঃ। দ্বিতীয়া গতিঃ বলবতা প্রধানকর্মণা সহ আবাপগমনম্ একত্র ফলীভাব ইত্যর্থঃ দুর্বলস্য কর্মণঃ। ধান্যপ্রায়ে ক্ষেত্রে ধান্যেন সহোপ্তমুদ্গাদিবৎ। তৃতীয়া গতিঃ নিয়তবিপাকেন প্রধানকর্মণা

কর্মাশয় একভবিক কিন্তু বাসনা অনেক-ভবিক অর্থাৎ অনেক জন্মের সঞ্চিত। চিত্ত অনাদি কাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে সুতরাং তাহার জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক অসংখ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব চিত্তের ক্লেশকর্মাদির সংস্কারও অসংখ্য, ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ও ইহাদের অনুভবরূপ নিমিত্ত হইতে বাসনারূপ সংস্কার হয় যাহার ফল তদনুরূপ স্মৃতিমাত্র। ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ইহারা পরস্পরসহায়ক সুতরাং বাসনাসকল প্রধানতঃ কর্মবিপাকের অনুভব হইতে সঞ্জাত হইলেও তাহারা ক্লেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই সঞ্চিত থাকে। সেই বাসনাসকলের দ্বারা অনাদি কাল হইতে সংমূর্চ্ছিত অর্থাৎ একলোলীভূত (এক-প্রবাহে মিলিত) বা একঘন (সম্পিণ্ডিত) হইয়া প্রবর্তমান হওয়াতে চিত্ত যেন তদ্দ্বারা চিত্রিত হইয়া গ্রন্থিসকলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত মৎস্যজালের ন্যায়। (বাসনা সম্বন্ধে 'কর্মপ্রকরণ' ও ৪।৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

সমস্ত নিয়মেরই অপবাদ বা ব্যতিক্রম আছে বলিয়া—'কর্মাশয় একভবিক' এই নিয়মেরও অপবাদ আছে তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন। নিয়ত বা অব্যাহত অর্থাৎ অন্য কোন নিমিত্তের দ্বারা অসঙ্কুচিত যাহার বিপাক তাহাই নিয়তবিপাক কর্মাশয় (অন্য কোনও প্রবল বা বিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা যাহা পরিবর্তিত বা খণ্ডিত হয় না, সুতরাং যাহা সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হয়, তাহাই নিয়তবিপাক কর্মাশয়)। কর্মাশয় নিয়তবিপাক এবং দৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলে তবেই তাহা সম্যক্ একভবিক হইতে পারে, অন্যথা এক-ভবিকত্বনিয়মের অপবাদ হয়। কেন, তাহা দেখাইতেছেন। কৃত অবিপক্ব কর্মের নাশ হয়, তাহার উদাহরণ যথা—ক্ষমার দ্বারা ক্রোধসংস্কারের নাশ। দ্বিতীয় গতি—বলবান্ প্রধান কর্মের সহিত আবাপগমন অর্থাৎ তৎসহ দুর্বল কর্মের (মিশ্রিত হইয়া) একত্র ফলীভূত হওয়া। ধান্যপ্রধান-ক্ষেত্রে ধান্যের সহিত উপ্ত (বপন-কৃত) মুদ্গাদিবৎ (ধান্যক্ষেত্রে কেবল কয়েকটি মুগ থাকিলে তাহা ধান্যের সহিত মিলিয়া যায় পৃথক্ লক্ষিত হয় না এবং সেক্ষেত্রকে ধান্যক্ষেত্রই বলা হয়, তদ্বৎ)। তৃতীয় গতি—নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্মের দ্বারা অভিভূত হওয়া তাহাতে বিপাকের কালাভাবহেতু (ঐ প্রধান কর্মের ফলভোগ আগে হইবে বলিয়া অপ্রধান কর্মের—) দীর্ঘকাল অবিপক্বাবস্থায় অবস্থান। এই তিন প্রকার

অভিভবঃ, ততশ্চ বলাকালালাভাৎ চিরমবস্থানম্। এতাস্তিস্রো গতীরুদাহরণৈঃ দ্যোতয়তি, তত্রেতি। শ্রুতিমুদাহরতি। দ্বে দ্বে ইতি। পুরুষাণাং কর্ম্ম দ্বে দ্বে—দ্বিবিধঃ পাপং পুণ্যঞ্চেতি। তত্র পাপকস্য একো রাশিঃ, অন্যঃ পুণ্যকৃতঃ শুক্লকর্ম্মণ একো রাশিঃ পাপকমুপহন্তি। তৎ—তস্মাৎ সুকৃতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তুম্ ইচ্ছস্ব ইচ্ছ ইত্যর্থঃ, ছান্দসমাত্মনেপদম্। ইহৈব কর্ম্ম ইহলোক এব পুরুষকারভূমিরিতি তে—তুভ্যং কবয়ো—ক্রান্তপ্রজ্ঞা বেদয়ন্তে ধর্ম্মং ব্রুবন্তীতি। দ্বে দ্বে ইতি অভ্যাসো বহুপুরুষাণাং বিচিত্রকর্ম্মরাশি-সূচনার্থঃ।

দ্বিতীয়াং গতেরুদাহরণং যত্রেতি। উক্তং পঞ্চশিখাচার্য্যেণ—অকুশলমিশ্রপুণ্যকারিণঃ স্বল্পঃ প্রত্যবমর্ষঃ। যদ অকুশলঃ স্বল্পঃ সঙ্করঃ—পুণ্যেন সঙ্কীর্ণঃ। বহুপুণ্যমিশ্র ইত্যর্থঃ, সপরিহারঃ—প্রায়শ্চিত্তাদিনা, সপ্রত্যবমর্ষঃ—অনুশোচনীয় ইত্যর্থঃ, স ন কুশলস্য অপকর্ষায়—অভিভবায় ন অলম্ অসমর্থ ইত্যর্থঃ যতো মে বহু অন্যৎ কুশলং কর্ম্ম অস্তি যত্র—যেন সহেত্যর্থঃ অয়ম্ অকুশলঃ আবাপং গতঃ—মিলিতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতীতি।

তৃতীয়াং গতিং ব্যাচষ্টে কথমিতি। যে তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়া নিয়তবিপাকাঃ কর্ম্মসংস্কারাস্তেষামেব মরণং সমানং—সাধারণং সর্ব্বেষাং তৎফলদানাভিমুখ্যেকং মরণমেবেত্যর্থঃ, অভিব্যক্তিকারণম্। ন তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ অনিয়তবিপাক ইত্যেবংজাতীয়কস্য কর্ম্মসংস্কারস্যেতি। যতঃ স সংস্কারো নশ্যেদ্ বা আবাপং বা গচ্ছেদ্ অথো বা চিরমপ্যাসীত—অভিভূতঃ

বিপাকের গতি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন শ্রুতি হইতে উদাহরণ দিতেছেন, যথা—পুরুষের কর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ মনুষ্যগণের পাপ ও পুণ্যরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে পাপের এক রাশি। তদ্ব্যতিরিক্ত পুণ্যমূলক শুক্লকর্ম্মের এক রাশি (তাহার আধিক্য থাকিলে) তাহা ঐ পাপকর্ম্মের রাশিকে নাশ করে। সুতরাং সুকৃত বা পুণ্যকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। বৈদিক ব্যবহারে 'ইচ্ছস্ব' আত্মনেপদ হইয়াছে। ইহলোকই কর্ম্মভূমি বা পুরুষকারের স্থান (পরলোকে ভোগই প্রধান)। ইহা তোমাদের নিকট কবিরা অর্থাৎ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞাপিত করিয়াছেন। বহুপুরুষের বিচিত্র কর্ম্মরাশি-সূচনার্থ 'দ্বে' শব্দের অভ্যাস অর্থাৎ দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে।

দ্বিতীয় গতির উদাহরণ যথা—পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অকুশলমিশ্রিত (শুক্ল-কৃষ্ণ) পুণ্যকারীদের এই প্রকার অনুচিন্তন হয়—আমার যে অকুশল কর্ম্ম তাহা স্বল্প বা সামান্য সঙ্কর বা পুণ্যের সহিত সংকীর্ণ অর্থাৎ বহুপুণ্যমিশ্রিত সপরিহার বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহার করার যোগ্য, সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ বহুপুণ্যের মধ্যে থাকিলেও যাহার জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে, তাদৃশ (ঐ ঐরূপ অকুশল) কর্ম্ম আমার বহু কুশল কর্ম্মকে অপকর্ষ বা অভিভব করিতে অসমর্থ, কারণ, আমার অন্য বহু কুশল কর্ম্ম আছে যাহার সহিত এই (সামান্য) অকুশল কর্ম্ম আবাপগত হইয়া অর্থাৎ পুণ্যের সহিত একত্র মিলিত হইবার পর, বিপাক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেও আমার অল্পই অপকর্ষ করিবে অর্থাৎ যদিও তাহারা স্বর্গেও অনুসরণ করিবে তথাপি সেখানে অল্পই দুঃখ দিবে।

তৃতীয় গতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে সকল অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়তবিপাক-কর্ম্মসংস্কার (অর্থাৎ যাহা পর জন্মে নিশ্চয় সম্পূর্ণ রূপে ফলীভূত হইবে) এক মৃত্যুই তাহাদের সমান বা সাধারণ অভিব্যক্তিকারণ অথাৎ তাদৃশ সমস্ত সংস্কার মৃত্যুরূপ এক সাধারণ কারণের দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাকরূপ কর্ম্মসংস্কার

যাবন্ন সরূপং কিঞ্চিৎ কর্ম তং সংস্কারং বিপাকাভিমুখং করোতি। সমানম্ অভিব্যঞ্জকমস্য নিমিত্তং—নিমিত্তভূতং কর্মৈতাদৃশং। কুত্র দেশে কস্মিন্ কালে কৈর্বা নিমিত্তৈঃ কিঞ্চন কর্ম বিপক্বং ভবেৎ তদ্বিশেষাবধারণং দুঃসাধং যোগজপ্রজ্ঞাপেক্ষত্বাৎ। কর্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গো য আচার্যৈঃ প্রতিজ্ঞাতো ন স উক্তেভ্যঃ অপবাদেভ্যো নিবর্ত্তেত যত উৎসর্গাঃ সাপবাদা ইতি।

১৪। তে ইতি। পুণ্যং—যমনিয়মধ্যানাদীনি, তদ্ধেতুকা জন্মায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ—অনুকূলবেদনীয়া ভবন্তি। সুখমভোগাদ্ জন্মায়ুষী প্রার্থনীয়ে ভবত ইত্যর্থঃ। তদ্বিপরীতা অপুণ্যহেতুকাঃ। অনুকূলাত্মকমপি বিবেকিভির্যোগিভির্দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্যতে বক্ষ্যমাণেন হেতুনা।

১৫। সর্বস্যেতি। রাগেণ অনুবিদ্ধঃ—সম্পৃক্তঃ, চেতনানি—পুত্রাদীনি, অচেতনানি—গৃহাদীনি, সাধনানি—উপকরণানি তেষামধীনঃ সুখানুভবঃ। তথা দ্বেষমোহজোঽপি অস্তি কর্মাশয় ইত্যেবং রাগদ্বেষমোহজো মানসঃ কর্মাশয় ইতি অস্মাভিরুক্তম্। ততঃ শারীরঃ অপি কর্মাশয়ো ভবতি। যতো ভূতানি—প্রাণিনঃ অনুপহত্য—ন উপহত্য, অস্মাকম্ উপভোগো ন সম্ভবতি, তস্মাৎ কায়িককর্মণাত্তঃ শারীরঃ কর্মাশয়োঽপি উৎপদ্যতে উপভোগবতাম্।

তাহার পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ, সেই সংস্কার নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, আবাপগত (প্রধান-কর্মের সহিত), হইতে পারে, অথবা দীর্ঘকাল অভিভূত হইয়া সঞ্চিত থাকিতে পারে—যতদিন-না তৎসদৃশ অন্য কোনও (প্রবল) কর্ম সেই সংস্কারকে বিপাকাভিমুখ করিবে। (সমান বা একই অভিব্যঞ্জকরূপ নিমিত্ত বা নিমিত্তভূত কর্ম—ইহাই তাহার অন্বয়)। কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কোন্ নিমিত্তের দ্বারা কোন্ কর্ম বিপাকপ্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য, কারণ, তাহা যোগজপ্রজ্ঞা-সাপেক্ষ।

কর্মাশয় একভবিক এই উৎসর্গ বা নিয়ম যাহা আচার্যদের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা উক্তরূপ অপবাদের দ্বারা নিবর্তিত হইবার নহে, কারণ, প্রত্যেক উৎসর্গই অপবাদযুক্ত অর্থাৎ অপবাদ বা ব্যতিক্রম থাকিলেও মূল যে উৎসর্গ বা সাধারণ নিয়ম তাহা নিবর্তিত হয় না।

১৪। পুণ্য অর্থাৎ যম-নিয়ম-ধ্যান-দান; তন্মূলক যে জন্ম, আয়ু ও ভোগ তাহা সুখকর হয় এবং অনুকূলবেদনীয় বা অভীষ্ট হয়। ভোগ যদি সুখকর হয় তাহা হইলে জন্ম এবং আয়ু প্রার্থনীয় হয়। উহার বিপরীত কর্ম অপুণ্যমূলক। বিবেকীর নিকট অনুকূলাত্মক সুখও দুঃখের মধ্যে গণিত হয়—বক্ষ্যমাণ কারণে (পরের সূত্রে উক্ত হইয়াছে)।

১৫। রাগের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা রাগযুক্ত যে চেতন যেমন পুত্রাদি, অচেতন যথা গৃহাদি; এইরূপ যে সাধন বা ভোগের উপকরণসকল—সুখানুভব ইহাদের সকলের অধীন। তেমনি (রাগের ন্যায়) দ্বেষ ও মোহ হইতে জাত কর্মাশয়ও আছে। এইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহজ মানসিক কর্মাশয় যে আছে, ইহা পূর্বে আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে শারীর কর্মাশয়ও হয়, কারণ, অন্য জীবকে অনুপঘাত করিয়া—অর্থাৎ তাহাদের উপঘাত (পীড়ন বা স্বার্থ হানি) না করিয়া—আমাদের বিষয়ভোগ হইতে পারে না, তজ্জন্য উপভোগরত ব্যক্তিদের কায়িক কর্ম হইতে শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। রাগ-দ্বেষাদি

রাগাদি-মনোভাবমাত্রাজ্জাতো মানসঃ কর্মাশয়ঃ, তথা মিলিতেন মানসেন শারীরেণ চ কর্মণা নিষ্পন্নঃ শারীরঃ কর্মাশয়ঃ।

বিষয়েতি। এতৎপাদস্য পঞ্চমসূত্রভাষ্যে বিষয়সুখমবিদ্যোক্তম্, অস্যাতিবিস্তারার্থঃ। যেতি। ন কেবলং বিষয়সুখমেব সুখং কিন্তু অস্তি নিরবদ্যং পারমার্থিকং সুখং যৎ ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তের্বৈতৃষ্ণ্যাৎ জাতায়া উপশান্তেঃ—অপ্রবর্তনায়াঃ, জায়তে। দুঃখঞ্চ লৌল্যাৎ বা অনুপশান্তিস্বরূপম্। কিন্তু নেদং পারমার্থিকং সুখং ভোগাভ্যাসাৎ লভ্যমিত্যাহ ন চেতি। অথবা সর্বসুখস্য লক্ষণং ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ তর্পণং, তদুত্থা বা সাময়িকী উপশান্তিঃ সা। দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতমিতি। যত ইতি। ভোগাভ্যাসমনু রাগাস্তথা ইন্দ্রিয়াণাং কৌশলং—বিষয়লোলতা বিবর্দ্ধন্তে—অনুক্ষণং বিবর্দ্ধিতা ভবন্তি। স ইতি। বিষয়ানুবাসিতঃ—বিষয়েষু প্রবর্তনকারিণ্যা রাগাদিবাসনয়া বাসিতঃ—সমাপন্নঃ।

এবমিতি। বিবেকিনঃ কল্যাণাত্মনো যোগিনঃ ভোগসুখভোগয়োঃ পরিণামদুঃখতাং বিচিন্ত্য সুখসম্পন্না অপি ভোগসুখং প্রতিকূলমেব মন্যন্তে। এবং রাগকালে সত্যপি সুখানুভবে পশ্চাৎ পরিণামদুঃখতা। দ্বেষকালে তু তাপঃ অনুভূয়তে। পরিস্পন্দতে—চেষ্টতে। তাপানুভবাৎ পরানুগ্রহপীড়ে ততশ্চ ধর্মাধর্মৌ। কিন্তু দ্বেষমূলোঽপি স ধর্মাধর্মকর্মাশয়ো লোভমোহসম্প্রযুক্ত এব উৎপদ্যতে। এবং তাপাখ্য আখ্যায়তে চ দুঃখপ্রবৃত্তিঃ।

মনোভাবমাত্র হইতে সঞ্জাত মানস কর্মাশয় এবং মানস ও শারীর (উভয়ের মিলিত) কর্ম হইতে শারীর কর্মাশয় হয় (বা শরীর-প্রধান কর্মাশয় হয়, কারণ, মনোনিরপেক্ষ শুদ্ধ শারীর কর্মাশয় হওয়া সম্ভব নহে)।

এই পাদের পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে আমাদের দ্বারা বিষয়সুখকে অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষয়ভোগজনিত সুখই যে একমাত্র সুখ, তাহা নহে, নির্দোষ পারমার্থিক সুখও আছে——যাহা ভোগ্য সকলে তৃপ্তি হওয়ার ফলে তাহাতে বৈতৃষ্ণ্য হইলে ইন্দ্রিয়সকলের যে উপশান্তি বা ভোগ্যবস্তুতে অলোলুপতাহেতু যে তৃপ্তি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। আর বিষয়ে লৌল্যহেতু যে ইন্দ্রিয়ের অনুপশান্তি তাহাই দুঃখ। কিন্তু এই পারমার্থিক সুখ ভোগাভ্যাসের দ্বারা লভ্য নহে। এই অংশের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা যথা—ভোগে ইন্দ্রিয়সকলের তৃপ্তি বা তর্পণ এবং তদুদ্ভূত যে সাময়িক উপশান্তি তাহাই সর্বপ্রকার সুখের লক্ষণ, তাহার যাহা বিপরীত তাহাই দুঃখ। ভোগাভ্যাসের ফলে রাগ এবং ইন্দ্রিয়সকলের পটুতা বা বিষয়ের দিকে লৌল্য বিবর্দ্ধিত হয় বা অনুক্ষণ তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বিষয়ের দ্বারা অনুবাসিত অর্থাৎ বিষয়ের দিকে প্রবর্তনকারী রাগাদি-বাসনার দ্বারা বাসিত বা সমাপন্ন বা আচ্ছন্ন (চিত্ত দুঃখে মগ্ন হয়)।

বিবেকীরা বা সংস্কৃতচিত্ত যোগীরা ভোগসুখের এই পরিণামদুঃখতা চিন্তা করিয়া সুখসম্পন্ন থাকিলেও ভোগসুখকে প্রতিকূলাত্মক বা অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। এইরূপে রাগকালে সুখানুভব থাকিলেও পরে পরিণামদুঃখ আছে অর্থাৎ তাহা পরিণামে দুঃখপ্রদ হয়। দ্বেষকালে তাপদুঃখ তৎকালেই অনুভূত হয়। পরিস্পন্দন করে অর্থে চেষ্টা করে। তাপানুভব হইতে (তাপ বা দুঃখ দূর করার জন্য আকাঙ্ক্ষানুযায়ী) লোকে পরকে অনুগ্রহ করে অথবা পীড়ন করে, তাহা হইতে যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম কর্ম আচরিত হয়। কিন্তু দ্বেষমূলক হইলেও সেই ধর্মাধর্ম কর্মাশয় লোভমোহসম্প্রযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাপ হইতে পূর্বে ও শেষে উভয় কালেই দুঃখের ধারা চলিতে থাকে।

এবমিতি। এবং কর্ম্মভ্যো জাতে সুখাবহে দুঃখাবহে বা বিপাকে তত্তদ্বাসনাঃ প্রচীয়ন্তে, বাসনাভ্যঃ পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি। ইতরং ত্বিতি। ইতরম্—অযোগিনং প্রতিপত্তারং তাপা অনুপ্লবন্তে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতং প্রতিপত্তারং—যেন স্বকর্ম্মণা উপহৃতম্—উপার্জিতং দুঃখং, তথা চ দুঃখম্ উপাত্তম্ উপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তং ত্যক্তম্ উপাদদানং তাদৃশং প্রতিপত্তারম্। তথা চ অনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা—চিত্তস্থিতয়া ইত্যর্থঃ অবিদ্যয়া সমন্ততোঽনুবিদ্ধং প্রতিপত্তারম্। অপি চ হাতব্য এব—দেহাদৌ ধনাদৌ চ যৌ অহংকারমমকারৌ তয়োরনুপাতিনম্—অনুগতম্ ততশ্চ জাতং জাতং—পুনঃ পুনঃ জায়মানমিত্যর্থঃ প্রতিপত্তারম্ আধ্যাত্মিকাদ্যঃ ত্রিপর্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্ত ইতি।

ন কেবলং দুঃখম্ ঔপাধিকম্ অপি তু বস্তুস্বভাবাদপি দুঃখমবশ্যম্ভাবীতি আহ গুণেতি। গুণানাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ তাসাং বিরোধাৎ—অভিভাব্যাভিভাবকস্বভাবাচ্চাপি বিবেকিনঃ সর্বমেব দুঃখম্। কথং তদাহ প্রখ্যেতি। প্রকাশক্রিয়াস্থিতিস্বভাবা বুদ্ধিরূপেণ পরিণতাস্ত্রয়ো গুণা ইতরেতর-সহায়াঃ সুখং দুঃখং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং জনয়ন্তি। তস্মাৎ সর্বে সুখাদিপ্রত্যয়াঃ ত্রিগুণাত্মকাঃ, তথা চ গুণবৃত্তেঃ চলত্বাৎ সত্ত্বপ্রধানং সুখচিত্তং পরিণমমানং রজঃপ্রধানং দুঃখচিত্তং ভবতীতি দুঃখমবশ্যম্ভাবি, যথোক্তং 'সুখস্যানন্তরং দুঃখমিতি'। এতদেব ব্যাচষ্টে রূপেতি।

এইরূপে কর্ম্ম হইতে সুখাবহ বা দুঃখাবহ ফল উৎপন্ন হইতে থাকিলে সেই-সেইরূপ বাসনাও সঞ্চিত হইতে থাকে। বাসনাকে আশ্রয় করিয়া পুনশ্চ কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। ইতরকে বা অপর অযোগী প্রতিপত্তাকে (সাধারণ দুঃখবেদক ব্যক্তিকে) তাপদুঃখ অনুপ্লাবিত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—ইহাই ভাষ্যের অন্বয়। কিরূপ প্রতিপত্তা তাহা বলিতেছেন, যে স্বকর্ম্মের দ্বারা দুঃখ উপার্জ্জন (উপহৃত অর্থে উপার্জ্জিত) করে এবং পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে ও পুনঃ পুনঃ (সাময়িক) ত্যাগ করিয়া আবার সেই দুঃখকে গ্রহণ করে (তদ্রূপ কর্ম্মাচরণদ্বারা)—সেইরূপ প্রতিপত্তা। আর, অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্র যে চিত্ত তাহাতে বর্ত্তমান (চিত্তবৃত্তি অর্থে চিত্তস্থিত) অবিদ্যার দ্বারা যাহারা সর্ব্বদিকে অনুবিদ্ধ বা গ্রস্ত তাদৃশ প্রতিপত্তা দুঃখের দ্বারা আপ্লাবিত হয়। কিঞ্চ, হাতব্য (হেয়) দেহাদিতে ও ধনাদিতে যে অহন্তা ও মমতা তাহার অনুপাতী বা অনুগত অর্থাৎ তৎপূর্ব্বক আচরণশীল এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ জায়মান বা জন্মগ্রহণশীল যে প্রতিপত্তা তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি তিন প্রকার দুঃখ আপ্লুত বা অভিভূত করে।

দুঃখ কেবল যে ঔপাধিক অর্থাৎ বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরঞ্জন হইতেই হয় তাহা নহে, পরন্তু বস্তুর স্বভাব হইতেও অর্থাৎ চিত্তের ও সর্ব্ববস্তুর উপাদানের স্বভাব হইতেও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাই বলিতেছেন, গুণসকলের যে সুখদুঃখমোহরূপ বৃত্তি, তাহাদের পরস্পরের বিরোধ হইতে এবং তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকত্ব-স্বভাবহেতু অর্থাৎ পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হওয়ার এবং পরস্পরকে অভিভূত করার স্বভাবহেতু বিবেকীর নিকট ত্রিগুণাত্মক সমস্তই দুঃখময়। কেন, তাহা বলিতেছেন। বুদ্ধিরূপে পরিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবক যে ত্রিগুণ তাহারা পরস্পর-সহায়ক হইয়া সুখকর অথবা দুঃখকর অথবা মোহকর প্রত্যয় উৎপাদন করে। তজ্জন্য সুখাদি সমস্ত প্রত্যয়ই ত্রিগুণাত্মক। আর গুণবৃত্তিসকলের অস্থির স্বভাবহেতু সত্ত্বপ্রধান সুখ-চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হইয়া রজঃপ্রধান দুঃখ-চিত্তে পরিণত হয় বলিয়া দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যথা উক্ত হইয়াছে—'সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হয়....' ইত্যাদি। এবিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন, ধর্ম্মাদি আটটি (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য,

ধর্মাদয়ঃ অষ্টৌ বুদ্ধেঃ রূপাণি সুখদুঃখমোহাশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তয়ঃ। তত্র কস্মিংশ্চিদপি বুদ্ধিরূপং বুদ্ধিবৃত্তির্বা বিরুদ্ধেন অন্যেন বুদ্ধেঃ রূপেণ বৃত্ত্যা বা অভিভূয়তে। এতস্মাদেব ধর্মরূপস্য যমনিয়মস্য সুখরূপস্য বা প্রত্যয়স্য নাস্তি একতানতা। কিঞ্চ ধর্মসুখাদয়ঃ অধর্মদুঃখাদিভিঃ বিরুদ্ধাভিঃ বুদ্ধেঃ রূপবৃত্তিভিঃ সংভিদ্যন্তে। নাশ্যন্তে ইতি। তথা চ সামান্যানি—অপ্রবলানি বৃত্তিরূপাণি তু অতিশয়ৈঃ—সমুদাচরদ্ভিঃ বৃত্তিরূপৈঃ সহ প্রবর্তন্তে—বৃদ্ধিং লভন্তে। সুখেন সহ উপসর্জনীভূতং দুঃখমপি প্রবর্তত ইত্যর্থঃ।

এবমিতি উপসংহরতি। সুখঞ্চ সত্ত্বপ্রধানং ন তদ্ রজস্তমোভ্যাং বিযুক্তং সর্বেষাং প্রাকৃতভাবানাং ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ। এবং স্ব-স্বভাবাদপি দুঃখমোহবিযুক্তং তাভ্যাং বা অধ্যুষিযমাণং সুখং নাস্তীতি বিবেকিনঃ সর্বমেব দুঃখমিতি সম্প্রজ্ঞা জায়তে। তদিতি। মহতো দুঃখসমুদায়স্য অবিদ্যা প্রভববীজম্—উৎপত্তেবীজম্। শেষমতিরোহিতম্।

তদ্বেতি। দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য স্বরূপম্—প্রকৃতং রূপং চিদ্রূপমিত্যর্থঃ, ন উপাদেয়ং—ন বুদ্ধ্যাদীনাম্ উপাদানত্বেন গ্রাহ্যম্। নাপি স্বপ্রকাশো দ্রষ্টা সম্যক্ হেয়ঃ—অপলাপ্যঃ, বুদ্ধ্যাদিসর্গায় দ্রষ্টৃসত্তায়া নিমিত্ততা ন ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। ন হি স্বপ্রকাশদ্রষ্টুরুপদর্শনং বিনা আত্মভাবোঽস্মীতিরূপঃ প্রবর্তেত। তস্মাদ্ দ্রষ্টুর্নির্বিকারনিমিত্ততা অনুপাদানকারণতা চ গ্রাহ্যা। স এব সম্যগ্দর্শনরূপঃ শাশ্বতবাদঃ—নির্বিকারঃ শাশ্বতো দ্রষ্টা আত্মভাবস্য মূলং

অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য) বুদ্ধির রূপ, সুখ-দুঃখ-মোহ ইহারা বুদ্ধির বৃত্তি। তন্মধ্যে বুদ্ধির কোনও রূপের বা বৃত্তির আতিশয্য ঘটিলে পর তাহা অন্য তদ্বিপরীত বুদ্ধির রূপ বা বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয় বা তাহাদের সেই আতিশয্য মন্দীভূত হয়। এজন্য ধর্মরূপ যমনিয়মাদির বা সুখরূপ প্রত্যয়ের একতানতা নাই*। আর ধর্ম-সুখ-আদি অধর্ম-দুঃখ-আদিরূপ বিপরীত বুদ্ধির রূপ ও বৃত্তির দ্বারা সংভিন্ন অর্থাৎ নষ্ট বা অভিভূত হয়। সামান্য বা অপ্রবল বৃত্তি ও রূপসকল অতিশয় বা সমুদাচারযুক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রবল বৃত্তি ও রূপসকলের সহিত প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি লাভ করে বা অভিব্যক্ত হয়। সুখের সহিত উপসর্জনীভূতভাবে স্থিত দুঃখও ঐরূপে প্রবর্তিত হয়।

উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। সুখ সত্ত্বপ্রধান কিন্তু তাহা রজস্তম হইতে বিযুক্ত নহে, কারণ, সমস্ত প্রাকৃত ভাবপদার্থ ত্রিগুণাত্মক, এইরূপে স্বগত মৌলিক স্বভাবের দিক্ হইতেও দুঃখমোহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত অথবা তদ্দ্বারা গ্রস্ত হইবে না, এরূপ শান্তিসুখ নাই বলিয়া বিবেকীর নিকট সমস্তই অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্য পদার্থই দুঃখময়—এরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। মহৎ দুঃখ-সমুদায়ের প্রভববীজ বা উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা।

দ্রষ্টার (পুরুষার্থবৃত্তির সাক্ষীর) যাহা স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ অর্থাৎ চিদ্রূপত্ব তাহা উপাদেয় নহে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির উপাদানরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। স্ব-প্রকাশ দ্রষ্টা সম্যক্ হেয় বা অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সৃষ্টি-বিষয়ে দ্রষ্টৃ-সত্তার নিমিত্তকারণরূপে যে আবশ্যকতা তাহা ত্যাজ্য নহে, কারণ, স্বপ্রকাশ দ্রষ্টার উপদর্শন ব্যতীত বুদ্ধি আদি আত্মভাব প্রবর্তিত হইতে পারে না। তজ্জন্য দ্রষ্টার নির্বিকার নিমিত্ততা এবং উপাদান-কারণরূপে

* বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তাহাতে স্বভাবই পরিণামশীল, তজ্জন্য অবিচ্ছিন্ন যমাচরণ করিয়া শাশ্বত সুখযুক্ত বুদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর নহে, বুদ্ধির নিরোধেই শাশ্বতী শান্তি সম্ভব।

নিমিত্তমিতি বাদ ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টুরপলাপ উচ্ছেদবাদঃ। তদাদশ্চ হেয়ো যতঃ যেন স্বস্য উচ্ছেদরূপো মোক্ষো ন ন্যায়েন সঙ্গতঃ। দ্রষ্টুরুপাদানবাদে তু তস্য বিকারশীলতারূপো হেতুবাদঃ—উপাদানকারণতাবাদ ইত্যর্থঃ, সোঽপি হেয় ইতি দিক্।

১৬। তদিতি। হেয়-হেয়হেতু-হান-হানোপায় ইত্যেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্। তত্র হেয়ং তাবৎ নিরূপয়তি। সুগমম্। নন্বক্ষিপাত্রকল্প-সৌকুমার্যাদ্ অধিকতরদুঃখায় ভবতীতি অক্ষিপাত্রকল্প-স্বান্তানাং যোগিনাং কিন্নু ক্লেশঃ পৃথগ্জনেভ্যো ভূয়িষ্ঠ ইতি শঙ্কা বার্য্যা। দৃশ্যতে তু লোকে আয়তিচিন্তাহীনা মূঢ়া অশেষদুঃখভাজো ভবন্তি প্রেক্ষাবন্তঃ পুনরনাগতং বিধানয়ন্তো মহৎ-সৌখ্যভাজো ভবন্তীতি। তথৈব অনাগতদুঃখস্য প্রতিকারেচ্ছবো যোগিনো দুঃখপারং গচ্ছন্তীতি।

১৭। তস্মাদিতি। হেয়স্য দুঃখস্য কারণং দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ। যতঃ স্বপ্রকাশেন দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগাদ্ বুদ্ধিরচেতনং দৃশ্যং দুঃখং বুদ্ধিতাং নয়তে। দ্রষ্টেতি। দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ—আত্মবুদ্ধেঃ অস্মীতিভাবস্যেত্যর্থঃ প্রতিসংবেদী—প্রতিজ্ঞাতা। করণাদিজড়ভাবযুক্তঃ অচেতনাত্মবিজ্ঞানাংশো যেন স্বপ্রকাশেন প্রতিসংবেত্রা মামহং জানামীতি স্বপ্রকাশবদ্ ভূয়তে ইতি স এব বুদ্ধিপ্রতিসংবেদী স চ পুরুষঃ।

অপ্রাদাতা—এই দুই দৃষ্টিই গ্রহণীয় অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ্যাদির নির্বিকার নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু তাহাদের বিকারশীল উপাদান-কারণ নহেন—এই সিদ্ধান্তই যথার্থ। তাহাই সম্যক্-দর্শনস্বরূপ শাশ্বতবাদ অর্থাৎ নির্বিকার শাশ্বত দ্রষ্টা আত্মভাবের মূল নিমিত্ত-কারণ—এই বাদ। দ্রষ্টার অপলাপের নাম উচ্ছেদবাদ, তাহাও হেয়, কারণ, নিজের দ্বারা নিজের উচ্ছেদরূপ (নিজেকে শূন্য করা রূপ) মোক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না। দ্রষ্টার উপাদানবাদে (দ্রষ্টা বুদ্ধ্যাদির উপাদান-কারণ এই বাদে) তাঁহার বিকারশীলতারূপ হেতুবাদ অর্থাৎ তিনি বিকারী উপাদান-কারণ—এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে (কারণ যাহা উপাদান তাহাই বিকারী) অতএব তাহাও হেয়,—এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে।

১৬। হেয়-হেয়হেতু-হান-হানোপায় এইরূপে এই শাস্ত্র চতুর্ব্যূহ বা চারি প্রকারে সজ্জিত। তন্মধ্যে হেয় কি, তাহা নিরূপিত করিতেছেন। যদি বলা যায় যে, (দুঃখের উপলব্ধি-বিষয়ে) সৌকুমার্য্য (সামান্য দুঃখে উদ্বেজিত হওয়া) ও অধিকতর দুঃখভোগের হেতু, সুতরাং নেত্রগোলকের ন্যায় (কোমল স্পর্শাসহ) চিত্তযুক্ত যোগীদের ক্লেশোপলব্ধি অন্য অযোগী অপেক্ষা অধিক তীব্র হইবে না কি? এই শঙ্কা ব্যর্থ। দেখা যায় যে, ভবিষ্যৎ-চিন্তাবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিরা অশেষ দুঃখভাগী হয়, কিন্তু দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনাগতদুঃখের প্রতিবিধান করিতে থাকেন বলিয়া অধিকতর সুখভাগী হন। অতএব অনাগত দুঃখের প্রতিকার-করণেচ্ছু যোগীরা দুঃখের পারে যাইয়া থাকেন।

১৭। হেয় যে দুঃখ তাহার কারণ দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ। যেহেতু স্বপ্রকাশ দ্রষ্টার সহিত সংযোগ হইতে বুদ্ধির (মূলতঃ) অচেতন ও দৃশ্য যে দুঃখ তাহা বুদ্ধিতা বা জ্ঞাততা লাভ করে (দুঃখরূপ চিত্তের বিকার-বিশেষ 'আমার দুঃখ' এতে পরিণত হয়)। দ্রষ্টা বুদ্ধির বা আত্ম-বুদ্ধির অর্থাৎ 'আমি'-মাত্র ভাবের প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেত্তা। করণাদি জড়ভাবযুক্ত অচেতনরূপ বিজ্ঞানাংশ যে স্বপ্রকাশ প্রতিসংবেত্তার দ্বারা 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপে স্বপ্রকাশবৎ হয়, তিনিই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী, তিনিই পুরুষ।

দৃশ্যা ইতি। বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সত্তামাত্রে অস্মিতি বুদ্ধৌ উপারূঢ়া অভিমানেন উপনীতা ইত্যর্থঃ ভোগরূপা বিবেকরূপাশ্চ ধর্ম্মা দৃশ্যাঃ। তদিতি। সন্নিধিমাত্রোপকারি—পরস্পরাসংকীর্ণমপি সন্নিকর্ষাদেব যদুপকরোতীতি। ন চাত্র সান্নিধ্যং দৈশিকঃ দ্রষ্টুর্দেশাতীতত্বাৎ। দেশস্থ দৃশ্যঃ অতঃ স দ্রষ্টৃবিষয়িণঃ অত্যন্তবিভিন্নঃ। শ্রূয়তে চ অনণু-অহ্রস্বম্-অদীর্ঘম্-অলোহিতম্-অস্নেহমিত্যাদি। তাদৃশেন দ্রষ্ট্রা সহ দৈশিকসংযোগো মূঢ়ৈরেব কল্প্যতে নাভিযুক্তৈঃ। সান্নিধ্যস্তু একপ্রত্যয়গতত্বমেব যদনুভূয়তে জ্ঞাতাহমিতিপ্রত্যয়ে। একক্ষণ এব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্য চ যা সংকীর্ণা উপলব্ধিস্তদেব সান্নিধ্যং, স এব সংযোগঃ।

প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বাদ্ দৃশ্য-দ্রষ্ট্রোঃ স্বস্বামিরূপঃ সম্বন্ধঃ। দৃশ্যঃ স্বং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং দ্রষ্টা চ স্বামীতি। অনুভূয়তে চ ভোক্তাহং মম বুদ্ধিরিতি। অনুভবেতি। দ্রষ্টুরনুভববিষয়ঃ—জ্ঞাতাহমিতি অনুভাব্যতা প্রকাশ্যতা বেত্যর্থঃ তথা চ কার্য্যবিষয়ঃ—কর্ত্তাহমিতি কার্য্যসাক্ষিতা ইত্যেবং দ্বিধা বিষয়তামাপন্নং দৃশ্যম্ অন্যস্বরূপেণ—পৌরুষতায়া চেতনাবত্ত্বলাভাৎ পুরুষসাদৃশ্যাপন্নমিত্যর্থঃ প্রতিলব্ধাত্মকং—প্রতিভাসমানং লব্ধসত্তাকমিত্যর্থঃ। স্বতন্ত্রমিতি। দৃশ্যং ত্রিগুণস্বরূপেণ স্বতন্ত্রং তথা চ পরার্থত্বাৎ—পুরুষোপদর্শনবশাদ্ বুদ্ধ্যাদিরূপেণ পরিণতত্বাৎ পরতন্ত্রঃ—দ্রষ্টৃতন্ত্রম্

বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ় অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বরূপ বা 'আমি'-মাত্র লক্ষণাত্মক বুদ্ধিতে উপারূঢ় বা আরোপিত অর্থাৎ অভিমানের দ্বারা উপনীত, ভোগরূপ ও বিবেকরূপ ধর্ম্মই দৃশ্য। সন্নিধিমাত্রোপকারী অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সান্নিকর্ষহেতু যাহা উপকার করে (উপ অর্থে নিকট—নিকটস্থ হইয়া কার্য্য করে)। এই সান্নিধ্য দৈশিক নহে, কারণ দ্রষ্টা দেশাতীত। দেশ দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ অতএব তাহা বিষয়ী (বিষয়ের জ্ঞাতা) দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। এ বিষয়ে শ্রুতিতে আছে যে 'তিনি অণু বা হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত বা আর্দ্র নহেন' ইত্যাদি। তাদৃশ দ্রষ্টার সহিত দৈশিক সংযোগ মূঢ় ব্যক্তিগণ দ্বারাই কল্পিত হয়, পণ্ডিত বিজ্ঞদের দ্বারা নহে। 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রত্যয়ে যে দ্রষ্টার ও বুদ্ধির একপ্রত্যয়গতত্ব অনুভূত হয়, তাহাই তাহাদের সান্নিধ্য। একক্ষণে যে জ্ঞাতার বা দ্রষ্টৃ-র এবং জ্ঞেয়ের বা বুদ্ধিরূপ 'আমিত্বের' অপৃথক্ উপলব্ধি, তাহাই তাহাদের সান্নিধ্য এবং তাহাই তাহাদের সংযোগ।

প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বহেতু দৃশ্য ও দ্রষ্টার স্ব-স্বামিরূপ সম্বন্ধ। দৃশ্য স্ব বা সম্পদ্ এবং দ্রষ্টা তাহার স্বামী। এরূপ অনুভূতিও হয় যে 'আমি ভোক্তা' 'আমার বুদ্ধি' ইত্যাদি (১।৪ দ্রষ্টব্য)। 'দ্রষ্টার অনুভবের বিষয়' অর্থে 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধির অনুভাব্যতা বা প্রকাশ্যতা এবং তাঁহার 'কার্য্যবিষয়' অর্থে 'আমি কর্ত্তা'-রূপ কর্তৃবুদ্ধির সাক্ষিতা—(পুরুষের) এই দুই প্রকার বিষয়তাপ্রাপ্ত দৃশ্য বুদ্ধি অন্য-স্বরূপে অর্থাৎ পৌরুষচৈতন্যলাভ দ্বারা চেতনবৎ হওয়ায় বা পুরুষের উপমায় (পুরুষের সহিত সাদৃশ্যহেতু) প্রতিলব্ধাত্মক বা প্রতিভাসমান হয় অর্থাৎ তৎফলেই তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব। ('আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধি যখন দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে দ্রষ্টার অনুভব-বিষয়তা বলা যায়। এবং যখন 'আমি কর্ত্তা'-রূপ বুদ্ধি তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে দ্রষ্টার কার্য্য-বিষয়তা বলা হয়, উভয়ই কার্য্য-বিষয়তা। ঐ ঐ বুদ্ধি দ্রষ্টার অবভাসের দ্বারাই সচেতনবৎ ও ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া ঐরূপে প্রকাশ হওয়াই তাহাদের সত্তা, নচেৎ তাহা অজ্ঞাত হইত)।

ত্রিগুণ-স্বরূপে দৃশ্য স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ দৃশ্যের ত্রিগুণরূপ মৌলিক অবস্থা দ্রষ্টৃনিরপেক্ষ, আবার পরার্থত্বহেতু অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শনের দ্বারাই বুদ্ধ্যাদিরূপে তাহার

অর্থৌ)—ভোগাপবর্গৌ, তাভ্যাং বুদ্ধ্যাদের্বৃত্তিতা। তৌ চ পুরুষোপদর্শনসাপেক্ষৌ। তস্মাদ্ বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যং পরার্থম্। যথা শয্যাদয়ঃ স্বতন্ত্রা অপি মনুষ্যাধীনত্বাৎ মনুষ্যার্থাঃ।

তস্মাদিতি। দুঃখং দৃশ্যমচেতনম্। তচ্চ দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগমন্তরেণ ন জ্ঞাতঃ স্যাৎ। তস্মাদ্দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ সংযোগ এব হেয়স্য দুঃখস্য কারণম্। সংযোগশ্চ অনাদিঃ বীজবৃক্ষবৎ। বিবেকেন বিয়োগদর্শনাদ্ অবিবেকঃ সংযোগস্য কারণম্। অবিবেকঃ পুনরনাদিস্তস্মাদ্ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুভূতঃ সংযোগোঽপি অনাদিরিতি। তথেতি। তদিত্যত্র পঞ্চশিখাচার্য্যসূত্রম্। তৎসংযোগস্য—দ্রষ্ট্রা সহ বুদ্ধেঃ সংযোগস্য হেতুরবিবেকাখ্যঃ, তস্য বিবর্জনাৎ দুঃখপ্রতীকারম্। উদাহরণেন স্ফোরয়তি। সুগমম্। অত্রাপীতি। অত্রাপি—অপবর্গপক্ষেঽপি কণ্টককল্পস্য তাপকস্য রজসঃ অনুভবযুক্তপাদতলবৎ প্রকাশশীলং সত্ত্বং তপ্যং, কস্মাৎ তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্থত্বাৎ বিকারযোগ্যদ্রব্যস্থত্বাদিত্যর্থঃ। সত্ত্বরূপে কর্মণ্যেব তপিক্রিয়া সম্ভবেন্ন নিষ্ক্রিয়ে দ্রষ্টরি। যতো দ্রষ্টা দর্শিতবিষয়ঃ সর্ববিষয়স্য প্রকাশকস্ততঃ স ন পরিণমতে। যথোদকস্য চাঞ্চল্যাৎ তৎপ্রকাশকো বিম্বভূতঃ সূর্য্যো বিরূপ ইব প্রতিভাসতে ন চ তেন সূর্য্যস্য

পরিণামী হওয়া সম্ভব বলিয়া তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা তাঁহার অধীন। ভোগাপবর্গরূপ যে দুই অর্থ তাহা হইতেই বুদ্ধি-আদির বৃত্তিতা বা বর্তমানতা, তাহারা পুরুষদর্শনসাপেক্ষ। তজ্জন্য বুদ্ধ্যাদি সমস্ত দৃশ্য পদার্থই পরার্থ অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা তাঁহার অর্থ বা বিষয়, যেমন শয্যাদিরা স্বতন্ত্র হইলেও অর্থাৎ তাহাদের জন্মাদি স্বকর্মফলাশ্রিত হইলেও, মনুষ্যাধীন বলিয়া মনুষ্যার্থ।

দুঃখরূপ চিত্তবৃত্তি দৃশ্য ও অচেতন। তাহা দ্রষ্টার সহিত সংযোগব্যতীত জ্ঞাত হইতে পারে না। তজ্জন্য দৃক্-দর্শন-শক্তির সংযোগই হেয় যে দুঃখ তাহার কারণ। সংযোগ বীজবৃক্ষের ন্যায় অনাদি। বিবেকের দ্বারা তাহাদের বিয়োগ হয় দেখা যায়, তজ্জন্য তদ্বিপরীত অবিবেকই সংযোগের কারণ। অবিবেক পুনঃ অনাদি, তজ্জন্য হেয় দুঃখের হেতুভূত সংযোগও অনাদি। (বর্তমান অবিবেক-প্রত্যয় পূর্ব অবিবেক-সংস্কারের ফলে উৎপন্ন, পূর্বের অবিবেক আবার তজ্জাতীয় পূর্ব পূর্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপে বীজবৃক্ষন্যায়ে অবিবেকরূপ অবিদ্যা এবং তাহার ফলস্বরূপ সংযোগ অনাদি)।

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্র যথা—সেই সংযোগের অর্থাৎ দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির সংযোগের হেতু যে অবিবেক তাহার বিবর্জন বা ত্যাগ হইতে দুঃখের প্রতীকার হয়, কিরূপে হয় তাহা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন। এস্থলেও অর্থাৎ অপবর্গপক্ষেও কণ্টকরূপ দুঃখদায়ক রজোগুণের নিকট অনুভবগুণযুক্ত পাদতলরূপ প্রকাশশীল সত্ত্বগুণ তপ্য (তাপগ্রহণের যোগ্য)। কেন? তাহার উত্তর—তপিক্রিয়া বা তাপনরূপ যে ক্রিয়াশীলতা, তাহা কর্মস্থ অর্থাৎ বিকারশীল দ্রব্যেই থাকা সম্ভব বলিয়া (সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল বলিয়া তাহাতে তাপরূপ ক্রিয়া অনুভূত বা প্রকাশিত হয় এবং রজোগুণ ক্রিয়াশীল বলিয়া তাহা সত্ত্বকে তাপযুক্ত অর্থাৎ উদ্রিক্ত করে, অতএব ক্রিয়ার অনুভব যথায় হয় সেই—) সত্ত্বরূপ কর্মেই বা বিকারযোগ্য দ্রব্যেই তপিক্রিয়া সম্ভব, নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টায় তাহা সম্ভব নহে। যেহেতু দ্রষ্টা দর্শিত-বিষয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত সর্ববিষয়ের (সদা সমান ভাবে) প্রকাশক, সুতরাং তাঁহার পরিণাম হয় না। যেমন জলের চাঞ্চল্য-হেতু তাহার ভাসক বা প্রকাশক বিম্বভূত সূর্য্য বিরূপের ন্যায় (তাহা গোলাকার

বাস্তবং বৈরূপ্যং তথা সুখদুঃখয়োর্ভাসকঃ পুরুষঃ সুখী দুঃখী বেতি প্রতীয়ত ইতি। তদাকারানুরোধী -বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ।

১৮। প্রকাশেতি সূত্রমবতারয়তি। প্রকাশশীলমিতি। পৌরুষচৈতন্যেন চেতনাবদ্ভবনং প্রকাশস্তদেব শীলং স্বভাবো যস্য তদ্দৃশ্যং সত্ত্বম্। চিত্তেন্দ্রিয়েষু যঃ সামান্যবোধরূপো ভাবো গ্রাহ্যে বস্তুনি চ যঃ প্রকাশ্যধর্মঃ, স এব প্রকাশঃ। অবস্থান্তরপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়া তচ্ছীলং রজঃ। প্রকাশক্রিয়য়ো রুদ্ধাবস্থা স্থিতিঃ তচ্ছীলং তমঃ। এত ইতি। এতে সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ পুরুষস্য বন্ধনরজ্জব ইত্যর্থঃ। সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন তানি দ্রব্যাশ্রয়া গুণাঃ, তেভ্যো নাতিরিক্তস্য গুণিনঃ অভাবাৎ ইতি বোদ্ধব্যম্। তে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ—সত্ত্বাদীনাং সাত্ত্বিক-রাজসাদি-প্রবিভাগাঃ পরস্পরোপরক্তাঃ। সাত্ত্বিকো ভাবো রজস্তমোভ্যামনুরঞ্জিতঃ, তথা রাজসতামসাশ্চ ভাবাঃ। তে চ গুণা দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগবিয়োগধর্মাণঃ। তথা চ ইতরেতরেষাম্ উপাশ্রয়েণ সহায্যেনেত্যর্থঃ, উপার্জিতা মূর্ত্তিঃ—ভূতেন্দ্রিয়াণি দ্রব্যাণি যৈস্তে। গুণাঃ পরস্পরসহায়া এব ভূতেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণমন্তে। তে চ নিত্যং পরস্পরাশ্রয়িণঃ অবিনাভাবি-সাহচর্য্যাৎ। তথা সত্যোঽপি তেষাং শক্তিপ্রবিভাগঃ অসংভিন্নঃ—অসংকীর্ণঃ, যতঃ সত্ত্বস্য প্রকাশশক্তির্ন ক্রিয়াস্থিতিভ্যাং সংভিদ্যতে, প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ অঙ্গাঙ্গিনোঽপি প্রত্যেকং

হইলেও অন্যরূপে, স্থির হইলেও অস্থিরের ন্যায়) প্রতিভাসিত হয়, কিন্তু তাহাতে যেমন সূর্য্যের বাস্তব বৈরূপ্য হয় না, তদ্রূপ সুখ-দুঃখের ভাসক পুরুষ সুখী বা দুঃখী-রূপে প্রতীত হন (কিন্তু তাহাতে তাঁহার বৈরূপ্য হয় না)। তদাকারানুরোধী অর্থে বুদ্ধির মত প্রতীয়মান।

১৮ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। পুরুষের চৈতন্যের দ্বারা চেতনাযুক্ত হওয়াই প্রকাশ, তাহা যাহার শীল বা স্বভাব সেই দ্রব্যই সত্ত্ব। চিত্তেন্দ্রিয়ে যে সামান্য (সাধারণ) বোধরূপ ভাব এবং গ্রাহ্য বস্তুতে যাহা প্রকাশ্য বা জ্ঞাত হইবার যোগ্যতারূপ ধর্ম তাহাই প্রকাশ। (প্রকাশ ঠিক জ্ঞান নহে, কোনও একটি জ্ঞানের মধ্যে যে ক্রিয়া ও জড়তা আছে, তদ্ব্যতীত যে ভাব থাকে তাহাই বস্তুতঃ প্রকাশ)। ক্রিয়া অর্থে অবস্থান্তরতা-প্রাপ্তি, তাহা রজোগুণের শীল বা স্বভাব। প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধ অবস্থা স্থিতি, তাহা তমোগুণের স্বভাব। এই সত্ত্বাদিরা গুণ অর্থাৎ পুরুষের বন্ধন রজ্জুস্বরূপ। সত্ত্বাদিরা দ্রব্য, তাহারা কোনও দ্রব্যাশ্রিত গুণ বা ধর্ম নহে কারণ তদ্ব্যতীত আর গুণী কিছুই নাই—ইহা বুঝিতে হইবে (কারণ, মূল বস্তুকে ধর্ম বলিলে ধর্মী কি হইবে ?)। সেই গুণসকল পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের সাত্ত্বিক রাজসিকাদি প্রবিভাগসকল পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত। সাত্ত্বিক ভাব রজস্তমের দ্বারা অনুরঞ্জিত, রাজস এবং তামস ভাবও তদ্রূপ, অর্থাৎ প্রত্যেকে অন্য দুই গুণের দ্বারা উপরঞ্জিত। পুনশ্চ ঐ গুণসকল দ্রষ্টার সহিত সংযোগ বিয়োগধর্মক অর্থাৎ উপদর্শনের ফলে দ্রষ্টার সহিত তাহাদের সংযোগ ও তদভাবে দ্রষ্টার সহিত বিয়োগ হওয়ার যোগ্য এবং পরস্পরের উপাশ্রয়ের বা সহায়তার দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়রূপ মূর্ত্তি উপার্জিত বা নির্মিত করে। গুণসকল পরস্পর-সহায়ক হইয়া ভূতেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। তাহাদের সাহচর্য্য অবিনাভাবী বলিয়া তাহারা নিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে অর্থাৎ সত্ত্বের অঙ্গ রজ তম, রজের অঙ্গ সত্ত্ব তম ইত্যাদিরূপে অবস্থিত। কিন্তু ঐরূপে থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের (যথাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া স্থিতিরূপ) শক্তি-প্রবিভাগ অসংভিন্ন বা পৃথক্, কারণ, সত্ত্বের প্রকাশশক্তি ক্রিয়া-স্থিতির দ্বারা সংভিন্ন হইবার যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিলেও প্রত্যেকে পৃথক্রূপেই থাকে

অনুমীয়তে ; সত্ত্বকার্য্যেষু বোধেষু অপ্রধানয়ো রজস্তমসোঃ সত্তা বোধগতক্রিয়াজাড্যাভ্যাম্ অনুমীয়ত ইত্যর্থঃ।

পুরুষেতি। পুরুষার্থতা—পুরুষসাক্ষিতা ইত্যর্থঃ। কার্য্যসমর্থা অপি গুণাঃ পুরুষসাক্ষিতাং বিনা মহদাদিকার্য্যাণি ন নির্বর্ত্তয়ন্তি, তস্মাৎ পুরুষসাক্ষিতয়া তে প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ—অধিকারবন্তঃ। তে চ দ্রষ্ট্রা সহ অলিপ্তা অপি তৎসান্নিধ্যাদেব উপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিবৎ। প্রত্যয়েতি। প্রত্যয়ঃ—অন্যা উদ্ভূতবৃত্তিতায়াঃ কারণম্, তদভাবে একতমস্য উদ্ভূতবৃত্তিকস্য বৃত্তিমনু বর্ত্তমানাঃ—অনুবর্ত্তনশীলাঃ। এবংশীলা দৃশ্যা গুণাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তীতি।

গুণানাং কার্য্যরূপেণ ব্যবস্থিতিমাহ তদিতি। গুণপ্রবর্ত্তনস্য প্রয়োজনমাহ তদ্বিতি। ভোগায় অপবর্গায় বা গুণানাং প্রবৃত্তিঃ, নিষ্পন্নয়োশ্চ তয়োস্তেষাম্ অব্যক্ততারূপা নিবৃত্তিঃ। তত্ত্রেতি। ভোগ ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ 'অহং সুখী অহং দুঃখীতি' গুণকার্য্য-স্বরূপস্যাবধারণম্। তত্র ভোগে দ্রষ্ট্রা সহ সুখদুঃখবুদ্ধেরবিভাগাপত্তিঃ—সঙ্কীর্ণতা অবিবেকো বেতি অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাত্মবুদ্ধেরপি যো দ্রষ্টা স ভোক্তা। তস্য ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণং—গুণেভ্যঃ পৃথক্ত্বাবধারণং বিবেকখ্যাতিরিত্যর্থঃ অপবর্গঃ। অপবৃজ্যতে মুচ্যতে ত্যজ্যতে গুণাধিকারঃ অনেনেতি অপবর্গঃ। বিবেকাবিবেকরূপয়োঃ জ্ঞানয়োরতিবিস্তরমাহ জ্ঞানং

সহিত অন্য দুই গুণেরও স্থিতি অনুমিত হয়, যেমন সত্ত্বগুণের কার্য্য যে বোধ তাহাতে অপ্রধান রজ ও তম-গুণের যে সত্তা তাহা বোধের অন্তর্গত ক্রিয়া ও জড়তার দ্বারা অনুমিত হয়।

পুরুষার্থতা অর্থে পুরুষ-সাক্ষিতা (তাহাই পুরুষের সহিত ভোগাপবর্গের সম্বন্ধ)। গুণসকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেও পুরুষ-সাক্ষিত্ব ব্যতীত অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শন বিনা মহদাদিরূপ কার্য্য বা ব্যক্তভাব নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তজ্জন্য পুরুষ-সাক্ষিতার দ্বারা গুণসকল প্রযুক্ত-সামর্থ্য বা অধিকারযুক্ত হয় অর্থাৎ কার্য্যজননে সমর্থ হয়। তাহারা দ্রষ্টার সহিত লিপ্ত না হইয়াও তৎসান্নিধ্য হইতে উপকার করে (বিষয়সকল উপস্থাপিত করে) যেমন অয়স্কান্ত মণির দ্বারা নিকটস্থ লৌহ আকর্ষিত হয়।

প্রত্যয় অর্থে কোনও এক গুণীয় বৃত্তির উদ্ভবের কারণ, সেই কারণ না থাকিলে, (যেমন সত্ত্বগুণের উদ্ভবের বা ব্যক্ততার কারণ না থাকিলে, তাহা) উদ্ভূত-বৃত্তিক (যাহার বৃত্তি বা কার্য্য উদ্ভূত হইয়াছে) অন্য কোনও এক গুণের (রজ বা তম গুণের) বৃত্তির অনুবর্ত্তনশীল বা পশ্চাতে সহকারিরূপে স্থিতিশীল। এইরূপ স্বভাবযুক্ত দৃশ্য ত্রিগুণের নাম প্রধান।

গুণসকলের (ব্যক্ত) কার্য্যরূপে অবস্থিতি সম্বন্ধে বলিতেছেন। গুণের প্রবর্ত্তনার আবশ্যকতা বলিতেছেন। ভোগের জন্য অথবা অপবর্গের জন্য গুণের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়, তাহা নিষ্পন্ন হইলে অব্যক্ততা-প্রাপ্তিরূপ নিবৃত্তি হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্ট রূপে গুণ-স্বরূপের অবধারণ বা উপলব্ধি, যথা— 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী' এই রূপে গুণ-কার্য্য-স্বরূপের অবধারণ হয়। তন্মধ্যে ভোগে দ্রষ্টার সহিত সুখ বা দুঃখরূপ বুদ্ধির অবিভাগপ্রাপ্তি বা সঙ্কীর্ণতা (একত্বখ্যাতি) হয়, তাহাই অবিবেক। 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' এইরূপ সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা আত্মবুদ্ধিরও যিনি দ্রষ্টা (ইহারা যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়) তিনিই ভোক্তা। সেই ভোক্তার স্বরূপের অবধারণ অর্থাৎ ত্রিগুণ হইতে তাঁহার পৃথক্ত্ব-অবধারণ বা বিবেকখ্যাতিই অপবর্গ। অপবর্জিত বা পরিত্যক্ত হয় গুণাধিকার

নাস্তীত্যত্র পঞ্চশিখাচার্য্যেণোক্তম্ অয়মিতি। অয়ং মুক্তো জনঃ ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু সৎসু তত্ত্বাপেক্ষয়া চতুর্থে অকর্তরি, গুণকার্য্যাত্মকায়া আত্মবুদ্ধেঃ তুল্যাতুল্যজাতীয়ে, উক্তঞ্চাত্র "ন বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ" ইতি, গুণক্রিয়াত্মকবুদ্ধিসাক্ষিণি পুরুষে উপনীয়মানান্—বুদ্ধ্যা সমর্প্যমাণান্ সর্বভাবান্ সুখদুঃখাদীনীত্যর্থঃ উপপন্নান্—সাংসিদ্ধিকান্ স্বাভাবিকান্ ইবেতি অনুপশ্যন্—মন্বানঃ ততো নান্যং মহদাত্মনঃ পরং দর্শনং জ্ঞমাত্রম্ অস্তীতি ন শঙ্কতে ন জানাতি, ভোগমেব জানাতি নাপবর্গম্।

তাবিতি। ব্যপদিশ্যেতে—অধ্যারোপিতৌ ভবতঃ। অবসায়ঃ—সমাপ্তিঃ। স্বগমননাৎ। এতেনেতি। গ্রহণং—স্বরূপমাত্রেণ বাহ্যান্তর-বিষয়জ্ঞানম্। ধারণং—গৃহীতবিষয়স্য চেতসি স্থিতিঃ। ঊহনং—স্মৃতবিষয়স্য উত্থাপনং স্মরণং বা। অপোহঃ—স্মরণারূঢ়বিষয়েষু কিয়তামপনয়নম্। তত্ত্বজ্ঞানম্—ঊহাপোহপূর্ব্বকং নামজাত্যাদিভিঃ সহ পদার্থবিজ্ঞানম্। অভিনিবেশং—তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং হেয়োপাদেয়নিশ্চয়পূর্ব্বকং প্রবর্ত্তনং নিবর্ত্তনং বা। এতে বুদ্ধিভেদা এব, অতো বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ পুরুষে চৈতে অধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ—অধ্যারোপিতঃ উপচরিতঃ সদ্ভাবঃ—অস্তিত্বং যেষাং তে। পুরুষো হি তৎফলস্য—অধ্যারোপফলস্য বুদ্ধিবোধস্য ভোক্তা—বোদ্ধা ইতি।

(গুণের কার্য্যরূপ পরিণামশীলতা) যাহার দ্বারা তাহাই অপবর্গ। বিবেক বা অপবর্গ এবং অবিবেক বা ভোগরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য আর কোনও জ্ঞান নাই। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা—তিন গুণ কর্তা হইলেও, মুক্ত ব্যক্তি সেই তিনের অতিরিক্ত চতুর্থ অকর্তাতে বা নিষ্ক্রিয় পুরুষে, যিনি গুণ-কার্য্যরূপ আত্মবুদ্ধির সহিত কতক তুল্য এবং কতক অতুল্যজাতীয়, (এবিষয়ে ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধির সরূপও নহেন আবার অত্যন্ত বিরূপও নহেন, সেই গুণক্রিয়ারূপ বুদ্ধির সাক্ষী পুরুষে, উপনীয়মান বা বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত সর্ব্বভাবকে অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিকে সাংসিদ্ধিক বা স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকের মত মনে করিয়া, (তাহাদের নিমিত্তকারণস্বরূপ) তাহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ মহদাত্মার উপরিস্থ যে এক দর্শন বা জ্ঞ-মাত্র পুরুষ আছেন, তদ্বিষয়ে শঙ্কা করে না বা জানে না, ভোগকেই জানে অপবর্গকে জানে না।

ব্যপদিষ্ট হয় অর্থাৎ আরোপিত হয়। অবসায় অর্থে সমাপ্তি। গ্রহণ অর্থে বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের স্বরূপমাত্রের জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানা। ধারণ অর্থে চিত্তে গৃহীত বিষয়ের স্থিতি (বিধৃত করিয়া রাখা)। ঊহন অর্থে বিস্মৃত বিষয়ের উত্থাপন বা স্মরণ। অপোহ শব্দের অর্থ স্মরণারূঢ় বিষয় হইতে কতকগুলিকে অপসারণ করা (বাছিয়া লওয়া)। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে ঊহ-অপোহ-করণপূর্ব্বক পূর্ব্বে জ্ঞাত নাম-জাতি-আদির সহিত সংযোগ করিয়া জ্ঞেয় পদার্থের বিজ্ঞান। অভিনিবেশের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর হেয়-উপাদেয় নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তন বা নিবর্ত্তন। ইহারা বুদ্ধিরই বিভিন্ন প্রকার ভেদ, অতএব বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান থাকিয়া ইহারা পুরুষে অধ্যারোপিত সদ্ভাব অর্থাৎ অধ্যারোপিত বা উপচরিত হওয়ার ফলেই যাহাদের অস্তিত্ব—তাদৃশ হয় অর্থাৎ উক্ত নানাবিধ বৃত্তি বুদ্ধিতে বর্ত্তমান থাকিলেও পুরুষের উপদর্শনের ফলেই তাহাদের অস্তিত্ব বা ব্যক্ততা নিষ্পন্ন হয়। পুরুষ সেই ফলের অর্থাৎ অধ্যারোপণের বা উপচারের ফল যে বুদ্ধিবোধ, ভোক্তা বা জ্ঞাতা হন।

১৯। গুণেতি। স্বরূপঃ—কার্য্যস্বরূপং, ভেদঃ—কার্য্যভেদঃ। তন্মাত্রেতি। তন্মাত্র-পঞ্চকম্ অস্মিতা চেতি ষট্ পদার্থা অবিশেষা ইত্যস্মিন্ শাস্ত্রে পরিভাষিতাঃ। তথা চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সঙ্কল্পকং মনঃ পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিশেষাঃ। এত ইতি। এতে ষড়্ অবিশেষাঃ পরিণামাঃ সত্তামাত্রস্য আত্মনঃ—অস্মীতিজ্ঞানমাত্রস্য ইত্যর্থঃ সত্তাজ্ঞানয়োর-বিনাভাবিত্বাৎ আত্মসত্তামাত্রম্ আত্মবোধমাত্রঞ্চেতি পদদ্বয়ং সমার্থকম্। তাদৃশশ্চাত্মভাবো মহান্ —অভিমানৈরনিয়ত ইত্যর্থঃ। অহমেবমহমেবমিত্যাভিমানেনাত্মভাবঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রে তদভাবাৎ স মহান্ অবাধিতস্বভাবঃ সঙ্কোচহীন ইতি। তস্য মহত আত্মনঃ ষড়্ অবিশেষ-পরিণামাঃ। মহতঃ অহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি ক্রমেণেতি।

যদিতি। যদ্ অবিশেষেভ্যঃ পরং—পূর্ব্বোৎপন্নং তল্লিঙ্গমাত্রং—স্বকারণয়োঃ পুরুষপ্রধানয়োর্লিঙ্গমাত্রং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ, মহত্তত্ত্বম্। দ্রষ্টুঃ লিঙ্গং চেতনত্বং গ্রহীতৃত্বং বা, প্রধানস্য লিঙ্গং ত্রিগুণম্ আত্মশান্তিরিতি। স্মর্য্যতে হি 'অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহু র্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে। তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি মন্যতে'' ইতি। লিঙ্গমাত্রো মহান্ আত্মা যথোক্ত-লিঙ্গমাত্রস্বভাবঃ। তস্মিন্ মহদাত্মনি অবস্থায়—সূক্ষ্মরূপেণ অহঙ্কারাদয়ঃ কারণসংসৃষ্টা অবস্থায়, ততঃ পরং তে অবিশেষবিশেষরূপাঃ বিবৃদ্ধিকাষ্ঠাং—চরমাং বিবৃদ্ধিম্ অনুভবন্তি—

১৯। স্বরূপ অর্থে কার্য্যরূপে পরিণত গুণের স্বরূপ (মৌলিক স্বরূপ নহে)। ভেদ অর্থে তাহার কার্য্যের ভেদ। পঞ্চ তন্মাত্র এবং অস্মিতা এই ছয় পদার্থ এই শাস্ত্রে অবিশেষনামে পরিভাষিত বা নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, সঙ্কল্পক মন এবং পঞ্চভূত ইহারা ষোড়শ বিশেষ। এই ছয় অবিশেষ সত্তামাত্র-আত্মার বা অস্মীতিমাত্র-জ্ঞানের পরিণাম। সত্তা এবং জ্ঞান অবিনাভাবী বলিয়া আত্মসত্তামাত্র এবং আত্মবোধমাত্র এই পদদ্বয় একার্থক। তাদৃশ আত্মভাবই মহান্ আত্মা। ইহাকে মহান্ বলা হয়, তাহার কারণ, ইহা অভিমানের দ্বারা অনিয়ত বা অসঙ্কুচিত। 'আমি এরূপ, আমি ওরূপ' ইত্যাকার ('আমি জ্ঞাতা,' 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি ধর্ত্তা' এই ভাবত্রয়রূপ) অভিমানের দ্বারাই আত্মভাব সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু অস্মীতিমাত্র-প্রত্যয়ে ঐ সঙ্কীর্ণতা নাই বলিয়া সেই মহান্ আত্মা অবাধিত-স্বভাব বা কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতাহীন। সেই মহান্ আত্মার ছয় অবিশেষ-পরিণাম হয়, যথা—মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, এইরূপ ক্রমে।

যাহা ছয় অবিশেষের উপরিস্থ বা পূর্ব্বোৎপন্ন, তাহা লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ স্বকারণ পুরুষ ও প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক এবং সেই পদার্থই মহত্তত্ত্ব। দ্রষ্টার লিঙ্গ বা লক্ষণ চেতনত্ব বা গ্রহীতৃত্ব, প্রধানের লিঙ্গ ত্রিগুণাত্মিকা আত্মশান্তি বা বিকারশীল আমিত্ববোধ। এবিষয়ে স্মৃতি যথা—'প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বলা হয় এবং তাহা মহত্তত্ত্বরূপ লিঙ্গ বা অনুমাপকের দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে, তদ্বৎ পুরুষ বা দ্রষ্টাও মহত্তত্ত্বরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিত হন'। (মহাভারত)। তজ্জন্য লিঙ্গমাত্র মহান্ আত্মা পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গমাত্র-স্বভাব অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে দ্রষ্টার গ্রহীতৃত্বরূপ লক্ষণ এবং অহন্তারূপ প্রাকৃত লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া তাহা (মহৎ) পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই লিঙ্গমাত্র। সেই মহদাত্মায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে কারণের সহিত সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করত অহঙ্কারাদিরা অবিশেষ ও বিশেষরূপে* বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম বৃদ্ধি

* বিশেষ অর্থে পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। ষোড়শ সংখ্যায় বিভক্ত হইলেও ইহাদের অন্তর্বিভাগ বা বিশেষ অসংখ্যপ্রকার। যেমন নানা প্রকার শব্দ বা স্পর্শ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অসংখ্যপ্রকার বিষয়-

কারণম্। পুরুষার্থতা বুদ্ধিভেদ এব, বুদ্ধিশ্চ গুণপুরুষসংযোগজাতা, অতো ন পুরুষার্থতা গুণকারণম্। পুরুষার্থতাকৃতত্বাদ্ অসৌ অলিঙ্গাবস্থা নিত্যা। ত্রয়াণাং গুণানাং যা বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রা অবস্থাস্তাসাম্ আদৌ উৎপত্তৌ ইত্যর্থঃ পুরুষার্থতা কারণম্। সা চ পুরুষার্থতা হেতু নিমিত্তকারণং বিশেষাদীনাম্, তস্মাদ্ হেতুপ্রভবত্বাত্তে বিশেষাদয়ঃ অনিত্যা ইতি।

গুণা ইতি। সর্বধর্মানুপাতিন ইতি হেতুগর্ভবিশেষণমিদম্। মহদাদিসর্ববস্তূনাং মূলস্বভাবাদ্ গুণাঃ সর্বধর্মানুপাতিনঃ, তস্মাৎ তে ন প্রত্যস্তম্ অযন্তে—লয়ং গচ্ছন্তি ন চ উপজায়ন্তে। অতীতানাগতাতিক্রান্তা ব্যয়াগমবতীভিঃ—ক্ষয়োদয়বতীভিঃ তথা চ গুণান্বয়িনীভিঃ—প্রকাশক্রিয়াস্থিতিমতীভিঃ মহদাদিব্যক্তিভিঃ গুণা উপজনাপায়ধর্মকা ইব—লয়োদয়শীলা ইব প্রত্যবভাসন্তে। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা দেবদত্তস্য দরিদ্রাণং—দুর্গতত্বং তস্য গবামেব মরণাদ্ ন তু স্বরূপহানাৎ তথা গুণানামপি উদয়ব্যয়ৌ। সমঃ সমাধিঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ। লিঙ্গেতি লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গস্য—প্রধানস্য প্রত্যাসন্নম্—অব্যবহিতকার্যম্। তত্র প্রধানে তল্লিঙ্গমাত্রং—সংসৃষ্টম্ অবিভক্তং সৎ বিবিচ্যতে—পৃথগ্ ভবতি, ক্রমস্য অনতিবৃত্তেঃ—বস্তুস্বভাবাদ্ যথা ভবিতব্যং তদ্ অনতিক্রমাদ্, যথাযোগ্যক্রমত এব উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ।

পুরুষার্থ নহে। পুরুষার্থতা বা ভোগাপবর্গতা এক এক প্রকার বুদ্ধি, বুদ্ধি ত্রিগুণ ও পুরুষের সংযোগজাত, সুতরাং পুরুষার্থতা ত্রিগুণের কারণ হইতে পারে না (বিবেকরূপ পুরুষার্থতা হইতে ত্রিগুণের অব্যক্ততা সঞ্জাত হয় না, বিবেক নিষ্পন্ন হইলে অর্থাৎ ব্যক্ততার কারণের অভাব ঘটিলে পর ত্রিগুণ স্বতঃই অব্যক্তাবস্থায় যায়)। পুরুষার্থকৃত নহে বলিয়া এই অলিঙ্গাবস্থা নিত্য। তিন গুণের যে বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র অবস্থা, তাহাদের আদিতে বা উৎপত্তিবিষয়ে পুরুষার্থতা কারণ। সেই পুরুষার্থতা বিশেষাদির হেতু বা নিমিত্তকারণ, তজ্জন্য হেতু হইতে উৎপন্ন যে বিশেষ-অবিশেষ আদি গুণপরিণাম তাহারা অনিত্য (কোনও একই ভাবে থাকে না)।

সর্বধর্মানুপাতী এই বিশেষণ হেতুগর্ভ অর্থাৎ ইহার ব্যবহারে হেতু বা কারণ বুঝাইতেছে। মহদাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের মূল স্বভাব বা স্বরূপ বলিয়া গুণসকল সর্বধর্মানুপাতী বা সর্ব ব্যক্ত পদার্থে উপাদানরূপে অনুসৃত। তজ্জন্য তাহারা প্রত্যস্তমিত বা লয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সর্বাবস্থায় থাকে বলিয়া ত্রিগুণ লয় হয় না এবং তাহা নূতন করিয়া উৎপন্নও হয় না। অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত এবং ব্যয়াগমযুক্ত বা ক্ষয়োদয়শীল এবং গুণান্বয়ী বা প্রকাশক্রিয়াস্থিতি-যুক্ত মহদাদি ব্যক্ত—তাদসকলের দ্বারা ত্রিগুণও উপজনাপায়ধর্মযুক্তের ন্যায় বা লয়োদয়শীলরূপে অবভাসিত হয়। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—যেমন, দেবদত্তের দরিদ্রতা বা দুর্গতত্ব তাহার গোসকলের মৃত্যু হইতেই উৎপন্ন, দেবদত্তের স্বরূপহানি- (যেমন রোগাদি) বশত নহে, তদ্রূপ গুণসকলের উদয় এবং লয়-বিষয়েও ঐরূপ সমাধান বা সঙ্গতি কর্তব্য অর্থাৎ স্বরূপতঃ গুণসকলের উৎপত্তি বা নাশ নাই, গুণকার্যরূপ ব্যক্তপদার্থ-সকলেরই সংস্থানভেদরূপ উদয়-লয় হইতে গুণেরও লয়োদয় কল্পনা হয়।

অলিঙ্গ প্রধানের প্রত্যাসন্ন বা অব্যবহিত কার্য লিঙ্গমাত্র। তন্মধ্যে প্রধানে সেই লিঙ্গমাত্র সংসৃষ্ট বা অবিভক্ত (লীনভাবে) থাকিয়া বিবিক্ত বা পৃথক্ হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রমকে অনতিক্রম করিয়াই হয় অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব-অনুযায়ী যাহা যেরূপ ক্রমে উৎপন্ন হওয়ার যোগ্য, তাহাকে অতিক্রম না করিয়া যথাযথক্রমেই উৎপন্ন হয় (যেমন বুদ্ধি হইতে

এবং পরিণামক্রমনিয়তা অবিশেষবিশেষতাবা উৎপদ্যন্তে। তথা চোক্তমিতি। পুরস্তাৎ—এতৎ-সূত্রভাষ্যস্য আদৌ। নেতি। বিশেষেভ্যঃ পরং—তদুৎপন্নং তত্ত্বান্তরং ন দৃশ্যতে ততস্তেষাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ। সন্তি চ তেষাং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ প্রভূতাখ্যাঃ। ন হি ভৌতিকদ্রব্যেষু ঘট্ অর্ধঘটনীলপীতাদেরনাধারং দৃশ্যতে তস্মাত্তানি ন ভূতেভ্যস্তত্ত্বান্তরাণীতি।

২০। দৃশীতি। বিশেষণৈঃ—স্বরূপব্যাপকৈঃ লয়োদয়শীলৈঃ ধর্মৈরপরামৃষ্টা দৃক্‌শক্তিঃ—জ্ঞ-মাত্রঃ অন্যবোদ্ধৃনিরপেক্ষঃ স্ববোধমাত্র এব দ্রষ্টা পুরুষঃ। স চ বুদ্ধেঃ—অস্মিবুদ্ধের-স্মীতিমাত্রবিজ্ঞানস্য প্রতিসংবেদী—প্রতিসংবেদনহেতুঃ। যথা দর্পণঃ প্রতিবিম্বহেতুস্তথা অস্মীতিবোধস্য উত্তরক্ষণে মানসঃ আনাত্মীভাবকো যঃ প্রতিবোধস্তস্য হেতুভূতঃ পূর্ণঃ স্ববোধ এব প্রতিসংবেদিশব্দেন লক্ষ্যতে। দ্রষ্টুঃ প্রত্যয়ানুপশ্যত্বেন সাক্ষিত্বেন বুদ্ধির্লক্ষসত্তাকা তস্মাৎ দ্রষ্টা বুদ্ধের্বিরূপোঽপি নাত্যন্তং বিরূপঃ, বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মানত্বাৎ কিঞ্চিৎ সারূপ্যম্, অপরিণামিত্বাদ্বৈরূপ্যম্, ইত্যাহ নেতি। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ বুদ্ধিঃ পরিণামিনী। গো-বিষয়াকারা

অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন—ইত্যাদিক্রমই যথাযথক্রম)। এইরূপে পরিণামক্রমের দ্বারা নিয়ত হইয়া অবিশেষ ও বিশেষ ভাবসকল উৎপন্ন হয়।

পুরস্তাৎ অর্থাৎ এই সূত্রের ভাষ্যের আদিতে উক্ত হইয়াছে। বিশেষের পর আর তদুৎপন্ন তত্ত্বান্তর দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের আর অন্যকোনও তত্ত্বরূপ পরিণাম নাই। বিশেষসকলের প্রভূত বা ভৌতিক নামক ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম আছে। ভৌতিক দ্রব্যে ঘট, অর্ধঘট, নীল-পীত আদির অনাধার দেখা যায় না, তজ্জন্য তাহারা ভূত হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে, কিন্তু তাহারা উহাদেরই সমষ্টিমাত্র। (সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, স্থূলরূপে ও একই কালে পঞ্চভূতের যে মিলিত জ্ঞান তাহাই ভৌতিকের লক্ষণ—যেমন সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে ঘটিতেছে। কোনও এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য একই ভূতকে পৃথক্ করিয়া সমাধির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভূতসম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান। ভৌতিক পদার্থে শব্দস্পর্শাদির নানা প্রকার সংস্থান থাকিলেও, শব্দাদি পঞ্চ ভূতব্যতীত তাহাতে কোনও মৌলিক নূতন লক্ষণ নাই, তজ্জন্য তাহা পৃথক্ তত্ত্বের অন্তর্গত নহে। Thornton সাহেবের যে লক্ষণ দেন তাহাও ঠিক সাংখ্যের ভৌতিকের লক্ষণ, যথা—"That which under suitable circumstances is able to excite several of our sense-organs at the same time, is called matter" – Physiography)।

২০। বিশেষণের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপব্যাপক লয়োদয়শীল ধর্মের দ্বারা, অপরামৃষ্ট বা অসম্পৃক্ত (যাহা কোনও বিকারশীল লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য নহে) এরূপ যে দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞ-মাত্র অর্থাৎ যাহা অন্য-বোদ্ধৃ-নিরপেক্ষ বা অন্য কোনও জ্ঞাতার দ্বারা বিজ্ঞেয় নহে সুতরাং স্ববোধমাত্র, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ। তিনি বুদ্ধির অর্থাৎ অস্মি-বুদ্ধির বা অস্মীতিমাত্র-বিজ্ঞানের প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেদনের কারণ। যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বের হেতু, তদ্রূপ অস্মীতি বা 'আমি' এই বোধের পরক্ষণে যে 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপ প্রতিবোধ বা প্রতিফলিত বোধ হয়, তাহার কারণস্বরূপ পূর্ণ স্ববোধপদার্থই প্রতিসংবেদী শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। দ্রষ্টার প্রত্যয়ানুপশ্যতার (প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিবৃত্তির উপদর্শনের) বা সাক্ষিতার দ্বারা বুদ্ধি লব্ধসত্তাক অর্থাৎ তৎফলেই বুদ্ধির বর্তমানতা (শঙ্করাচার্যও বলেন, দ্রষ্টাব্যতীত সবই চেতন হইয়া যায়), তজ্জন্য দ্রষ্টা বুদ্ধির বিরূপ হইলেও সম্পূর্ণ বিরূপ নহেন, বুদ্ধির মত প্রতীয়মান হওয়াতে বুদ্ধির সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ

গোজ্ঞানরূপা বুদ্ধিঃ নষ্টগোজ্ঞানা ঘটাকারা ঘটজ্ঞানরূপা অতঃ অ-গোজ্ঞানরূপা ভবতীতি দৃশ্যতে এবং জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বং ততশ্চ পরিণামিত্বম্ ।

সদেতি । পুরুষবিষয়া আত্মবুদ্ধিঃ সদাজ্ঞাতস্বভাবা যতঃ অজ্ঞাতাত্মবুদ্ধির্ন কল্পনীয়া । কিঞ্চ স্বস্য তানকং পৌরুষপ্রকাশং নিমিত্তা উৎপন্না বুদ্ধিঃ সদৈব জ্ঞাতাহমিতিরূপা ন তদ্বিপরীতা । পুরুষস্য বিষয়ভূতা বুদ্ধিস্তথা চ স্বস্যাঃ প্রকাশকং পুরুষং বিষয়ীকৃত্য উৎপন্না পুরুষবিষয়া বুদ্ধিঃ-ভেদেনৈব অত্র ব্যবহৃতেতি বোদ্ধব্যম্ । সদৈব পুরুষাৎ জ্ঞাতাহমেতন্মাত্রপ্রাপ্তেঃ পুরুষঃ অপরিণামী জ্ঞস্বরূপঃ । শ্রূয়তে চ 'ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' ইতি ।

কস্মাদিতি । বুদ্ধিস্তথা যা চ ভবতি পুরুষবিষয়া তাদৃশী বুদ্ধির্গৃহীতাগৃহীতা—দ্রষ্টৃযোগে জ্ঞাতা পুনস্তদ্‌যোগেঽপ্যজ্ঞাতা ন স্যাৎ সদৈব পুরুষদৃষ্টা জ্ঞাতা বা স্যাদিত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং সিদ্ধম্ । কদাচিদ্ জ্ঞাতাহং কদাচিদজ্ঞাতা ইতি চেদ্

সারূপ্য আছে এবং অপরিণামী-আমি কারণে বুদ্ধি হইতে দ্রষ্টার বৈরূপ্য, তজ্জন্য বলিতেছেন, তিনি বুদ্ধির সরূপও নহেন।

বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হয় বলিয়া বুদ্ধি পরিণামী। গো-বিষয়াকারা গো-জ্ঞানরূপা বুদ্ধি পুনরায় নষ্ট-গো-জ্ঞানা হইয়া ঘটাকারা ঘটজ্ঞানরূপা ; অতএব অ-গোজ্ঞানরূপা হয় দেখা যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক জ্ঞান নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্তে অন্য জ্ঞানের যে উদয় হয় তাহা দেখা যায়, তজ্জন্য বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়ক এবং পরিণামী।

পুরুষবিষয়া যে আত্মবুদ্ধি তাহা সদাজ্ঞাত-স্বভাব, যেহেতু অজ্ঞাত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি আমাকে জানি না' বা 'আমি নাই' এরূপ বুদ্ধি কল্পনীয় নহে (কারণ, 'আমি নাই' ইহা 'আমি'ই কল্পনা করিবে)। আর নিজের তানক বা জ্ঞাপক যে পৌরুষ প্রকাশ তাহাকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন বুদ্ধি সদাই 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ, তাহা তদ্বিপরীত 'আমি অজ্ঞাতা' এরূপ হইতে পারে না। পুরুষের বিষয়ভূত বুদ্ধি এবং তাহার (বুদ্ধির) নিজের প্রকাশক যে পুরুষ, তাহাকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি—বুদ্ধির এই দুই লক্ষণ এস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। পুরুষ হইতে (সংযোগের ফলে) 'আমি জ্ঞাতা' এতন্মাত্র ভাব সদাই পাওয়া যায় বলিয়া পুরুষ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ অর্থাৎ যতক্ষণ বুদ্ধিরূপ বিষয় থাকিবে ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞাত হইবে*। শ্রুতিতেও আছে, 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্ব-স্বভাবের কখনও অপলাপ হয় না।'

বুদ্ধি যাহা পুরুষবিষয়ক অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া যে বুদ্ধি, তাহা গৃহীত-অগৃহীত অর্থাৎ দ্রষ্টার সংযোগে জ্ঞাত পুনশ্চ দ্রষ্টার সহিত সংযোগ হইলেও অজ্ঞাত এরূপ কখনও হয় না, তাহা সদাই দ্রষ্টৃ-পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইলে জ্ঞাতই হয়, এই কারণে পুরুষের

* তাহার দিক্ হইতে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা সাপেক্ষ [illegible] শব্দ বিচার্য। জ্ঞাতা বলিলে বিষয়ের জ্ঞাতৃস্বরূপ এক ক্রিয়া হইতে [illegible] হয় [illegible] জ্ঞ বা দ্রষ্টার [illegible] তাহা হয় না। [illegible] ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি বিষয়প্রকাশিকা হয় [illegible] দ্রষ্টৃ পুরুষ। অতএব বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞাতা বুদ্ধি। [illegible] অপেক্ষাতেই বুদ্ধিও বৃত্তি ও ক্রিয়ার সহযোগে জ্ঞাতৃত্বের বিকাশ। দ্রষ্টৃ পুরুষ অন্যনিরপেক্ষ সুতরাং অনাপেক্ষিক স্বপ্রকাশ। চৈতন্য অর্থে অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞাতৃত্ব, কিন্তু প্রকাশ অর্থে [illegible] চেতনাবৎ হওয়া এবং বিষয়রূপে প্রকাশিত হওয়া। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে প্রকাশের সার্থকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য সদাই অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ। উক্তসংযোগেই বুদ্ধির প্রকাশ, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। (ভাস্বতী, ৪।২০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

আত্মবুদ্ধিরভবিষ্যৎ তদা তৎপ্রকাশকোঽপি কদাচিদ্ জ্ঞঃ কদাচিদ্ অজ্ঞ ইত্যেবং পরিণাম্যভবিষ্যৎ। নন্ু নিরোধকালে বুদ্ধির্ন গৃহীতা ভবতি ব্যুত্থানে চ ভবতি অতো ভবতু আত্মা জ্ঞাতা চ অজ্ঞাতা চেতি শঙ্কা নিঃসারা। কস্মান্ নিরোধে বুদ্ধেরপি অভাবান্নাস্তি তস্যা গ্রহণম্। এবং গৃহীতাত্মবুদ্ধিরজ্ঞাতা ইতি ন সিধ্যেৎ।

বুদ্ধিপুরুষয়োর্বৈরূপ্যে যুক্ত্যন্তরমাহ কিঞ্চেতি। জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংস্কারাদীনাং সংহত্যকারিত্বোৎপন্নাঃ সুখাদিবৃত্তয়ঃ পরার্থাঃ পরস্যৈকস্য বিজ্ঞাতুরুপদর্শনাৎ একপ্রযত্নেন মিলিত্বা ভোগাপবর্গকার্যকারিণ্যঃ। বিজ্ঞাতৃপুরুষস্তু স্বার্থঃ—ন কস্যচিদর্থঃ, দ্রষ্টারমাশ্রিত্যৈব ভোগাপবর্গৌ চরিতৌ ভবত ইতি দর্শনাৎ। তথেতি। তথা সর্বেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিস্বভাবানাম্ অর্থানাম্ অধ্যবসায়কত্বাৎ—অর্থাকারপরিণতা সতী নিশ্চয়করণাদিত্যর্থঃ বুদ্ধিস্ত্রিগুণা ততশ্চ অচেতনা দৃশ্যা। পুরুষস্তু গুণানাম্ উপদ্রষ্টা স্ববোধরূপ ইত্যতঃ পুরুষো ন বুদ্ধেঃ সরূপঃ। অস্ত্বিতি। নাপি অত্যন্তং বিরূপো যতঃ স শুদ্ধোঽপি পরিণামিত্বাদিশূন্যোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ, বৌদ্ধঃ—বুদ্ধিনিষ্ঠঃ প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানবৃত্তির্ অনুপশ্যতি—উপদ্রষ্টা সন্ প্রকাশয়তি ততো

সদাজ্ঞাত-বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইল। যদি আত্মবুদ্ধি কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে তাহার যাহা প্রকাশক তাহা কখনও জ্ঞ কখনও বা অ-জ্ঞ এইরূপে পরিণামী হইত। (শঙ্কা যথা) নিরোধকালে বুদ্ধি ত প্রকাশিত হয় না, ব্যুত্থানকালেই (বাক্যাবস্থাতেই) প্রকাশিত হয়, অতএব আত্মা ত জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা (অতএব পরিণামী) হইল?—এই শঙ্কা নিঃসার, কারণ, নিরোধকালে বুদ্ধির অভাব বা লয় হয় বলিয়াই তাহার গ্রহণ হয় না। এইরূপে 'গৃহীত আত্মবুদ্ধি অজ্ঞাত' ইহা কখনও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি গৃহীত হইবে অথচ তাহা অজ্ঞাত হইবে তাহা কখন হইতে পারে না ('আমি আছি' অথচ 'আমাকে আমি জানি না'—ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়াই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়, যতক্ষণ বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্বের অপলাপ হইবে না, সুতরাং তিনি সদা জ্ঞাতা। বুদ্ধি না থাকিলে অন্য কথা)।

বুদ্ধি এবং পুরুষের বৈরূপ্য বা বিসদৃশতা-বিষয়ে অন্য যুক্তি দিতেছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (যদ্দ্বারা ইচ্ছা দৈহিক কর্মে পরিণত হয়), সংস্কার ইত্যাদির সংহত্যকারিত্ব হইতে (একযোগে মিলিত চেষ্টার ফলে) উৎপন্ন সুখ-দুঃখ আদি বুদ্ধিবৃত্তিসকল পরার্থ অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে পর কোনও এক বিজ্ঞাতার উপদর্শনের ফলে একপ্রযত্নে মিলিত হইয়া ভোগাপবর্গরূপ কার্যকারী হয়। বিজ্ঞাতা পুরুষ স্বার্থ, তাহা অন্য কাহারও অর্থ (প্রয়োজনার্থক বা বিষয় হইবার যোগ্য) নহে, কারণ, দ্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়াই ভোগাপবর্গ আচরিত হইতে দেখা যায় (সুতরাং ভোগাপবর্গ দ্রষ্টার প্রয়োজক হইতে পারে না)।

তথা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-স্বভাবযুক্ত সমস্ত বিষয়ের অধ্যবসায়কত্বহেতু অর্থাৎ উপরঞ্জিত হওয়ার ঐ ঐ ভাবযুক্ত বিষয়াকারে পরিণত বা দৃশ্যরূপে আকারিত হইয়া নিশ্চয়জ্ঞান (প্রকাশাদি-হেতু) বা বিষয়ের সত্তার জ্ঞান করায় বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণা তজ্জন্য তাহা অচেতন ও দৃশ্য। পুরুষ গুণসকলের উপদ্রষ্টা ও স্ববোধরূপ, তজ্জন্য পুরুষ বুদ্ধির সদৃশ নহেন।

পুরুষ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন, যেহেতু তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পরিণামিত্ব-আদি বুদ্ধির লক্ষণ তাঁহাতে না থাকিলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য অর্থাৎ বৌদ্ধ বা বুদ্ধির বিকাররূপ প্রত্যয়কে বা জ্ঞান-বৃত্তিকে অনুদর্শন করেন বা তাহার উপদ্রষ্টা

বুদ্ধ্যাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে—প্রতীয়তে। শ্রূয়তে চ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥" ইত্যাদৌ। যথা, অবিদ্যাভেদেন অস্মিতাক্লেশেন তৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ বুদ্ধিপুরুষৌ সযুজৌ সংযুক্তৌ যথোক্তং 'দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা,' তথা চ 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।' তয়োঃ বুদ্ধির্হি শুভাশুভকর্মফলং ভুঙ্‌ক্তে। অন্যঃ বুদ্ধিপ্রতিসংবেদী সাক্ষিস্বরূপঃ প্রত্যক্‌চেতনঃ পুরুষঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি ফলভোগরূপস্য বুদ্ধিবিকারস্য নির্বিকারদ্রষ্টৃরূপেণ তিষ্ঠতি। সহবুদ্ধিপ্রতিসংবেদ্য-বহুপুরুষাস্তিত্বমপি অত্র শ্রুতৌ বিজ্ঞাপিতম্। যথা রাজ্ঞা সহ সম্বন্ধাৎ কশ্চিৎ পুরুষো রাজপুরুষো ভবতি তথা পুরুষোপদর্শনাৎ লব্ধজন্মা বুদ্ধিরপি পৌরুষেয়ী ভবতীতি বুদ্ধিঃ কথঞ্চিৎ পুরুষসদৃশী, অনুভূয়তে চ দ্রষ্টাহং জ্ঞাতাহমিত্যাদি। এবমচেতনাপি বুদ্ধিঃ স্বয়ং জানামীতি অধ্যবস্যতি ততঃ বোধস্বরূপঃ পুরুষ ইব প্রতীয়তে। তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তি'—ভোক্তা সুখদুঃখভোগভূতবুদ্ধের্দ্রষ্টা ইত্যর্থঃ, ততঃ অপ্রতিসংক্রমা বুদ্ধেরুপাদানরূপেণ প্রতিসংক্রমশূন্যা—প্রতিসঞ্চারশূন্যা ইত্যর্থঃ পরিণামিনি অর্থে—বুদ্ধিবৃত্তৌ প্রতিসংক্রান্তা ইব তদ্‌বৃত্তিং—বুদ্ধিবৃত্তিম্ অনুপততি—তস্যা অনুরূপেব প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। এবং পুরুষস্য বুদ্ধিসারূপ্যম্। বুদ্ধেঃ পুরুষসারূপ্যমাহ। তথাশ্চ

হইয়া প্রকাশিত করেন, তজ্জন্য দ্রষ্টা বুদ্ধির অনুরূপ বলিয়া প্রত্যবভাসিত বা প্রতীত হন। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—'দ্বা সুপর্ণা....' ইহার অর্থ—"সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ, অস্মিতাক্লেশরূপ অবিদ্যার দ্বারা সযুজ বা সংযুক্ত, যথা উক্ত হইয়াছে—'দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি ইহাদের একত্বজ্ঞানই অস্মিতা' (যোগসূত্র ২।৬), পুনশ্চ '(ব্যুত্থান অবস্থায়) বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পুরুষের সারূপ্য (প্রতীতি) হয়' (যোগসূত্র ১।৪)। ঐ দুইয়ের মধ্যে বুদ্ধিই শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করে এবং অন্যটি অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যক্‌চেতন যে পুরুষ, তিনি ঐ ফলভোগ না করিয়া নানা ফলভোগরূপ বুদ্ধিবিকারের নির্বিকার উপদ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করেন; (প্রতিজীবস্থ) বহু বুদ্ধির প্রতিসংবেত্তা বহু পুরুষের অস্তিত্বও এই শ্রুতিতে খ্যাপিত হইয়াছে। (উভয়ে সদৃশ হইলেও একজন সুখী-দুঃখী হয়, অন্যটি কেবল সুখ-দুঃখের নির্বিকার-জ্ঞাতৃরূপে স্থিত, ইহাই তাহাদের বৈরূপ্য)।" যেমন রাজার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে কোনও পুরুষকে রাজপুরুষ বলা যায়, তদ্রূপ পুরুষের উপদর্শনের ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি পৌরুষেয় হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পুরুষসদৃশ। এরূপ অনুভূতও হয় যে, 'আমি (বুদ্ধি) দ্রষ্টা, আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদি, সেইজন্য বুদ্ধি অচেতন হইলেও 'আমি আমাকে জানিতেছি' এরূপ অধ্যবসায় করে বা জানে এবং তজ্জন্য তাহা বোধস্বরূপ পুরুষের মত প্রতীত হয়*।

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—ভোক্তৃশক্তি বা দ্রষ্টৃ-পুরুষ অপরিণামী। ভোক্তা অর্থে সুখ, দুঃখ আদি ভোগভূত বুদ্ধির নির্বিকার দ্রষ্টা; তজ্জন্য চিতি শক্তি অপ্রতিসংক্রমা বা বুদ্ধির উপাদানরূপে প্রতিসঞ্চারশূন্যা অর্থাৎ প্রতিসংক্রান্ত হইয়া তদ্রূপে পরিণত হন না। তিনি পরিণামশীল বিষয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, যেন পরিণত হইয়া তাহার

* বুদ্ধিতে যে 'আমি আমাকে জানিতেছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে 'আমি' এবং 'আমাকে' ইহারা পৃথক্ পদার্থ। ইহাতে পূর্বক্ষণের অতীত 'আমির' -বোধকে বর্তমান 'আমি' বিষয় করিয়া জানে। কিন্তু উহার অনুকাশ সকলে যে 'আমি আমাকে জানি' তাহাতে 'আমি' এবং 'আমাকে' ইহারা একই পদার্থের বৈকল্পিক ভেদ, অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্রকে বা আত্মমাত্রকে তাহার ঐরূপ বলিতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তেঃ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়াঃ—প্রাপ্তঃ চৈতন্যোপগ্রহঃ চিদবভাসঃ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহঃ, তদেব স্বরূপং যস্যাঃ তস্যাঃ, অচেতনাপি চেতনাবতীব প্রতিভাসমানা যা বুদ্ধিবৃত্তি তস্যা ইত্যর্থঃ। অনুকারমাত্রতয়া—নীলমণিব্যবহিতস্য তৎপ্রকাশকসূর্য্যাদে র্যথা নীলিমা তথা বুদ্ধেরনুকারমাত্রতা প্রকাশকতা ইত্যর্থঃ, তয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা—চিত্তবৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা অভিন্না ইব জ্ঞানবৃত্তিঃ—চিদ্‌বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে অবিবেকিভিরিতি। জ্ঞানশব্দো জ্ঞমাত্রবাচী, চিতিশক্তিরেবাত্র জ্ঞানবৃত্তিঃ। যদ্বা চিতিশক্ত্যা সহ অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিরেব জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।

২১। পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপার্থমন্তরেণ নাস্তি দৃশ্যস্য অন্যৎ সাক্ষাদ্ জ্ঞায়মানং রূপং কার্য্যং বা তস্মাৎ পুরুষার্থ এব দৃশ্যাত্মা—স্বরূপমিতি সূত্রার্থঃ। ভোগরূপেণ বিবেকরূপেণ বা গুণা দৃশ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। দৃশীতি। কর্ম্মরূপতাং—ভোগাপবর্গরূপতাম্। তদিতি। তৎস্বরূপম্—দৃশ্যস্বরূপং ভোগাপবর্গরূপা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, পররূপেণ—দ্রষ্টৃস্বরূপেণ প্রতিলব্ধকম্—সত্তাকম্। এতদুক্তং ভবতি। সুখদুঃখবোধঃ অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদ্যাকারেণ আত্মবুদ্ধিগতেন দ্রষ্ট্রা এব প্রতিসংবেদ্যতে তৎপ্রতিসংবেদনাচ্চৈব তেষাং

বৃত্তিকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুপশ্যন করেন অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ প্রতীত হন। এইরূপে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সারূপ্য। আবার পুরুষের সহিত বুদ্ধির সাদৃশ্যও দেখাইতেছেন। সেই প্রাপ্ত-চৈতন্য-উপগ্রহরূপ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে চৈতন্যোপগ্রহ বা চিদবভাস (স্বপ্রকাশকের ছায়া) যাহা, তাহাই প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ,—উহা যাহার স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন হইলেও চৈতন্যের ন্যায় প্রতীয়মানা যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার অনুকারমাত্রতার ফলে অর্থাৎ নীলমণির দ্বারা ব্যবহিত হইলে যেমন তৎপ্রকাশক সূর্য্যাদির নীলিমা, তদ্রূপ বুদ্ধির অনুকারমাত্রতা বা প্রকাশকতা, তৎফলে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে দ্রষ্টার অবিশিষ্টতা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বা চৈতন্যরূপ চিদ্‌বৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ (দ্রষ্টা ও বুদ্ধি যেন একই)—ইহা অবিবেকীদের দ্বারা আখ্যাত বা কথিত হয়। এখানে জ্ঞান-শব্দ জ্ঞ-মাত্র-বাচক এবং জ্ঞান-বৃত্তি অর্থে চিতি শক্তি। অথবা চিতি শক্তির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞানবৃত্তি বলা হয়। (নীলমণির দ্বারা ব্যবহিত হওয়ার ফলে প্রকাশগুণযুক্ত আলোক এবং মণির অপ্রকাশ নীলিমা মিলিয়া যেমন নীল আলোক হয়, তদ্রূপ 'আমিত্ব'-লক্ষণাত্মক মূলতঃ অপ্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা দ্রষ্টা ব্যবহিত হওয়ায় 'আমি দ্রষ্টা' এরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ দেশকালাতীত দ্রষ্টা 'আমিত্ব'-মাত্রে নিবদ্ধবৎ হইয়া—যাহাতে মনে হয় তিনি আমার ভিতরেই আছেন, সর্ব্বকালে আছেন, ইত্যাদি—সঙ্কীর্ণবৎ হন এবং দ্রষ্টৃত্বের অবভাসে জড় আমিত্বের বা আমিত্ববুদ্ধির প্রকাশ হয় বা তাহা সচেতনবৎ হয়)।

২১। পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ অর্থ ব্যতীত দৃশ্যের আর অন্য কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞায়মান রূপ বা বাস্তভাব নাই (দৃশ্যের অব্যক্তভাবও অনুমানের দ্বারা জ্ঞায়মান)। তজ্জন্য পুরুষার্থই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ—ইহাই সূত্রার্থ, অর্থাৎ গুণসকল হয় ভোগরূপে অথবা বিবেক বা অপবর্গরূপে দৃশ্য বা বিজ্ঞাত হয়। কর্ম্মরূপতা অর্থে দ্রষ্টার ভোগাপবর্গরূপ দৃশ্যতা।

তৎস্বরূপ অর্থে দৃশ্যস্বরূপ বা ভোগাপবর্গরূপ বুদ্ধি, তাহা পররূপের দ্বারা অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপ বিজ্ঞাতৃ-স্বরূপের দ্বারাই, প্রতিলব্ধক বা সত্তাত্মক; অর্থাৎ তদ্দ্বারাই অভিব্যক্ত হইয়া তাহার বর্ত্তমানতা। ইহাতে বলা হইল যে, সুখ-দুঃখ বোধসকল 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি আকারে আত্মবুদ্ধিগত (আমিত্ব-বুদ্ধির মধ্যে যাহা লব্ধ) দ্রষ্টার দ্বারাই

জ্ঞানং সত্তা বা। উভয়ত্র পররূপেণ লব্ধসত্তাকা বিজ্ঞাতা বা। চরিতে ভোগাপবর্গার্থে চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধাৎ ন ভোগাপবর্গরূপা বৃত্তয়ঃ পৌরুষভাসা প্রকাশিতা ভবন্তি। ননু তদা সতীনাং বৃত্তীনাং কিমত্যয়নাশ ইত্যেতস্য উত্তরমাহ। স্বরূপহানাৎ—সুখদুঃখাদি-প্রমাণাদি-মহদাদি-স্বরূপনাশাৎ তে ভাবা নশ্যন্তি ন চ বিনশ্যন্তি ন ত্বেষামত্যন্তনাশঃ। তে চ তদা গুণস্বরূপেণ তিষ্ঠন্তি গুণাশ্চ অন্যৈরকৃতার্থৈঃ পুরুষৈঃ দৃশ্যন্ত ইতি।

২২। কৃতার্থমিতি। একং পুরুষবিজ্ঞানেন পুরুষবহুত্বমাভিধীয়তে। নাশঃ পুরুষার্থহীনা অব্যক্তাবস্থা। যৌগপদ্যিকস্য বহুজ্ঞানস্য একো দ্রষ্টেতি মতং সর্বেষামনুভববিরুদ্ধত্বাৎ অচিন্তনীয়ং যুক্তিহীনত্বাৎ অনাদেয়ম্। অনুভূয়তে চ সর্বৈঃ বর্তমানস্য একজ্ঞানস্য এক এব দ্রষ্টেতি। অতঃ প্রবর্ততে'য়ং যুক্তঃ প্রবাদঃ যৎ একদা বহুক্ষেত্রেষু বর্তমানানাং বহুজ্ঞানানাং বহবো জ্ঞাতার ইতি। 'পুরুষ এবেদং সর্বমিতি,' 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চে'ত্যাদি শ্রুতীনামাত্মা পুরুষশ্চ ন দ্রষ্টৃমাত্রবাচী কিন্তু প্রজাপতিবাচী। শ্রূয়তে'পি "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তেতি।" তথা স্মৃতিশ্চ "স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা" ইতি। প্রজাপতেঃ অন্তরাত্মভূতো দেব এক ইতি বাদঃ সাংখ্যসম্মতঃ শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিতশ্চেতি দিক্। অতোঽনেকানিত্যাদিশ্রুতৌ পুরুষস্য বহুত্বমুক্তম্।

প্রতিসংবিদিত হয় এবং সেই প্রতিসংবেদনের ফলেই তাহাদের জ্ঞান বা অস্তিত্ব (সুখদুঃখরূপে আকারিত বুদ্ধি দ্রষ্টার প্রতিসংবেদনের ফলে ঐ ঐ প্রকার জ্ঞানরূপে ব্যক্ত হয়)। উভয়ত্র তাহারা পররূপের (দ্রষ্টার) দ্বারা লব্ধসত্তাক এবং তদ্দ্বারাই বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃত্ব তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ধর্ম নহে।

ভোগাপবর্গরূপ অর্থ চরিত বা নিষ্পন্ন হইলে চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ হওয়ায় ভোগাপবর্গরূপ বৃত্তিসকল আর পুরুষের স্বভাসের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। সৎস্বরূপে অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপে অবস্থিত বৃত্তিসকলের তখন কি অত্যন্ত নাশ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, স্বরূপহানি হওয়াতে অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি, প্রমাণাদি এবং মহদাদিরূপ স্বরূপের (ব্যক্তভাবের) নাশ হয় বলিয়া সেই ভাবরূপ বৃত্তিসকলও নাশপ্রাপ্ত হয় বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের অত্যন্ত নাশ বা সত্তার অভাব হয় না, কারণ, তখন তাহারা (মহদাদিরা), তাহাদের কারণ গুণ-স্বরূপে লীন হইয়া থাকে এবং গুণসকল অন্য অকৃতার্থ পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয়।

২২। 'এক পুরুষের প্রতি'—ইত্যাদির দ্বারা পুরুষবহুত্ব উপপাদিত করিতেছেন। নাশ অর্থে পুরুষার্থহীন অব্যক্তাবস্থা। যুগপৎ বহুজ্ঞানের দ্রষ্টা এক—এই মত সকলের অনুভবের বিরুদ্ধ বলিয়া অচিন্তনীয় এবং যুক্তিহীন বলিয়া অনাদেয় বা অগ্রাহ্য। সকলের দ্বারাই অনুভূত হয় যে, বর্তমান এক জ্ঞানের দ্রষ্টা একই, অতএব ইহা হইতে এই যুক্তিযুক্ত প্রবাদ বা যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয় যে, এককালে বহুক্ষেত্রে বা বহু চিত্তে বর্তমান বহু প্রাণীর বহুজ্ঞানের বহুজ্ঞাতাই থাকিবে। 'পুরুষই এই সমস্ত,' 'সর্বভূতের অন্তরাত্মা একই, তিনি নানা প্রকারে প্রতিরূপে এবং বাহিরেও আছেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আত্মা এবং পুরুষের উল্লেখ আছে, তাহা দ্রষ্টৃমাত্রবাচী নহে, কিন্তু প্রজাপতিবাচক (ব্রহ্মা)। শ্রুতিতেও (মুণ্ডক) আছে, 'দেবতাদের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভুবনের পালয়িতা।' স্মৃতিতেও আছে যে, 'তিনি সর্গকালে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কালে পুনঃ তাহা নিজেতেই সংহৃত করেন। এইরূপে এই বিশ্বকে সংহরণ করিয়া নিজদেহে লীন

কুশলমিতি। সুগমম্। অতশ্চেতি। অকুশলানাং দৃশ্যদর্শনং স্যাৎ তচ্চ সংযোগমন্তরেণ ন স্যাদ্ অতঃ, তথা চ দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোঃ—দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ কারণহীনত্বেন নিত্যত্বাৎ ন সংযোগঃ অনাদিঃ। অনাদ্যাঃ সনিমিত্তা ভাবাঃ প্রবাহরূপেণৈব অনাদয়ঃ স্যুঃ বীজবৃক্ষবৎ। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোঽপি অবিদ্যানিমিত্তকত্বাৎ প্রবাহরূপেণানাদির্ন চৈকব্যক্তিকানাদিঃ। দৃশ্যতে চ পরিণামিন্যা বুদ্ধের্বৃত্তিরূপেণ লয়োদয়শীলতা। যদা সা লীনা তদা বিয়োগো যদা বিপর্য্যয়সংস্কারবশাদ্ উন্মজ্জিতা তদা সংযোগঃ। এবং বীজবৃক্ষবদ্ অনেকব্যক্তিকস্য সংযোগস্য অনাদিপ্রবাহঃ। বিদ্যারূপনিমিত্তাদ্ অবিদ্যানাশে য আত্যন্তিকো বিয়োগ ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদিতঃ। তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচার্য্যেণ ধর্ম্মিণামিতি। ধর্ম্মিণাম্—সত্ত্বাদিগুণানাং মূলধর্ম্মিণাং পরিণামিনিত্যানাং কূটস্থনিত্যৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ পুরুষৈঃ সহ অনাদিসংযোগাদ্ ধর্ম্মমাত্রাণাং—সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং দ্রষ্ট্রা সহ সংযোগঃ অনাদিঃ। অনাদিরপি সংযোগো ন নিত্যঃ প্রবাহরূপত্বান্ নিমিত্তজন্যত্বাচ্চ। সংযোগশ্চ সম্বন্ধবাচকঃ পদার্থঃ, তস্মাত্তস্য অভাবো বিয়োগরূপঃ স্যাৎ সংযোগকারণস্য নাশে সতি। ভাবস্যাভাবঃ সৎকার্য্যবাদবিরুদ্ধঃ, ন সম্বন্ধপদার্থস্যেতি অবগন্তব্যম্।

ফলতঃ জগতের সেই অন্তরাত্মা (ব্রহ্মা বা নারায়ণ) কারণসলিলে শয়ান থাকেন (মহাভারত)।' ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গতভূত দেবতা অর্থাৎ যাঁহার অন্তঃকরণ এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তিনি একই, —এই বাদ সাংখ্যসম্মত এবং শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। 'অজামেকাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও পুরুষের বহুত্ব উক্ত হইয়াছে।

অকুশল পুরুষেরই দৃশ্যদর্শন হইতে থাকে। তাহাও সংযোগব্যতীত হইতে পারে না তজ্জন্য এবং কারণহীন দৃক্-দর্শনশক্তির অর্থাৎ দ্রষ্টার এবং দৃশ্যের নিত্যত্বহেতু সেই সংযোগও অনাদি। অনাদি কিন্তু সনিমিত্ত-(যাহা নিমিত্ত হইতে জাত) পদার্থ, প্রবাহরূপেই অনাদি হইয়া থাকে, বীজবৃক্ষবৎ। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগও অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাহরূপে বা লয়োদয়রূপ ধারাক্রমে অনাদি, তাহা সদা এক্যব্যক্তিক বা অতএব একই ভাবে থাকারূপ কূটস্থ অনাদি নহে। দেখাও যায় যে, পরিণামী বুদ্ধির বৃত্তিরূপ লয়োদয়-শীলতা আছে। যখন তাহা লীন হয় তখন বিয়োগ, যখন বিপর্য্যয়সংস্কার- (অনাত্মে আত্মখ্যাতিরূপ অস্মিতার সংস্কার) বশে পুনরুত্থিত হয়, তখনই সংযোগ। এইরূপে বীজবৃক্ষের ন্যায় অনেকব্যক্তিক সংযোগের প্রবাহ অনাদি। বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞানরূপ নিমিত্ত হইতে অবিদ্যা নষ্ট হইলে আত্যন্তিক বা সর্ব্বকালীন বিয়োগ হয় (সংযোগের নাশ হয়), তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মীসকলের অর্থাৎ পরিণামি-নিত্য মূলধর্ম্মী সত্ত্বাদি গুণসকলের, কূটস্থ বা অবিকারি-নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ (অন্তঃকরণাদি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা) পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ আছে বলিয়া ধর্ম্মমাত্র মহদাদি-সকলেরও দ্রষ্টার সহিত যে সংযোগ তাহা অনাদি। সংযোগ অনাদি হইলেও তাহা যে নিত্য বা সদাস্থায়ী হইবেই—এরূপ নিয়ম নহে, কারণ, তাহা প্রবাহ বা লয়োদয়রূপেই অনাদি এবং নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন। সংযোগ এক সম্বন্ধবাচক পদার্থ, তজ্জন্য তাহার বিয়োগরূপ অভাব হইতে পারে। সংযোগের যাহা কারণ তাহার নাশ হইলেই বিয়োগ হইবে। কোনও ভাব-পদার্থের অভাব হওয়াই সৎকার্য্য-বাদের বিরুদ্ধ, সম্বন্ধ-পদার্থের নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সংযোগপদার্থ বিকল্পিত হয়, অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যই বস্তুতঃ ভাব-পদার্থ, সংযোগরূপ তৃতীয়

২৩। সংযোগেতি। স্বরূপস্য—অসাধারণবিশেষস্য অভিধিৎসয়া—অভিধানেচ্ছয়া। পুরুষ ইতি। পুরুষোপদর্শনাৎ মহত্তত্ত্বানাং ব্যক্ততা তথা চ পুরুষবিষয়া বুদ্ধিঃ—জ্ঞাতাহং ভোক্তাহম্ ইত্যাদ্যাকারা উৎপদ্যতে। ততঃ পুরুষঃ স্বামী বুদ্ধিশ্চ স্বমিতি। দর্শনার্থঃ সংযুক্তঃ দর্শনফলকঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শনং দ্বিবিধং ভোগঃ অপবর্গশ্চেতি। দর্শনকার্যেতি। দর্শনকার্যাবসানঃ সংযোগঃ—বিবেকেন দর্শনস্য পরিসমাপ্ত্যা সংযোগস্যাপি অবসানং স্যাৎ। তস্মাৎ বিবেকদর্শনং বিয়োগস্য কারণম্। নাত্রেতি। অদর্শনপ্রতিদ্বন্দ্বিনা দর্শনেনাদর্শনং নাশ্যতে ততশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ততো মোক্ষ ইত্যতো ন দর্শনং মোক্ষস্য অব্যবহিতং কারণং যথা ন উপাদানকারণম্। দর্শনস্যাপি নাশে মোক্ষসম্ভবাৎ। কিং তু তন্নির্বর্তকত্বাৎ দর্শনং ব্যবহিতকারণং কৈবল্যস্য।

কিঞ্চেতি। কিং লক্ষণকমদর্শনম্ ইত্যত্র শাস্ত্রগতান্ অষ্টৌ বিকল্পান্ উত্থাপ্য নিরূপয়তি। (১) কিং গুণানাম্ অধিকারঃ—কার্যারম্ভণসামর্থ্যম্ অদর্শনম্? নেদমদর্শনস্য সম্যগ্লক্ষণম্। যদা গুণকার্যং বিদ্যতে তদা অদর্শনমপি বিদ্যতে এতাবন্মাত্রমত্র যাথার্থ্যম্। নেদমদর্শনং সম্যগ্ লক্ষয়তি। যাবদ্দাহস্তাবদ্ধূম ইত্যুক্তি র্যথা ন সম্যগ্ অগ্নিলক্ষণং তদ্বৎ। (২) আহো-

---

পদার্থ মনঃকল্পিত মাত্র। দৃশ্যের যখন স্বকারণে লয়রূপ অব্যক্ততাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন আর সংযোগ-কল্পনার কোন অবকাশই থাকে না, তাহাই সংযোগের 'অভাব')।

২৩। সংযোগের স্বরূপ অর্থাৎ যাহা সাধারণ লক্ষণ নহে—এরূপ বিশেষ লক্ষণের অভিধিৎসায় বা বলিবার ইচ্ছায় ইহার অবতারণা করিতেছেন।

পুরুষের উপদর্শনের ফলেই (প্রতিবিম্বিতবৎ) মহত্তত্ত্ব সকলের ব্যক্ততা, এবং তাহা হইতেই 'আমি জ্ঞাতা,' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদিপ্রকার পুরুষবিষয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য পুরুষ 'স্বামী' এবং বুদ্ধি 'স্ব'-স্বরূপ (পুরুষের নিজের বিষয়-স্বরূপ। ১।৪)। 'দর্শনার্থ সংযুক্ত' অর্থে দর্শন যাহার ফল তাহাই সংযোগ (দর্শন অর্থে সর্বপ্রকার জ্ঞান)। সেই দর্শন দ্বিবিধ—ভোগ এবং অপবর্গ।

সংযোগ দর্শন-কার্যাবসান—বিবেকের দ্বারা দর্শনকার্যের পরিসমাপ্তি হইলে সংযোগেরও অবসান হয় অর্থাৎ যাবৎ দর্শন তাবৎ সংযোগ, তজ্জন্য বিবেক-দর্শনই বিয়োগের কারণ। অদর্শনের বিরোধী যে দর্শন তদ্দ্বারাই অদর্শন বিনষ্ট হয়, তাহা হইতেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া মোক্ষ হয়। অতএব বিবেকরূপ দর্শন মোক্ষের অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ কারণ নহে অথবা তাহার উপাদান-কারণও নহে, যেহেতু দর্শনেরও নাশ হইলে তবেই মোক্ষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু মোক্ষকে নির্বর্তিত বা সম্পাদিত করে বলিয়া তাহা কৈবল্যের ব্যবহিত বা গৌণ কারণ (বিবেকরূপ দর্শনের ফলে অদর্শনের নাশ হয়, তাহাতে বিবেকেরও অনবকাশ ঘটে এবং স্বাশ্রয় চিত্তসহ দর্শন ও অদর্শন উভয়ই লয় হয়। তাহাই চিত্তের মোক্ষ বা দ্রষ্টার কৈবল্য)।

এই অদর্শনের লক্ষণ কি? তাহার মীমাংসার্থ শাস্ত্রগত অষ্টপ্রকার বিকল্প বা বিভিন্ন মত উত্থাপন করিয়া তাহা নিরূপিত করিতেছেন।

(১) গুণসকলের যে অধিকার বা ব্যাপার (পরিণত হইয়া কার্য) জনিবার সামর্থ্য বা কার্যপ্রবণতা তাহাই কি অদর্শন? ইহা অদর্শনের সম্যক্ লক্ষণ নহে, যতদিন ত্রিগুণের কার্য থাকিবে ততদিন অদর্শনও থাকিবে, ইহাতে এতাবন্মাত্রই সত্য। ইহা অদর্শনকে

স্থিতিরিতি দ্বিতীয়ং বিকল্পমাহ। দৃশিরূপস্য স্বামিনো যো দর্শিতবিষয়স্য—দর্শিতঃ শব্দাদিরূপো বিবেকরূপশ্চ বিষয়ো যেন চিত্তেন তাদৃশস্য প্রধানচিত্তস্য অপবর্গ রূপস্য অনুৎপাদঃ। বিবেকস্য অনুৎপাদ এব অদর্শনমিত্যর্থঃ। তদ্ধি অস্মিন্ চিত্তে ভোগাপবর্গ রূপে দৃশ্যে বিদ্যমানেঽপি ন দর্শনং নোপলব্ধিরপবর্গস্যেত্যর্থঃ। ইদমপি ন সম্যগ্‌লক্ষণম্। যথা স্বাস্থ্যস্যাভাব এব জ্বর ইতি জ্বরলক্ষণং ন সম্যক্ সমীচীনম্। (৩) কিমিতি। গুণানাম্ অর্থবত্তা অদর্শনমিতি তৃতীয়ো বিকল্পঃ। অত্র অর্থবত্তা অনাগতরূপেণাবস্থানং স্বস্য কারণে ত্রৈগুণ্যে তদেবা-দর্শনম্। ইদমপি ন সম্যক্ লক্ষণমদর্শনস্য। গুণানামর্থবত্ত্বং তথাঽদর্শনঞ্চ অবিনাভাবীতি বাক্যং যথার্থমপি ন তদুল্লেখনাত্রমেব সম্যগ্‌লক্ষণম্। যদ্ ব্যাপকং তদ্রূপমিত্যত্র ব্যাপ্তে রূপস্য চ অবিনাভাবিত্বেঽপি ন তৎকথনাদেব রূপং লক্ষিতং ভবেদিতি। (৪) অথেতি। অবিদ্যা প্রতিক্ষণং প্রলয়ে চ স্বচিত্তেন—স্বাধারভূতচিত্তস্য প্রত্যয়েন সহ নিরুদ্ধা—সংস্কার-রূপেণ স্থিতা, স্বচিত্তস্য—সাবিদ্যপ্রত্যয়স্য উৎপত্তিবীজমিতি চতুর্থো বিকল্প এব সমীচীনঃ, দর্শিতস্য সংযোগস্য চ সম্যগবধারণসমর্থঃ। (৫) পঞ্চমং বিকল্পমাহ স্থিতীতি। স্থিতি-সংস্কারক্ষয়ে যা গতিসংস্কারস্যাভিব্যক্তিঃ তস্যাং সত্যাং পরিণামপ্রবাহঃ প্রবর্ত্ততে অদর্শনঞ্চ দৃশ্যতে তদেবাদর্শনম্। অত্রৈবং শাস্ত্রবচনম্ উদাহরন্তি একেবাদিনঃ প্রধানমিত্যাদি। প্রধীয়তে

সম্যক্ লক্ষিত করে না। যতক্ষণ দেহের উত্তাপ থাকিবে ততক্ষণ জ্বর—ইহা যেমন জ্বরের সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে, তদ্রূপ।

(২) দ্বিতীয় বিকল্প বলিতেছেন। দৃশিরূপ স্বামীর যে দর্শিতবিষয়রূপ বা শব্দাদিরূপ (ভোগ) এবং বিবেকরূপ (অপবর্গ রূপ) বিষয় যে চিত্তের দ্বারা দর্শিত হয়—সেই অপবর্গ-সাধক প্রধানচিত্তের যে অনুৎপাদ বা বিবেকের যে অনুৎপত্তি তাহাই অদর্শন। অর্থাৎ ভোগা-পবর্গ রূপ দৃশ্য নিজের চিত্তে শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও তদুভয়ের যে দর্শন না হওয়া বা অপবর্গের উপলব্ধি না হওয়া, তাহাই অদর্শন। ইহাও সম্যক্ লক্ষণ নহে। স্বাস্থ্যের (সুস্থতার) অভাবই জ্বর—জ্বরের এইরূপ লক্ষণ যেমন সমীচীন নহে, তদ্বৎ।

(৩) তৃতীয় বিকল্প যথা—গুণসকলের অর্থবত্তাই অর্থাৎ শক্তিরূপে বা অলক্ষিত ভাবে স্থিত ভোগাপবর্গ যোগ্যতাই অদর্শন। ইহাতে ভোগাপবর্গ রূপ অর্থ দ্বয়ের যে অনাগতরূপে স্বকারণ ত্রিগুণরূপে অবস্থান বা ব্যক্ত না হওয়া, তাহাকেই অদর্শন বলা হইতেছে (ভোগাপবর্গ রূপে ব্যক্ত হওয়ারূপ নূন বিকার-স্বভাবকেই অদর্শন বলিতেছেন)। অদর্শনের এই লক্ষণও যথার্থ নহে। গুণসকলের অর্থবত্ত্ব এবং অদর্শন অবিনাভাবী—এই বাক্য যথার্থ হইলেও তাহার উল্লেখমাত্রকেই অদর্শনের সম্যক্ লক্ষণ বলা যায় না। যেমন, যাহা ব্যাপক তাহাই রূপ, এস্থলে ব্যাপ্তির সহিত রূপের অবিনাভাবী সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাপ্তি বলিলেই যেমন রূপের লক্ষণ করা হয় না, তদ্রূপ।

(৪) অবিদ্যা প্রতিক্ষণে এবং সৃষ্টির প্রলয়কালে স্বচিত্তের সহিত অর্থাৎ নিজের আধারভূত চিত্তের প্রত্যয়ের সহিত নিরুদ্ধ (অবিদ্যা সংস্কারের নিরোধ বক্তব্য নহে) হইয়া অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকিয়া পুনরায় স্বচিত্তের বা অবিদ্যাযুক্ত প্রত্যয়ের উৎপত্তির বীজভূত হয়—এই চতুর্থ বিকল্পই সমীচীন ইহা সকারণ সংযোগকে সম্যক বুঝাইতে সমর্থ। (এক অবিদ্যাপ্রত্যয় নষ্ট হইয়া তাহার সংস্কার হইতে পুনশ্চ আর এক অবিদ্যাপ্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে —এই প্রকারে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগের ও তাহার কারণ অবিদ্যার অনাদি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। ইহাই অদর্শনের প্রকৃত লক্ষণ)।

ধীয়তে মহদাদিবিকারসমূহঃ অনেনেতি প্রধানম্। প্রধানং চেৎ স্থিত্যা বর্ত্তমানম্—অব্যক্ত-রূপেণাবস্থানস্বভাবকং স্যাৎ—অভবিষ্যৎ, তদা বিকারাকরণাৎ অপ্রধানং স্যাৎ মূলকারণং ন অভবিষ্যৎ। তথা গত্যা এব বর্ত্তমানং—বিকারাবস্থায়াং সত্যেব বর্ত্তমানস্বভাবকং চেদ্ অভবিষ্যৎ তদা বিকারনিত্যত্বাৎ অপ্রধানম্ অভবিষ্যৎ। তস্মাৎ উভয়থা স্থিত্যা গত্যা চেত্যর্থঃ প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ প্রধানব্যবহারঃ মূলকারণব্যবহারঃ লভতে নান্যথা। অন্যদ্ যদ্ যদ্ বস্তু কারণরূপেণ কল্পিতং ভবতি তত্র তত্র এষ সমানঃ চর্চঃ—বিচার ইতি। অস্মিন্ বিকল্পে মূলকারণস্য স্বভাবমাত্রমেবোক্তং ন চ তন্মাত্রকথনং ব্যবহিতকার্য্যস্য সংযোগস্য স্বরূপং লক্ষয়েদিতি। যথা বিকারশীলায়া মৃত্তিকায়াঃ পরিণামবিশেষো ঘট ইতি ন চৈতদ্ ঘটস্বরূপস্য সম্যগ্ বিবরণম্। (৬) ষষ্ঠঃ বিকল্পমাহ দর্শনেতি। একে বদন্তি দর্শনশক্তি-রেবাদর্শনম্। তে হি প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিত্যনয়া শ্রুত্যা স্বপক্ষং পুষ্টিমুপযন্তি। শ্রুতৌ অপি উক্তং প্রধানস্য আত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিত্যাকূতম্। খ্যাপনং দর্শনং তদর্থা চেদ্ অদর্শনরূপা প্রবৃত্তিঃ তদা প্রবৃত্তেঃ শক্তিরূপাবস্থৈব প্রবৃত্তিসামর্থ্যমেব বা অদর্শনমিতি তেষামা-শয়ঃ। অস্মিন্ লক্ষণেঽপি পূর্ব্বদোষপ্রসঙ্গঃ, আত্মোপলব্ধ্যা সহ তত্ত্বসিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষি র্ন তদ্রূপস্য

---

(৫) পঞ্চম বিকল্প বলিতেছেন। স্থিতিস্বভাবের অর্থাৎ ত্রিগুণের অব্যক্তরূপে স্থিতির অভাব হইয়া যে গতিস্বভাবের অর্থাৎ পরিণামরূপে ব্যক্তভাব অভিব্যক্তি, যাহার ফলে পরিণাম-প্রবাহ প্রবর্তিত বা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং অদর্শনও সৃষ্ট বা ব্যক্ত হয় (কারণ, অদর্শনও এক প্রকার প্রত্যয়), তাহাই অদর্শন। এই বাদীরা তদ্বিষয়ে এই শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করেন। প্রধাপিত বা উৎপাদিত হয় মহদাদিবিকারসমূহ যাহার দ্বারা তাহাই প্রধান বা প্রকৃতি। প্রধান যদি স্থিতিতেই বর্তমান থাকিত অর্থাৎ সদা অব্যক্তরূপে অবস্থান করার স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহদাদিবিকারের সৃষ্টি না করায় তাহা অপ্রধান হইত, অর্থাৎ (ব্যক্ত কিছু না থাকায়) সর্ব্ব ব্যক্তভাবের মূল উপাদান কারণরূপে গণিত হইত না। যদি তাহা কেবল গতিতেই বর্তমান থাকিত অর্থাৎ সদা বিকার বা ব্যক্ত অবস্থায় থাকার স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলেও বিকার-নিত্যত্বহেতু অর্থাৎ মূলকারণ প্রকৃতিরূপে না থাকিয়া নিত্য বিকাররূপে থাকার জন্য, তাহা অপ্রধান হইত। তজ্জন্য উভয়থা অর্থাৎ অব্যক্তরূপ স্থিতিতে এবং বিকাররূপ গতিতে প্রধানের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অতএব উভয় প্রকার স্বভাবই তাহাতে বর্তমান বলিয়া, তাহা প্রধানরূপে বা মূলকারণস্বরূপে ব্যবহার লাভ করে বা তদ্রূপে গণিত হয়, নচেৎ হইত না। অন্য যে সকল বস্তু কোনও ব্যক্ত কার্য্যের কারণরূপে কল্পিত বা গণিত হয় তত্তৎ বিষয়েও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই বিকল্পে মূলকারণের স্বভাবমাত্র বলা হইয়াছে, তাবন্মাত্র বলাতেই উক্ত হইলেও ব্যবহিত (যাহা ঠিক পরবর্ত্তী নহে, এরূপ) যে সংযোগরূপ কার্য্য তাহার স্বরূপের লক্ষণ করা হয় না। যেমন, বিকারশীল মৃত্তিকার পরিণামবিশেষই ঘট, ইহাতেই ঘটস্বরূপ উত্তমরূপে সম্যক্ বিবরণ করা হয় না, তদ্বৎ।

(৬) ষষ্ঠ বিকল্প বলিতেছেন। একবাদীরা বলেন, দর্শনশক্তিই অদর্শন (এখানে দর্শন অর্থে বিষয়জ্ঞান) 'আত্মখ্যাপনার্থই বা নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা'—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থন করেন। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিতেও আছে, 'আত্মখ্যাপনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি।' খ্যাপন অর্থে (বিষয়-)দর্শন, অদর্শন-রূপ প্রবৃত্তি যদি তজ্জন্যই হয়, তবে প্রধান-প্রবৃত্তির শক্তিরূপ অবস্থাই বা প্রবৃত্তিসামর্থ্যই

সম্যগ্‌বোধায় ভবতি। অদর্শনং চিত্তধর্মঃ তস্য ব্যবহিতমূলকারণস্য প্রধানস্য প্রবৃত্তি-স্বভাবকথনমেব নানবদ্যং তল্লক্ষণম্‌। (৭) সপ্তমং বিকল্পমাহ উভয়স্যেতি। উভয়স্য— দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ চ ধর্মঃ অদর্শনমিত্যেকে আতিষ্ঠন্তে। তত্র—তন্মতে ইদম্‌—অদর্শনং উভয়েষাং গমকতঃ ক্রিয়তে, তথাহি দর্শনং—জ্ঞানং দ্রষ্টৃদৃশ্যসাপেক্ষং তস্মাৎ তদ্‌দর্শনং তদ্ভেদঃ অদর্শন-মপি তদুভয়স্য ধর্ম ইতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যাপেক্ষমদর্শনম্‌ ইত্যুক্তির্যথার্থাপি ন তু তাদৃশ্যা দৃশা অদর্শনং ব্যাকর্তব্যম্‌। (৮) অষ্টমং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। কেচিদ্‌ বদন্তি বিবেকব্যতিরিক্তং যদ্দর্শনজ্ঞানং শব্দাদিরূপং তদেবাদর্শনম্‌। জ্ঞানকালে দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগস্যাবশ্যম্ভাবিত্বেঽপি ইন্দ্রিয়াদৌ অভিমানরূপস্য বিপর্যয়স্য ফলমেব শব্দাদিজ্ঞানং তস্মাৎ তজ্জ্ঞানং সংযোগ-হেতোরদর্শনস্য স্বরূপং ভবিতুমর্হতীতি।

এষু বিকল্পেষু দ্বিতীয় এব অভাবমাত্রত্বাৎ স এব প্রসজ্যপ্রতিষেধং গৃহীত্বা ব্যাকৃতঃ, ইতরে তু পর্যুদাসং গৃহীত্বেতি বিবেচ্যম্‌। ইত্যেত ইতি। এতে সাংখ্যশাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ—মতভেদাঃ। তত্র—অদর্শনবিষয়ে, সর্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে এতদ্‌ বিকল্পবহুত্বং সাধারণবিষয়মিত্যন্বয়ঃ।

(প্রবৃত্ত হইয়া প্রসংখ্যোৎপাদনশীলতাই) অদর্শন—ইহা এই বাদীদের মত। অদর্শনের এই লক্ষণেও পূর্ব দোষ আসিয়া পড়ে। সূর্যকিরণ-সাহায্যে উৎপন্ন বলাই তণ্ডুল—ইহার দ্বারা তণ্ডুলের সম্যক্‌ বোধ হয় না। অদর্শন চিত্তের এক প্রকার ধর্ম, তাহার ব্যবহিত (ঠিক পূর্ববর্তিকারণের ব্যবধানে স্থিত) মূল কারণ যে প্রধান তাহার প্রবৃত্তিস্বভাবের উল্লেখমাত্র অদর্শনের সুস্পষ্ট লক্ষণ নহে।

(৭) সপ্তম বিকল্প বলিতেছেন, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই উভয়ের ধর্ম অদর্শন—ইহা একবাদীরা বলেন। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মতে এই অদর্শন তাঁহাদের দ্বারা এইরূপে সঙ্গতিকৃত বা স্থাপিত হয়। দর্শন বা জ্ঞান দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সাপেক্ষ বলিয়া তাহা এবং তাহার ভেদ অদর্শন (ইহাও এক প্রকার জ্ঞান) তদুভয়ের (দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের) ধর্ম। অদর্শন দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সাপেক্ষ, এই উক্তি যথার্থ হইলেও (কারণ, অদর্শনও একরূপ প্রত্যয় এবং তাহা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগে উৎপন্ন ইহা যথার্থ হইলেও) এইরূপ দৃষ্টিতে অদর্শনের ব্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে। (যেমন সন্তান পিতৃমাতৃ-সাপেক্ষ—ইহা যথার্থ হইলেও, পিতা-মাতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেই বা পিতামাতার লক্ষণ করিলেই সন্তানের সম্যক্‌ লক্ষণ করা হয় না, তদ্বৎ)।

(৮) অষ্টম বিকল্প বলিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিবেকজ্ঞানব্যতিরিক্ত যে শব্দাদিরূপ দর্শনজ্ঞান তাহাই অদর্শন। জ্ঞানকালে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হইলেও ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমানরূপ বিপর্যয়ের ফলই শব্দাদিজ্ঞান, তজ্জন্য জ্ঞান, সংযোগের হেতু যে অদর্শন তাহার কারণ হইতে পারে না (এস্থলে অদর্শনের ফলের দ্বারাই অদর্শনের লক্ষণ করা হইয়াছে। গাছ সেবন করিলে বমি হয় তাহাই বিষ—ইহাতে যেরূপ বিষের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলা হইল না, তদ্বৎ)।

এই বিকল্প সকলের মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পই অভাবমাত্র-লক্ষণাত্মক, তজ্জন্য তাহাই প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থাৎ সম্যক্‌ নিষেধ-জ্ঞাপক লক্ষণ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যগুলি পর্যুদাস বা অন্য এক ভাবরূপ অর্থ গ্রহণপূর্বক লক্ষণ করা হইয়াছে (অভাব অর্থে সম্পূর্ণ অভাবও হয় অথবা অন্য এক ভাব এরূপও হয়), ইহা বিবেচ্য। ইহারা সাংখ্যশাস্ত্রগত বিকল্প বা মতভেদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ অদর্শন বিষয়ে সর্বপুরুষের সহিত যে গুণসংযোগ তাহা এই বহুপ্রকার বিকল্পের সাধারণ বিষয় বা লক্ষণ— ভাষ্যের এইরূপ অন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে।

অত্রেতি। কশ্চিদুপহাসক এতৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেন উদ্‌ঘাটয়তি। সুগমম্। তত্রেতি। আচার্য্যদেশীয়ঃ—আচার্য্যকল্পঃ বক্তি বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ জ্ঞাননিবৃত্তিরেব মোক্ষো ন চ জ্ঞানস্য বিদ্যমানতেত্যর্থঃ। যতঃ অদর্শনাদ্ বুদ্ধিপ্রবৃত্তিস্ততঃ অদর্শনকারণাভাবাদ্—অদর্শনরূপঃ কারণং তস্য অভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। অদর্শনং বন্ধকারণং—দৃশ্যসংযোগকারণং তচ্চ দর্শনাদ্ বিবেকান্ নিবর্ত্ততে। যথাগ্নিঃ আশ্রয়ং দগ্ধা স্বয়মেব নশ্যতি তথা দর্শনম্ অদর্শনং বিনাশ্য স্বয়মেব নিবর্ত্ততে। উপসংহরতি তত্রেতি। তত্র—মোক্ষবিষয়ে, যা চিত্তস্য নিবৃত্তিঃ স এব মোক্ষঃ। অতোঽস্য উপহাসকস্য অস্থানে—অযুক্ত এব মতিবিভ্রম ইতি।

২৫। সূত্রমবতারয়তি হেয়মিতি। তস্যেতি। অদর্শনস্যাভাবঃ—দর্শনেন নাশঃ সত্যজ্ঞানস্যৈব অনিবার্য্যতা, ততঃ সংযোগস্যাপি অভাবঃ—অত্যন্তাভাবঃ সাত্যন্তিকঃ অসংযোগো ন পুনঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য বুদ্ধ্যা সহ অমিশ্রীভাবঃ—স্বরূপমেবাবরুদ্ধতা-প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। ততশ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং—কেবলতা দ্বৈতহীনতা। স্পষ্টমন্যৎ।

২৬। অথেতি হানোপায়মাহ। সত্ত্বেতি। অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রং বুদ্ধিসত্ত্বমধিগম্য ততোঽন্যস্যাপি সাক্ষী পুরুষ ইত্যেতন্মাত্রানুভূতিবিবেকখ্যাতিঃ। চেতসস্তন্ময়ত্বাৎ তস্য তদ্বিবেকস্য প্রখ্যাতিঃ। সা তু খ্যাতিঃ অনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা—অহংবুদ্ধি-মমবুদ্ধ্যস্মীতিবুদ্ধিরূপেভ্যো বিপর্য্যয়প্রত্যয়েভ্য ইত্যর্থঃ প্লবতে। যদা বিপর্য্যয়-সংস্কারক্ষয়াদ্ মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং

কোনও উপহাসক ইহা ষণ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। আচার্য্য-দেশীয় বা আচার্য্যস্থানীয় কেহ বলেন যে, বুদ্ধিনিবৃত্তি বা জ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ, জ্ঞানের বিদ্যমানতা মোক্ষ নহে, যেহেতু অদর্শনের ফলেই বুদ্ধির প্রবৃত্তি, অতএব অদর্শনকারণের অভাবে অর্থাৎ অদর্শনরূপ যে বুদ্ধি-প্রবৃত্তির কারণ, তাহার অভাব ঘটিলে বুদ্ধিরও নিবৃত্তি হইবে। অদর্শনই বন্ধের কারণ বা দৃশ্যের সহিত সংযোগের হেতু তাহা দর্শন বা বিবেকের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন নিজের আশ্রয়ভূত ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া নিজেও নাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দর্শন অদর্শনকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং নিবর্ত্তিত হয়। উপসংহার করিতেছেন, তাহাতে অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ে, চিত্তের যে নিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ, অতএব চিত্ত যে সাক্ষাৎরূপে মোক্ষ সম্পাদন করে তাহা নহে, চিত্তের শূন্যতাই মোক্ষ। সুতরাং এই উপহাসকের এরূপ মতিভ্রম অ-স্থান অর্থাৎ লক্ষ্যহীন বা অযুক্ত হইয়াছে।

২৫। সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। অদর্শনের অভাব অর্থাৎ দর্শনের দ্বারা তাহার নাশ এবং সত্যজ্ঞানেরই যে কেবল অনিবার্য্যতা (উৎপন্ন হইতে থাকা), তাহা হইতে সংযোগেরও অভাব হয় অর্থাৎ অত্যন্ত অভাব বা সর্বকালের জন্য অসংযোগ হয়, পুনরায় আর কখনও সংযোগ হয় না। পুরুষের সহিত বুদ্ধির অসংকীর্ণ ভাব হয় অর্থাৎ স্বরূপদ্বিতা-অবরুদ্ধতা-প্রাপ্তি হয়। তাহা হইতে দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থাৎ কেবলতা বা দ্বৈতহীনতা হয় (বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রষ্টাকে যে অকেবল বা দ্বৈত বলা হইত, তাহা তখন বক্তব্য হয় না)।

২৬। হানের উপায় বলিতেছেন। অস্মীতি-প্রত্যয়-স্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্বকে অধিগম করিয়া তাহা হইতে পৃথক্, তাহারও সাক্ষী পুরুষ—কেবলমাত্র ইহা অনুভব করিতে থাকাই বিবেক-খ্যাতি। চিত্তের বিবেকময়ত্বহেতু তখন সেই বিবেকের প্রখ্যাতি হয় (অন্য বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া তাহাই প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়)। সেই খ্যাতি অনিবৃত্ত-মিথ্যা-জ্ঞান হইলে অর্থাৎ অহং-বুদ্ধি, মম-বুদ্ধি, অস্মিমাত্র-বুদ্ধি এতদ্রূপ বিপর্য্যস্ত (অবিবেক) প্রত্যয়সকল নিবৃত্ত না হইলে, তাহাদের দ্বারা বিবেক বিপ্লুত হয়। যখন বিপর্য্যয়-সংস্কারসকলের নাশ হইতে

ভবতি—বিপর্যয়প্রত্যয়ান্ ন প্রসূত ইত্যর্থঃ, তথা চ পরস্যাঃ বশীকারসংজ্ঞায়াঃ—বৈরাগ্যস্য পরাবস্থায়ামিত্যর্থঃ বর্তমানস্য যোগিনস্তদা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা ভবতি। সা তু দুঃখহানস্য প্রাপ্ত্যুপায়ঃ। শেষমতিরোহিতম্।

২৭। তস্যেতীতি। তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ—প্রান্তা ভূময়ো যস্যাঃ সা। প্রত্যেতি। প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ—উপলব্ধবিবেকস্য যোগিনঃ প্রত্যাম্নায়ঃ তাদৃশং যোগিনং পরামৃশতীত্যর্থঃ। প্রজ্ঞেয়াভাবাদ্ যদা প্রজ্ঞা পরিসমাপ্তা ভবতি তদা সা প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞেত্যুচ্যতে। সা চ চিত্তস্যা-'শুদ্ধিরূপাবরণমলাপগমাদ্ অবিবেকপ্রত্যয়ানুৎপাদে সতি চ, বিষয়ভেদাদ্ বিবেকিনঃ সপ্ত-প্রকারা ভবতি। তদ্যথা (১) পরিজ্ঞাতমিতি। হেয়স্য সম্যগ্ জ্ঞানাৎ তদ্বিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায়া নিবৃত্তিরিত্যেতদ্রূপখ্যাতিঃ। (২) ক্ষীণেতি। ক্ষেতব্যতাবিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায়া যা নিবৃত্তিস্তস্যা উপলব্ধিঃ। (৩) সাক্ষাদিতি। নিরোধাধিগমাৎ পরগতিবিষয়ায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ সমাপ্তিঃ। (৪) ভাবিতো—নিষ্পাদিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ন পুনর্ভাবনীয়ম্ অন্যদস্তীতি প্রজ্ঞায়াঃ প্রাপ্ততা। এষা চতুষ্টয়ী কার্যা—প্রযত্নসাধ্যা বিমুক্তিঃ। কার্যাবিমুক্তিরিতি পাঠে তু কার্যাৎ প্রযত্নাদ্ বিমুক্তিরিত্যর্থঃ।

ত্রয়ী চিত্তবিমুক্তিঃ। চিত্তাৎ—প্রত্যয়সংস্কাররূপাৎ বিমুক্তিঃ, আভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ চিত্তস্য প্রতিপ্রসব ইত্যর্থঃ। এতা অপ্রযত্নসাধ্যাঃ কার্যাবিমুক্তিসিদ্ধৌ স্বয়মেব উৎপদ্যন্তে।

মিথ্যা-জ্ঞান দগ্ধবীজ হয় অর্থাৎ তাহা হইতে যখন বিপর্যস্ত প্রত্যয়সকল আর প্রসূত বা উৎপন্ন না হয়, এবং পর যে বশীকার অবস্থা তাহাতে অর্থাৎ চিত্তের বশীকৃততারূপ বৈরাগ্যের পর বা চরম অবস্থায় যখন যোগী অবস্থান করেন, তখন তাঁহার বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা হয়। তাহা দুঃখহানের বা কৈবল্যপ্রাপ্তির উপায়।

২৭। তাঁহার অর্থাৎ বিবেকী যোগীর সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয়, অর্থাৎ যে প্রজ্ঞার ভূমি জ্ঞেয় বিষয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত (অতএব পূর্ণ) তাদৃশ প্রজ্ঞা হয়। প্রত্যুদিত-খ্যাতির অর্থাৎ যে যোগীর বিবেক উদিত বা উপলব্ধ হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে এই আম্নায় বা শাস্ত্রানুশাসন প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদৃশ যোগীকে ইহা লক্ষ্য করিতেছে। প্রজ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে যখন প্রজ্ঞা পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাহাকে প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা বলা হয়। চিত্তের অশুদ্ধিরূপ আবরণমল অপগত হইলে বা অবিবেক-প্রত্যয়ের অনুৎপাদ ঘটিলে (আর উৎপন্ন না হইলে), বিবেকীর সেই প্রজ্ঞা বিষয়ভেদে সপ্ত প্রকার হয়। তাহা যথা—(১) হেয় পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হওয়ায় তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার সম্যক্‌নিবৃত্তিরূপ খ্যাতি। (২) ক্ষেতব্যতা-বিষয়ক (যাহা ক্ষয় করিতে হইবে তৎসম্বন্ধীয়) প্রজ্ঞার যে নিবৃত্তি, তাহার উপলব্ধি। (৩) নিরোধের অধিগম হইতে পরা গতি বা মোক্ষ-বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি। (৪) বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত বা অধিগত হইয়াছে, অতএব পুনরায় অন্য ভাবনীয় কিছু নাই—এইরূপে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার প্রাপ্ততা বা পরিসমাপ্তি। এই চারি প্রকার 'কার্যা' অর্থাৎ প্রযত্নসাধ্যা বিমুক্তি। 'কার্যা-বিমুক্তি'-রূপ পাঠান্তরেও কার্যা হইতে বা প্রযত্ন হইতে বিমুক্তি এইরূপ অর্থ হইবে।

চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার। চিত্ত হইতে বা প্রত্যয়সংস্কাররূপ চিত্ত হইতে বিমুক্তি, অর্থাৎ এই (নিম্নকথিত) প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের প্রতিপ্রসব বা প্রলয় হয়। ইহারা নূতন প্রযত্নের বা চেষ্টার দ্বারা সাধ্য নহে, পূর্বোক্ত কার্যাবিমুক্তি সিদ্ধ হইলে ইহারা স্বয়ং উৎপন্ন হয়।

(৫) তত্র আদ্যায়াঃ স্বরূপং বুদ্ধিশ্চরিতাধিকারা—ময়া বুদ্ধির্নিষ্পন্নার্থেতি উপলব্ধিঃ। (৬) দ্বিতীয়াং চিত্তবিমুক্তিপ্রজ্ঞামাহ গুণা ইতি। বুদ্ধের্গুণাঃ—সুখাদ্যাঃ স্বকারণে—বুদ্ধৌ পুনরভিমুখাঃ তেন—কারণেন চিত্তেন সহ অস্তং গচ্ছন্তি। অস্যাঃ প্রান্তভূমিত্বমাহ ন চৈষামিতি। প্রয়োজনাভাবাৎ বুদ্ধ্যা মে প্রয়োজনং নাস্তীতি পরবৈরাগ্যেণ খ্যাতেত্যর্থঃ। অস্যাং প্রলীয়মানা মে বুদ্ধির্ন পুনরুদেষ্যতীতি খ্যাতিঃ স্যাৎ। (৭) তৃতীয়ামাহ এতস্যামিতি সপ্তম্যাং প্রান্তপ্রজ্ঞায়াং পুরুষো গুণসম্বন্ধাতীতাত্মস্বরূপ ইত্যাদিখ্যাতিবচ্চিত্তং ভবতি। ততঃ পরতরস্য প্রজ্ঞেয়স্যাভাবাৎ অস্যাঃ প্রান্ততা। শ্রুতিশ্চাত্র "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি।" এতামিতি। পুরুষঃ—যোগী কুশলঃ—জীবন্মুক্ত ইত্যাখ্যায়তে। তদা জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি। দুঃখেনাপরামৃষ্টো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। শাশ্বতী দুঃখশূন্যতা যোগিনঃ করতলামলকবৎ আয়ত্তা ভবতি তথা লীলয়া চ দুঃখাতীতায়ামবস্থায়াম্ অবস্থানসামর্থ্যাৎ নাসৌ দুঃখেন স্পৃশ্যতে অতো জীবন্নপি মুক্তো ভবতি। উক্তঞ্চ "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" ইতি। চিত্তস্য প্রতিপ্রসবে পুনরুত্থানহীনে প্রলয়ে মুক্তঃ কুশলঃ—বিদেহমুক্তো ভবতি গুণাতীতত্বাৎ—ত্রিগুণসম্বন্ধাভাবাদিতি।

২৮। জ্ঞানস্যোপায়ো যা বিবেকখ্যাতিঃ সা সিদ্ধা ভবতীতি উক্তম্। ন চ সিদ্ধিমন্তরেণ সাধনম্। অতস্তৎ সাধনম্ অভিধীয়তে। সুগমম্। ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী—ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণানাম্

---

(৫) তন্মধ্যে প্রথমের স্বরূপ যথা—'আমার বুদ্ধি চরিতাধিকারা' বা 'আমার ভোগাপবর্গরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে'—এরূপ উপলব্ধি। (৬) দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তি-প্রজ্ঞা বলিতেছেন। বুদ্ধির গুণ যে সুখাদি (সুখ, দুঃখ, মোহ) তাহারা স্বকারণে বা বুদ্ধিতেই পুনরভিমুখ হইয়া তাহার সহিত অর্থাৎ তাহাদের কারণ চিত্তের সহিত অস্তগত বা প্রলীন হইতেছে—ইত্যাকার অনুভূতি। ইহার প্রান্তভূমিতা বলিতেছেন। প্রয়োজনের অভাবে অর্থাৎ 'বুদ্ধির দ্বারা আর আমার প্রয়োজন নাই'—পরবৈরাগ্যের দ্বারা এইরূপ খ্যাতি হইলে 'আমার প্রলীয়মান বুদ্ধির আর পুনরুদয় হইবে না'—এইরূপ খ্যাতি হয়। (৭) তৃতীয় চিত্তবিমুক্তি বলিতেছেন। সপ্তম প্রান্তপ্রজ্ঞাতে, পুরুষ গুণসম্বন্ধাতীত-আদি স্বভাবযুক্ত—ইত্যাকার পুরুষ-সম্বন্ধীয় খ্যাতিযুক্ত চিত্ত হয়। তাহার পর আর প্রজ্ঞেয় কিছু না থাকাতে তথায় প্রজ্ঞার প্রান্ততা। শ্রুতিও বলেন, 'পুরুষ হইতে পর আর কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং পরম গতি'। তদবস্থায় সেই পুরুষ বা যোগী কুশল বা জীবন্মুক্ত এইরূপ আখ্যাত হন। তখন সেই বিদ্বান্ (পুরুষবিৎ) জীবিত অর্থাৎ দেহধারণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়। দুঃখের দ্বারা যিনি অস্পৃষ্ট থাকেন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই যোগীর নিকট শাশ্বত কালের জন্য সর্ব্বদুঃখের নাশ করস্থিত আমলকবৎ সম্যক্ আয়ত্ত হয় বলিয়া এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখের অতীত অবস্থায় গমন করিবার সামর্থ্য হয় বলিয়া, তিনি দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। অতএব তিনি জীবিত থাকিলেও মুক্ত। (সেই অবস্থাসম্বন্ধে গীতায় এইরূপ) উক্ত হইয়াছে—'যে অবস্থায় থাকিলে প্রবল দুঃখের দ্বারাও যোগী বিচলিত হন না'। চিত্তের প্রতিপ্রসবে বা পুনরুত্থানহীন লয় হইলে তখন তাঁহাকে মুক্ত কুশল বা বিদেহমুক্ত বলা হয়, কারণ, তখন তিনি গুণাতীত হন অর্থাৎ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধের অভাব হয়।

২৮। জ্ঞানের উপায় যে বিবেকখ্যাতি তাহা সিদ্ধ হয় বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাহা একরূপ সিদ্ধি, কিন্তু সাধনব্যতীত সিদ্ধি হয় না, তজ্জন্য সেই সাধন কি তাহা অভিহিত হইতেছে।

অশুদ্ধৌ ক্রমশশ্চ বিবর্দ্ধমানা জ্ঞানস্য দীপ্তির্বর্ধতীত্যর্থঃ। যোগাঙ্গেতি। যৈরুপাদাননিমিত্তৈঃ কশ্চিৎ পদার্থো জাত ইতি জ্ঞায়তে তানি তস্য কারণানি। তচ্চ কারণং নবধা। তত্র উৎপত্তিকারণম্ উপাদানাখ্যম্ অন্যচ্চ সর্বং নিমিত্তকারণম্। তদ্যথেতি। বিজ্ঞানস্য উপাদানং মনঃ। মন এব পরিণতং বিজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি। অভিব্যক্তিঃ—উদ্ঘাটকেন প্রকাশঃ আলোকঃ রূপজ্ঞানঞ্চ অভিব্যক্তিকারণং দ্রব্যাণাং প্রাতিস্বিকরূপ-জ্ঞানস্যেতি শেষঃ। বিকারকারণং—বিকারঃ নাত্র বস্ত্বান্তরোৎপাদমাত্রঃ কিন্তু ইষ্টঃ অনিষ্টো বা প্রকটবিকারঃ। প্রত্যয়কারণং—হেতুরূপম্ অনুমাপকং কারণম্। অন্যত্বেতি। অন্যত্বপ্রত্যয়স্য সাধকানি নিমিত্তানি অন্যত্বকারণম্। তথৈব ধৃতিকারণম্। উদাহরণৈঃ স্পষ্টমন্যৎ।

২৯। যমাদীনি অষ্টৌ যোগাঙ্গানি অবধারয়তি যমেতি। অঙ্গসমষ্টিরেব অঙ্গী। ন চ অঙ্গেভ্যঃ পৃথগ্ অঙ্গী অস্তি। যমাদীনাং সর্বেষাং চিত্তস্থৈর্যকরত্বাৎ চিত্তনিরোধরূপস্য যোগস্য তানি অঙ্গানি। তত্রাপ্যস্তি অন্তরঙ্গবহিরঙ্গরূপো ভেদ ইতি। যথা পঞ্চাঙ্গস্য প্রাণস্য প্রধান-অঙ্গং প্রাণসংজ্ঞয়া অভিহিতং তথা যোগাখ্যস্য সমাধেরপি চরমাঙ্গং সমাধিশব্দেন সংজ্ঞিতমিতি। উক্তঞ্চ মোক্ষধর্মে "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ" ইতি।

৩০। তত্রেতি। সর্বথা—কায়েন মনসা বাচা, সর্বদা—প্রাণাত্যয়াদিসঙ্কটকালেঽপীত্যর্থঃ। স্থাবরজঙ্গমাদিসর্বপ্রাণিনাম্ অনভিদ্রোহঃ, পীড়নবুদ্ধিরাহিত্যম্ ইত্যেব যোগাঙ্গভূতা অহিংসা।

জ্ঞানের দীপ্তি তদ্ক্রমানুরোধিনী অর্থাৎ অশুদ্ধি যেরূপক্রমে ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানদীপ্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে উপাদান ও নিমিত্ত হইতে কোনও পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া জানা যায়, তাহারা সেই পদার্থের কারণ। সেই কারণ নয় প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে উৎপত্তিকারণের নাম উপাদান, আর অন্যান্য সব নিমিত্তকারণ। বিজ্ঞানের উপাদান মন। মনই পরিণত হইয়া বিজ্ঞান উৎপন্ন করে। অভিব্যক্তিকারণ, যথা—উদ্ঘাটকের দ্বারা প্রকাশরূপ আলোক এবং রূপ-জ্ঞান, এই দুই বিষয় দ্রব্যসকলের স্বকীয় বিশিষ্ট রূপজ্ঞানের অভিব্যক্তিকারণ, যেহেতু তদ্দ্বারাই দ্রব্যের রূপ অভিব্যক্ত হয়। বিকারকারণ—বিকার অর্থে এখানে বস্ত্বান্তরোৎপাদমাত্র নহে, কিন্তু ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে ব্যক্তবিকারের কারণ অর্থাৎ ভাল বা মন্দরূপে বিষয়ের যে পরিণাম হয়, তাহা। প্রত্যয়কারণ অর্থে—হেতুরূপ অনুমাপক কারণ বা লক্ষণের দ্বারা অনুমেয় পদার্থের জ্ঞান হওয়া। কোনও বস্তুকে অন্যরূপে জানা বা দুঃখ-রূপ অন্যত্বজ্ঞান যেসকল নিমিত্তের দ্বারা হয়, সে স্থলে সেই সকল নিমিত্তই তাহার অন্যত্ব-কারণ। ধৃতি-কারণও ঐরূপ (যাহা কোনও কিছুকে ধারণ করে তাহাই তাহার ধৃতি-কারণ, যেমন, ইন্দ্রিয়সকলের ধৃতি-কারণ শরীর)। উদাহরণের দ্বারা অন্য অংশ স্পষ্ট করা হইয়াছে।

২৯। যমাদি অষ্ট যোগাঙ্গ অবধারিত করিতেছেন। অঙ্গসকলের যাহা সমষ্টি, তাহাকেই অঙ্গী বলা হয়। অঙ্গ হইতে পৃথক্ অঙ্গী বলিয়া কিছু নাই। যম-নিয়মাদি সবই (অষ্টাঙ্গই) চিত্তস্থৈর্যকর বলিয়া তাহারা চিত্তনিরোধরূপ লক্ষণযুক্ত যোগের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যেও অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ এরূপ ভেদ আছে। যেমন, প্রাণাপান আদি পঞ্চাঙ্গ প্রাণের প্রধানাঙ্গের নামও প্রাণ, তেমনি যোগরূপ সমাধিরও যাহা চরম প্রধান অঙ্গ, তাহার নাম সমাধি (যোগের প্রতিশব্দও সমাধি, আবার অষ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গের নামও সমাধি)। যথা মোক্ষধর্মে (ভারতে) উক্ত হইয়াছে, "বেদে মনীষীরা যোগকে অষ্ট প্রকার বলেন।"

উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাঃ—সা অহিংসা মূলং যেষাং তে, তৎসিদ্ধিপরতয়া—তস্যা অহিংসায়া যা সিদ্ধিপরতা তয়া সিদ্ধিপরত্বেন হেতুনা ইত্যর্থঃ, তৎপ্রতিপাদনায়—অহিংসা-নিষ্পত্তয়ে, প্রতিপাদ্যন্তে—গৃহ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায় এব—অহিংসায়া নির্ম্মলীকরণায় এব উপাদীয়ন্তে যোগিভিরিতি শেষঃ। তথা চোক্তং স ইতি। ব্রহ্মবিদ্ যথা যথা বহূনি ব্রতানি সমাদিৎসতে—সমাদাতুমিচ্ছতি তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যঃ—ক্রোধলোভমোহকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যঃ—কর্মভ্যো নিবর্ত্তমানঃ সন্ তামেবাহিংসাম্ অবদাতরূপাং—নির্ম্মলাং করোতীতি।

সত্যমিতি। যথার্থে বাঙ্মনসে—প্রমাণপ্রমিতবিষয়াণামেব মনসা উপাদানং নাপ্রমিত-স্যেতি যথার্থং মনঃ। যন্মনসি স্থিতং তস্য এবাভিধানং নান্যস্যেতি যথার্থা বাক্। পরত্রেতি। পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে যা বাক্ প্রযুজ্যতে সা বাগ্ যদি বঞ্চিতা—বঞ্চনায় প্রযুক্তা, ভ্রান্তা—ভ্রান্তিজননায় সত্যাচ্ছাদনায় প্রযুক্তা, তথা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা—অস্পষ্টার্থপদৈরুচ্চারণাৎ স্ববোধাচ্ছাদিকা ন স্যাৎ তদা সত্যং ভবেদ্ নান্যথা। যদপি তাত্ত্বিক-সত্যাশ্রয়ং মনোভাবস্য চ যথা স্পষ্টয়া প্রতিবোধসমর্থয়া চ বাচা জ্ঞাপনং সত্যলক্ষণমিত্যর্থঃ। এষেতি। কিঞ্চ এবং যথার্থা অপি বাগ্ ন পরোপঘাতায় প্রযোক্তব্যা। স্মর্য্যতে চ "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতন" ইতি।

৩০। সর্ব্বথা অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে, যেমন কায়ের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা, সর্ব্বদা অর্থে সর্ব্বকালে, যেমন, প্রাণত্যাগিকর সঙ্কটকালেও। স্থাবর (উদ্ভিদ্) ও জঙ্গম (সচল জীব) আদি সর্ব্বপ্রাণীদের প্রতি যে অনভিদ্রোহ অর্থাৎ তাহাদিগকে পীড়ন করিবার সঙ্কল্পত্যাগ, তাহাই যোগাঙ্গভূত অহিংসা। পরের (অহিংসার পরে যাহা উক্ত হইয়াছে) যম-নিয়মসকল তন্মূলক বা সেই অহিংসামূলক। তৎসিদ্ধিপরতাহেতু অর্থাৎ সেই অহিংসার যে প্রতিষ্ঠা বা সিদ্ধি, তাহা সম্পাদনার্থ অর্থাৎ অহিংসাসিদ্ধির কারণরূপে এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন করার জন্য উহারা (অহিংসা ব্যতীত অন্য যম-নিয়মসকল) প্রতিপাদিত বা গৃহীত হয় এবং তাহাকে অবদাত করিবার জন্য অর্থাৎ অহিংসাকেই নির্ম্মল করিবার জন্য তাহারা যোগীদের দ্বারা গৃহীত বা আচরিত হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ যে যে রূপে বহু প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই রূপ আচরণের দ্বারা প্রমাদকৃত অর্থাৎ ক্রোধ, লোভ ও মোহকৃত, হিংসানিমিত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই অহিংসাকেই অবদাত বা নির্ম্মল করেন (অহিংসা সর্ব্বমূল, তিনি অন্য যে যে ব্রত পালন করেন, তদ্দ্বারা সেই সেই রূপে অহিংসাকেই নির্ম্মল করা হয়)।

বাক্য এবং মন যথার্থ-বিষয়ক হওয়াই সত্য। প্রমাণের দ্বারা প্রমিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-অনুমানাদির দ্বারা সিদ্ধ যথার্থ বিষয়সকলই যখন মনের দ্বারা গৃহীত হয়, কোন অপ্রমাণিত বিষয় নহে, তখনই মন যথার্থ-বিষয়ক হয়। যাহা মনে স্থিত, তাহারই মাত্র কথন, তদ্ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভাষণ না করিলে তবেই বাক্যকে যথার্থ বা সত্য বলা যায়। অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশার্থ বা জ্ঞাপনার্থ যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা যদি বঞ্চিত অর্থাৎ বঞ্চনা করিবার জন্য, বদি ভ্রান্ত অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপাদনার্থ বা সত্যকে আচ্ছাদন করিবার জন্য, অথবা প্রতিপত্তিবন্ধ্য অর্থাৎ অস্পষ্ট ও অপ্রচলিত পদের দ্বারা কথিত হওয়ায় নিজের মনোভাবের আচ্ছাদক—এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত না হয় তাহা হইলে সেই বাক্যকে সত্য বলা যায়, অন্যথা নহে। অন্যকে তাত্ত্বিক সত্যকে আহিত করা এবং সরল, স্পষ্ট এবং পরের বোধগম্য হওয়ার

হিংসামিশ্রিতং সত্যং পুণ্যাভাসমেব। তেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ—পুণ্যবৎ প্রতীয়মানেন সত্যেন কষ্টং তমঃ—কষ্টবহুলং নিরয়ং প্রাপ্নুয়াৎ। কষ্টতমমিতি পাঠান্তরম্। স্তেয়মিতি। ন হি চৌর্য্যবিরতিমাত্রম্ অস্তেয়ং কিন্তু অগ্রহণীয়বিষয়ে অস্পৃহারূপং তৎ। ব্রহ্মচর্য্যমিতি। গুপ্তানি—রক্ষিতানি সংযতানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি যেন তাদৃশস্য স্মরণকীর্ত্তনাদিবর্জ্জিতস্য বশিন উপস্থেন্দ্রিয়সংযমো ব্রহ্মচর্য্যম্। বিষয়াণামিতি। অর্জ্জনরক্ষণাদিষু দোষঃ—দুঃখং তদ্দর্শনাৎ দেহরক্ষাতিরিক্তস্য বিষয়স্য অস্বীকরণম্ অপরিগ্রহঃ। স্মর্য্যতে চ "প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যাদিতি।"

৩১। তে ত্বিতি। যমানুষ্ঠানস্য বিশেষমাহ। সার্ব্বভৌমা যমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে। সুগমম্। সময়ঃ—নিয়মঃ। অবিদিতব্যভিচারাঃ—স্খলনশূন্যাঃ।

৩২। নিয়মান্ ব্যাচষ্টে তত্রেতি। মেধ্যাভ্যবহরণাদি—মেধ্যানাং পবিত্রাণাং পর্য্যুষিত-পূতিবর্জ্জিতানাম্ অভ্যবহরণম্—আহারঃ। আদিশব্দেন অমেধ্যসংসর্গবিবর্জ্জনমপি গ্রাহ্যম্। বাহ্যাশৌচাদপি চিত্তমালিন্যাৎ অতো বাহ্যং শৌচমপি বিহিতম্। চিত্তমলানাং—মদমান-মাৎসর্য্যের্ষ্যাসূয়া'মুদিতাদীনাং ক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাৎ—প্রাপ্তবিষয়াৎ অধিকস্য

যোগ্য বাক্যের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করাই সত্যসাধন। কিন্তু এইরূপে বাক্ যথার্থ হইলেও পরকে কষ্ট দিবার জন্য যেন প্রযুক্ত না হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—"সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না, মিথ্যা প্রিয় হইলেও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম" (মনু)।

হিংসাদোষে দুষ্ট সত্য পুণ্যের আভাস বা ছদ্মবেশ মাত্র, সেই পুণ্য-প্রতিরূপ বা পুণ্যরূপে প্রতীয়মান সত্যের দ্বারা কষ্টময় তম বা কষ্টবহুল নরকপ্রাপ্তি ঘটে (অহিংসাদির সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত সত্যই যোগাঙ্গভূত সত্য)। চৌর্য্যরূপ বাহ্যকর্ম্ম হইতে বিরতিমাত্রই অস্তেয় নহে, কিন্তু যাহা লওয়ার অধিকার নাই তাহা গ্রহণ করিবার স্পৃহাত্যাগ করাই (চিত্ত হইতে তদ্বিষয়ক সঙ্কল্পের মূলোৎপাটনই) অস্তেয়ের স্বরূপ। গুপ্ত অর্থাৎ সুরক্ষিত বা সংযত হইয়াছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল যাহার দ্বারা, তাদৃশ সংযমীর যে (কামবিষয়ক) স্মরণ-কথনাদি ত্যাগ করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়ের অর্জ্জনরক্ষণাদিতে অর্থাৎ অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা—বিষয়-সম্পর্কিত এই পঞ্চবিধ দোষ বা দুঃখ দেখিয়া দেহরক্ষার জন্য মাত্র যাহা আবশ্যক তদতিরিক্ত বিষয়ের যে অস্বীকার বা অগ্রহণ, তাহাই অপরিগ্রহ। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—'প্রাণযাত্রিক-মাত্র হইবে' অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যমাত্র গ্রহণ করিবে (মহাভা°)।

৩১। অহিংসাদি যমসকলের অনুষ্ঠানের বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন। যমসকল সার্ব্বভৌম হইলে অর্থাৎ কোনও কারণে তাহা সঙ্কীর্ণ না হইলে, তবে তাহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। সময় অর্থে কর্ত্তব্যের নিয়ম (সমাজে সাধারণের পক্ষে যাহা নিয়ম বলিয়া প্রচলিত, যেমন, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্ত্তব্যরূপ নিয়ম)। অবিদিতব্যভিচার অর্থাৎ স্খলনশূন্য বা যথাযথ নিয়মপালন।

৩২। নিয়মসকল বলিতেছেন। মেধ্য অভ্যবহরণাদি অর্থে মেধ্য বা পবিত্র আহার অর্থাৎ যাহা পর্য্যুষিত (বাসি) ও পূতি (পচা) নহে তাদৃশ দ্রব্যের অভ্যবহরণ বা আহার। 'আদি' শব্দের দ্বারা ঐ সমস্ত অমেধ্য বস্তুর সংসর্গ ত্যাগও উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাহ্য বস্তুর সংসর্গজাত অশুচিতা হইতেও চিত্তের মলিনতা হয়, তজ্জন্য বাহ্যশৌচ বিহিত

অনুপাদিৎসা—তুষ্টিমূলা প্রত্যয়েচ্ছাশূন্যতা। উক্তঞ্চ "সর্ব্বতঃ সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূরিতি।" তপঃ—দ্বন্দ্বসহনম্। স্থান—নিশ্চলাবস্থানম্, তজ্জন্যাসনজন্যং যদ্ দুঃখং তস্য সহনম্। কাষ্ঠমৌন—সর্ব্ববিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ, আকারমৌন—বাগ্‌বিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানম্—ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণং—কর্ম্মফলাভিসন্ধিশূন্যতা।

সন্ন্যস্তফলস্য নিষ্কামস্য যোগিনো লক্ষণমাহ। শয্যেতি—সর্ব্বাবস্থাস্থিতো যোগী স্বস্থঃ—আত্মস্মৃতিমান্, পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ—চিন্তাজালহীনঃ, সংসারবীজস্য—অবিদ্যামূলকর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ—নিবৃত্তিম্ ঈক্ষমাণঃ—ক্ষীয়মাণং সসংস্কারকর্ম্ম ঈক্ষমাণ ইত্যর্থঃ, নিত্যতৃপ্তঃ—সদা নিষ্কামত্বানিঃসঙ্গত্বজনিতাত্মতৃপ্তিযুক্তঃ, অতঃ অমৃতভোগভাগী—অমৃতস্য আত্মনঃ প্রত্যক্‌চেতনস্য অধিগমাৎ প্রমাদরাহিত্যাচ্চ অমৃতভোগভাক্ স্যাৎ।

৩৩। বক্ষ্যমাণৈঃ বিতর্কৈঃ যদা অহিংসাদয়ো বাধিতাঃ তদৈব তৎপ্রতিপক্ষভাবনয়া বিতর্কান্ নিবারয়েৎ। সুগমং ভাষ্যম্। তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন—কুক্কুরচরিত্রেণ তুল্যাচরিতোঽহম্, শ্বা ইব বান্তাবলেহী—উদ্গীর্ণস্য ভক্ষকঃ। তপসো বিতর্কঃ সৌকুমার্য্যং, স্বাধ্যায়স্য বৃথা বাক্যম্, ঈশ্বরপ্রণিধানস্য অনীশ্বরগুণযুক্তপুরুষচারিত্রভাবনা।

হইয়াছে। চিত্তমলসকলের অর্থাৎ মদ (মত্ততা), মান (অহঙ্কার), মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা) ঈর্ষা, অসূয়া (অন্যের গুণে দোষারোপণ), অবুদ্ধিতা ইত্যাদি দোষসকলের ক্ষালন করা আধ্যাত্মিক শৌচ। সন্তোষ অর্থে সন্নিহিত সাধনের বা প্রাণবিষয়ের অধিক লাভের যে অনুপাদিৎসা অর্থাৎ তুষ্ট হইয়া অধিক গ্রহণের অনিচ্ছা। যথা উক্ত হইয়াছে—'যাঁহার মন সন্তুষ্ট তাঁহার সর্ব্বত্রই সম্পদ যেমন, যাঁহার পাদদ্বয় পাদুকাবৃত তাঁহার নিকট সমস্ত পৃথিবী চর্ম্মাবৃতের ন্যায়'। তপঃ অর্থে শীত-উষ্ণ, ক্ষুৎ-পিপাসা আদি দ্বন্দ্বজাত দুঃখসহন। স্থান অর্থে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তজ্জন্য এবং আসন করার জন্য যে দুঃখ তাহার সহন। কাষ্ঠমৌন অর্থে সর্ব্বপ্রকারে মনোভাবের বিজ্ঞাপন ত্যাগ (আকার-ইঙ্গিতের দ্বারাও নহে), আকারমৌন অর্থে বাক্যের দ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন না করা (আকার ইঙ্গিতের দ্বারা করা)। ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করা বা কর্ম্মফললাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় ইষ্ট স্মরণ রাখিলে তজ্জন্য কর্ম্মে ও তাহার ফলে যে নিস্পৃহতা দেখা দেয়, তাহাই সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, এবিষয় পরেই বিবৃত হইতেছে।

কর্ম্মফলত্যাগী নিষ্কাম যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত যোগী স্বস্থ বা আত্মস্মৃতিযুক্ত, পরিক্ষীণ-বিতর্কজাল বা চিন্তাজালহীন, সংসারবীজের বা অবিদ্যামূলক কর্ম্মসকলের ক্ষয় বা নিবৃত্তি, ঈক্ষমাণ অর্থাৎ সংস্কারসহ কর্ম্মের ক্ষয় হইতেছে ইহা দেখিতে দেখিতে, নিত্যতৃপ্ত বা সদা নিষ্কামতা ও নিঃসঙ্গতা-জনিত আত্মতৃপ্তিযুক্ত হইয়া অমৃতভোগভাগী হন অর্থাৎ অমৃত বা অমর যে আত্মা বা প্রত্যক্ চেতন, তাঁহার উপলব্ধি হওয়াতে এবং প্রমাদহীন হওয়াতে তিনি অমৃতভোগের বা শান্তির ভাগী হইয়া থাকেন।

৩৩। বক্ষ্যমাণ বিতর্কসকলের দ্বারা যখন অহিংসাদি বাধিত হইবে অর্থাৎ অহিংসাদির বিপরীত চিন্তা যখন মনে উঠিবে, তখন তাহার প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা সেই বিতর্কসকল নিবারিত করিবে। (উদাহরণ যথা) শ্ববৃত্তির তুল্য অর্থাৎ আমি কুক্কুর-চরিত্রের ন্যায় চরিত্রযুক্ত, কুক্কুরের ন্যায় বান্তাবলেহী বা উদ্গীর্ণ বমিতান্নের ভক্ষক, অর্থাৎ ত্যক্ত পরিত্যাজ্য আচরণের পুনর্গ্রহণকারী। তপস্যার বিতর্ক বা প্রতিকূল সৌকুমার্য্য বা সাধনের জন্য কষ্টসহনে

৩৪। বিতর্কান্ ব্যাচষ্টে তত্রেতি। স্বগমম্। স্যা পুনরিতি। নিয়মো যথা ক্ষত্রিয়াণাং সংযুগে হিংসেতি। বিকল্পো যথা পিতৃণাং তৃপ্ত্যর্থং শূকরং গবয়ং ছাগ্‌লকং বা ঘাতয়েদিতি। সমুচ্চয়ো যথা একাহে যাবজ্জঙ্গমবলিঃ। তথা চেতি। বধ্যস্য বন্ধনাদিনা বীর্য্যং—কায়চেষ্টাম্ আক্ষিপতি—অভিভাবয়তি। ততঃ—তস্য, বীর্য্যাক্ষেপাদ্ অস্য—ঘাতকস্য চেতনং—স্বস্বরূপম্, অচেতনং—শরীররূপম্, উপকরণং—ভোগসাধনং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি। জীবিতস্য প্রাণানাং ব্যপরোপণাৎ—বিয়োগকরণাৎ প্রতিক্ষণং জীবিতাত্যয়ে—মুমূর্ষুরবস্থায়াং বর্ত্তমানো মরণম্ ইচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়তবিপাকস্যারব্ধত্বাৎ—দুঃখভোগস্য অনুকূলং যৎ কর্ম্ম তস্য বিপাকস্যারব্ধত্বাৎ কষ্টময়স্য আয়ুষো বেদনীয়ত্বং নিয়তং যতঃ, তস্মাদেব উচ্ছ্বসিতি—ন প্রাণান্ জহাতি। যদীতি। কথঞ্চিৎ পুণ্যাৎ পশ্চাদাচরিতস্য অহিংসকস্য তদর্থঃ হিংসা অপগতা—অভিভূতা ভবেৎ তদা সুখপ্রাপ্তৌ অপি অল্পায়ুর্ভবেৎ। এবং বিতর্কাণাম্ অনুগতম্—অনুগচ্ছন্তম্ অমুম্—অনিষ্টং বিপাকং ভাবয়ন্ ন বিতর্কেষু—হিংসাদিষু মনঃ প্রণিদধীত। হেয়াঃ—ত্যাজ্যা বিতর্কাঃ।

৩৫। যদেতি। অপ্রসবধর্ম্মাণো বিতর্কা ইতি শেষঃ। তদা অহিংসাদীনাং প্রতিষ্ঠেতি। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং—হিংসায়া বাসনানাশাৎ তৎপ্রত্যয়স্য সম্যক্ নাশে ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ। আত্মার বিতর্ক বুঝাইবার কথন, বৈপরীত্যপ্রতিপক্ষভাবনের বিতর্ক অনীশ্বরগুণযুক্ত বা হীন পুরুষের চরিত্র ভাবনা করা।

৩৪। বিতর্কসকল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিয়ম যথা—ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে হিংসা অর্থাৎ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—এই প্রচলিত নিয়ম আশ্রয় করিয়া আচরিত হিংসা। বিকল্প যথা—পিতৃলোকদের তৃপ্তির জন্য শূকর, গবয় (নীল গাই) অথবা বৃদ্ধ ছাগ বলি (ইহার কোনও একটা হনন করা)। সমুচ্চয় যথা, একদিনেই স্থাবর-জঙ্গম বলি। বধ্য প্রাণীকে বন্ধনাদির দ্বারা তাহার বীর্য্য বা কায়চেষ্টা (শারীরিক স্বাধীনতা) অভিভূত করা হয়। তাহাতে সেই বীর্য্যহরণ করার ফলে ঐ ঘাতকের আত্মা ও বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপ চেতন ও অচেতন অর্থাৎ শরীররূপ উপকরণসকল বা ভোগসাধনের করণসকল ক্ষীণবীর্য্য বা দুর্ব্বল হয়। বধ্যের জীবনের বা প্রাণের ব্যপরোপণ বা নাশ করার ফলে ঘাতক প্রতিক্ষণ প্রাণহানিকর অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিয়া মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়াও, দুঃখরূপ বিপাক বা কর্ম্মফল নিয়তবিপাকরূপে আরব্ধ হওয়া হেতু (সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হইবে বলিয়া) অর্থাৎ দুঃখভোগ করিবার অনুকূল যে কর্ম্ম তাহার বিপাক ফলোন্মুখ হওয়াতে, তাহার কষ্টময় আয়ুর ফলভোগ নিয়ত হয় অর্থাৎ মরণ আকাঙ্ক্ষা করিলেও মৃত্যু না ঘটিয়া তাহার কষ্টজনক হীন কর্ম্মাশয় সম্পূর্ণরূপেই ফলীভূত হয়, তজ্জন্য সে কোনও রূপে উচ্ছ্বসন করে অর্থাৎ কোনও প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া বাঁচিয়া থাকে (সম্পূর্ণ ফলভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত) প্রাণত্যাগ করে না। কিঞ্চিৎ পুণ্যের ফলে অর্থাৎ পরে আচরিত অহিংসামূলক কর্ম্মের ফলে, হিংসামূলক কর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণ অপগত বা অভিভূত হইয়া সুখপ্রাপ্তি ঘটিলেও অল্পায়ু হয়। এইরূপে বিতর্কসকলের অনুগত অর্থাৎ তাহাদের অনুসরণশীল এমন অনিষ্ট দুঃখময় ফলের বিষয় স্মরণ করিয়া হিংসাদি বিতর্কসকলে মন দিবে না। এরূপে অন্যান্য বিতর্কসকলও হেয় বা ত্যাজ্য।

৩৫। বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম্ম হইলে বা উৎপন্ন হইবার শক্তিহীন হইলে, তখন অহিংসাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায়। অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ হিংসা-মূলক

তৎসন্নিধৌ—সান্নিধ্যাৎ যোগিনঃ সত্ত্বপ্রভাবানুভাবিতাঃ সর্বে প্রাণিনো বৈরভাবং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

৩৬। ধার্মিক ইতি। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াঃ ক্রিয়া—কর্মাচরণেন যৎ স্বর্গগমনাদিফলং লভ্যতে, যোগিনো বাচা এব শ্রোতুর্মনসি সমুত্থিতসংস্কারাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ততঃ ধার্মিকো ভূয়াঃ' ইত্যাশীর্বচনাৎ অভিভূতাধর্মবৃত্তিঃ ধার্মিকো ভবতীতি যোগিনো বাচঃ অমোঘত্বম্।

৩৭। সর্বেতি। সর্বাসু দিক্ষু ভ্রমতো যোগিনঃ সকাশে চেতনাচেতনানি রত্নানি—জাতৌ জাতৌ উৎকৃষ্টবস্তূনি উপতিষ্ঠন্তে উপস্থাপ্যন্তে চ।

৩৮। যস্যেতি। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠালব্ধবীর্যলাভাৎ তৎ বীর্যম্ অপ্রতিঘান্ গুণান্—প্রতিঘাতরহিতা জ্ঞানাদিশক্তীঃ উৎকর্ষয়তি, তথা উপাধ্যায়নাদিভিঃ জ্ঞানসিদ্ধো যোগী বিনেয়েষু—শিষ্যেষু জ্ঞানম্ আধাতুং—হৃদয়ঙ্গমং কারয়িতুং সমর্থো ভবতীতি।

৩৯। অস্যেতি। দেহেন সহ সম্বন্ধো জন্ম, তস্য কথন্তা—কিম্প্রকারতা। অপরিগ্রহস্থৈর্যে—তাদৃশাপরিগ্রহস্য যোগিনো দেহোঽপি হেয়ঃ পরিগ্রহ ইত্যনুভবস্থৈর্যে জন্মকথন্তাবোধো ভবতি। তৎস্বরূপং কো অহমাসমিত্যাদি। এবমিতি। পূর্বাপরমধ্যেষু—

সংস্কারনাশে তাহার প্রভাবেরও সম্যক্ নাশ হইলে, তাঁহার সন্নিধিতে অর্থাৎ সান্নিধ্য-হেতু, যোগীর সত্ত্বপ্রভাবে ভাবিত হইয়া সমস্ত জীব বৈরভাব ত্যাগ করে। (হিংসা-সংস্কারের নাশ অর্থে দগ্ধবীজবৎ হইয়া থাকা)।

৩৬। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়ার দ্বারা বা কর্মাচরণের দ্বারা যে স্বর্গগমনাদি ফললাভ হয়, যোগীর বাক্যের দ্বারা শ্রোতার মনে তদ্বিষয়ক (অভিভূত) সংস্কার সমুত্থিত হইয়া, তাহা সিদ্ধ হয়। তাহার ফলে 'ধার্মিক হও' এইরূপ আশীর্বাদ হইতে অধর্মপ্রবৃত্তি অভিভূত হইয়া লোকে ধার্মিক হয়। এইরূপে যোগীর বাক্যের অমোঘতা বা সফলতা সিদ্ধ হয়। (শ্রোতার মনে যে পরিমাণ অভিভূত ধর্মসংস্কার থাকে তাহাই মাত্র যোগীর প্রভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবে কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে রক্ষিত না করিলে কোনও স্থায়ী ফল হইবে না)।

৩৭। অস্তেয়প্রতিষ্ঠ যোগী সর্বদিকে ভ্রমণ করিলে, তাঁহার নিকট চেতন ও অচেতন রত্নসকল অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট বস্তু সেই সকলের উপস্থান হয়, তন্মধ্যে যাহা চেতন বস্তু তাহারা স্বয়ং উপস্থিত হয় এবং যাহা অচেতন বস্তু তাহারা অন্যের দ্বারা উপস্থাপিত বা প্রদত্ত হয়।

৩৮। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইতে লব্ধ বীর্য-(চৈত্তিক বলবিশেষ) লাভ হইলে সেই বীর্য অপ্রতিঘ গুণসকলকে অর্থাৎ বাধাহীন জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তিকে উৎকর্ষযুক্ত করে এবং উহা বা প্রতিভা (স্বয়ং জ্ঞানলাভ করা), অধ্যয়ন (অধ্যয়নদ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ) ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞান-সিদ্ধ যোগী বিনেয়ের বা শিষ্যের অন্তরে জ্ঞান আহিত করিতে বা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে সমর্থ হন।

৩৯। দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়াই জন্ম, তাহার কথন্তা অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক জিজ্ঞাসা। অপরিগ্রহস্থৈর্য হইলে অর্থাৎ (অনাবশ্যক) বাহ্যপরিগ্রহ যে যোগী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে—দেহেও হেয় বা পরিগ্রহস্বরূপ এই প্রকার অনুভব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার জন্ম-কথন্তার জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানের স্বরূপ, যথা—'আমি কে ছিলাম' ইত্যাদি। পূর্বান্ত, পরান্ত এবং মধ্যে অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান

অতীতভবিষ্যদ্বর্তমানেষু আত্মভাবজিজ্ঞাসা—আত্মভাবে—মদ্ভাববিষয়ে শরীরসম্বন্ধবিষয় ইত্যর্থঃ যা জিজ্ঞাসা তস্য স্বরূপজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ।

৪০। শৌচাদিতি বাহ্যশৌচফলম্। স্বশরীরে জুগুপ্সায়াং জাতায়াং তস্য শৌচাচরণশীলো যতিঃ কায়স্য অবদ্যদর্শী—দোষদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী—কায়রাগহীনো ভবতি। কিঞ্চেতি। জিহাসুস্ত্যাগেচ্ছুঃ স্বকায়শুদ্ধিম্ অদৃষ্ট্বা কথম্ অত্যন্তম্ এব অপ্রযতৈঃ—মলিনৈঃ জুগুপ্সিততমৈরিত্যর্থঃ পরকায়ৈঃ সহ সংসৃজ্যেত—সংসর্গম্ ইচ্ছেদিত্যর্থঃ।

৪১। আভ্যন্তরশৌচফলমাহ সত্ত্বেতি। শুচেরিতি। শুচেঃ—মদমানের্ষ্যাদীনাম্ প্রক্ষালনকৃতঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ—বিক্ষেপকমলহীনতা অন্তর্নিষ্ঠতা চ, ততঃ সৌমনস্যং মানসং সৌখ্যম্ আত্মপ্রীতিরিত্যর্থঃ, সৌমনস্যযুক্তস্য ঐকাগ্র্যং সুকরং, ততঃ—বুদ্ধিস্থৈর্যাৎ মনআদীন্দ্রিয়জয়ঃ, ততো নির্মলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য আত্মদর্শনে—পুরুষস্বরূপাবধারণে যোগ্যতা ভবতি।

৪২। যচ্চেতি সন্তোষফলং ব্যাচষ্টে। কামসুখং—কাম্যবিষয়প্রাপ্তিজনিতং যৎ সুখম্।

৪৩। নির্বর্ত্যমানমিতি। তপঃসিদ্ধিফলং ব্যাচষ্টে। নির্বর্ত্যমানম্—নিষ্পাদ্যমানম্। আবরণমলম্—সিদ্ধপ্রবৃত্তেরাপূরণস্য প্রতিবন্ধকভূতা যে শারীরধর্মাস্তেষাং বশ্যতারূপং মলম্। সাধারণতঃ সত্যব্রহ্মচর্যাদীনি অপি তপঃ। অত্র চ যোগানুকূলং দ্বন্দ্বসহনমেব তপঃশব্দেন সংজ্ঞিতম্।

কালে। আত্মভাবজিজ্ঞাসা অর্থাৎ 'আমি' এই ভাবসম্বন্ধে বা শরীর-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেসকল জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাহার স্বরূপজ্ঞান বা মীমাংসা হয়।

৪০। বাহ্য শৌচের ফল বলিতেছেন। স্বশরীরে ঘৃণা উৎপন্ন হইলে, সেই শৌচ-আচরণশীল যতি তাঁহার শরীরের অবদ্য বা দোষদর্শী হইয়া দেহে অনভিষ্বঙ্গী বা আসক্তিশূন্য হন। জিহাসু বা ত্যাগেচ্ছু সাধক কোনওরূপে নিজের শরীরের শুদ্ধি হয় না দেখিয়া (অশুচি পদার্থের দ্বারা নির্মিত বলিয়া), কিরূপে অত্যন্ত অপ্রযত বা মলিন অর্থাৎ ঘৃণ্যতম পরশরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইবেন বা সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করিবেন ?

৪১। আভ্যন্তর শৌচের ফল বলিতেছেন। শুচি ব্যক্তির অর্থাৎ মদ-মান-ঈর্ষা আদি মলিনতা যিনি প্রক্ষালন করিয়াছেন তাঁহার, সত্ত্বের বা চিত্তের শুদ্ধি বা বিক্ষেপকরূপ মলহীনতা হয় এবং নিজের ভিতরেই নিবিষ্ট থাকার ক্ষমতা হয়। তাহা হইতে সৌমনস্য বা মানসিক সুখ বা আত্মপ্রসাদ হয় এবং ঐরূপ সৌমনস্যযুক্ত সাধকের চিত্তের ঐকাগ্র্যসাধন সহজসাধ্য হয়। তাহাতে বুদ্ধির স্থৈর্য হইতে মন আদি ইন্দ্রিয়জয় হয়। পুনঃ তাহা হইতে নির্মল বুদ্ধি-সত্ত্বের আত্মদর্শন-বিষয়ে বা পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করার যোগ্যতা হয় (উচ্চতম ধ্যান-সাধনে নিবিষ্ট হইবার অধিকার হয়)।

৪২। সন্তোষের ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কামসুখ অর্থে কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজনিত যে সুখ।

৪৩। তপস্যাসিদ্ধির ফল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নির্বর্ত্যমান অর্থে নিষ্পাদিত হইতে থাকা। আবরণমল অর্থে সিদ্ধপ্রবৃত্তির (অণিমাদি সিদ্ধির যে প্রবৃত্তি, তাহার) আপূরণের বা অনুপ্রবেশের বাধাস্বরূপ যে তৎপ্রতিকূল শারীর ধর্ম তাহার বশীভূত হওয়ারূপ মল (যাহা থাকিলে সিদ্ধ প্রবৃত্তি প্রকটিত হইতে পারে না)। সাধারণতঃ সত্য-ব্রহ্মচর্য-আদি তপস্যা বলিয়া কথিত হয়, এখানে যোগের অনুকূল দ্বন্দ্বসহনাদিকেই বিশেষ করিয়া তপঃ নাম দেওয়া হইয়াছে।

৪৬। উক্তা ইতি। পদ্মাসনাদি যদা স্থিরসুখং—স্থিরং সুখং সুখাবহঞ্চ যথাস্বরূপমিত্যর্থঃ ভবতি তদা যোগাঙ্গমাসনং ভবতি।

৪৭। ভবতীতি। প্রযত্নোপরমাৎ—পদ্মাসনাদিগতঃ ত্রিকঋজুত্বস্থাপনপ্রযত্নাদ্ অন্য-প্রযত্নশৈথিল্যং কুর্যাদিত্যর্থঃ। মুক্তসংস্থিতিরেব প্রযত্নশৈথিল্যং, অনন্তে—গগনবদনন্তে বা সমাপন্নো ভবেদ্ আসনসিদ্ধয়ে।

৪৮। আসনসিদ্ধিফলমাহ তত ইতি। শরীরস্য স্থৈর্যাদ্ অভিভূতস্পর্শাদিবোধো যোগী ন তদা শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভির্দ্বন্দ্বৈরভিভূয়তে।

৪৯। সতীতি। সুগমং ভাষ্যম্। শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রযত্নেন সহ যৎ চিত্তবন্ধনং তদেব যোগাঙ্গঃ প্রাণায়ামঃ, যোগস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধস্বরূপত্বাদিতি বোদ্ধব্যম্।

৫০। স ত্বিতি। প্রশ্বাসপূর্বকঃ—চিত্তাধানপ্রযত্নসহিতরেচনপূর্বকো গত্যভাবঃ—যো বায়োর্বহিরেব ধারণং তথা বায়ুধারণপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্যাপি বন্ধঃ স বাহ্যবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। নায়ং রেচনমাত্রঃ কিন্তু রেচকান্তনিরোধঃ। উক্তঞ্চ 'নিষ্ক্রম্য নাসাবিবরাদশেষং প্রাণং বহিঃ শূন্যমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধ' ইতি। যত্র শ্বাস-পূর্বকঃ—পূর্ববৎ প্রযত্নবিশেষাৎ পূরণপূর্বকো গত্যভাবঃ—বায়োরন্তর্ধারণং চিত্তস্যাপি বন্ধঃ স

৪৬। পদ্মাসনাদি যখন স্থিরসুখ হয় অর্থাৎ স্থির এবং সুখাবহ বা স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হয়, তখন তাহা যোগাঙ্গভূত আসনে পরিণত হয়।

৪৭। প্রযত্নোপরম হইতে অর্থাৎ (ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে) পদ্মাসনাদিতে অবস্থিত যোগী ত্রিকঋজু-স্থাপনার্থ (বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক সমান্ উন্নত রাখার জন্য) যে প্রযত্ন বা চেষ্টা আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্য প্রযত্নের শিথিলতা করিবে (যাহাতে আসনসিদ্ধি হয়)। সুতরাং অবস্থিতিই (যেন দেহের সহিত সম্পর্কহীন আলগাভাব) প্রযত্নের শিথিলতা। আসনসিদ্ধির জন্য অনন্তে অর্থাৎ গগন সদৃশ অনন্তে (যেন অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছি এইরূপে) চিত্তকে সমাপন্ন করিবে।

৪৮। আসন-সিদ্ধির ফল বলিতেছেন, শরীরের স্থৈর্যের ফলে যাঁহার স্পর্শাদি-বোধ অভিভূত হইয়াছে তাদৃশ যোগী শীত-উষ্ণ, ক্ষুৎ-পিপাসা ইত্যাদি দ্বন্দ্বজাত কষ্টের দ্বারা সহসা অভিভূত হন না।

৪৯। শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যে চিত্তকে ধ্যেয়বিষয়ে স্থাপিত করা তাহাই যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম। কারণ, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগের স্বরূপ, ইহা বুঝিতে হইবে (অতএব যোগাঙ্গভূত যে প্রাণায়াম তাহা চিত্তস্থৈর্যকারকও হওয়া চাই)।

৫০। প্রশ্বাসপূর্বক অর্থাৎ চিত্তস্থির করিবার প্রযত্নসহ রেচনপূর্বক যে গতির অভাব অর্থাৎ বায়ুকে বাহিরেই ধারণ এবং বায়ুকে বাহিরে ধারণ করিবার প্রযত্নের সহিত চিত্তকে যে সুস্থির বা ধ্যেয়বিষয়ে সংলগ্ন রাখা, তাহা বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহা রেচনমাত্র নহে, কিন্তু রেচনপূর্বক যে নিরোধ অর্থাৎ রেচন করিয়া যে আর শ্বাসগ্রহণ না করা, তাহা। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—'সমস্ত বায়ুকে নাসা-বিবর দ্বারা বাহিরে নির্গত করিয়া কোষ্ঠকে বায়ু-শূন্যের মত করিয়া নিরোধ করা এবং তদ্রূপে রুদ্ধবায়ু হইয়া যে অবস্থান, তাহা রেচক নামক মহানিরোধ'।

যাহাতে শ্বাসপূর্বক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রযত্নবিশেষসহ পূরণপূর্বক যে গত্যভাব অর্থাৎ বায়ুকে ভিতরে ধারণ করা এবং চিত্তকেও রোধকরার চেষ্টা করা হয়, তাহা

আভ্যন্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। পূরকান্তপ্রাণরোধো ন পূরণমাত্রং যথোক্তং 'বাহ্যে স্থিতং ঘ্রাণ-পুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পরিপূরয়েদ্ যঃ স বৈ পূরকো নাম মহানিরোধ' ইতি। পূরয়িত্বা নিরুদ্ধবায়ুর্ভূত্বাবস্থানমেবাস্য পূরক ইত্যর্থঃ।

যত্র রেচনপূরণ-প্রযত্নমকৃত্বা পূরণরেচনে অনবেক্ষ্য যথাবস্থিতবায়ৌ সকৃদ্ বিধারণপ্রযত্নাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসগত্যভাবঃ তথা চ স্তিমিতো বায়ুর্ধারণপ্রযত্নেন সহ দেশবিশেষে বদ্ধঃ স এব তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। অত্র তপ্তোপলে সর্বতঃ পরিশুষ্যদুদকবৎ বায়ুঃ সর্বশরীরে বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গেষু সঙ্কোচমাপন্ন ইত্যনুভূয়তে। ন চায়ং রেচকপূরকসহকারী কুম্ভকঃ। উক্তঞ্চ 'ন রেচকো নৈব চ পূরকোঽত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। সুনিশ্চলং ধারয়তে ক্রমেণ কুম্ভাখ্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ' ইতি। ত্রয় ইতি। দেশেন কালেন সংখ্যয়া চ পরিদৃষ্টা বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিপ্রাণায়ামা দীর্ঘাঃ সূক্ষ্মাশ্চ ভবন্তি। দেশেন পরিদৃষ্টির্যথা ইয়ান্ অস্য বিষয়ঃ—ঈষৎপরিমাণদেশব্যবহিতং তূলং ন প্রশ্বাসবায়ুশ্চালয়তি সূক্ষ্মীভূতত্বাদিতি দেহাভ্যন্তরদেশেঽপি স্পর্শবিশেষানুভবো দেশপরিদর্শনম্। কালপরিদৃষ্টির্যথা ইয়তঃ ক্ষণান্ যাবদ্ ধারয়িতব্য ইতি। সংখ্যাপরিদৃষ্টির্যথা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ—তদবচ্ছিন্নকাল-নেত্যর্থঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ এতাবদ্ভির্দ্বিতীয় ইত্যাদিঃ। শ্বাসস্য প্রশ্বাসস্য চ য উদ্বেগঃ স উদ্ঘাতঃ। উক্তঞ্চ 'নীচো দ্বাদশমাত্রস্তু সকৃদ্ উদ্ঘাত ঈরিতঃ। মধ্যমস্তু দ্বিরুদ্ঘাতঃ চতুর্বিংশতিমাত্রিকঃ। মুখ্যস্তু যস্ত্রিরুদ্ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্র উচ্যতে' ইতি। শ্বাসপ্রশ্বাসাবচ্ছিন্নকালো মাত্রা।

আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম। পূরকান্তে যে প্রাণরোধ তাহা পূরণমাত্র নহে। যথা উক্ত হইয়াছে—'নাসিকার দ্বারা বাহিরে স্থিত বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব দিকে সমস্ত নাড়ীকে যে ধীরে ধীরে পূরণ করা, তাহা পূরক নামক মহানিরোধ'। পূরণপূর্বক রুদ্ধবায়ু হইয়া যে অবস্থান তাহাই এই পূরক।

যেস্থলে রেচনপূরণের প্রযত্ন না করিয়া অর্থাৎ রেচনপূরণবিষয়ে কোন চেষ্টা বা লক্ষ্য না রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপে অবস্থিত আছে—তদবস্থাতেই হঠাৎ বিধারণরূপ প্রযত্নপূর্বক যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গত্যভাব বা রোধ এবং বায়ুধারণের প্রযত্নের সহিত দেশবিশেষে স্তিমিতকে যে সংরুদ্ধ রাখা তাহাই তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি নামক প্রাণায়াম। উত্তপ্ত প্রস্তরে ন্যস্ত জল যেমন সর্বদিক্ হইতে শুষ্ক হয়, এই স্তম্ভবৃত্তিতেও তদ্রূপ সর্বশরীর হইতে, বিশেষ করিয়া শরীরের প্রত্যঙ্গ হইতে, বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে এরূপ অনুভূত হয়। ইহা রেচনপূরণের সহকারী যে কুম্ভক তাহা নহে, যথা উক্ত হইয়াছে— 'ইহাতে রেচক বা পূরক নাই, নাসাপুটে বায়ু যেরূপ সংস্থিত আছে—তাহাকে সেইরূপ সুনিশ্চল ভাবে যে ধারণ করা তাহাকেই প্রাণায়ামজ্ঞেরা কুম্ভ বলিয়া থাকেন'।

বাহ্য, আভ্যন্তর এবং স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়। দেশপূর্বক পরিদৃষ্ট যথা—'এই পর্যন্ত ইহার বিষয় অর্থাৎ এই পরিমাণ দেশব্যবহিত তুলাকেও প্রশ্বাসবায়ু বিচলিত করে না'—সূক্ষ্মীভূত হওয়াতে। দেহের আভ্যন্তর-দেশেও স্পর্শবিশেষের যে অনুভব তাহাও দেশপরিদর্শন। কালপরিদৃষ্ট যথা—এতক্ষণ যাবৎ বায়ু ধারণ করিতে হইবে। সংখ্যাপরিদৃষ্ট যথা—এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ তদ্ব্যাপী কালে, প্রথম উদ্ঘাত, এতগুলিতে দ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যাদি। শ্বাসের বা প্রশ্বাসের জন্য যে উদ্বেগ তাহার নাম উদ্ঘাত। যথা উক্ত হইয়াছে, 'সর্বনিম্ন দ্বাদশ মাত্রা যে উদ্ঘাত তাহাকে সকৃদ্ বা প্রথম (অল্পকালব্যাপী) উদ্ঘাত বলে, মধ্যম দ্বিরুদ্ঘাত

তেনাস্যাপি দৌর্বল্যং ততশ্চ কর্মনিবৃত্তিঃ তন্নিবৃত্তৌ তৎসংস্কারাণামপি ক্ষয়ঃ—দৌর্বল্যম্। ততো জ্ঞানস্য দীপ্তিঃ। পূর্বাচার্যমতমাহ যদিতি। মহামোহময়েন—অবিদ্যয়া তন্মূলকর্মণা চ আরোপিতেন অযথাখ্যাতিরূপেণ ইন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং যথার্থখ্যাতিস্বভাবকং সত্ত্বম্—বুদ্ধিসত্ত্বম্ আবৃত্য তদেব সত্ত্বম্ অকার্যে—সংসৃতিহেতুভূতকার্যে নিযুঙ্‌ক্তে। তদন্যেতি স্পষ্টম্। স্মর্যতে চ "দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাদিতি"। তথেতি সুগমম্।

৫৩। কিঞ্চ ধারণাসু হৃদয়াদৌ চিত্তবন্ধনকারিণীষু যোগ্যতা সামর্থ্যং মনসো ভবতীতি প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব।

৫৪। স্ব ইতি। স্বানাং স্ববিষয়ে সম্প্রয়োগাভাবঃ—চিত্তানুকারসামর্থ্যাৎ বিষয়-সংযোগাভাবঃ, তস্মিন্ সতি তদা চিত্তস্বরূপানুকারবন্তীব ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি স এব প্রত্যাহারঃ। তদা চিত্তে নিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়াণ্যপি নিরুদ্ধানি—বিষয়জ্ঞানহীনানি ভবন্তি। অপি চ চিত্তং যদ অন্তর্মনুতে রূপং বা শব্দং বা স্পর্শাদি বা চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি অপি তদা তদা দর্শন-শ্রবণাদিমন্তীব ভবন্তি। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি।

৫৫। প্রত্যাহারফলমাহ তত ইতি। শব্দাদীতি। কেষাঞ্চিন্মতে শব্দাদিষু—বিষয়েষু অব্যসনমেব ইন্দ্রিয়জয়ঃ। ব্যসনং—সক্তিঃ—আসক্তিঃ রাগঃ, তেন শ্রেয়সঃ—কুশলাৎ ব্যস্যতে—ক্ষিপ্যত ইতি। অন্যে বদন্তি অবিরুদ্ধা—শাস্ত্রবিহিতা প্রতিপত্তিঃ—বিষয়ভোগঃ ন্যায্যা

হয়, তাহা হইতে কর্মের নিবৃত্তি হয়। তন্নিবৃত্তি হইতে তাহার (চাঞ্চল্যের) সংস্কারেরও ক্ষয় বা দৌর্বল্য হইয়া জ্ঞানের দীপ্তি বা বিকাশ হয় (কারণ, অস্থিরতাই জ্ঞানের মলিনতা)। এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যের মত বলিতেছেন, মহামোহময় যে অবিদ্যা এবং তন্মূলক কর্ম, তদ্দ্বারা আরোপিত অযথাখ্যাতিরূপ ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল বা যথার্থ খ্যাতিস্বভাবযুক্ত সত্ত্বকে অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বকে আবৃত করিয়া তাহাকে অকার্যে বা সংসারের (জন্মমৃত্যুর প্রবাহের) হেতুভূত কার্যে নিযুক্ত করে। স্মৃতি যথা—'দহ্যমান ধাতুসকলের মলসকল যেরূপ দগ্ধ হইয়া যায়, প্রাণায়ামরূপ প্রাণসংযম হইতে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকলের মলিনতা দূর হয়' (মনু)।

৫৩। কিঞ্চ প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে ধারণাদিতে অর্থাৎ যাহাতে হৃদয়াদি প্রদেশে চিত্ত সংলগ্ন থাকে তাহাতে মনের যোগ্যতা বা সামর্থ্য হয়।

৫৪। প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব বিষয়ে সম্প্রয়োগের অভাব হয় অর্থাৎ চিত্তকে অনুসরণ করিবার সামর্থ্য হেতু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের অভাব হয়। তাহা হইলে পর, ইন্দ্রিয়সকল চিত্তের স্বরূপানুকারি-স্বভাবক হয় অর্থাৎ চিত্তে যখন যে ভাব থাকে ইন্দ্রিয়সকলও তদনুরূপ হয়, তাহাই প্রত্যাহার। তখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়-সকলও নিরুদ্ধ হয় বা বিষয়জ্ঞানহীন হয়। কিন্তু চিত্ত তখন যাহা ভিতরে ভিতরে মনে করে, যেমন রূপ বা শব্দ বা স্পর্শ—চক্ষুঃশ্রোত্রাদিও সেই সেই বিষয়ের দর্শন-শ্রবণবান্ হয়।

৫৫। প্রত্যাহারের ফল বলিতেছেন। কাহারও কাহারও মতে শব্দাদি বিষয়ে সংলিপ্ত না হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়। ব্যসন অর্থে সক্তি বা আসক্তি অর্থাৎ রাগ, তদ্দ্বারা শ্রেয় বা কুশল হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। অপরে বলেন, অবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিহিত যে

ইতি স এব ইন্দ্রিয়জয় ইত্যর্থঃ। ইতরে বদন্তি স্বেচ্ছয়া শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ শব্দাদিভোগ ইত্যর্থঃ, এব ইন্দ্রিয়জয়ঃ। অপরমিন্দ্রিয়জয়মাহ রাগেতি। চিত্তৈকাগ্র্যাদ্ অপ্রতিপত্তিঃ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানরোধ এব ইন্দ্রিয়জয় ইতি ভগবতো জৈগীষব্যস্যাভিমতম্। এষা এব পরমা বশ্যতা অন্যেষু চ প্রচ্ছন্নলৌল্যং বিদ্যত ইতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

প্রতিপত্তি বা বিষয়ভোগ তাহাই ন্যায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। আবার অন্যে বলেন স্বেচ্ছায় (অবশীভূত ভাবে) যে শব্দাদিসম্প্রয়োগ বা শব্দাদিবিষয়ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। অপর ইন্দ্রিয়জয় (যাহা যথার্থ) বলিতেছেন। চিত্তের ঐকাগ্র্যের ফলে যে অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানরোধ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়, ইহা ভগবান্ জৈগীষব্যের অভিমত। ইহাই পরমা বশ্যতা। অন্যগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগে লোলুপতা আছে।

শ্রীমৎ ধর্ম্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনুদিত
দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ

১। দেশেতি। বাহ্যে আধ্যাত্মিকে বা দেশে যশ্চিত্তবন্ধঃ—চেতসঃ সমাপাদনং সা ধারণা। নাভিচক্রাদিঃ আধ্যাত্মিকো দেশঃ, তত্র সাক্ষাদ্ অনুভবেন চিত্তবন্ধঃ। বাহ্যে তু দেশে বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধঃ—তদ্বিষয়য়া বৃত্ত্যা চিত্তং বধ্যতে।

২। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ধারণাযুক্তে দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্য—বৃত্তের্যা একতানতা—তৈলধারাবদ্ একতানপ্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণ অপরামৃষ্টঃ—অন্যয়া বৃত্ত্যা অসংমিশ্রঃ প্রবাহঃ তদ্ ধ্যানম্। একৈব বৃত্তিস্তদিত্যনুভূতিরেকতানতা।

৩। ধ্যানমিতি। ধ্যানমেব যদা ধ্যেয়াকারনির্ভাসং ধ্যেয়জ্ঞানাদন্যজ্ঞানহীনং, প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব—ধ্যেয়বিষয়স্য প্রখ্যাতৌ তদ্বিষয় এবাস্মি নান্যদ্ গ্রহণাদি কিঞ্চিদিতীব ধ্যেয়স্বভাবাবেশাদ্ ভবতি তদা তদ্ধ্যানং সমাধিরিত্যুচ্যতে। বিস্মৃত-গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবো যদা ধ্যায়তি তদা তস্য সমাধিরিত্যর্থঃ। পারিভাষিকোঽয়ং সমাধিশব্দঃ ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তস্থৈর্যস্য কাষ্ঠাবাচকঃ। যত্র কচন এব সম্যক্ সমাধানাৎ অন্যবৃত্তিনিরোধ এব সামান্যতঃ সমাধিঃ। সমাধিরূপমিদং চিত্তস্থৈর্যং লব্ধ্বা গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যবিষয়কং সম্প্রজ্ঞানং সাধয়েৎ। তস্মিন্ সিদ্ধে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ততঃ সম্প্রজ্ঞানস্যাপি নিরোধাৎ সর্ববৃত্তিনিরোধরূপঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ

১। বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনও দেশে বা স্থানে যে চিত্তবন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে সংস্থিত করিয়া রাখা, তাহাই ধারণা। নাভিচক্র (নাভির অভ্যন্তর) আদি আধ্যাত্মিক দেশ, তথায় সাক্ষাৎ অনুভবের দ্বারা চিত্তবন্ধ করা যায় এবং দেহের বাহ্যস্থ দেশে যেমন মূর্তি-আদিতে, বৃত্তিমাত্রের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বৃত্তির দ্বারা চিত্তকে তাহাতে বদ্ধ বা সংস্থিত করা হয়।

২। যাহাতে ধারণা কৃত হইয়াছে সেই দেশে, ধ্যেয়বিষয়রূপ আলম্বনযুক্ত প্রত্যয়ের বা বৃত্তির যে একতানতা বা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, অতএব অন্য প্রত্যয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ ধ্যেয়াতিরিক্ত অন্য বৃত্তির দ্বারা অসংমিশ্র—এরূপ যে প্রবাহ তাহাই ধ্যান। একতানতা অর্থে একবৃত্তিই যেন উদিত রহিয়াছে এরূপ অনুভূতি।

৩। ধ্যান যখন ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপমাত্র-নির্ভাসক হয় অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত অন্য-জ্ঞানহীন হয় এবং নিজের প্রত্যয়াত্মক যে স্বরূপ, তৎশূন্যের ন্যায় হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ের প্রখ্যাতি হওয়াতে তাহার স্বভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিত্ত যখন কেবল সেই বিষয়মাত্রই থাকে অন্য ('আমি জানিতেছি'—এরূপ বোধাত্মক) গ্রহণাদির বোধ যখন না-থাকার মত হয়, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। গ্রহীতা বা 'আমি' এবং গ্রহণ বা 'ধ্যান করিতেছি' এইরূপ ধাতৃ-ধ্যান-ভাবের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয়-বিষয়মাত্রে সমাপন্ন হইয়া যখন ধ্যান হয় তাহাকে সমাধি বলে।

এই সমাধি-শব্দ পারিভাষিক ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তস্থৈর্যের পরাকাষ্ঠারূপ বিশেষ অর্থে ইহা ব্যবহৃত। যে কোনও বিষয়ে চিত্তের সম্যক্ স্থিরতার ফলে যে অন্য বৃত্তির নিরোধ, তাহাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এই প্রকারে সমাধিরূপ চিত্তস্থৈর্য লাভ করিয়া গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান সাধিত করিতে হয়। এইরূপে সাধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তাহার পর সেই সম্প্রজ্ঞানেরও নিরোধ করিলে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

সমাধিঃ। যত্র কুত্রচিৎ সম্যক্ চিত্তৈকাগ্র্যং তথা চ সম্প্রজ্ঞাতরূপং চিত্তৈকাগ্র্যম্ অসম্প্রজ্ঞাত-রূপঃ অত্যন্তচিত্তনিরোধশ্চেতি সর্ব এব সমাধয় ইতি।

৪। একেতি একবিষয়াণি একবিষয়ে ক্রিয়মাণানি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে। ননু সমাধৌ ধারণাধ্যানয়োরন্তর্ভাবঃ তস্মাৎ সমাধিনৈব সংযমঃ, ত্রয়াণাং সমুল্লেখো ব্যর্থ ইতি শঙ্কা এবমপনেয়া। ধ্যেয়বিষয়স্য সর্বতঃ পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণানি ধারণাদীনি সংযম ইতি পরিভাষিতঃ অতো নায়ং সমাধিমাত্রার্থকঃ।

৫। তজ্জয়েতি। আলোকঃ—প্রজ্ঞালোকস্য উৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। বিশারদীভবতি—স্বচ্ছীভবতি। জ্ঞানশক্তেশ্চরমোৎকর্ষাৎ সম্যক্ চ ধ্যেয়নিষ্ঠত্বাৎ প্রজ্ঞালোকঃ সংযমাদ্ ভবতি।

৬। তস্যেতি ব্যাচষ্টে। অজিতাধরভূমিঃ—অনায়ত্তনিম্নভূমিঃ যোগী। তদিতি, তদভাবাৎ—প্রাপ্তভূমিষু সংযমাভাবাৎ কুতস্তস্য যোগিনঃ প্রজ্ঞোৎকর্ষঃ? সুগমমন্যৎ।

যে কোনও বিষয়ে চিত্তৈকাগ্র্য, সম্প্রজ্ঞাতরূপ তত্ত্ববিষয়ে চিত্তৈকাগ্র্য এবং অসম্প্রজ্ঞাতরূপ সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তিনিরোধ—এই তিনেরই নাম সমাধি।

৪। একবিষয়ক বা এক বিষয়ে ক্রিয়মাণ ঐ তিন সাধনকে সংযম বলে। সমাধিতেই ত ধারণা-ধ্যান অন্তর্ভুক্ত আছে অতএব সমাধিই সংযম, ঐ তিনের উল্লেখ ব্যর্থ—এই শঙ্কা এইরূপে অপনেয়, যথা—ধ্যেয়বিষয়ের সর্ব্বদিক্ হইতে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণ যে ধারণা-ধ্যান-সমাধি তাহাই সংযম-নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অতএব তাহার অর্থ সমাধি-মাত্র নহে।

৫। আলোক অর্থে প্রজ্ঞারূপ আলোকের উৎকর্ষ। বিশারদ হয় অর্থে স্বচ্ছ বা নির্ম্মল হয়। জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ হওয়ার এবং ধ্যেয়বিষয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকা-হেতু সংযম হইতে প্রজ্ঞার আলোক বা উৎকর্ষ হয়।

(এই পাদে প্রধানতঃ যোগজ বিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় প্রণিধেয়। যোগের দ্বারা অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞান হয়। কিরূপে তাহা হয় তাহার যুক্তিযুক্ত দার্শনিক বিবরণ এই পাদে আছে। অণু ভবিষ্যৎ জ্ঞান, ব্যবহিত দর্শন-শ্রবণাদি 'বিভূতি'-বিশেষের দ্বারা বিনাসংস্পর্শে ইচ্ছামাত্র জ্ঞানবান্ অপরের চালন, পরচিত্তজ্ঞতা ইত্যাদি যাহা সাধারণে তাহা অলৌকিক অবশ্য কারণ থাকে। সেই কারণ কি তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যান বিভূতিপাদের অন্যতর প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্ববাদীরা বলেন। সর্ব্বজ্ঞ চিত্তের স্বরূপ কি এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা ইচ্ছারই বা স্বরূপ কি, তাহা ঐ সব যোগের দ্বারা স্পষ্ট বুঝানতে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ইহার দ্বারা প্রস্ফুট হয়। মন ও ইচ্ছা সর্ব্ব-পুরুষের একজাতীয়। মনের মলিনতায় অথবা শুদ্ধতায় কেহ অনীশ্বর কেহ ঈশ্বর। সেই মলিনতা সমাধির দ্বারা কিরূপে নষ্ট হয় তাহা সম্যক্ দেখান হইয়াছে। পরন্তু সর্ব্ববাদীরা যোগীকে ঈশ্বরের তুল্যাবস্থ বলিয়া স্বীকার করেন। ঈশ্বরতা প্রকাশ্য ন্যূনাধিক্য আদির তাহাই অর্থ। তাহাতে বহুজীবনের চিত্তশুদ্ধিতে যে ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি আসে তাহা স্বীকার করা হয়। তজ্জন্য আর্য বৌদ্ধ জৈন আদি সর্ব্ব দর্শনেই যোগজ বিভূতির কথা স্বীকৃত আছে। এতদ্দর্শনে তাহাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে)।

৬। অজিত-অধরভূমি অর্থে যে-যোগীর যোগের নিম্নভূমি আয়ত্তীকৃত হয় নাই। তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ প্রাপ্ত ভূমিতে সংযমের অভাব হইলে কিরূপে যোগীর প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হইবে? (অর্থাৎ তাহা হয় না)।

চিত্তস্যান্যথাভাবঃ। অস্মিন্ প্রত্যয়ধর্ম্মাণামেব অন্যথাভাবঃ। তত্রাদৌ যদ্ বিসদৃশপ্রত্যয়ানাং সদৃশীকরণং তাদৃশ একাগ্রতাপরিণামরূপঃ সমাধির্ভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানাৎ সর্ব্বার্থতারূপা যে প্রত্যয়সংস্কারাস্তে ক্ষীয়ন্ত একাগ্রতারূপাশ্চ প্রত্যয়সংস্কারা বর্দ্ধন্তে। ততঃ পুনর্নিরোধপ্রতিনয়ে নিরোধসংস্কারঃ প্রচীয়তে ব্যুত্থানসংস্কারাঃ ক্ষীয়ন্তে। এবং চিত্তস্য পরিণামঃ।

১৩। পরিণামস্য ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্য পরিণামস্তথা ভূতেন্দ্রিয়াণামপি। তত্র ধর্ম্মপরিণামঃ—ধর্ম্মাণাম্ অন্যথাত্বং লক্ষণপরিণামঃ—লক্ষণং কালঃ, অতীতানাগতবর্ত্তমানকালৈর্লক্ষিতো যদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থাপরিণামঃ—নবত্বাদিরবস্থাভেদঃ, যত্র ধর্ম্মলক্ষণভেদস্য বিবক্ষা নাস্তি। এষু ধর্ম্মপরিণাম এব বাস্তবো লক্ষণাবস্থাপরিণামৌ চ কাল্পনিকৌ। নিরোধং গৃহীত্বা লক্ষণপরিণামম্ উদাহরতি। নিরোধঃ ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিরধ্বভিঃ—অতীতাদিকালভেদৈর্যুক্তঃ। অনাগতো নিরোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বম্ অনতিক্রান্তঃ—প্রাগ্ যো নিরোধঃ অনাগতো ধর্ম্ম আসীৎ স এব বর্ত্তমানধর্ম্মো

বা বৃদ্ধি—চিত্তের এইরূপ অন্যথাভাব বা পরিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানতঃ) চিত্তের প্রত্যয়ধর্ম্মসকলেরই অন্যথাত্ব বা পরিণাম হইতে থাকে।

এই তিন পরিণামের মধ্যে যোগাভ্যাসের প্রথমে যে বিসদৃশ প্রত্যয়সকলকে একাকার করা হয়, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পরিণামরূপ সমাধি হয়। তাহার পর সমাধি-সংস্কারের সঞ্চয় হওয়াতে সর্ব্বার্থতারূপ যে প্রত্যয় এবং সংস্কার, তাহারা ক্ষীণ হয় এবং একাগ্রতারূপ প্রত্যয় ও তাহার সংস্কার বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর নিরোধ-সমাধিকালে নিরোধ-সংস্কার সঞ্চিত হয়, এবং প্রত্যয়ের উৎপাদক ব্যুত্থানসংস্কারসকল ক্ষীণ হয়—এইরূপে চিত্তের পরিণাম হয়। (চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক। প্রথম একাগ্রতা-পরিণামে প্রধানতঃ চিত্তের প্রত্যয়ের সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয় সমাধি-পরিণামে চিত্তের প্রত্যয়-সংস্কার উভয়েরই একাগ্রতাভিমুখ পরিণাম হইতে থাকে। তাহার ফলে চিত্তের সর্ব্বার্থতা-স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহা একাগ্রভূমিক হয়। তৃতীয় নিরোধ-পরিণামে চিত্ত প্রত্যয়হীন হয় ও তখন কেবল সংস্কারের ক্ষয়রূপ পরিণাম হইতে থাকে, তাহার ফলে সংস্কারেরও নাশ হওয়ায় অর্থাৎ তাহার প্রত্যয়োৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ায়, চিত্তের সম্যক্ রোধ হইয়া দ্রষ্টার কৈবল্য হয়। এইরূপে পরিণামের দৃষ্টিতে কৈবল্য সাধিত ও প্রতিপাদিত হয়)।

১৩। ব্যবহারের ভেদ হইতে (স্বরূপতঃ নহে) পরিণাম ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম্ম-, লক্ষণ- ও অবস্থা-পরিণাম। যেমন চিত্তের পরিণামভেদ, সেইরূপ ভূতেন্দ্রিয়েরও আছে। তন্মধ্যে ধর্ম্মের বা জ্ঞাত ভাবের যে অন্যথাত্ব, তাহা ধর্ম্ম-পরিণাম। লক্ষণ-পরিণাম যথা—লক্ষণ অর্থে ত্রিকাল, অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকালের দ্বারা লক্ষিত করিয়া ভেদপূর্ব্বক যে মনন (ঐ ভেদ কেবল মনের দ্বারাই কৃত, বস্তুতঃ নহে), তাহা। অবস্থা-পরিণাম যথা—নবত্ব, পুরাতনত্ব আদি (জীর্ণতাদি লক্ষ্য না করিয়া) যে অবস্থাভেদ যেস্থলে ধর্ম্ম-বা লক্ষণ-ভেদের বিবক্ষা নাই তথায় যে ঐরূপ কল্পিত পরিণাম, তাহাই অবস্থাপরিণাম। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-পরিণামই বাস্তব আর লক্ষণ- এবং অবস্থা-পরিণাম কাল্পনিক। নিরোধকে গ্রহণ করিয়া লক্ষণ-পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন। নিরোধ ত্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধ্ব বা অতীতাদি ত্রিকালরূপ ভেদযুক্ত। অনাগত যে নিরোধ তাহা অনাগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া, কিন্তু ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে যে নিরোধ অনাগতভাবে ছিল তাহাই বর্ত্তমানধর্ম্মক হইয়া (অতএব সেই একই নিরোধরূপ অবস্থাতে থাকিয়াই) যেথায়

ভূত ইত্যর্থঃ। স্বাত্মনা স্বরূপেণ—ব্যাপ্রিয়মাণবিশেষস্বরূপেণ অভিব্যক্তিঃ। নেতি। অনাগতো নিরোধরূপো ধর্মো বর্তমানভূতঃ, অতীতো ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাবিযুক্তঃ। নিরোধকালে তু ব্যুত্থানমতীতম্। এষঃ—অতীতত্বম্ অধ্বা—ধর্মস্য তৃতীয়োঽধ্বা। অতঃ পরং পুনর্ব্যুত্থানমিত্যাশয়ঃ ভাষ্যান্ত্যাংশঃ স্পষ্টম্। উপসম্পদ্যমানঃ—জায়মানম্।

তথেতি। নিরোধকালে বর্তমান এব নিরোধধর্মো বলবান্ ইত্যত্র নাস্তি অধ্বভেদস্য ধর্মান্তরস্য চ বিবক্ষা কিন্তু কাঞ্চিদবস্থাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিধর্মিণো নীলপীতাদ্যজ্ঞানাদিধর্মৈঃ পরিণমন্তে। নীলাদিধর্মাঃ পুনরতীতাদিলক্ষণৈঃ পরিণতা ইতি মন্যন্তে। বলবানয়ং বর্তমানঃ, দুর্বলোঽয়মতীত ইত্যেবংলক্ষণানি অবস্থাভির্ভিন্নানীতি ব্যবহ্রিয়ন্তে। এবমিতি। গুণবৃত্তম্—মহদাদিগুণবিকারাঃ, সর্বস্য পরিণামি। গুণবৃত্তস্য চলত্বে হেতুর্গুণস্বাভাব্যম্। ক্রিয়াশীলং রজ ইত্যনেন তদ্ উক্তম্। ক্রিয়ারূপা প্রবৃত্তির্দৃশ্যানামাদ্যো মূলস্বভাবঃ।

এতেনেতি। ধর্মধর্মিভেদভিন্নেষু ভূতেন্দ্রিয়েষু উক্তস্ত্রিবিধঃ পরিণামো ব্যবহারপ্রতিপন্নঃ, পরমার্থতস্তু—যথার্থতঃ এক এব ধর্মপরিণামঃ অস্তি, অন্যৌ কাল্পনিকৌ ইত্যর্থঃ। কথং তদাহ। ধর্মঃ—জাতগুণঃ, ধর্মী—জাতগুণানামাশ্রয়ঃ। কারণগতো ধর্মঃ কার্যস্য ধর্মী।

অর্থাৎ বর্তমানে, তাহার স্বরূপে বা ব্যাপারশীল বিশেষরূপে (কারণ বর্তমানেই বিশেষজ্ঞান হয় এবং ব্যাপার বা ক্রিয়া লক্ষিত হয়) অভিব্যক্তি হয়। অনাগত নিরোধরূপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবার অতীত হইবে বলিয়া তাহা অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিযুক্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্মের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালের যোগ হইতেছে। নিরোধকালে ব্যুত্থান অবশ্য অতীত—এই অতীতত্ব ইহার অর্থাৎ এই ধর্মের তৃতীয় অধ্বা (পথ বা অবস্থা)। তাহার পর পুনরায় ব্যুত্থান ইত্যাদি। ভাষ্যের শেষ অংশ স্পষ্ট। উপসম্পদ্যমান অর্থে জায়মান।

নিরোধকালে বর্তমান যে নিরোধ-ধর্ম তাহাই বলবান্ (তাহারই বর্তমানতারূপ প্রাধান্য) এরূপ বলিতে হয়, তজ্জন্য তথায় কালভেদের অথবা ধর্মের অন্যতার বিবক্ষা নাই কিন্তু কোনও অবস্থার অপেক্ষাতেই ঐরূপ ভেদ করা হয় (যেমন পূর্বের নিরোধ ও বর্তমান নিরোধ, ইত্যাদি) ঈদৃশ ভেদই অবস্থাপরিণাম। তন্মধ্যে ভূতেন্দ্রিয়াদি ধর্মী সকল (ভূতের পক্ষে) নীল-পীত আদি এবং (ইন্দ্রিয়ের পক্ষে) অজ্ঞতা আদি ধর্মের দ্বারা পরিণত হয়। নীলাদি ধর্ম পুনরায় অতীতাদি লক্ষণের দ্বারা পরিণত হইতেছে এরূপ মনে করা হয়, যাহা বর্তমান তাহা বলবান্ বা প্রধান যাহা অতীত তাহা দুর্বল, এইরূপে লক্ষণ-পরিণাম-সকল পুনশ্চ অবস্থার দ্বারা ভিন্ন করিয়া ব্যবহৃত হয়। গুণবৃত্ত অর্থে মহদাদি গুণবিকার, তাহারা সদাই পরিণামশীল। গুণবৃত্তের পরিণামশীলতার কারণ গুণেরই স্বভাব। রজোগুণ ক্রিয়াশীল এই লক্ষণের দ্বারাই উহা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রবৃত্তি দৃশ্যের অন্যতম মূল স্বভাব (সুতরাং ত্রিগুণাত্মক মহদাদিও বিকারশীল হইবে)।

ধর্ম-ধর্মিরূপ ভেদের দ্বারা বিভক্ত ভূতেন্দ্রিয়ে উক্ত ত্রিবিধ পরিণাম ব্যবহার-অবস্থায় প্রতিপন্ন হয় বা ব্যবহার্যতা লাভ করে, কিন্তু পরমার্থতঃ বা যথার্থতঃ একমাত্র ধর্ম-পরিণামই আছে, অন্য দুই পরিণাম কাল্পনিক। কেন, তাহা বলিতেছেন। ধর্ম অর্থে জাতগুণ (যদ্দ্বারা কোনও বস্তু বিজ্ঞাত হয়) এবং ধর্মী অর্থে জাতগুণসকলের বা ধর্মের আশ্রয় বা আধার। কারণের যাহা ধর্ম কার্যের (কারণোৎপন্নের) তাহা ধর্মী (যেমন

যতো ধর্ম্মো ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রঃ—ঘটকাদিধর্ম্মাস্তৎকপালমৃৎস্বরূপা এব ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মিণো বিক্রিয়া—পরিণামঃ ধর্ম্মদ্বারা—ধর্ম্মান্তরোদয়দ্বারা প্রপঞ্চ্যতে—ব্যজ্যতে। তত্রেতি। ধর্ম্মিণি ত্রিষু অধ্বসু বর্ত্তমানস্য ধর্ম্মস্য ভাবান্যথাত্বম্—অবস্থানাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বম্—ধর্ম্মিরূপ এব ধর্ম্মঃ অতীতো অনাগতো বা বর্ত্তমানো বা ভবতীত্যর্থঃ। যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্ত্বা অন্যথাক্রিয়মাণস্য—মুদ্গরাদিনা ভিত্ত্বা কুণ্ডলাদিরূপেণান্যথাক্রিয়মাণস্য, ভাবান্যথাত্বং—সংস্থানান্যথাত্বং ধর্ম্মান্তরোদয়েনেত্যর্থঃ। ভবতি ন সুবর্ণস্য অন্যথাত্বম্।

অপর আহ ইতি। ধর্ম্মেভ্যঃ অনভ্যধিকো—অনতিরিক্তঃ অভিন্ন ইত্যর্থঃ ধর্ম্মী, পূর্ব-তত্ত্বস্য—পূর্ব্বস্য প্রত্যয়রূপস্য ধর্ম্মিণস্তত্ত্বানতিক্রমাৎ—স্বভাবানতিক্রমাৎ। যো ভবতাং ধর্ম্মী সোঽস্মাকং প্রত্যয়ধর্ম্মঃ, যশ্চ ভবতাং ধর্ম্মঃ সোঽস্মাকং প্রতীত্যধর্ম্মঃ, অতঃ সর্ব্বং ধর্ম্ম এবেতি একান্তাভেদবাদিনাং মতম্। তে চ বদন্তি যদি ধর্ম্মী ধর্ম্মেভ্যো ভিন্নঃ স্যাৎ তদা স কূটস্থঃ স্যাদ্ যতো ধর্ম্মা এব পরিণমন্তে তদ্ধি তেষু সামান্যতঃ অনুগতো ধর্ম্মী পরিণামহীনঃ স্যাদিতি। এতদ্ নিবৃণোতি পূর্ব্বেতি। পূর্ব্বাপরাবস্থাভেদম্—ধর্ম্মান্যত্বরূপম্, অনুপতিতঃ অনুপাতিমাত্রঃ সন্ ভবতাং ধর্ম্মী কৌটস্থ্যেন—নির্ব্বিকারনিত্যত্বেন, বিপরিবর্ত্তেত—পরিণামস্বরূপং হিত্বা কূটস্থরূপেণ পরিবর্ত্তেত, যদি স ধর্ম্মী অন্বয়ী—সর্ব্বধর্ম্মানুগত একঃ স্যাৎ। উত্তরমাহ অয়মদোষঃ

মৃত্তিকারূপ কারণের অতীত ধর্ম্ম সেই ঘট আবার তাহার চূর্ণরূপ কার্য্যের ধর্ম্মী)। অতএব ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্র অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত ধর্ম্মের সমাহারই মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী। ধর্ম্মী-সকলের বিক্রিয়া বা পরিণাম ধর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম্মের অভিব্যক্তির দ্বারা (এবং লক্ষণ ও অবস্থার দ্বারাও) প্রপঞ্চিত বা উৎপাদিত হয়। ধর্ম্মীতে বর্ত্তমান যে ধর্ম্ম তাহা তিন অধ্বাতে অর্থাৎ তিন কালের দ্বারা লক্ষিত হইয়া ভাবান্যথাত্ব বা অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দ্রব্যরূপে (মূল উপাদানরূপে) তাহার অন্যথা হয় না অর্থাৎ ধর্ম্মিরূপে ব্যবস্থিত ধর্ম্মই অতীত বা অনাগত বা বর্ত্তমান হয়। যেমন, সুবর্ণ-নির্ম্মিত পাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ করিলে অর্থাৎ মুদ্গর আদির দ্বারা ভাঙ্গিয়া তাহাকে কুণ্ডলাদি অন্যরূপে পরিণত করিলে, ধর্ম্মান্তরোদয়-হেতু তাহার ভাবান্যথাত্ব অর্থাৎ সুবর্ণের অবয়বসংস্থানের অন্যথাত্ব মাত্র হয়, সুবর্ণ দ্রব্য অন্যথা হয় না।

অপরে (বৌদ্ধবিশেষেরা) বলেন যে, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মী অনভ্যধিক অর্থাৎ অপৃথক্ বা অভিন্ন, যেহেতু তাহা পূর্ব্বে কারণরূপ ধর্ম্মীর তত্ত্বকে বা স্বভাবকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ তাত্ত্বিক পরিণাম হয় না। (বৌদ্ধবিশেষদের উক্তি—) আপনাদের মতে যাহা ধর্ম্মী আমাদের মতে তাহা প্রত্যয় বা কারণরূপ ধর্ম্ম, যাহা আপনাদের মতে ধর্ম্ম তাহা আমাদের মতে প্রতীত্য বা কার্য্যরূপ ধর্ম্ম, অতএব সমস্তই ধর্ম্মমাত্র ইহা ধর্ম্ম-ধর্ম্মি সম্বন্ধে একান্ত অভেদবাদীদের মত (ইহাদের মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একই)। তাঁহারা বলেন, যদি ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা কূটস্থ হইবে, যেহেতু ধর্ম্মসকলই পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে সামান্যভাবে অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে সাধারণ ভাবে অনুস্যূত যে ধর্ম্মী, তাহা পরিণামহীনই (অতএব কূটস্থ) হইবে। ইহা (পুনশ্চ) বিবৃত করিতেছেন। পূর্ব্বের এবং পরের যে অবস্থাভেদ অর্থাৎ ধর্ম্মের অন্যত্বরূপ অবস্থাভেদ, তাহার অনুপতিত বা অনুপাতিমাত্র হইয়া আপনাদের ধর্ম্মী কৌটস্থ্যরূপে অর্থাৎ নির্ব্বিকার-নিত্যরূপে বিপরিবর্ত্তন করিবে বা পরিণাম-স্বরূপ ত্যাগ করিয়া কূটস্থরূপে থাকিবে (ঘুরিয়া আসিয়া কূটস্থতে পৌঁছিবে)—যদি সেই ধর্ম্মী অন্বয়ী অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মে অনুগত বা একই হয় (অর্থাৎ যদি কেবল ধর্ম্মেরই

—এষা শঙ্কা নিঃসারা, কস্মাৎ ? একান্তানভ্যুপগমাৎ—একান্তনিত্যং দৃশ্যদ্রব্যমিতিবাদস্য অনভ্যুপগমাৎ—অস্মন্মতে অস্বীকারাৎ। তদেতদিতি। অস্মন্মতে দৃশ্যদ্রব্যং পরিণামিনিত্যং ন কূটস্থনিত্যম্। 'তদেতৎ ত্রৈলোক্যং'—সর্বো ব্যক্তভাবো, ব্যক্তেঃ—ব্যক্তাবস্থায়াঃ, অপৈতি—অপগচ্ছতি লীয়ত ইতি যাবৎ। কস্যচিদ্ ব্যক্তভাবস্য একস্বরূপেণ নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতং—লীনম্ অপ্যস্তি কস্যচিদ্ বিনাশপ্রতিষেধাৎ—অত্যন্তনাশাস্বীকারাৎ। সংসর্গাৎ—কারণাবিবিক্তরূপেণাবস্থানাৎ চ অস্য সৌক্ষ্ম্যং ততশ্চ অনুপলব্ধির্নাত্যন্তনাশাদিতি।

লক্ষণেতি। ভবিষ্যদ্যো বর্তমানো ভূত্বা অতীতো ভবতীতি ত্র্যধ্বযোগরূপঃ পরিণামভেদো বাচ্যো ভবতি। এতদেব স্ফোরয়তি যথেতি। অত্রেতি। এতৎ পরে এবং দূষয়ন্তি, সর্বস্য একদা সর্বলক্ষণযোগে অধ্বসঙ্করঃ—ত্রিকালসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি। অস্য পরিহারো যথা, রাগকালে ক্রোধোঽপি বিদ্যতে উভয়োর্বর্তমানত্বেঽপি ন সঙ্করঃ। তথানভিব্যক্তো ক্রোধো ভবিষ্যো ভূতো বেতি বাচ্যো ভবতি। এবং ব্যবহারসিদ্ধিরেব লক্ষণপরিণামঃ।

ধর্মাণাং ধর্মত্বম্—বিকারশীলত্বমবিতার্থঃ, অপ্রসাধ্যম্—অসাধনীয়ং প্রাক্ সাধিতত্বাদিত্যর্থঃ। সতি চ—সিদ্ধে ধর্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যো ভবতি অন্যথা ব্যবহারাসিদ্ধেঃ।

পরিণাম হয়, তাহাতে অনুগত ধর্মীর পরিণাম না হয়, তবে ও ধর্মী কূটস্থ হইয়া দাঁড়াইল)। এই শঙ্কার উত্তর যথা—ইহা আমার অর্থাৎ আমাদের মতের দোষ নাই, এই শঙ্কা নিঃসার। কেন, তাহা বলিতেছেন। আমাদের মতে একান্ত-নিত্যতার অভ্যুপগম বা স্থাপন করা হয় নাই বলিয়া—অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্য একান্ত (অপরিণামিরূপে) নিত্য এইরূপ বাদের অনভ্যুপগম হেতু বা আমাদের মতে তাহা স্বীকার করা হয় না বলিয়া। আমাদের মতে দৃশ্যদ্রব্য পরিণামিনিত্য, তাহা কূটস্থনিত্য নহে। এই ত্রৈলোক্য বা সমস্ত ব্যক্ত ভাব, ব্যক্তি হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অপগত হয় বা লীন হয়, কারণ, কোনও এক ব্যক্তভাবের নিত্য একস্বরূপে থাকা নিষিদ্ধ (পরিণামশীলত্ব-হেতু)। অপেত বা লীন হইয়াও তাহা অস্তিরূপে থাকে, কারণ কোনও বস্তুর বিনাশ প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ কোনও ভাব পদার্থের অত্যন্ত নাশ বা সম্পূর্ণ অভাব আমাদের মতে স্বীকৃত নহে। সংসর্গহেতু অর্থাৎ কারণের সহিত অপৃথক্ ভাবে বা লীন হইয়া থাকে বলিয়া, ইহার (অতীত ও অনাগত ধর্মের) সূক্ষ্মতা এবং তজ্জন্যই তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহার অত্যন্ত নাশ হয় বলিয়া নহে। (ধর্ম-পরিণামের দ্বারা মূল ধর্মীর প্রবাহরূপে পরিণাম হইয়া চলিতেছে, অতএব তাহা পরিণামিনিত্য কূটস্থ বা নির্বিকার নিত্য নহে)।

অনাগত রাগধর্ম বর্তমান হইয়া পুনঃ তাহা অতীত হয় এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ত্রিকাল-যোগ-পূর্বক-পরিণামভেদ ব্যবহারত বক্তব্য হয়, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। অপরে ইহাতে এইরূপে দোষ দেন যে, সর্ববস্তুতে একই সময়ে সর্বলক্ষণ যোগ হয় বলিয়া অধ্বসঙ্কর হইবে অর্থাৎ একই বস্তুকে অতীত-অনাগত-বর্তমান লক্ষণযুক্ত বলিলে অতীতাদি ত্রিকালের ভেদ করা যাইবে না। ইহার খণ্ডন যথা—রাগকালে ক্রোধও সংস্কাররূপে সূক্ষ্মভাবে থাকে, উভয়ে বর্তমান থাকিলেও তাহাদের সাঙ্কর্য হয় না, তখন অনভিব্যক্ত ক্রোধ অনাগত অথবা অতীতরূপে আছে ইহা বলা হয়, (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের অতীতাদিরূপে অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের যে সাঙ্কর্য হয় না তাহা বুঝান হইল)। এইরূপে কালভেদপূর্বক যে ব্যবহার-সিদ্ধি তাহাই লক্ষণপরিণাম।

অতো ন বর্তমানকাল এবাস্য ধর্মস্য ধর্মত্বং, ক্রোধকালে রাগস্য অবর্তমানত্বেঽপি চিত্তং ভবিষ্যদ্রাগধর্মকমিতি বাচ্যং ভবতীত্যর্থঃ। কস্যচিদ্ ধর্মস্য সমুদাচারাৎ—ব্যক্তীভাবাৎ তদ্ধর্মবান্ অয়ং ধর্মীতি বাচ্যো ভবতি নাধুনা অন্যধর্মবান্ ইতি চ। এবং ক্রোধকালে ক্রোধধর্মবৎ চিত্তং ন রাগধর্মকমিতি উচ্যতে। ন চ তদ্বচনাৎ চিত্তং ভবিষ্যদ্রাগধর্মহীনমিত্যুক্তং ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অতীতানাগতৌ অধ্বানৌ অবর্তমানৌ, অতীতশ্চ বভূবান্ অনাগতশ্চ ব্যঙ্গ্যঃ। এবং প্রথাণাং ভেদঃ, তদ্ভেদস্য চ বাচকত্বেন অতীতাদিশব্দা ব্যবহ্রিয়ন্তে অতো যুগপদ্ একস্যাং ব্যক্তৌ তেষাং সম্ভব ইত্যুক্তির্বিরুদ্ধা।

স্বব্যঞ্জকাঞ্জনো ধর্মঃ অনাগতত্বং হিত্বা বর্তমানত্বং প্রাপ্নোতি ততঃ অতীতো ভবতীতি ক্রম এব অস্মিন্ লক্ষণপরিণামবচনে অধ্যাহার্য্যঃ ইত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ পঞ্চশিখাচার্য্যেণ রূপেতি। প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। অতিশয়িনাং সমুদাচরতাং রূপাদীনাং বর্তমানলক্ষণত্বং,

---

ধর্মসকলের যে ধর্মত্ব বা ত্রিকালীনতার জ্ঞায়মান হওয়ার স্বভাব, তাহা অপ্রসাধ্য অর্থাৎ সাধিত করা অনাবশ্যক, কারণ, পূর্বেই তাহা সাধিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থাৎ ধর্মী হইতে ধর্মের পৃথক্ত্ব এবং তাহার পরিণাম সিদ্ধ হইলে, ত্রিকালের দ্বারা তাহার লক্ষণ-ভেদও বক্তব্য হয় এতৎ ব্যবস্থায় সিদ্ধ হয় না, যেহেতু কেবল বর্তমানকালেই ধর্মের ধর্মত্ব বক্তব্য হয় না, (বর্তমান উদিত ধর্মই ধর্মের একমাত্র লক্ষণ নহে, অতীত অনাগত ধর্মের বিষয়ও বলিতে হয়)। যেমন ক্রোধকালে রাগধর্ম অবর্তমান হইলেও, চিত্ত অনাগত রাগ-ধর্মযুক্ত—ইহা বলিতে হয়। কোনও এক ধর্মের (যেমন ঘটত্ব-ধর্মের) সমুদাচার বা ব্যক্তভাব দেখিয়া সেই ধর্মযুক্ত পদার্থকে (মৃত্তিকাকে) 'এই ধর্মী' (ঘটের ধর্মী) এরূপ বলা হয়, আরও বলা হয় যে, 'এখন ইহা অন্য ধর্মবান্ (চূর্ণত্ব-ধর্মবান্) নহে'। এইরূপে ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্মযুক্ত, তাহা রাগধর্মক নহে—এই প্রকার বলা হয়, তাহাতে চিত্তকে অনাগত রাগধর্মহীন বলা হইল না। অতীত এবং অনাগত অধ্বা বা কাল অবর্তমান, যাহা অতীত তাহা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা অনাগত তাহা ব্যক্ত হইবে, এইরূপে ত্রিকালের ভেদ হয় এবং সেই ভেদ বলিবার জন্য অতীতাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতএব যুগপৎ একই ব্যক্তিতে (ব্যক্তভাবে) তাহাদের সম্ভাবনা অর্থাৎ একই ব্যক্তভাবে অতীত, অনাগত ও বর্তমানের একত্র সম্ভাবনারূপ যে উক্তি, তাহা বিরুদ্ধ (অর্থাৎ আমাদের কথায় এরূপ আসে না, অনর্থক আপনারা ইহা ধরিয়া লইয়া এই শঙ্কা করিতেছেন)।

স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থে স্বকীয় ব্যঞ্জক নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এরূপ যে ধর্ম, তাহা অনাগতত্ব (যেমন মৃত্তিকাতে অনাগতভাবে যে ঘটত্ব-ধর্ম আছে—এরূপ ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকত্ব) ত্যাগ করিয়া বর্তমানত্ব (দৃশ্যমান ঘটত্ব) প্রাপ্ত হয়, তাহার পর তাহা অতীত হয়, এই প্রকার ক্রম লক্ষণ-পরিণামরূপ বচনে অধ্যাহার্য্য বা উহ্য থাকে অর্থাৎ লক্ষণ-পরিণাম যখন বলিতে হয়, তখন ঐরূপ লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। (অনাগত ঘটত্ব-ধর্ম বর্তমান হইয়া পুনঃ অতীত হইল—ইহাই ঘটত্ব-ধর্মের লক্ষণ-পরিণাম। এস্থলে এক ঘটত্ব-ধর্মই ত্রিকালযোগে পৃথক্ লক্ষিত করা হইতেছে। মৃত্তিকার ঘটত্ব-পরিণাম এস্থলে বিবক্ষিত নহে, তাহা ধর্ম-পরিণামের অন্তর্গত)।

পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা এবিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বে (২।১৫ সূত্রের টীকায়) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতিশয়ী ধর্মসকলের অর্থাৎ সমুদাচারযুক্ত বা ব্যক্ত রূপাদি ধর্মসকলেরই বর্তমান-লক্ষণত্ব। যাহারা তাদৃশ বর্তমানত্বের বিরুদ্ধ, তাহারা অতীত ও অনাগত।

তদ্বিরুদ্ধানাঞ্চ অতীতাদিলক্ষণবত্ত্বাৎ অসঙ্করঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ। নেতি। ন ধর্মী ত্র্যধ্বা—যৎ দ্রব্যং ধর্মীতি মন্যতে ন তৎ ত্র্যধ্ব, যে ধর্মাস্তে তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতাঃ অভিব্যক্তা বর্ত্তমানাঃ, অলক্ষিতাঃ—অবর্ত্তমানা অনভিব্যক্তাঃ। তাস্তাম্—অভিব্যক্ত্যনভিব্যক্তিং বা অবস্থাং প্রাপ্নুবন্তঃ অন্যত্বেন—অতীতাদিলক্ষণেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে, তত্তদবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ।

অত্রেতি। পরোক্তং দোষম্ উত্থাপয়তি। অধ্বনো ব্যাপারেণ—বর্ত্তমানাধ্বলক্ষিতস্য অন্যস্য ধর্ম্মস্য ব্যাপারেণ যদা ব্যবহিতঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদা অনাগতঃ, তদ্ব্যবধানরহিতো যদা ব্যাপ্রিয়তে তদা বর্ত্তমানঃ, যদা কৃত্বা নিবর্ত্ততে অতীত ইতি প্রাপ্তে শঙ্কতে নত্বি ভবন্ম্যয় এবং ধর্ম্মধর্ম্মিলক্ষণাবস্থানাং সদা সত্ত্বাৎ তেষাং নিত্যত্বং স্যাৎ, ততশ্চ চিতিবৎ কৌটস্থ্যম্ ইতি অস্য পরিহারঃ। নাসৌ দোষঃ কস্মাৎ, নিত্যত্বেনৈব কৌটস্থ্যমিতি ন বয়ং সঙ্গিরামহে অস্মন্মতে নিত্যত্বেন ন কৌটস্থ্যম্। নিত্যত্বং সদা সত্তা। তাদৃশমপি দ্রব্যং পরিণমতে যথা ত্রৈগুণ্যম্। গুণিনিত্যত্বেঽপি—গুণাপেক্ষয়া গুণিনো নিত্যত্বেঽপি—অবিনাশিত্বেঽপি গুণানাং—ধর্ম্মাণাং বিমর্দ্দবৈচিত্র্যাৎ—বিমর্দ্দাৎ নানাস্বরূপবিকারশীলত্বাৎ বৈচিত্র্যাৎ—নানাত্বাৎ অনস্বপরিণামঃ অকৌটস্থ্যম্ ইত্যর্থঃ। ইত্যাস্মাকমভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ নিত্যত্বেঽপি অকৌটস্থ্যং গুণিপ্রধানাম্।

এইজন্য অতীতাদি লক্ষণের অসঙ্কর বা পৃথক্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় (ব্যবহারদৃষ্টিতে)। ধর্ম্মী ত্র্যধ্ব নহে অর্থাৎ যে দ্রব্যকে ধর্ম্মী বলা হয়, তাহা ত্র্যধ্ব নহে বা ত্রিকাল-রূপ লক্ষণের দ্বারা পৃথক্ করিয়া লক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, যাহারা ধর্ম্ম তাহারাই তিন অধ্বা বা কাল-যুক্ত। তাহারা হয় লক্ষিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা বর্ত্তমান অথবা অলক্ষিত অর্থাৎ অবর্ত্তমান বা অনভিব্যক্ত (অতীত বা অনাগতরূপে)। ধর্ম্মসকল সেই সেই অর্থাৎ অভিব্যক্তি অথবা অনভিব্যক্তি-রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অন্যত্বের দ্বারা বা অতীতাদি লক্ষণের দ্বারা পরস্পরের যে ভিন্নতা তাহা হইতে (কিন্তু তাহা অন্য দ্রব্য হইয়া যায়, এরূপ নহে বলিয়া) অতীতাদিরূপ অবস্থান্তরের দ্বারা তাহারা প্রতিনির্দিষ্ট বা পৃথক্রূপে লক্ষিত হয় (ঘট ঘটই থাকে অথচ তাহা অতীতাদি কালরূপ অবস্থার যোগেই পৃথক্রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদানের পরিণাম এরূপস্থলে লক্ষণীয় নহে)।

পরের দ্বারা কথিত দোষ উত্থাপিত করিতেছেন। অধ্বার ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ বর্ত্তমান কাললক্ষিত অন্য ধর্ম্মের (যেমন উদিত রাগধর্ম্মের) ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা অবচ্ছিন্ন কোনও ধর্ম্ম (যেমন রাগকালে ক্রোধধর্ম্ম) যখন স্বব্যাপার না করে, তখন তাহা (ক্রোধ) অনাগত। সেই ব্যবধান (রাগরূপ ব্যবধান) রহিত হইয়া যখন তাহা ব্যাপার করে (ক্রোধ যখন ব্যক্ত হয়) তখন তাহা বর্ত্তমান। এবং যখন তাহা ব্যাপার শেষ করিয়া নিবৃত্ত হয় তখন তাহা অতীত, এইরূপ দেখা যায় বলিয়া শঙ্কাকারী বলিতেছেন যে, আপনাদের মতে এই প্রকারে—ধর্ম্ম, ধর্ম্মী লক্ষণ এবং অবস্থার সদাই অবস্থিতি অর্থাৎ তাহারা সদাই (ত্রিকালের কোনও এক কালে) থাকে বলিয়া তাহাদের নিত্যতা আসিয়া পড়ে, অতএব চিতির ন্যায় তাহারা কূটস্থ হইয়া পড়িতেছে। এই শঙ্কার পরিহার যথা। ইহাতে দোষ নাই, কারণ, নিত্যত্বমাত্রই যে কৌটস্থ্য তাহা আমরা বলি না আমাদের মতে নিত্যত্বই কৌটস্থ্য নহে। নিত্যতা অর্থে সদা সত্তা বা থাকা, তাদৃশ ভাবে স্থিত নিত্য দ্রব্যেরও পরিণাম হইতে পারে, যেমন, ত্রিগুণ। গুণি-নিত্যত্বেও অর্থাৎ গুণের (কার্য্যের) অপেক্ষায় বা তুলনায় গুণীর (কারণের) নিত্যত্ব বা অবিনাশিত্ব হইলেও গুণসকলের বা ধর্ম্মসকলের বিমর্দ্দবৈচিত্র্যহেতু

গুণিষু প্রধানমেব নিত্যং কিন্তু পরিণামস্বভাবকম্, ইতরেষু কার্য্যাণপেক্ষ্য কারণানাং নিত্যত্বম্ অবিনাশিত্বং বা। উদাহরণৈরেতৎ স্ফোরয়তি যথেতি। যথা সংস্থানম্—আকাশাদিভূতাত্মকং সংস্থানম্ আদিমৎ—পশ্চাদুৎপন্নং ধর্ম্মমাত্রং বিনাশি শব্দাদীনাং—তৎকারণানাং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্, অবিনাশিনাম্—স্বকার্য্যাদি ভূতাদি অপেক্ষ্য অবিনাশিনাং, তথা লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্ আদিমৎ বিনাশি ধর্ম্মমাত্রং স্বকারণানাম্ অবিনাশিনাং সত্ত্বাদিগুণানাম্। সত্ত্বাদিগুণানাম্ অবিনাশিত্বং যথার্থমেব নিষ্কারণত্বাৎ। ন তেষামস্তি কারণং যদপেক্ষয়া তে বিনাশিনঃ স্যুঃ। তস্মিন্ মহদাদিদ্রব্যে বিকারসংজ্ঞা। তাত্ত্বিকমুদাহরণমুক্ত্বা লৌকিকমুদাহরণমাহ। তত্রেতি। সুগমম্। ঘটে নবপুরাণতা—নবপুরাণতাখ্যং বৈকল্পিকং কালজ্ঞানজন্যম্ অবস্থানং, ন তু অত্র কশ্চিৎ ধর্ম্মভেদো বিবক্ষিতঃ অস্তি, অনুভবন্—ন হি স্বয়ং ঘটো বৈকল্পিকং তদবস্থাভেদম্ অনুভবতি কিন্তু ঘটজ্ঞঃ কশ্চিৎ পুরুষ এব তম্ অনুভবন্ মন্যতে নবো'য়ং ঘটঃ পুরাণো'য়মিত্যাদি। ঘটস্য জীর্ণতাদয়ো নাত্র বিবক্ষিতাস্তে হি ধর্ম্মপরিণামান্তর্গতা ইতি বিবেচ্যম্।

দ্বিবিধ ইতি। অবস্থা—দেশকালভেদেন অবস্থানং ন চ অবস্থাপরিণামঃ। অতঃ কস্যাচিদ্ধর্ম্মস্য বর্ত্তমানতা কস্যাচিদবর্ত্তমানতা বা কালিকাবস্থানভেদ এব। এবং বাহ্যাবাহ্যভেদোনা-

---

অর্থাৎ বিনষ্ট বা নবোৎপন্নরূপ বিকারশীলত্বহেতু ধর্ম্মসকলের বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাহাদের অনন্ত বা অনন্ত পরিণাম হয়, সুতরাং তাহারা কূটস্থ নহে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। তজ্জন্য গুণী এবং গুণ নিত্য হইলেও তাহারা কূটস্থ বা অবিকারি-নিত্য নহে।

গুণীর বা কারণের মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি (অনাপেক্ষিক) নিত্য, কিন্তু তাহা পরিণামশীল, অন্যসকলের মধ্যে কার্য্যের তুলনায় কারণের নিত্যত্ব বা আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব। উদাহরণের দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিতেছেন। যেমন এই সংস্থান বা আকাশাদিভূতরূপ সংস্থানবিশেষ আদিমৎ অর্থাৎ পরে উৎপন্ন, অতএব আদিযুক্ত, ধর্ম্মমাত্র এবং বিনাশী, (কাহার তুলনায়, তদুত্তরে বলিতেছেন যে) শব্দাদির তুলনায়, অতএব আকাশাদিভূতের কারণ যে শব্দাদি তন্মাত্র, তাহারা অবিনাশী অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যরূপ স্থূলভূতের তুলনাতেই তাহারা অবিনাশী। তদ্রূপ লিঙ্গমাত্র যে মহত্তত্ত্ব তাহাও স্বকারণ অবিনাশী সত্ত্বাদি গুণের তুলনায় আদিমৎ, বিনাশী এবং ধর্ম্মমাত্র। সত্ত্বাদিগুণের যে অবিনাশিত্ব, তাহাই যথার্থ (আপেক্ষিক নহে) যেহেতু তাহাদের আর কারণ নাই। তাহাদের এমন কোনও কারণ নাই যাহার তুলনায় তাহারা বিনাশী হইবে। তজ্জন্য সেই মহদাদি দ্রব্যকে বিকার বা বিকৃতি বলা হয়।

তাত্ত্বিক উদাহরণ বলিয়া লৌকিক উদাহরণ বলিতেছেন। ঘটে নবতা ও পুরাণতা অর্থাৎ নব-পুরাণতা নামক যে বৈকল্পিক ও কালজ্ঞান হইতে জাত অবস্থানভেদ তাহা। এস্থলে জীর্ণতাদিরূপ কোন ধর্ম্মভেদের বিবক্ষা নাই। অনুভবপূর্ব্বক অর্থে (বুঝিতে হইবে যে) স্বয়ং ঘট তাহার নিজের সেই বৈকল্পিক অবস্থাভেদ অনুভব করে না, কিন্তু ঘটজ্ঞানসম্পন্ন কোনও পুরুষই তাহা অনুভব করিয়া মনে করে 'এই ঘট নব,' 'ইহা পুরাতন' ইত্যাদি। এস্থলে ঘটের জীর্ণতাদির কোনও বিবক্ষা নাই, কারণ, তাহারা ধর্ম্ম-পরিণামের অন্তর্গত—ইহা বিবেচ্য।

(সর্ব্বপ্রকার পরিণামের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন) অবস্থা অর্থে দেশকালভেদে অবস্থান, ইহা অবস্থা-পরিণাম নহে। অতএব কোনও ধর্ম্মের বর্ত্তমানতা এবং কোনও ধর্ম্মের (অতীতানাগতের) অবর্ত্তমানতা যে বলা হয়, তাহা কালিক অবস্থানভেদ মাত্র।

সৌক্ষ্ম্য-ব্যবহিতাব্যবহিত-সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টাঃ সর্বে পরিণামরূপা ভেদা অবস্থানভেদা এবেতি বক্তব্যম্। অতশ্চ অবস্থানভেদরূপ এক এব পরিণামো ধর্মাভিন্নত্বেনোপদর্শিতঃ। এবমিতি। উদাহরণান্তরেষ্বপি সমানো বিচারঃ। এত ইতি। পূর্বোক্তমুপসংহরতি। অবস্থিতস্য—ন চ শূন্যতাপ্রাপ্তস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোদয় ইতি সামান্যং পরিণামলক্ষণম্। স চ পরিণামো ন ধর্মিস্বরূপম্ অতিক্রামতি কিন্তু ধর্ম্যাশ্রয়ো ধর্ম্যনুগত এব ব্যবতিষ্ঠতে। এবং ধর্ম্যনুগতো ধর্মান্যথারূপ এক এব পরিণামঃ সর্বান্ অমূন্—ধর্মলক্ষণাবস্থারূপান্ বিশেষান্—পরিণামভেদান্ অভিপ্লবতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ।

১৪। যোগ্যতেতি। ধর্মিণো যোগ্যতাবচ্ছিন্না—যোগ্যতা—প্রকাশযোগ্যতা ক্রিয়াযোগ্যতা স্থিতিযোগ্যতা চেতি, এতাভিস্ত্রিগুণযোগ্যতাভিঃ অবচ্ছিন্না—তদ্রূপ যোগ্যতাবচ্ছিন্না যা প্রাতিস্বিকী বিশিষ্টা শক্তিরিত্যর্থঃ স এব ধর্মঃ। তস্য চ ধর্মস্য যথাযোগ্যফলপ্রসবভেদাৎ সদ্ভাবঃ—পূর্বপশ্চাদপি চ অনুমানপ্রমাণেন জ্ঞায়তে। একস্য চ ধর্মিণঃ অন্যঃ অন্যশ্চ—বহুঃ অসংখ্যাতা ইতি যাবৎ ধর্মাঃ পরিদৃশ্যন্তে। যাবৎসম্ভবনীয়ং পদার্থবিষয়ং জ্ঞাতব্যং তাবান্ ধর্মঃ। ধর্মৈরেব পদার্থা জ্ঞায়ন্তে। অতো ধর্মাঃ প্রমাণাদিসর্ববৃত্তিবিষয়াঃ। তে চ মূলতস্ত্রিবিধাঃ প্রকাশধর্মাঃ ক্রিয়াধর্মাঃ স্থিতিধর্মাশ্চেতি। তে পুনস্ত্রিবিধাঃ—বাস্তবাশ্চ আরোপিতাশ্চ তথা

এই প্রকারে ব্যক্ত-অব্যক্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যবহিত-অব্যবহিত, নিকটবর্তী দূরবর্তী ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার পরিণামরূপ যে ভেদ, তাহা এক এক প্রকার অবস্থানভেদ, ইহাই বক্তব্য। অতএব অবস্থানভেদরূপ এক পরিণামই ধর্ম্মাভিন্নরূপে উপদর্শিত হইয়াছে। অন্য উদাহরণেও এইরূপ বিচার প্রযোজ্য।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করিয়া উপসংহার করিতেছেন। অবস্থিত অর্থাৎ যাহা (শূন্যবাদীদের) শূন্যতা-প্রাপ্ত নহে কিন্তু যাহার সত্তা স্থাপিত তাদৃশ দ্রব্যের (ধর্ম্মীর) পূর্ব্ব ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে পর যে অন্য ধর্ম্মের উদয় তাহা সামান্যতঃ পরিণামের লক্ষণ, অর্থাৎ সর্ব্ব পরিণামেরই উহা সাধারণ লক্ষণ। সেই যে পরিণাম, তাহা ধর্ম্মীর স্বরূপকে অতিক্রম করে না। কিন্তু ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া তাহার অনুগত হইয়াই ব্যবস্থিত হয়—অর্থাৎ ধর্ম্মী বস্তুতঃ একই থাকে তাহার ধর্ম্মেরই পরিণাম হইতে থাকে। এইরূপে ধর্ম্মীতে অনুগত ধর্ম্মের অন্যথারূপ একই পরিণাম ঐ সকলকে অর্থাৎ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ বিশেষকে বা ত্রিবিধ পরিণামকে অভিপ্লুত বা ব্যাপ্ত করে, (সবই ঐ এক পরিণাম লক্ষণের অন্তর্গত)।

১৪। ধর্ম্মীসকলের যে যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তি তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যোগ্যতা, যথা—প্রকাশ-যোগ্যতা ক্রিয়া-যোগ্যতা ও স্থিতি-যোগ্যতা এই ত্রয় প্রকারে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতার দ্বারা যায়। অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ প্রকার প্রকাশাদিরূপে জ্ঞাত হওয়া। যোগ্যতার দ্বারা প্রাতিস্বিক বা প্রত্যেকের নিজস্ব শক্তি তাহাকে ধর্ম্ম বলে। (ধর্ম্মী প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অসংখ্য প্রকার ভেদে বিজ্ঞাত হয়। যেমন, নীলত্ব-ধর্ম্ম তাহা ধর্ম্মীতে থাকে এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই নীলরূপে জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য ধর্ম্মীর তাদৃশ যে বিশিষ্ট যোগ্যতা তাহাই ধর্ম্ম)। সেই ধর্ম্মের যথাযোগ্য ফলোৎপাদনের ভেদ হইতেই তাহার সদ্ভাব অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও যে থাকিবে তাহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। একই ধর্ম্মীর অন্য-অন্য অর্থাৎ বহু বা অসংখ্য ধর্ম্ম দেখা যায়। এস্থলে এবিষয় উহনীয় (উত্থাপিত করিয়া চিন্তনীয়) যে, কোনও পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞাতব্য তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারাই পদার্থ জ্ঞাত হয়, অতএব ধর্ম্মসকল প্রমাণাদি সর্ব্ববৃত্তির বিষয়, তাহারা মূলতঃ তিন

অবাস্তববৈকল্পিকাশ্চেতি। সর্ব্বে এতে পুনর্লক্ষণভেদাৎ শান্তা বা উদিতা বা অব্যপদেশ্যা বেতি বিভজ্যন্তে। তত্র কতিচিদ্ ধর্ম্মা উদিতা মন্যন্তে শান্তাব্যপদেশ্যাশ্চ অসংখ্যাতা ইতি।

তত্রেতি। বর্ত্তমানধর্ম্মা ব্যাপারবন্তঃ। অতীতানাগতা ধর্ম্মা ধর্ম্মিণি সামান্যেন—অভিন্নভাবেন সমনুগতাঃ—অন্তর্গতাঃ। তদা তে ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রেণ তিষ্ঠন্তি। যথা ঘটধর্ম্মে উদিতে পিণ্ডচূর্ণাদয়ো মৃৎস্বরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি। তত্র ত্রয় ইতি। সুগমম্। তদিতি। তৎ—তস্মাৎ। অথেতি। অব্যপদেশ্যা ধর্ম্মা অসংখ্যাতাঃ। তৈঃ সর্ব্ববস্তুনাং সর্ব্বসম্ভব-যোগ্যতা। অত্রোক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ। জলভূম্যোঃ পরিণামভূতঃ রসাদিবৈশ্বরূপ্যঃ—বিচিত্র রসাদিস্বরূপঃ স্থাবরেষু—উদ্ভিজ্জেষু দৃষ্টঃ তথা স্থাবরাণাং বিচিত্রপরিণামো জঙ্গমপ্রাণিষু—উদ্ভিদ্ভুক্ষু। জঙ্গমানাম্ অপি তথা স্থাবরপরিণামঃ। এবং জাত্যনুচ্ছেদেন—জলভূম্যাদি-জাত্যনুচ্ছেদেন, ধর্ম্মিরূপেণ জলাদিজাতের্ব্বর্ত্তমানত্বং তেন ইত্যর্থঃ, সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি।

দেশেতি। সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি ন হি সর্ব্বপরিণামঃ অকস্মাৎ ভবতি স তু দেশাদি-নিয়মিতো ভবতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধাৎ—অযোগ্যদেশাদিপ্রতিবন্ধকাৎ সমানকালম্—একদা আত্মনাং—ভাবানাম্ অভিব্যক্তিঃ। দেশকালাপবন্ধঃ—নৈকস্মিন্ দেশে নীলপীতয়োর্ধর্ম্মযোঃ

প্রকার, যথা—প্রকাশ-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-ধর্ম্ম ও স্থিতি-ধর্ম্ম। তাহারা প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—বাস্তব, আরোপিত এবং বৈকল্পিকরূপ অবাস্তব। এই সমস্তই আবার লক্ষণভেদ অনুযায়ী শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্যরূপে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্মের কতকগুলিকে উদিত (বর্ত্তমানরূপে) বলিয়া মনে হয় এবং শান্ত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম অসংখ্য (কারণ, প্রত্যেক দ্রব্যের অসংখ্য পরিণাম হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অসংখ্য পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে)।

বর্ত্তমান ধর্ম্মসকল ব্যাপারকারী (ব্যক্ত), অতীত ও অনাগত ধর্ম্মসকল ধর্ম্মীতে সামান্য অর্থাৎ অভিন্নভাবে সমনুগত বা তাহার অন্তর্ভূত হইয়া (মিশাইয়া) থাকে, তখন তাহারা ধর্ম্মিস্বরূপে থাকে। যেমন ঘটধর্ম্ম উদিত হইলে, পিণ্ড চূর্ণ আদি ধর্ম্ম-সকল মৃত্তিকা-স্বরূপেই থাকে। তৎ অর্থে তজ্জন্য। অব্যপদেশ্য ধর্ম্মসকল অসংখ্য, তাহা হইতে সর্ব্ববস্তুর সর্ব্বরূপে সম্ভবযোগ্যতা হয় (যেহেতু অসংখ্যের মধ্যে সবই পড়িবে)। যথা পূর্ব্বাচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—জল ও ভূমির পরিণামভূত বা বিকৃত হইয়া পরিণত যে রসাদিবৈশ্বরূপ্য অর্থাৎ বিচিত্র বা অসংখ্য প্রকার যে রস-গন্ধ-আদি-স্বরূপ, তাহা স্থাবর বস্তুতে বা উদ্ভিদে দেখা যায়, সেইরূপ স্থাবর বস্তুর বিচিত্র পরিণাম জঙ্গম প্রাণীতে বা উদ্ভিদ্-ভোজীতে দেখা যায়। জঙ্গম প্রাণীদেরও তেমনি স্থাবর-পরিণাম হয়। এইরূপে জাত্যনুচ্ছেদপূর্ব্বক বা জলভূমি আদি জাতির নাশ না হইয়াও অর্থাৎ জলের, ভূমির আদি ধর্ম্মসকল ধর্ম্মিরূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, সমস্তই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুই সর্ব্ব বস্তুতে পরিণত হইতে পারে।

সর্ব্ব বস্তুর সর্ব্বাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেও সর্ব্বপ্রকার পরিণাম যে অকস্মাৎ বা কারণ-ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় তাহা নহে; তাহারা দেশাদির দ্বারা নিয়মিত হইয়াই হয়। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের দ্বারা অপবদ্ধ বা অধীন হইয়াই তাহা হয়, অর্থাৎ অযোগ্য (কোনও বিশেষ পরিণামকে ব্যক্ত করিবার পক্ষে যাহা অযোগ্য) দেশাদিরূপ প্রতিবন্ধকহেতু সমানকালে বা একই সময়ে নিজেদের অর্থাৎ অনাগতরূপে স্থিত ভাবসকলের অভিব্যক্তি হয় না। দেশ এবং কালের দ্বারা অপবদ্ধ (বাধিত হওয়া)—যেমন, একই বস্তুতে একই কালে

যুগপদভিব্যক্তিঃ। আকারাপবন্ধঃ—ন হি চতুরস্রমুদ্রয়া ত্রিকোণলাঞ্ছনম্। নিমিত্তম্—অন্যদ্ উদ্বোধকারণং যথা অভ্যাসাদেব চিত্তস্থিতিরিত্যাদি, অভ্যাসরূপনিমিত্তাপবন্ধাদ্ ন চিত্তস্য স্থিতিঃ স্যাৎ। অভিব্যক্তেঃ প্রতিবন্ধভূতাদ্ অযোগ্যাদ্দেশাদেরপগমাদেব অভিব্যক্তির্নাকস্মাৎ।

য ইতি। যঃ পদার্থ এতেষু উক্তলক্ষণেষু অভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্মেষু অনুপাতী—তাদৃশাঃ সর্বে ধর্মা অনুস্যূতা ইতি বুধ্যতে স সামান্যবিশেষাত্মা—সামান্যরূপেণ স্থিতা অতীতানাগতা ধর্মাঃ, বিশেষরূপেণাভিব্যক্তা বর্তমানধর্মাঃ তদাত্মা—তৎস্বরূপঃ, অন্বয়ী—বহুধর্মাণামাশ্রয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়মাণঃ পদার্থো ধর্মী। যস্য তু ইতি। একতত্ত্বাভ্যাস ইতি সূত্রব্যাখ্যানে যৎ কৃতং বৈনাশিকমতখণ্ডনং তৎ সংক্ষেপতো বক্তি। সুগমম্। বৈনাশিকনয়ে ভোগাভাবঃ স্মৃত্যভাবঃ তথা চ যোঽহমদ্রাক্ষং সোঽহং স্পৃশামীতি প্রত্যভিজ্ঞা অসঙ্গতিরিতি প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্থিতঃ—অস্তি অন্বয়ী ধর্মী যো ধর্মান্যথাত্বম্ অভ্যুপগতঃ—যো ধর্মেষু একরূপেণ স্থিতো যস্য চ ধর্মাঃ অন্যথাত্বং প্রাপ্নুবন্তীতি অনুভূয়মানঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং বিশ্বং ধর্মমাত্রং প্রতীতিমাত্রং নিরন্বয়ং—মূলানুগমরহিতার্থঃ।

১৫। একস্যেতি। একস্য ধর্মিণ একস্মিন্ ক্ষণে এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে—প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ। পরিণামান্যত্বস্য গোচরীভূতস্য কারণং ক্ষণিকানাং ক্রমঃ। ন ইতি

নীল এবং পীত ধর্মের অভিব্যক্তি হয় না। আকারের দ্বারা অপবন্ধ যেমন, চতুষ্কোণ মুদ্রার দ্বারা ত্রিকোণাকৃতি ছাপ হইতে পারে না। নিমিত্ত অর্থে অন্য কিছুর উদ্রেকের নিমিত্ত, যেমন, অভ্যাসরূপ নিমিত্তের দ্বারাই চিত্ত স্থির হয়, অভ্যাসরূপ নিমিত্তের অপবন্ধ বা বাধা ঘটিলে চিত্তের স্থিতি হয় না। অভিব্যক্ত হইবার প্রতিবন্ধভূত বা বিরুদ্ধ বলিয়া যাহা অযোগ্য এরূপ দেশাদি-কারণের অপগম হইলেই যথাযোগ্য ধর্মের অভিব্যক্তি হয়, অকস্মাৎ বা নিষ্কারণে হইতে পারে না।

যে পদার্থ এই সকলের অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্মের অনুপাতী অর্থাৎ তাদৃশ ধর্মসকল যাহাতে নিহিত বা গ্রথিত বলিয়া জ্ঞাত হয়, সেই সামান্য ও বিশেষ-আত্মক অর্থাৎ সামান্যরূপে (কারণে লীন হইয়া) স্থিত যে অতীতানাগত ধর্ম ও বিশেষরূপে অভিব্যক্ত যে বর্তমান ধর্ম—তদাত্মক বা তৎস্বরূপ, এবং অন্বয়ী বা বহু-ধর্মের আশ্রয়রূপে যাহা ব্যবহৃত হয় সেই পদার্থই ধর্মী। একতত্ত্বাভ্যাস সূত্রের ব্যাখ্যানে (১।৩২) বৈনাশিক মতের যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাই পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছেন। বৈনাশিকমতে ভোগের অভাব, স্মৃতির অভাব এবং 'যে-আমি দেখিয়া-ছিলাম সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি'—এরূপ প্রত্যভিজ্ঞারও সঙ্গতি হয় না। তজ্জন্য (একজাতীয় বহুপদার্থে অনুস্যূত) এমন এক অন্বয়ী ধর্মী অবস্থিত বা আছে যাহা মূলতঃ একই থাকিয়া কেবল ধর্মের অন্যথাত্ব অভ্যুপগত হইয়া বা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ যাহা বহু ধর্মের মধ্যে একই উপাদানরূপে অবস্থিত এবং যাহার ধর্মসকলই অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপে অনুভূয়মান হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় (যাহার পরিণাম হইতে থাকিলেও 'ইহা সেই এক বস্তুরই পরিণাম' এরূপ বোধ হয়)। অতএব এই বিশ্ব যে কেবল ধর্মমাত্র বা প্রতীতিমাত্র (জ্ঞায়মান ধর্মের সমষ্টিমাত্র) অথবা নিরন্বয় বা ধর্মিরূপ মূল-হীন তাহা নহে।

১৫। এক ধর্মীর এক ক্ষণে একটি পরিণাম হয় এই প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম পাওয়া যায় বলিয়া, গোচরীভূত পরিণামের অন্যত্বের কারণ ক্ষণব্যাপী

ক্রমলক্ষণমাহ। কস্যচিদ্ ধর্মস্য সমনন্তরধর্মঃ অব্যবহিতপরবর্তী ধর্মঃ, পূর্বস্য ক্রম ইত্যর্থঃ, যথা পিণ্ডস্য ধর্মপরিণামক্রমস্তৎপশ্চাদ্ভাবী ঘটধর্মঃ। তথাবস্থেতি। ন চ ঘটস্য পুরাণতাত্র জীর্ণতা। জীর্ণতা হি ধর্মপরিণামঃ। একধর্মলক্ষণাক্রান্তস্য ঘটস্য উৎপত্তিকালমপেক্ষ্য ভেদবিবক্ষয়া উচ্যতে অভিনবোঽয়ং পুরাণোঽয়মিতি। ঘটস্য দেশান্তরাবস্থানমপি অবস্থা-পরিণামঃ। উদাহরণমিদং ঘটরূপাৎ একমুদিতধর্মসমষ্টিং গৃহীত্বা উক্তম্। তত্র বর্তমান-লক্ষণক-ঘটধর্মস্য নাস্তি ধর্মান্তরত্বং নাস্তি চ লক্ষণান্তরং, তথাপি চ যঃ পরিণামো বক্তব্যো ভবতি সোঽবস্থাপরিণাম ইতি দিক্। ধর্মিরূপেণ গৃহীতস্য ঘটধর্মিণঃ পরিণামো যত্র বক্তব্যো ভবেৎ তত্র বিবর্ণতাজীর্ণতাদয়োঽপি ধর্মপরিণামঃ স্যাৎ।

সা চেতি। সা চ পুরাণতা—তৎকালাবচ্ছিন্নাঃ সর্বে অবস্থাপরিণামা ইত্যর্থঃ ক্ষণপরম্পরা-নুপাতিনা—ক্ষণপরম্পরানুগামিনা ক্রমেণ—ক্ষণব্যাপিপরিণতিক্রমেণেত্যর্থঃ অভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিং—'ত্রিবার্ষিকোঽয়ং ঘটঃ' ইত্যাদিরূপেণ লোকগোচরতামিত্যর্থঃ প্রাপ্নোতি ইতি। ধর্মলক্ষণাভ্যাং বিশিষ্টঃ—ধর্মলক্ষণভেদাবিবক্ষা সত্ত্বেঽপি তদন্যো যদ্ অবস্থাপেক্ষয়া ভেদবচনং স তৃতীয়ঃ অয়ং পরিণামঃ।

অন্যতার প্রত্যক্ষরূপ ক্রম (ক্ষণব্যাপী সূক্ষ্ম পরিণাম যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহীত হয় না, তাহার সমষ্টিই প্রত্যক্ষীভূত স্থূল পরিণামের কারণ)। ক্রমের লক্ষণ বলিতেছেন। কোনও ধর্মের যাহা সমনন্তর ধর্ম বা অব্যবহিত পরবর্তী ধর্ম, তাহাই ঐ পূর্ব ধর্মের ক্রম। যেমন পিণ্ডের পরবর্তী যে ঘটের ধর্ম তাহাই তাহার (পিণ্ডের) ধর্মিরূপ ধর্ম-পরিণামক্রম। এস্থলে ঘটের পুরাণতা অর্থে জীর্ণতা নহে, কারণ, জীর্ণতা বলিলে ধর্ম-পরিণাম বুঝায়। একই ধর্মরূপ লক্ষণযুক্ত ঘটের উৎপত্তিকাল লক্ষ্য করিয়া তাহার ভেদ বলিতে হইলে (পার্থক্য-খ্যাপনের জন্য) বলা হয় 'ইহা নূতন, ইহা পুরাতন'। ঘটের দেশান্তরে অবস্থানও (তাহার ধর্ম বা লক্ষণ-পরিণাম না হইলেও) অবস্থা-পরিণাম (যেমন 'এই স্থানের ঘট' এবং 'ঐ স্থানের ঘট' এইরূপে ভেদ-খ্যাপন)। ঘটরূপ একই উদিত বা বর্তমান ধর্মসমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই এই উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। এই উদাহরণে বর্তমান-লক্ষণক ঘটের ধর্মের ধর্মান্তরতা বা লক্ষণান্তরতা নাই, তথাপি যে পরিণাম বক্তব্য হয় তাহাই অবস্থা-পরিণাম, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। ধর্মিরূপে গৃহীত ঘটধর্মীর অর্থাৎ ঘটকেই ধর্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার পরিণাম যথায় বক্তব্য হয় সেস্থলে বিবর্ণতা, জীর্ণতা আদিও ধর্ম-পরিণাম হইবে (ঘটধর্মীর তাহা ধর্ম পরিণাম)।

সেই পুরাণতা (যাহা কেবল কাল-লক্ষিত, এক্ষেত্রে জীর্ণতা বক্তব্য নহে) অর্থাৎ তৎকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত অবস্থা-পরিণাম, তাহা ক্ষণের পারম্পর্যের অনুপাতী বা পর পর ক্ষণের অনুগামী ক্রমের দ্বারা বা ক্ষণব্যাপি-পরিণামরূপ ক্রমের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া চরম ব্যক্ততা লাভ করে, যথা—'এই ঘট ত্রিবার্ষিক' ইত্যাদিরূপে সাধারণ লোকের গোচরীভূত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরের পুরাণ ঘট বলিলে তিন বৎসরে যতগুলি ক্ষণ আছে ততক্ষণিক পুরাণ বলা হয়। ধর্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্, অর্থাৎ ধর্ম ও লক্ষণরূপ ভেদের বিবক্ষা না থাকিলেও তাহা হইতে পৃথক্ কেবল অবস্থা-সাপেক্ষ কোনও বস্তুর যে ভেদ লক্ষিত করা হয়, তাহাই এই তৃতীয় (অবস্থা) পরিণাম। (বহু ক্ষণের অনুভবকে সমষ্টিভূত করিয়া আমাদের যে কাল-জ্ঞান হয়, সেই কালজ্ঞান-সহযোগে, জীর্ণতাদি লক্ষ্য না করিয়া আমরা কোনও বস্তুকে যে 'পুরাতন' বা 'নব' বলি তাহা অবস্থা-পরিণাম)।

ত এত ইতি। এতে ক্রমা ধর্মধর্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ—ন্যায়েনানুচিন্তনীয়াঃ। কথং তদ্ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। ধর্মোঽপি ধর্মী ভবত্যন্যধর্মাপেক্ষয়া, যথা ঘটো ধর্মী জীর্ণতাদয়স্তস্য ধর্মাঃ, মৃদ্ ধর্মী পিণ্ডঘটাদয়স্তস্য ধর্মাঃ, ভূতধর্মা ধর্মিণস্তেষাং ভৌতিকানি ধর্মাঃ, তন্মাত্র-ধর্মী ধর্মিণঃ ভূতানি তেষাং ধর্মাঃ, অভিমানো ধর্মী তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি তস্য ধর্মাঃ, লিঙ্গমাত্রং ধর্মি অহঙ্কারস্তস্য ধর্মঃ, প্রধানং ধর্মি লিঙ্গং তস্য ধর্মঃ। ন চ ত্রৈগুণ্যং কস্যচিদ্ধর্মঃ। অতঃ পরমার্থতো মূলধর্মিণি প্রধানে ধর্মধর্মিণোঃ অভেদোপচারঃ—একত্বপ্রতীতিঃ। তদ্দ্বারেণ—অভেদোপচারদ্বারেণ সঃ—মূলধর্মী এবাভিধীয়তে ধর্ম ইতি। তদা অয়ং ক্রমঃ একত্বেন—পরিণামক্রমেণ এব প্রত্যবভাসতে। গুণানামভিভাব্যাভিভাবকরূপা তদা একা বিক্রিয়া বক্তব্যা ভবতীত্যর্থঃ।

চিত্তস্যেতি। চিত্তস্য দ্বয়ে—দ্বিবিধা ধর্মাঃ পরিদৃষ্টাঃ—অনুভূয়মানাঃ প্রমাণাদিপ্রত্যয়রূপাঃ, অপরিদৃষ্টাঃ—বস্তুমাত্রাত্মকাঃ সংস্কাররূপেণ স্থিতিশীলাঃ তৎকার্যেণ লিঙ্গেন তৎসত্তানুমীয়তে। তে যথা নিরোধঃ—সংস্কারশেষঃ, ধর্মঃ—ধর্মাধর্মকর্মাশয়ঃ, সংস্কারঃ—বাসনারূপঃ, পরিণামঃ—অসংবিদিতবিক্রিয়া, জীবনম্—চিত্তেন প্রাণপ্রেরণা। শ্রূয়তে চ "মনোকৃতেনায়াত্য-স্মিঞ্ছরীরে" ইতি। চেষ্টা—অবিদিতা ক্রিয়া, শক্তিঃ—ক্রিয়োৎপাদনী ইতি এতে সপ্ত দর্শন-বর্জিতাশ্চিত্তধর্মাঃ।

এই ক্রমসকল ধর্ম ও ধর্মীর ভেদ থাকিলে তবেই প্রতিলব্ধ-স্বরূপ হইতে পারে অর্থাৎ তবেই ন্যায়ত অনুচিন্তনীয় হয়। কেন তাহা অংশতঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও এক ধর্ম ও অন্য ধর্মের তুলনায় ধর্মিরূপে গণিত হয়। যেমন ঘট এক ধর্মী জীর্ণতাদি তাহার ধর্ম। মৃত্তিকা ধর্মী—পিণ্ড-ঘটাদি তাহার ধর্ম। ভূতধর্মরূপ ধর্মীসকলের (আকাশাদি ভূতের) ভৌতিকসকল ধর্ম। তন্মাত্রধর্মীসকল ধর্মী, ভূতসকল তাহাদের ধর্ম। অভিমান ধর্মী, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সকল তাহার ধর্ম। লিঙ্গমাত্ররূপ ধর্মীর অহঙ্কার ধর্ম। প্রধান বা প্রকৃতি ধর্মী—লিঙ্গমাত্র তাহার ধর্ম। ত্রিগুণ কাহারও ধর্ম নহে, অতএব পরমার্থদৃষ্টিতে মূলধর্মী প্রধানে ধর্ম এবং ধর্মীর অভেদ-উপচার হয় বা একত্ব-প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা অর্থাৎ অভেদোপচার-হেতু তাহা অর্থাৎ মূলধর্মী ধর্ম বলিয়াও অভিহিত হয়। তখন এই ক্রম একত্বরূপে বা কেবল পরিণামের ক্রমরূপে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ তখন গুণসকলের অভিভাব্য-অভিভাবক-রূপ এক পরিণামই বক্তব্য হয় (তখন ত্রিগুণের অন্তর্গত ক্রিয়ামাত্র থাকে এইরূপ বলিতে হয়, কিন্তু 'দ্রষ্টার' উপদর্শনের অভাব হেতু গুণবৈষম্য না হওয়ায় সেই ক্রিয়ার কার্যরূপ কোনও ব্যক্ত পরিণাম দৃষ্ট হইবে না। ইহাকেই অব্যক্ত অবস্থা বলে)।

চিত্তের দুই প্রকার ধর্ম যথা—পরিদৃষ্ট বা প্রমাণাদি প্রত্যয়রূপে অনুভূয়মান এবং অপরিদৃষ্ট বা বস্তুমাত্র-স্বরূপ (যাহার সত্তামাত্রের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হয়, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ) সংস্কাররূপে স্থিতিস্বভাবযুক্ত, তাহার কার্যরূপ অনুমাপকের দ্বারা তাহার সত্তা অনুমিত হয়। অপরিদৃষ্ট ধর্ম, যথা—নিরোধ বা সংস্কারশেষ অবস্থা। ধর্ম বা (এখানে) ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয়। সংস্কার অর্থে বাসনারূপ সংস্কার। পরিণাম অর্থে অবিদিতভাবে যে পরিণাম হয় (চিত্তে এবং শরীরাদিতে, যেমন, জাগ্রতের পর নিদ্রা)। জীবন অর্থে চিত্ত হইতে প্রাণের মূলে যে প্রেরণারূপ শক্তি (যাহার ফলে শরীরধারণ হয়); এবিষয়ে শ্রুতি যথা—'মনের কার্যের দ্বারাই প্রাণ এই শরীরে আসিয়া থাকে'। চেষ্টা বা অবিদিত ভাবে ক্রিয়া (মনের অলক্ষিত ক্রিয়া)। শক্তি, অর্থাৎ যাহা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন

১৬। অত ইতি। অতঃ—অতঃপরম্ উপাত্তসর্বসাধনস্য—সংযমসিদ্ধস্য বুভুৎসিতার্থ-প্রতিপত্তয়ে জিজ্ঞাসিতবিষয়বোধায় সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে—উপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। ধর্মেতি। ক্ষণব্যাপী পরিণাম এব সূক্ষ্মতমো বিশেষো বিষয়স্য। সংযমেন তস্য তৎক্রমস্য চ সাক্ষাৎকরণাৎ সর্বভাবানাং নিমিত্তোপাদানং সাক্ষাৎকৃতং ভবতি ততশ্চ অতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণেতি। তেন—সংযমেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণং—সর্বতো বিষয়স্য ক্রমশঃ ধারণাং প্রযোজ্য ততো ধ্যায়েৎ, ততঃ সমাহিতো ভূত্বা সাক্ষাৎ কুর্যাৎ। এবং ক্রিয়মাণে তেষু—বিষয়েষু অতীতানাগতং জ্ঞানং সম্পাদয়তি।

১৭। শব্দার্থপ্রত্যয়ানাম্ ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করঃ—যো বাচকঃ শব্দঃ স এবার্থঃ তদ্ এব চ জ্ঞানমিতি সঙ্কীর্ণতা, তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ—প্রত্যেকং বিভজ্য সংযমাৎ সর্বভূতানাং রুতজ্ঞানম্—উচ্চারিতশব্দার্থজ্ঞানং ভবেদিতি সূত্রার্থঃ। তত্রেতি ব্যাচষ্টে। তত্র—এতদ্-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ং বর্ণস্বরূপশব্দোচ্চারণরূপকার্যবৎ। শ্রোত্রবিষয়ঃ ধ্বনিমাত্রঃ, ন তু তদর্থঃ। শব্দঃ বর্ণাত্মকং যদ্ অর্থাভিধানং যথা গৌর্ঘটাদিঃ তদ্ নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্—নাদানাম্ উচ্চারিতবর্ণানাম্ অনুসংহারবুদ্ধিঃ—একত্বাপাদনবুদ্ধিঃ তয়া নির্গ্রাহ্যং, বর্ণান্ একতঃ কৃত্বা

হয়, চিত্তও সেই শক্তি (যেমন পুরুষকারের শক্তি)। এই সপ্ত প্রকার চিত্তের ধর্ম দর্শনবর্জিত বা সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইবার অযোগ্য।

১৬। অতঃপর সর্বসাধনপ্রাপ্ত যোগীর অর্থাৎ সংযমসিদ্ধ যোগীর বুভুৎসিত বিষয়ের প্রতিপত্তির জন্য বা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপলব্ধির জন্য, সংযমের বিষয়ের অবতারণা বা উপদেশ করা হইতেছে। ক্ষণব্যাপী যে পরিণাম, তাহাই বিষয়ের সূক্ষ্মতম বিশেষ। সংযমের দ্বারা সেই পরিণামের এবং তাহার ক্রমের সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত ভাবপদার্থের নিমিত্ত এবং উপাদান সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা হইতে অতীত এবং অনাগতের জ্ঞান হয় (জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিণামের ক্রমে সংযম করিলে সেই বিষয়ের যেরূপ পরিণাম অতীত হইয়াছে এবং যাহা অনাগত রূপে আছে তাহার জ্ঞান হইবে)। তাহার দ্বারা অর্থাৎ সংযমের দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে অর্থাৎ যথাক্রমে বিষয়ের সর্বদিকে ধারণা প্রয়োগ করিয়া তাহার পর ধ্যান করিতে হয়, পরে সমাহিত হইয়া সেই বিষয়ের সাক্ষাৎকার করিতে হয়—এইরূপ করিতে থাকিলে, সেই বিষয়ের অতীতানাগত জ্ঞান হইবে।

১৭। শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরস্পরের উপর অধ্যাস বা আরোপ হইতে ইহাদের সাঙ্কর্য হয় অর্থাৎ যাহা বাচক শব্দ তাহাই যেন অর্থ, আবার তাহাই জ্ঞান, এরূপে তাহাদের সংকীর্ণতা বা অভিন্নতা প্রতীত হয়। তাহার প্রবিভাগে সংযম হইতে অর্থাৎ শব্দার্থ জ্ঞানের প্রত্যেককে পৃথক্ করিয়া সংযম করিলে সর্বভূতের রুতজ্ঞান হয় অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর উচ্চারিত শব্দের যে বিষয় (যদর্থে শব্দ উচ্চারিত) তাহার জ্ঞান হয়, ইহাই সূত্রার্থ। ব্যাখ্যান করিতেছেন। তাহাতে অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞানরূপ এই বিষয়ে বর্ণস্বরূপ যে শব্দ, বাগিন্দ্রিয় তাহার উচ্চারণরূপ কার্যযুক্ত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণমাত্রই বাগিন্দ্রিয়ের কার্য। শ্রোত্রের বিষয় ধ্বনিমাত্র গ্রহণ, কিন্তু ধ্বনির যাহা অর্থ তাহা তাহার বিষয় নহে। শব্দ—বর্ণ-স্বরূপ (উচ্চারিত বর্ণের সমষ্টি) যাহা বিষয়জ্ঞাপক সঙ্কেত, যেমন গো-ঘটাদি, এবং তাহা নাদের অনুসংহাররূপ বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য অর্থাৎ নাদের বা উচ্চারিত বর্ণসকলের যে অনুসংহার-

বুদ্ধ্যা পদং গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। বর্ণা ইতি। একসময়াসম্ভবিনঃ—পূর্ব্বাপরকালক্রমেণ উচ্চার্য্যমাণত্বাদ্ ন চৈকসময়সম্ভবিনো বর্ণাঃ। অতএব পরস্পরনিরনুগ্রাহকাঃ—পরস্পরাসঙ্কীর্ণাঃ তৎসমাহাররূপং পদম্ অসংস্পৃশ্য—অনুপস্থাপ্য অনির্ম্মায় ইত্যর্থঃ আবির্ভূততিরোভূতাশ্চ ভবন্তঃ প্রত্যেকম্ অপদরূপা উচ্যন্তে।

বর্ণ ইতি। একৈকঃ বর্ণঃ প্রত্যেকং বর্ণঃ পদাত্মা—পদানাম্ উপাদানভূতঃ সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ—সর্ব্বাভিধানশক্তিঃ প্রচিতা সঞ্চিতা যস্মিন্ সঃ—সর্ব্বাভিধানশক্তিসম্পন্নঃ, সহযোগিবর্ণান্তরপ্রতিসম্বন্ধী ভূত্বা বৈশ্বরূপ্যম্ ইবাপন্নঃ—অসংখ্যপদরূপতাম্ ইব আপন্নঃ, পূর্ব্বোত্তররূপবিশেষেণাবস্থাপিত ইত্যেবংরূপা সঙ্খ্যেয়া বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনঃ—পূর্ব্বোত্তরক্রমসাপেক্ষাঃ অর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নাঃ—সঙ্কেতীকৃতার্থমাত্রবাচকাঃ, ইয়ন্ত এতে—এতৎসংখ্যকাঃ, সর্ব্বাভিধানসমর্থা অপি, গকারাদিবর্ণাঃ, তন্নিষ্পাদিতং গৌরিতি পদং সঙ্কেতীকৃতং সাস্নাদিমন্তম্ অর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষাং বর্ণানাম্ অর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানাম্ উপসংহৃতা একীকৃতা

বুদ্ধি বা একত্র সমবায়নকারিণী (সমবেতকারিণী) বুদ্ধি, তদ্দ্বারা নির্গৃহীত অর্থাৎ বর্ণসকল পৃথক্ উচ্চারিত হইতে থাকিলেও তাহাদিগকে একত্র করিয়া বুদ্ধির দ্বারা পদ রচিত ও গৃহীত হয়* একই সময়ে সম্ভূত হইবার যোগ্য নহে বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বাপর কালক্রমে উচ্চারিত হয় বলিয়া বর্ণসকল একসময়োৎপন্ন নহে। তজ্জন্য তাহারা পরস্পর নিরনুগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ পরস্পর-নিরপেক্ষ বা অসঙ্কীর্ণ এবং তাহাদের একত্র-সমাহাররূপ যে পদ, তাহাকে সংস্পর্শ বা উপস্থাপিত না করিয়া অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ বলিয়া বর্ণের সমষ্টিরূপ পদ নির্ম্মাণ না করিয়া, আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া-হেতু বর্ণসকল প্রত্যেকে অ-পদস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয় (কারণ তাহারা বস্তুত প্রত্যেকে পৃথক্, বুদ্ধির দ্বারা সমষ্টিভূত হইলেই পদ হয়)।

এক একটি অর্থাৎ প্রত্যেকটি বর্ণ পদাত্মক অর্থাৎ পদের উপাদানস্বরূপ, তাহারা সর্ব্বাভিধান-শক্তি-প্রচিত অর্থাৎ সকল বিষয়কে অভিহিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার যে শক্তি তাহা যাহাতে প্রচিত বা সঞ্চিত আছে তদ্রূপ সুতরাং সর্ববিষয়কে বিজ্ঞাপিত করিবার শক্তিসম্পন্ন (যে কোনও অর্থের সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে)। তাহারা সহযোগী অন্যবর্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বৈশ্বরূপ্যবৎ হয় অর্থাৎ যেন অসংখ্য পদরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বোত্তররূপ বিশেষক্রমে অবস্থাপিত—এইরূপ যে সংখ্যাত্মক বর্ণ তাহারা ক্রমানুরোধী বা পূর্ব্বোত্তর ক্রম-(একের পর অন্য একটা এইরূপ ক্রম) সাপেক্ষ এবং অর্থসঙ্কেতের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা যে অর্থে তাহারা সঙ্কেতীকৃত কেবল তাহারমাত্র বাচক। এই এতৎসংখ্যক বর্ণ (যেমন 'গৌঃ' বলিলে তিন বর্ণ), তাহারা সর্ব্বাভিধানসমর্থ হইলেও অর্থাৎ যেকোনও বিষয়ের নামরূপে সঙ্কেতীকৃত হওয়ার যোগ্য হইলেও, 'গ'-কারাদি বর্ণসকল (গ, ঔ, ঃ) তন্নিষ্পাদিত 'গৌঃ' এই পদ কেবল তদ্দ্বারা সঙ্কেতীকৃত সাস্নাদিযুক্ত (গোরূপ গলকম্বলাদি বা গোত্বের যাহা বিশেষ লক্ষণ তদ্যুক্ত) গো-রূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকাশ করে বা

* 'গ' এবং 'ঔ' ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ উচ্চারিত পৃথক্ বর্ণ। উহাদের উচ্চারণ সমাপ্ত হইলে পর বুদ্ধির দ্বারা উহাদেরকে একত্র করিয়া 'গৌ' এই পদরূপে গৃহীত ও বুদ্ধ হয়—ইহাই বর্ণ ও পদের সম্বন্ধ। 'সাস্নাদিমান্ প্রাণী' অর্থে ইহা সঙ্কেত করিলে তাহাও বুদ্ধ হয়।

ধ্বনি-ক্রমা যেষাং তাদৃশানাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসঃ—বুদ্ধৌ একত্বখ্যাতিমৎ পদং, তচ্চ বাচ্যস্য বাচকং কৃত্বা সঙ্কেত্যতে।

তদেকমিতি। গৌরিতি একঃ স্ফোট ইতি। একবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ পদম্ একম্, তচ্চ একপ্রযত্নোপস্থাপিতম্ অভাগম্ অক্রমম্ অবর্ণঃ—ক্রমশঃ উচ্চার্যমাণানাং বর্ণানাম্ অযৌগপদিকত্বাৎ, বৌদ্ধঃ—বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্ অন্ত্যবর্ণস্য—শেষোচ্চারিতস্য বর্ণস্য প্রত্যয়ব্যাপারেণ স্মৃতৌ উপস্থাপিতম্। তচ্চ পদং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া—প্রজ্ঞাপনেচ্ছয়া বক্তৃভির্বর্ণৈরেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্ব্যবহারবাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ—শব্দার্থপ্রত্যয়া একবৎ সম্প্রতিপত্ত্যা—ব্যবহারপরম্পরয়া প্রতীয়তে। তস্য—পদস্য পদানামিত্যর্থঃ সঙ্কেতবুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ—ভেদঃ তদ্যথা এতাবতাং বর্ণানাম্ এবঞ্জাতীয়কঃ অনুসংহারঃ—সমাহারঃ একস্য সঙ্কেতীকৃতস্য অর্থস্য বাচক ইতি।

যুবার। তজ্জন্য কোনও বিশেষ অর্থ-সঙ্কেতের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (কেবল সেই অর্থমাত্র-জ্ঞাপক) এবং উপসংহৃত বা (বুদ্ধির দ্বারা) একীকৃত ধ্বনিক্রম যাহাদের, তাদৃশ বর্ণসকলের যে একবুদ্ধিনির্ভাস বা বুদ্ধিতে একত্বখ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা সেই (উচ্চারিত ও শব্দায়ক) বিভিন্ন বর্ণের যে একত্ব একার্থে সমাহার, তাহাই পদ, এবং তাহা বাচ্যবিষয়ের বাচক (নাম) করিয়া সঙ্কেতীকৃত হয়।

'গৌঃ' ইহা এক স্ফোট অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবজাত অথণ্ডবৎ এক পদরূপ শব্দ (তাহা কেবল বর্ণাত্মক বা ধ্বনির সমষ্টিমাত্র নহে, এরূপ যে বর্ণ-সমাহার-রূপ বুদ্ধিনিশ্চিত পদ তাহা—) একবুদ্ধির বিষয় বলিয়া পদ একস্বরূপ, তাহা এক-প্রযত্নে উত্থাপিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জ্ঞান পৃথক্রূপে মনে উঠে না কিন্তু এক-প্রযত্নেই মনে উঠে, সুতরাং তাহা বর্ণবিভাগহীন, অক্রম (পূর্ব্বাপর বর্ণের ক্রমাত্মক নহে) ও অবর্ণ (যে বর্ণের দ্বারা স্ফোট হয় সে বর্ণ তাহাতে থাকে না) অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণসকল এককালভাবী হইতে পারে না বলিয়া শব্দানুপাতী বর্ণসকলের যৌগপদিকত্ব নাই (অর্থাৎ যুগপৎ বা একইকালে তাহারা উৎপন্ন হয় না সুতরাং স্ফোটরূপ পদ অবর্ণ), আর তাহারা বৌদ্ধ বা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত, এবং অন্ত্যবর্ণের বা পদের শেষে উচ্চারিত বর্ণের প্রত্যয়-ব্যাপারের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা, স্মৃতিতে উপস্থাপিত হয় (পদের প্রথম বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত উচ্চারণ সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত বর্ণের যে বুদ্ধিকৃত একীভূত স্মৃতি হয় তাহাই পদের স্বরূপ)। পরকে প্রতিপাদিত বা জ্ঞাপিত করিবার ইচ্ছায় বক্তার দ্বারা সেই পদ বর্ণের সাহায্যে অভিহিত হইয়া এবং শ্রোতার দ্বারা শ্রুত হইয়া অনাদিকাল হইতে বাক্যব্যবহারের বাসনারূপ সংস্কারের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা যুক্ত যে লোকবুদ্ধি তৎকর্তৃক সিদ্ধবৎ অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় যেন একই এইরূপ (বিকল্প জ্ঞান) সম্প্রতিপত্তি বা সমপ-(একইরূপ) ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা প্রতীত হয় (পূর্ব্বেও যেমন সকলে শব্দার্থ জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরাও সেইরূপ শিখিয়াছি, পরে অন্যেরাও সেইরূপ শিখিবে)। সেই পদের বা বিভিন্ন পদসকলের, সঙ্কেতবুদ্ধির দ্বারা প্রবিভাগ বা ভেদ করা হয়। তাহা যথা, এই বর্ণসকলের (যেমন 'গ', 'ঔ', ':') যে এই জাতীয় অনুসংহার বা সমষ্টি ('গৌঃ'-রূপ) তাহা এক পদ, তাহা সঙ্কেতীকৃত কোনও এক অর্থের (বাহ্যে স্থিত গো-রূপ প্রাণীর) বাচক।

সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োঃ ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ—স্মৃতৌ আত্মা স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ, তৎস্মৃতিস্বরূপঃ। তদ্যথা—যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ যোঽর্থঃ স শব্দ ইতি। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ—প্রবিভাগেণ একৈকস্মিন্ সমাধানসমর্থঃ, স সর্ববিৎ—সর্বাণি রুতানি যদর্থে লোকোচ্চারিতানি তদর্থবিৎ।

সর্বেতি। বাক্যশক্তিঃ—বাক্যং—ক্রিয়াকারকসম্বন্ধবোধকঃ পদপ্রয়োগঃ তচ্ছক্তিঃ, উদাহরণং বৃক্ষ ইতি। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি—অন্যক্রিয়াভাবেঽপি সত্তাক্রিয়য়া সহ অভিধীয়মানঃ পদার্থো যোজ্যো ভবেৎ। তথা হি অসাধনা—কারকহীনা ক্রিয়া নাস্তি। তথা চ পচতীতি উক্তে সর্বকারকাণাম্ আক্ষেপঃ—অধ্যাহারঃ স্যাৎ। অপি চ তত্র নিয়মার্থঃ—অন্যব্যাবৃত্ত্যর্থঃ অনুবাদঃ—পুনঃ কথনং, কর্তব্যঃ। কেষামনুবাদস্তদাহ কর্তৃকর্মকরণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি। পচতীত্যত্র চৈত্রঃ অগ্নিনা তণ্ডুলান্ পচতীতি কারকপদক্রিয়াপদসমষ্ট্যা বাক্যশক্তিপ্রত্যায়িতার্থঃ। দৃষ্টমিতি। ছন্দঃ অধীতে ইতি বাক্যার্থে শ্রোত্রিয়পদরচনম্। তথা প্রাণান্ ধারয়তীত্যর্থে জীবতি। তত্রেতি। বাক্যে—বাক্যার্থে পদার্থা-

---

সঙ্কেত—পদ এবং পদের যে অর্থ এই উভয়ের পরস্পরের উপর অধ্যাসরূপ স্মৃত্যাত্মক, অর্থাৎ সেইরূপ স্মৃতিতেই যাহার আত্মা বা স্বরূপ নিহিত, তাদৃশ স্মৃতি-স্বরূপ (কোনও এক পদের দ্বারা কোনও অর্থ অভিহিত হয়, উভয়ের একত্বজ্ঞানরূপ স্মৃতিই সঙ্কেতের স্বরূপ)। তাহা যথা—যাহা শব্দ (পদ্দান্বিত বাচিক পদ) তাহাই অর্থ, যাহা অর্থ তাহাই শব্দ (এই সঙ্কীর্ণ ভাই পদ এবং অর্থের একত্বস্মৃতি)। যিনি ইহার প্রবিভাগজ্ঞ অর্থাৎ শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানকে প্রবিভাগ করিয়া পৃথক্ এক একটিতে চিত্তসমাধান করিতে সমর্থ, তিনি সর্ববিৎ অর্থাৎ সমস্ত উচ্চারিত শব্দ যে যে বিষয়কে সঙ্কেত করিয়া উচ্চারিত, সেই অর্থের জ্ঞাতা হইতে পারেন।

বাক্যশক্তি অর্থে ক্রিয়া ও কারকের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য যে পদপ্রয়োগ বা পদের ব্যবহার তাহার শক্তি উদাহরণ যথা—'বৃক্ষ'। পদার্থ কখনও 'সত্তা' ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না (সত্তা অর্থে 'আছে' বা 'থাকা') অর্থাৎ অন্য ক্রিয়ার অভাবেও অভিধীয়মান পদার্থ সত্ত্ব-ক্রিয়ার ('থাকা' বা 'আছে'র) সহিত যোজ্য হয় (ক্রিয়ার উল্লেখ না করিয়া শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও তাহার সহিত 'সত্তা'-পদার্থের যোগ হইবেই। শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও 'বৃক্ষ আছে' এরূপ বুঝায়)। কিন্তু অসাধনা বা কারকহীনা কোনও ক্রিয়া নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার উল্লেখ করিলেই বস্তুতঃ তাহা কৃত তাহাও উক্ত হইবে। তেমনি 'পচতি' (=পাক করিতেছে) বলিলে সমস্ত কারকের আক্ষেপ থাকে বা তাহা উহ্য থাকে। কিন্তু তথায় নিয়মার্থ বা অন্য হইতে পৃথক করণার্থ, অনুবাদ বা (বিশেষ-জ্ঞাপক লক্ষণের) পুনঃ কথন আবশ্যক হয়। কাহার অনুবাদ করা আবশ্যক?—তদুত্তরে বলিতেছেন যে, কর্তা, করণ এবং কর্মের অর্থাৎ 'চৈত্র,' 'অগ্নি' এবং 'তণ্ডুল'র অনুবাদ বা সমুল্লেখ আবশ্যক। 'পচতি'-(পাক করিতেছে) রূপ এক ক্রিয়াপদমাত্র বলিলেও তাহার অর্থ 'চৈত্র (বা যে-কেহ) অগ্নির দ্বারা তণ্ডুল পাক করিতেছে', অতএব কারকপদের ও ক্রিয়াপদের সমষ্টিরূপ বাক্যশক্তি উহাতে আছে। (বাক্য=যাহা কারক ও ক্রিয়া-যুক্ত। যেমন, 'ঘট'—এক পদ, 'ঘট আছে'—ইহা এক বাক্য)। 'যে ছন্দঃ বা বেদ অধ্যয়ন করে'—এই বাক্যের অর্থ লইয়া 'শ্রোত্রিয়' এই পদ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ 'প্রাণধারণ করিতেছে'—এই অর্থে 'জীবতি'

ভিব্যক্তিঃ—পদার্থেঽপি অভিব্যক্তো ভবতি অতো বোধসৌকর্যার্থং পদং প্রবিভজ্য ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা, ভবতি—তিষ্ঠতি পুষ্যতি চেতি, অশ্বঃ—গোষ্ঠীকঃ গমনমকার্ষীশ্চেতি, অজাপয়ঃ—ছাগীদুগ্ধঃ তথা চ জয়ঃ কারিতবান্ ইত্যাদিবাক্যার্থরূপপদেষু নামাখ্যাতসারূপ্যাৎ—নাম—বিশেষ্যবিশেষণপদানি, আখ্যাতং—ক্রিয়াপদানি।

তেষামিতি। ক্রিয়ার্থঃ—সাধ্যরূপঃ অর্থঃ, কারকার্থঃ সিদ্ধরূপঃ অর্থঃ। তদর্থঃ—সোঽর্থঃ শ্বেতবর্ণ ইতি। ক্রিয়াকারকাত্মা—ক্রিয়ারূপঃ কারকরূপশ্চেতি উভয়থা ব্যবহার্যঃ। প্রত্যয়োঽপি তথাবিধঃ, যতঃ সো বয় ইত্যভিসম্বন্ধাৎ একাকারঃ—অর্থপ্রত্যয়য়োরেকাকারতা সংকেতেন প্রতীয়তে। যস্ত্বিতি। স শ্বেতোঽর্থঃ স্বাভিরবস্থাভির্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতঃ—শব্দসঙ্কীর্ণো, নাপি প্রত্যয়সহগতঃ। এবং শব্দার্থপ্রত্যয়া নেতরেতরসংকীর্ণাঃ শব্দো বাগিন্দ্রিয়ে বর্ততে পদার্থো গোষ্ঠাদৌ বর্ততে প্রত্যয়শ্চ মনসীতি অসঙ্কীর্ণত্বম্। অন্যথেতি অর্থসংকেতং পরিত্যজ্য উচ্চারিতং চ শব্দমাত্রমালম্ব্য তত্র চ সংযমং কৃত্বা যেনার্থেন প্রযুক্তঃ শব্দ উচ্চারিতস্তমর্থং বুভুৎসুর্যোগী তমর্থং জানাতীতি।

পদ হইয়াছে। অতএব বাক্যে বা বাক্যার্থে পদার্থাভিব্যক্তি হয় বা পদের অর্থেরও অভিব্যক্তি হয় (কারক ও ক্রিয়াযুক্ত বাক্য ব্যবহার না করিয়াও শুধু এক পদেই ঐ কারক ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকিতে পারে)। অতএব সহজে বুঝিবার জন্য পদকে প্রবিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, নচেৎ 'ভবতি' এই পদ—যাহার অর্থ 'আছে' এবং 'পুষ্ট হয়', 'অশ্ব' —যাহার অর্থ 'ঘোটক' এবং 'গমন করিয়াছিলে,' 'অজাপয়' যাহার অর্থ 'ছাগীদুগ্ধ' এবং 'জয় করাইয়াছিলে,'—ইত্যাদি বাক্যযুক্ত পদে নাম এবং আখ্যাতের সারূপ্য-হেতু (নাম—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ পদ, আখ্যাত অর্থে ক্রিয়াপদ) অর্থাৎ কথিত ঐ ঐ উদাহরণে ক্রিয়া এবং কারকরূপ ভিন্নার্থক পদের সাদৃশ্যহেতু, পূর্বোক্ত অনুবাদ (বিশ্লেষণ) না করিলে তাহারা অবোধ্য হইবে।

ক্রিয়ার্থ বা সাধ্যরূপ (সাধিত করা বা ক্রিয়ারূপ) অর্থ এবং কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থ (যাহাতে ক্রিয়া বুঝায় না)। তদর্থ অর্থাৎ সেই বিষয়, উদাহরণ যথা—'শ্বেতবর্ণ', তাহা ক্রিয়াকারকাত্মা অর্থাৎ তাহা ক্রিয়ারূপে এবং কারকরূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহার্য হইতে পারে। এই 'শ্বেত'-রূপ অর্থের যাহা প্রত্যয় তাহাও তদ্রূপ বা ক্রিয়াকারক-স্বরূপ, কারণ, 'তাহাই এই' বা যাহা সাধারণ 'শ্বেত'রূপ অর্থ তাহাই বুদ্ধির প্রত্যয়—এই প্রকার সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উভয়ে একাকার অর্থাৎ ঐরূপ সংকেতপূর্বক বিষয়ের এবং প্রত্যয়ের একাকারতা প্রতীত হয়। সেই 'শ্বেত' বিষয় (যাহা বাহিরে অবস্থিত) তাহা নিজের অবস্থার দ্বারাই (নবীনতা-জীর্ণতাদির দ্বারা) বিক্রিয়মাণ হয় বলিয়া তাহা শব্দ-সহগত বা শব্দের সহিত মিশ্রিত (শব্দাত্মক) নহে এবং প্রত্যয় যাহা চিত্তে থাকে, তৎসহগতও নহে (কারণ, উভয়ের পরিণাম পরস্পর-নিরপেক্ষ)।

এইরূপে দেখা গেল যে, শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয় পরস্পর সঙ্কীর্ণ নহে অর্থাৎ তাহারা পৃথক্ অবস্থিত। শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে থাকে, তাহার গবাদি অর্থ বা বিষয় থাকে গোষ্ঠ আদিতে, এবং প্রত্যয় চিত্তে থাকে, অতএব তাহারা অসঙ্কীর্ণ। এইরূপ অর্থসংকেত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চারিত শব্দমাত্রকে আলম্বন করিয়া তাহাতে সংযম করিলে যে অর্থকে মনে ধরিয়া প্রাণীদের দ্বারা সেই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, সেই অর্থ-জিজ্ঞাসু যোগী তদর্থকে জানিতে পারেন।

১৮। দ্বয়ে ইতি। স্মৃতিক্লেশহেতবঃ—ক্লিষ্টাং স্মৃতিং যা জনয়ন্তি তাদৃশ্যো বাসনাঃ সুখাদিবিপাকানুভবজাতাঃ। জাত্যায়ুর্ভোগবিপাকহেতবশ্চ ধর্মাধর্মরূপাঃ সংস্কারাঃ। পূর্বভবাভিসংস্কৃতাঃ—পূর্বজন্মনি অভিসংস্কৃতাঃ প্রচিতা ইত্যর্থঃ। তে পরিণামাদি-চিত্তধর্মবদ্ অপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্মাঃ। সংস্কারসাক্ষাৎকারশ্চ দেশকালনিমিত্তানুভবসহগতঃ। ততঃ কস্মিন্ দেশে কালে চ কিন্নিমিত্তকো জাত ইত্যবগম্যতে। নিমিত্তং—প্রাগ্ভবীয়া দেহেন্দ্রিয়াদয়ো যৈর্নিমিত্তৈর্ভোগাদিঃ সিদ্ধঃ।

অত্রেতি। মহাসর্গেষু—মহাকল্পেষু বিবেকজং জ্ঞানং—তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ম্ অক্রমং বিবেকখ্যাতের্যা সিদ্ধিরূপম্। তনুধরঃ—নির্মাণতনুধরঃ। ভব্যত্বাৎ—রজস্তমোমলহীনতয়া স্বচ্ছচিত্তত্বাৎ। প্রধানবশিত্বং—প্রকৃতিজয়ঃ। ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ঃ—সত্ত্বাধিকঃ অপি সুখরূপপ্রত্যয়স্ত্রিগুণঃ। দুঃখরূপঃ—দুঃখাত্মকঃ, তৃষ্ণাতন্তুঃ—তৃষ্ণাবন্ধনম্। তৃষ্ণাবন্ধনজাতদুঃখ-সন্তাপাপগমাদ্ প্রসন্নং—নির্মলম্ অবাধং প্রতিঘাতরহিতং সর্বানুকূলং—সর্বেষামনুকূলং যদ্বা সর্বাবস্থাস্বনুকূলমিদং সন্তোষসুখমনুত্তমং কামসুখাপেক্ষয়া ইত্যর্থঃ।

১৮। স্মৃতিক্লেশ-হেতুক অর্থাৎ যাহারা ক্লিষ্টা স্মৃতি উৎপাদন করে, তাদৃশ বাসনাসকল সুখ, দুঃখ এবং মোহরূপ বিপাকের অনুভবজাত। জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ বিপাকের হেতুভূত ধর্মাধর্ম-কর্মাশয়রূপ সংস্কার, তাহারা পূর্বভবাভিসংস্কৃত অর্থাৎ পূর্বজন্মে অভিসংস্কৃত বা সঞ্চিত এবং পরিণামাদি চিত্তধর্মের ন্যায় অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম (৩।১৫)। সংস্কারসাক্ষাৎকার দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভব-সহগত। কোন্ দেশে, কোন্ কালে এবং কি নিমিত্ত হইতে সংস্কার সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা সেই অনুভব হইতে জানা যায়। নিমিত্ত অর্থে পূর্বজন্মস্থ দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ নিমিত্ত, যদ্দ্বারা সেই সংস্কার-মূলক ভোগাদি সাধিত হইয়াছে।

মহাসর্গে অর্থাৎ মহাকল্পে। বিবেকজজ্ঞান—যাহা তারক বা স্বপ্রতিভোত্থ (পরোপদিষ্ট নহে), সর্ববিষয়ক এবং সর্বথা-(সর্বকালিক) বিষয়ক ও অক্রম বা যুগপৎ এবং যাহা বিবেকখ্যাতির যাহা সিদ্ধি-স্বরূপ। তনুধর অর্থে নির্মাণদেহধারী। ভব্যত্ব-হেতু অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন বলিয়া স্বচ্ছচিত্তযুক্ত। প্রধানবশিত্ব অর্থে প্রকৃতিজয় (যাহাতে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের উপর বশিত্ব হয়)। প্রত্যয় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্যযুক্ত হইলেও সুখরূপ প্রত্যয় ত্রিগুণ (কারণ, প্রত্যয়মাত্রই ত্রিগুণাত্মক)। দুঃখস্বরূপ বা দুঃখাত্মক। তৃষ্ণাতন্তু বা তৃষ্ণাবন্ধন; তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষারূপ বন্ধনজাত দুঃখ-সন্তাপের অপগম হইলে প্রসন্ন বা নির্মল, অবাধ বা প্রতিঘাতরহিত, সর্বানুকূল বা সকলের অনুকূল, অথবা সর্ব অবস্থাতেই যাহা অনুকূল, এমন যে সন্তোষ-সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিজনিত সুখের তুলনাতে অনুত্তম (যদিও কৈবল্যের তুলনায় তাহা দুঃখই, কারণ, তাহাও এক প্রকার প্রত্যয়, অতএব পরিণামশীল। অশান্ত অবস্থা দুঃখময়, তাই তাহা আমাদের অভীষ্ট নহে, কৈবল্য বা শান্তি দুঃখশূন্য বলিয়া আমাদের পরম অভীষ্ট। কৈবল্য বা শান্তি যখন সিদ্ধ হইতে থাকে তখন সেই অভীষ্টসিদ্ধি-জনিত যে নিবৃত্তি-সুখ হয়, তাহারই নাম শান্তিসুখ। শান্তির সহিত সেই সুখও বর্দ্ধিত হয়, অতএব পরমাশান্তির অব্যবহিত পূর্বাবস্থা চৈত্তিক সুখের বা সুখানন্দের পরা কাষ্ঠা। কিন্তু চিত্ত পরিণামশীল বলিয়া যোগীরা কৈবল্যের জন্য তাহাও ত্যাগ করেন। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ শান্তি হয়, তখন তাহা চৈত্তিক সুখ-দুঃখের অতীত সুতরাং সুখানন্দেরও অতীত অবস্থা)।

১৯। প্রত্যয় ইতি। প্রত্যয়ে—রক্তদ্বিষ্টাদিচিত্তমাত্রে সংযমাৎ, পরচিত্তমাত্রস্য জ্ঞানম্।

২০। রক্তমিতি। সুগমম্।

২১। কায়রূপ ইতি। গ্রাহ্যা—গ্রহণযোগ্যা শক্তিঃ তাং প্রতিবধ্নাতি—স্তম্ভাতি। চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগে—চক্ষুর্গতপ্রকাশনশক্ত্যা সহ অসংযোগে অন্তর্দ্ধানম্—অদৃশ্যতা।

২২। আয়ুরিতি। আয়ুর্বিপাকম্—আয়ূরূপো বিপাকো যস্য তৎ কর্ম দ্বিবিধম্। সোপক্রমঃ—ফলোপক্রমযুক্তম্; দৃষ্টান্তমাহ। যথা আর্দ্রং বস্ত্রং বিতানিতং অল্পেন কালেন শুষ্যেৎ—অনুকূলাবস্থাপ্রাপ্তৌ শুষ্কতারূপং ফলমচিরেণ আরব্ধং ভবেৎ তথা যৎ কর্ম বিপাকোন্মুখং তদেব সোপক্রমং তদ্বিপরীতং নিরুপক্রমম্। দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা চাগ্নিরিতি। কক্ষে—তৃণগুচ্ছে, মুক্তঃ—ন্যস্তঃ, ক্ষেপীয়সা কালেন—অচিরেণ। তৃণরাশৌ—আর্দ্রে তৃণরাশৌ। একভবিকম্—অব্যবহিতপূর্বজন্মনি সঞ্চিতম্। আয়ুষ্করম্—আয়ূরূপবিপাককরম্। অরিষ্টেভ্য ইতি। ঘোষঃ—শব্দম্। পিহিতকর্ণঃ—অঙ্গুল্যাদিনা রুদ্ধকর্ণঃ। নেত্রে অবষ্টব্ধে—অঙ্গুল্যাদিনা সম্পীড়িতে নেত্রে। অপরান্তঃ—মৃত্যুঃ।

২৩। মৈত্রীতি, স্পষ্টম্। ভাবনাত ইতি। মৈত্র্যাদিভাবনাতঃ—তত্তদ্ধ্যেয়স্বরূপশূন্যমিব তত্তদ্ভাবনির্ভাসঃ ধ্যানং যদা ভবেৎ তদা তত্র সমাধিঃ। স এব তত্র সংযমঃ। ততো মৈত্র্যাদিবলানি অবন্ধ্যবীর্যাণি—যথার্থবীর্যাণি জায়ন্তে অতোঽপি অমৈত্র্যাদীনি নোৎপদ্যন্তে শত্রবোঽপি মিত্রাদিভাবেন চ যোগী বিশ্বস্যতে।

১৯। প্রত্যয়ে অর্থাৎ রাগ বা দ্বেষ-যুক্ত চিত্তমাত্রে, সংযম হইতে পরচিত্তের জ্ঞান হয়।

২০। 'রক্তমিতি'। ভাষ্য সুগম।

২১। গ্রাহ্য অর্থে গৃহীত বা দৃষ্ট হইবার যোগ্য যে শক্তি বা গুণ, তাহাকে প্রতিবন্ধ বা স্তম্ভিত করে। চক্ষুর প্রকাশের অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ চক্ষুঃস্থিত প্রকাশনশক্তির সহিত অসংযোগে, অন্তর্দ্ধান বা অদৃশ্যতা সিদ্ধ হয়।

২২। আয়ুর্বিপাক অর্থাৎ আয়ুরূপ বিপাক যাহার, তদ্রূপ কর্ম দ্বিবিধ। সোপক্রম বা যাহা ফলীভূত হইবার উপক্রমযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে অল্পকালেই শুকায় অর্থাৎ অনুকূলাবস্থা প্রাপ্ত হইলে শুষ্কতারূপ ফল অচিরেই ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ যে কর্ম বিপাকোন্মুখ তাহাই সোপক্রম। যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহা বিলম্বে ফলীভূত হইবে, তাহা নিরুপক্রম। অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। কক্ষে—তৃণগুচ্ছে। মুক্ত—বিন্যস্ত। ক্ষেপীয়কালে—অল্পকালে। তৃণরাশিতে—আর্দ্র তৃণরাশিতে। একভবিক—অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মে সঞ্চিত। আয়ুষ্কর—আয়ুরূপ বিপাককর। ঘোষ—শব্দ। পিহিতকর্ণ অর্থাৎ অঙ্গুলী আদির দ্বারা রুদ্ধকর্ণ যাহার। অবষ্টব্ধনেত্র হইলে বা অঙ্গুলি আদির দ্বারা নেত্র পীড়িত হইলে (টিপিলে)। অপরান্ত—মৃত্যু (আয়ুর এক অন্ত জন্ম, অপর অন্ত মৃত্যু)।

২৩। মৈত্রী মুদিতা আদির ভাবনা হইতে সেই সেই ভাবে স্বরূপশূন্যের ন্যায় সেই ধ্যেয়ভাবমাত্র-নির্ভাসক ধ্যান যখন হয়, তখন তাহাতে সমাধি হয়। তাহাই তাহাতে সংযম। তাহা হইতে মৈত্রী আদি বল অবন্ধ্যবীর্য্য বা যথার্থবীর্য্য (অবাধ) হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে নিজের চিত্তে আর কখনও অমৈত্রী

২৪। হস্তিবল ইতি। সুগমম্।

২৫। জ্যোতিষ্মতীতি। আলোকঃ—প্রসাদঃ প্রকাশভাবঃ, যেন সর্বেন্দ্রিয়শক্তয়ো গোলকনিরপেক্ষা বিষয়গতা ইব ভূত্বা বিষয়ং গৃহ্ণন্তি।

২৬। তদিতি। তৎপ্রস্তারঃ—ভুবনবিন্যাসঃ। অবীচেঃ প্রভৃতি—অবীচিঃ নিম্নতমো নিরয়ঃ, তত ঊর্দ্ধমিত্যর্থঃ। তৃতীয়ো মাহেন্দ্রলোকঃ স্বর্লোকেষু প্রথমঃ। তস্যেতি। ঘনঃ—সংহতঃ পার্থিবধাতুঃ। স্বকর্মোপার্জিতং দুঃখবেদনং যেষামস্তি তে, দীর্ঘম্ আয়ুঃ আক্ষিপ্য—সংগৃহ্য। কুরণ্টকং—স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষঃ। ত্রিশতসহস্রাণি—ত্রিশৎসহস্রযোজনবিস্তারাঃ। বালাবৎসীমানো দেশা তত্রাশ্বনামকাঃ। তদর্দ্ধেন ব্যূঢঃ—পঞ্চাশদ্‌যোজনসহস্রেণ সুমেরুং সংবেষ্ট্য স্থিতম্। সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানং—সুসন্নিবিষ্টম্, অণ্ডমধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যূঢম্—অসঙ্কীর্ণভাবেন স্থিতম্। সর্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ—দেবাঃস্বর্গা দেবত্বং প্রাপ্তা মনুষ্যাঃ প্রতিবসন্তীতি অতো দ্বীপাঃ পরলোকবিশেষা ন চ ত ইহলোক ইত্যবগন্তব্যম্ অস্মিন্ অপুণ্যাত্মনামপি বাসদর্শনাৎ। দেবনিকায়াঃ—দেবযোনয়ঃ। বৃন্দারকাঃ—পূজ্যাঃ।

কামভোগিনঃ—কাম্যবিষয়ভোগিনঃ। ঔপপাদিকদেহাঃ—পিতরৌ বিনা এষাং দেহোৎপত্তির্ভবতি। মনঃসংস্কারেণ সূক্ষ্মাণ্ ভৌতিকং গৃহীত্বা তে শরীরম্ উৎপাদয়ন্তি। ভূতেন্দ্রিয়-

---

আদি উৎপন্ন হয় না এবং বিপ্রলিপ্তাদের দ্বারা যোগী অপরেরও বিশ্বাস্য হন, অর্থাৎ সকলে তাঁহাকে মিত্র মনে করিয়া বিশ্বাস করে।

২৪। 'হস্তিবল ইতি'। ভাষ্য সুগম।

২৫। আলোক অর্থে জ্ঞানের প্রসাদ প্রকাশভাব, যদ্দ্বারা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের অধিষ্ঠানভূত (দৈহিক অধিষ্ঠানস্বরূপ) গোলক-নিরপেক্ষ হইয়া, যেন জ্ঞেয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিষয় গ্রহণ করে।

২৬। তাহার প্রস্তার অর্থাৎ ভুবনের বিন্যাস বা বিবৃতি (যেরূপে ভুবন বিবৃত হইয়া আছে) অবীচি হইতে অর্থাৎ অবীচি বা নিম্নতম যে নিরয়লোক তাহার, ঊর্দ্ধে। তৃতীয় মাহেন্দ্রলোক, তাহা স্বর্লোকের মধ্যে প্রথম। ঘন বা সংহত পার্থিব ধাতু। স্বকর্ম্মের দ্বারা উপার্জিত দুঃখভোগ যাহাদের হয়, তাদৃশ প্রাণীরা দীর্ঘ আয়ু আক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ স্বকর্ম্মের দ্বারা লাভ করিয়া তথায় থাকে। কুরণ্টক——স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। ত্রিশতসহস্র আয়াম অর্থাৎ ত্রিশহস্র যোজন যাহাদের বিস্তৃতি। মাল্যবৎ পর্য্যন্ত যাহার সীমা এরূপ দেশসকল, যাহাদের নাম ভদ্রাশ্ব। তাহার অর্দ্ধেকের দ্বারা ব্যূহিত অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র যোজন বিস্তারযুক্ত ও সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া স্থিত। সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থান বা সুসন্নিবিষ্ট। অণ্ডমধ্যে বা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যূঢ় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে যথাযথভাবে স্থিত। সর্ব্বদ্বীপে বা দেশে পুণ্যাত্মা দেব-মনুষ্যসকল অর্থাৎ দেব (=দেবযোনি) এবং স্বর্গগত মনুষ্যসকল বাস করে, অতএব দ্বীপসকল সূক্ষ্ম পরলোকবিশেষ, ইহারা যে স্থূল নরলোক নহে তাহা বুঝিতে হইবে, কারণ, এই নরলোকে অপুণ্যবানেরাও বাস করে দেখা যায়। দেবনিকায় অর্থে দেবযোনিবিশেষ, দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য নহে (নিকায় অর্থে সমূহ)। বৃন্দারক অর্থে পূজ্য।

কামভোগীরা অর্থাৎ কাম্যবিষয়ভোগীরা। ঔপপাদিকদেহ অর্থাৎ পিতামাতা ব্যতীত ইহাদের দেহোৎপত্তি হয়, তাহারা মনঃসংস্কারের বা স্বকর্ম্মের সংস্কারের দ্বারা সূক্ষ্ম ভৌতিক

প্রকৃতিবশিনঃ—ভূতেন্দ্রিয়তন্মাত্রবশিনঃ। ধ্যানাহারাঃ—ধ্যানমাত্রোপজীবিনো ন কামভোগিনঃ। ঊর্ধ্বং সত্যলোকস্যোতার্থঃ জ্ঞানমেষাম্ অপ্রতিহতম্, অধরভূমিষু—নিম্নস্থজনাদিলোকেষু। অকৃতভবননাসাঃ অপ্রতিষ্ঠাঃ—নিরাধারাঃ দেহাভিমানাতিক্রমণাৎ। বিদেহপ্রকৃতিলয়া নির্বীজসমাধিগমান্ন লোকমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। চিত্তং তেষাং তাবৎকালং প্রধানে লীনং তিষ্ঠতি অতো ন বাহ্যসংজ্ঞা তেষাং স্যাৎ। সূর্যদ্বারে—সুষুম্নাদ্বারে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বারে। উক্তঞ্চ "তালুমূলে চ চন্দ্রমা" ইতি। চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু সংযমাৎ ইন্দ্রিয়োৎকর্ষস্তত আলোকিতবস্তুজ্ঞানম্। ন চ সূর্যদ্বারবৎ আলোকেন বিজ্ঞানম্।

২৮। ধ্রুবে—কস্মিংশ্চিন্নিশ্চলতারকে। ঊর্ধ্ববিমানেষু—আকাশে জ্যোতিষ্কবাহনে বা।

২৯। কায়ব্যূহঃ—কায়ধাতূনাং বিন্যাসঃ।

৩০। তন্তুঃ—ধ্বন্যুৎপাদকং কণ্ঠাগ্রস্থং বিতানিততন্তুরূপং বাগিন্দ্রিয়যন্ত্রম্। কণ্ঠঃ—শ্বাসনাড্যা ঊর্ধ্বভাগঃ, কূপস্তদধঃ।

৩১। স্থিরপদঃ—কায়স্থৈর্যজনিতং চিত্তস্থৈর্যং জ্ঞানরূপসিদ্ধীনামন্তর্গতত্বাৎ। যথা সর্পো গোধা বা স্বাপূর্নিশ্চলশরীরঃ স্বেচ্ছয়া তিষ্ঠতি তথা যোগী অপি নিশ্চলস্তিষ্ঠন্ অপ্রযত্নসহভাবিনা চিত্তস্থৈর্যেণ নাভিভূয়ত ইত্যর্থঃ।

উপাদান গ্রহণপূর্বক নিজ শরীর উৎপাদন করে। ভূতেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশী অর্থে ভূতেন্দ্রিয় এবং তাহাদের কারণ তন্মাত্র যাঁহাদের বশীভূত। ধ্যানাহারী অর্থে ধ্যানমাত্রই যাঁহাদের উপজীবিকা, অতএব যাঁহারা কামাদিবিষয়ভোগী নহেন। ঊর্ধ্ব অর্থে সত্যলোক, তথাকার জ্ঞান ইঁহাদের (তপোলোকবাসীদের) অপ্রতিহত এবং অধরভূমিতে বা নিম্নস্থ জন-আদি লোকেও তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত। অকৃতভবননাস বা ভবনশূন্য ও অপ্রতিষ্ঠ বা ভৌতিক আধার-শূন্য, কারণ, তাঁহারা স্থূল দেহাভিমান (যাহার জন্য স্থূল আধার বা থাকার স্থান আবশ্যক) অতিক্রম করিয়াছেন। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেরা নির্বীজ সমাধি অধিগম করেন বলিয়া তাঁহারা এই সকল লোকমধ্যে অবস্থিত নহেন, তাঁহাদের চিত্ত তাবৎকাল অর্থাৎ যাবৎ তাঁহারা বিদেহ-প্রকৃতিলীন অবস্থায় থাকেন ততকাল, প্রধানে লীন হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহাদের বাহ্য সংজ্ঞা বা বিষয়সম্পর্ক থাকে না। সূর্যদ্বারে—সুষুম্নাদ্বারে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বারে। উক্ত হইয়াছে যথা 'তালুমূলে চন্দ্রমা বা চন্দ্রদ্বার' (ক্ষেত্রাগমঃ)। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে অংশে তাহাদের মূল তথায়, সংযম হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হয়। তদ্দ্বারা (বাহ্য আলোকে) আলোকিত বস্তুর জ্ঞান হয়। সূর্যদ্বারের সাহায্যে জ্ঞানের ন্যায় তাহা আলোক-বিজ্ঞান নহে বা নিজেরই আলোকে জানা নহে।

২৮। ধ্রুবে অর্থাৎ কোনও নিশ্চল তারকায়। ঊর্ধ্ব বিমানে—শূন্যে বা জ্যোতিষ্ক-তারকাদির বাহনে (সংযম করিয়া তাহাদের গতিবিধি জানিবে)।

২৯। কায়ব্যূহ—কায়ধাতুর বিন্যাস বা দৈহিক উপাদানের সংস্থান।

৩০। তন্তু—ধ্বনি-উৎপাদক ও কণ্ঠের অগ্রে স্থিত, বিস্তৃত তন্তুর ন্যায় বাগিন্দ্রিয়ের যন্ত্র। কণ্ঠ অর্থে শ্বাসনাড়ীর ঊর্ধ্ব ভাগ, তাহার নিম্নে কণ্ঠকূপ।

৩১। স্থিরপদ অর্থাৎ কায়স্থৈর্যজনিত চিত্তের স্থৈর্য, কারণ, ইহারা জ্ঞানরূপা সিদ্ধির অন্তর্গত (অতএব চৈত্তিক সিদ্ধিই ইহার প্রধান লক্ষণ হইবে)। যেমন সর্প বা গোধা

৩২। শিরঃকপালে অন্তশ্ছিদ্রম্—আকাশবদনাবরণং, প্রভাস্বরং—শুভ্রং জ্যোতিঃ। সিদ্ধাঃ—দেবযোনিবিশেষাঃ।

৩৩। প্রাতিভং—অপ্রতিভোত্থং নান্যতো লব্ধমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিবেকজসার্বজ্ঞ্যস্য পূর্বরূপং, যথা সূর্যোদয়াৎ প্রাক্ সূর্যস্য প্রভা।

৩৪। যদিতি। অস্মিন্ হৃদয়ে ব্রহ্মপুরে যদ্ দহরম্ অন্তঃছিদ্রং ক্ষুদ্রং পুণ্ডরীকং, ব্রহ্মণো যদ্ বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানং—চিত্তম্। তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তস্য সংবিদ্—জ্ঞানকরং জ্ঞানম্। ন হি বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং সাক্ষাদ্ গ্রাহ্যং ভবেৎ তর্হি গ্রহণস্মৃতের্যদবস্থায়াং প্রাধান্যং সৈব চিত্তসংবিৎ।

৩৫। বুদ্ধিসত্ত্বমিতি। বুদ্ধিসত্ত্বং—বিশুদ্ধা জ্ঞানশক্তিরিত্যর্থঃ। প্রখ্যাশীলং—প্রকাশন-স্বভাবকং, সা চ প্রখ্যা বিক্ষেপাবরণাভ্যাং বিযুক্তা নোৎকর্ষমাপদ্যতে। সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে—সমানং সত্ত্বোপনিবন্ধনম্—অবিনাভাবিসত্ত্বং যয়োস্তে, তে অবিনাভাবিনী রজস্তমসী বশীকৃত্য অভিভূয় চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তং, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন—বিবেকখ্যাতিরূপেণ পরিণতং ভবতি চিত্তসত্ত্বমিতি শেষঃ। পরিণামিনো বিবেকচিত্তাৎ অপরিণামী চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ অত্যন্ত-

---

(গো-সাপ) যেরূপ শরীরকে কাপুর ন্যায় (খুঁটির মত) নিশ্চল করিয়া থাকে, তদ্রূপ যোগীও স্ব-শরীরকে নিশ্চল করিয়া থাকেন চাঞ্চল্যের সহভাবী চিত্তের যে অস্থৈর্য, তদ্দ্বারা অভিভূত হন না।

৩২। শিরঃকপালে বা মস্তকে (খুলির মধ্যে) যে অন্তশ্ছিদ্র বা আকাশের ন্যায় অনাবরণ উজ্জ্বল ও শুভ্র জ্যোতি, তথায় সংযম করিলে সিদ্ধ অর্থাৎ দেবযোনি-(যোগসিদ্ধ নহেন) বিশেষদের দর্শন হয়।

৩৩। প্রাতিভ অর্থে অপ্রতিভোত্থ অর্থাৎ অন্যের নিকট হইতে লব্ধ নহে। তাহা বিবেকজ-সার্বজ্ঞ্যের পূর্বরূপ, যেমন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের প্রভা দেখা দেয়, তদ্রূপ।

৩৪। এই হৃদয়রূপ ব্রহ্মপুরে যে দহর অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, ক্ষুদ্র, পুণ্ডরীক বা পদ্মের ন্যায়, ব্রহ্মের বেশ্ম বা আবাস আছে (আমিত্ববোধের অধিষ্ঠান-স্বরূপ) তাহাই বিজ্ঞানের বা চিত্তের নিলয়। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তের সংবিৎ হয় বা চিত্তসম্বন্ধীয় আনন্দ-যুক্ত অন্তর্বোধ হয়।

এক বিজ্ঞানের দ্বারা অন্য বিজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, তজ্জন্য গ্রহণ-স্মৃতির যে অবস্থায় প্রাধান্য তাহাই চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের জ্ঞাতৃরূপ আমিত্ববোধ, যাহা পূর্বে অনুভূত কিন্তু বর্তমানে স্মৃতিভূত, সেই প্রকাশবহুল গ্রহণস্মৃতির প্রবাহই চিত্তসংবিৎ।

৩৫। বুদ্ধিসত্ত্ব বা বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি (জ্ঞানের মূল জাননশক্তি) প্রখ্যাশীল অর্থাৎ প্রকাশন-স্বভাবযুক্ত। সেই প্রকাশরূপ প্রখ্যা, রাজসিক বিক্ষেপ বা অস্থৈর্য এবং তামসিক আবরণমলের সহিত সংযুক্ত থাকিলে, বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। সমানসত্ত্বোপনিবন্ধন অর্থাৎ সমান বা একইরূপ সত্ত্বোপনিবন্ধন বা সত্ত্বের সহিত অবিনাভাবী সঙ্গ যাহাদের, সেই (সত্ত্বের) অবিনাভাবী রজঃ ও তমকে বশীভূত বা অভিভূত করিয়া চিত্তসত্ত্ব যখন চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতারূপ প্রত্যয়ে বা বিবেকখ্যাতিরূপে পরিণত হয়। পরিণামী বিবেকরূপ প্রত্যয় হইতে অপরিণামী চিতিমাত্ররূপ পুরুষ অত্যন্ত বিরুদ্ধ

বিবর্জ্য। ইত্যেতয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ—অত্যন্তবিভিন্নয়োঃ যঃ প্রত্যয়াবিশেষঃ অভিন্নতা-প্রত্যয়ঃ, বিজ্ঞাতাহমিত্যেকপ্রত্যয়ান্তর্গততা, স ভোগঃ পুরুষস্য ভোক্তুঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাদেব পুরুষে'য়ং ভোগোপচার ইত্যর্থঃ। ভোগরূপঃ প্রত্যয়ঃ পরার্থত্বাদ্ ভোক্ত্রর্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ। যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপঃ অন্যঃ দ্রষ্টা, তদ্বিষয়ঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ—পুরুষস্বভাব-খ্যাতিমতী চিত্তবৃত্তিঃ, তত্র সংযমাৎ—তন্মাত্রে সমাধানাৎ পুরুষবিষয়া চরমা প্রজ্ঞা জায়তে।

ন চ দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ সাক্ষাদ্বিষয়ঃ স্যাদ্ রূপরসাদিবৎ, কিন্তু আত্মবুদ্ধিং সাক্ষাৎকৃত্য ততো'ন্য এবং স্বভাবঃ পুরুষ ইত্যেবং পুরুষস্বভাববিষয়া চরমা প্রজ্ঞা বিজ্ঞাত্রা তদবস্থায়াং প্রকাশ্যতে। অতোক্তং শ্রুতৌ বিজ্ঞাতারমিত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি, যস্য স্বভূতঃ অর্থঃ অস্তি স চ স্বার্থঃ স্বামী স্বরূপঃ পুরুষঃ। পুরুষাকারত্বাদ্ গ্রহীত্রাপি স্বার্থ ইব প্রতীয়তে। তাদৃশঃ স্বার্থো গ্রহীতা হি সংযমস্য বিষয়ঃ। গ্রহীতৃবুদ্ধিরপি যস্য স্বভূতা স হি সম্যক্ স্বার্থঃ স্বামী দ্রষ্টৃপুরুষঃ।

৩৬। প্রাতিভাদিতি। শ্রাবণাদ্যা যোগিজনপ্রসিদ্ধা আখ্যাঃ। ভাষ্যেণ নিগদ-ব্যাখ্যাতম্। এতাঃ সিদ্ধয়ো নিত্যঃ—ভূমিবিনিয়োগমন্তরেণাপীত্যর্থঃ প্রাদুর্ভবন্তি।

ধর্মযুক্ত, অতএব অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত বিভিন্ন ঐ বুদ্ধি ও পুরুষের যে অবিশেষ প্রত্যয় বা অভিন্ন জ্ঞান, যাহার ফলে 'আমি জ্ঞাতা' এই একই প্রত্যয়ে উভয়ের অন্তর্গততা হয়, তাহাই ভোক্তা পুরুষের ভোগ। দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু অর্থাৎ পুরুষের নিকট বুদ্ধির দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়সকল দর্শিত হয় বলিয়া অর্থাৎ ঐরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া, পুরুষে ভোগের এই উপচার বা আরোপ হয়। ভোগরূপ প্রত্যয় পরার্থ বলিয়া বা তাহা ভোক্তার অর্থ বলিয়া, তাহা দৃশ্য। যাহা সেই দৃশ্য হইতে পৃথক্, চিতিমাত্ররূপ, ভিন্ন এবং দ্রষ্টা, তদ্বিষয়ক যে পৌরুষেয় প্রত্যয় অর্থাৎ পুরুষের স্বভাবসম্বন্ধীয় খ্যাতিযুক্ত যে চিত্তবৃত্তি, তাহাতে সংযম করিলে অর্থাৎ কেবল ঐ খ্যাতিমাত্রে চিত্তসমাধান হইতে, পুরুষ-বিষয়ক চরমপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

দ্রষ্টা রূপরসাদির ন্যায় বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয় নহেন, কিন্তু অস্মীতিবুদ্ধি সাক্ষাৎ করিয়া তাহা হইতে পৃথক্, 'এই এই স্বভাবযুক্ত পুরুষ আছেন' পুরুষের স্বভাব-বিষয়ক যে ইত্যাকার চরম প্রজ্ঞা তাহা বিজ্ঞাতার বা দ্রষ্টার দ্বারা সেই অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে অর্থাৎ দ্রষ্টা যে বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয় নহেন তৎসম্বন্ধে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?' ইহাতে এই বলা হইল যে, যাঁহার স্বভূত বা নিজস্ব অর্থ আছে, তিনিই স্বার্থ (অর্থযুক্ত), স্বামী এবং স্বরূপ পুরুষ। বুদ্ধি পুরুষাকারা বলিয়া বা 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপে জ্ঞাতৃত্বের সহিত একাকার প্রত্যয়াত্মক বলিয়া, গ্রহীতাও (বুদ্ধিও) স্বার্থের মত প্রতীত হয়, তাদৃশ যে স্বার্থ গ্রহীতা (বা গ্রহীতৃবুদ্ধি) তাহাই এই সংযমের বিষয়। এই গ্রহীতৃরূপ বুদ্ধিও যাঁহার স্ব-ভূত বা যাঁহার দ্বারা উপদৃষ্ট, তিনিই প্রকৃত স্বার্থ এবং তিনিই স্বামী বা দ্রষ্টা-পুরুষ।

৩৬। শ্রাবণাদি অর্থাৎ দিব্য শব্দ-শ্রবণাদি সিদ্ধি, এই নামসকল যোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহা সব ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সিদ্ধিসকল নিত্যই অর্থাৎ তজ্জন্য চিত্তের বিশেষভূমিতে পৃথক্ সংযম না করিলেও তখন স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

৩৭। ত ইতি। তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ—সমাহিতচেতসো যৎ পুরুষদর্শনং তস্য প্রত্যনীকত্বাৎ—প্রতিপক্ষত্বাৎ।

৩৮। লোলীতি। জ্ঞানরূপাঃ সিদ্ধীঃ উক্ত্বা ক্রিয়ারূপা আহ। লোলীভূতস্য—চঞ্চলস্য যত্রকুত্রচগামিনো মনসঃ কর্ম্মাশয়বশাৎ—মনসঃ স্বাশ্রয়ভূতাৎ সংস্কারাৎ শরীরধারণাদিকার্য্যাৎ মনসো বশাত্। তৎকর্ম্মণঃ শান্তত্বাৎ শরীরে চিত্তস্য বন্ধঃ—প্রতিষ্ঠা নান্যত্র গতিঃ। সমাধিনা সুনিশ্চলে শরীরে রুদ্ধে চ প্রাণাদৌ শরীরধারণাদেঃ কর্ম্মাশয়মূলায়া মনঃক্রিয়ায়া অভাবাৎ শৈথিল্যং জায়তে শরীরেণ সহ মনসো বন্ধস্য। প্রচারসংবেদনং—নাড়ীমার্গেষু চেতসো যঃ প্রচারঃ, তস্য সাক্ষাদনুভবঃ সমাধিবলাদেব ভবতি। পরশরীরে নিক্ষিপ্তং চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি অনুগচ্ছন্তি, মক্ষিকা ইব মধুকরপ্রধানম্।

৩৯। সমস্ত ইতি। ঊর্দ্ধস্রোত উদানঃ। তস্য ঊর্দ্ধগশাখারূপস্য সংযমেন জয়াৎ লঘু ভবতি শরীরং ততো জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ—কণ্টকাদ্যুপরিস্থতূলাদিবৎ। উৎক্রান্তিঃ—স্বেচ্ছয়া অর্চিরাদিমার্গেষু উৎক্রান্তির্ভবতি প্রয়াণকালে। এবং তাম্ উৎক্রান্তিং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে—লভত ইত্যর্থঃ।

৪০। জিতেতি। সমানঃ—সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তিঃ। সঃ অশিতপীতাঘ্রাতম্ আহার্য্যং শরীরত্বেন পরিণময়তি। উক্তঞ্চ 'সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ' ইতি। তজ্জয়াৎ তেজসঃ—ঊষ্মণ উপধ্মানম্—উত্তেজনম্ উদ্দীপনম্, ততশ্চ প্রজ্বলন্নিব লক্ষ্যতে যোগী।

৩৭। সেই দর্শনের প্রত্যনীক বলিয়া অর্থাৎ সমাহিত চিত্তের যে পুরুষ-দর্শন তাহার প্রত্যনীকত্বহেতু বা বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধিসকল উপসর্গ স্বরূপ।

৩৮। জ্ঞানরূপ সিদ্ধিসকল বলিয়া ক্রিয়ারূপ সিদ্ধিসকল বলিতেছেন। লোলীভূত অর্থাৎ চঞ্চল বা ইতস্ততোবিচরণশীল মনের কর্ম্মাশয়বশতঃ অর্থাৎ মনের নিজের অঙ্গভূত সংস্কার হইতে যে শরীরধারণাদি কর্ম্ম ঘটে তাহাই মনের কর্ম্মাশয়বশীভূতত্ব, সেইরূপ কর্ম্মের নিরবচ্ছিন্নতাহেতু শরীরে মনের বন্ধ বা প্রতিষ্ঠা হয় তাহার অন্য কোথাও (শরীরের বাহিরে) গতি থাকে না, অর্থাৎ দেহাত্মবোধে ও দেহের চালনে মন পর্য্যবসিত থাকে। সমাধির দ্বারা শরীর সুনিশ্চল হইলে এবং প্রাণাদির ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে, শরীরধারণ আদি কর্ম্মাশয়মূলক মানস ক্রিয়ার অভাবে শরীরের সহিত মনের বন্ধনের শৈথিল্য হয়। প্রচারসংবেদন অর্থে নাড়ীপথে চিত্তের যে প্রচার বা সঞ্চার হয়, সমাধিবলের দ্বারাই (তদুৎকর্ষের ফলে) তাহার সাক্ষাৎ অনুভব হয়। পরশরীরে নিক্ষিপ্ত বা সমাবিষ্ট চিত্তকে ইন্দ্রিয়সকল অনুগমন করে অর্থাৎ সেখানেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয়, যেমন, মক্ষিকা মধুকর-প্রধানকে অনুসরণ করে।

৩৯। যাহা ঊর্দ্ধস্রোত বোধ (দেহ হইতে মস্তিষ্কের অভিমুখে প্রবহমাণ) তাহা উদান। সংযমের দ্বারা সেই ঊর্দ্ধগামিনী শাখারূপ বোধের জয় হইতে অর্থাৎ তাহা আয়ত্তীকৃত হইলে শরীর লঘু হয় তাহার ফলে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিতে অসঙ্গ হয় অর্থাৎ কণ্টকাদির উপরিস্থ তূলা আদির ন্যায় লঘুত্ববশত উহাদের সহিত সঙ্গ হয় না।

উৎক্রান্তি অর্থে মৃত্যুকালে স্বেচ্ছায় যে অর্চিরাদিমার্গে উৎক্রান্তি বা ঊর্দ্ধগতি হয়, এইরূপে তাদৃশ উৎক্রান্তি যোগীর বশীকৃত হয় অর্থাৎ ঐরূপ বিভূতি লাভ হয়।

৪০। সমান অর্থে সমনয়নকারিণী প্রাণশক্তি। তাহা ভুক্ত, পীত ও আঘ্রাত আহার্য্যকে শরীররূপে পরিণামিত করে। যথা উক্ত হইয়াছে, 'সমান-নামক মারুত

৪১। সর্ব্বেতি। সর্বশ্রোত্রাণাম্ আকাশঃ—শব্দগুণকং নিরাবরণং বাহ্যদ্রব্যং প্রতিষ্ঠা—কর্ণে ছিদ্রশক্তিরূপেণ পরিণতস্য অস্মিতয়া ব্যূহিতম্ আকাশভূতমেব শ্রোত্রং তস্মাদাকাশ-প্রতিষ্ঠং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্। সর্বশব্দানামপি আকাশং প্রতিষ্ঠা। এতৎ পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রেণ প্রমাণয়তি, তুল্যেতি। তুল্যদেশশ্রবণানাং—তুল্যদেশে আকাশে প্রতিষ্ঠিতানি শ্রবণানি যেষাং তাদৃশাং সর্বেষাং প্রাণিনাম্, একদেশশ্রুতিত্বম্—আকাশস্য একদেশাবচ্ছিন্নশ্রুতিত্বং ভবতীতি। আকাশপ্রতিষ্ঠকর্ণেন্দ্রিয়াণাং সর্বেষাং কর্ণেন্দ্রিয়ম্ আকাশৈকদেশবর্তীত্যর্থঃ। তদেতদাকাশস্য লিঙ্গং—স্বরূপম্ অনাবরণম্—অবাধ্যমানতা অবকাশপ্রদত্বম্ ইতি যাবদ্ উক্তম্। তথা অমূর্তস্য—অসংহতস্য অনাবরণদর্শনাৎ—সর্বত্রাবস্থানাব্যাঘাতদর্শনাদ্ বিভুত্বম্—সর্বগতত্বমপি আকাশস্য প্রখ্যাতম্। মূর্তস্যেতি পাঠঃ অসমীচীনঃ। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে—অভিমানাভিমেয়রূপে সংযমাৎ কর্ণোপাদানবশিত্বং ততশ্চ দিব্যশ্রুতিঃ—সূক্ষ্মাণাং দিব্যশব্দানাং গ্রহণসামর্থ্যম্। ন চ তন্মাত্রগ্রাহকত্বং দিব্যশ্রুতিত্বম্। দিব্যবিষয়স্যাপি সুখদুঃখমোহ-জনকত্বাৎ।

বা শক্তি আহার্য্য প্রাণকে শরীররূপে সমন্বয়ন করে'। তাহার জয় হইতে তেজের বা ছটার উপধ্মান অর্থাৎ উজ্জ্বল বা উত্তেজন হয়, তাহার ফলে যোগী প্রজ্বলিতের ন্যায় লক্ষিত হন।

৪১। সমস্ত শ্রোত্রের আকাশ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিরাবরণ বাহ্য দ্রব্য যে আকাশ তাহা সমস্ত শ্রোত্রের প্রতিষ্ঠা। কর্ণে ছিদ্রশক্তিরূপে পরিণত অস্মিতার দ্বারা ব্যূহিত বা বিশেষরূপে সংস্থিত আকাশভূতই শ্রোত্র (পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা শব্দগুণক আকাশ, তাহাই অস্মিতার দ্বারা শব্দগ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত) তজ্জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশপ্রতিষ্ঠ। সমস্ত শব্দেরও প্রতিষ্ঠা আকাশ অর্থাৎ তাহাতেই সংস্থিত। ইহা পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন।

তুল্যদেশ-শ্রবণযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ সকলের নিকটই সমানরূপে অবস্থিত বা গ্রাহ্য দেশ যে আকাশ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়সকল যাহাদের, তাদৃশ সমস্ত প্রাণীর, একদেশশ্রুতিত্ব বা আকাশের একদেশে অবচ্ছিন্ন শ্রুতিত্ব (শ্রবণেন্দ্রিয়) হয় অর্থাৎ (শব্দ-গুণক) আকাশপ্রতিষ্ঠ (শব্দগ্রাহক) কর্ণেন্দ্রিয়যুক্ত সমস্ত প্রাণীর কর্ণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিজ্ঞান বিভিন্ন হইলেও তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশরূপ এক সাধারণ ভূতকে আশ্রয় করিয়াই হয়।*
এই আকাশের লিঙ্গ বা স্বরূপ অনাবরণ বা অবাধ্যমানতা অর্থাৎ তাহা অন্য কিছুর দ্বারা বাধিত বা অবচ্ছিন্ন হয় না, অতএব তাহা অবকাশপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অমূর্ত্ত বা অসংহত (যাহা কঠিন বা জমাট নহে) দ্রব্যের অনাবরণত্ব দেখা যায় বলিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্রই অবস্থান-যোগ্যতা দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভুত্ব বা সর্ব্বগতত্ব খ্যাপিত হইল। ভাষ্যের 'মূর্ত্তস্য' এই পাঠান্তর অসমীচীন।

শ্রোত্রাকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে অর্থাৎ তাহাদের অভিমান-অভিমেয়রূপ সম্বন্ধে (শ্রোত্র গ্রহণরূপ অভিমান, আকাশ = গ্রাহ্যরূপ অভিমেয়) সংযম হইতে কর্ণের যে উপাদান তাহার বশিত্ব হয় এবং তৎফলে দিব্যশ্রুতি হয় বা সূক্ষ্ম দিব্য শব্দসকলের গ্রহণযোগ্যতা হয়। শব্দ-তন্মাত্রের গ্রাহকত্ব (শ্রবণজ্ঞান) দিব্যশ্রুতিত্ব নহে, কারণ, দিব্য বিষয়েরও সুখ-দুঃখ-মোহ-জনকত্ব দেখা যায় (অবিশেষ তন্মাত্রজ্ঞানে তাহা থাকে না)।

* শ্রবণশক্তি অস্মিতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কর্ণে ছিদ্ররূপ যে বাহ্য অধিষ্ঠান তাহা শব্দগুণক সর্ব্বসাধারণ আকাশভূতেরই ব্যূহবিশেষ এবং তাহাও অস্মিতার দ্বারাই ব্যূহিত হয়।

৪২। যত্রেতি। তেন—অবকাশদানেন কায়াকাশয়োঃ প্রাপ্তিঃ—ব্যাপনরূপঃ সম্বন্ধঃ। দেহব্যাপিনা অনাহতনাদধ্যানদ্বারেণ তৎসম্বন্ধে কৃতসংযমঃ শব্দগুণকাকাশবৎ অনাবরণশীলাভিমানঃ ততশ্চ লঘুত্বমপ্রতিহতগতিত্বঞ্চ। লঘুতুলাদিষু অপি সমাপত্তিং লব্ধ্বা লঘুর্ভবতীতি।

৪৩। শরীরাদিতি। শরীরাদ্ বহিরস্মীতি ভাবনা মনসো বহির্বৃত্তিঃ। তত্র শরীর ইব বহির্বস্তুনি অস্মিতাপ্রতিষ্ঠাভাবঃ, তাদৃশী বহির্বৃত্তিঃ কল্পিতা বা অকল্পিতা বা ভবতি। সমাধিবলাদ্ যদা শরীরং বিহায় মনো ধ্যায়মানে বহিরধিষ্ঠানে বৃত্তিং লভতে তদা অকল্পিতা বহির্বৃত্তির্মহাবিদেহাখ্যা। ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ—শারীরাভিমানাপগমনাৎ ক্লেশকর্মবিপাকা ইত্যেতৎ ত্রয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্য আবরণমলং ক্ষীয়তে।

৪৪। তত্রেতি। পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ঃ—পার্থিবাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ, আপ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয় ইত্যাদ্যাঃ। বিশেষাঃ—অশেষবৈচিত্র্যসম্পন্নানি ভৌতিকদ্রব্যাণীত্যর্থঃ, আকারকাঠিন্য-তারল্যাদিধর্মযুক্তাঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ। দ্বিতীয়মিতি। স্বসামান্যং—প্রাতিস্বিকম্। মূর্তিঃ—সংহতত্বম্। স্নেহঃ—তারল্যং, প্রণামী—বহনশীলত্বং [illegible] ইতি যাবৎ। সর্বতোগতিঃ—সর্বগতত্বং শব্দগুণস্য সর্বত্রৈকত্বাৎ। এষাং সামান্যানাং শব্দাদয়ঃ—পার্থিবাদি-শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা বিশেষাঃ।

৪২। তাহার দ্বারা অর্থাৎ অবকাশদানহেতু বা আকাশরূপ শব্দগুণক অবকাশ (শূন্য নহে) ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া, কায় ও আকাশের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ আছে (শরীর বলিলেই তাহা কোনও ফাঁক বা শব্দগুণক অবকাশ ব্যাপিয়া আছে বলিতে হইবে, অতএব উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ সম্বন্ধ আছে)। দেহব্যাপী অনাহত নাদের ধ্যানের দ্বারা সেই সম্বন্ধে সংযম করিলে শব্দগুণক আকাশবৎ অনাবরণস্বরূপ অভিমান হয় বা নিজেকে তদ্রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইতে লঘুত্ব বা অব্যাহতগতি সিদ্ধ হয়; লঘু-তূলা আদিতেও সমাপত্তি করিয়া যোগী লঘু হইতে পারেন। (শুধু সম্বন্ধরূপ মনঃকল্পিত পদার্থে সংযম হয় না, সংযমের বিষয় বাস্তব ভাব-পদার্থ হওয়া চাই। এখানে 'সম্বন্ধে সংযম' অর্থে দেহ যেন অনাবরণ বা ফাঁক এবং শব্দময় ক্রিয়ার ধারা-স্বরূপ—এইরূপ বোধ আশ্রয় করিয়া ধ্যানই কায়াকাশের সংযম। শব্দে যেমন দৈশিক ব্যাপ্তিবোধের অস্ফুটতা, এই সংযমেও তদ্রূপ হয়)।

৪৩। 'আমি শরীর হইতে বাহিরে আছি'—ইত্যাকার ভাবনা মনের বহির্বৃত্তি। শরীরে যেমন আমিত্বভাব আছে, তদ্রূপ এই সাধনে বহির্বস্তুতেও অস্মিতা-প্রতিষ্ঠার ভাব হয়, তাদৃশ বহির্বৃত্তি কল্পিত অথবা অকল্পিত হয়। সমাধিবলে শরীর বা শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া মন যখন ধ্যেয় বাহ্য অধিষ্ঠানে বৃত্তিলাভ করে তখন তাহা মহাবিদেহ নামক অকল্পিত বহির্বৃত্তি। তাহা হইতে বুদ্ধির প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়, কারণ তখন দেহাভিমান নষ্ট হয় এবং তাহাতে ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক-রূপ বুদ্ধিসত্ত্বের তিন আবরক মলও ক্ষীণ হয়।

৪৪। পৃথিব্যাদি ভূতের শব্দাদি অর্থাৎ পার্থিব বা সাধারণ কঠিন বস্তুর শব্দ-স্পর্শাদি গুণসকল এবং আপ্য বস্তুরও যে শব্দস্পর্শাদি, ইহারা সব বিশেষ অর্থাৎ অশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন সর্বপ্রকার ভৌতিক দ্রব্য, তাহারা বিশেষ বিশেষ আকার, কাঠিন্য, তারল্য আদি ধর্মযুক্ত এবং তাহারাই এখানে 'স্থূল' শব্দের দ্বারা পরিভাষিত। স্বসামান্য অর্থে যাহা প্রত্যেকের নিজস্ব। মূর্তি—সংহতত্ব (কঠিন জমাট ভাব)। স্নেহ—তারল্য।

তথেতি। তথা চোক্তং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ একজাতিসমন্বিতানাং—ভূতত্বজাতিসমন্বিতানাং যদ্বা মূর্ত্ত্যাদিজাতিসমন্বিতানাম্ এষাং পৃথিব্যাদীনাং ধর্ম্মমাত্রেণ—শব্দাদিনা ব্যাবৃত্তিঃ—বৈশিষ্ট্যং জাতিভেদস্তথা ষড়্জর্ষভাদিনা অবান্তরভেদশ্চ। অত্র সামান্যবিশেষসমুদায়ঃ—সামান্যং ধর্ম্মী, বিশেষো ধর্ম্মাস্তেষাং সমুদায়ো দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠঃ প্রকারদ্বয়েন স্থিতো হি সমূহঃ। প্রত্যস্তমিতভেদা অবয়বা যস্য সঃ, তাদৃশাবয়বস্য অনুগতঃ। শব্দেন উপাত্তঃ—খ্যাপ্যঃ জ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ ভেদো যেষামবয়বানাং তাদৃশাবয়বানুগতঃ। স পুনরিতি। যুতসিদ্ধাঃ—অন্তরালযুক্তা অবয়বা যস্য স যুতসিদ্ধাবয়বঃ। নিরন্তরালাবয়বঃ অযুতসিদ্ধাবয়বঃ। এতৎ মূর্ত্ত্যাদি ভূতানাং দ্বিতীয়রূপং যস্য তান্ত্রিকী পরিভাষা স্বরূপমিতি।

অথেতি। তৃতীয়ং সূক্ষ্মরূপং তন্মাত্রম্। তস্য একঃ অবয়বঃ পরমাণুঃ—পরমাণুর্ব্বা তন্মাত্রস্য একদেশোঽবয়বঃ। পরমসূক্ষ্মত্বাৎ পরমাণোরবয়বভেদো ন বিবেক্তব্যঃ, ততশ্চ যথা কালিকধারাক্রমেণ শব্দজ্ঞানং তন্মাত্রাণামপি তথা ক্ষণধারাক্রমেণ জ্ঞানম্। তচ্চ সামান্য-

---

প্রণামী—সঞ্চলনশীলতা বা গতি অস্থৈর্য্য। সর্ব্বতোগতি—সর্ব্বত্রই শব্দের অবকাশ-যোগ্যতা, কারণ, শব্দগুণ সর্ব্ববস্তুকে ভেদ করে (ভিতর দিয়া যাইতে পারে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিরাবরণ)। শব্দাদি অর্থাৎ প্রথমোক্ত পার্থিব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইহারা, মূর্ত্তি আদি সামান্য লক্ষণের বিশেষ বলিয়া কথিত হয়।

তথা উক্ত হইয়াছে পূর্ব্বাচার্য্যের দ্বারা—একজাতি-সমন্বিতদের অর্থাৎ স্থূলভূতরূপ এক জাতির অন্তর্গত অথবা মূর্ত্তি আদি জাতিযুক্ত এই পৃথিব্যাদির বা ক্ষিতিভূত আদির, ধর্ম্মমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ শব্দাদির দ্বারা ব্যাবৃত্তি বা বিশেষত্ব স্থাপিত হয়, যেমন, জাতির দ্বারা তাহাদের ভেদ করা হয় এবং ষড়্জ-ঋষভ, নীলপীতাদি লক্ষণের দ্বারা তাহাদের অবান্তর বিভাগও করা হয়। এস্থলে সামান্য এবং বিশেষের দ্বারা সমুদায় অর্থাৎ সামান্য যে ধর্ম্মী বা কারণ-ধর্ম্ম এবং বিশেষলক্ষণযুক্ত যে কার্য্য-ধর্ম্ম তাহাদের দ্বারা সমষ্টি, তাহাই দ্রব্য।

এই সমূহ দ্বিষ্ঠ বা দুই প্রকারে অবস্থিত (১) প্রত্যস্তমিত বা অনঙ্গীকৃত হইয়াছে ভেদ বা অবয়ব যাহার, তাদৃশ অবয়বের অনুগত অর্থাৎ যাহার অবয়বভেদ বিবক্ষিত হয় না (যেমন 'এক শরীর')। (২) যেসকল অবয়বের ভেদ শব্দের দ্বারা উপাত্ত বা জ্ঞাপিত হয়, তাদৃশ অবয়বের অনুগত। (যেমন, 'পশু-পক্ষী'-রূপ সমুদায় বা সমূহ; এখানে সমূহ 'এক' হইলেও তাহার একাংশ পশু অপরাংশ পক্ষী, তাহারা কোনও এক বস্তুর অবয়ব নহে, কিন্তু পৃথক্। কেবল শব্দের দ্বারাই তাহারা একীকৃত)। যাহার অবয়বসকল অন্তরালযুক্ত, তাহা যুতসিদ্ধাবয়ব (যেমন পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের সমষ্টি 'এক বন')। আর, যাহার অবয়বসকল অন্তরালহীন বা সম্বন্ধযুক্ত, তাহা অযুতসিদ্ধাবয়ব (যেমন, শাখা-প্রশাখাযুক্ত 'এক বৃক্ষ')। এই মূর্ত্তি আদি অর্থাৎ ক্ষিতি-ভূতের মূর্ত্তি বা কঠিনত্ব, অপ্ ভূতের স্নেহ বা তরলতা ইত্যাদি লক্ষণ ভূতসকলের দ্বিতীয় রূপ, যাহা 'স্বরূপ' নামে এই শাস্ত্রে পরিভাষিত হইয়াছে।

ভূতসকলের তৃতীয় সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তাহার পরমাণুরূপ এক অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুই তন্মাত্রের এক চরম বা অবিভাজ্য অবয়ব। পরমসূক্ষ্ম বলিয়া পরমাণুর অবয়বের ভেদ পৃথক্ করার যোগ্য নহে, তত্তুলনা যেমন কালিক ধারাক্রমে অর্থাৎ পর পর কালক্রমে জায়মানরূপে (দৈশিক ভাব স্ফুট নহে এরূপ) শব্দতন্মাত্রের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ তন্মাত্রেরও জ্ঞান ক্ষণধারাক্রমে বা ক্ষণব্যাপী যে জ্ঞান তাহার ধারাক্রমে হয় (দেশব্যাপিভাবে নহে)।

বিশেষাত্মকঃ—সামান্যং—শব্দাদিমাত্রং বিশেষাঃ—ষড়্জাদয়ঃ তদাত্মকং—তৎস্বরূপং তৎকারণমিত্যর্থঃ। অথ ভূতানামিতি। কার্য্যস্বভাবানুপাতিনঃ স্বকার্য্যাণাং ভূতানাং প্রকাশাদি-স্বভাবানাম্ অনুপাতিনঃ—অনুগুণশীলসম্পন্নাঃ, কারণস্বভাবস্য কার্য্যে অনুবর্ত্তমানত্বাৎ।

অর্থবত্ত্বমিতি। ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষু অন্বয়িনী—ত্রিগুণনিষ্ঠেত্যর্থঃ, গুণাঃ পুনঃ তন্মাত্রভূতভৌতিকেষু অন্বয়িন ইতি হেতোস্তৎ সর্ব্বম্ অর্থবৎ—ভোগাপবর্গয়োঃ সাধনম্। তেম্বিতি। ইদানীম্ভূতেষু—শেষোৎপন্নেষু মহাভূতেষু তেষাঞ্চ পঞ্চরূপেষু সংযমাৎ স্বরূপ-দর্শনং—তস্য তস্য রূপস্যোপলব্ধিঃ, তেষাং ভূতানাং জয়শ্চ অণিমাদিলক্ষণঃ। ভূতপ্রকৃতয়ঃ—ভূতানি তৎপ্রকৃতয়স্তন্মাত্রাণি চেতি।

৪৫। ততোঽণিমেতি। স্বগতম্। তেষামিতি। প্রভবাপ্যয়ব্যূহানাম্—উৎপত্তিলয়-সন্নিবেশানাম্ ইষ্টে নিয়মনায় প্রভবতি। যথা সঙ্কল্প ইতি। সঙ্কল্পিতরূপেণ ভূতপ্রকৃতীনাম্ অবস্থাপনসামর্থ্যং চিরং বা বহুকালং বা। ন চেতি। শক্তোঽপি—শক্তিসম্পন্নোঽপি ন চ পদার্থবিপর্য্যাসং লোকলোকাবাসব্যাপন্নং করোতি—তৎকরণাবকাশঃ সিদ্ধস্যাস্য নাস্তীতি ন করোতি, কস্মাদ্ অন্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধস্য যত্রকামাবসায়িনো ভগবতো জগতঃ পাতুর্হিরণ্যগর্ভস্য তথাভূতেষু—দৃশ্যমানব্যবস্থাপনেষু সঙ্কল্পাৎ। যথা শক্তোঽপি কশ্চিদ্রাজা পররাষ্ট্রে ন কিঞ্চিৎ

তাহা সামান্যবিশেষাত্মক অর্থাৎ সামান্য বা শব্দাদিমাত্র এবং বিশেষ বা ষড়্জাদি-রূপ তাহার যে বৈশিষ্ট্য তদাত্মক বা তৎস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের যাহা কারণ তাহাই তন্মাত্র। কার্য্য-স্বভাবানুপাতী অর্থাৎ তন্মাত্রের কার্য্য বা তদুৎপন্ন যে ভূতসকল, তাহাদের যে প্রকাশাদি স্বভাব তাহাদের অনুপাতী বা অনুরূপ স্বভাবযুক্ত, যেহেতু কার্য্যে কারণের স্বভাব অবস্থিত থাকে।

ভোগাপবর্গযোগ্যতা গুণে অন্বিত থাকে অর্থাৎ তাহা ত্রিগুণে অবস্থিত। গুণসকল আবার তন্মাত্র, ভূত এবং ভৌতিকে অন্বিত অর্থাৎ তত্তদ্রূপে স্থিত, এই কারণে তাহারা সবই অর্থবৎ বা ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থের সাধক। ইদানীং-ভূতে অর্থাৎ সর্ব্বশেষে উৎপন্ন মহাভূতসকলে (স্থূল ভূতে) এবং তাহাদের স্থূল, স্বরূপ ইত্যাদি পঞ্চরূপে সংযম হইতে তাহাদের স্বরূপদর্শন (অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজ নিজ যথার্থ রূপের উপলব্ধি) হয় এবং অণিমাদি-সিদ্ধিরূপ ভূতজয় বা তাহাদের উপর বশীভূততা হয়। ভূতপ্রকৃতিসকল অর্থে ভূতসকল এবং তাহাদের প্রকৃতি বা কারণ তন্মাত্রসকল।

৪৫। সেই যোগীর প্রভব এবং অপ্যয়রূপ ব্যূহের উপর—(ভূত এবং ভৌতিক পদার্থের) উৎপত্তি, লয় ও সংস্থানবিশেষের উপর অর্থাৎ তাহাদিগকে যথেষ্টরূপে নিয়মিত করিবার, ক্ষমতা হয়। যথেচ্ছ সঙ্কল্পিতরূপে ভূত এবং তাহাদের প্রকৃতিকে (তন্মাত্রকে) অবস্থাপন করিবার সামর্থ্য হয়—দীর্ঘকাল বা বহুকাল যাবৎ। শক্ত বা ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও সেই সিদ্ধযোগী পদার্থের বিপর্য্যাস করেন না অর্থাৎ লোকসকলের এবং লোকবাসীদের অবস্থাপনের বা যথাযথভাবে অবস্থিতির বিপর্য্যাস করেন না—যোগসিদ্ধের তাহা করিবার অবকাশ নাই বলিয়াই করেন না। কেন তাহা বলিতেছেন। অন্য যত্রকামাবসায়ী (যিনি ভূত ও তৎকারণ তন্মাত্রকে ইচ্ছামত সংস্থিত করিতে পারেন) পূর্ব্বসিদ্ধ, ভগবান্, জগতের পাতা হিরণ্যগর্ভের তথাভূতে অর্থাৎ দৃশ্যমান বিশ্ব যেভাবে আছে সেই ভাবেই থাকুক—এইরূপ সঙ্কল্প আছে বলিয়া (পূর্ব্ব হইতেই সমস্তলোক ও লোকবাসীদের সঙ্কল্পের

করোতি তৎ। তত্ত্বর্মেতি। সুগমম্। আকাশেঽপি আবৃতকায় ইত্যস্যার্থঃ সিদ্ধানামপি অদৃশ্যতা।

৪৬। বজ্রসংহননত্বং—বজ্রবদ্ দৃঢ়সংহতিঃ। কায়স্য সর্বাঙ্গভেদ্যত্বমিত্যর্থঃ।

৪৭। গ্রহণেতি। তেষু শব্দাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ—আলোচনরূপক্রিয়া নামজাত্যাদি-বিকল্পবিযুক্তা শব্দাদ্যৈকৈকবিষয়াকারমাত্রেণ পরিণম্যমানতা ইতি যাবৎ গ্রহণম্। প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানস্য মূলত্বাৎ ন তদালোচনং জ্ঞানং সামান্যাকারমাত্রম্ যদি চ ইন্দ্রিয়েণ সামান্যবিষয়মাত্রগ্রহণং স্যাৎ তর্হি বিশেষবিষয়ঃ কথং মনসা অনুব্যবসীয়েত, দৃশ্যন্তে তু বিশেষ-বিষয়স্যাপি স্মরণকল্পনাদিকম্। স্বরূপমিতি। প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সংস্থানভেদশ্চ ইন্দ্রিয়রূপম্ একং দ্রব্যং জাতম্ তদিন্দ্রিয়দ্রব্যং সামান্যবিশেষয়োঃ—প্রকাশস্বাভাব্য কর্ণাদিরূপবিশেষ-ব্যূহনস্য চ অযুতরূপং নিরন্তরাবয়বম্। ইন্দ্রিয়গতা যা প্রকাশশীলতা যা চ শব্দস্পর্শাদ্যাকারৈঃ পরিণতা শব্দাদ্যালোচনজ্ঞানাকারা ভবতি তৎকারণভূতঃ প্রকাশগুণস্য কর্ণাদিরূপ একৈকঃ সংস্থিতিভেদ এব ইন্দ্রিয়াণাং স্বরূপম্।

প্রভাবের দ্বারা আপ্ত বলিয়া অন্যের তদ্বিষয়ে কর্তৃত্বের অবকাশ নাই)। যেমন শক্তি থাকিলেও কোনও রাজা পররাজ্যে কিছু কর্তৃত্ব করেন না, তদ্রূপ। আকাশেও আবৃতকায়, ইহার অর্থ সিদ্ধনামক স্বর্গবাসী সত্ত্বদের নিকটও অদৃশ্যতারূপ সিদ্ধি হয়।

৪৬। বজ্রসংহনন অর্থে বজ্রের ন্যায় শরীরের দৃঢ় সংহতি বা সম্পূর্ণ রূপে শরীরের অভেদ্যতা।

৪৭। সেই শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি বা নাম-জাতি আদি বিকল্পহীন আলোচনরূপ জ্ঞান বা শব্দাদি এক একটি বিষয়াকাররূপে ইন্দ্রিয়ের যে পরিণাম-শীলতা* তাহাই গ্রহণ। প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের মূল বলিয়া সেই আলোচন-জ্ঞান (অনুমানাদির ন্যায়) সামান্যাকার মাত্র নহে কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবল বিষয়ের সামান্য বা সাধারণ জ্ঞানমাত্রই গৃহীত হইত তবে তাহার বিশেষ জ্ঞান কিরূপে মনের দ্বারা অনুব্যবসিত বা অনুচিন্তিত হইত? দেখাও যায় যে, বিশেষ বিষয়েরও স্মরণ-কল্পনাদি হয় (অতএব বুঝিতে হইবে যে, তাহা নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষরূপে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হইয়া থাকে)।

প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সংস্থানভেদই ইন্দ্রিয়রূপে জাত এক দ্রব্য। সেই ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য (পূর্বোক্ত) সামান্য-বিশেষময় অর্থাৎ প্রকাশরূপ সামান্যের বা সাধারণ লক্ষণের এবং কর্ণাদিরূপ বিশেষ ব্যূহনের (ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত সংস্থানবিশেষের) নিরন্তরাল-অবয়বযুক্ত সমূহ (সামান্য এবং বিশেষ এই উভয়ের সমষ্টিভূত, অযুতসিদ্ধাবয়বী)। ইন্দ্রিয়গত যে (বুদ্ধিসত্ত্বের) প্রকাশশীলতা, যাহা শব্দস্পর্শাদি আকারে পরিণত হইয়া আলোচন-জ্ঞানাকার হয়, তাহার কারণ-স্বরূপ, প্রকাশগুণের যে কর্ণাদিরূপ এক একটি সংস্থানভেদ, তাহাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। (বুদ্ধিসত্ত্বের নিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ প্রকাশগুণ ইন্দ্রিয়গত শব্দস্পর্শাদিরূপ বিভিন্ন আকারে আকারিত হইয়া তত্তৎ জ্ঞানাকার হয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞানমাত্র ছিল, তাহা তখন শব্দ-

* একই কালে একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই আলোচন জ্ঞান। যেমন চক্ষুর দ্বারা ফুলের রক্ত-বর্ণ বোধ জ্ঞান। 'ইহা কোমলতা যুক্ত আদি যুক্ত লাল ফুল'—ইত্যাকার জ্ঞান সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ তৎ-সম্বন্ধীয় পূর্বানুভূত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ স্মৃতির সংযোগে উৎপন্ন হয়।

তেষাং তৃতীয়ং রূপম্ অস্মিতা, তস্যাঃ সামান্যোপাদানভূতায়া ইন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। ব্যবসায়াত্মকা ন ব্যবসেয়গ্রাহ্যাত্মকাস্ত্রিগুণা যেষাং প্রকাশক্রিয়াস্থিতিরূপাঃ স্বভাবা জ্ঞানচেষ্টা-সংস্কাররূপেণ ইন্দ্রিয়েষু অন্বিতাস্তদিন্দ্রিয়াণামন্বয়িরূপম্। পঞ্চমং রূপম্ ইন্দ্রিয়েষু যদ্ গুণানুগতং—গুণানুবর্তমানং পুরুষার্থবত্ত্বম্। পঞ্চস্বিতি। ইন্দ্রিয়জয়ঃ—বাহ্যাভ্যন্তরেন্দ্রিয়াণা-মভীষ্টাকারেণ পরিণময়নসামর্থ্যম্।

৪৮। ততো মনোতি। মনোবৎ জবঃ—গতিবেগঃ মনোজবঃ তদ্বদ্ গতিশীলত্বং মনোজ-বিত্বম্। বিদেহানাং—শরীরনিরপেক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অভিপ্রেতে দেশে কালে বিষয়ে চ বৃত্তিলাভঃ—জ্ঞানচেষ্টাদিকরণসামর্থ্যং বিকরণভাবঃ, বিদেহানামপি ইন্দ্রিয়াণাং করণতেত্যর্থঃ। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারা ইত্যেতেষাং জয়ঃ প্রধানজয়ঃ। মধুপ্রতীকাখ্যা এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। করণপঞ্চক-স্বরূপজয়াৎ—পঞ্চানাং করণানাং গ্রহণাদিরূপপঞ্চক-জয়াদিত্যর্থঃ।

৪৯। জ্ঞানক্রিয়ারূপাঃ সিদ্ধীরুক্ত্বা সর্বাতিশায়িনীং বিবেকজসিদ্ধিমাহ সত্ত্বেতি। ব্যাচষ্টে নির্ধূতেতি। পরে বৈশারদ্যে—রজস্তমোমলহীনে স্বচ্ছে স্থিতিপ্রবাহে সতি। বশীকার-বৈরাগ্যাৎ বিষয়স্পৃহাহীনং চেতো বিবেকখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠং ভবতি ততঃ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং,

---

জ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই শব্দাদিজ্ঞানের যাহা কারণ সেই বুদ্ধিসত্ত্বেরই সংস্থানভেদরূপ যে এক এক পরিণাম তাহাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের এইরূপ লক্ষণই তাহার 'স্বরূপ'। এখানে ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয়শক্তি)।

তাহাদের তৃতীয় রূপ অস্মিতা। সামান্য বা সাধারণরূপে সকলের উপাদানভূত সেই অস্মিতার বিশেষ-নামক পরিণামই ইন্দ্রিয়সকল। চতুর্থ রূপ, যথা—যাহা ব্যবসায়াত্মক বা গ্রহণাত্মক কিন্তু ব্যবসেয় বা গ্রাহ্য-স্বরূপ নহে, এরূপ যে ত্রিগুণ বা ত্রিগুণাত্মক পদার্থ যাহার প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ স্বভাব জ্ঞান চেষ্টা ও সংস্কাররূপে ইন্দ্রিয়সকলে অন্বিত বা অনুগত থাকে তাহা ইন্দ্রিয়সকলের অন্বয়িরূপ। পঞ্চম রূপ, যথা—ইন্দ্রিয়সকলে যে গুণানুগত অর্থাৎ গুণের অনুবর্তমান বা অনুমিত ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রত্যেক দৃশ্যপদার্থের ভোগাপবর্গ-যোগ্যতাই তাহার অর্থবত্ত্ব-নামক পঞ্চম রূপ। ইন্দ্রিয়জয় অর্থে বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়সকলকে অভীষ্টরূপে পরিণত করিবার সামর্থ্য।

৪৮। মনোজব অর্থে মনের মত জব বা গতিবেগ, তদ্রূপ গতিশীলত্বই মনোজবিত্ব (মনের মত গতিলাভরূপ সিদ্ধি)। বিদেহ অর্থাৎ শরীরনিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়সকলের অভিপ্রেত দেশে, কালে এবং বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ বা জ্ঞানচেষ্টাদি করিবার সামর্থ্য তাহাই বিকরণভাব অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান হইতে বিযুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়শক্তিসকলের কার্য্য করার শক্তিরূপ সিদ্ধি।

অষ্ট প্রকৃতি (পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব ও মূলা প্রকৃতি) এবং ষোড়শ বিকার (পঞ্চ-ভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সঙ্কল্পক মন) ইহাদের জয়কে প্রধানজয় বলে। ঐ তিন প্রকার সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীক। করণের পঞ্চ রূপের জয় হইতে অর্থাৎ করণের গ্রহণ, স্বরূপ ইত্যাদি (৩।৪৭) পঞ্চ রূপের জয় হইতে ঐ সিদ্ধি উৎপন্ন হয়।

৪৯। জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ সিদ্ধি বা বিভূতিসকল বলিয়া সর্বব্যাপিকা অর্থাৎ সমস্তসিদ্ধি যাহার অন্তর্গত, এরূপ যে বিবেকজসিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—বুদ্ধির পরম বৈশারদ্য হইলে অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন হইয়া স্বচ্ছ বা নির্মল প্রকাশময় স্থিতির প্রবাহ বা নিরবচ্ছিন্নতা

সর্বোপাদানভূতা গ্রহণগ্রাহ্যরূপাঃ সত্ত্বাদিগুণাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বামিনং প্রতি অশেষদৃশ্যাত্মকত্বেন—সর্ববিধগ্রহণশক্তিরূপেণ তদ্‌গ্রাহ্যরূপেণ চ উপতিষ্ঠন্তে। তদা সর্বভূতস্বাত্মানং যোগী পশ্যতি। সর্বজ্ঞাতৃত্বমিতি। অক্রমোপারূঢ়ং—যুগপদুপস্থিতম্। বিবেকজসংজ্ঞা সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধিঃ। এষা যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা বিশোকানাম্নী সিদ্ধিঃ।

৫০। বিবেকস্যাবান্তরসিদ্ধিমুক্ত্বা মুখ্যাং সিদ্ধিমাহ, তদিতি। তদ্বৈরাগ্যে—বিবেকজ সার্বজ্ঞ্যে সর্বাধিষ্ঠাতৃত্বে চ বৈরাগ্যে জাতে। যদেতি। যদা অস্য যোগিন এবং—বিবেকে'পি হেয়তাখ্যাতির্ভবতি। ক্লেশকর্মক্ষয়ে—বিবেকজ্ঞানস্য বিদ্যারূপস্য প্রতিষ্ঠায়া অবিদ্যাদিক্লেশানাং তন্মূলককর্মণাঞ্চ দগ্ধবীজভাবরূপঃ ক্ষয়ঃ, তেষাং ক্ষয়াচ্চ অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতির্ভবতি। ততো বিবেকো'পি হেয় ইতি পরং বৈরাগ্যমুৎপদ্যতে। অথ দগ্ধবীজকল্পাঃ ক্লেশাঃ পরেণ বৈরাগ্যেণ সহ চিত্তেন প্রলীনা ভবন্তি। ততঃ পুরুষঃ পুনস্তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে—তাপাত্মকচিত্তবৃত্তের্যা গ্রহীতৃবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রতিসংবেদী ন ভবতীত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতম্। চিতিশক্তিরেবেতি। এব-শব্দেন শাশ্বতীং স্বরূপপ্রতিষ্ঠাং দ্যোতয়তি।

৫১। তত্রেতি। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ—সংযমজা প্রজ্ঞা প্রবৃত্তা এব ন বশীভূতা যস্য সঃ। সর্বেষ্বিতি। ভূতেন্দ্রিয়জয়াদিষু ভাবিতেষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ—নিষ্পাদিতত্বাৎ কর্তব্যতাহীনঃ,

---

হইলে এবং বশীকার-বৈরাগ্যহেতু বিষয়ে প্রবৃত্তিহীন চিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তখন সর্ব্ব ভাবপদার্থের উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, তাহাতে সর্ব্ববস্তুর উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ সত্ত্বাদিগুণসকল ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র বা শরীর-অন্তঃকরণাদি, তাহার যিনি জ্ঞাতা) স্বামী পুরুষের নিকট অশেষ দৃশ্যরূপে বা সর্ব্ববিধ গ্রহণশক্তিরূপে এবং সেই গ্রহণের গ্রাহ্যস্বরূপে উপস্থিত হয় অর্থাৎ উহারা সবই তাঁহার নিকট বিজ্ঞাত হয়। তখন যোগী নিজেকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন। অক্রমে উপারূঢ় অর্থে যুগপৎ উপস্থিত। বিবেকজ-নামক এই সার্ব্বজ্ঞ্যসিদ্ধি উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিশোকা-নাম্নী সিদ্ধি। (সার্ব্বজ্ঞ্য অর্থে জ্ঞানশক্তির বাধা অপগত হওয়ার ফলে অভীষ্ট বিষয় যুগপৎ বিজ্ঞাত হওয়া। তবে জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত বলিয়া 'সর্ব্ব' বিষয়ের জ্ঞান, বা নিঃশেষভাবে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, কখনও হইবে না। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাহা জানিয়া তদ্বিষয়ে প্রচেষ্টাও করেন না)।

৫০। বিবেকের যাহা গৌণ সিদ্ধি তাহা বলিয়া, যাহা মুখ্য সিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—তাহাতেও বৈরাগ্য হইতে অর্থাৎ বিবেকজ সার্ব্বজ্ঞ্য-সিদ্ধিতে এবং সর্ব্ব ভাব-পদার্থের উপর অধিষ্ঠাতৃত্বরূপ সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হইলে। যখন এই যোগীর এইরূপ অর্থাৎ বিবেকেও হেয়তাখ্যাতি হয়, তখন ক্লেশ-কর্ম্মক্ষয়ে অর্থাৎ বিদ্যারূপ (অবিদ্যা-বিরোধী) বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশসকলের এবং তন্মূলক কর্ম্মসকলের দগ্ধবীজভাবরূপ ক্ষয় হয় অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রসূতভাবরূপ অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তিহীন হয়। তাহাদের ঐরূপ ক্ষয় হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেকখ্যাতি হয়। তাহা হইতে 'বিবেকও হেয়' এইরূপ পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, অনন্তর দগ্ধবীজবৎ ক্লেশসকল পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তখন পুরুষ আর তাপত্রয় ভোগ করেন না, অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখরূপে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞাতৃরূপ যে বুদ্ধি, পুরুষ তাহার প্রতিসংবেদী হন না (অতএব দুঃখের উপচারের অভাব হয়)। ভাষ্যে 'এব' শব্দের দ্বারা চিতিশক্তির শাশ্বতকালের জন্য স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বুঝাইয়াছেন।

ভাবনীয়েষু—বিবেকাদিষু যৎ কর্তব্যমস্তি তৎসাধনভাবনাবান্। চতুর্থ ইতি। চিত্তপ্রতিসর্গঃ—চিত্তস্য প্রলয় একোঽবশিষ্টোঽর্থঃ সাধ্য ইতি শেষঃ। তত্রেতি। স্থানৈঃ—স্বর্গলোকস্য প্রশংসাদিভিঃ। তস্য যোগপ্রদীপস্য তৃষ্ণাসম্ভূতা বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ—নির্বাণকৃত ইত্যর্থঃ। কৃপণজনঃ—কৃপার্হজনঃ। ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী—ছিদ্ররূপঃ অন্তরঃ অবকাশস্তদ্গবেষকঃ, নিত্যং যত্নোপচর্যঃ—যত্নেন প্রতিকার্যঃ এবম্ভূতঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ—লব্ধপ্রবেশঃ ক্লেশান্ উত্তম্ভয়িষ্যতি—প্রবলীকরোতি। শেষং সুগমম্।

৫২। বিবেকজজ্ঞানস্য উপায়ান্তরমাহ। ক্ষণেতি। ক্ষণে তৎক্রমে চ—পূর্বোত্তররূপপ্রবাহে চ সংযমাৎ সূক্ষ্মতমপরিণামসাক্ষাৎকারঃ স্যাৎ ততশ্চাপি উক্তং বিবেকজং জ্ঞানম্ অপরপ্রসংখ্যাননামকং সার্বজ্ঞ্যম্ ভবতীতি সূত্রার্থঃ। যথেতি। যথা অপকর্ষপর্যন্তং দ্রব্যং—সূক্ষ্মতমং রূপাদিদ্রব্যং পরমাণুস্তথা কালস্য পরমাণুঃ ক্ষণঃ। যাবতেতি। পরমাণোঃ দেশাবস্থানস্য অন্যথাভাবো যাবতা কালেন ভবতি স এব বা ক্ষণঃ। বিক্রিয়ায়া অধিকরণমেব কালঃ। পরমাণোর্দেশাবস্থানভেদস্তু সূক্ষ্মতমা বিক্রিয়া, তদধিকরণং তস্মাৎ কালস্য অণুতমঃ ক্ষণসংজ্ঞকঃ। তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু—নিরন্তরঃ ক্ষণপ্রবাহঃ ক্রমঃ ক্ষণানাম্।

৫১। প্রথমমাত্রজ্যোতি অর্থাৎ সংযমজাত প্রজ্ঞা যাঁহার কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ বশীভূত হয় নাই। ভূত এবং ইন্দ্রিয়জয়-আদি ভাবিত বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাদিত হওয়ায় তদ্বিষয়ে আর কর্তব্যতা তখন থাকে না। ভাবনীয় বিষয়ে বা বিবেকাদি সাধনে যাহা কর্তব্য অবশিষ্ট আছে তাহারই সাধন ও ভাবন-শীল। চিত্তপ্রতিসর্গ বা চিত্তের প্রলয়রূপ এক অবশিষ্ট অর্থ ই তখন সাধনীয়। স্বর্গ আদি স্থানের দ্বারা অর্থাৎ স্বর্গলোকের প্রশংসাদির দ্বারা। তৃষ্ণা বা কামনা-সম্ভূত বিষয়রূপ বায়ু সেই যোগপ্রদীপের প্রতিপক্ষ বা নির্বাণকারক। কৃপণ জন—কৃপার যোগ্য জন বা দয়ার পাত্র। ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী অর্থাৎ (বিবেকের মধ্যে অবিবেক-) ছিদ্ররূপ যে অন্তর বা অবকাশ তাহার অনুসন্ধিৎসু। নিত্য যত্নোপচর্য্য বা সর্বদাই যত্নের সহিত যাহার প্রতিকার করিতে হয়—এরূপ যে প্রমাদ তাহা লব্ধবিবর অর্থাৎ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ লাভ করিয়া ক্লেশসকলকে উত্তম্ভিত করে বা প্রবল করিয়া তোলে।

৫২। বিবেকজজ্ঞান বা সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধির অন্য উপায় বলিতেছেন। ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে অর্থাৎ ক্ষণের পূর্ব ও উত্তর-রূপ পরম্পরার যে প্রবাহ, তাহাতে সংযম হইতে সূক্ষ্মতম পরিণামের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইতেও পূর্বোক্ত বিবেকজজ্ঞান বা অপর-প্রসংখ্যান নামক সার্বজ্ঞ্য হয় ইহাই সূত্রের অর্থ। যেমন অপকর্ষ পর্যন্ত দ্রব্যকে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম রূপাদি দ্রব্যকে পরমাণু বলে, তেমনি কালের যাহা পরমাণু তাহা ক্ষণ। অথবা পরমাণুর দেশাবস্থানের অন্যথাভাব যে কালে হয় তাহাই ক্ষণ। পরিণামের অধিকরণই কাল*। পরমাণুর দেশাবস্থানের এক ভেদই সূক্ষ্মতম (ক্ষুদ্রতম) পরিণাম বা অবস্থান্তরতা, সেই সূক্ষ্মতম এক পরিণামের অধিকরণও তজ্জন্য কালের সূক্ষ্মতম

* অধিকরণ অর্থে যাহাতে কিছু থাকে। বাস্তব অধিকরণ এবং কল্পিত অধিকরণ এই দুই প্রকার অধিকরণ হইতে পারে। ঘটাদি বাস্তব অধিকরণ এবং দিক্ ও কাল কল্পিত অধিকরণ বা ভাবের দ্বারা কৃত বস্তুশূন্য অধিকরণ-

ন চেতি। ক্ষণানাং ক্রমং নাস্তি বস্তুসমাহারস্তদ্দর্শয়তি। য ইতি। যে ভূতভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পরিণামান্বিতাঃ—পরিণামৈঃ সহ অন্বিতা বৈকল্পিকপদার্থা ন চ বাস্তবপদার্থা ইতি ব্যাখ্যেয়াঃ—বক্তব্যাঃ। তেনেতি। তেনৈক এব ক্ষণো বর্তমানঃ—বর্তমানাখ্যঃ কাল ইত্যর্থঃ। তেনেতি। তেন একেন—বর্তমানক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ—মহদাদিবাহ্যবস্তু পরিণামম্ অনুভবতি। তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ—বর্তমানৈকক্ষণাধিকরণকাঃ খল্বমী ধর্মাঃ—ধর্মাঃ সর্বে অতীতানাগতবর্তমানা ধর্মাঃ, অতীতানাগতানাং ধর্মাণামপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্তমানত্বাৎ। উপসংহরতি তয়োরিতি। ক্ষণতৎক্রময়োঃ—ক্ষণব্যাপিপরিণামস্য সাক্ষাৎকারঃ তথা চ তৎক্রমসাক্ষাৎকারঃ। পরিণামস্য কিম্প্রকারঃ প্রবাহঃ ক্রমসাক্ষাৎকারাৎ তদধিগমঃ। বিবেকজং জ্ঞানং বক্ষ্যমাণলক্ষণকম্।

৫৩। তস্যেতি। বিবেকজজ্ঞানস্য বিষয়বিশেষঃ—বিষয়স্য বিশেষ উপন্যস্যতে। জাত্যাদীনাং ভেদকধর্মাণাং যত্র সাম্যং তদ্বিষয়াপি বিবেকজজ্ঞানেন বিবিচ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। তুল্যয়োরিতি। যত্র গো-জাতীয়া গৌঃ দৃষ্টা অধুনা তত্র বড়বেতি জাত্যা ভেদঃ। লক্ষণেনান্যত্ব জাত্যাদিসাম্যেঽপি তদুদাহরণং কালাক্ষীতি। ইদমিতি। ইদং পূর্বং—পূর্বদেশস্থিতার্থঃ। যদেতি। উপাবর্ত্যতে—উপস্থাপ্যত ইত্যর্থঃ। লৌকিকানাং প্রবিভাগানুপপত্তিঃ—

ক্ষণসকলের বাস্তব সমাহার কেন নাই তাহা দেখাইতেছেন। যেসকল ক্ষণ অতীত এবং অনাগত, তাহারা পরিণামান্বিত অর্থাৎ ধর্মলক্ষণাদি পরিণামের সহিত অন্বিত বা (তাহার দ্বারা) যোজিত বৈকল্পিক পদার্থ, তাহারা বাস্তব নহে—এইরূপে ইহা ব্যাখ্যেয় বা বোদ্ধব্য। সেই হেতু একটি মাত্র ক্ষণই বর্তমান, অর্থাৎ বর্তমান কাল বলিয়া আমরা যাহা মনে করি তাহা একই ক্ষণ। সেই এক বর্তমান ক্ষণে (কারণ, সবই বর্তমান এবং তাহা এক ক্ষণেই বর্তমান) সমস্ত লোক বা মহদাদি বাহ্য বস্তু পরিণাম অনুভব করে (পরিণত হয়)। সেই ক্ষণে উপারূঢ় বা বর্তমান একক্ষণরূপ অধিকরণযুক্তই এই ধর্মসকল অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর অতীত, অনাগত ও বর্তমান ধর্মসকল সেই এক বর্তমান ক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত, কারণ, অতীত ও অনাগত ধর্মসকলও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান। উপসংহার করিতেছেন। ক্ষণ-তৎক্রমের সংযম হইতে ক্ষণব্যাপী পরিণামের এবং তাহার ক্রমের সাক্ষাৎকার হয়, অর্থাৎ পরিণামের কিরূপ প্রবাহ হইতেছে—ক্রমসাক্ষাৎকারের দ্বারা তাহার অধিগম হয়। বিবেকজজ্ঞান পরে কথিত লক্ষণযুক্ত।

৫৩। বিবেকজ-জ্ঞানের যে বিষয়-বিশেষ বা তদ্‌বিষয়ের যে বিশেষ লক্ষণ তাহা উপস্থাপিত হইতেছে। জাতি আদি ভেদক ধর্মের (যদ্দ্বারা বস্তুদের পার্থক্য হয়) যে স্থলে সাম্য বা একাকারতা সেই সমানাকার বিষয়ও বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা বিবিক্ত বা পৃথক্ করিয়া জানা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। 'যেস্থলে গো-জাতীয় গো দেখিয়াছি তথায় অধুনা বড়বা (ঘোটকী) দেখিতেছি'—ইহা জাতির দ্বারা ভেদ। জাতি এক হইলেও লক্ষণের দ্বারা ভেদ করা হয়, উদাহরণ যথা—(একই গো-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে) 'ইহা কালাক্ষী গো'। 'ইহা পূর্ব্ব' অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশস্থিত (দুই তুল্য আমলকের দেশের দ্বারা অবচ্ছিন্নতা)। উপাবর্ত্তিত হয় বা উপস্থাপিত হয়। লৌকিক (যোগজ প্রজ্ঞাহীন) ব্যক্তিদের ঐরূপ প্রবিভাগের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ তাহাদের নিকট অপৃথক্

অবিবেকঃ। তৎ চ বিবেকজ্ঞানম্ অসন্দিগ্ধেন বিবেকজতত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্। কথমিতি। পূর্বামলকসহক্ষণো দেশঃ—যস্মিন্ ক্ষণে পূর্বামলকং যদ্দেশে আসীৎ তদ্দেশসহিতো যশ্চ ক্ষণ আসীৎ তৎক্ষণব্যাপিপরিণামযুক্তং তদামলকম্। এবমুত্তরামলকম্। ততস্তে স্বদেশক্ষণানুভব-ভিন্নে এবং তয়োরন্যত্বমিতি। পারমার্থিকমুদাহরণং পরমাণ্বোরিতি। যয়োঃ পরমাণ্বোরপি পূর্বোক্তরীত্যা ভেদসাক্ষাৎকারো যোগীশ্বরাণাং ভবতি।

অপর ইতি। সন্তি কেচিদন্ত্যাঃ—অগোচরাঃ সূক্ষ্মা ইত্যর্থঃ বিশেষাঃ—ভেদকগুণা যে ভেদজ্ঞানং জনয়ন্তীতি যেষাং মতং তত্রাপি দেশলক্ষণভেদস্তথা চ মূর্তিব্যবধিজাতিভেদঃ অন্যত্বহেতুঃ। মূর্তিঃ—বস্তুনাং প্রাতিস্বিকা গুণাঃ, ব্যবধিঃ—অবচ্ছিন্নদেশকালব্যাপকতা, জাতিঃ—বহুব্যক্তীনাং সাধারণধর্মবাচী বাচকঃ। যতো জাত্যাদিভেদো লোকবুদ্ধিগম্যঃ অত উক্তং ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি। বিকারেষু এব ভেদো ন তু সর্বমূলে প্রধানে। তত্রাচার্য্যো বার্ষগণ্যো বক্তি মূর্তিব্যবধিজাতিভেদানাম্ অভাবাৎ নাস্তি বস্তুনাং মূলাবস্থায়াং প্রধান ইত্যর্থঃ পৃথক্ত্বম্।

বলিয়া মনে হয়। একাকার প্রতীয়মান বিভিন্ন বস্তুর সেই পৃথক্ জ্ঞান অসন্দিগ্ধ বা সম্যক্ নিশ্চয় বিবেকজ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। পূর্ব আমলকের সহক্ষণ-দেশ অর্থাৎ যে ক্ষণে পূর্ব্বের আমলক যে দেশে ছিল, সেই দেশের সহিত যে ক্ষণ বিজড়িত অর্থাৎ সেই দেশাবস্থানজ্ঞানের সহিত যে কালের বা ক্ষণের জ্ঞান হইয়াছিল, সেই আমলক সেই ক্ষণব্যাপী পরিণামযুক্ত। উত্তর বা পরের আমলকও ঐরূপ অর্থাৎ তাহাও যে ক্ষণে যে দেশে ছিল, সেই ক্ষণব্যাপী পরিণামযুক্ত। তাহা হইতে তাহারা নিজ নিজ দেশ এবং ক্ষণ-সম্পৃক্ত পরিণামের অনুভবের দ্বারা বিভিন্ন, এইরূপে তাহাদের পার্থক্য আছে। পারমার্থিক উদাহরণ যথা, ঐরূপ একাকার দুই পরমাণুরও পূর্ব্বোক্ত প্রথাতে ভেদজ্ঞান, যোগীশ্বরের অর্থাৎ সিদ্ধযোগীর হইয়া থাকে।

এমন কোন কোনও অন্ত্য বা চরম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম বিশেষ বা ভেদক গুণ আছে যাহা দুই বস্তুর ভেদজ্ঞান জন্মায়—ইহা যাঁহাদের (বৈশেষিক) মত, তন্মতেও দেশ ও লক্ষণ-ভেদ এবং মূর্তি, ব্যবধি ও জাতি-ভেদই তাহাদের অন্যতার কারণ। মূর্তি অর্থে প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব গুণ (যেমন, ঘটের ঘটত্ব ইত্যাদি), ব্যবধি অর্থে প্রত্যেক বস্তুর যে অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট দেশকালব্যাপকতা (দেশব্যাপকতা বা আকার যেমন, দীর্ঘ বর্তুল ইত্যাদি আকার, কালব্যাপকতা যেমন, পক্ব নবীন ইত্যাদি)। জাতি অর্থে বহু ব্যক্তির বা ব্যক্তভাবের যে সাধারণ ধর্ম্ম বাচক নাম, যেমন মনুষ্য, পাষাণ ইত্যাদি। জাত্যাদি ভেদ সাধারণ লোকবুদ্ধিগম্য বলিয়া (সূক্ষ্মতম) ক্ষণভেদ কেবল যোগিবুদ্ধিগম্য এরূপ উক্ত হইয়াছে।

মহদাদি বিকারেই এইরূপ ভেদ আছে সর্ব্ব বস্তুর মূল যে প্রধান, তাহাতে কোনও ভেদ নাই (কারণ, ব্যক্তভাব দ্বারাই ইতরব্যাবচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞান হয়, অব্যক্তে তাহা কল্পনীয় নহে)। এ বিষয়ে বার্ষগণ্য আচার্য্য বলেন যে (মূলে) মূর্তি ব্যবধি এবং জাতিভেদরূপ ভিন্নতা নাই বলিয়া ব্যক্ত বস্তুর মূল অবস্থা যে প্রকৃতি, তাহাতে ঐরূপ কোনও পৃথক্ত্ব নাই (তাহা অব্যক্ততারূপ চরম অবিশেষ)।

৫৪। তারকমিতি। প্রতিভা—ঊহঃ স্ববুদ্ধ্যুৎকর্ষাৎ উত্থিতা সিদ্ধিরিত্যর্থঃ, ততঃ অনৌপদেশিকম্। পর্য্যায়ৈঃ—অবান্তরভেদৈঃ। এককালোপারূঢ়ং—যুগপৎ সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্লাতি। সর্ব্বমেব বর্ত্তমানং নাস্ত্যস্য কিঞ্চিদতীতমনাগতং বেতি। তারকাখ্যমেতদ্ বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণং—নাতঃপরঃ জ্ঞানোৎকর্ষঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ। অস্য অংশো যোগপ্রদীপঃ—জ্ঞানদীপ্তিমান্ সম্প্রজ্ঞাতঃ। মধুমতীং ভূমিম্—ঋতম্ভরাং প্রজ্ঞাম্ উপাদায় ততঃ প্রভৃতি যাবদস্য পরিসমাপ্তিঃ প্রান্তভূমিবিবেকরূপা তাবদ্ যোগপ্রদীপ ইত্যর্থঃ।

৫৫। সত্ত্বেতি। বুদ্ধিসত্ত্বস্য শুদ্ধৌ পুরুষসাম্যে চ, তথা পুরুষস্য উপচরিতভোগাভাবরূপশুদ্ধৌ স্বসাম্যে চ কৈবল্যমিতি সূত্রার্থঃ, যদেতি ব্যাচষ্টে। বিবেকেনাধিকৃতং দগ্ধক্লেশবীজং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্য সরূপং, পুরুষবচ্চ শুদ্ধং গুণাধিকারবিহীনমিব ভবতীতি সত্ত্বস্য শুদ্ধিসাম্যম্। তদা পুরুষস্য শুদ্ধস্য গৌণী শুদ্ধিঃ, উপচারহীনতা বুদ্ধিসারূপ্যা'প্রতীতিস্তথা স্বেন সহ চ সাম্যম্। এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতি ঈশ্বরস্য—লব্ধযোগৈশ্বর্য্যস্য বা অনীশ্বরস্য বা। সমাপ্তিপ্রজ্ঞানাং জ্ঞানযোগিনাম্ ঐশ্বর্য্যা'নিস্পৃহাণাং বিভূত্যপ্রকাশে'পি কৈবল্যং ভবতীত্যর্থঃ। ন হীতি। দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে—জ্ঞানস্য পরিপূর্ণতায়াং ন কাচিদ্ অপেক্ষা স্যাৎ।

৫৪। প্রতিভা অর্থে ঊহ অর্থাৎ স্ববুদ্ধির উৎকর্ষের ফলে তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব যাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ নহে। পর্য্যায়ের সহিত অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অন্তর্গত সমস্ত বিশেষের সহিত জ্ঞান হয়। এককালে উপারূঢ় অর্থাৎ বুদ্ধিতে যুগপৎ সমুদিত সর্ব্ব সম্বন্ধে সর্ব্বথা বা ত্রৈকালিক সবিশেষে জানিতে পারা যায়। তাঁহার নিকট অর্থাৎ সেই তারক জ্ঞানের পক্ষে সবই বর্ত্তমান, অতীত বা অনাগত কিছু থাকে না (কারণ, অতীত বিষয়ের জ্ঞান স্তোকে স্তোকে না হইয়া যুগপতের মত হয়)। তারক নামক এই বিবেকজ-জ্ঞান পরিপূর্ণ, কারণ, তাহার পর আর জ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনীয় কিছু নাই। ইহার অংশ যোগপ্রদীপ বা জ্ঞানদীপ্তিযুক্ত সম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ যোগপ্রদীপের উৎকর্ষই তারকজ্ঞান। মধুমতীভূমি বা ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাকে প্রথমে গ্রহণ করতঃ তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত প্রান্তভূমি-বিবেকরূপে প্রজ্ঞার পরিসমাপ্তি না হয়, তাবৎ তাহাকে যোগপ্রদীপ বলে।

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি হইলে ও পুরুষের সহিত তাহার সাম্য হইলে, এবং পুরুষের পক্ষে—তাঁহাতে উপচরিত যে ভোগ তাহার অভাবরূপ শুদ্ধি ও তাঁহার নিজের সহিত সাম্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ বুদ্ধিসারূপ্যের অভাব হইলে কৈবল্য হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ। ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিবেকের দ্বারা পূর্ণ, অতএব দগ্ধ-ক্লেশবীজ বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষের সরূপ বা সদৃশ হয় কারণ তখন পুরুষখ্যাতিতে বুদ্ধি সমাপন্ন থাকায় তাহা পুরুষের ন্যায় শুদ্ধ বা গুণাধিকারবিহীনের ন্যায় হয় (কিন্তু স্বরূপতঃ গুণাতীত নহে)। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি এবং পুরুষের সহিত সাম্য। তখন যাহা বিশুদ্ধ পুরুষের শুদ্ধি বলা হয়, তাহা গৌণ বা আরোপিত শুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাতে ভোগের উপচারহীনতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সারূপ্যের অপ্রতীতি হয় এবং তাহাই তাঁহার নিজের সহিত সাম্য। এই অবস্থায় ঈশ্বরের অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহার, অথবা যিনি অনীশ্বর বা যাঁহার বিভূতিলাভ হয় নাই, এই উভয়েরই কৈবল্য হয়। সম্যক্ বিবেকযুক্ত এবং ঐশ্বর্য্যে বা যোগজবিভূতিতে স্পৃহাহীন জ্ঞানযোগীদের বিভূতি অপ্রকাশিত হইলেও এই অবস্থায় কৈবল্য হয়।

সত্ত্বেতি। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ—সত্ত্বশুদ্ধিলক্ষণকম্ অন্যাম্ যৎ ফলং জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিরূপং তদেব উপক্রান্তম্—উক্তমিত্যর্থঃ। পরমার্থতস্তু—মোক্ষদৃষ্ট্যা তু বিবেকজ্ঞানাদ্ অবিবেকরূপা অবিদ্যা নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্তি পুনঃ ক্লেশাঃ—ক্লেশসন্ততিঃ ছিন্না ভবতীত্যর্থঃ। তদিতি। তৎ পুরুষস্য কৈবল্যম্—কেবলীভাবঃ গুণানাং বিলয়াদ্ দ্রষ্টুঃ কেবলাবস্থানম্। তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ—স্বপ্রকাশঃ অমলঃ কেবলীতি বক্তব্যঃ, তথাভূতোঽপি তদা তথৈব বাচ্যো ভবতি বৃত্তিসারূপ্যপ্রতীত্যভাবাদিতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীমদ্‌হরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জলসাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং তৃতীয়ঃ পাদঃ।

[illegible] কৈবল্যের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য, অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকে না।

সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধিলক্ষণযুক্ত অন্যান্য যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যরূপ ফল বা জ্ঞানজ সিদ্ধিসকল হয়, তাহাও উপক্রান্ত বা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমার্থতঃ অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অবিবেকরূপ অবিদ্যা বা বিপর্য্যস্ত জ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আর ক্লেশ থাকে না অর্থাৎ ক্লেশের সন্তান বা বিবৃদ্ধিরূপ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহাই পুরুষের কৈবল্য বা কেবলীভাব অর্থাৎ গুণের প্রলয় হওয়ায় উপদর্শন-হীন দ্রষ্টার কেবল বা একক অবস্থান। তখন পুরুষ স্বরূপমাত্র-জ্যোতি বা স্বপ্রকাশ, অমল বা ত্রিগুণরূপ মলহীন ও কেবল হন—এরূপ বক্তব্য হয়। তিনি সদা তদ্রূপ হইলেও তখনই ঐরূপ বক্তব্য হয় অর্থাৎ তখনই ব্যবহারদৃষ্টিতে ঐ লক্ষণ তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায়, যেহেতু চিত্তবৃত্তির সহিত যে সারূপ্যপ্রতীতি (যাহার ফলে দ্রষ্টাকে অ-কেবল মনে হইত) তাহার তখন অভাব ঘটে।

শ্রীমৎ ধর্ম্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ

১। পাদেঽস্মিন্ যোগস্য মুখ্যং ফলং কৈবল্যং প্রতিপাদিতম্। কৈবল্যরূপাং সিদ্ধিং ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ সিদ্ধিভেদং দর্শয়তি। কায়চিত্তেন্দ্রিয়াণাম্ অভীষ্ট উৎকর্ষঃ সিদ্ধিঃ। সা চ সিদ্ধিঃ জন্মজাদিঃ পঞ্চবিধা। দেহান্তরিতা—কর্মবিশেষাৎ অন্যস্মিন্ জন্মনি প্রাদুর্ভূতা দেহবৈশিষ্ট্যজাতা জন্মজা সিদ্ধিঃ। যথা কেষাঞ্চিৎ বিনাপি দুঃসাধনং শরীরপ্রকৃতিবিশেষাৎ পরচিত্তজ্ঞতাদিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদির্বা প্রাদুর্ভবতি। তথা ঔষধাদিভিঃ মন্ত্রৈস্তপসা চ কেষাঞ্চিৎ সিদ্ধিঃ। সংযমজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাস্তাশ্চ সিদ্ধিষু অবক্ষরণীয়াঃ।

২। তত্রেতি। তত্র সিদ্ধৌ, কায়েন্দ্রিয়াণাম্ অন্যজাতীয়ঃ পরিণামো দৃশ্যতে। স চ জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাদেব ভবতি। প্রকৃতিঃ—কায়েন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকজাত্যবচ্ছিন্নং যদ্ বৈশিষ্ট্যং তস্য মূলীভূতা শক্তির্যয়া তত্তৎকায়েন্দ্রিয়াণামভিব্যক্তিঃ। তাশ্চ দ্বিধা প্রকৃতয়ঃ কর্মাশয়ব্যক্ত্যা অনুভূতপূর্বা বাসনারূপাঃ, তথানুভূতপূর্বা অব্যপদেশ্যাশ্চ। দেবাদিবিপাকানুভবজাতা বাসনারূপা প্রকৃতিরনুভূতপূর্বা। ধ্যানজসিদ্ধপ্রকৃতিস্তু অননুভূতপূর্বা, অনুভূয়মানস্য বিক্ষেপস্য প্রহাণরূপাৎ নিমিত্তাৎ সা অভিব্যক্তা ভবতি। আপূরঃ—অনুপ্রবেশঃ।

১। এই পাদে যোগের মুখ্যফল যে কৈবল্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। কৈবল্যরূপ সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে সিদ্ধির নানা প্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। কায়, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সকলের যে অভীষ্ট উৎকর্ষ, তাহাই সিদ্ধি (চেষ্টাপূর্বক যে উৎকর্ষ সাধিত করা যায় তাহাই সিদ্ধি, পক্ষীদের স্বাভাবিক আকাশগমনাদি সিদ্ধি নহে); সেই সিদ্ধি জন্মজাদিভেদে পঞ্চবিধ। দেহান্তরিত—কর্মবিশেষের দ্বারা অন্য জন্মে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ফলে যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই জন্মহেতু সিদ্ধি, যেমন, কাহারও ইহজন্মীয় সাধনব্যতীত শরীরের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য হইতে পরচিত্তজ্ঞতাদি অথবা দূর হইতে শ্রবণদর্শনাদিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয় (জন্মবিশেষে দৈবপিশাচাদি বাসনার অভিব্যক্তি হওয়াতে তদনুরূপ সিদ্ধি হইতে পারে)। তথা ঔষধাদির দ্বারা, মন্ত্রজপের দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা (যাহা তত্ত্বজ্ঞানহীন, কেবল সিদ্ধিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত) কাহারও (করণ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া) সিদ্ধি হয়। সংযম হইতে যেসকল সিদ্ধি হয় তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সিদ্ধির মধ্যে তাহারা নিজের সম্যক্ আয়ত্ত এবং অবক্ষরণীয় বা অবক্ষয়াদিমুক্ত।

২। তাহাতে অর্থাৎ সিদ্ধিতে কায়েন্দ্রিয়ের অন্যজাতীয় পরিণাম হয় ইহা দেখা যায়। সেই ভিন্নজাতিরূপ পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতেই হয়। প্রকৃতি অর্থে কায়েন্দ্রিয়ের যে প্রত্যেক জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির যে মূলীভূত বৈশিষ্ট্য তাহার মূলীভূত শক্তি, যাহার দ্বারা সেই সেই জাতীয় (বিশিষ্ট) কায়েন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হয়। সেই প্রকৃতিসকল দুই প্রকার—কর্মাশয়ের দ্বারা ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য পূর্বানুভূত বাসনারূপ প্রকৃতি এবং অননুভূতপূর্ব বা অব্যপদেশ্য (যাহার বৈশিষ্ট্য পূর্বে ব্যক্ত হয় নাই)। তন্মধ্যে দৈব, নারক, মানব ইত্যাদি বিপাকের অনুভব হইতে জাত বাসনারূপ প্রকৃতিসকল পূর্বে অনুভূত। যাহা ধ্যানজ সিদ্ধপ্রকৃতি তাহা অননুভূতপূর্ব, তাহা অনুভূয়মান বিক্ষেপের প্রহাণ বা নাশরূপ নিমিত্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় (তজ্জন্য ইহাতে কোনও বাসনারূপ প্রকৃতি বা উপাদানের আবশ্যকতা নাই, কেবল বিক্ষেপের বা বাধার প্রহাণ হইতে তাহা ব্যক্ত হয়)। আপূরণ অর্থে অনুপ্রবেশ।

পূর্বেতি। অপূর্বাবয়বানুপ্রবেশাৎ—যথা মানুষপ্রকৃতিকে চক্ষুষি দৈবপ্রকৃতিকচক্ষুঃসংস্কাররূপস্য অপূর্বাবয়বস্য অনুপ্রবেশাৎ মানবচক্ষুঃ দৈবং ব্যবহিতদর্শনপ্রকৃতিকং ভবতি। এবং কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারং—স্বাধিষ্ঠানং কায়ং করণঞ্চ আপূরেণ অনুগৃহ্ণন্তি—অনুগৃহ্য অভিব্যঞ্জয়ন্তি। ধর্মাদিনিমিত্তমপেক্ষ্য এব বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎ কুর্বন্তি।

৩। ন হীতি। ধর্মাদিনিমিত্তং ন প্রকৃতিং কার্যান্তরজননায় প্রযোজয়তি বিকারত্বাৎ। ভোগযোগিনিমিত্তাৎ স্বানুপ্রবেশস্য অনিমিত্তভূতা গুণান্তরন্তিরোভবতি ততঃ প্রকৃতিঃ স্বয়মেব অনুপ্রবিশতি। যথা ব্যবহিতদর্শনং দিব্যচক্ষুঃপ্রকৃতিধর্মঃ, তৎপ্রবৃত্তির্ন মানুষচক্ষুঃকার্যাদ্ উৎপাদনীয়া। মানুষচক্ষুঃকার্যনিরোধে সা স্বয়মেব চক্ষুঃশক্তিমনুপ্রবিশ্য দিব্যদৃষ্টিমচ্চক্ষুরাবির্ভাবয়তি। দৃষ্টান্তোঽত্র 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—ততঃ—নিমিত্তাদ্ বরণভেদঃ—অনুপ্রবেশস্য অন্তরায়াপনোদনং, ক্ষেত্রিকাণাম্ আলিভেদবৎ। যথেতি। অপাম্ পূরণাৎ—জলপূরণাৎ। পিপ্লাবয়িষুঃ—প্লাবনেচ্ছুঃ। তথেতি। ধর্মঃ—স্বপ্রবর্তনস্য নিমিত্তভূতো ধর্মঃ। স্পষ্টমন্যৎ।

অপূর্ব অবয়বের অনুপ্রবেশ হইতে অর্থাৎ যেমন মানবপ্রকৃতিক চক্ষুতে দৈবপ্রকৃতিক চক্ষুর সংস্কাররূপ অপূর্বাবয়বের (যাহা বর্তমান কায়েন্দ্রিয়ের মত নহে, কিন্তু পরের অভিব্যজ্যমান শরীরানুরূপ) অনুপ্রবেশ হইতে মানবপ্রকৃতিক চক্ষু, ব্যবহিত (ব্যবধানের অন্তরালস্থ) বস্তুর দর্শনশক্তিযুক্ত দৈব চক্ষুতে পরিণত হয়। এইরূপে কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল নিজের নিজের বিকারকে অর্থাৎ স্ব স্ব অধিষ্ঠানভূত শরীর এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে, আপূরণপূর্বক অনুগৃহীত করে অর্থাৎ তদন্তর্গত হইয়া অনুগ্রহণপূর্বক (উপাদান করিয়া) তাহাদিগকে ব্যক্ত করায়। ধর্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়াই বক্ষ্যমাণ উপায়ে প্রকৃতিসকল অনুপ্রবেশ করে (কারণব্যতিরেকে নহে)।

৩। ধর্মাদি নিমিত্তসকল অন্য কার্য (যেমন অন্য জাতি) উৎপাদনার্থ সেই জাতির প্রকৃতিকে প্রযোজিত করে না, কেন না, তাহারা বিকারে অবস্থিত অর্থাৎ ধর্মাদি কার্যরূপ বিকারে অবস্থিত বলিয়া তাহারা তাহাদের প্রকৃতিকে প্রযোজিত করিতে পারে না, যেহেতু কার্য কখনও কারণকে প্রযোজিত করিতে পারে না। নিজের ব্যক্ত হইবার উপযোগী নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যজ্যমান প্রকৃতির অনুপ্রবেশের পক্ষে যাহা অনিমিত্তভূত বা বাধক, সেই ভিন্ন জাতীয় গুণসকল যখন তিরোহিত হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে। যেমন ব্যবহিত বস্তুকে দর্শন করার শক্তি দিব্য চক্ষুঃপ্রকৃতির ধর্ম, সেই প্রকৃতি মানব নেত্র-রূপ কার্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। মানব (এবং দৈবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ অন্যান্য) চক্ষুর কার্য নিরুদ্ধ হইলে তাহা স্বয়ং চক্ষুঃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিব্যদৃষ্টিযুক্ত চক্ষু নিষ্পাদিত করে। এস্থলে দৃষ্টান্ত যথা—তাহা হইতে বরণভেদ বা আবরণভেদ হয়, ক্ষেত্রিকের ন্যায়। তাহা হইতে অর্থাৎ নিমিত্ত হইতে বরণভেদ হয় বা প্রকৃতির অনুপ্রবেশের যাহা অন্তরায়, তাহার অপনোদন হয়, যেমন ক্ষেত্রিকের দ্বারা আলিভেদ। অপাম্পূরণাৎ—জলের দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য। পিপ্লাবয়িষু—জলের দ্বারা নিম্নক্ষেত্র প্লাবিত করিতে ইচ্ছুক। ধর্ম—নিজেকে প্রবর্তিত করিবার কারণরূপ ধর্ম।

(ক্ষেত্রিক বা চাষী যেমন উচ্চভূমির আলিভেদ করিয়া জলের প্রবাহের বাধামাত্র দূর করিয়া দেয় তাহাতেই জল স্বয়ং নিম্নভূমিতে আসে, তদ্রূপ দৈবাদি-প্রকৃতির ধর্মাদির দ্বারা

৪। যদেতি। অস্মিতামাত্রাৎ—অপ্রলীনস্য দগ্ধক্লেশবীজস্য চেতসো বিক্ষেপসংস্কারপ্রত্যয়ক্ষয়ে চিত্তকার্য্যাণাম্ অপ্রভূতং ভবতি যতশ্চ অস্মিতামাত্রস্য প্রধানত্বাৎ অস্মিতামাত্রেণাবস্থানং ভবতি, তদস্মিতামাত্রাৎ—অবিবেকরূপচিত্তকার্য্যহীনায়া এবাস্মিতায়া ইত্যর্থঃ। তদা সংস্কারবশাৎ ন চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াদিপ্রবর্তনরূপং স্বাভাবিকমুত্থানম্। যোগী তু পরানুগ্রহার্থায় তদস্মিতামাত্রং দগ্ধবীজকল্পম্ উপাদায় স্বেচ্ছয়া একমনেকং বা চিত্তং কায়ঞ্চ নির্ম্মিমীতে। সুগমং ভাষ্যম্। স্বেচ্ছয়াস্য উত্থানং নিরোধশ্চ ততো ন নির্ম্মাণচিত্তং বন্ধহেতুঃ।

৫। বহ্বিতি। বহুচিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদেঽপি সর্ব্বেষাং যথাপ্রবৃত্তি প্রযোজকম্ একং প্রধানচিত্তং নির্ম্মিমীতে, তচ্চিত্তং যুগপদিব তদন্তর্ভূতেষু অপ্রধানচিত্তেষু সঞ্চরৎ তানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তয়তি। যথা মনো জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণেষু যুগপদিব সঞ্চরৎ তান্ প্রযোজয়তি তদ্বৎ।

৬। তত্রেতি। নির্ম্মাণচিত্তমত্র সিদ্ধচিত্তম্। ধ্যানজং—সমাধিজং সিদ্ধচিত্তম্, অনাশয়ং—তস্য নাস্তি আশয়ঃ, তস্মাৎ তৎপ্রবৃত্তিঃ যস্যা অনুপ্রবেশাৎ সমাধিসিদ্ধেরভিব্যক্তিঃ ন সাঽনুভূতপূর্ব্বা বাসনারূপা। কৈবল্যভাগীয়-সমাধেরননুভূতপূর্ব্বত্বাৎ ন তন্নির্ব্বর্তনকরী প্রবৃত্তিঃ সংস্কাররূপা। অথাপদেশাৎ প্রবৃত্তেরনুপ্রবেশাদেব সমাধিসিদ্ধিঃ সমাধিভিন্নবৃত্তেষু তৎপ্রত্যনীক-ধর্ম্মেষু। ।

বাধা, তাহা উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা নিরাকৃত হইলেই দৈবাদি-বাসনারূপ প্রকৃতি স্বয়ং স্মৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সেই সেই শরীর অধিষ্ঠানরূপ করণাদি নিষ্পাদিত করিবে)।

৪। অস্মিতামাত্র হইতে অর্থাৎ অপ্রলীন কিন্তু দগ্ধক্লেশবীজরূপ চিত্তের বিক্ষেপ-সংস্কার ও প্রত্যয় ক্ষীণ হইলে চিত্তকার্য্য অভাব বা অলক্ষ্যবৎ হইয়া যায়, তাহাতে অস্মিতামাত্রের প্রধানভাব হওয়াতে অস্মিতামাত্রেই অবস্থান হয়, সেই অস্মিতামাত্র হইতে বা অবিবেকরূপ ও অবিবেকমূল চিত্তকার্য্যহীন বিবেকোপাদানভূত শুদ্ধ অস্মিতাকে উপাদান করিয়া যোগী চিত্ত নির্ম্মাণ করেন। তখন সংস্কারবশতঃ চিত্তের ইন্দ্রিয়াদি-চালনরূপ স্বাভাবিক বা স্বতঃ উত্থান আর হয় না। যোগী পরকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই দগ্ধবীজবৎ অস্মিতা-মাত্রকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় (সংস্কারের বশীভূত না হইয়া) এক বা অনেক চিত্ত এবং শরীর নির্ম্মাণ করেন। এই নির্ম্মাণচিত্তের উত্থান এবং নিরোধ স্বেচ্ছায় হয়, তজ্জন্য নির্ম্মাণচিত্ত বন্ধের হেতু নহে।

৫। বহু নির্ম্মাণচিত্তের প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাহাদের প্রযোজক এক প্রধান চিত্ত যোগী নির্ম্মাণ করেন। সেই চিত্ত যুগপতের ন্যায় তাহার অন্তর্ভূত অপ্রধান চিত্তসকলে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। মন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণে যুগপতের ন্যায় সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজিত করে, তদ্বৎ।

৬। এখানে নির্ম্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধ-চিত্ত। ধ্যানজ অর্থে সমাধি হইতে নিষ্পন্ন সিদ্ধ-চিত্ত, তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা বাসনারূপ সংস্কার হয় না (অতএব তাহা বাসনা হইতে জাতও নহে)। তজ্জন্য তাহার যাহা প্রকৃতি, যাহার অনুপ্রবেশ হইতে সমাধিজ সিদ্ধ-চিত্তের অভিব্যক্তি হয়, তাহা পূর্ব্বানুভূত কোনও বাসনারূপ নহে। সমাধিসিদ্ধের পুনর্জ্জন্ম হয় না সুতরাং কৈবল্যভাগীয় যে সমাধি তাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, তজ্জন্য তাহার নির্ব্বর্তনকারী যে প্রকৃতি তাহা পূর্ব্বানুভূত বাসনারূপ কোনও সংস্কার

৯। জাতীতি। ন হি দূরদেশে বহুপূর্ব্বকালে অনুভূতস্য বিষয়স্য স্মৃতিরাবৃতা কালেন উদ্ভবতি কিন্তু নিমিত্তযোগে তৎক্ষণমেব আবির্ভবতি দেশকালজাতিব্যবধানেঽপীতি সূত্রার্থঃ। বৃষদংশেতি। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ—মার্জ্জারজাতিরূপস্য বিপাকস্য উদয়ঃ, স্বব্যঞ্জকেন কর্ম্মাশয়েন অভিব্যক্তো ভবতি। সঃ—বিপাকঃ। পূর্ব্বমার্জ্জারদেহরূপবিপাকানুভবাৎ জাতাস্তৎসংস্কাররূপা যা বাসনাস্তা উপাদায় প্রাগ্ ব্যক্তং মার্জ্জারজাতিবিপাকরূপং মার্জ্জারকর্ম্মাশয়ঃ, ব্যবধানাস্তু তাসাং চিরেণাভিব্যক্তিঃ, বাসনাভিব্যক্তেঃ স্মৃতিরূপত্বাৎ। কর্ম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাৎ—কর্ম্মাশয়স্য বিপাকরূপো বৃত্তিলাভঃ তদ্বশাৎ তন্নিমিত্তত্বেনেত্যর্থঃ। নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাৎ—কর্ম্মাশয়ো নিমিত্তং বাসনাস্মৃতিঃ নৈমিত্তিকং যদ্বা বাসনা নিমিত্তং তৎস্মৃতির্নৈমিত্তিকং, তদ্ভাবস্য অনুচ্ছেদাৎ—সদ্ভাবাৎ। আনন্তর্য্যম্—নিরন্তরালতা।

১০। তাসামিতি। মা ন ভূবম্—অভাবং কিন্তু ভূয়াসম্ ইতি আশিষো নিত্যত্বাৎ—সদৈব সর্ব্বস্যাভিব্যক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষু জাতেষু জায়মানেষু জন্তুষু অনিচ্ছামানস্যাপি সা স্যাৎ এবং সর্ব্বকালেষু সর্ব্বপ্রাণিসাধারণী উপলভ্যতে। সা চ আশীর্ন স্বাভাবিকী কিন্তু অনুস্মৃতিনিমিত্ত-

---

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্ম্মবিপাককে অনুশয়ন করে—ইহার অর্থ কর্ম্মবিপাকের অনুশয়ী বা অনুরূপ হয় অর্থাৎ কর্ম্মবিপাককে অপেক্ষা করিয়াই বাসনাসকল থাকে, নচেৎ তাহারা ব্যক্ত হইতে পারে না (কারণ কর্ম্মাশয়ই তদনুরূপ বাসনারূপ স্মৃতির উদ্ঘাটক)। চতুর্থ অধ্যায়ে বিচার।

৯। দূর দেশে এবং বহুপূর্ব্ব কালে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি উদ্ভিত হইতে ততকাল লাগে না, কিন্তু উদ্ঘাটক নিমিত্তের সহিত সংযোগ ঘটিলে, দেশ, কাল এবং জাতিরূপ ব্যবধান থাকিলেও সেই ক্ষণেই তাহা আবির্ভূত হয়—ইহাই সূত্রের অর্থ। বৃষদংশ-বিপাকের উদয় অর্থাৎ মার্জ্জারজাতিরূপ বিপাকের অভিব্যক্তি, তাহা স্বব্যঞ্জকের বা নিজের অভিব্যক্তির কারণরূপ কর্ম্মাশয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। তাহা অর্থাৎ সেই বিপাক, পূর্ব্বের মার্জ্জারদেহ-ধারণরূপ বিপাকের অনুভব হইতে জাত তাহার সংস্কাররূপ যে বাসনা সঞ্চিত ছিল, তাহা আশ্রয় করিয়া অচিরাৎই মার্জ্জারজাতিরূপ যে বিপাক, তাহার নিষ্পত্তিকারী মার্জ্জারকর্ম্মাশয় ব্যক্ত হয়। পূর্ব্বের মার্জ্জার-জন্মের পর বহুপ্রকার জাতি-গ্রহণ, বহুকাল ইত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হইতে বিলম্ব হয় না, কারণ, বাসনাভিব্যক্তি স্মৃতি-স্বরূপ (তাহা স্মরণমাত্রেই ব্যক্ত হয়)।

কর্ম্মাশয়ের বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ের যে বিপাকরূপ বৃত্তিলাভ বা ব্যক্ততা তদ্বশে বা তন্নিমিত্তের দ্বারা স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। (অন্য অর্থ যথা, কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়)। নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক ভাবের অনুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ কর্ম্মাশয়রূপ নিমিত্ত এবং বাসনার স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক (নিমিত্তজাত), অথবা বাসনারূপ নিমিত্ত এবং তাহার স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক তাহাদের (নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের) সত্তার অনুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ তাহারা থাকে বলিয়া (তদ্বশেই ঘটে বলিয়া) কর্ম্মাশয় এবং বাসনার আনন্তর্য্য বা অন্তরালহীনতা। (কর্ম্মাশয় এবং তদনুরূপ স্মৃতিমূলক বাসনা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের অভিব্যক্তি এক সময়েই হয়। তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা সম্ভব নহে)।

১০। 'আমার অভাব না হউক (আমার না-থাকা না-হউক) কিন্তু যেন আমি থাকি'—এই প্রকার আশীর (প্রার্থনার) নিত্যত্ব-হেতু অর্থাৎ সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্র কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না বলিয়া বাসনা অনাদি। যাহারা পূর্ব্বে

ত্বাৎ। স্মৃতিঃ সংস্কারাদ্ জায়তে সংস্কারঃ পুনরনুভবাৎ। তস্মাৎ সর্বৈঃ প্রাণিভিরনুভূতং মরণদুঃখম্। ইদানীমিব সর্বদা চেৎ সর্বৈর্মরণদুঃখমনুভূতং তর্হি সর্বেষাম্ আশিষো মূলভূতা বাসনা অনাদিরিতি। ন চেতি। ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে—নিমিত্তাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ, যথা কায়স্য রূপং স্বাভাবিকং কায়ে বিদ্যমানে ন তদুৎপদ্যতে। অনুৎপন্নঃ সহোৎপন্নসহভাবী বা ধর্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ।

ঘটেতি। মতান্তরমুপন্যস্যতে। ঘটপ্রাসাদান্তর্বর্তী প্রদীপো যথা ঘটপ্রাসাদপরিমাণঃ সঙ্কোচবিকাশী চ তথা চিত্তমপি গৃহ্যমাণপুত্তিকা-হস্ত্যাদিশরীরপরিমাণম্। তথা চ সতি চিত্তস্য অন্তরাভাবঃ—পূর্বোত্তরশরীরগ্রহণযোর্মধ্যে অন্তরা তত্র ভাবঃ আতিবাহিকভাব ইত্যর্থঃ, সংসারশ্চ যুক্তঃ—সঙ্গচ্ছত ইতি তেষাং মতঃ। নায়ং সমীচীনঃ, চিত্তং ন দিগধিকরণকং বস্তু কালমাত্রব্যাপিক্রিয়ারূপত্বাৎ। ন হি অমূর্তং চিত্তং হস্ত্যাদিভিঃ পরিমেয়ং তস্মাৎ তস্য দৈর্ঘ্যহ্রস্বত্বাদীনি ন কল্পনীয়ানি। দিগবয়বরহিতত্বাৎ চিত্তং বিভু—সর্বভাবৈঃ সহ সম্বন্ধম্। ন চ বিভুত্বং সর্বদেশব্যাপিত্বং ব্যবসায়কালচ্ছেদতঃ। তস্য বৃত্তিরেব সঙ্কোচবিকাশিনীতি যোগাচার্যমতম্। যথা বুদ্ধিঃ ছিদ্রে ন্যস্তা ছিদ্রং গৃহ্ণাতি সা চ আকাশে ন্যস্তা মহান্তমাকাশং গৃহ্ণাতি, ন তেন বুদ্ধিশক্তেঃ ক্ষুদ্রং বা মহদ্ বা পরিমাণান্তরং ভবেৎ তথা চিত্তমপি বিবেকখ্যাতিপ্রাপ্তং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি বিভু ভবতি তচ্চাপি মলিনং সঙ্কুচিতবৃত্তি অজ্ঞং ভবতি।

তচ্চেতি। তচ্চ চিত্তং নিমিত্তমপেক্ষ্য বৃত্তিমদ্ ভবতি। শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যাধ্যাত্মিকং মনোমাত্রাধীনং নিমিত্তম্। উক্তং সাংখ্যাচার্যৈঃ, য ইতি। মৈত্রীকরুণা-

---

জন্মাইয়াছে এবং যাহারা জায়মান (বর্তমানে জন্মাইতেছে) এরূপ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে উহা দেখা যায় বলিয়া যাহারা ভবিষ্যতে জন্মাইতে থাকিবে, তাহাদের মধ্যেও যে ঐ প্রকার আশী থাকিবে তাহা অনুমেয়, অতএব সর্বকালে সর্বপ্রাণীতেই আশীর অস্তিত্বরূপ নিয়ম পাওয়া যাইতেছে। সেই আশী স্বাভাবিক বা নিষ্কারণ নহে, যেহেতু তাহা মরণদুঃখের অনুস্মৃতিরূপ নিমিত্ত হইতে হয় ইহা দেখা যায়। স্মৃতি সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়, সংস্কার পুনশ্চ অনুভব হইতে জাত, তজ্জন্য সমস্ত প্রাণীরই মরণদুঃখ পূর্বানুভূত ইহা প্রমাণিত হইল। ইদানীং যেমন সকলের মরণদুঃখ দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ সর্বকালে সর্বপ্রাণীর মরণদুঃখানুভব সিদ্ধ হইলে আশীর মূলভূত যে বাসনা তাহাও অনাদিকাল হইতে আছে বলিতে হইবে। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্তকে গ্রহণ করে না অর্থাৎ তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন শরীরের রূপ স্বাভাবিক, কায় বিদ্যমান থাকিলে তাহার রূপ পরে উৎপন্ন হয় না। যাহা উৎপন্ন হয় না (বরাবরই আছে) অথবা যাহা কোনও বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ও সহভাবিরূপে থাকে—এরূপ যে ধর্মরূপ ভাব, তাহাকেই স্বভাব বলে।

ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে অন্য এক মত উপস্থাপিত করিতেছেন। ঘট-প্রাসাদাদির মধ্যস্থ প্রদীপ (দীপালোক) যেমন ঘট বা প্রাসাদ-পরিমিত এবং আধার-অনুগামী সঙ্কোচবিকাশী তদ্রূপ চিত্তও পুত্তিকা (পিঁপড়া), হস্তী-আদি যখন যেরূপ শরীর গ্রহণ করে, সেই পরিমাণ আকারযুক্ত হয়। ঐরূপ হয় বলিয়াই চিত্তের অন্তরাভাব বা পূর্বোত্তর দুই স্থূল শরীরগ্রহণের মধ্যে যে অন্তর বা ব্যবধান সেই কালে যে ভাব অর্থাৎ আতিবাহিক দেহরূপ অবস্থা তাহা, এবং সংসার বা জন্মান্তরপ্রাপ্তিরূপ সংসরণও যুক্ত হয়, বা সঙ্গত হয়—ইহা তাঁহাদের মত। (ইঁহাদের মতে চিত্ত বিভু বা সর্বব্যাপী সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে এক শরীর হইতে অন্য শরীরধারণ যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি

মুদিতোপেক্ষারূপা যে ধ্যায়িনাং বিহারাঃ—চর্য্যা ইত্যর্থঃ, তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ—বাহ্যসাধননিরপেক্ষাঃ তে চ প্রকৃষ্টং—শুক্লং ধর্ম্মম্ অভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি—নিষ্পাদয়ন্তি। স্মর্য্যতে'ত্র "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সদোষাঃ স্যুঃ পুনরাবৃত্তিকারকাঃ" ইতি। শুক্রাচার্য্যাভিশাপাৎ পাংশুবর্ষেণ দণ্ডকারণ্যং শূন্যমভূৎ।

১১। হেতুরিতি। ধর্ম্মাদিহেতুভির্ব্বাসনাঃ সংগৃহীতাঃ—উপচীয়মানাস্তিষ্ঠন্তি ন বিলীয়ন্তে। সুগমম্। ফলং বাসনানাং স্মৃতিঃ। যং বাসনাস্মৃতিরূপং প্রত্যুৎপাদকম্ আশ্রিত্য যস্য ধর্ম্মাদেঃ প্রত্যুৎপন্নতা—বর্ত্তমানতা, স্মৃতিরূপং তৎ ফলং বাসনানাম্। স্মৃত্যুদ্ভবস্য সত এব

কেবল অধিষ্ঠানমাত্রব্যাপী হয়, তবেই এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরধারণ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কালে সূক্ষ্মদেহধারণ ইত্যাদি সঙ্গত হয়)। এই মত সমীচীন নহে। চিত্ত দেশাশ্রিত দ্রব্য নহে, কারণ, তাহা কালমাত্রব্যাপি-ক্রিয়ারূপ। চিত্ত অমূর্ত্ত (অদেশাশ্রিত) বলিয়া তাহা হস্তাদি মাপকের দ্বারা পরিমেয় নহে, তজ্জন্য চিত্তের দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্ব আদি কল্পনীয় নহে। দৈশিক অবয়বহীন বলিয়া চিত্ত বিভু বা সর্ব্ব ভাবপদার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (তবে বৃত্তিমাধ্যমে যাহার সহিত যখন সম্বন্ধ ঘটে, সেই বস্তুরই জ্ঞান প্রকটিত হয়)। এখানে বিভু অর্থে সর্ব্বদেশব্যাপিত্ব নহে, কারণ, চিত্ত ব্যবসায় বা গ্রহণরূপ (যাহা দেশব্যাপক তাহা গ্রাহ্যরূপে গ্রাহ্য), চিত্তের বৃত্তিই সঙ্কোচবিকাশিনী অর্থাৎ আলম্বন অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রূপে প্রতীত হয়—ইহাই যোগাচার্য্যের মত। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি যদি তিলে ন্যস্ত হয় তবে তাহা তিলকে গ্রহণ করে এবং তাহা আকাশে ন্যস্ত হইলে মহান্ আকাশকে গ্রহণ করে, তাহাতে যেমন দৃষ্টিশক্তির ক্ষুদ্র বা মহৎ এরূপ কোনও পরিমাণের অন্যতা হয় না, তদ্রূপ চিত্তও বিবেকজজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্ববস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিভু হয়, সেই চিত্ত আবার যখন মলিন হয়, তখন সঙ্কুচিতবৃত্তিযুক্ত ও অল্পজ্ঞ হয় (অতএব বিভুত্বই চিত্তের স্বরূপ, তাহার বৃত্তিই অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যথাবিষয়া হইয়া তদাকারা হয়)।

সেই চিত্ত নিমিত্ত বা হেতুকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ নিমিত্তের অনুরূপ বৃত্তিযুক্ত হয়। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইহারা মনোমাত্রের অধীন বলিয়া আধ্যাত্মিক নিমিত্ত। সাংখ্যাচার্য্যদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষারূপ যে ধ্যায়ীদের বিহার বা (অনুকূল) চর্য্যা, তাহারা বাহ্যসাধনের নিরনুগ্রাহক বা বাহ্যসাধননিরপেক্ষ (আন্তর সাধন-স্বরূপ) এবং তাহারা প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যে শুক্ল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম তাহা নির্ব্বর্ত্তিত বা নিষ্পাদিত করে। এবিষয়ে স্মৃতি যথা—'সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, কারণ, অন্য সমস্ত ধর্ম্ম সদোষ এবং তাহাতে পুনর্জন্ম হয়'। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপের ফলে পাংশু বা ভস্ম-বর্ষণের দ্বারা দণ্ডকারণ্য প্রাণিশূন্য হইয়াছিল।

১১। ধর্ম্মাদি হেতুর দ্বারা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত হইয়া উপচয়শীলভাবে থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ নষ্টপ্রাপ্ত হয় না। বাসনার ফল স্মৃতি। যে বাসনারূপ উৎপাদক কারণকে আশ্রয় করিয়া তৎফল যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সুখ-দুঃখরূপ ভাব তাহার উৎপত্তি বা স্মরণ হয়, তাহাই বাসনার স্মৃতিরূপ ফল। স্মৃতির যে উদ্ভব হয়, তাহা সৎ বা অবস্থিত বস্তু হইতেই হয়, কারণ, অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ স্মৃতি হইলেই তদাকারা বাসনা আহিত ছিল বুঝিতে হইবে। এইরূপে স্মৃতিরূপ ফল হইতে বাসনার সংগ্রহ বা সঞ্চিতভাবে অবস্থান ঘটে। বিষয়সকলই বাসনার আলম্বন। শব্দাদি বিষয়াভিমুখ হইয়াই জাত্যায়ুর্ভোগকালে বাসনাসকল ব্যক্ত হয়। এইরূপে হেতু-ফলাদির দ্বারা বাসনা

ব্যক্তৌ নাসত উপলম্ভঃ। এবং স্মৃতিরূপফলাৎ বাসনাসংগ্রহঃ। আলম্বনং বাসনানাং বিষয়াঃ। শব্দাদিবিষয়াভিমুখ্যা এব বাসনা ব্যজ্যন্তে। এবং হেত্বাদিভির্বাসনাসংগ্রহঃ তদভাবে চ বাসনানামভাবঃ।

১২। নেতি। দ্রব্যত্বেন সত্ত্বস্থাঃ—সত্যো বাসনাঃ। নির্বর্তিষ্যন্তে—অভাবং প্রাপ্স্যন্তি। অভাবম্—অবর্তমানত্বম্ অতীতানাগতত্বেন ব্যবহার ইতি যাবৎ। অতীতানাগত-লক্ষণকং বস্তু স্বরূপতঃ—স্ববিশেষরূপতঃ অস্তি, অধ্বভেদাৎ কাললক্ষণভেদাৎ ধর্মাণাং কারণ-সংসৃষ্টরূপেণ বর্তমানানামেব তথা ব্যবহার ইতি সূত্রার্থঃ। তদ্বিষয়মিতি। নির্বিষয়ং জ্ঞানং ন ভবেদিতি সর্বজ্ঞানস্য বিষয়ো বিদ্যতে। তস্মাদতীতানাগতসাক্ষাৎকারস্যাপি অস্তি বিশেষ-বিষয়ঃ। তদ্বিষয়স্য অগোচরত্বাৎ লৌকিকৈরধ্বভেদেন লক্ষিতঃ ব্যবহ্রিয়তে।

বিদ্যেতি। কর্মণ উৎপিৎসু ফলম্—উৎপৎস্যমানং ফলমিত্যর্থঃ, যদি নিরুপাখ্যম্—অসৎ তদা তদুদ্দেশেন কুশলস্যানুষ্ঠানং ন যুক্তং ভবেৎ। সিদ্ধং—বর্তমানং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণম্ অভিব্যক্তিরূপবিশেষাবস্থাপ্রাপণং কুরুতে। ধর্মীতি। ধর্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ

সংগৃহীত থাকে এবং তাহাদের অভাব ঘটিলে বাসনারও অভাব ঘটিবে অর্থাৎ তাহা স্মৃতিরূপে কখনও ব্যক্ত হইবে না।

(ভাষ্যকার এখানে ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ ও তদুৎপন্ন রাগ-দ্বেষ এই পরস্পরসাপেক্ষ বৃত্তিকে ছয় অর যুক্ত অবিদ্যাশ্রিত সংসারচক্র বলিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া এই চক্রে ঘূর্ণিত জীব অবিরাম কাল জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে বিপরি-বর্তিত হইতেছে। ইহাতে দেহাত্মবোধ বা অনাত্মে আত্মজ্ঞান রূপ অস্মিতা ক্লেশকে ক্ষয় করার চেষ্টা অর্থাৎ নিবৃত্তি নাই। ব্যবহারিক সকামই কর্ম হ, তাহা ধার্মিক হইলেও, প্রবৃত্তি, তাহাতে সাময়িক সুখ হইতে পারে কিন্তু রাগযুক্ত বলিয়া দুঃখ বাধাপ্রাপ্তি ও তৎফলে দ্বেষ এবং দেহধারণ এবং তদানুষঙ্গিক জাগতিক বিপর্যয়ের অধীনতা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে নৈতিক অধোগতিও হইতে পারে। মনকে অন্তর্মুখ করার উপায়রূপে আচরিত যে ধর্ম অর্থাৎ কর্মকে ক্ষয় করার জন্য যে ধর্ম, তাহার নামই নিবৃত্তিধর্ম, তাহাতে মন ক্রমশ বাহ্য বিষয় হইতে এবং দেহাভিমান হইতে উপরত হইয়া শান্তিপ্রাপক বিবেকাভিমুখ হইবে এবং তাহাই সংসার-চক্র হইতে বিমুক্তির সাধক মোক্ষধর্ম)।

১২। দ্রব্যরূপে সম্ভূত বা অবস্থিত বলিয়া বাসনাসকল সৎ বা ভাব পদার্থ। নিবর্তিত হইবে অর্থাৎ অভাবপ্রাপ্ত হইবে। অভাব অর্থে যাহা বর্তমান নহে কিন্তু অতীত ও অনাগতরূপে যে স্থিতি তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা। অতীতানাগতলক্ষণযুক্ত বস্তু স্বরূপত অর্থাৎ তাহার নিজ নিজ বিশেষরূপে লীন ভাবে থাকে। অধ্বভেদে বা কালরূপ লক্ষণভেদের দ্বারা, কারণের সহিত সংসৃষ্টরূপে বা লীন ভাবে স্থিত বা বর্তমান ধর্মসকলকে ঐরূপে অর্থাৎ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার করা হয়—ইহাই সূত্রের অর্থ।

নির্বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তুহীন জ্ঞান হয় না বলিয়া সর্বজ্ঞানেরই বিষয় আছে, তজ্জন্য অতীত-অনাগত সাক্ষাৎকারেরও বিশেষ বিষয় আছে (অতীতানাগত ভাবে)। সেই বিষয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া লৌকিক বা সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা কালভেদপূর্বক বা অতীত-অনাগত লক্ষণ-পূর্বক ব্যবহৃত হয় (কোনও বস্তু অপ্রত্যক্ষ হইলেই তাহার ত্রৈকালিক অভাব বলা হয় না, অতীত-অনাগতরূপেই তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়)।

—প্রত্যেকং ধর্মা অবস্থিতাঃ। বর্তমানঃ ব্যক্তিবিশেষাপন্নঃ—ধর্মিণো বিশিষ্টো বা ব্যক্তি-স্তৎসম্পন্নঃ প্রবাহঃ—প্রত্যয়াপরস্বরূপতোঽস্তি তথা অতীতম্ অনাগতং বা দ্রব্যং ন ব্যক্তিবিশেষাপন্নম্। একস্য বর্তমানাধ্বনঃ সময়ে। ধর্মিসমন্বাগতৌ—ধর্মিণি সংসৃষ্টৌ। নাভূত্বা—সত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ; ভাবঃ ত্রয়াণামধ্বনাং সাংসিদ্ধিকতার্থঃ।

১৩। তে ইতি। সূক্ষ্মাত্মানঃ—অতীতানাগতানাং ষোড়শবিকারধর্মাণাং সূক্ষ্মরূপাণি ষড়বিশেষাঃ তন্মাত্রাস্মিতারূপাঃ। সাংখ্যশাস্ত্রানুশাসনম্ ষষ্টিতন্ত্রানুশাসনম্ অত্র গুণানামিতি। পরমং রূপম্—মূলরূপম্ অব্যক্তাবস্থা ন দৃষ্টিপথম্ ঋচ্ছতি—গচ্ছতি। ব্যক্তং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং যদ্ গুণরূপং তদ্ মায়েব সুতুচ্ছকং মায়য়া প্রদর্শিতং প্রপঞ্চং যথা তুচ্ছং তথেতি।

১৪। যদেতি। সর্বে—ত্রয় ইত্যর্থঃ, গুণাঃ। কথং তেষাং পরিণামে একত্বব্যবহারঃ? পরস্পরাকাঙ্ক্ষিত্বেন পরিণামজননস্বভাবাৎ পরিণামভূতানাং বস্তূনাং তত্ত্বম্ একম্ ইতি ব্যবহারঃ। প্রখ্যেতি। গ্রহণাত্মকানাং—গ্রহণতন্মাত্রোপাদানভূতানাম্। শব্দাদীনামিতি। শব্দাদীনাং—

কর্মের উৎপিৎসু ফল অর্থাৎ কর্ম হইতে পরে উৎপন্ন হইবে এরূপ যে ফল। সেই কর্মফল যদি নিরুপাখ্য বা অসৎ হইত তাহা হইলে তদুদ্দেশে কুশলের বা মোক্ষ-প্রাপক কর্মের অনুষ্ঠান (সেই ফলেপ্সু ব্যক্তির পক্ষে) যুক্তিযুক্ত হইত না। সিদ্ধ বা বর্তমান যে নিমিত্ত তাহা নৈমিত্তিকের (নিমিত্তজাত পদার্থের) বিশেষানুগ্রহণ করে অর্থাৎ অভিব্যক্তি-রূপ বিশেষ অবস্থা প্রাপিত করে (বর্তমান সৎ যে নিমিত্ত তাহা, অনাগত কিন্তু সৎ নৈমিত্তিক-কেই অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা বিশেষিত করে, কোনও অসৎকে সৎ করে না)। ধর্মসকল প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম যথাযথরূপে অবস্থিত (অতীত হউক বা অনাগত হউক তাহারা সবই যথাযথভাবে তত্তৎ অবস্থায় 'আছে')। তন্মধ্যে যাহা বর্তমান ধর্ম তাহা ব্যক্তিবিশেষপ্রাপ্ত অর্থাৎ ধর্মী হইতে বিশিষ্ট যে ব্যক্ততা (বস্তুতঃ তাহারা বিজ্ঞাত) তৎসম্পন্ন হইয়া তাহা প্রবাহ বা জায়মানরূপ অবস্থায় আছে অর্থাৎ ধর্মী হইতে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়াই বর্তমান ধর্মের ব্যক্ত অবস্থা, কিন্তু অতীত ও অনাগত দ্রব্য তদ্রূপ বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়া অবস্থিত নাই। কোনও একটির অর্থাৎ যাহা বর্তমানরূপে ব্যক্ত, তাহার উদয়কালে অন্যান্য ধর্মিসমন্বাগত অর্থাৎ ধর্মীতে সংসৃষ্ট বা লীন হইয়া অবস্থান করে (ধর্মী হইতে বিশ্লিষ্ট ব্যক্ততা)। অভাব হইতে নহে অর্থাৎ সত্ত্বা হইতেই ত্রিকালের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অসত্তা হইতে নহে। (তিন অধ্বার দ্বারা লক্ষিত হইলেও বস্তুর অসত্তা কোথাও হয় না বলিয়া অনাগত সত্তা হইতে বর্তমানের এবং বর্তমানের অতীত সত্তা—ইহার মধ্যে অভাব বলিয়া কিছু নাই)।

১৩। সূক্ষ্মাত্মক অর্থে অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত ষোড়শ বিকাররূপ ধর্মের সূক্ষ্ম কারণ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা এই ছয় অবিশেষ। সাংখ্য শাস্ত্রের বা বার্ষগণ্যকৃত ষষ্টিতন্ত্রের এবিষয়ে অনুশাসন যথা, পরমরূপ বা মূলরূপ যে অব্যক্তাবস্থা, তাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সাক্ষাৎকার-যোগ্য নহে। গুণত্রয়ের যাহা ব্যক্ত বা দৃষ্টিপথ-প্রাপ্ত রূপ তাহা মায়ার ন্যায় অতি তুচ্ছ অর্থাৎ মায়ার বা ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রদর্শিত প্রপঞ্চ বা নানা বিষয় যেমন তুচ্ছ বা অলীক তদ্রূপ।

১৪। সর্বগুণ অর্থাৎ তিন গুণ। গুণসকল ত্রিসংখ্যক হইলেও তাহাদের পরিণামে একত্বব্যবহার কেন হয় অর্থাৎ ত্রিগুণনির্মিত বস্তু ত্রিভাগযুক্ত তিন মনে না হইয়া এক বলিয়া মনে হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে (অবিচ্ছিন্ন

প্রত্যেকং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্। তত্র মূর্তিসমানজাতীয়ানাং—পৃথিবীসমজাতীয়ানাম্ একঃ পরিণামঃ তন্মাত্রাবয়বঃ—গন্ধতন্মাত্ররূপো গন্ধপরমাণুঃ। গন্ধতন্মাত্রম্ অবয়বো যস্য তাদৃশাবয়বঃ পৃথিবীপরমাণুঃ—ভূতরূপস্য পৃথিবীতত্ত্বস্য গন্ধতন্মাত্রজাতা অণবো যেষাং সমষ্টিঃ ক্ষিতিভূততত্ত্বম্। তাত্ত্বিকক্ষিতিভূতাণূনাং তেষাং গন্ধধর্মকাণামেকঃ পরিণামো ভৌতিকী সংহতা পৃথিবী তথা চ গৌর্বৃক্ষঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ। অন্যেষামপি ভূতানাং স্নেহাদিধর্মান্ উপাদায়—গৃহীত্বা অনেকেষাং ধর্মভূতং সামান্যম্—একত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ একবিকারারম্ভ এবং সমাধেয়ঃ—উপপাদনীয়ঃ। যথা রসপরমাণূনাম্ একো বিকারো রসলক্ষণম্ অব্‌ভূতং তস্য চ স্নেহধর্মকং পানীয়ং জলমিত্যাদি।

নাস্তীতি। বিজ্ঞানবিসহচরঃ—বিজ্ঞানবিসংযুক্তঃ। বস্তুস্বরূপম্ অপহ্নুবতে—অপলপন্তি। জ্ঞানেতি। বস্তু ন পরমার্থতো'স্তীতি তে বদন্তি, তেষাং তদ্বচনাদেব বস্তু স্ব-মাহাত্ম্যেন প্রত্যুপতিষ্ঠতে। পরমার্থশ্চ বাহ্যবৈরাগ্যাৎ সিধ্যতীতি সর্বসম্মতিঃ। বাহ্যবস্তু চেন্নাস্তি তর্হি কথং তত্র বৈরাগ্যং কার্যম্। তচ্চেদ্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং তত্রাপ্যস্তি কিঞ্চিদ্ বস্তু যস্য তদ্ অতদ্রূপম্, এবং বস্তু স্বমাহাত্ম্যেন প্রত্যুপতিষ্ঠতে। কিঞ্চ ন স্বপ্নবিষয়ঃ চিত্তমাত্রাদেবোৎপদ্যতে পূর্বানুভূতরূপাদিবিষয়াণামেব তত্র স্মরণং স্বপ্নঃ। শব্দাদ্যনুভবশ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারেণোপস্থিতবাহ্যবস্তুত এব নির্বর্ত্যতে ন হি জন্মান্ধস্য রূপজ্ঞানাত্মকঃ স্বপ্নো ভবতি। তস্মাদ্ বিষয়জ্ঞানং ন চিত্তমাত্রাধীনং কিন্তু চিত্তাতিরিক্ত-বাহ্যবস্তূপরাগাৎ চেতসি সমুৎপদ্যতে। বৈনাশিকানামপ্রমাণকং—বাঙ্‌মাত্রসহায়ং বিকল্পজ্ঞানমেব প্রমাণম্, অতঃ কথং তে শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুরিতি।

ভাবে) থাকিয়া পরিণত হওয়ার স্বভাবযুক্ত বলিয়া পরিণামভূত বস্তুর তত্ত্ব এক বা তাহা এক বস্তু, এরূপ ব্যবহার হয়*।

গ্রহণাত্মক অর্থে গ্রহণ বা করণতত্ত্বের উপাদানস্বরূপ। শব্দাদির অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দাদিতন্মাত্রের। তাহাদের মধ্যে যাহারা মূর্তিসমানজাতীয় বা কাঠিন্যগুণযুক্ত ক্ষিতিভূতের সহিত একজাতীয়, তাহাদের যে এক পরিণাম তাহা সেইমাত্র অবয়বযুক্ত অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্র-অবয়বযুক্ত গন্ধধর্মাত্মক গন্ধপরমাণু (কারণ ক্ষিতিভূতের গুণ গন্ধ)। সেই গন্ধতন্মাত্রই যাহার অবয়ব বা উপাদান তাহাই পৃথিবী পরমাণু বা ভূততত্ত্বরূপ পৃথিবীর (ক্ষিতিভূতের) গন্ধতন্মাত্রজাত যে অণুসকল, তাহাদের সমষ্টিই ক্ষিতিভূততত্ত্ব। গন্ধধর্মক তাত্ত্বিক ক্ষিতিভূতের অণুসকলেরই স্থূল পরিণাম এই ভৌতিক কাঠিন্য-গুণযুক্ত স্থূল ব্যবহারিক পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। অন্যান্য ভূতসকলেরও স্নেহ (তরলতা), ঔষ্ণ্য (রূপ) ইত্যাদি ধর্ম উপাদান বা গ্রহণ করিয়া সেই উপাদানভূত বহু অনেকের ধর্মযুক্ত হইলেও তাহা সামান্য অর্থাৎ তাহা বহুলক্ষণযুক্ত হইলেও এক বলিয়াই গৃহীত হয়, আর তাহাদের একরূপেই পরিণাম হয়—এইরূপে ইহা সমাধেয় বা যুক্তির দ্বারা স্থাপনীয়। উদাহরণ যথা, রসপরমাণু-সকলের এক পরিণাম রসলক্ষণযুক্ত অপ্‌-ভূত (সূক্ষ্মভূত) পুনশ্চ তাহার এক পরিণাম (ভৌতিক) স্নেহধর্মযুক্ত পানীয় জল ইত্যাদি।

বিজ্ঞানবিসহচর—বিজ্ঞান হইতে বিযুক্ত। (বৈনাশিক বৌদ্ধেরা) বস্তুস্বরূপকে অপহ্নুত বা অপলাপিত করেন। তাঁহারা বলেন যে পরমার্থত বস্তু নাই (তাহা

* বস্তুর উপাদানভূত ত্রিগুণের পরিণাম ধরিলে বলিতে হইবে সবই পরিণত হইয়া ব্যক্ততায় গেল এবং কতকটা পরিণত হইয়া সত্ত্ব বা অব্যক্তভাবে গেল, একপে তাহাদের একযোগে মিলিত পরিণাম হয় বলিয়া পরিণামভূত ত্রিগুণাত্মক বস্তুর তত্ত্ব সদাই এক।

১৫। কুত ইতি। বস্তু জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রম্ ইত্যেবংবাদী বৈনাশিকঃ প্রষ্টব্যঃ কস্য নু চিত্তস্য তৎ পরিকল্পনম্। ন কস্যাপীতি বক্তব্যম্। যতো বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োর্বস্তুজ্ঞানয়োর্বিভক্তঃ—অত্যন্তভিন্নঃ পন্থাঃ—মার্গঃ অবস্থিতিরিত্যর্থঃ। সুগমং ভাষ্যম্। সাংখ্যপক্ষ ইতি। বাহ্যং বস্তু ত্রিগুণং গুণবৃত্তস্য চলত্বাৎ স্বপেক্ষেভ্যঃ পরিণামো ন চ কস্যচিৎ কল্পনয়া। ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং বস্তু চিত্তৈরভিসংবধ্যতে—বিষয়ীক্রিয়তে। উৎপদ্যমানস্য সুখাদিপ্রত্যয়স্য ধর্মাদিনিমিত্তঃ তেন তেনাত্মনা—ধর্মাৎ সুখমিত্যাদিনা স্বরূপেণ হেতুর্ভবতীতি।

১৬। কেচিদিতি। সাধারণত্বং বাধমানাঃ—বস্তু বহূনাং চিত্তানাং সাধারণো বিষয় ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনং বাধমানাঃ। জ্ঞানসহভূরেব বস্তুরূপোঽর্থ ইতঃ পূর্বোক্তকল্পেষু স নাস্তীতি।

চিত্তেরই পরিকল্পনামাত্র)। কিন্তু তাঁহাদের ঐ উক্তি হইতেই বস্তু স্বমাহাত্ম্যে (অন্য যুক্তি ব্যতীত) প্রত্যুপস্থিত হয়, কারণ বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য হইতেই পরমার্থ সিদ্ধ হয়—ইহা সকলেরই সম্মত। কিন্তু বাহ্যবস্তুই যদি না থাকে তবে কিরূপে তাহাতে বৈরাগ্য করণীয়? তাহা যদি অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ যেরূপে গোচরীভূত হইতেছে তাহা হইতে অন্যরূপ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে বাহ্যে এমন কোনও বস্তু আছে, প্রমাতার নিকট যাহারই অতদ্রূপ বা বিপর্যস্ত রূপ। এই প্রকারে বস্তুর সত্তা স্বমাহাত্ম্যেই উপস্থিত হয়।

(যদি কেহ বস্তুকে স্বপ্নবৎ মনের কল্পনাপ্রসূত বলেন, তাহার নিরাস—) কিন্তু স্বপ্নের বিষয় কেবল চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয় না, পূর্বানুভূত রূপাদি বিষয়েরই স্বপ্নে কল্পন ও স্মরণ হয়। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আগত বাহ্যবস্তু হইতেই শব্দাদি-অনুভব নিষ্পন্ন হয়, জন্মান্ধ ব্যক্তির রূপ-জ্ঞানাত্মক স্বপ্ন কখনও হয় না। তজ্জন্য বিষয়জ্ঞান কেবল চিত্তমাত্রের অধীন নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে পৃথক্ বাহ্যবস্তুর উপরাগ হইতে তাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়। বৈনাশিক বৌদ্ধদের, প্রমাণের সহিত সম্বন্ধহীন কেবল বাক্যমাত্রসহায়ক বিকল্পজ্ঞানই একমাত্র 'প্রমাণ', অতএব তাঁহারা কিরূপে শ্রদ্ধেয়বচন হইবেন অর্থাৎ তাঁহাদের ঐ বচন কিরূপে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে?

১৫। (জ্ঞেয়) বস্তু কেবল জ্ঞানের বা চিত্তের পরিকল্পনা-মাত্র—এইরূপ মতাবলম্বী বৈনাশিকদেরকে (বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষকে) এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে 'বস্তু তবে কাহার চিত্তের পরিকল্পনা?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে 'কাহারও নহে'। বস্তু এক হইলেও তদ্‌গ্রাহক চিত্তের ভেদ হয় বলিয়া অর্থাৎ একই বস্তু আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন জ্ঞান হয় বলিয়া, তাহাদের অর্থাৎ বস্তুর এবং জ্ঞানের, বিভক্ত বা অত্যন্ত পৃথক্ পন্থা বা মার্গ অর্থাৎ অবস্থিতি (উভয়ের পৃথক্ সত্তা)।

সাংখ্যপক্ষে বাহ্যবস্তু ত্রিগুণাত্মক এবং গুণবৃত্ত বা গুণের মৌলিক স্বভাব বিকারশীলতা, তজ্জন্য (স্বভাবই ঐরূপ বলিয়া) স্বাপেক্ষই অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবেই তাহাদের পরিণাম হয়, কাহারও কল্পনাকৃত নহে। ধর্মাদি-নিমিত্ত-সাপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মাদিকে নিমিত্ত করিয়া উৎপন্ন বস্তু চিত্তের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হয় বা বিষয়ীকৃত হয়। (ধর্মাদি কিরূপে নিমিত্ত হয় তাহা বলিতেছেন—) উৎপদ্যমান সুখাদি প্রত্যয়ের পক্ষে ধর্মাদি নিমিত্তসকল সেই সেই রূপে হেতুস্বরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে সুখ-প্রত্যয়, অধর্ম হইতে দুঃখ-প্রত্যয় ইত্যাদিরূপে হেতু হয়।

১৬। সাধারণত্বকে বাধিত করিয়া অর্থাৎ বস্তু যে বহু চিত্তের সাধারণ বিষয় এই যথার্থ দর্শনকে বাধিত বা অপলাপিত করিয়া। বস্তুরূপ বিষয় জ্ঞানসহভূ বা

নৈতন্ন্যায্যম্। বস্তুন একচিত্ততন্ত্রত্বে সতি যদা তদ্বস্তু ন তেন চিত্তেন গৃহীতং স্যাৎ তদা তৎ কিং স্যাৎ। চৈত্রচিত্তপ্রমিতোঽর্থঃ চৈত্রেণ যদা ন গৃহ্যতে তদা মৈত্রাদিভিরপি তদ্ জ্ঞায়তে অতো ন বস্তু কস্যচিচ্চিত্ততন্ত্রমিত্যর্থঃ। একেতি। ব্যগ্রে—অন্যত্র গতে। তেন চিত্তেন অপরামৃষ্টম্—অনালোচিতমিত্যর্থঃ। যে চেতি। যে চাস্য বস্তুনোঽনুপস্থিতাঃ—অগৃহ্যমাণা ভাগাস্তে ন স্যুঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সাধারণঃ, চিত্তানি চ সর্বেভ্যঃ পৃথক্ প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে ইত্যেতৎ অত্র সম্যগ্দর্শনম্। তয়োরিতি। তয়োঃ—অর্থচিত্তয়োঃ সম্বন্ধাৎ—উপরাগাদ্ বা উপলব্ধিঃ—বিষয়জ্ঞানং স এব পুরুষস্য দ্রষ্টুর্ভোগঃ—ইষ্টানিষ্টবিষয়জ্ঞানম্।

১৭। গ্রাহ্যগ্রহণয়োঃ স্বতন্ত্রত্বং সংস্থাপ্য তয়োঃ সম্বন্ধং বিবৃণোতি তদিতি সূত্রেণ। স্বতন্ত্রেণ বিষয়েণ চিত্তস্য উপরাগস্ততঃ চিত্তস্য বিষয়জ্ঞানম্। অনুপরাগে তু অজ্ঞাততা। অয়স্কান্তেতি। ইন্দ্রিয়দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠানগতা বিষয়াশ্চিত্তমাকৃষ্য উপরঞ্জয়ন্তি—স্বাকারতয়া পরিণময়ন্তীত্যর্থঃ। উপরাগাপেক্ষং চিত্তং বিষয়াকারং ভবতি ন ভবতি বা। অতো জ্ঞানাজ্ঞানং প্রাপ্যমাণং চিত্তং পরিণামীতি অনুভূয়তে। জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ—জ্ঞানাত্মতা-প্রাপণাপেক্ষত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

জ্ঞানের সহিতই তাহার উদ্ভব, অতএব তাহা পূর্ব্ব ও পর ক্ষণে নাই (অনাগত ও অতীত কালে, যে সময়ে বস্তুর জ্ঞান হয় না তখন তাহা থাকে না)—উহাদের (বৈনাশিকদের) এইমত ন্যায্য নহে। বস্তুর উৎপাদ বা জ্ঞান কোনও একচিত্তের তন্ত্র বা অধীন হইলে, যখন সেই বস্তু সেই চিত্তের দ্বারা সাক্ষাৎ গৃহীত না হয় তখন তাহা কি হইবে? চৈত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় যখন পরে তাহার দ্বারা গৃহীত না হয় তখন মৈত্রাদি অপরের দ্বারা তাহা জ্ঞাত হয়। অতএব বস্তু কাহারও চিত্তের তন্ত্র নহে, অর্থাৎ তাহা কাহারও চিত্তের পরিকল্পনামাত্র নহে (পরন্তু তাহা চিত্ত হইতে পৃথক্ এবং সকলের দ্বারাই গৃহীত হওয়ার যোগ্য)।

চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা অন্যমনস্ক হইলে সেই চিত্তের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অনালোচিত বা অগৃহীত বিষয় কি হইবে? বস্তুর যে অনুপস্থিত বা অগৃহ্যমাণ অংশ তাহারও অস্তিত্ব থাকিত না (যদি বস্তুকে চিত্তের পরিকল্পনামাত্র বলা হয়), তজ্জন্য অর্থ বা জ্ঞেয় বাহ্য বিষয় স্বতন্ত্র ও সাধারণ বা সকলেরই গ্রাহ্য, সেই বিষয় হইতে চিত্ত পৃথক্ এবং তাহা প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্ রূপে প্রবর্ত্তিত বা নিহিত আছে—ইহাই এবিষয়ে সম্যক্ দর্শন। (বাহ্য জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্যরূপে স্বতন্ত্র এবং তদ্‌গ্রাহক চিত্ত প্রত্যেক পুরুষে নিহিত পৃথক্)।

তাহাদের অর্থাৎ বিষয় এবং চিত্তের, সম্বন্ধহেতু অর্থাৎ বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরাগ হইতে, যে উপলব্ধি বা বিষয়জ্ঞান হয় তাহাই পুরুষের বা দ্রষ্টার ভোগ অর্থাৎ ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে বিষয়জ্ঞান।

১৭। গ্রাহ্য বস্তুর ও গ্রহণের বা চিত্তের স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ কি তাহা এই সূত্রের দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। স্বতন্ত্র বিষয়ের দ্বারা চিত্তের উপরাগ হয়, তাহা হইতেই চিত্তের বিষয়জ্ঞান হয়, উপরাগ না হইলে চিত্তে কোনও জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠানগত বা চিত্তের অধিষ্ঠান যে মস্তিষ্ক তথায় উপস্থাপিত বিষয়সকল চিত্তকে আকর্ষিত করিয়া তাহাকে উপরঞ্জিত করে বা নিজ নিজ আকারে পরিণত করে। বিষয়জ্ঞানের জন্য বিষয়েরই উপরাগ-সাপেক্ষ চিত্ত, উপরাগে অথবা অনুপরাগে যথাক্রমে বিষয়াকার হয় বা হয় না। এই জন্য জ্ঞানাজ্ঞানতারূপ পরিণামযুক্ত চিত্ত পরিণামী বলিয়া অনুভূত হয়।

১৮। চিত্তস্য পরিণামিত্বমনুভবগম্যং পুরুষস্য তু যেনানুমানপ্রমাণেনাপরিণামিত্বং সিধ্যেৎ তদাহ সদেতি। ব্যাচষ্টে যদীতি। যদি চিত্তবৎ তৎপ্রভুঃ—তদ্ দ্রষ্টা পুরুষঃ পরিণমেত—কদাচিদ্ দ্রষ্টা কদাচিদদ্রষ্টা বা অভবিষ্যৎ তদা বৃত্তয়ো জ্ঞাতবৃত্তয়ো বা অজ্ঞাতবৃত্তয়ো বা অভবিষ্যন্। ন হি জ্ঞানং নাম অদ্রষ্টৃদৃষ্টঃ অজ্ঞাতঃ পদার্থঃ কল্পনযোগ্যঃ। জ্ঞাতত্বং বৃত্তিতা দ্রষ্টৃ-প্রকাশ্যতা বা। দ্রষ্টৃজ্ঞাতানাং বৃত্তীনাং জ্ঞাতত্বস্বভাবস্য অব্যভিচারাৎ তাসাং দ্রষ্টা সদৈব দ্রষ্টা ততঃ অপরিণামী। এতদুক্তং ভবতি পুরুষেণ সহ যোগাদ্ বৃত্তয়ো জ্ঞাতা ভবন্তীতি দৃশ্যতে। পুরুষযোগেঽপি যদি বর্তমানা বৃত্তিরদৃষ্টা অভবিষ্যৎ তদা পুরুষঃ কদাচিদ্ দ্রষ্টা কদাচিচ্চ অদ্রষ্টেতি পরিণামী অভবিষ্যদিতি।

১৯। স্যাদিতি শঙ্কতে। নেতি ব্যাচষ্টে। স্বাভাসং—স্বপ্রকাশম্। দৃশ্যত্বাৎ—জ্ঞেয়ত্বাৎ। ন চাগ্নিরিতি। স্বপ্রকাশবস্তুন উদাহরণং নাস্তি দৃশ্যবর্গে যতো দৃশ্যত্বমেব জড়ত্বং পরপ্রকাশ্যত্বং ন স্বাভাসত্বম্। অতোঽগ্নির্নাত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বাভাসত্বোদাহরণম্। শব্দাদিবদ্ অগ্নেঃ রূপধর্মঃ—অগ্নিনিষ্ঠো বা বাহ্যাপতিতো বা চক্ষুষা এব প্রকাশ্যতে, ন হি অগ্নিনিষ্ঠরূপং তেজোধর্মভূতম্ আত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি। রূপজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশঃ প্রকাশ্য-প্রকাশকযোগাদেব প্রকাশতে শব্দস্পর্শাদিবৎ। ন চ অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নেঃ স্বরূপেণ সহ সংযোগঃ

জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ কোনও এক বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হইলে জ্ঞাত নচেৎ তাহা অজ্ঞাত, এইরূপে জ্ঞানাজ্ঞানরূপ পরিণামপ্রাপ্তি হয় বলিয়া চিত্ত পরিণামী।

১৮। চিত্তের পরিণামশীলতা অনুভবের দ্বারাই জানা যায়, পুরুষের অপরিণামিত্ব যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা যায় তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি চিত্তের ন্যায় তাহার প্রভু অর্থাৎ তাহার দ্রষ্টা যে পুরুষ, তিনি পরিণত হইতেন অর্থাৎ কখনও দ্রষ্টা কখনও বা অদ্রষ্টা হইতেন তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তিসকল কখনও জ্ঞাতবৃত্তি কখনও বা অজ্ঞাতবৃত্তি হইত। কিন্তু দ্রষ্টার দ্বারা অদৃষ্ট, সুতরাং অজ্ঞাত, জ্ঞান-নামক কোনও পদার্থ কল্পনার যোগ্য নহে। জ্ঞাততা বা দৃষ্টতাই চিত্তের বৃত্তির বা দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হওয়া। দ্রষ্টার দ্বারা বিজ্ঞাত বৃত্তিসকলের জ্ঞাতস্বভাবের কখনও ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না বলিয়া সেই বৃত্তিসকলের যিনি দ্রষ্টা তিনি সদাই দ্রষ্টা সুতরাং অপরিণামী। ইহার দ্বারা এই বুঝান হইল যে, পুরুষের সহিত সংযোগের ফলেই যে চিত্তবৃত্তিসকল জ্ঞাত হয় তাহা দেখা যায়। পুরুষ-সংযোগ সত্ত্বেও যদি কোনও বর্তমান বৃত্তি অদৃষ্ট সুতরাং অজ্ঞাত হইত তাহা হইলে পুরুষ কখনও দ্রষ্টা কখনও বা অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন (কিন্তু তাহা হয় না সুতরাং তিনি অপরিণামী ও সদা জ্ঞাতা)।

১৯। ইহার দ্বারা শঙ্কা উত্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বাভাস অর্থে স্বপ্রকাশ (যাঁহাকে জানিতে অন্য জ্ঞাতার আবশ্যক হয় না)। দৃশ্যত্বাৎ অর্থে জ্ঞেয়ত্বা। দৃশ্যজাতীয় পদার্থের মধ্যে স্বপ্রকাশ বস্তুর কোনও উদাহরণ নাই, যেহেতু দৃশ্যের অর্থেই জড়তা বা পরের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সুতরাং স্বাভাসত্ব নহে। অতএব এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা স্বাভাসের উদাহরণ নহে। শব্দাদির ন্যায় অগ্নির যে রূপধর্ম তাহা অগ্নিতেই থাকুক অথবা বাহিরে আপতিত বা প্রতিফলিত হউক তাহা চক্ষুর দ্বারাই প্রকাশিত হয়। অগ্নিতে স্থিত যে রূপধর্ম তাহা তেজো-ধর্মরূপ (বা আলোকরূপ), তাহা অগ্নির আত্মস্বরূপ অপ্রকাশকে প্রকাশিত করে না।

—গমকঃ অগ্নিঃ। অগ্নিস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা অপ্রকাশং বেতি নানেন দৃষ্টান্তেন অবদ্যোত্যতে। অগ্নের্জড়ঃ প্রকাশ্যো ধর্ম এবাত্র লভ্যতে ন চ কশ্চিৎ স্বাভাসধর্ম ইতি। কিঞ্চেতি। ন কস্যাচিদ্ গ্রাহ্য ইতি স্বাভাসশব্দস্যার্থঃ। স্বপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যাদিবৎ।

অতশ্চিত্তং স্বাভাসমিতি সিদ্ধান্তে সত্ত্বানাং স্বানুভবো বাধ্যতে। কথং তদাহ। স্ববুদ্ধি-প্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ—স্বচিত্তব্যাপারস্য অনুভবাৎ অনুব্যবসায়াদিতি যাবৎ, সত্ত্বানাং—প্রাণিনাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। ক্রুদ্ধোঽহমিত্যাদি স্বচিত্তস্য গ্রহণম্। ততশ্চিত্তং কস্যাচিদ্ গ্রহীতুর্গ্রাহ্যমিতি সিদ্ধম্। গ্রাহ্যং বস্তু জড়ত্বাৎ ন স্বাভাসমিত্যর্থঃ।

২০। একেতি। কিঞ্চ চিত্তং স্বাভাসমিত্যুক্তে তদুভয়াভাসং স্যাৎ। স্বাভাসে বিষয়াভাসে চ সতি চিত্তে তস্য স্বরূপস্য বিষয়স্য চাবধারণম্ একক্ষণে স্যাৎ কিন্তু তন্ন ভবতি। যেন

রূপজ্ঞানাত্মক যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ্য-প্রকাশকের যোগেই, অর্থাৎ দৃষ্ট হওয়ার যোগ্য কোনও পদার্থ এবং দর্শনশক্তি এই উভয়ের সংযোগ হইতে প্রকাশিত হয়, যেমন শব্দস্পর্শাদি হইয়া থাকে। অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নির স্বরূপের সহিত কোনও সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। অগ্নির যাহা স্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ অথবা অপ্রকাশ তাহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় না। অগ্নির যে জড় ও প্রকাশ্য ধর্ম তাহাই মাত্র এই দৃষ্টান্তে পাওয়া যাইতেছে, কোন স্বাভাস ধর্ম নহে*। অন্য কাহারও দ্বারা যাহা গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় নহে—ইহাই স্বাভাস শব্দের অর্থ। 'স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ' অর্থে যেমন পরপ্রতিষ্ঠ নহে, তদ্রূপ, অর্থাৎ স্বাভাস শব্দের অর্থ—যাহার জ্ঞানের জন্য অন্যের অপেক্ষা নাই।

অতএব 'চিত্ত স্বাভাস' এই সিদ্ধান্তে প্রাণীদের নিজের অনুভব বাধিত হয়। কেন, তাহা বলিতেছেন। স্ববুদ্ধি-প্রচারের প্রতিসংবেদন হয় বলিয়া অর্থাৎ স্বচিত্তক্রিয়ার পুনরনুভব বা অনুব্যবসায় হয় বলিয়া, সত্ত্বসকলের অর্থাৎ প্রাণীদের প্রবৃত্তি বা তন্মূলক চিত্তকার্য্য হয় তাহা দেখা যায়। উদাহরণ যথা—'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদিরূপে স্বচিত্তের গ্রহণ বা বোধ হয় বলিয়া (আমার চিত্ত কি অবস্থায় স্থিত, তাহাও পুনশ্চ আমি জানিতে পারি বলিয়া) চিত্ত অন্য কোনও গ্রহীতার গ্রাহ্য ইহা সিদ্ধ হইল। গ্রাহ্য বস্তু মাত্রই জড় বা জ্ঞেয়—অতএব চিত্ত স্বাভাস নহে।

২০। কিঞ্চ চিত্তকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস উভয়াভাসই হয়; চিত্ত স্বাভাস ও বিষয়াভাস দুই-ই হইলে চিত্তের স্বরূপের এবং বিষয়ের অবধারণ একই ক্ষণে হইত, কিন্তু তাহা হয় না। যে চিত্ত-ব্যাপারের দ্বারা চিত্তের স্বরূপের অবধারণ হয়

* সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞানের উপমারূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুত তাহারা শব্দাদি অপেক্ষা জ্ঞানশক্তির অধিকতর নিকটবর্তী নহে। শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি সবই একজাতীয়, তাহারা সবই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়। শব্দাদি অপেক্ষা আলোকের প্রতিফলন অনায়াসে দৃষ্ট হয় বলিয়া সাধারণত তেজোময় সূর্যাদির সহিত জ্ঞানের উপমা দেওয়া হয়। উপমা ও দৃষ্টান্ত ভিন্ন পদার্থ। উপমানের সহিত উপমেয়ের মাত্র আংশিক সাদৃশ্য। যুক্তির দ্বারা আগে বক্তব্য স্থাপিত করিয়া পরে উপমা ব্যবহার্য, তাহাতে বুঝিবার কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু উদাহরণের সহিত বোদ্ধব্য পদার্থের বহুলাংশে ঐক্য থাকে। অতএব 'জ্ঞান সূর্যের ন্যায় প্রকাশক' কেবল এই উপমাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব প্রকাশতা আগে বুঝাইয়া তাহার পর ঐ উপমা ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সার্থকতা হয়। জ্ঞানের উদাহরণ দিতে হইলে এক চিদ্বৃত্তির উল্লেখ করিতে হইবে, বাহিরে তাহার কোনও উদাহরণ থাকিতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-সাপেক্ষ, চিৎ অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আত্মার উদাহরণ বাহিরে বা ভিতরে কোথাও নাই, দ্রষ্টা নিজেই নিজের উদাহরণ। সূক্ষ্মাকারা বুদ্ধিই তাঁহার উদাহরণের মত উপমা। অনেকেই প্রাচীনদের সূর্যাদির ঐরূপ উপমাকে উদাহরণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া অনেকাংশে ভ্রান্ত হইয়াছেন।

ব্যাপারেণ চিত্তরূপস্য অবধারণং ন তেন বিষয়স্যাবধারণম্ । শব্দজ্ঞানস্য তথা চ শব্দমহং জানামীত্যনুভবস্য জ্ঞাতৃবিষয়কস্য অনুব্যবসায়াত্মকস্য নৈকক্ষণে সম্ভবঃ । অতো বিষয়াভাসমেব চিত্তং ন স্বাভাসম্ । নেতি । স্ব-পররূপং—চিত্তরূপং বিষয়রূপঞ্চ ন যুক্তং স্বানুভব-বিরুদ্ধত্বাৎ । ক্ষণিকবাদিনশ্চিত্তং ক্ষণধ্বংসি তস্মাৎ তন্মতে কারকক্রিয়াভূতিরূপা জ্ঞাতৃ-জ্ঞানজ্ঞেয়া একক্ষণভাবিনস্তস্মাৎ একক্ষণ এব ত্রয়াণাং জ্ঞানং ভবেদিতি । তদনুভূতি-বিরুদ্ধমিতি অনাদেয়ং তন্মতম্ ।

তাহার দ্বারাই বিষয়ের অবধারণ হয় না। শব্দের জ্ঞান এবং 'আমি শব্দ জানিতেছি' এইরূপ অনুভব যাহা জ্ঞাতৃবিষয়ক, তাহা অনুব্যবসায়াত্মক বলিয়া একই ক্ষণে হইতে পারে না। অতএব চিত্ত বিষয়াভাসই, তাহা স্বাভাস নহে*। স্ব-পররূপ অর্থে চিত্তরূপ এবং বিষয়রূপ (এই উভয়ের এককালে জ্ঞান হওয়া) যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা নিজের অনুভবের বিরুদ্ধ।

(চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ, তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস এই দুই-ই হইবে। তাহাতে একই ক্ষণে স্বাভাসকের বা জ্ঞাতৃত্বের বোধ এবং জ্ঞেয়ের বোধ দুই বোধই হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। জ্ঞেয়ের বোধই হয় আর জ্ঞাতার বোধ পরে অনু-ব্যবসায়ের দ্বারা হয়। অনুব্যবসায়ের দ্বারা হওয়াতে তাহা জ্ঞেয়বৎই বোধ কারণ অনুব্যবসায়-কালে পূর্বেরই জ্ঞান হয় সুতরাং তাহা জ্ঞেয়েরই বোধ, সাক্ষাৎ জ্ঞাতার নহে। অনুব্যবসায় স্বাভাস নহে এবং স্বাভাসকের উদাহরণ নহে)।

ক্ষণিকবাদীদের মতে চিত্ত ক্ষণধ্বংসী, তজ্জন্য তন্মতে কারক-ক্রিয়া-ভূতিরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এক ক্ষণেই উৎপন্ন হয় সুতরাং ঐ তিনের জ্ঞান এককালেই হয়, কিন্তু অনুভূতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এই মত মান্য নহে।

* যেমন খপুষ্পিত আকাশ অর্থে উহা পুষ্পযুক্ত নহে, সেইরূপ স্বাভাস শব্দের অর্থ 'যাহা স্ব-প্রকাশ্য নহে' এইরূপ। এরূপ নিষেধাত্মক হইলেই তাহা বৈকল্পিক শব্দ বা তাহার বিষয় নাই। কিন্তু যে পদার্থকে ঐ শব্দ লক্ষ্য করে তাহা 'শূন্য' নহে। 'রাহুর শরীর' এস্থলে যেমন রাহু সৎপদার্থ কিন্তু ঐ বাক্যার্থটি বৈকল্পিক, সেইরূপ।

ভাষা দৃশ্যাদের বর্ণ লইয়াই করা হয় তাই উহাকে লক্ষিত করিতে হইলে দৃশ্য পদার্থ দিয়াই করিতে হয়। কিন্তু উহা দৃশ্য নহে বলিয়া দৃশ্য-বর্ণ সব নিষেধ করিয়া তাহার লক্ষণ করিতে হয়। সেই নিষেধের ভাষাই বৈকল্পিক ভাষা, তাহা যাহাকে লক্ষ্য করে তাহা বৈকল্পিক নহে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 'জানা' বলি তাহা সর্বকালেই 'জ্ঞেয়কে জানা' এবং জ্ঞেয় সেই সময়েই পৃথক্ হয়, সেইজন্য উহা জ্ঞাতা অর্থেই লক্ষিত হইয়াছে। অতএব দ্রষ্টাকে ঐরূপ ভাষায় লক্ষিত করিতে হইলে জ্ঞেয়ত্ব নিষেধ করিয়াই করিতে হইবে, অর্থাৎ সেস্থলে 'যাহা জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞাতা' এরূপ বিরুদ্ধার্থক পদার্থদ্বয়কে একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাষার বাস্তব অর্থ না থাকাতে উহা বিকল্প। কিন্তু ঐ শব্দের যাহা লক্ষ্য তাহা বিকল্প নহে।

আবভাসকে বিশেষ করিয়া একরূপ পদার্থ আছে যাহা প্রকাশ্য। প্রকাশ্য বলিলেই পরপ্রকাশ্য হইল এবং তাহাতে 'পর'ও আসিবে 'প্রকাশ্য'ও আসিবে। সেই 'পর'কে লক্ষিত করিতে হইলে তাহাকে 'প্রকাশক' বলিতে হইবে। 'যে প্রকাশ করে সে প্রকাশক' এরূপ লক্ষণ এস্থলে ঠিক নহে 'যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকাশক' এস্থলে এরূপ বলিতে হইবে। 'প্রকাশক' শব্দের এরূপ অর্থ বৈকল্পিক নহে।

২৩। অত ইতি। অতশ্চ এতৎ অভ্যুপগম্যতে—স্বীক্রিয়তে। চিত্তং সর্বার্থম্। দ্রষ্টুপরক্তং—জ্ঞাতাহমিত্যাদিকা বুদ্ধিরেব দ্রষ্টুপরক্তং চিত্তম্। তথা চ দৃশ্যোপরক্তত্বাৎ চিত্তং সর্বার্থম্। মন ইতি। মন্তব্যেন অর্থেন—শব্দাদ্যর্থেন। অপি চ মনঃ স্বয়ং বিষয়ত্বাৎ—প্রকাশ্যত্বাৎ বিষয়িণা পুরুষেণ আত্মীয়য়া বৃত্ত্যা—স্বকীয়য়া চিদ্রূপয়া বৃত্ত্যা অভিসম্বদ্ধম্ এক-প্রত্যয়ান্তর্গতস্বরূপসান্নিধ্যাৎ। ন হি স্বরূপপুরুষশ্চিত্তস্য বিষয়ঃ কিন্তু চিত্তং তস্য হেতুভূতত্বাৎ অভিসম্বদ্ধং বৃত্তিসরূপং দ্রষ্টারং গ্রহীতৃরূপত্বেন এব বিষয়ীকরোতীতি অসকৃৎ দর্শিতম্। অতশ্চিত্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যনির্ভাসম্। শব্দাদ্যাকারমচেতনং বিষয়াত্মকং তথা জ্ঞাতাহমিতি অবিষয়াত্মকং—বিষয়িস্বরূপং চেতনাকারঞ্চাপীতি সর্বার্থম্। তদিতি। চিত্তসারূপ্যেণ—পুরুষস্য চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ।

তদপীতি। বিজ্ঞানবাদিনাং বাশ্বিনীয়ং স্বস্বরূপপ্রকাশকং চিত্তমস্তি। সমাধিরপি তেষামস্তি। সমাধৌ চ প্রতিবিম্বীভূতঃ—আগন্তুক ইত্যর্থঃ প্রজ্ঞেয়ঃ—গ্রাহ্যোঽর্থঃ সমাহিত-চিত্তস্যালম্বনীভূতঃ। স চেদর্থঃ চিত্তমাত্রং স্যাৎ তদা প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞারূপম্ অবধার্যেত ইতি কিঞ্চিৎ স্বাভাসং বস্তু অভ্যুপগন্তব্যং স্যাদিত্যর্থঃ। চিত্তং ন স্বাভাসং ততোঽস্তি স্বাভাসঃ পুরুষঃ, যেন চেতসি প্রতিবিম্বীভূতঃ অর্থঃ অবধার্যতে—প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমিতি। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ—গ্রহীতৃস্বরূপস্য গ্রহণস্বরূপস্য গ্রাহ্যস্বরূপস্য চেতি

২৩। অতএব ইহা অভ্যুপগত বা স্বীকৃত হইল যে, চিত্ত সর্বার্থ অর্থাৎ সর্ব-বস্তুকেই অর্থ বা বিষয় করিতে সমর্থ। তাহা দ্রষ্টাতেও উপরক্ত হয়, 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাকার বুদ্ধিই দ্রষ্টার দ্বারা উপরক্ত চিত্ত, পুনঃ তাহা দৃশ্যের দ্বারাও উপরক্ত হয় বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ বা সর্ব বস্তুকে বিষয় করিতে সমর্থ। মন্তব্য অর্থের দ্বারা অর্থাৎ শব্দাদি অর্থের দ্বারা। কিন্তু মন নিজেই বিষয় বা প্রকাশ্য বলিয়া বিষয়ী পুরুষের সহিত আত্মীয় বৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় চিদ্রূপের ন্যায় যে বৃত্তি তদ্দ্বারা, 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাত্মক একপ্রত্যয়ের অন্তর্গতরূপে সান্নিধ্যহেতু অভিসম্বদ্ধ বা সম্পর্কযুক্ত। স্বরূপ-পুরুষ সাক্ষাৎভাবে চিত্তের বিষয় নহেন কিন্তু দ্রষ্টা চিত্তের (নিমিত্ত) কারণ বলিয়া চিত্ত দ্রষ্টার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও তাহা বৃত্তির সহিত সমানাকার দ্রষ্টাকে অর্থাৎ পুরুষাকারা বুদ্ধিকে গ্রহীতৃ-রূপে বিষয় বা আলম্বন করে ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব চিত্ত দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-নির্ভাসক। তাহা শব্দাদি বিষয়রূপ অচেতন বিষয়াত্মক এবং 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ অবিষয়াত্মক অর্থাৎ বিষয়ের যিনি বিষয়ী বা জ্ঞাতা তৎস্বরূপ, ও চেতন আকারযুক্ত বলিয়া অর্থাৎ স্বতঃ অচেতন হইলেও চেতনরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়া, চিত্ত সর্বার্থ। চিত্তের সহিত সারূপ্য-হেতু অর্থাৎ পুরুষের চিত্তসারূপ্য-হেতু ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানীরা চিত্তকেই পুরুষ মনে করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানবাদীদের মতে বাশ্বিনীয়, স্বস্বরূপ-নির্ভাসক চিত্তমাত্রই আছে (বাহ্য বিষয় নাই)। তাঁহাদের মতে সমাধিও আছে। সমাধিতে প্রতিবিম্বীভূত অর্থাৎ যাহা চিত্তোৎপন্ন নহে কিন্তু আগন্তুক, সেই প্রজ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বিষয় সমাহিত চিত্তের আলম্বনীভূত হয় (সমাধি থাকিলে তাহার আলম্বনস্বরূপ পৃথক্ বিষয়ও থাকিবে)। কিন্তু সেই অর্থ বা বিষয় যদি কেবল চিত্তমাত্র হইত তাহা হইলে প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞারূপকে অবধারণ করিবে, ইহাতে কোনও এক স্বাভাস বস্তু আসিয়া পড়ে (কারণ একই কালে নিজকে নিজে জানাই স্বাভাসের লক্ষণ)। কিন্তু চিত্ত স্বাভাস নহে অতএব তদতিরিক্ত এক স্বাভাস পুরুষ আছেন যদ্দ্বারা চিত্তে প্রতিবিম্বীভূত

চিত্তভেদাৎ—জানন্তেষাং, এতৎ ত্রয়মপি যে প্রেক্ষাবন্তো জাতিতঃ বস্তুত ইত্যর্থঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্দর্শিনঃ, তৈঃ পুরুষোঽধিগতঃ সম্যক্শ্রবণমননাভ্যামিত্যর্থঃ।

২৪। কুত ইতি। কুতঃ পুরুষস্য চিত্তাৎ পৃথক্ত্বং সিধ্যেৎ তদ্যুক্তিমাহ। তচ্চিত্তম্ অসংখ্যেয়বাসনাভির্বিচিত্রমপি ন তেন স্বার্থেন ভবিতব্যম্। সংহত্যকারিত্বাৎ তৎ পরার্থং তস্মাদ্ অস্তি কশ্চিৎ পরো বিষয়ী যস্য তচ্চিত্তং বিষয় ইতি। তদেতদিতি। পরস্য ভোগাপবর্গার্থং—পরস্য চিত্তাতিরিক্তস্য চেতনস্য দ্রষ্টুরুপদর্শনেন চিত্তস্য ভোগাপবর্গরূপব্যাপারঃ সিধ্যতি, সংহত্যকারিত্বাৎ—নানাঙ্গসাধ্যত্বাৎ চিত্তকার্যস্য। যথা বহূনি অচেতনানি সাধনানি একপ্রযত্নেন মিলিত্বা সচেতনবৎ কার্যং কুর্বন্তি তত্র তদ্ব্যতিরিক্তস্তৎপ্রয়োজকঃ কশ্চিৎ চেতনঃ পদার্থঃ স্যাৎ। কর্মাশয়বাসনাপ্রমাণাদীনি বহূনি সাধনানি মিলিত্বা সুখাদিপ্রত্যয়ং নির্বর্তয়ন্তি। কস্যচিদেকস্য চেতনস্য ভোক্তুরধিষ্ঠানাদেব তানি তৎ কুর্যুঃ।

যশ্চেতি। অর্থবান্—উপদর্শনবান্। পরঃ—অন্যঃ চিত্তাৎ। সামান্যমাত্রম্—অহং-শব্দবাচ্যানাং ক্ষণিকপ্রত্যয়ানাং সাধারণনামমাত্রম্। স্বরূপেণ উদাহরেৎ—ভোক্তেতি নাম্না

বিষয় অবধারিত বা প্রকাশিত হয়। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যরূপ চিত্তভেদ আছে বলিয়া অর্থাৎ গ্রহীতৃ-স্বরূপ (গ্রহীতৃরূপ বুদ্ধি এবং দ্রষ্টা উভয়ই ইহার অন্তর্গত), গ্রহণ-স্বরূপ এবং গ্রাহ্য-স্বরূপ (ঐ ঐ আলম্বনে উপরক্ত) চিত্তভেদ বা বিভিন্ন জ্ঞান আছে বলিয়া, যাঁহারা চিত্তকে এই তিন প্রকারে জানেন এবং জাতিতঃ অর্থাৎ চিত্তকে ঐ ঐ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত বস্তুরূপে জানেন তাঁহারাই যথার্থদর্শী এবং তাঁহাদের দ্বারাই পুরুষ অধিগত হন বা যথাযথ শ্রবণ-মননের দ্বারা বিজ্ঞাত হন।

২৪। চিত্ত হইতে পুরুষের পার্থক্য কিরূপে সিদ্ধ হয়—তাহার যুক্তি বলিতেছেন। সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র (এক মহান্ পদার্থ) হইলেও তাহা স্বার্থ হইতে পারে না অর্থাৎ চিত্তের ব্যাপার যে চিত্তেরই জন্য তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহা সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ। তজ্জন্য তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোনও এক বিষয়ী বা দ্রষ্টা আছেন যাঁহার বিষয় বা দৃশ্য সেই চিত্ত। পরের ভোগাপবর্গার্থ অর্থাৎ পরের বা চিত্তের অতিরিক্ত চেতন দ্রষ্টার উপদর্শনের দ্বারা চিত্তের ভোগাপবর্গরূপ ব্যাপার সিদ্ধ হয়, যেহেতু চিত্ত সংহত্যকারী অর্থাৎ চিত্তকার্য নানা অঙ্গের দ্বারা সাধনীয় (প্রখ্যা, প্রবৃত্তি, বাসনা, কর্মাশয় ইত্যাদিই চিত্তের অঙ্গ)। যখন বহু অচেতন সাধন (=যদ্দ্বারা কর্ম সাধিত হয়) এক চেষ্টায় মিলিত হইয়া সচেতনবৎ কার্য করে তখন তাহাদের প্রযোজক বা প্রবর্তনার হেতুস্বরূপ তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও এক চেতন পদার্থ থাকিবে ইহাই নিয়ম। কর্মাশয়, বাসনা প্রমাণাদি বৃত্তি ইত্যাদি বহু সাধন একত্র মিলিয়া (সমষ্টিগতভাবে) সুখাদি প্রত্যয় সম্পাদিত করে, অতএব তাহারা কোনও এক চেতন ভোক্তার অধিষ্ঠান-বশতই উহা করে (ইহা বুঝিতে হইবে)।

অর্থবান্ অর্থাৎ উপদর্শনবান্ (ভোগাপবর্গরূপ অর্থিতাকে বা চাওয়াকে যিনি প্রকাশ করেন, অতএব যাঁহার উপদর্শনের ফলেই চিত্তব্যাপার হয়)। পর অর্থে চিত্ত হইতে পর বা পৃথক্। সামান্যমাত্র অর্থে (এস্থলে) 'আমি' এই শব্দের দ্বারা লক্ষিত ক্ষণিক প্রত্যয়সকলের সাধারণ নামমাত্র। স্বরূপে উদাহৃত হয় অর্থাৎ 'ভোক্তা' এই নামে প্রদর্শিত হয়। এই যে পরম বিশেষ অর্থাৎ বিশেষ ভাব-পদার্থ, নামাদিবর্জিত হইলেও যাহার

সুদর্শনমেব। যস্মাৎ পরো বিশেষঃ ভাবঃ, নানাবিষয়োপগেঽপি যথা সত্তা অনুভূয়তে, তাদৃশ-শ্চিত্তাতিরিক্তঃ সৎপদার্থঃ। ন স সংহত্যকারী স হি পুরুষঃ। বৈনাশিকা বিজ্ঞানাদিস্কন্ধা-ন্তর্গতং সামান্যমাত্রং যদ্ নির্দেক্ষ্যন্তি তৎ সংহত্যকারি স্যাৎ পঞ্চস্কন্ধান্তর্গতত্বাৎ।

২৫। চিত্তাৎ পুরুষস্য অন্যত্বং সংস্থাপ্য অধুনা কৈবল্যভাগীয়ং চিত্তং বিবৃণোতি সূত্রকারঃ। বিশেষেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ভেদরূপো যো বিশেষস্তদ্দর্শিন আত্মভাবভাবনা স্বকীয়া বিনিবর্ততে ইতি সূত্রার্থঃ। যস্যেতি। বিশেষদর্শনবীজং—বিবেকদর্শনবীজং—পূর্বপূর্বজন্মসু শ্রবণমননাদিভিরভিসংস্কৃতম্। স্বাভাবিকী—স্বরসতঃ, দৃষ্টাভ্যাসং বিনাপীত্যর্থঃ আত্মভাব-ভাবনা প্রবর্ততে। উক্তমাচার্যৈঃ। স্বভাবম্—আত্মভাবম্ আত্মসাক্ষাৎকারবিষয়মিতি যাবৎ, মুক্ত্বা—ত্যক্ত্বা, দোষাৎ-পূর্বসংস্কারদোষাৎ, যেষাং পূর্বপক্ষে—সংসৃতিহেতুভূতে কর্মণি রুচির্ভবতি, নির্ণয়ে—তত্ত্বনির্ণয়ে চ অরুচির্ভবতীতি। আত্মভাবভাবনানিবৃত্তেঃ স্বরূপমাহ পুরুষস্ত্বিতি।

২৬। তদেতি। তদা কৈবল্যপর্যন্তগামিনি বিবেকমার্গে নিম্নমার্গগজলবৎ চিত্তং প্রবহতি। বিবেকজজ্ঞাননিম্নং—প্রবলবিবেকজজ্ঞানসম্পন্নমিত্যর্থঃ।

অস্তিত্ব অনুভূত হয় তাহাই চিত্তাতিরিক্ত সৎ পদার্থ, তাহা সংহত্যকারী নহে (অবিভাজ্য এক বলিয়া), এবং তিনিই পুরুষ। বৈনাশিকেরা বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অন্তর্গত সামান্য-লক্ষণ-যুক্ত যাহা কিছু বলিবেন অর্থাৎ উদীয়মান ও লীয়মান বহু বিজ্ঞানের 'আমি' এই সামান্য বা জাতিবাচক সাধারণ নাম দিয়া যে সামান্যমাত্র বস্তুর উল্লেখ করেন তাহা পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গতত্ব-হেতু অর্থাৎ চিত্তাদিস্বরূপ বলিয়া তাহা সংহত্যকারী পদার্থ হইবে (সুতরাং তাহাদের উপরে এক দ্রষ্টা বা ভোক্তা স্বীকার্য হইবে)।

২৫। চিত্ত হইতে পুরুষের ভিন্নতা স্থাপিত করিয়া সূত্রকার অধুনা কৈবল্যভাগীয় বা কৈবল্যের মুখ্য সাধক, চিত্তের বিবরণ দিতেছেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদরূপ যে বিশেষ সেই বিশেষ-দর্শীর স্বকীয় আত্মভাবভাবনা নিবর্তিত হয় ইহাই সূত্রের অর্থ। বিশেষদর্শন-বীজ অর্থে বিবেকদর্শন-বীজ, যাহা পূর্ব পূর্ব জন্মে শ্রবণ-মননাদির দ্বারা সঞ্চিত-সংস্কার-সম্পন্ন। তাহার ঐ বীজ স্বাভাবিক বা স্বতঃজাত অর্থাৎ দৃষ্টজন্মীয় অভ্যাসব্যতীত প্রকটিত হয়। (যাঁহাতে ঐ কৈবল্য-বীজ আছে তাঁহার আত্মভাব-ভাবনা প্রকটিত হয়, যাঁহার বিশেষ-দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে তাঁহার উহা নিবর্তিত হয়)।

আচার্যদের দ্বারা এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যথা, স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব বা আত্মসাক্ষাৎকারের বিষয় ত্যাগ করিয়া, দোষবশত অর্থাৎ পূর্বের বিরুদ্ধ সংস্কারের দোষবশত যাহাদের পূর্বপক্ষে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতিমূলক কর্মে (ভোগে বা অবিবেকমূলক কর্মে) রুচি হয়, তাহাদের নির্ণয়বিষয়ে বা তত্ত্বনির্ণয়ে অরুচি হয়। আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তির স্বরূপ বলিতেছেন অর্থাৎ উহা নিবৃত্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বলিতেছেন, পুরুষ শুদ্ধ, চিত্তধর্মের দ্বারা অপরামৃষ্ট ইত্যাদি।

২৬। তখন কৈবল্য পর্যন্ত গামী অর্থাৎ তৎপরিনিম্ন বিবেকমার্গে অধোগামী জলপ্রবাহবৎ স্বতঃই চিত্ত প্রবাহিত হয়। বিবেকজ-জ্ঞান-নিম্ন বা প্রবণ, বিবেকজ জ্ঞান-সম্পন্ন (জলের গতি যেমন নিম্নাভিমুখে স্বতঃই প্রবণ হয় তদ্রূপ চিত্ত তখন কৈবল্যাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। বিবেকজ জ্ঞান অর্থে বিবেকসঞ্জাত প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি, ৩।৫৪ সূত্রোক্ত পারিভাষিক অর্থ নহে)।

তথা বিদ্বানতো বিবেকবতো মুনেরাত্মা—অন্তরাত্মা শুদ্ধো বিবেকাপ্যায়িতো ভবতি বিবেক-মাত্রে সমাধানাদিতি।

৩০। ততিতি। সমূলকাষং কষিতাঃ—সমূলোৎপাটিতাঃ। জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তঃ—দুঃখত্রয়াতীতো ভবতি। বিবেকপ্রত্যয়-প্রতিষ্ঠায়া দুঃখপ্রত্যয়া ন উৎপদ্যেরন্ অতো বিমুক্তো দেহবানপি। ন চ তস্য বিমুক্তস্য পুনরাবৃত্তিঃ, সমাধেঃ ক্ষীণবিপর্যয়স্য বিবেকপ্রতিষ্ঠস্য জন্মাসম্ভবাৎ। দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানবশাদেব ভ্রান্তিমূলত্বাৎ পুনরাবৃত্তিঃ। উক্তঞ্চ "বিনিষ্পন্ন-সমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচয়োঽচিরাদিতি"॥

৩১। তদা সর্বাবরণমলাপগমাত্ জ্ঞানস্য আনন্ত্যং ভবতি ততশ্চ জ্ঞেয়মল্পং ভবতি। সার্বজ্ঞ্যমিতি। চিত্তসত্ত্বং প্রকাশস্বভাবকম্। তচ্চ সর্বং প্রকাশয়েদ্ অসতি বাধকে, বাধকশ্চ চিত্ততমঃ। আবরণশীলং চিত্ততমো যদা রজসা ক্রিয়াস্বভাবেন অপসার্যতে তদা উদ্ঘাটিতং সত্ত্বং প্রকাশয়তি, তদেব জ্ঞানম্। অতস্তমসঃ সত্ত্বমলভূতস্য অপগমাৎ কার্যাভাবে রজসোঽপি ক্ষীণত্বাৎ সত্ত্বং নিরাবরণং ভূত্বা সর্বং সম্যক্ প্রকাশয়েদিতি জ্ঞানস্য আনন্ত্যম্। যত্রেদমিতি। অত্র—পরমজ্ঞানলাভাৎ পুনর্জাতেরসম্ভববিষয়ে বক্ষ্যমাণায়াঃ শ্রুতেরর্থঃ প্রযোজ্যঃ। তদ্ যথা

বুদ্ধিধর্মসকল আপ্লাবিত হয় বা তাহারা বিবেকময় হইয়া যায়। আর যেমন জল শুদ্ধ ও নির্মল হইলে তাহাতে বৃষ্ট বারিও শুদ্ধ জলই হয় তদ্রূপ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মুনির আত্মা বা বুদ্ধি বিবেকমাত্রে সমাহিত থাকে বলিয়া বিশুদ্ধ বিবেকেই পূর্ণ হয়।

৩০। ক্লেশসকল তখন সমূলকাষ কষিত হয় বা সমূলে উৎপাটিত হয়। তদবস্থায় জীবিত থাকা সত্ত্বেও সেই বিদ্বান্ বা প্রজ্ঞাবিৎ বিমুক্ত হন অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের অতীত হন। বিবেকপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অবিবেকমূলক দুঃখকর প্রত্যয়সকল আর উৎপন্ন হয় না, তজ্জন্য তখন তিনি দেহবান্ হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়। সেইরূপ মুক্তপুরুষের পুনর্জন্ম হয় না, কারণ সমাধির দ্বারা যাঁহার বিপর্যয় বৃত্তিসকল ক্ষীণ বা দগ্ধবীজবৎ হইয়াছে এবং যাঁহাতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার পুনরায় জন্ম হওয়া সম্ভব নহে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমান বা আত্মবোধ-বশেই জন্ম হয় এবং তাহার অভাব ঘটিলে পুনরাবর্তন হয় না। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—'যোগাগ্নির দ্বারা সমুদায় কর্ম অচিরাৎ দগ্ধ হওয়ায় সমাধি-নিষ্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি লাভ করেন'।

৩১। তখন (বুদ্ধিসত্ত্বের) সমস্ত আবরণমল অপগত হওয়াতে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, তজ্জন্য জ্ঞেয় বিষয় অল্প বলিয়া প্রতিভাত হয়। চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের সাত্ত্বিক অংশ বা প্রকাশশীল ভাব, সেই প্রকাশের কোনও বাধক বা আবরক না থাকায় তাহা সমস্ত (অভীষ্ট বিষয়) প্রকাশিত করে। চিত্ত-তম—অর্থাৎ চিত্তের তম-অংশই চিত্ত-সত্ত্বের বাধক। জ্ঞানের আবরণশীল চিত্ত-তম যখন ক্রিয়াস্বভাব রজের দ্বারা অপসারিত হয় তখন তামসাবরণ হইতে উদ্ঘাটিত সত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই জ্ঞানের স্বরূপ। অতএব সত্ত্বের মলস্বরূপ তমর অপগম হইলে এবং রজোগুণও কার্যাভাব-বশত ক্ষীণ হওয়ায় সত্ত্ব নিরাবরণ হইয়া সর্ব বস্তুকে অর্থাৎ অভীষ্ট যে বস্তুর সহিত বুদ্ধির সংযোগ ঘটিবে তাহাকে, সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত করে, তজ্জন্য তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়।

এই অবস্থায় পরমজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া যোগীর পুনর্জন্মের অসম্ভব-সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ শ্রুতির অর্থ প্রযোজ্য। তাহা যথা—অন্ধ মণিকে যেমন বা সচ্ছিদ্র করিয়াছিল,

অন্ধো মণিম্ অবিধ্যৎ—বেধনং সচ্ছিদ্রং কৃতবান্, অনঙ্গুলিঃ কশ্চিৎ তান্ মণীন্ আবয়ৎ—গ্রথিতবান্, অগ্রীবস্তং মণিহারং প্রত্যমুঞ্চৎ—অপিনদ্ধবান্ কণ্ঠে, অজিহ্বস্তম্ অভ্যপূজয়ৎ—স্তুতবান্। ঈদৃশাঃ ক্রিয়া যথা অসম্ভাব্যা বিবেকিনো জাতিরিত্যর্থঃ।

৩২। ততোতি। ততঃ—ধর্মমেঘোদয়াৎ চরিতার্থানাং গুণানাং—গুণবৃত্তীনাং বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমঃ সমাপ্তো ভবতি তং কুশলং পুরুষং প্রতীত্যর্থঃ।

৩৩। ক্ষণেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণাবলম্বব্যাপী ইত্যর্থঃ। প্রত্যেকং ক্ষণপ্রতিযোগিনঃ পরিণামস্য অবিরলপ্রবাহঃ ক্রম ইত্যর্থঃ। স চ অপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ—অপরান্তেন গৃহ্যতে। নবস্য বস্ত্রস্য পুরাণতা অপরান্তঃ, তেন তৎস্বরূপপরিণামক্রমো গ্রাহ্যঃ। তথা গুণবৃত্তীনাং বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমস্য অপরান্তো বুদ্ধেঃ প্রতিপ্রসবঃ। তৎপ্রতিপ্রসবাদ্ বুদ্ধ্যাদীনাং পরিণামক্রমো নির্গ্রাহ্যঃ—নিশ্চিত ইত্যর্থঃ। ক্ষণেতি। ক্ষণানন্তর্যাত্মা—ক্ষণব্যাপিনাং পরিণামানাং নৈরন্তর্যাত্মক ক্রম ইত্যর্থঃ। অননুভূতক্রমক্ষণা—অননুভূতঃ—অলব্ধঃ ক্রমো যৈঃ তাদৃশাঃ ক্ষণা যস্যা নির্বর্তকাঃ সা অননুভূতক্রমক্ষণা, তাদৃশী পুরাণতা নাস্তি। ক্রমতঃ পরিণামানুভবাদেব পুরাণতা ভবতীত্যর্থঃ।

কোনও অঙ্গুলী-হীন ব্যক্তি সেই মণিসকলকে গ্রথিত করিয়াছিল, গ্রীবাহীন ব্যক্তি সেই মণিহার কণ্ঠে পরিধান করিয়াছিল এবং কোনও জিহ্বাহীন তাহাকে অভিপূজিত বা স্তুতি করিয়াছিল—ইত্যাদি ক্রিয়াসকল যেমন অসম্ভব তেমনি বিবেকী যোগীর পুনর্জন্মও অসম্ভব।

৩২। তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্মমেঘ-সমাধির উদয় হইতে, চরিতার্থ গুণ-সকলের অর্থাৎ ভোগাপবর্গ-রূপ অর্থ যাহাদের আচরিত বা নিষ্পন্ন হইয়াছে এরূপ যে বুদ্ধ্যাদি গুণবৃত্তি তাহাদের পরিণামক্রম বা কার্যারম্ভণরূপ পরিণাম-প্রবাহ, সেই কুশল পুরুষের নিকট সমাপ্ত হয়।

৩৩। ক্ষণ-প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণরূপ অবসরকে (ফাঁককে) যাহা আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষণব্যাপী পরিণামের যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই ক্রম। তাহা অপরান্তের দ্বারা নির্গ্রাহ্য অর্থাৎ কোনও এক পরিণামের অবসান হইলে পর তখনই বুঝিবার যোগ্য। নব বস্ত্রের যে পুরাণতা তাহাই তাহার অপরান্ত, তাহার দ্বারাই সেই বস্ত্রের পরিণামক্রম (ক্রমিক সূক্ষ্ম পরিণাম) বুঝা যায়। তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কার আদি গুণ-বৃত্তিসকলের প্রলয়ই তাহাদের পরিণামক্রমের অপর অন্ত বা সীমা অর্থাৎ তাহাই তাহাদের অনাদি পরিণাম-প্রবাহের সীমা। বুদ্ধি আদির প্রলয় পর্যন্ত তাহাদের পরিণাম-ক্রম নির্গ্রাহ্য হয় অর্থাৎ সেই পর্যন্ত তাহারা থাকে। ক্ষণের আনন্তর্য-যাত্মক অর্থাৎ ক্ষণব্যাপী পরিণামসকলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই যাহার স্বরূপ তাহাকেই ক্রম বলা হয়।*

যে ক্ষণে কোনও ক্রমব্যাপী পরিণাম অনুভূত বা লব্ধ হয় নাই সেইরূপ ক্ষণ যে পুরাণতার নির্বর্তক বা সাধক তাহাই অননুভূতক্রমক্ষণা। এইরূপ (ক্রমহীন) কোনও পুরাণতা হইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই পুরাণতা হয় (অক্রমে নহে)।

* কোনও বস্তুর লক্ষ্য স্থূল পরিণাম দেখিলে জানা যায় যে তাহা অলক্ষ্য বা সূক্ষ্মতর অসংখ্যাতবর্তমান ক্রিয়াপ্রবাহের সমষ্টি। লক্ষ্য পরিণামের অন্তর্ভূত সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য যে ক্রিয়া তাহার আনন্তর্য বা অবিরল প্রবাহই ক্রম, এবং সেই ক্রিয়া যে কাল ব্যাপিয়া ঘটে সেই সূক্ষ্মতম কালই ক্ষণ।

অপরান্তঃ কস্যাশ্চিৎ বিবক্ষিতাবস্থায়া অপরান্তো যথা নবতায়াঃ পুরাণতা ব্যক্ততায়াশ্চাব্যক্ততা ইত্যাদ্যা। তত্র অনিত্যানাং ভাবানাং প্রতিপ্রসবরূপোঽপরান্তোঽস্তি যত্র ক্রমো লব্ধপর্যবসানঃ। ন চ তথা নিত্যানাম্। নিত্যানাং তু ভাবানাং কাঞ্চিদবস্থামপেক্ষ্য পরিণামাপরান্তো বক্তব্যঃ। নিত্যপদার্থানামপ্যস্তি পরিণামক্রম ইত্যাহ নিত্যেষু ইতি। প্রকৃতো বা কাল্পনিকো বা ক্রমঃ অস্তীত্যর্থঃ। কূটস্থনিত্যতা—নির্বিকারনিত্যতা। পরিণামিনিত্যতা—নিত্যং বিক্রিয়মাণতা। বিকারস্বভাবাচ্চ নিত্যস্বভাবানাং গুণানাং পরিণামনিত্যতা। কূটস্থপদার্থেঽপি তস্থৌ তিষ্ঠতি স্থাস্যতীতি বক্তব্যং ভবতি তদ্দৃষ্ট্যাপি পরিণামো বাচ্যঃ। কিন্তু স পরিণামো বৈকল্পিকঃ। তস্মাৎ সাধূক্তমিদং নিত্যতালক্ষণং যৎ যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং——স্বভাবো ন বিহন্যতে—অন্যথা ভবতি তন্নিত্যমিতি। গুণস্য পুরুষস্য চোভয়স্য তত্ত্বানভিঘাতাৎ—তত্ত্বাব্যভিচারান্নিত্যত্বম্।

তত্রেতি। ক্রমঃ লব্ধপর্যবসানঃ—প্রতিপ্রসবে ইতি শেষঃ। অলব্ধপর্যবসানঃ—প্রকাশক্রিয়াস্থিতিস্বভাবানাং নিত্যত্বাৎ। কূটস্থনিত্যেষ্বিতি। অনন্তকালং যাবৎ স্থাস্যতীতি বক্তব্যত্বাৎ অসংখ্যক্ষণক্রমেণ স্থিতিক্রিয়ারূপ-পরিণামো স্থূলদৃষ্ট্যা নির্গ্রাহ্যো ভবতি। কিন্তু শব্দপৃষ্ঠেন

অপরান্ত অর্থে কোনও বিবক্ষিত বা নির্দিষ্ট অবস্থার অপর বা শেষ অন্ত, যেমন নবতার পুরাণতা, ব্যক্তাবস্থার অব্যক্ততা ইত্যাদি। তন্মধ্যে অনিত্য বস্তুসকলের প্রলয়রূপ অপরান্ত বা অবসান আছে—যেখানে ক্রমের পরিসমাপ্তি। কিন্তু নিত্য (পরিণামি-) বস্তুর তাহা হয় না। নিত্য ভাবপদার্থ সকলের কোন এক বা অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া বা লক্ষ্য করিয়া পরিণামের অপরান্ত বক্তব্য হয়। নিত্য পদার্থেরও পরিণাম-ক্রম আছে তাহা বলিতেছেন। প্রকৃত এবং কাল্পনিক দুইরকম ক্রম আছে। কূটস্থ নিত্যতা অর্থে নির্বিকার পরিণামহীন নিত্যতা। পরিণামি-নিত্যতা অর্থে নিত্য বিকারশীলতা বা বিকারশীলরূপে নিত্য অবস্থিতি। বিকারস্বভাব (সুতরাং নিত্য) গুণসকলের বিকার-স্বভাব আছে বলিয়া তাহাদের পরিণাম-নিত্যতা। কূটস্থ পদার্থ সম্বন্ধেও (ব্যবহারত) 'ছিল,' 'আছে' ও 'থাকিবে' এইরূপ উক্ত হয় বলিয়া তাহাতে তাহার পরিণামও বক্তব্য হয়, কিন্তু এই পরিণাম বৈকল্পিক (কারণ, যাহার পরিণাম নাই তাহাতে কাল প্রয়োগ করিয়া যে পরিণামের জ্ঞান হয়, তাহা চিত্তেরই বিকল্পনা)। তজ্জন্য ভাষ্যে নিত্যতার এই লক্ষণ যথার্থ ই উক্ত হইয়াছে যে, পরিণম্যমান হইলেও অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও, যাহার তত্ত্ব বা মৌলিক স্বভাব নষ্ট বা অন্যথাপ্রাপ্ত হয় না তাহাই নিত্য। গুণ এবং পুরুষ উভয়েরই তত্ত্বের অনভিঘাত বা অব্যভিচার হেতু অর্থাৎ তাহাদের তত্ত্বের অন্যথাভাব সম্ভব নহে বলিয়া তাহারা নিত্য (ত্রিগুণের যেরূপ পরিণামই হউক তাহাদের প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ গুণত্বের কোনও বিপর্যাস কল্পনীয় নহে)।

ক্রম লব্ধপর্যবসান অর্থাৎ তাহার অবসানপ্রাপ্তি হয়, প্রতিপ্রসবে বা বুদ্ধি যাদের প্রলয়ে—ইহা উহ্য আছে। (কিন্তু ত্রিগুণে ক্রম) অলব্ধ-পর্যবসান—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের নিত্যত্ব-হেতু অর্থাৎ এই স্বভাবের কখনও লয় হয় না বলিয়া তাহার পরিসমাপ্তি নাই। কূটস্থ নিত্য বস্তু অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে—এইরূপ বক্তব্য হয় বলিয়া অসংখ্য ক্ষণক্রমে তাহার থাকারূপ ক্রিয়া বা পরিণাম হইতে থাকে, ইহা স্থূল দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকেরা মনে করে অর্থাৎ তাহারা ঐরূপে কূটস্থ পদার্থে কাল্পনিক পরিণাম আরোপ করে। কিন্তু

—শব্দানুপাতিনা বিকল্পজ্ঞানেন। অস্তীতি শব্দানুপাতিনা বিকল্পেন অস্তিক্রিয়ানুপাতায় তৎ-ক্রিয়াবান্ স পুরুষ ইতি তত্র স পরিণামো বিকল্পিত ইত্যর্থঃ। এবং বাঙ্মাত্রাদ্ বিকল্পিত-পরিণামাদ্ ন চ পুরুষস্য কৌটস্থ্যহানিরিত্যর্থঃ।

অথেতি। লীয়মানস্য উদ্ভূয়মানস্য চ সংসারস্য গুণেষু তদবস্থায়াং বর্তমানস্য ক্রম-সমাপ্তির্ভবেদ্ ন বেতি প্রশ্নস্য উত্তরম্ অবচনীয়মেবেত্যাহেতি। সুগমম্। কুশলস্যেতি। কুশলস্য সংসারক্রমসমাপ্তিরস্তি নেতরস্য ইত্যেবং বিভজ্যাস্য প্রশ্নো বচনীয়ঃ, অতঃ অত্র একতরস্য অবধারণং—কুশলস্য সমাপ্তিরিত্যবধারণম্ অদোষঃ ন দোষায় ইত্যর্থঃ। অসংখ্যত্বাদ্ দেহিনাং সংসারস্য অন্তবত্তা অস্তীতি বা নাস্তীতি বা প্রশ্নঃ অন্যায্যো যথা অসংখ্যক্ষণাত্মকস্য কালস্য, যথা বা অপরিমেয়স্য দেশস্য অন্তোঽস্তি ন বেতি প্রশ্নঃ অন্যায্যঃ। অবচনীয়ত্বাৎ সংখ্যানাং সংসারিণাং নিঃশেষতাকল্পনং তদ্বিষয়কশ্চ প্রশ্নঃ অন্যায্যঃ। অসংখ্যেয়েভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অসংখ্যেয়ে বিয়োগে কৃতেঽপি শেষোঽসংখ্যাঃ পদার্থাস্তিষ্ঠেয়ুঃ। উক্তঞ্চ 'ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদ ইতি'। শ্রূয়তে চ 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। স্মর্যতে চ 'অতএব হি বিদ্বৎসু মুচ্যমানেষু সর্বদা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানামনন্তত্বাদশূন্যতেতি'।

শব্দপৃষ্ঠের দ্বারা অর্থাৎ শব্দমাত্রই যাহার পৃষ্ঠ বা নির্ভর, তদ্রূপ শব্দানুপাতী বিকল্পজ্ঞানের দ্বারা (ঐরূপ ক্রিয়া কল্পিত হয়)। শব্দানুপাতী বিকল্পের দ্বারা 'অস্তি'-ক্রিয়া গ্রহণ করত অর্থাৎ 'আছে' বা 'থাকামাত্র'-রূপ ক্রিয়াহীনতাকেই ক্রিয়া বা বাস্তব পরিণাম মনে করিয়া, পুরুষকে তৎক্রিয়াবান্ মনে করে, উক্ত কারণে এই পরিণাম-জ্ঞান বৈকল্পিক। এইরূপ বাঙ্মাত্র সুতরাং বিকল্পিত পরিণাম হইতে পুরুষের কৌটস্থ্য-হানি হয় না।

ত্রিগুণরূপ প্রকৃতিতে লীয়মান এবং তাহা হইতেই উদ্ভূয়মান অবস্থায় স্থিত সংসারের বা লয় ও সৃষ্টির প্রবাহের, ক্রম-সমাপ্তি হইবে, কি, হইবে না ?—এই প্রশ্নের উত্তর অবচনীয় অর্থাৎ কোনও এক পক্ষের উত্তর নাই। কুশল বা বিবেকখ্যাতিমান্ পুরুষের নিকট সংসারক্রমের সমাপ্তি আছে, অন্যের নাই, এইরূপে বিশ্লেষ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। অতএব এস্থলে (উভয় প্রকার উত্তরের) কোনও একটির অবধারণ যথা, কুশল পুরুষের সংসার-ক্রমের সমাপ্তি আছে—এইরূপ অবধারণ বা মীমাংসা অদোষ অর্থাৎ দোষের নহে। দেহীরা অসংখ্য বলিয়া, সংসারের শেষ আছে, কি নাই ?—এই প্রশ্ন ন্যায়ানুমত নহে। যেমন অসংখ্য ক্ষণের সমষ্টিরূপ কালের, অথবা অপরিমেয় দেশের অন্ত আছে, কি নাই ?—এই প্রকার প্রশ্ন অন্যায্য বলিয়া অবচনীয় বা যথাযথ উত্তর দেওয়ার যোগ্য নহে (কোনও পদার্থকে অনন্ত সংজ্ঞা দিয়া পুনশ্চ তাহার অন্ত-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করাই অন্যায্য)। তদ্রূপ অসংখ্য সংসারীদের নিঃশেষতা কল্পনা এবং তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অন্যায্য। অসংখ্য পদার্থ হইতে অসংখ্যক্রমে বিয়োগ করিতে থাকিলেও সদা অসংখ্য পদার্থই অবশিষ্ট থাকিবে। যথা উক্ত হইয়াছে 'যেমন ইদানী তেমনি সর্বকালেই সংসারী পুরুষের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না' (সাংখ্যসূত্র)। শ্রুতিতেও আছে 'পূর্ণ বা অসংখ্য পদার্থ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে'। স্মৃতিতেও আছে 'সর্বদা অসংখ্য বিদ্বান্ বা কুশল পুরুষ মুক্ত হইতে থাকিলেও, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবলোক অসংখ্য বলিয়া তাহা কখনও শূন্য হইবে না'।

৩৪। গুণেতি। কৃতকৃত্যানাং গুণানাং—গুণকার্য্যাণাং প্রতিপ্রসবঃ—স্বকারণে শাশ্বতঃ প্রলয়ঃ কৈবল্যম্। কৃতেতি। কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানাম্—মহদাদিপ্রকৃতিবিকৃতীনাং ত্রিগুণোপাদানানাম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতিশক্তিঃ বুদ্ধিসত্ত্বাৎ সদ্বৈতা বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, বুদ্ধিপ্রতিপ্রসবাৎ যদা'দ্বৈতা কেবলা বেতি বাচ্যা ভবতি ন পুনর্বুদ্ধ্যুত্থানাদকেবলেতি চ বাচ্যা স্যাৎ তদা কৈবল্যং পুরুষস্যেতি।

স্বপ্রসন্নপদাং টীকাং ভাস্বতীং প্রজ্ঞয়াপ্লুতঃ।
হরিহরযতিশ্চক্রে সাংখ্যপ্রবচনস্য হি ॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য্য-শ্রীহরিহরানন্দারণ্য-কৃতায়াং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং চতুর্থঃ পাদঃ।

৩৪। কৃতকৃত্য গুণসকলের অর্থাৎ ভোগাপবর্গ নিষ্পন্ন হইয়াছে এরূপ বুদ্ধ্যাদি গুণকার্য্যসকলের, যে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ শাশ্বত কালের জন্য স্বকারণ প্রকৃতিতে যে প্রলয় তাহাই কৈবল্য। কার্য্যকারণাত্মক গুণসকলের অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ উপাদান হইতে কারণ-কার্য্যরূপে উৎপন্ন মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতিসকলের। চিতিশক্তি সদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধির সহিত সংযোগহেতু সদ্বৈত বা অকেবল অর্থাৎ বুদ্ধিসহ তিনি আছেন এরূপ প্রতিভাসিত হন, বুদ্ধির প্রলয় ঘটিলে তখন চিতিশক্তি অদ্বৈত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত এইরূপে বাচ্য বা বক্তব্য হন (বুদ্ধির বর্ত্তমানতা এবং প্রলয় এই দুই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই চিতির অকেবলতা এবং কৈবল্য নাম দেওয়া হয়)। পুনরায় বুদ্ধির উত্থানের সম্ভাবনা নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহাকে যখন আর অকেবল বলার সম্ভাবনা না থাকে তখনই পুরুষের কৈবল্য বলা হয়।

প্রজ্ঞাপ্লুত হৃদয়ে শ্রীহরিহর যতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের সুস্পষ্ট-পদসমন্বিত এই 'ভাস্বতী' টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত
চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

ভাস্বতী সমাপ্ত।

সাংখ্যীয় প্রকরণমালা

সাংখ্যতত্ত্বালোকের বিষয়সূচী

সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

(প্রথম মুদ্রণ—১৯০৩)

উপক্রমণিকা

যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকের পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন তাঁহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংরাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব গুণত্রয় সাংখ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু পদার্থ। তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে পাঠকের মনে সম্যক্‌রূপে ধারণা না হইলে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুরূহ হইবে, অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার ক্রিয়া না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদি সমস্ত এক এক প্রকার ক্রিয়া, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থার পর আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম ক্রিয়া, এই লক্ষণে বাহ্য ও আন্তর সব ক্রিয়াই পড়িবে। Prof. Bigelow তাঁহার Popular Astronomyতে বলিয়াছেন যে, Force, Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous *transfer of energy.*" তিনি আরও বলেন, "Energy is the great unknown entity, and its existence is recognised only during its *state of change.*" যোগভাষ্যকার ইহাকে বলেন, "রজসা উদ্ঘাটিতঃ" (৪।৩১)। রজঃ বা ক্রিয়াশীলতার দ্বারা উদ্ঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রথমতঃ 'জড়পদার্থকে' 'Unknown Entity' বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত 'পূর্ব্বসংস্কার' ত্যাগ করত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ব্ববোধের হেতুভূত বাহ্য ও আন্তর এক ক্রিয়াশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের রজঃ। ইংরাজীতে উহাকে Mutative Principle বলা যাইতে পারে। সমস্ত ক্রিয়ার একটি পূর্ব্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে, তাহাকে Conserved বা Potential State বলে। বোধের শেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কের, সুতরাং মস্তিষ্ক (বা জড়পদার্থ) বোধহেতু ক্রিয়ার Potential State বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল, উহাই সাংখ্যের তমঃ (সাংখ্যমতে মস্তিষ্ক ও মন মূলতঃ একজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈগুণিক)। সুতরাং তমকে Static বা Conservative Principle বলা উচিত। সেই মস্তিষ্কাদির বিশেষ প্রকারের Potential Energy বা Static Principle-এর যখন পরিণাম বা Transference of Energy বা Change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব Conservation এবং Mutation নামক অবস্থার শেষ ফল বোধ বা Sentient State. জড়তা ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে পর এই যে বুদ্ধভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল সত্ত্ব। তাহাকে Sentient Principle বলা যাইতে পারে। অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা দৃশ্যভাব বলা যায়, তাহাতে আমরা Sentient, Mutative ও Static

এই তিন প্রকার Principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অনুবাদকগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে Good, Indifferent, Bad প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করাতে শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদসকল হাস্যাস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সবতেই এই তিন তত্ত্ব পাওয়া যায়। রসায়নের Element-এর ন্যায় উহা সাংখ্যের মূল অনাত্মসম্বন্ধীয় Element। ঐ বিভাগ অতীব সরল এবং উহা খাটাইয়া সমস্ত অনাত্মভাব বিচার করিলে এরূপ সুন্দর সঙ্গতি হয় যে ,তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ, যাহা Potential বা Static State-এ থাকে, তাহাই Mutative State-এ (Kinetic বলিলে গতি বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই Mutative শব্দ প্রযোজ্য) আসিয়া Sentient State-এ যায়। Potential State দুই-প্রকার, সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ বা Differentiable ও Indifferentiable. যাহা Absolute object (বা তিন গুণ মাত্র ব্যতীত অন্যরূপে indifferentiable object) তাহাই সাংখ্যীয় অব্যক্ত প্রকৃতি। উহার নামান্তর অব্যক্ত বা Indiscrete Potential Entity, তাহার ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—Sentient, Mutable ও Static। পাশ্চাত্যগণ Mutable ও Static এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যগণ Sentient অবস্থাও বলেন। বিষয় বা Knowable পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান ভেদ বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা (Perceivability রূপ) Sentient P. প্রধান, রূপে Mutative P. প্রধান এবং গন্ধে Static P. প্রধান। স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্যে, এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যে। যেমন লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যে এবং মিশ্রণজাত তদ্রূপ। করণশক্তিবিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে Sentient P. প্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে Mutative P. প্রধান এবং প্রাণে Static P. প্রধান। কারণ শরীর বস্তুতঃ প্রাণশক্তির Potential Energy, যেহেতু খাদ্যপেয়াদির বিশ্লেষণ বা Mutation হইলে দেহ-চেষ্টাদি হয়। চিত্ত-বিচারে দেখা যায়, প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা Cognition, conation ও retention প্রধান এবং তাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বৃত্তি। প্রখ্যার মধ্যে, প্রমাণ = প্রত্যক্ষ বা Perception, অনুমান বা Inference এবং আগম বা Transference বা Transferred cognition। স্মৃতি = Recollection। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান = চেষ্টাসমূহের অনুভব, ইহা Conative, Mutoæsthetic ও Automatic activityর বিজ্ঞান বা চৈত্তিক জ্ঞান বা Presentation ও representation। বিকল্প = বস্তুবিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাববিকল্প, Positive Predicative ও Negative terms হইতে যে অবস্তুবিষয়ক (Unimaginable) চিত্তভাব বা Vague ideation হয় তাহাই ঐ তিন ('Conception on the strength of concepts representing nothing'—Carveth Read-এর এই লক্ষণ ঠিক সাংখ্যের বিকল্পকে লক্ষিত করে)। চিত্তের যে স্বভাব হইতে প্রমাণ বিপর্য্যস্ত হয় তাহাই বিপর্য্যয় বা Defective cognition। প্রবৃত্তির মধ্যে সঙ্কল্প = Volition, কল্পন = Imagination; বৃত্তি = Physical conation; বিকল্পন = Wandering, as in doubt ও বিপর্য্যয় চেষ্টা = Misdirected wandering, স্থিতি = Retention। জ্ঞানের imprint সকলই স্থিতি।

সুষুম্নাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনায় স্ফুর্ত্তিবোধ বেশী কিন্তু বোধজনক ক্রিয়া বা Stimulation বেশী নহে অর্থাৎ সমসহ্য মাত্র তাহাতে সুখ হয়। Over-stimulation বা ক্রিয়াভার বেশী থাকিলে তাহাতে দুঃখ হয়। মনে কর শারীর পীড়া বা Pain, শরীরের যে General Sensibility আছে, তাহা কোন আগন্তুক কারণে (যেমন পেশীর মধ্যে Uric acid অথবা Microbe) over-stimulated হইলে অর্থাৎ Nerves of General Sensibility সকলের অতিক্রিয়া বা অসহ্য ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহ্য Stimulation পাইলে সুখ হয়। তজ্জন্য সুখে সত্ত্ব বা Sentient P. প্রধান এবং Mutative P. কম। আর দুঃখে Mutative P. প্রধান এবং তত্তুলনায় Sentient P. কম। তমঃ বা Insentient বা Conservative Principle বেশী যে অবস্থায় তাহার নাম মোহ বা Insentience.

মূলান্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ = Pure I feeling। তাহাতে অবশ্য Sentient P. বা সত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে অহঙ্কার = Faculty which identifies Self with Non-Self—Dynamic ego or Me-feeling. জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতা আমিতে বা গ্রহীতার এক প্রকার ছাপ, যাহাতে জ্ঞাতা 'অনাত্মের জ্ঞাতা' হয়। এই অনাত্মের ছাপ আমাতে বা অন্তরে লওয়া Afferent Impulse নামক অন্তঃস্রোত ক্রিয়াশীলতার মূল। ইহা হইতে "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ অভিমান হয়। "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানে আমতার কোন Conserved শক্তিভাবকে (যেমন ক্রিয়াসংস্কার, Muscle প্রভৃতিকে) উদ্রিক্ত করে, তাহাই Efferent impulse-এর মূল। তজ্জন্য অহঙ্কারে রজঃ অধিক। তৃতীয় মন = অশেষ-সংস্কারাধার অর্থাৎ General Conservator of all Energies, অপরাপর সমস্ত দৈব শক্তি সংগোপনকর শারীর শক্তির বিশেষ। সমস্ত চিত্তক্রিয়া আবার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারাও তিনজাতীয়, যথা—প্রখ্যাব্যাপার বা Reception, অনুব্যবসায় বা Reflection এবং রুদ্ধব্যাপার বা Retentive Action। অস্মিতাভাব দুই প্রকার; গ্রহণ বা Subjective এবং গ্রাহ্য বা Objective। তন্মধ্যে গ্রহণে তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (Sensibility), প্রবৃত্তি (Activity) ও স্থিতি (Retentiveness) হয় এবং গ্রাহ্যে বোধ্যত্ব (Perceptibility), ক্রিয়াত্ব (Mobility) ও জাড্য (Inertia) হয়।

যখন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্য বা Equilibrium হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়াদি থাকিতে পারে না, সুতরাং তখন গ্রাহ্য-জ্ঞাতৃভাব থাকে না, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানেন বা স্বস্থ হন। তাদৃশ 'নিজেকেই নিজে জানা' ভাব বা Pure Self বা Metempiric consciousness বা বোধ পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ আর বিশ্লেষ-যোগ্য নহে বলিয়া তাহারা নিষ্কারণ অনাদিসিদ্ধ পদার্থ বা Self-existent. সাধারণে এই প্রণালীর দ্বারা বিশুদ্ধভাবে বুঝান যায় না কিন্তু ইহাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণত্রয়সম্বন্ধে স্ফুট ধারণা হইবে আশা করা যায়। রসায়নের Element সকলের দ্বারা সঙ্কেতপ্রণালীতে যেরূপ রাসায়নিক দ্রব্যের তত্ত্ব বুঝান হয় সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের দ্বারাও যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ বুঝান যাইতে পারে। যথা—পুরুষ + স৩ + র১ + ত১ = বুদ্ধি, পু + স১ + র৩ + ত১ = অহঙ্কার ইত্যাদি। অন্তঃকরণত্রয়কে Base স্বরূপ লইয়া ইন্দ্রিয়সকলকেও ঐরূপে বুঝান যাইতে পারে।

অনাদিসিদ্ধ পুংপ্রকৃতির সংযোগজাত আমরাও (কর্ম্মযুক্ত) অনাদিবর্ত্তমান,—

"নিত্যান্যেতানি সৌক্ষ্ম্যাৎ ইন্দ্রিয়াণি তু সর্ব্বশঃ।
তেষাং ভূতৈকদেশত্বং সৃষ্টিকালে বিধীয়তে॥"

অনাদিবর্ত্তমান হইলেও স্বতঃ বা ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের করণসকল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মের দ্বারা আমাদের সেই পরিণাম আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা করিয়া যদি আমরা সত্ত্বকে বাড়াই, তবে তদনুযায়ী সুখলাভ করিতে পারি। আর, যাহার সুখের জন্য সকল চেষ্টা, সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম 'আত্মভাবকে' যদি উপলব্ধি করিতে পারি, তবে তদ্ভাবে চিত্তনিরোধ করিয়া বাহ্যনিরপেক্ষ শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারিব।

সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে

যথা কলাবশিষ্টোঽপি শশী রাহুগ্রাসসংবৃতঃ। তারকাভ্যধিকাৎ সম্যক্ প্রোজ্জ্বলশ্চ তমোঽপহঃ॥
কালরাহুসমাক্রান্তমপি তদ্বদ্ বিভাতি যৎ। সর্ব্বতীর্থেষু শাস্ত্রস্য বক্তারং কপিলং নুমঃ॥
তত্ত্বানি কুসুমানীব ধীরধীমধুব্রতানুগম্। যস্মিন্ পরিশোভন্তে সাংখ্যারামে হি কাপিলে॥
বিভক্তিযুক্তিশীলত্রিগুণসূত্রেণ যো ময়া। তত্ত্বপুষ্পহারোঽয়ং গ্রথিতঃ সংযতাত্মনা॥
ললামকং স এবাস্তু দীর্ঘাধ্বীনস্য যোগিনঃ। মহামোহং বিজেতুং যঃ প্রস্থিতো যোগবর্ত্মনি॥
মালান্যস্তপ্রবালা হি শোভাসংবৃদ্ধিহেতবঃ। মধ্যান্তরাস্তয়া ভেদা যেঽত্র তেষাং তথা গতিঃ॥

অসংবেদ্যশ্চক্ষুরাদিকরণৈরস্মৎপদার্থঃ। সোঽর্থঃ অস্মীতি ভাবেনৈবানুভূয়তে। তাদৃশাত্মনৈবাত্মাববোধঃ স্বপ্রকাশস্য লক্ষণম্। স্বপ্রকাশো বৈষয়িক-প্রকাশশ্চেতি দ্বিবিধঃ প্রকাশঃ। তত্র প্রকাশকযোগাৎ সিদ্ধো বৈষয়িকপ্রকাশো বুদ্ধিসমাখ্যো জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ঃ। স্বপ্রকাশস্তু স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশঃ সদাজ্ঞাতবিষয়ো বুদ্ধেরপি প্রকাশকত্বাৎ যথাহুশ্চেতনাবদিব লিঙ্গমিতি॥১॥

যেমন তমোনাশক শশধর রাহুগ্রস্ত হইয়া কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও সমস্ত তারকা অপেক্ষা সম্যক্ প্রোজ্জ্বলরূপে বিভাত হন, সেইরূপ কালরাহুর দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াও যে শাস্ত্র অন্য সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে প্রভাসিত হইতেছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল ঋষিকে স্তুতি করি।

ধীরগণের চিত্তরূপ মধুকরের আনন্দবিধানপূর্ব্বক তত্ত্বরূপ কুসুমসকল কপিলর্ষিকৃত সাংখ্যোদ্যানে পরিশোভিত হইতেছে।

সংযোগবিভাগশীল ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণরূপ সূত্র, পক্ষে তিনতারযুক্ত সূত্র) আমি সংযতাত্মা হইয়া এই তত্ত্বপুষ্পহার গ্রথিত করিয়াছি।

মহামোহ জয় করিতে যে দীর্ঘাধ্বীন যোগী যোগপথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার ইহা ললামক বা মস্তকভূষণ মাল্যস্বরূপ হউক।

মালাতে বিন্যস্ত নবপল্লবসকল (পুষ্পহারের) শোভা বৃদ্ধি করে। তত্ত্বসকলের মধ্যে আমার দ্বারা যে অবান্তর (অন্তঃপাতী) ভেদসকল বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদেরও সেইরূপ গতি হউক, অর্থাৎ তাহারাও তত্ত্বহারের শোভা বৃদ্ধি করুক।

অস্মৎ বা 'আমি' শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা চক্ষুরাদি করণবর্গের দ্বারা জানা যায় না। সেই অর্থ 'আমি' এইপ্রকার আন্তর ভাবের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাদৃশ নিজেকে নিজে জানার ভাবই স্বপ্রকাশের লক্ষণ। প্রকাশ দ্বিবিধ, স্বপ্রকাশ ও বৈষয়িক প্রকাশ। তন্মধ্যে বুদ্ধিনামক বৈষয়িক প্রকাশ, যাহা অন্য প্রকাশকযোগে সিদ্ধ হয়, তাহা জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়, আর, যাহা স্বপ্রকাশ বা অন্য-নিরপেক্ষ প্রকাশ তাহা সদাজ্ঞাত-বিষয় (যোগ দঃ ২।২০ দ্রঃ), যেহেতু তাহা প্রকাশশীল বুদ্ধিরও সদাপ্রকাশক। যথা উক্ত হইয়াছে, (সাংখ্য-কারিকায়) "বুদ্ধি পৌরুষ-চৈতন্যের সম্পর্কে চেতনের ন্যায় হয়"॥ ১॥

ব্যুত্থানে চিত্তস্য ক্ষিপ্রপরিণামিত্বাচ্চঞ্চলাম্বুগতসূর্যবিম্বস্য স্বরূপা'গ্রহণবৎ ন চ স্ব-প্রকাশোপলব্ধিঃ। একো'হং জ্ঞাতাহং কর্তাহং সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদি-প্রত্যয়দর্শনাৎ ব্যুত্থানে চাস্মাবগমঃ। নিরোধসমাধিনা বিলীনে করণবর্গে যদ্বিষয়ানবভাসশূন্যো স্বচৈতন্যো'বস্থান-ভবতি তৎ পুরুষতত্ত্বম্। একাত্মপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ সর্ব্ববিষয়ানবভাসশূন্যত্বাচ্চ স্বচৈতন্যমবিমিশ্র-মেকরসম্। অবিমিশ্রত্বাৎ অপরিণামিনী চিৎ॥ ২॥

দ্বিবিধঃ খলু পরিণামঃ ঔপাদানিকো লাক্ষণিকশ্চেতি। যত্রৈকাধিকোপাদান-সংযোগ-স্তস্যৈবৌপাদানিকপরিণামসম্ভবঃ। যস্যৈকমেবোপাদানং ন তস্যৌপাদানিকপরিণামঃ। যথা কনককুণ্ডলাৎ কঙ্কণপরিণামে নাস্ত্যুপাদানপরিণামঃ, তত্র চ লাক্ষণিকপরিণামঃ, স হি দেশ-কালাবস্থানভেদঃ। দ্রব্যাণাং দ্রব্যাংশানাং বা দেশাবস্থানভেদাদাকারাদিভেদাখ্যঃ পরিণাম-স্তথা কালাবস্থানভেদশ্চ লাক্ষণিকঃ। ৩।

অসংযোগত্বাৎ স্বচৈতন্যস্য নাস্ত্যৌপাদানিকপরিণামঃ। অসীমত্বাচ্চ নাস্তি লাক্ষণিক-পরিণামো গত্যাকারাদিধর্ম্মভেদরূপঃ। অদ্বৈতজ্ঞানাত্মকত্বাৎ স্বচৈতন্যমসীমম্ যথাহুঃ "চিতি-

---

ব্যুত্থানে বা বিক্ষেপাবস্থায় চিত্তের ক্ষিপ্রপরিণাম হইতে থাকে বলিয়া স্বপ্রকাশতার উপলব্ধি হয় না, যেমন চঞ্চল বা তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্যবিম্বের স্বরূপ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ অর্থাৎ এক বৃত্তির পর আর এক বৃত্তি অতি দ্রুত উঠিতে থাকে বলিয়া অবধানবৃত্তি তাহাতেই পর্যবসিত থাকে, আত্মপ্রকাশাভিমুখে যাইতে পারে না এবং স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। ব্যুত্থানাবস্থায় "আমি এক," "আমি জ্ঞাতা," "আমি কর্তা," "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ প্রত্যয়দর্শনের বা অনুস্মরণের দ্বারা আত্মপ্রত্যয় হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই যে 'আমির' বর্তমান তাহা জানা যায়। নিরোধসমাধিবলে করণবর্গ বিলীন হইলে, যে অনাত্মভানশূন্য স্বচৈতন্যে অবস্থান হয় তাহাই পুরুষতত্ত্ব। কেবল একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গোচরহেতু অর্থাৎ কেবল আমিত্বভাবের ভিতরেই তাঁহাকে জানা সম্ভব বলিয়া, এবং সর্বপ্রকার দ্বৈতবস্তুর ভান-(বা অনাত্মভান) শূন্যত্ব-হেতু, সেই স্বচৈতন্য অবিমিশ্র একরস-স্বরূপ বা অবিভাজ্য এক-ভাবস্বরূপ। অবিমিশ্র বা বহু ভাবের সংযোগজ নহে বলিয়া স্বচৈতন্য অপরিণামী॥ ২॥

(কেন?—তাহা কথিত হইতেছে) পরিণাম দ্বিবিধ—ঔপাদানিক ও লাক্ষণিক। যাহাতে একাধিক উপাদানের সংযোগ থাকে, তাহার ঔপাদানিক পরিণাম বা উপাদানের ভিন্নতা হয়। আর যাহার উপাদান একমাত্র, তাহার ঔপাদানিক পরিণাম হয় না, যেমন কনককুণ্ডল হইতে কঙ্কণপরিণাম হইলে কোনও ঔপাদানিক পরিণাম হয় না, উপাদান স্বর্ণ একই থাকে। সেইস্থলে লাক্ষণিক পরিণাম হয়। লাক্ষণিক পরিণাম দৈশিক ও কালিক অবস্থানভেদ। দ্রব্য বা দ্রব্যের অবয়বসকল পূর্বাবস্থিতিস্থান হইতে ভিন্ন স্থানে স্থিতি করিলে আকারাদিভেদ-নামক যে পরিণাম হয়, তাহা লাক্ষণিক। সেইরূপ কালাবস্থান-ভেদে (নব ও পুরাণ বলিয়া) যে পরিণামভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও লাক্ষণিক॥ ৩॥

অসংযোগত্ব বলিয়া স্বচৈতন্যের ঔপাদানিক পরিণাম নাই। আর অসীমত্ব-হেতু গতি ও আকারাদি ধর্ম-ভেদ-রূপ লাক্ষণিক পরিণাম স্বচৈতন্যের নাই। (গতিও লাক্ষণিক পরিণাম, কারণ, তাহাতে পূর্বদেশ হইতে দেশান্তরে স্থিতি হইতে থাকে)। অদ্বৈতজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বচৈতন্য অসীম (একাধিক পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বলিয়া প্রতীত

শক্তিরপরিণামিনী শুদ্ধা চানন্তা চেতি"। অপরিণামিত্বাৎ কালেনানাপদেশ্যঃ পুরুষঃ, বোধস্বরূপত্বাচ্চ নাসৌ দেশব্যাপী। দেশব্যাপিত্বং বাহ্যধর্ম্মো ন বোধাত্মধর্ম্মঃ। দেশাশ্রয়পদার্থাঃ সাবয়বাঃ, চিতিশক্তির্নিরবয়বা। "ভুব আশা অজায়ন্ত" ইতি শ্রুতের্দিগ্জ্ঞানস্য ভূতজ্ঞানানুগত্বং প্রতীয়তে। ন চিন্মাত্রভাবেনাবস্থিতস্যাহমনন্তদেশং ব্যাপ্যাস্মীতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবেৎ। যতোঽদ্বৈতবোধাত্মকে ভাবে কুতো দেশরূপদ্বৈতভানাবকাশঃ? তথা চ শ্রুতিঃ "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ"। ইতি।

তস্মাৎ পুরুষ একঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণঃ সর্ব্বদেশব্যাপী চেতি সিদ্ধান্তঃ পরমার্থদৃশি ব্যর্থো ন্যায়েন চাসঙ্গতঃ। তত্র দেশাশ্রয়রূপোপাধিকত্বদোষঃ প্রসজ্যতে। ন্যায্যো হি শাস্ত্রসম্বাদিনাং সাংখ্যানাং পুরুষবহুত্ববাদঃ ॥ ৪ ॥

হয়; স্বচৈতন্যভাবে অবস্থানকালে যখন আত্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পারে না, তখন সেই আত্মবোধ কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে?)। এ বিষয়ে (যোগভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে, "চিতিশক্তি অপরিণামিনী, শুদ্ধা ও অনন্তা"।

উক্ত বিবিধপরিণামশূন্য বলিয়া পুরুষ কালের দ্বারা অনাপদেশ্য অর্থাৎ কালের দ্বারা লক্ষিত করার যোগ্য নহে। আর বোধস্বরূপ বলিয়া তাহা দেশব্যাপী নহে।* কারণ দেশব্যাপিত্ব বাহ্যপদার্থের ধর্ম, অধ্যাত্মভাবের ধর্ম নহে (সুতরাং তাহা আত্মপদার্থে থাকিতেই পারে না)। কিন্তু দেশাশ্রয় পদার্থমাত্রই সাবয়ব, চিতিশক্তি নিরবয়ব। শ্রুতিতে (ঋক্ ১০।৭২) আছে 'ভূ বা ভূত হইতে দিক্ উৎপন্ন হইয়াছে' অর্থাৎ দিক্ বা দেশজ্ঞান যে ভূতজ্ঞানের অনুগামী তাহা জানা যায়। চিন্মাত্রভাবে অবস্থিত হইলে "আমি অনন্তদেশ ব্যাপিয়া আছি" এরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, অদ্বৈতবোধাত্মক পৌরুষবোধে দেশরূপ দ্বৈতভান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?† শ্রুতি (বৃহ. উপ.) যথা "এই অপ্রময় বা অপ্রমেয় (ইন্দ্রিয়াতীত), ধ্রুব বা অপরিণামী আত্মাকে একধা অর্থাৎ 'তাহা এক' এরূপে অনুদ্রষ্টব্য। অজ বা জন্ম-হীন, মহান্ ও ধ্রুব আত্মা বিরজ এবং আকাশ হইতে পর বা অতীত অর্থাৎ অদেশাশ্রিত।" অতএব পুরুষ এক, সর্ব্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, সুতরাং সর্ব্বদেশব্যাপী, এই সিদ্ধান্ত পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও অন্যায্য। কারণ, তাহা হইলে দেশব্যাপিত্ব-রূপ ঔপাধিকত্ব-দোষ আসে। অতএব শাস্ত্রানুবাদী সাংখ্যগণের পুরুষবহুত্ববাদ ন্যায্য ॥ ৪ ॥

* পরিণামমান অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। এইক্ষণে এক বৃত্তি আছে, পরক্ষণে আর এক বৃত্তি উঠিল, পরক্ষণে আর এক, এইরূপে ক্ষণসকলের আনন্তর্য্যরূপ কাল, চিত্তপরিণামের দ্বারা (সেই পরিণাম সঙ্গত হইতে পারে, বা বাহ্যকৃত হইতেও পারে) অনুভূত হয়। আত্মবোধের কোন পরিণাম নাই বলিয়া তাহা কালব্যপদেশ্য নহে।

রূপাদি বাহ্য বিষয়ই দেশাশ্রিত বা বিস্তারাদিযুক্ত। ইচ্ছা-ক্রোধাদি আন্তর ভাব তাদৃশ নহে অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদিরূপ পরিমাণ নাই। আন্তরভাবানুসরণ করিয়া আত্মবোধ হয় বলিয়া আত্মার দৈর্ঘ্যাদিপরিমাণশূন্যতা।

† সাধারণতঃ লোকে মনে করে আত্মবোধের সময়ে আমি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছি, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আকাশ ব্যাপিয়া থাকা' রূপবদাদি বাহ্যপদার্থের ধর্ম। বাহ্যবিষয়বিমুখ ব্যক্তিগণ আত্মাকে তাদৃশ কল্পনা করে। রূপাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া যখন কোন আন্তর ভাবে চিত্তাবধান করিবার সামর্থ্য হয়, তখন অদেশাশ্রিত বা পরিমাণশূন্য ভাবের উপলব্ধি হয়। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সময় পর্য্যন্ত বাহ্যসংস্কারনিবন্ধন "অনন্ত ব্যাপিত্বের" ও তজ্জনিত সার্ব্বজ্ঞ্য থাকে। কৈবল্যভাবে দেশব্যাপিত্বভাব থাকিতে পারে না।

বহুত্বে সসীমত্বমিত্যুৎসর্গঃ। নিরপবাদো দেশাশ্রিতে বাহ্যপদার্থে। অদেশাশ্রিতে জ্ঞপদার্থে তদুৎসর্গস্যাপবাদঃ। জ্ঞপদার্থশ্চোত্তরোত্তরকালভাবিভিঃ পরিণামৈঃ সসীমো ভবতি। অপরিণামিত্বাদ্বৈতভানশূন্যত্বাচ্চ পৌরুষবোধস্য ব্যবচ্ছেদকহেত্বভাবঃ ॥ ৫ ॥

এতস্মাদেতৎ সিধ্যতি। স্বরূপতো দেশব্যাপিত্বাভাবাৎ, ব্যবহারদৃষ্টৌ চ ব্যাপিত্বোক্তে গ্রাহ্যবদ্দেশাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ, তথা চ বহুত্বেঽপি জ্ঞপদার্থস্য সসীমত্বদোষাভাবাৎ সর্বতস্তুল্যা বহুপুরুষা ইতি যুক্তঃ প্রবাদঃ পুরুষস্য জ্ঞমাত্রত্বাদিতি। শ্রুতিশ্চাত্র "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

(বলিতে পার, বহু বস্তু থাকিলে তাহারা সকলেই সসীম হইবে, সুতরাং বহু পুরুষ থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে কখনও অসীম হইতে পারে না। তাহার উত্তর যথা) "বহু হইলে সসীম হইবে" এই নিয়ম দেশাশ্রিত বাহ্যপদার্থের পক্ষে সর্বথা খাটে (কারণ, বাহ্যপদার্থ দেখিয়াই ঐ নিয়ম হয়)। দেশাশ্রয়শূন্য জ্ঞ বা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থে ঐ নিয়মের অপলাপ হয়, জ্ঞপদার্থ উত্তরোত্তরকালজাত পরিণামের দ্বারা সসীম হয় (বাহ্যপদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকাতে সসীম হয়, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত বলিয়া সেরূপ হয় না, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে বা এক জ্ঞানের পর আর এক, তৎপরে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণম্যমান হইয়া উদিত হইলে সেই এক একটি জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ) পরিণাম নাই বলিয়া, এবং দ্বৈতভানশূন্যত্বহেতু ("আমি ও উহা" এই বোধশূন্যত্বহেতু), পৌরুষবোধ সীমাকারক কোন হেতু নাই ॥ ৫ ॥

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—স্বরূপত বা কৈবল্যভাবে পুরুষের দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া (কারণ বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত), আর ব্যাপী বলিলে ব্যবহারদৃষ্টিতে পুরুষে রূপাদির ন্যায় দেশাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া * আর বহু হইলেও জ্ঞ-পদার্থের সসীমত্ব হয় না বলিয়া, 'সর্বথা তুল্য বহু পুরুষ বিদ্যমান আছে' এই প্রবাদ বা সুসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত, যেহেতু পুরুষ জ্ঞ-মাত্র। এবিষয়ে শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর) যথা "নিজের সমানরূপা বহু প্রজা-সৃজনকারিণী (প্রজা ও প্রকৃতি উভয়ই ত্রৈগুণ্য গুণে সরূপ) রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী † অজা বা অনাদি এক প্রকৃতিকে কোনও এক অজ বা অনাদি (অনুপশ্য বা প্রকৃতিসংযোগী) পুরুষ ভোগ করিয়া অনুশয়ন করেন অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সুখাদি-দুঃখের প্রকাশরূপ উপদর্শন করেন (পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ — গীতা)। আর অন্য কোনও পুরুষ ভোগ বা উপদর্শন শেষ করিয়া অর্থাৎ অপবর্গ লাভ করিয়া, তাহাকে (প্রকৃতিকে) ত্যাগ করেন"। ৬।

* দেশ বা বিস্তারজ্ঞান এবং রূপাদিবিষয়জ্ঞান অবিনাভাবী। রূপাদির সহিত ব্যাপিত্বজ্ঞান এবং ব্যাপিত্ব বা প্রসারজ্ঞানের সহিত রূপাদির জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। রূপাদি ত্যাগ করিলে প্রসারজ্ঞান থাকে না।

† লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণে রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ। স্মৃতি যথা "রজসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রকৃতিঃ সৃজতে। কৃষ্ণা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বগুণাৎ। শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু। সর্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি বৈ॥" মোক্ষধর্ম, ৩০২ অঃ।

ননু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বাত্মন একসংখ্যকত্বমেবোক্তমিতি চেন্ন, তাস্বাত্মনি দ্বৈতজ্ঞানশূন্যত্বং পুরুষাণামেকজাতিপরত্বং বোক্তং ন সংখ্যৈকত্বম্। তথা চ সূত্রম্ "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাদিতি।" "একো ব্যাপী" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বীশ্বরোপাধিকস্যাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনার্থমেবোক্তা। ন তাঃ শুদ্ধস্য আত্মনঃ স্বরূপাবধারণপরাঃ। যথাহঃ "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা বা সিদ্ধস্যেতি।" ঈশ্বরবিলক্ষণস্য পুরুষতত্ত্বস্য স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতির্যথা "অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়" ইতি। তথা চ "বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ। বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিংস্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে।" ইতি। 'অনন্তরমবাহ্যমিতি' চ। অত আত্মনো বিস্তারাদিসর্বগ্রাহ্যধর্মশূন্যতা বহুতা চ সিদ্ধা ॥ ৭ ॥

যদি বল "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মার একসংখ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা নহে। সেই সব শ্রুতিতে আত্মাতে দ্বৈতজ্ঞানশূন্যত্ব অথবা পুরুষসকলের একজাতিপরত্ব (সর্বতঃ তুল্যতা) উক্ত হইয়াছে, এক-সংখ্যকত্ব উক্ত হয় নাই। সাংখ্যসূত্র যথা "অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুষসকলের একজাতিপরত্ব উক্ত হইয়াছে।" "এক ব্যাপী" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একত্ব ও সর্বদেশব্যাপিত্ব আত্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরোপাধিক আত্মার উপাসনার্থ প্রশংসা-স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই সব শ্রুতি আত্মার স্বরূপনির্ধারণপর নহে (ঐশ্বর্যপ্রশংসাপর মাত্র। বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে)। সাংখ্যসূত্র যথা "(তাদৃশী শ্রুতি) মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনপরা"।* ঈশ্বরভাবরহিত বা নির্গুণ পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবধারণপরা শ্রুতি যথা "যিনি অদৃষ্ট (বুদ্ধীন্দ্রিয়াতীত), অব্যবহার্য্য (কর্মেন্দ্রিয়াতীত), অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য (দৈশিক ও কালিক ব্যপদেশশূন্য), একমাত্র আত্মপ্রত্যয়গম্য, প্রপঞ্চের বা বাহ্যজ্ঞানের অতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, চতুর্থ (বিশ্ব, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বরতত্ত্ব এই তিনের, অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত) বলিয়া সম্মত হন, তিনিই আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়"। অন্যশ্রুতি (ঋগ্বেদ) যথা 'হৃদয়ে যে জ্যোতি আহিত রহিয়াছে, আমার কর্ণ ও চক্ষু (বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ) তাঁহার বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমার মন বিষয়প্রবণ হইয়া তাঁহার বিপরীত দিকে দূরে বিচরণ করে, অতএব তদ্বিষয়ে কি বা বলিব আর কি বা মনে করিব?" (ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে)। 'পুরুষ আন্তরও নহেন বাহ্যও নহেন' ইত্যাদি শ্রুতি। অতএব আত্মার বা পুরুষতত্ত্বের বিস্তারাদি সর্বপ্রকার গ্রাহ্যধর্মশূন্যতা এবং বহুতা সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

* সাংখ্যমতে অনাদিমুক্ত, কল্পান্তস্থায়ী ঈশ্বরের বা যোগতত্ত্বের অথবা সাস্মিতসমাধিসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভাখ্য-কারণবাদেন, প্রকৃতিলয়ী, সর্বজ্ঞ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-যুক্ত, ব্রহ্মলোকস্থ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার্থ ঋষিগণ ঐশ্বর্য্য যোগ করিয়া শ্রুতি প্রশংসা করিয়াছেন। তাদৃশ ঈশ্বরোপাসনা আর সমাধিসিদ্ধ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, যথা—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (যোগসূত্র)।

ব্যুত্থিতায়াং নিরুদ্ধায়াং বা চিত্তাবস্থায়াং পুরুষ একরূপেণাবতিষ্ঠতে। ইন্দ্রিয়গৃহীতা বিষয়জ্ঞানহেতুক্রিয়া পুরুষসন্নিধৌ বুদ্ধৌ প্রকাশাপর্য্যবসানং লভতে। ভেদবিকারাবিক্রিয়াদি-স্থিতৌ নাস্তি তয়োঃ পুরুষতত্ত্বাসাদনোপায়ঃ, যথাহুঃ "ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তি-বোধ" ইতি। যথা বিভিন্নে বর্ত্তিতৈলে দীপশিখায়ামাসাদ্যৈকত্বং প্রাপ্নুতঃ, তথেন্দ্রিয়েষু ভিন্নরূপেণাবস্থিতা বিষয়া বুদ্ধৌ নির্ব্বিশেষঃ প্রকাশাপর্য্যবসানরূপমৈকাত্ম্যমাপ্নুয়ুঃ। জ্ঞেয়স্য জ্ঞাতাহমিত্যাত্মবুদ্ধিরেব প্রকাশাপর্য্যবসানং সর্ব্ববিষয়জ্ঞানসাধারণম্। তত্র দ্রষ্টা সহ বুদ্ধেরবি-শিষ্টপ্রত্যয়ঃ। তৎ প্রত্যয়ং বিষয়া নাতিক্রামন্তি। তস্মাৎ পুরুষস্য সাক্ষিত্বং বৌদ্ধ-বিষয়স্য চ নির্ব্বিশেষদৃশ্যত্বমিতি সম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

(পুরুষতত্ত্ব আরও সূক্ষ্মরূপে বিচারিত হইতেছে) ব্যুত্থিত কিংবা নিরুদ্ধ এই উভয় চিত্তা-বস্থাতেই পুরুষ একভাবে অবস্থান করেন (মনে হইতে পারে, নিরোধাবস্থাতেই পুরুষ অপরিণামী থাকিতে পারেন, কিন্তু বিক্ষেপাবস্থায় পরিণামী হইবেন। তাহা নহে, কারণ) ইন্দ্রিয়বাহিত যে ক্রিয়া বা উদ্রেক বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা পুরুষের সান্নিধ্যে বা বুদ্ধিতে যাইয়া প্রকাশাপর্য্যবসান লাভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই ঐন্দ্রিয়িক উদ্রেক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। ভেদ ও বিকার করণবর্গে সংস্থিত, তাহাদের পুরুষতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় নাই*। যথা উক্ত হইয়াছে "ফল অবিশিষ্ট পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তির বোধ," (১।৭ সূ) অর্থাৎ ফল বা মানস ব্যাপারের শেষ, চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত পুরুষের বিশেষশূন্য বোধ বা পুরুষের সহিত একাত্মবৎ প্রকাশনশীলতা। যেমন বর্ত্তি ও তৈল বিভিন্ন হইলেও দীপশিখায় যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলে ভিন্নরূপে অবস্থিত বিষয়সকল, বুদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ প্রকাশাপর্য্যবসানরূপ ("আমি জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা" ঈদৃশ পুরুষের সহিত যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপ অবসান বা পরিণাম, তদ্রূপ) একত্ব প্রাপ্ত হয়। 'আমি জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা' এইরূপ আমিত্ব-বুদ্ধিই প্রকাশাপর্য্যবসান এবং তাহা সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত বিষয়জ্ঞানের মূলে 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাব আছে। তাহাতে দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধির অভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু বিষয়সকল সেই আমিত্ব-প্রত্যয়ের উপরে যাইতে পারে না (তাহার উপরে বিষয়ী)। অতএব পুরুষের সাক্ষিত্বের এবং বৌদ্ধবিষয়ের (জ্ঞাতাহং-বুদ্ধির) নির্ব্বিশেষ দৃশ্যত্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল ॥ ৮ ॥

* বুদ্ধিতত্ত্বে যাইয়া বিষয় প্রকাশিত হয়, বা যেখানে বিষয় প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব, সেই পর্য্যন্তই বিকার বা পরিণাম থাকে। তদতিরিক্ত যে চেতনা বুদ্ধিরও প্রকাশক, তাহাতে বৈষয়িক চাঞ্চল্য যাইতে পারে না। বুদ্ধিতে পরিণাম থাকিলেও তাহা একরূপ, অর্থাৎ অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করার প্রকাশরূপ। যাহা বুদ্ধিদীপে যায় তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই "যাহা" তাহা বুদ্ধিতে থাকে না, তাহারা ইন্দ্রিয়াদিতে থাকে। মনে কর, হস্তে সূচী বিদ্ধ হইল; যদিচ সেই পীড়া মস্তিষ্কে যাইয়া প্রকাশিত হয় (কারণ, হস্ত ও মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগ ছিন্ন করিলে পীড়ার বোধ রহিত হয়), কিন্তু মস্তিষ্কে বা বুদ্ধিস্থানে পীড়া হয় না, হস্তেই পীড়া হয়। সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদিতে রূপাদিজ্ঞানের ভেদ উপলব্ধি হয়, মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধিতে বা প্রকাশের স্থলস্থানে তাহা উপলব্ধ হয় না। নানাপ্রকৃতির বৃত্তিভেদ বুদ্ধির নিম্নস্থ করণবর্গেই অবস্থিত। আমিত্বরূপ করণবুদ্ধিতে আমি জ্ঞাতা এইরূপ একপ্রকারের প্রকাশশীল বুদ্ধিমাত্রই উঠে। সদাই আত্মবুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়া পুরুষ পরিণামী হন না। কিন্তু বিষয়চাঞ্চল্যের যেখানে বিষয়বোধরূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশ বুদ্ধিতেই শেষ হয়, সুতরাং পুরুষে তাহা যাইতে পারে না। দীপ, আলোক ও আলোকিত দ্রব্যের উপমা (পাঠক মনে রাখিবেন ইহা উদাহরণ নহে, উপমামাত্র) এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে। দীপ পুরুষস্থানীয়, আলোক বুদ্ধিস্থানীয় ও নীলপীতাদি দ্রব্য বিষয়স্থানীয়।

নিরোধসমাধ্যভ্যাসাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাং প্রবিলয়েঽস্মৎপ্রত্যয়গতো বোদ্ধা স্বচৈতন্যভাবেন নির্লিপ্তাবস্থানমর্শনাচ্চেদাস্মৎপ্রত্যয়স্যাধিকারি নিবৃত্তম্। তদা লীনানি চিত্তেন্দ্রিয়াণ্যব্যক্তভাবেনাবতিষ্ঠন্তে। সোঽব্যক্তভাবঃ প্রকৃতিঃ, যথাহুঃ "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ।" ইতি। তথা চ "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতীতি।"

"নাশঃ কারণলয়" ইতি নিয়মাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাং তস্যামব্যক্তাবস্থায়াং বিলয়দর্শনাদব্যক্তং ত্রিগুণাত্মং মূলকারণম্। সবিপ্লবে নিরোধে লীনানাং চিত্তাদীনাং পুনর্ব্যক্ততাপ্রদর্শনাত্তত্ত্বদৃশি সৎস্বরূপমব্যক্তম্, নাসতঃ সদুৎপত্তিরিতি নিয়মাৎ। পরমার্থে চ সিদ্ধে চিদ্রূপেণাবস্থানকালেঽব্যক্ততানতিক্রমাদসদ্রূপেণ প্রকৃতিঃ, যথাহুঃ "নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসদব্যক্তমিতি।" তস্মাৎ তত্ত্বদৃশি ভাবরূপেণাব্যক্তং বিচার্য্যম্। প্রধানবিষয়াঃ প্রশ্না যথা

নিরোধসমাধির অভ্যাস হইতে (যোগসূত্র ১।১৮) চিত্তেন্দ্রিয় প্রবিলীন হইলে অস্মৎ-প্রত্যয়গত বোদ্ধা, অর্থাৎ 'আমি' এই প্রত্যয়ের যাহা স্বপ্রকাশরূপ মূল ভাগ, স্বচৈতন্যভাবে নির্লিপ্ত বা অতদ্রূপে অবস্থান করে বলিয়া, স্বচৈতন্যই অস্মৎ প্রত্যয়ের অধিকারী নিবৃত্ত।* তখন চিত্তেন্দ্রিয়গণ লীন হইয়া অব্যক্তভাবে থাকে। সেই অব্যক্ত ভাবের নাম **প্রকৃতিতত্ত্ব**। যথা উক্ত হইয়াছে (অশ্বমেধপর্ব), "ক্ষেত্রের বা উপাধির চিহ্ন, গুণসকলের প্রভব ও লয়স্বরূপ অব্যক্তকে আমি সর্ব্বদা লীন বলিয়া দেখি, জানি ও শ্রবণ করি"। পুনশ্চ "গুণসকলের পরম রূপ কখনও দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ লীনাবস্থাই চরম রূপ" (যোগভাষ্য)।

"নাশ অর্থে স্বকারণে লীন হইয়া থাকা" (সাং.সূ.) এই নিয়মে এবং অব্যক্তে চিত্তেন্দ্রিয়াদির বিলয় দেখা যায় বলিয়া অব্যক্ত ত্রিগুণই চিত্তেন্দ্রিয়াদির মূল কারণ। সবিপ্লব নিরোধে, অর্থাৎ যে নিরোধসমাধি ভগ্ন হয় তাহাতে, লীন বা অব্যক্তাবস্থা হইতে চিত্তেন্দ্রিয়াদির পুনশ্চ ব্যক্ততা-প্রাপ্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া তত্ত্বদৃষ্টিতে অব্যক্তকে সৎস্বরূপ বলিতে হইবে; কারণ, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর চিত্তাদির প্রলয় হইলে দ্রষ্টার সদা চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান হয়, সুতরাং পরমার্থ সিদ্ধি হইলে চিত্তাদি কখনও অব্যক্ততা অতিক্রম করে না, তজ্জন্য পুনশ্চ ব্যক্তরূপে প্রাপ্য না হওয়াতে অব্যক্তকে অসতের মত বলা যাইতে পারে। যথা উক্ত হইয়াছে "অব্যক্ত সত্তা ও অসত্তাশূন্য, সদসৎ নহে, এবং অসৎ নহে," অর্থাৎ পরমার্থ-দৃষ্টির দ্বারা বুদ্ধি চরিতার্থ হইলে সৎ (অনুভাব্য) নহে, এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে অসৎ নহে। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে অব্যক্ত ভাবরূপে বিচার্য্য। ২।১৯ (৬) দ্রষ্টব্য।

* অস্মৎ প্রত্যয়ে বা বুদ্ধিতে দ্রষ্টার প্রতিসংবেদিত্ব থাকাতে তাহা (অস্মৎ-প্রত্যয়) নিরূপ দ্রষ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা (অগ্রে ইহা উক্ত হইয়াছে), কখনও বিলীন হইলে "দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়" (যোগসূত্র ১।৩), তাহাই স্বরূপগ্রহীতা। "পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সদৃশ) নহে এবং অত্যন্ত বিরূপও নহে" (যোগভাষ্য, ২।২০)। বুদ্ধির পুরুষাকারা অথবা দ্রষ্টার বুদ্ধিসাক্ষ্যই ব্যবহারিক গ্রহীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অস্মৎপ্রত্যয়ের মধ্যে পুরুষও অন্তর্গত থাকেন। তিনি তাহার প্রতিসংবেদিরূপে বর্তমান আছেন।

† এই বিষয় অনেকে ধারণা করিতে না পারিয়া তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে অসদ্রূপ বলিয়া বাতুলতা প্রকাশ করে।

ভোগাপবর্গৌ হ্যবেবার্থৌ পুরুষস্য। পৌরুষেয়মস্মিপ্রত্যয়মাশ্রিত্য হ্যবেতাবর্থৌ বিচরিতৌ ভবতঃ। যথাহ "তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণমবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণমপবর্গ ইতি দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি" ইতি। পুরুষার্থাচরণীয়ত্বাদ্ ব্যক্তাবস্থায়াঃ পুরুষস্তস্যা নিমিত্তকারণম্। অব্যক্তং ব্যক্তভাবস্যোপাদানং তস্যৈব ব্যক্তপরিণতিদর্শনাৎ, যথাহ "লিঙ্গস্যানুবিধায়িনঃ পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্" ইতি। বিকারজাতস্য নিমিত্তোপাদানয়োঃ কারণয়োর্নিমিত্তং পুরুষঃ স্বচৈতন্যস্বরূপঃ সদা শুদ্ধঃ, প্রধানস্ত্বচেতনমব্যক্তস্বরূপম্। বিরুদ্ধকারণদ্বয়সদ্ভাবাদ্ ব্যক্তাবস্থায়া ব্যক্তভাবেষু ত্রয় এব ভাবা উপলভ্যন্তে। তে যথা—পুরুষাভিমুখশ্চৈতন্যাবভাসঃ, অব্যক্তাভিমুখ আবরিতভাবস্তথা চ তয়োঃ সম্বন্ধভূতশ্চঞ্চলভাবো যেনাবৃতঃ প্রকাশাভিমুখঃ ক্রিয়তে প্রকাশিতশ্চ ভাব আবরণাভিমুখঃ ক্রিয়ত ইতি। তে হি যথাক্রমং প্রকাশশীলাঃ সাত্ত্বিকাঃ স্থিতিশীলাস্তামসাঃ ক্রিয়াশীলাশ্চ রাজসা ভাবা ইতি॥ ১৩॥

ব্যক্তাবস্থায়া আদ্যা ব্যক্তিরস্মীতিবোধমাত্রাত্মকো মহান্, যমাশ্রিত্য সর্ব্বে জ্ঞানচেষ্টাদয়ঃ সিধ্যন্তি। কৈবল্যাবস্থায়াং প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্যভাবাৎ নাস্তি ব্যক্তসম্বন্ধিনো মহতঃ সদ্ভাবাবকাশঃ।

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ রূপ দুই অর্থ বা বিষয়। পৌরুষেয় অস্মি-প্রত্যয় আশ্রয় করিয়া এই দুই অর্থ আচরিত হয়। যথা উক্ত হইয়াছে "তন্মধ্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাবধারণ—যাহাতে গুণবৃত্তির সহিত পুরুষের একতাপত্তি হয়—তাহা ভোগ, এবং ভোক্তার স্বরূপাবধারণ অপবর্গ ; এই দুইয়ের অতিরিক্ত অন্য দর্শন নাই" (যোগভাষ্য ২।১৮)। ভোগাপবর্গ রূপ পুরুষার্থের আচরণের ফলেই ব্যক্তাবস্থা, তজ্জন্য পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ। আর অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্তভাবসকলের উপাদান-কারণ, যেহেতু তাহারই ব্যক্তরূপ পরিণতি দৃষ্ট হয়। যথা উক্ত হইয়াছে 'লিঙ্গের বা বুদ্ধির উপাদানকারণ পুরুষ নহেন, কিন্তু তিনি তাহার হেতু বা নিমিত্ত-কারণ। এইজন্য প্রকৃতিতেই সাক্ষ্মভাবের চরমসূক্ষ্মতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে"* (যোগভাষ্য ১।৪৫)। বিকারজাত ব্যক্তভাবসকলের নিমিত্ত এবং উপাদানরূপ কারণদ্বয়ের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বচৈতন্যরূপে সদা ব্যক্ত বা সদা শুদ্ধ এবং প্রধান অচেতন ও অব্যক্তস্বরূপ। ব্যক্তাবস্থার এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকাতে ব্যক্তভাবে তিনপ্রকার ভাব উপলব্ধ হয়। তাহারা যথা (১ম) পুরুষাভিমুখ চেতনাবৎ ভাব, (২য়) অব্যক্তাভিমুখ আবরিত ভাব, (৩য়) ঐ দুই ভাবের সম্বন্ধভূত চঞ্চল ভাব—যাহা আবৃত ভাবকে প্রকাশাভিমুখ করে এবং প্রকাশিত ভাবকে আবরণের বা স্থিতির অভিমুখ করে। তাহারাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সত্ত্ব, স্থিতিশীল তমঃ ও ক্রিয়াশীল রজঃ এই ত্রিগুণমূলক ত্রিবিধ ভাব॥ ১৩॥

ব্যক্তাবস্থার আদি ব্যক্তি 'আমি' এইরূপ বোধ-সংজ্ঞীয় মহান্, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জ্ঞান-চেষ্টাদি সিদ্ধ হয়। কৈবল্যাবস্থাতে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তভাবের

* "অচেতন প্রধান জগতের স্রষ্টা কর্ত্তা" এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্যীয় বলিয়া যাঁহারা সাংখ্যদর্শনে দোষ দেন, তাঁহাদের ইহা দ্রষ্টব্য। সাংখ্যমতে মূল কর্ত্তা কেহ নাই। কারণ, কর্তৃভাব যৌগিক ভাব, উহা চিদ্জড়-সংযোগমাত্র। প্রধান কর্ত্তা নহে, কিন্তু একমাত্র মূল উপাদান। উপাদান হইলেও প্রধান জগদ্বিকাশের পক্ষে সমর্থ নহে। জগদ্বিকাশের জন্য পৌরুষচৈতন্যরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা আছে। পুরুষশক্তির বা চিদ্রূপের দ্বারা অচেতনকে চেতনবৎ করা না হইলে কখনও গুণবৈষম্য হইতে পারে না। চিদ্ভাব হইতেই সর্ব্ব জ্ঞান বা জগদ্ব্যক্তি হয়।

স এব মহান্ ব্যবহারিকো গৃহীতা। ব্যক্তাবস্থায়ামস্মীতি-প্রত্যয়মাত্রমভিমুখীকৃত্য সমাহিতে চিত্তে যস্মিন্নাত্মভাবে'বস্থানং ভবতি স এব মহান্। সবিকারপ্রকাশশীলো মহানাত্মা, পুরুষস্ত অবিকারী চিদ্রূপঃ॥ ১৪॥

বুদ্ধিশ্চ লিঙ্গমাত্রঞ্চেতি মহতঃ সংজ্ঞাভেদঃ। ক্বচিচ্চ স্বরূপেণাগৃহীতো মহান্ করণকার্য্যং কুর্ব্বন্ বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে, যথোক্তম্ "বুদ্ধিমধ্যবসায়েন জ্ঞানেন চ মহাংস্তথেতি।" জ্ঞানেনাস্মীতিপ্রত্যয়াবধানেনেত্যর্থঃ, যথাহ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি, অণুমাত্রং সূক্ষ্মম্। মহত্তত্ত্বং সাক্ষাৎকুর্ব্বতো যোগিন এবংবিধা সংবিৎ সম্প্রজায়তে ইতি ভাবঃ। সর্ব্বে প্রত্যয়া বুদ্ধিরিত্যভিধীয়ন্তে মহানাত্মা পুনরাত্মবিষয়া শুদ্ধা বুদ্ধিরিতি বিবেচ্যম্॥ ১৫॥

পুরুষাভিমুখত্বাদ্ বুদ্ধিসত্ত্বমতিপ্রকাশশীলং সাত্ত্বিকম্, যথাহঃ "প্রধানাংত্বনন্যৎ সত্ত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়" ইতি। তথা চ "যদাকাশং সত্ত্বমুদ্রিক্তমবভাসায় কল্পতে। সত্ত্বাৎ পরতরং নান্যৎ প্রশংসন্তীহ পণ্ডিতাঃ। অনুমানাদ্বিজানীমঃ পুরুষং সত্ত্বসংশ্রয়ম্" ইতি॥ ১৬॥

সম্বন্ধকারক মহত্তত্ত্বের তখন অবস্থিতি থাকিতে পারে না। সেই মহানই ব্যবহারিক গ্রহীতা। ব্যক্তাবস্থায় "আমি" এইরূপ প্রত্যয়মাত্রের অভিমুখ চিত্ত সমাহিত হইলে যে আত্মভাব-বিশেষে অবস্থান হয়, তাহাই মহত্তত্ত্ব*। মহদাত্মা সবিকার প্রকাশশীল, আর পুরুষ অবিকারী চিদ্রূপ॥ ১৪॥

বুদ্ধি ও লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্বের সংজ্ঞাভেদ। কোথাও বুদ্ধি ও মহান্ ভিন্ন করিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে মহান্ যখন স্বরূপে গৃহীত না হইয়া করণকার্য্য করে, তখন তাহা বুদ্ধি-নামে অভিহিত হইয়াছে†। যথা উক্ত হইয়াছে (অশ্বমেধপর্ব্ব) "বুদ্ধিকে অধ্যবসায়-লক্ষণের (অধ্যবসায়—অধিকৃত বিষয়ের অবসায় বা প্রকাশ হওয়া-রূপ অবধান) দ্বারা এবং মহান্‌কে জ্ঞানের দ্বারা বিবেক্তব্য" (ভারত)। এখানে জ্ঞান অর্থে 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়মাত্র, তাহার অবধানের দ্বারা মহান্ সাক্ষাৎকৃত হন। যথা উক্ত হইয়াছে 'সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূর্ব্বক কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়," (যোগভাষ্য, পঞ্চশিখা-চার্য্য-বচন)। অণুমাত্র অর্থে সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী যোগীর ঐরূপ খ্যাতি হয়। সমস্ত প্রত্যয়ই বুদ্ধি, আর আত্মবিষয়া শুদ্ধা বুদ্ধিই মহান্, ইহা বিবেচ্য। (ইহাতে এই বুঝিতে হইবে—যেখানে বুদ্ধি ও মহান্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথায় একই অস্মৎপ্রত্যয়াত্মক মহান্ স্বরূপভাবে সাক্ষাৎকৃত হইলে মহান্, এবং যখন জ্ঞানরূপ করণকার্য্য করে, তখন বুদ্ধি)॥ ১৫॥

পুরুষাভিমুখ বলিয়া বুদ্ধিসত্ত্ব অতি প্রকাশশীল, সাত্ত্বিক। যথা উক্ত হইয়াছে "বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষের জন্যমাত্র বা পুরুষাশ্রিত ভাব ইহা নিশ্চয় হয়" (ভারত)। অন্যত্র (অশ্বমেধপর্ব্ব)

* ইহাকে সাস্মিত সমাধি বলে। সাংখীয় তত্ত্বসকল কেবল অনুমেয় নহে, তাহারা সাক্ষাৎকার্য্য। যোগশাস্ত্রে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় ও স্বরূপ কথিত আছে, তাহা অনুশীলন করিলে মহত্তত্ত্বের স্বরূপ যথার্থ রূপে নিশ্চিত হয়। মুমুক্ষুগণের নিজের ভিতর তত্ত্বসকল কিরূপে আছে তাহা চিন্তা করা উচিত।

† একই জ্ঞাতৃভাব যখন সার্ব্বজ্ঞের জ্ঞাতা হয় তখন মহৎ, এবং যখন অল্পজ্ঞানের জ্ঞাতা তখন বুদ্ধি। মহত্ত্বের সার্ব্বজ্ঞহেতু তাহাকে বিভু বলা হইয়াছে, শ্রুতি যথা "মহান্তং বিভুমাত্মানম্" (তত্ত্বসাক্ষাৎকারে' মহত্তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)। 'আমি' মাত্র বুদ্ধিই মহান।

অস্যা মহদাত্মনো যঃ ক্রিয়াশীলো ভাবো যেনানাত্মভাবেন সহাত্মসম্বন্ধঃ প্রজায়তে সোঽহংকারঃ। সোঽয়মহংকারোঽভিমানাত্মকো মমতাহন্তয়োর্মূলং, ক্রিয়াশীলত্বাদ্রাজসিকঃ। স্মর্য্যতে চ "অহং কর্ত্তেতি চাপ্যন্যো গুণস্তত্র চতুর্দ্দশঃ। মমায়মিতি যেনায়ং মন্যতে ন মমেতি চ"॥ ইতি॥ ১৭॥

যেনানাত্মভাবা আত্মনা সহ বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি তদেব স্থিতিশীলং হৃদয়াখ্যং মনঃ। তদ্ধি তামসমন্তঃকরণাদ্যম্। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্য ইতি ত্রয়াণামন্তঃকরণধর্ম্মাণাং যৎ স্থিতিধর্ম্মাশ্রয়ভূতং তন্মনঃ। "তথাশেষসংস্কারাধারত্বাদি"তি সূত্রেঽপি তৃতীয়ান্তঃকরণস্য মনসঃ স্থিতিশীলত্বমুক্তম্। নেদং পরিভাষিতং মনঃ ষষ্ঠমাভ্যন্তরমিন্দ্রিয়ম্। অন্তঃকরণেষু সাত্ত্বিকরাজসৌ বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ তত্র চ যৎ তামসং তন্মন ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮॥

মহদহংকারমনাংসি সর্ব্বকরণমূলমন্তঃকরণম্। পুরুষার্থাচরণক্রিয়ায়াঃ সাধকতমত্বাত্তানি করণমিত্যভিধীয়ন্তে। এষাং পরিণামভূতাঃ সর্ব্বা অপ্যাত্মশক্তয়ঃ করণম্। মহদাদয়ো বক্ষ্যমাণবাহ্যকরণপুরুষয়োর্মধ্যভূতত্বাদন্তঃকরণমিত্যভিধীয়ন্তে॥ ১৯॥

যথা ''অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিসত্ত্ব উৎপন্ন হয় ও তাহা অমৃত বলিয়া জানা যায়। বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকারের মধ্যে) অন্য কিছু নাই বলিয়া পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। অনুমান হইতে জানা যায় যে, পুরুষ সত্ত্বসংশ্রয় বা বুদ্ধিতে উপহিত''॥ ১৬॥

সেই মহদাত্মার যে ক্রিয়াশীল ভাব, যাহার দ্বারা অনাত্ম ভাবের সহিত আত্মসম্বন্ধ হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার অভিমানস্বরূপ, তাহা মমতার ('ইহা আমার' এইরূপ ভাব) এবং অহন্তার ('আমি এইরূপ' এবম্প্রকার প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদির) মূল। ইহা ক্রিয়াবহুলত্বহেতু রাজসিক। এ বিষয়ে স্মৃতি (শান্তিপর্ব) যথা ''আমি কর্ত্তা বা অহঙ্কার নামক তাহার চতুর্দ্দশ গুণ। তাহার দ্বারা 'ইহা আমার বা ইহা আমার না' এরূপ মনন হয়॥ করণবর্গের মধ্যে অহঙ্কারকে চতুর্দ্দশ গুণ বা করণতত্ত্ব বলিয়াছেন॥ ১৭॥

যে শক্তির দ্বারা অনাত্মভাবসকল আত্মভাবের সহিত বিধৃত হইয়া অবস্থান করে, তাহাই হৃদয় নামক স্থিতিশীল মন*। তাহা তামস অন্তঃকরণাদ্য। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপ তিন মূল অন্তঃকরণ-ধর্ম্মের মধ্যে যাহা স্থিতিধর্ম্মের আশ্রয় তাহাই মন। ''অশেষসংস্কারাধারত্বহেতু মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রধান,'' এই সাংখ্যসূত্রেও তৃতীয়ান্তঃকরণ মনের স্থিতিশীলত্ব উক্ত হইয়াছে। এই পরিভাষিত মন ষষ্ঠ আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় নহে। অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা সাত্ত্বিক তাহা বুদ্ধি, যাহা রাজস তাহা অহঙ্কার, আর যাহা তামস তাহাই মন, ইহা দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

মহৎ, অহঙ্কার ও মন ইহারা সর্ব্বকরণের মূল অন্তঃকরণ। পুরুষার্থাচরণ-ক্রিয়া ইহাদের দ্বারা সম্যক্ নিষ্পন্ন হয় তাই ইহারা করণ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের পরিণামভূত অন্য সমস্ত আত্মশক্তিরাও করণ। মহদাদিরা বক্ষ্যমাণ বাহ্যকরণের এবং পুরুষের মধ্যভূততাহেতু অন্তঃকরণ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ১৯॥

* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয়, পাঠক এই প্রকরণে কেবল পরিভাষিত অর্থই গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধি সাত্ত্বিক, অহং রাজস এবং অন্তঃকরণের মধ্যে যাহা তামস তাহাই হৃদয়াখ্য মন। সাংখ্য শাস্ত্রে মন আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হয়, তাহা সংকল্পক মন। তদ্ব্যতীত হৃদয়াখ্য মন ও জ্ঞানবৃত্তিরূপ মন—এসমস্তের যাহা বুঝায়। পরে দ্রষ্টব্য।

আবরকাত্মেন হেতুনা বৌদ্ধচেতনতায়া উদ্রেকে যস্তদুদ্রেকস্য প্রকাশভাবস্তদেব প্রাকাশ্য-পর্য্যবসানং প্রখ্যাস্বরূপম্। যো বা প্রকাশশীলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য বিষয়ভূত উদ্রেকস্তদেব জ্ঞানম্। অভিমানেনৈবাসাবুদ্রেকোঽসংপ্রকাশনামাপদ্যতে। স চাভিমান আত্মানাত্মভাবয়োঃ সংযোগোপায়ঃ। অভিমানাদ্দ্বৌ প্রত্যয়ৌ সম্ভবতঃ, অহন্তা মমতা চেতি। ধনাদৌ মমতা, শরীরেন্দ্রিয়েষু চাহন্তা। যথা নষ্টে মমতাস্পদে ধনে'হমুচ্চলিতো ভবামীতি প্রত্যয়ঃ, তথা চাহন্তাস্পদে ইন্দ্রিয়ে শব্দাদিবাহ্যক্রিয়য়োদ্রিক্তে সতি উদ্রিক্তস্তদ্গতাভিমানঃ প্রকাশশীলমস্মদ্ভাবাখ্যবুদ্ধিভাগং করোতি। প্রকাশশীলস্যাস্যোদ্রেকফলমেব জ্ঞানম্। যথাভিমানেনানাত্মভাব আত্মসান্নিধ্যং নীয়তে তথাত্ম-ভাবো'পি অনাত্মভাবেন সহ সম্বধ্যতে। অভিমানেনানাত্মভাবস্য স্বীকরণং প্রবৃত্তিস্বরূপম্ তথা চ তস্য স্বীকৃতভাবস্য সংসৃষ্টস্যাবস্থানং স্থিতিস্বরূপম্ ॥ ২০॥

উক্তং গুণানাং নিত্যসাহচর্য্যম্। তে সর্ব্বত্রৈব পরস্পরমসম্ভিন্নেন বর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্রি-গুণাত্মকমন্তঃকরণত্রয়মপি অন্যোন্যাভিষক্তং পরিণমতে। যত্রৈকং তত্রৈব ত্রীণি, একস্মি-ন্নুক্তে ইতরাববধার্য্যৌ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে স্থিতিক্রিয়াভ্যাং প্রকাশগুণস্যাধিক্যাজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকম্। চেষ্টায়ামুদ্রেকস্যাতি-প্রাধান্যাৎ ততঃ সা রাজসী। স্থিত্যাং যো'পরিস্ফুটো ভাবঃ স আবরিতস্বরূপঃ ততঃ স্থিতি-স্তামসী। জ্ঞানচেষ্টাস্থিতয়ঃ প্রখ্যাপ্রবৃত্তিসংজ্ঞা বেতি ত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণানুযায়িনো মূলভাবা বক্ষ্যমাণাঃ প্রমাণাদিবৃত্তয়ো যেষাং ভেদাঃ ॥ ২২ ॥

(একণে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি এই তিন মূল অন্তঃকরণ-ধর্ম্মের স্বরূপ উক্ত হইতেছে)। আবরক কোন কারণের দ্বারা বুদ্ধির চেতনতা উদ্রিক্ত হইয়া যে প্রকাশভাব হয়, তাহাই প্রাকাশ্য-পর্য্যবসান বা জ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধি-সত্ত্বের যে বিষয়ভূত উদ্রেক তাহাই জ্ঞান। ক্রিয়াশীল অভিমানের দ্বারা সেই উদ্রেক অসংপ্রকাশে পৌঁছায়। সেই অভিমান আত্ম ও অনাত্ম-ভাবের সংযোগোপায়। অভিমান হইতে দুইপ্রকার প্রত্যয় উদ্ভূত হয়, অহন্তা ও মমতা। ধনাদিতে মমতা ও শরীরেন্দ্রিয়ে অহন্তা। যেমন মমতাস্পদ ধন নষ্ট হইলে "আমি উচ্চলিত হই" এইরূপ বোধ হয়, সেইরূপ অহন্তাস্পদ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে সেই ইন্দ্রিয়গত অভিমান উদ্রিক্ত হইয়া প্রকাশ-শীল অস্মদ্ভাবকে উদ্রিক্ত করে। প্রকাশশীল পদার্থের উদ্রেক হইলেই তাহার ফলে প্রকাশ-স্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয়। যেমন অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাব আত্মসান্নিধ্যে নীত হয়, সেইরূপ আত্মভাবও অনাত্মভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয়। অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাবের স্বীকরণই প্রবৃত্তির বা চেষ্টার স্বরূপ। আর সেই স্বীকৃতভাবের অবিভাগাপন্ন বা লীন হইয়া অন্তঃকরণে অবস্থান করাই স্থিতির স্বরূপ ॥ ২০ ॥

গুণসকলের নিত্য-সাহচর্য্য উক্ত হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বত্র পরস্পর অসম্ভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। তজ্জন্য ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের অবয়ব (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) পরস্পর মিলিত হইয়া পরিণত হয়। যথায় এক, তথায় তিন, এক উক্ত হইলে অপর দুই উহ্য থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণপরিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে স্থিতি ও ক্রিয়া অপেক্ষা প্রকাশগুণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান সাত্ত্বিক। চেষ্টাতে উদ্রেকের আধিক্যবশতঃ তাহা রাজসী। আর স্থিতিতে যে অপরিস্ফুট ভাব, তাহা আবরিত-স্বরূপ। তজ্জন্য স্থিতি তামসী। জ্ঞান, চেষ্টা ও স্থিতি, বা প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুযায়ী তিন মূলভাব, বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি-বৃত্তিরা উহাদেরই ভেদ ॥ ২২ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতান্তঃকরণমস্মিতেত্যাখ্যায়তে, যথাহঃ "দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতে"তি। আত্মনা সহ করণশক্তেঃ অভিমানকৃতৈকাত্মতাস্মিতেত্যর্থঃ। তয়ৈবাহং শ্রোতাহং দ্রষ্টেত্যাদিকরণাত্মপ্রত্যয়লক্ষণঃ। তথা চাহঃ "ষডেতেঽবিশেষাঽস্মিতামাত্র ইতি, এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামা" ইতি। সোঽয়ং ষষ্ঠোঽবিশেষঃ চিত্তাদি-করণোপাদানমিত্যবগন্তব্যম্। শ্রূয়তে চ "অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রমি"তি ॥ ২৩ ॥

অস্মিতায়াঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাখ্যো দ্বিবিধঃ পরিণামপ্রবাহো জাত্যন্তরপরিণামকারী। অক্লিষ্টঃ প্রকাশাভিমুখ ঊর্ধ্বস্রোতো বিদ্যাপরিণামঃ, আবরণাভিমুখো ঽবাক্‌স্রোতশ্চাবিদ্যাপরিণামঃ ক্লিষ্টঃ। যত্রান্তরপ্রকাশগুণস্যোৎকর্ষঃ সাত্ত্বিককরণপ্রকৃত্যাপূরশ্চ স বিদ্যাপরিণামঃ। যত্র চানাত্মভাবেন সহ সম্বন্ধঃ পুষ্কলো ভবতি সোঽবিদ্যাপরিণামঃ, যথাহঃ "অর্বাক্‌স্রোতস ইত্যেতে মধ্যাস্তমসি তামসা" ইতি। তমসি অবিদ্যায়ামিত্যর্থঃ। অবিদ্যায়া উৎকৃষ্টৌ প্রকাশক্রিয়ে প্রধানাদে ভবতঃ ॥ ২৪ ॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত অন্তঃকরণকে অস্মিতা বলা যায়, অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানরূপ অন্তঃকরণই অস্মিতা। যথা, উক্ত হইয়াছে—'দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির যে একাত্মতা, তাহা অস্মিতা" (যোগসূত্র ২।৬)। অর্থাৎ আত্মার সহিত করণশক্তির যে অভিমান-কৃত একাত্মতা, তাহাই অস্মিতা। তাহার দ্বারাই 'আমি শ্রোতা' 'আমি দ্রষ্টা' ইত্যাদিপ্রকার করণের সহিত একাত্মতাপ্রত্যয় হয়। তথা উক্ত হইয়াছে, (যোগভাষ্য ২।১৯) "ষট্ অবিশেষ (প্রকৃতি-বিকৃতি) অস্মিতামাত্র, ইহারা (অপর পঞ্চ সহ) সত্তামাত্র মহদাত্মার ছয় অবিশেষ পরিণাম," সেই অস্মিতাখ্য ষষ্ঠ অবিশেষই চিত্তেন্দ্রিয়াদির উপাদান বলিয়া জ্ঞাতব্য। শ্রুতি (ছা.উপ) যথা, "যিনি অনুভব করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করি, তিনিই অস্মিতারূপ আত্মা, তিনিই শ্রবণের জন্য শ্রোত্ররূপে পরিণত হন" ॥ ২৩ ॥

অস্মিতার জাত্যন্তর-পরিণামকারী ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট নামক দুই প্রকার পরিণাম-প্রবাহ আছে। অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়েরা সদাই পরিণম্যমান হইতেছে, সেই পরিণাম হইতে তাহাদের প্রকৃতির ভেদ হইয়া যায়। (সেই প্রকৃতির বা জাতির ভেদ দুই প্রকার—) যাহা প্রকাশাভিমুখ ঊর্ধ্বস্রোত ও বিদ্যাপরিণাম, তাহা অক্লিষ্ট এবং যাহা আবরণাভিমুখ নিম্নস্রোত ও অবিদ্যাপরিণাম তাহা ক্লিষ্ট। যাহাতে আন্তর প্রকাশগুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাত্ত্বিক করণ-প্রকৃতির আপূরণ হয়, তাহাই অক্লিষ্ট বিদ্যাপরিণাম। আর যাহাতে অনাত্ম ভাবের সহিত সম্বন্ধ পুষ্কল (পুষ্ট) হয়, তাহাই ক্লিষ্ট অবিদ্যাপরিণাম। যথা উক্ত হইয়াছে, "এই তমঃ-তে মগ্ন তামসেরা অধঃস্রোত"। তমঃ-তে অর্থাৎ অবিদ্যাতে। অবিদ্যার দ্বারা উৎকর্ষযুক্ত প্রকাশ ও ক্রিয়া প্রধান হয়* ॥ ২৪ ॥

* একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, যোগদর্শনোক্ত অবিদ্যার সহিত সাংখ্যোক্ত অবিদ্যার কোনও পার্থক্য নাই। দুঃখকর বন্ধন সাধনের দিক্ হইতে, আর এখানকার লক্ষ্য অবিদ্যাপরিণাম। অস্মিতা ও অভিমান শব্দ প্রায়ই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয় তাহাও পাঠক স্মরণ রাখিবেন। অবিদ্যা—বিপরীত জ্ঞান। বিদ্যা—যথার্থ জ্ঞান। বন্ধনে আবশ্যাতি অবিদ্যা, আর বিদ্যা আত্মা ও অনাত্মার পৃথক্‌খ্যাতি। অবিদ্যার দ্বারা অনুলোম পরিণাম, বিদ্যার দ্বারা প্রতিলোম পরিণাম।

অবিষয়ীভূতবাহ্যসম্পর্কাদন্তঃকরণস্য ত্রিগুণানুসারী ত্রিবিধো বাহ্যকরণপরিণামঃ প্রজায়তে "রূপরাগাদভূচ্চক্ষু" ইত্যাদিরত্র স্মৃতিঃ। বাহ্যকরণানি যথা, প্রকাশপ্রধানং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং ক্রিয়াপ্রধানং কর্মেন্দ্রিয়ং স্থিতিপ্রধানাঃ প্রাণাশ্চেতি। পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনি ॥ ২৫ ॥

বাহ্যকরণার্পিতবিষয়যোগাদন্তঃকরণস্য যাঃ পরিণামবৃত্তয়ো জায়ন্তে তাসাং সমষ্টিশ্চিত্তম্। তদ্ধি বাহ্যার্পিতবিষয়োপজীবিচিত্তং নিয়োগকর্তৃত্বাৎ প্রধানং বাহ্যানাং ভূপবৎ প্রকৃতীনাম্। দ্বিতয়ী চিত্তবৃত্তিঃ শক্তিবৃত্তিরবস্থাবৃত্তিশ্চেতি। যয়া চিন্তাদয়ঃ ক্রিয়ন্তে সা শক্তিবৃত্তিঃ। বোধ-চেষ্টাস্থিতিসংগতচিত্তাবস্থানবিশেষোঽবস্থাবৃত্তিঃ।

অন্তঃকরণঞ্চ প্রত্যয়সংস্কারধর্ম। তত্র প্রখ্যাপ্রবৃত্তী প্রত্যয়াঃ, তে চিত্তস্য বৃত্তয়ঃ। স্থিতিস্ত সংস্কারা যে হৃদয়াখ্যমনসো বিষয়াঃ। উক্তঞ্চ "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্ মনসঃ স্থিতিকারণম্" ইতি ॥ ২৬ ॥

পঞ্চতয্যঃ প্রত্যেকং প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ। তত্র প্রখ্যারূপস্য চিত্তস্য বিজ্ঞানাখ্যাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ প্রমাণ-স্মৃতি-প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-বিকল্প বিপর্যয়া ইতি। প্রবৃত্তিরূপস্য সঙ্কল্পকমনসো বৃত্তয়ঃ সঙ্কল্প-কল্পন-কৃতি-বিকল্পন-বিপর্যস্তচেষ্টা ইতি। স্থিতিরূপস্য সংস্কারাধারস্য হৃদয়াখ্য-মনসঃ সংস্কাররূপধার্য্যাবিষয়াঃ প্রমাণসংস্কার-স্মৃতিসংস্কার-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসংস্কার-বিকল্পসংস্কার-বিপর্য্যাসসংস্কারা ইতি।

অবিষয়ীভূত* বাহ্যসম্পর্ক হইতে অন্তঃকরণের ত্রিগুণানুসারী ত্রিবিধ বাহ্যকরণপরিণতি হয়। "রূপরাগ হইতে চক্ষু হইয়াছে" ইত্যাদি স্মৃতি এ বিষয়ের সমর্থক। বাহ্যকরণ যথা—প্রকাশপ্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রিয়াপ্রধান কর্মেন্দ্রিয় ও স্থিতিপ্রধান প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সব পঞ্চ পঞ্চ ॥ ২৫ ॥

বাহ্যকরণার্পিত-বিষয়যোগে অন্তঃকরণের যে যাতায়র পরিণামবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম চিত্ত। বাহ্যকরণার্পিত-বিষয়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়গণের পরিচালনকর্তা বলিয়া তাহাদের প্রধান, যেমন প্রজাগণের মধ্যে রাজা প্রধান। চিত্তরূপ বৃত্তিগণ দ্বিবিধ, শক্তিবৃত্তি ও অবস্থাবৃত্তি। যাহার দ্বারা চিন্তাদি করা যায়, তাহা শক্তিবৃত্তি, আর বোধ, চেষ্টা ও স্থিতির সংগত চিত্তের অবস্থানভাব-বিশেষ অবস্থাবৃত্তি।

অন্তঃকরণ প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্মক। তন্মধ্যে প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি প্রত্যয়ের অন্তর্গত এবং তাহারা চিত্তের বৃত্তি। আর স্থিতিই সংস্কার, যাহা হৃদয়াখ্য মনের বিষয়, যথা উক্ত হইয়াছে, "যাহা হইতে বিষয় নির্গত হয় এবং যাহাতে পুনঃ বিলীন হয়, তাহাকেই মনের স্থিতি-কারণ হৃদয় বলিয়া জানিবে" ॥ ২৬ ॥

প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি ইহারা প্রত্যেকে পঞ্চপ্রকার, তন্মধ্যে চিত্তসত্ত্বের প্রখ্যারূপ অংশের পাঁচটি বিজ্ঞানাখ্য বৃত্তি, যথা—প্রমাণ, স্মৃতি, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপর্যয়। সঙ্কল্পক মনের প্রবৃত্তিরূপ পাঁচটি বৃত্তি, যথা—সঙ্কল্প কল্পনা, কৃতি, বিকল্পন এবং বিপর্যস্তচেষ্টা। সংস্কারাধার হৃদয়াখ্যমনের স্থিতিরূপ পঞ্চ ধার্য্যবিষয়, যথা—প্রমাণ-সংস্কার, স্মৃতির সংস্কার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের সংস্কার, বিকল্পবিজ্ঞানের সংস্কার এবং বিপর্যাস্তবিজ্ঞানের সংস্কার।

* বাহ্যকরণের অভিব্যক্তির পর বিষয় গৃহীত হয়, সুতরাং যে অহংকারভাবের সহিত আসিতে অস্মিতার সংযোগ হইয়া ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অবিষয়ীভূত বাহ্য পদার্থ। উহা ভূতাদিনামক বিরাট পুরুষের অভিমান। প্রথমে তন্মাত্ররূপে উহা গ্রাহ্য হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তিসকলকে সংগৃহীত বা ব্যক্ত করে। তাহাই অর্থাৎ তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত করণশক্তিসকল লিঙ্গ-শরীর নামে অভিহিত হয়।

অথ কথং পঞ্চ ভেদাশ্চিত্তস্য সম্ভবন্তীতি উচ্যতে। ত্র্যঙ্গমন্তঃকরণম্। তস্য পরস্পরবিরুদ্ধে সাত্ত্বিকতামসকোটী। তস্মাদন্তঃকরণং পরিণম্যমানং পঞ্চধা পরিণামনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি। তত্রাদ্যপরিণাম আদ্যাঙ্গবুদ্ধেরনুগতঃ প্রকাশাধিকঃ, মধ্যস্তু অভিমানপ্রধানঃ ক্রিয়াধিকঃ, অন্ত্যশ্চ মনোঽনুগতঃ স্থিতিপ্রধানঃ। আসাং পরিণামনিষ্ঠানাং মধ্যে দ্বে পরিণামনিষ্ঠে বর্ত্তেয়াতাম্। তয়োরেকা আদ্যমধ্যয়োঃ সন্ধিভূতা, অন্যা চ মধ্যান্ত্যয়োঃ সন্ধিভূতা। এবং ত্র্যঙ্গত্বহেতোঃ পরিণম্যমানাদন্তঃকরণাৎ পঞ্চবিধাঃ পরিণতশক্তয়ঃ সম্ভবন্তীতি। ততশ্চ চিত্তশক্তের্ব্বাহ্যকরণশক্তীনাঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ভেদা অভবন্ ॥ ২৭ ॥

প্রমাণাদীনি বিজ্ঞানানি। বিজ্ঞানং নাম চৈত্তসিকং জ্ঞানং মনআদীন্দ্রিয়ৈরালোচনানন্তরং সমবেত-জ্ঞান-শক্তিভির্যৎ সম্পাদ্যতে। অনধিগততত্ত্ববোধঃ প্রমা। প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্। চিত্তবৃত্তিষু প্রমাণং প্রকাশাধিক্যাৎ সাত্ত্বিকম্। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রণালিকয়া যশ্চৈত্তিকো বোধস্তৎ প্রত্যক্ষম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়মাত্রেণালোচনাখ্যং জ্ঞানং সিধ্যতি। উক্তঞ্চ "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্ ॥ ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা" ॥ ইতি। আলোচনং হি একেনৈবেন্দ্রিয়েণৈকদা গৃহ্যমাণবিষয়প্রকাশাত্মকম্। তদনন্তরভূতং জাতিধর্ম্মাদিবিশিষ্টং জ্ঞানং চৈত্তিকপ্রত্যক্ষম্। যথা বৃক্ষদর্শনে অক্ষ্ণা হরিদ্বর্ণাকারবিশেষমাত্রং গৃহ্যতে, উত্তরক্ষণে চ ছায়াপুষ্পাদিগুণান্বিতো ন্যগ্রোধবৃক্ষোঽয়মিতি যদ্বিজ্ঞানং ভবতি তদেব চৈত্তিকপ্রত্যক্ষমিতি ॥ ২৮ ॥

চিত্তের কিরূপে পঞ্চবৃত্তি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। অন্তঃকরণের তিন অঙ্গ। সেই ত্র্যঙ্গ অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক ও তামস কোটি পরস্পর বিরুদ্ধ। তজ্জন্য পরিণম্যমান অন্তঃকরণ পঞ্চধা পরিণামনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে আদ্যপরিণাম, আদ্যাঙ্গ যে বুদ্ধি তাহার অনুগত, প্রকাশাধিক, মধ্য পরিণাম অভিমান-প্রধান, ক্রিয়াধিক ; আর অন্ত্যপরিণাম মনের অনুগত স্থিতিপ্রধান। এই তিন পরিণাম-নিষ্ঠার মধ্যে আরও দুই পরিণাম-নিষ্ঠা থাকিবে, তন্মধ্যে একটি আদ্য ও মধ্যের সন্ধিভূত এবং অন্যটি মধ্য ও অন্ত্যের সন্ধিভূত। এইরূপে ত্র্যঙ্গত্বহেতু পরিণম্যমান অন্তঃকরণ হইতে পঞ্চবিধ পরিণতশক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য চিত্তশক্তির এবং ত্রিবিধ বাহ্যকরণশক্তির পঞ্চ পঞ্চ ভেদ হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

প্রমাণাদি বিজ্ঞান। যে চৈত্তসিক (ঐন্দ্রিয়িক নহে) জ্ঞান, মন আদি আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আলোচন-(অগ্রে উক্ত হইবে) জ্ঞানের পর সমবেত জ্ঞানশক্তির (প্রমাণস্মৃত্যাদির) দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহাই বিজ্ঞান। পূর্ব্বে অনধিগত যে তত্ত্ববিষয়ক বোধ (যথার্থ বোধ) তাহা প্রমা। প্রমা যদ্দ্বারা সাধিত হয়, তাহা প্রমাণ। চিত্তবৃত্তিসকলের মধ্যে প্রমাণ প্রকাশাধিকাহেতু সাত্ত্বিক। প্রমাণ তিনপ্রকার,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রণালীর (সমস্ত মন ও ইহার অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা যে চৈত্তিক বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ। কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচন-নামক জ্ঞান সিদ্ধ হয়। যথা উক্ত হইয়াছে, "প্রথমে নির্ব্বিকল্পক আলোচন-জ্ঞান হয়। তাহা বালক বা মূক ব্যক্তির বা মোহকবস্তুজাত জ্ঞানের সদৃশ। পরে জাত্যাদিধর্ম্মের দ্বারা বস্তু যে বুদ্ধিকর্ত্তৃক নিশ্চিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ"। একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক সময়ে গৃহ্যমাণ বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানই আলোচন-জ্ঞান। তদনন্তর জাতিধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জ্ঞানই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ। যেমন, বৃক্ষের দর্শনকালে চক্ষুর দ্বারা হরিদ্বর্ণ আকারবিশেষমাত্র

অসহভাবি-সহভাবি-সম্বন্ধগ্রহণ-পূর্ব্বকমপ্রত্যক্ষ-পদার্থজ্ঞানমনুমানম্। আপ্তবচনাচ্ছ্রোতুর্যোঽবিচারসিদ্ধো নিশ্চয়ঃ স আগমঃ। যদ্বাক্যাদাহিতশক্তিবিশেষাদভিভূতবিচারস্য শ্রোতুস্তদ্বাক্যার্থনিশ্চয়ো ভবতি স তস্য শ্রোতুরাপ্তঃ। পাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্। অনুমানজঃ শব্দার্থস্মরণজো বা তত্র নিশ্চয়ঃ। আগমপ্রমাণে তু স্ববোধসংক্রান্তিকামস্য শ্রোতৃবিচারাভিভবকৃচ্ছক্তিমতো বক্তুঃ শ্রোতুশ্চ সাধকত্বেন সদ্ভাবো হার্য্যঃ। যথাহ "আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে শব্দাত্তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ" ইতি। তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানবিলক্ষণং প্রমায়াঃ করণম্ আগম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহীত হয়, পরক্ষণেই যে "ইহা ছায়াপ্রদানাদিগুণযুক্ত বটবৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা চৈত্তিক প্রত্যক্ষ* ॥ ২৮ ॥

অসহভাবী (অসত্ত্বে সত্ত্ব ও সত্ত্বে অসত্ত্ব) এবং সহভাবী (সত্ত্বে সত্ত্ব ও অসত্ত্বে অসত্ত্ব) -রূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিশ্চয় করা **অনুমান**। আপ্ত পুরুষের বচন হইতে শ্রোতার যে অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহার নাম **আগম**। যাঁহার বাক্যাদাহিত শক্তিবিশেষে শ্রোতার বিচারশক্তি অভিভূত হইয়া সেই বাক্যের অর্থ নিশ্চয় হয়, সেই পুরুষ সেই শ্রোতার আপ্ত। পাঠজ-নিশ্চয়ের নাম আগম নহে, তাহাতে অনুমানজাত অথবা শব্দার্থ স্মরণজাত নিশ্চয় হয়। আগম-প্রমাণের এই দুই সাধক থাকা চাই, যথা—(১) নিজবোধ শ্রোতাতে সংক্রান্ত হউক—এইরূপ ইচ্ছাকারী ও শ্রোতার বিচারাভিভবকারীশক্তিশালী বক্তা এবং (২) শ্রোতা। যথা উক্ত হইয়াছে, "আপ্ত পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুমিত যে বিষয়, সেই বিষয় অপর ব্যক্তিতে স্ববোধসংক্রান্তির জন্য আপ্ত বক্তা শব্দের দ্বারা উপদেশ করিলে সেই উপদিষ্ট শব্দ হইতে শ্রোতার যে সেই শব্দার্থবিষয়ক বোধ হয়, তাহা আগম" (যোগভাষ্য ১।৭)। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পৃথক্ আগম যে একপ্রকার প্রমার করণ তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৯ ॥

* আলোচন-জ্ঞানকে sensation এবং প্রত্যক্ষকে perception এরূপ বলা যাইতে পারে। বস্তুত ইংরাজী শব্দগুলির দ্বারা ঠিক আলোচন-প্রত্যক্ষাদি পদার্থ বোঝা যায় না। জ্ঞানসকল এইরূপে হয়—প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্রমে বা ক্রমশ আলোচন বা sensation হয় এবং তাহারা একীভূত হইয়া বহু আলোচন বা co-ordinated sensation হয়। যেমন 'বাঘ'-শব্দ-শ্রবণ বা বৃক্ষদর্শন। প্রথমে 'ব' শব্দ পরে 'আ' পরে 'ঘ' এই সকলের পৃথক্রূপ sensation হইতে থাকে। পরে উহারা একীভূত হয়। ইহাকে perception বলা হয় এবং আমাদের আলোচনের লক্ষণে পড়ে। প্রত্যক্ষ আলোচন বা sensation গুলি একীভূত হওয়ার পর পূর্ব্বগৃহীত ও সংস্কাররূপে স্থিত 'বাঘ'-শব্দের অর্থজ্ঞানের সহিত উহা একীভূত হয়। উহা আমাদের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান এবং এক প্রকার conception। প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্বগৃহীত বিষয়ের একীকরণ-পূর্ব্বক জ্ঞানই প্রত্যক্ষবিজ্ঞান।

আরও এক প্রকার বিজ্ঞান আছে যাহার নাম 'তত্ত্বজ্ঞান'—যোগদর্শন ২।১৮ (৭) দ্রষ্টব্য। উহা পূর্ব্বগৃহীত বিষয়মাত্র লইয়াই মানসিক বিজ্ঞান। ইহাও conception বিশেষ। লৌকিকের ইহা মনোবিজ্ঞান। প্রত্যক্ষ আলোচন, তাহার একীকরণ, তাহার সহিত পূর্ব্বগৃহীত নাম-জাত্যাদির একীকরণ-পূর্ব্বক বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। বৃক্ষদর্শনে চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে অংশাবয়বাদি গ্রহণ করে। পরে চিত্ত উহা সব (ঐ sensation-সকল) একীভূত করে, পরে পূর্ব্বজ্ঞাত নাম ও জাতি (conception-বিশেষ) প্রভৃতির সহিত একীভূত করিয়া চিত্ত জানে ইহা 'বটবৃক্ষ'। ইহাই আমাদের প্রত্যক্ষ। ইহাতে sensation perception ও conception তিনই আছে। শুদ্ধজ্ঞানরূপ conception—যেমন 'ইহা সত্য' 'ইহা সাধু' ইত্যাদি কেবল পূর্ব্বগৃহীত বিষয় লইয়াই হয়।

প্রত্যক্ষজং বিশেষজ্ঞানম্। মূর্তির্গৃহ্যমাণব্যবধিধর্মযুক্তঞ্চ বিশেষঃ। ঘটাদীনাং স্ববিশেষ-শব্দস্পর্শরূপাদয়ো মূর্তিঃ। ব্যবধিরাকারঃ। অনুমানাগমাভ্যাং সামান্যজ্ঞানম্, তত্র হি সত্তা-মাত্রনিশ্চয়ঃ। জ্ঞাতমূর্ত্যাদিধর্মৈঃ সা সত্তা বিশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। তত্র পূর্বানুভূতস্য সংস্কাররূপেণাবস্থিতস্য বিষয়স্যা-নুভূতিঃ। স্মৃতেরপি বিষয়ানুসারতস্ত্রয়ো ভেদাঃ, তদ্যথা বিজ্ঞানস্মৃতিঃ প্রবৃত্তিস্মৃতি-র্নিদ্রাদিক্লিষ্টতাস্মৃতিরিতি। প্রমাণতুলনয়া প্রকাশাল্পত্বাৎ স্মৃতেঃ দ্বিতীয়ে সাত্ত্বিকরাজসবর্গে'-ন্তর্ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

তৃতীয়া বিজ্ঞানবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্, তচ্চ জ্ঞানবৃত্তিষু রাজসম্। তদ্ভেদা যথা, সঙ্কল্পাদিমানসচেষ্টানাং বিজ্ঞানং কৃতিসাধ্যকর্মণাং বিজ্ঞানং তথা প্রাণাদেরপরিস্ফুট-চেষ্টানামস্ফুটবিজ্ঞানঞ্চেতি ত্রীণি চেতসি অনুভূয়মানানাং ভাবানাং বিজ্ঞানানি ॥ ৩২ ॥

চতুর্থবৃত্তির্বিকল্পস্তল্লক্ষণং যথাহ ''শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প'' ইতি। ''বস্তু-শূন্যত্বে'পি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে'' ইতি। বাস্তবার্থশূন্যবাক্যাৎ যজ্-জ্ঞানং তদনুপাতিনী যা চিত্তস্য বিপরিণতির্জায়তে সা বিকল্পঃ। ভাষায়াঃ বিকল্পবৃত্তেরুপকারিতা।

প্রত্যক্ষজ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। মূর্তি ও গৃহ্যমাণ-ব্যবধি-ধর্ম-যুক্ত দ্রব্যই বিশেষ। ঘটাদির স্বকীয় যে বিশেষপ্রকার শব্দ-স্পর্শ রূপাদি গুণ (যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই ভেদ করিয়া জানা যায়) তাহার নাম মূর্তি; ব্যবধি অর্থে আকার (প্রত্যক্ষকালীন যেরূপ আকার গৃহীত হয়, তাহাই গৃহ্যমাণ ব্যবধি); অনুমান ও আগম হইতে সামান্য জ্ঞান হয় (যেহেতু তাহারা শব্দময়। শব্দ দিয়া চিন্তা করা যায় বলিয়া চিন্তাপূর্বক অনুমানও শব্দময়। শব্দের দ্বারা কখনও সমস্ত বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। মনে কর, একখণ্ড ইটের ডেলা, তাহার যথাযথ আকার যদি বর্ণনা করিতে যাও, তবে শতসহস্র শব্দের দ্বারাও পারিবে না। তেমনি যে কখনও ইটের বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে শব্দের দ্বারা ঠিক ইটের বর্ণ জানাইতে পারিবে না। তজ্জন্য শব্দজাত জ্ঞান সামান্যজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। সামান্যজ্ঞানে পূর্বের অজ্ঞাত কোন মূর্তির জ্ঞান হয় না)। সামান্যজ্ঞানে কেবল সত্তামাত্র-নিশ্চয় হয়। সেই সত্তা পূর্বজ্ঞাত মূর্ত্যাদি-ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তাবন্মাত্রেরই গ্রহণ বা পুনরনুভূতি (নূতনের অগ্রহণ) তাহাই স্মৃতি। স্মৃতিতে পূর্বানুভূত, সংস্কাররূপে অবস্থিত বিষয়ের অনুভূতি হয়। বিষয়ানুসারে স্মৃতিরও ত্রিভেদ যথা—বিজ্ঞানস্মৃতি প্রবৃত্তিস্মৃতি ও নিদ্রাদিক্লিষ্টতা-স্মৃতি। প্রমাণের তুলনায় প্রকাশের অল্পত্বহেতু স্মৃতি সাত্ত্বিক-রাজসবর্গান্তর্গত দ্বিতীয় বিজ্ঞানবৃত্তি ॥ ৩১ ॥

প্রবৃত্তির বিজ্ঞান তৃতীয় বিজ্ঞানবৃত্তি। জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে তাহা রাজস। তাহার তিন-প্রকার বিভাগ, যথা—সঙ্কল্পাদি সমস্ত মানস চেষ্টার বিজ্ঞান, কৃতিসাধ্য কর্মসকলের (কৃতির বিষয় পরে দ্রষ্টব্য) বিজ্ঞান ও প্রাণাদের অপরিস্ফুটভাবে স্বতঃ চেষ্টা হইতে থাকে সেই প্রাণাদির অস্ফুট বিজ্ঞান। এই সব অনুভূয়মান ভাবের বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ॥ ৩২ ॥

চতুর্থ বৃত্তি বিকল্প। তাহার লক্ষণ যথা উক্ত হইয়াছে (যোগসূত্র ১।৯) শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বস্তুশূন্যবৃত্তি বিকল্প। 'বাস্তব বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধন ব্যবহার

ত্রিবিধো বিকল্পো যথা, বস্তুবিকল্পঃ ক্রিয়াবিকল্পস্তথা চাভাববিকল্পঃ। আদ্যস্যোদাহরণং যথা, "চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমি"তি, "রাহোঃ শির" ইতি চ। যত্র বস্তুনোরেকত্বে'পি ব্যবহারার্থং তয়োর্ভেদবচনং বৈকল্পিকম্। অকর্তা যত্র ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং কর্তৃত্বম্ আনায্যতে স ক্রিয়াবিকল্পঃ যথা, "তিষ্ঠতি বাণঃ," স্থা গতিনিবৃত্তাবিতি ধাত্বর্থঃ। গতিনিবৃত্তিক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বরূপেণ বাণো ব্যবহ্রিয়তে, বস্তুতস্তু বাণে নাস্তি তৎক্রিয়াকর্তৃত্বমিতি। অভাবার্থপদাশ্রিতা চিত্তবৃত্তিরভাববিকল্পঃ, যথা, "অনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইতি। উৎপত্তিধর্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্মস্তস্মাদ্ বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার" ইতি।

বৈকল্পিকৌ নিত্যব্যবহার্যৌ দিক্কালৌ। যথাহ "স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসত" ইতি। ভূতভাবিনৌ কালৌ শব্দমাত্রৌ অবর্তমানপদার্থৌ। তথা চ রূপাদিধর্মশূন্যো ন কশ্চিদবকাশাখ্যো বাহ্যঃ প্রমেয়ো ভাবপদার্থো'বশিষ্যতে, রূপাদিশূন্যস্য বাহ্যস্যাকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ সাংখ্যনয়ে দিক্কালৌ বৈকল্পিকত্বেন সম্মতৌ। অবাস্তবত্বে'পি বৈকল্পিকবিষয়াঃ সিদ্ধবদেব ব্যবহ্রিয়ন্তে। বস্তুজ্ঞানবিপর্যয়বৃত্তিতুলনয়া প্রকাশাধিক্যাদ্ বিকল্পস্য চতুর্থে রাজসতামসবর্গে'ন্তর্ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

বিকল্প হইতে হয়'। বাস্তবার্থশূন্য বাক্যের যে জ্ঞান তাহার অনুপাতী যে চিত্তপরিণতি হয় তাহাই বিকল্প। ভাষাগত বিকল্পবৃত্তির অনেক উপকারিতা আছে (যেহেতু ঐরূপ বাস্তবার্থশূন্য অনেক বাক্যের দ্বারা আমরা নানাবিষয় বুঝি ও বুঝাইয়া থাকি)। বিকল্প ত্রিবিধ, যথা—বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা, 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ,' 'রাহুর শির'। এই সকল স্থলে বস্তুদ্বয়ের একত্ব থাকিলেও যে ভেদ করিয়া বলা হয় তাহা বৈকল্পিক। অকর্তা যে স্থলে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প। যেমন 'বাণঃ তিষ্ঠতি,' বা "বাণ যাইতেছে না", স্থা-ধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি; তৎক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাববিকল্প, যেমন (যোগভাষ্য) "পুরুষ উৎপত্তি-ধর্ম-শূন্য। এস্থলে পুরুষান্বয়ী কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না, কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র জানা যায়, সেজন্য ঐ ধর্ম বিকল্পিত এবং বিকল্পের দ্বারাই উহার ব্যবহার হয়"। (শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাবপদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির বাস্তব-বিষয়তা নাই)।

নিত্য ব্যবহার্য দিক্ ও কাল বৈকল্পিক। যথা উক্ত হইয়াছে (যোগভাষ্য ৩।৫২) 'সেই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্মিত, শব্দজ্ঞানানুপাতী, ব্যুত্থিতদর্শন লৌকিকগণের নিকট তাহা বস্তুস্বরূপে অবভাসিত হয়"। ভূত ও ভাবী কাল কেবল শব্দমাত্র হেতু না অবর্তমান পদার্থ (বর্তমান কালেরও প্রকৃত সত্তা নাই)। সেইরূপ রূপাদিধর্মশূন্য করিলে অবকাশ নামক কোন বাহ্য প্রত্যক্ষযোগ্য ভাবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে না কারণ রূপাদিশূন্য বাহ্যপদার্থ চিন্ত্য নহে। সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে দিক্ ও কাল বৈকল্পিক বলিয়া সম্মত হইয়াছে। বৈকল্পিক বিষয় অবাস্তব হইলেও তাহা সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হয়। বস্তুজ্ঞান বিপর্যয়বৃত্তির তুলনায় প্রকাশাধিক্য-হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজসতামসবর্গে অন্তর্ভুক্ত ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমী নিদ্রানবৃত্তিঃ বিপর্য্যয়ঃ। স চ মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্, প্রমাণবিরুদ্ধত্বাৎ তামসবর্গীয় ইতি। তত্রাপি বিষয়ানুসারতো ভেদঃ পূর্ব্ববৎ। অনাত্মনি চিত্তেন্দ্রিয়শরীরেষু আত্মখ্যাতিরেব মূলবিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রবৃত্তিষু আদ্যঃ সঙ্কল্পঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞানপ্রকৃষ্টত্বাৎ, উক্তঞ্চ "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেদি"তি।

চেতস্যভূতায়াঃ ক্রিয়ায়া যস্মিন্ তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ঃ সঙ্কল্পস্বরূপম্, যথা, গমিষ্যামীত্যত্র গমনক্রিয়া অনাগতা, তদনুভবপূর্ব্বকং স্বস্য আত্মনো ভাবনং সঙ্কল্পস্বরূপম্। গমিষ্যামি অনাগতগমনক্রিয়াবান্ ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ক্রিয়ানুস্মৃত্যা সহাত্মসম্বন্ধোঽভিমানকৃতঃ।

কল্পনং দ্বিতীয়ং সাত্ত্বিকরাজসম্। যা চিত্তচেষ্টা আহিত-বিষয়ানিতরেতরস্মিন্নধ্যারোপয়তি তৎ কল্পনম্। যথা 'অদৃষ্টহিমগিরিকল্পনম্' চিত্রাদিতপর্ব্বত-তুহিনানুস্মৃতিপূর্ব্বকম্। পর্ব্বতাগ্রে তুহিনারোপো হিমাদ্রিঃ কল্প্যতে, যথোক্তং "নামজাত্যাদিযোজনাত্মিকা কল্পনা"

তৃতীয়া প্রবৃত্তিঃ কৃতিঃ রাজসী। ইচ্ছাজন্যো যয়া চিত্তচেষ্টয়া প্রাণেন্দ্রিয়েষু চিত্তাবধানং ক্রিয়তে সা কৃতিঃ। সা হি প্রাণেন্দ্রিয়াণাং কার্য্যমূলা মনশ্চেষ্টা। ন গমিষ্যামীতি মনোরথমাত্রেণৈব গমনং ভবতি। তৎসঙ্কল্পানন্তরং যয়া চিত্তচেষ্টয়া অবধানবিশেষেণ পাদৌ চলৌ ক্রিয়েতে

পঞ্চমী নিদ্রানবৃত্তি বিপর্য্যয়। তাহা অযথাভূত মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ বলিয়া তামসবর্গীভূত। পূর্ব্ববৎ বিষয়ানুসারে তাহাও ভিন্ন প্রকার বিভাগে বিভাজ্য। অনাত্ম চিত্তে ইন্দ্রিয়ে ও শরীরে (উহারাই তিন বিভাগ) যে আত্মখ্যাতি তাহাই মূল বিপর্য্যয় ॥ ১৪ ॥

প্রবৃত্তির মধ্যে সঙ্কল্পই প্রথম। তাহা জ্ঞানপ্রকৃষ্ট বলিয়া সাত্ত্বিক যথা উক্ত হইয়াছে,— "জ্ঞান হইতে ইচ্ছা হয় ইচ্ছা হইতে কৃতি উৎপন্ন হয়; কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয়।"

চিত্তে অভূত (কল্পিত বা স্মৃত) যে ক্রিয়া তাহাতে অস্মিতা-(অভিমান) প্রত্যয় সঙ্কল্পের স্বরূপ। যেমন 'যাইব' এই সঙ্কল্পে গমনক্রিয়া অনাগত তাহার অনুভবপূর্ব্বক নিজেকে তদ্‌যুক্তরূপে ভাবনই (ভাবনা) সঙ্কল্পের স্বরূপ, অর্থাৎ "যাইব" বা অনাগত-গমনক্রিয়াবান্ হইব। ক্রিয়ার অনুস্মৃতির সহিত যে আত্মসম্বন্ধ তাহা অভিমানকৃত।

কল্পন দ্বিতীয় প্রবৃত্তি তাহা সাত্ত্বিক-রাজস। যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিষয়সকলকে পরস্পরের উপর আরোপিত করে, তাহা কল্পন। (সঙ্কল্প ও কল্পন ইহাদের পরস্পরের যোগে কল্পিত-সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পিত-কল্পনা হয়। স্বপ্ন ও তৎসদৃশ অবস্থায় স্বতঃকল্পন বা ভাবিত স্মর্ত্তব্য চেষ্টা হয়) কল্পনের উদাহরণ যথা, অদৃষ্ট "হিমগিরি কল্পন," চিত্রিত পর্ব্বত ও তুহিনের অনুস্মৃতিপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্রে তুহিন আরোপিত করিয়া হিমাদ্রি কল্পনা করা হয়। যথা উক্ত হইয়াছে '(প্রত্যক্ষের সহিত) নাম-জাত্যাদি-যোজনাই কল্পনার স্বরূপ' (সাং সূত্রবৃত্তি)।

কৃতিনামক মনের তৃতীয় প্রবৃত্তি রাজস। ইচ্ছা হইতে জাত যে চিত্তচেষ্টার দ্বারা প্রাণ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতে চিত্তাবধান করা যায় তাহার নাম কৃতি। তাহা প্রাণের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যের মূলভূত মনশ্চেষ্টা। শুধু 'যাইব' এরূপ মনোরথের দ্বারাই গমন হয় না। সেইরূপ সঙ্কল্পের পর যে চিত্তচেষ্টার দ্বারা অবধানপূর্ব্বক পাদদ্বয় সচল হয় তাহাই কৃতি। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা 'মনের কৃতের (কৃতির) বা কার্য্যের দ্বারা প্রাণ শরীরে আইসে" (প্রশ্নোপনিষদ্)।

সৈব বৃত্তিঃ শ্রূয়তে চ "বলোবৃত্তেনাপ্যাত্মনিঃশরীরে" ইতি। উক্তঞ্চ "পরিণামো'থ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবর্জিতা" ইতি।

বিকল্পনং চতুর্থী প্রবৃত্তিশ্চিত্তস্য রাজসতামসধর্মীয়া। তচ্চ সংশয়রূপমনেককোটিষু মুধা ধাবনং চিত্তস্য। কালাদি-বৈকল্পিক-বিষয়-ব্যবহরণমপি যত্র বিকল্পবস্তুবিষয়মনুসৃত্য চিত্তং চেষ্টতে তদপি বিকল্পনম্। উক্তঞ্চ "সংশয় উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদমেবং নৈবং স্যাদিতি"। অস্তি বা নাস্তি বেতি, কার্যমিদং ন বা কার্যমিত্যাদীনি বিকল্পনানি।

অতত্ত্বপ্রতিষ্ঠা যা চিত্তচেষ্টা স্বপ্নাদিষু ভবতি সা বিপর্যয়চেষ্টা চিত্তস্য তামসী পঞ্চমী প্রবৃত্তিরিতি। উক্তঞ্চ "সেয়ং (স্বপ্নকালীনা ভাবিতস্মর্তব্যা) স্মৃতিরপি তু বিপর্যয়স্যৈব লক্ষণোপপন্নত্বাৎ, স্মৃত্যাভাসতয়া তু স্মৃতিরুক্তেতি"।

চেষ্টায়ামভিমানোদ্রেকস্যাবাক্প্রবাহঃ। যতো'গ্রে'ন্তঃ প্রজায়তে ততশ্চ বহিঃ কর্মেন্দ্রিয়াদ্যাগচ্ছতি। বোধে চান্তঃপ্রবাহো'ভিমানোদ্রেকো বৈষয়িকজ্ঞানে বাহ্যত্বাৎ।

সংস্কারাধানস্য পূর্বব্যাখ্যাতত্বাৎ অনুভবাশ্চিত্তধর্মাঃ সংস্কাররূপা স্থিতিঃ। ত্রিবিধাঃ প্রমাণ-সংস্কারাঃ সাত্ত্বিকাঃ, স্মৃতীনাং সংস্কারাঃ সাত্ত্বিকরাজসাঃ, রাজসাঃ প্রবৃত্তিসংস্কারাঃ, রাজসতামসা বিকল্পসংস্কারাঃ, তথা তামসা বিপর্যয়সংস্কারা ইতি॥ ৩৫।

যোগভাষ্যে যথা "পরিণাম, জীবন বা প্রাণ, চেষ্টা ও শক্তি ইত্যাদিরা চিত্তের দর্শনবর্জিত ধর্ম।" (ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে প্রবৃত্তি তাহার উপর যে মানস চেষ্টার আধিপত্য তাহাই বৃত্তি)।

চিত্তের চতুর্থী প্রবৃত্তি বিকল্পন, ইহা রাজসতামসধর্মীয় চেষ্টা। সংশয়রূপ যে চেষ্টায় চিত্ত বৃথা অনেক কোটিতে (দিকে) ধাবন করে তাহা বিকল্পনের উদাহরণ। কালাদি বৈকল্পিক বিষয়ের ব্যবহরণও বিকল্পন। বিকল্পের বিষয় শব্দজ্ঞানমাত্র অবস্তু, তদ্রূপ বিকল্পিত বিষয়ের অভিমুখে যে চিত্তের চেষ্টা তাহাও বিকল্পন-চেষ্টা; যথা যোগভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, "সংশয় উভয়-কোটি স্পর্শী বিজ্ঞান, ইহা এরূপ হবে কি ওরূপ হবে" এবম্প্রকার। আছে কি নাই, কর্তব্য কি অকর্তব্য ইত্যাদি চেষ্টাই বিকল্পন। (দিক্-কালরূপ অকল্পনীয় অবকাশ মাত্র কল্পনের চেষ্টাই বৈকল্পিক বিষয়ব্যবহরণ। যথা—যেখানে শব্দাদি গুণ নাই তাহা অবকাশ, মানস ক্রিয়া যাহাতে হয় তাহা কালাবকাশ ইত্যাদিরূপে অকল্পনীয় পদার্থমাত্রের কল্পনের চেষ্টা বিকল্পন)।

অলীকবিষয়প্রতিষ্ঠা যে চিত্তচেষ্টা স্বপ্নাদিতে হয় তাহাই চিত্তের পঞ্চমী তামসী প্রবৃত্তি বা বিপর্যয় চেষ্টা (জাগ্রদবস্থাতেও বিপর্যয় চেষ্টা হয় কিন্তু স্বপ্নেই তাহার প্রাধান্য)। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে (তত্ত্ববৈ: ১।১১) যথা "স্বপ্নকালীন যে এই ভাবিতস্মর্তব্যা (কল্পিতা) বৃত্তি হয় তাহা স্মৃতি নহে কিন্তু বিপর্যয়, যেহেতু উহা বিপর্যয়-লক্ষণে পড়ে। তথাপি উহা (স্মৃত্যাভাসহেতু অর্থাৎ স্মৃতির সহিত উহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া, উহাকে স্মৃতিই বলা হয়"। (স্বপ্নকালে যে অলীক অযথাভূতক্রিয়াভিমানপ্রতিষ্ঠা চিত্তচেষ্টা হয়, জাগ্রৎকালে যাহা অনেক সময়ে ধারণাও করা যায় না, তাদৃশ চিত্তচেষ্টাই বিপর্যয় চেষ্টা)।

চেষ্টাতে আভিমানিক উদ্রেকের নিম্ন বা বাহ্যাভিমুখ প্রবাহ হয়। যেহেতু অগ্রে উহা অন্তরে জন্মে তৎপরে বাহিরে কর্মেন্দ্রিয়াদিতে আসে। বোধে অভিমানোদ্রেক অন্তঃপ্রবাহ, কারণ বোধোদ্রেকজনক বিষয় বাহ্যে অবস্থিত থাকে।

সুখাদ্যা নবকা চিত্তস্যাবস্থাবৃত্তয়ঃ সর্ব্ববৃত্তিসাধারণ্যঃ। উক্তঞ্চ "সর্ব্বা এতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকা" ইতি। তাসাং তিস্রো বোধগতাস্তিস্রশ্চেষ্টাগতাস্তিস্রশ্চ ধার্য্যগতাঃ। শক্তিবৃত্তিবদবস্থাবৃত্তিভিশ্চিত্তস্য ন জ্ঞানাদিক্রিয়াসিদ্ধিঃ। জ্ঞানাদিক্রিয়াকালে চিত্তস্য যদ্ যদ্ ভাবেনাবস্থানম্ভবতি তা এবাবস্থাবৃত্তয়ঃ। করণগতত্বাৎ সর্ব্বা এতা অনুভূয়ন্তে অথবা অনুভবেন প্রত্যয়ত্বমাপদ্যন্তে ॥ ৩৬ ॥

তত্র সুখদুঃখমোহাঃ সত্ত্বরজস্তমঃপ্রধানা বোধগতা অবস্থাবৃত্তয়ঃ। সর্ব্বে বোধাঃ সুখাবহা বা দুঃখাবহা বা মোহাবহাঃ সমুৎপদ্যন্তে। অনুকূলবিষয়কৃতোদ্রেকাৎ সুখং, প্রতিকূলবিষয়াদ্ দুঃখম্। মোহঃ পুনঃ সুখস্য দুঃখস্য বাতিভোগাৎ সুখদুঃখবিবেকশূন্যোঽনিষ্টো জড়ভাবঃ, যথা ভয়ে। উক্তঞ্চ "অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥" ইতি। তথা চ "তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা ধ্রুবা। সুখদুঃখেতি যামাহুরদুঃখামসুখেতি চ" ইতি। ধ্রুবা অবস্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রাগদ্বেষাভিনিবেশাশ্চেষ্টাগতা অবস্থাবৃত্তয়স্ত্রিগুণানুসারিণ্যঃ। রক্তঃ দ্বিষ্টঃ অভিনিবিষ্টঃ হি চিত্তং চেষ্টতে। সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, অবশবাহিনী তথা মূঢ়া চেষ্টাবস্থাভিনিবেশঃ।

সংস্কারাধার স্বরূপ মনের অনুরূপ চিত্তধর্ম্মই সংস্কাররূপা স্থিতি। স্থিতিসকলের মধ্যে প্রমাণের সংস্কার সাত্ত্বিক, স্মৃতিসকলের সংস্কার সাত্ত্বিক-রাজস, প্রবৃত্তিসকলের সংস্কার রাজস, বিকল্পের সংস্কার রাজস-তামস ও বিপর্য্যয়ের সংস্কারসকল তামস স্থিতি।

(এই সকলই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-ধর্ম্মের পঞ্চ পঞ্চ ভেদ। সংস্কার ও প্রবৃত্তিসকলের প্রত্যেককে বিজ্ঞানবৃত্তিদের ন্যায় বিভাগ করিয়া দেখান যাইতে পারে) ॥ ৩৫ ॥

সুখাদি নবপ্রকার চিত্তের অবস্থাবৃত্তি, তাহারা প্রমাণাদি সর্ব্ব-বৃত্তি-সাধারণ, যথা উক্ত হইয়াছে (যোগভাষ্য ১।১১) "এই সমস্ত বৃত্তি (প্রমাণাদি) সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মক"। তাহাদের মধ্যে তিনটী বোধগত, তিনটী চেষ্টাগত ও তিনটী ধার্য্যগত। শক্তিবৃত্তির ন্যায় অবস্থাবৃত্তির দ্বারা চিত্তের জ্ঞানাদি-কার্য্য সিদ্ধ হয় না। জ্ঞানাদি কার্য্যকালে চিত্তের যে যে ভাবে অবস্থান হয়, তাহার নাম অবস্থাবৃত্তি। অবস্থাবৃত্তিসকল করণগত ভাব বলিয়া অর্থাৎ করণের অবস্থাবিশেষ বলিয়া উহারা অনুভূত হয় অথবা অনুভববৃত্তির দ্বারা উহারা প্রত্যয়-স্বরূপ হয় ॥ ৩৬ ॥

তাহার মধ্যে সুখ, দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বোধগত অবস্থাবৃত্তি। সমস্ত বোধই হয় সুখাবহ অথবা দুঃখাবহ অথবা মোহাবহ হইয়া উৎপন্ন হয়। অনুকূলবিষয়কৃত উদ্রেক হইতে সুখ ও প্রতিকূল বিষয় হইতে দুঃখ হয়। আর সুখ বা দুঃখের অতিভোগে সুখদুঃখভেদশূন্য অথচ অনিষ্ট যে জড়ভাব হয়, তাহা মোহ; যেমন ভয়কালে হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে (শান্তিপর্ব্ব) "শরীরে বা মনে যে অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় (সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয় নহে) ও মোহযুক্ত অবস্থা হয় তাহাই তম বলিয়া জানিবে।" পুনশ্চ (শান্তিপর্ব্ব) "তন্মধ্যে বিজ্ঞান-সংযুক্ত ত্রিবিধ ধ্রুবা চেতনা বা বেদনা আছে, তাহারা সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখাসুখ।" ধ্রুবা অর্থে অবস্থিতা বা অবস্থারূপা ॥ ৩৭ ॥

রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি। রাগযুক্ত, অথবা দ্বিষ্ট, অথবা অভিনিবিষ্ট হইয়া চিত্ত চেষ্টা করে। সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক যে চেষ্টা হয়, তাহাই রক্ত চেষ্টা। সেইরূপ দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। আর যে চেষ্টাবস্থা অবশবাহিনী বা

ন মরণত্রাসমাত্রমভিনিবেশঃ । স্বারসিক্যাঃ প্রাণাদিবৃত্তিরূপায়া অভিনিবিষ্টচেষ্টায়া বাধাশঙ্কৈব মরণত্রাসিকেতি । অন্যাৎ সর্বং ভয়ং তথা বিক্ষোভাবস্থা যত্র সুখদুঃখশূন্যাঃ স্বতশ্চিত্তচেষ্টনং স এবাভিনিবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ো ধার্যগতাবস্থাবৃত্তয়ঃ । ধার্যং শরীরং, তৎসম্পর্কাদ্ধার্যগতাবস্থাবৃত্তয়শ্চিত্তস্য । জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী, নিদ্রাবস্থা তামসী । তথা চ শাস্ত্রম্ "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ । প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥" ইতি । জাগরে চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানান্যজড়ানি চেষ্টন্তে । জাড্যাপন্নেষু জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়েষু তদনিরুদ্ধস্য অনুব্যবসায়াধিষ্ঠানস্য যা চেষ্টা তদবস্থা স্বপ্নঃ । যথোক্তম্ "ইন্দ্রিয়াণাং ব্যুপরমে মনোঽব্যুপরতং যদি । সেবতে বিষয়ানেব তং বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্ ॥" ইতি । উৎস্বপ্নে তু অজাড্যং কর্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানাম্ । সুষুপ্তিলক্ষণং যথাহ "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রে"তি । তদা চিত্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানানাং সম্যগ্ জড়ত্বম্ । উক্তঞ্চ "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥" ইতি । গুণানামভিভাব্যাভিভাবকস্বভাবাদবস্থাবৃত্তীনামনৈয়ত্যমাবর্তনঞ্চেতি ॥ ৩৯ ॥

শাস্ত্রবিদেরও মত, সেই বুদ্ধিভাবে সমারূঢ় চেষ্টাবাধা অভিনিবেশ। মরণত্রাসমাত্র এই অভিনিবেশের স্বরূপ নহে। প্রাণাদিবৃত্তিরূপ স্বারসিক অভিনিবিষ্টচেষ্টার বাধাশঙ্কাই মরণত্রাসের স্বরূপ। অন্য যে সমস্ত ভয় ও বিক্ষুব্ধ অবস্থা যাহাতে সুখদুঃখশূন্য স্বতঃ চিত্তচেষ্টন হয়, তাহাও অভিনিবেশ* ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি। ধার্য শরীর, তাহার সম্পর্কে চিত্তের ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি হয়। জাগ্রদবস্থা সাত্ত্বিকী, স্বপ্নাবস্থা রাজসী ও নিদ্রাবস্থা তামসী। শাস্ত্র যথা "সত্ত্ব হইতে জাগরণ, রজোদ্বারা স্বপ্ন ও তমোগুণের দ্বারা সুষুপ্তি হয়, জানিবে। তুরীয় অবস্থা তিনেতে সদা বিদ্যমান।" জাগরণে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানসকল অজড়ভাবে চেষ্টা করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় জড়তা-প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা অনিরুদ্ধ যে অনুব্যবসায়ের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ চিত্তাধান) তাহার যে চেষ্টা সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। শাস্ত্র যথা —ইন্দ্রিয়গণের উপরম হইলে অনুপরত মন যে বিষয় সেবন করে, তাহাই স্বপ্নদর্শন জানিবে (যোগার্ণব)। উৎস্বপ্ন অবস্থায় (ঘুমিয়ে চলা-ফেরা করা) কর্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানসকলের অজড়তা থাকে। সুষুপ্তিলক্ষণ যথা "জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাবকারণ যে তম, তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা।" সেই সময়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠানের সম্যক্ জড়তা হয়, যথা উক্ত হইয়াছে "সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিলীন হইলে, তমোঽভিভূত সুখরূপতা প্রাপ্ত হয়।" গুণসকলের অভিভাব্যাভিভাবক-স্বভাব-হেতু অবস্থাবৃত্তিসকলের অনিয়ত এবং যথাক্রমে আবর্তন হয় ॥ ৩৯ ॥

* অভিনিবেশ-ব্যাখ্যা-কালে যোগভাষ্যকার মরণত্রাস-ব্যাখ্যা করাতে অভিনিবেশকে লোকে মরণত্রাসই মনে করে। কিন্তু ভাষ্যকার ক্লেশরূপ অভিনিবেশের মুখ্যাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সকল-ব্যাখ্যা করেন নাই, আর তাহা সূত্রানুসারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বিশেষতঃ যোগের অভিনিবেশ একটি ক্লেশ বা সংস্কার্য প্রধান-সম্বন্ধীয় পদার্থ। এখানে বহুদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রে অভিনিবেশ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিবিধশ্চিত্তব্যবসায়ঃ সদ্ব্যবসায়োঽনুব্যবসায়োঽপরিদৃষ্টব্যবসায়শ্চেতি। শক্তিপর্য্যন্তাঃ অধিকৃত্যৈকদৈব যচ্চিত্তচেষ্টিতং স ব্যবসায়ঃ। সদ্ব্যবসায়ো গ্রহণমনুব্যবসায়শ্চিন্তনমপরিদৃষ্ট-ব্যবসায়ো ধারণম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যধিকৃত্য বর্ত্তমানবিষয়ো ব্যবসায়ঃ সদাখ্যঃ। অতীতানাগত-বিষয়োঽনুব্যবসায়ঃ স্মৃতিবিষয়ালোচনাত্মকশ্চ। যেন চাবেক্ষ্যমাণেন ব্যবসায়েন নিরোধাবপি সদা চিত্তপরিণামো জায়তে সংস্কারাশ্চ যেনানুজীবন্তি সোঽপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, যথাহ "নিরোধ-ধর্ম্মসংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি। নিরোধঃ সমাধিবিশেষঃ, ধর্ম্মঃ পুণ্যাপুণ্যে, সংস্কারা বাসনারূপা আহিতভাবাঃ, পরিণামোঽ-পরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, জীবনং প্রাণঃ কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া জীবনং সকারণস্যান্তঃকরণস্য ধর্ম্মত্বেনোক্তং, চেষ্টা প্রযত্নরূপা, শক্তিশ্চেষ্টাজননী সর্ব্বশক্ত্যাত্মকং তৃতীয়ান্তঃকরণং মন ইতি ভাবঃ। ইত্যেতে সর্ব্বে ভাবা জ্ঞাতব্যা ইতি শেষঃ। ৪০॥

ব্যাখ্যাতমান্তরকরণম্, বাহ্যকরণান্যুদাহরতে। তেষু কর্ণত্বক্চক্ষূরসনানাসা ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। এতানি প্রণালীভূতানি প্রত্যক্ষবৃত্তেঃ। ক্রিয়াত্মকস্য বাহ্যবিষয়স্য সম্পর্কা-দুদ্রিক্তায়া ইন্দ্রিয়াস্মিতায়াঃ। তৎসম্বন্ধিনা প্রকাশশীলেনাস্মিপ্রত্যয়াত্মকেন গৃহীত্রা যো বিষয়-প্রকাশঃ ক্রিয়ান্তঃ তদিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। তস্মাদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়ং গ্রাহকং বাহকঞ্চ ক্রিয়াত্মনো জ্ঞেয়-বিষয়স্য॥ ৪১॥

শব্দগ্রাহকং শ্রোত্রম্। স্পর্শোত্তাপমাত্রগ্রাহকং ত্বগিন্দ্রিয়ং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং যথাযথম্। যদি শীতোষ্ণ-বোধরূপা তেজআখ্যা অপরাপি বোধো দৃশ্যতে, যথাহুঃ "তেজশ্চ বিস্পষ্টোষ্ণমিতি তদ্বাচ্যেতি"। তত্র তেজআখ্যা বস্তুবোধঃ প্রাণসাধ্যো ন ত্বাচং স্পার্শজ্ঞানেন্দ্রিয়কার্য্যম্, শীতাদেস্তাপেন্দ্রিয়বোধস্য

চিত্তের ব্যবসায় তিনপ্রকার, সদ্ব্যবসায়, অনুব্যবসায় ও অপরিদৃষ্টব্যবসায়। করণগুলি শক্তিকে অধিকার করিয়া যেন একই সময়ে যে চিত্তচেষ্টা হয় তাহার নাম ব্যবসায়। সদ্ব্যবসায় = গ্রহণ, অনুব্যবসায় = চিন্তন ও অপরিদৃষ্টব্যবসায় = ধারণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে অধিকার করিয়া যে বর্ত্তমানবিষয়ক ব্যবসায় হয় তাহাই সদ্ব্যবসায়। অনুব্যবসায় স্মৃতিবিষয়ের আলোচনা-ত্মক, এবং তাহা অতীত ও অনাগত-বিষয়ক। যে অবিজ্ঞাত ব্যবসায়ের দ্বারা নিরোধিতেও চিত্তের পরিণাম হয়, আর যাহার দ্বারা সংস্কারসকল অনুজীবিত থাকে, তাহা অপরিদৃষ্টব্যবসায়। যথা উক্ত হইয়াছে "নিরোধ, ধর্ম্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহারা চিত্তের দর্শনবর্জ্জিত ধর্ম্ম।" নিরোধ = সমাধিবিশেষ, ধর্ম্ম = পুণ্য ও অপুণ্য, সংস্কার = বাসনারূপ আহিত ভাব, পরিণাম = অপরিদৃষ্ট ব্যবসায়, জীবন = প্রাণ, কার্য্য ও কারণের অভেদ-বিবক্ষায় প্রাণ সকারণ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, চেষ্টা = প্রযত্নরূপা, শক্তি = চেষ্টার জননী অর্থাৎ সর্ব্ব-শক্ত্যাত্মক সংস্কারাধার তৃতীয়ান্তঃকরণ মন। এই সমস্ত ভাবই জানিবে, ইহা জ্ঞাতব্য (৩।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ৪০॥

আন্তর করণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে বাহ্য করণ উক্ত হইতেছে। বাহ্যকরণের মধ্যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহারা প্রত্যক্ষবৃত্তির প্রণালীভূত। ক্রিয়াত্মক যে বাহ্যবিষয়, তাহার সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গণের আত্মভূত অস্মিতা উদ্রিক্ত হইলে, সেই অস্মিতার সহিত সম্বদ্ধ অস্মি-প্রত্যয়াত্মক প্রকাশশীল গ্রহীতার দ্বারা যে বিষয়প্রকাশ, তাহাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। তজ্জন্য বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়াস্বরূপ জ্ঞেয়বিষয়ের গ্রাহক ও বাহক হইল। ৪১॥

চ বিসদৃশত্বাৎ। উপস্তম্ভবোধস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণানাং সাত্ত্বিকবোধাংশঃ। শব্দরূপবৎ শীতোষ্ণজ্ঞানসিদ্ধির্ন তথা আস্তম্ভবোধসিদ্ধিঃ। রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ রসগ্রাহকং রসনেন্দ্রিয়ং, নাসা চ গন্ধগ্রাহিণী। শ্রোত্রে ইতরতুলনয়া গ্রহণস্য সৌকর্য্যাৎ অনাহতত্বাচ্চ তত্ত্বং সাত্ত্বিকম্। শব্দাপেক্ষয়া তাপাদের্ব্বাহতত্বদর্শনাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ং সাত্ত্বিকরাজসম্। ত্বগিন্দ্রিয়াদপি রূপস্য বাহ্যতরত্বদর্শনাৎ তথা চ তস্যাতিক্রিয়াশীলত্বাৎ রাজসং চক্ষুঃ। রসাঃ তরলিতং রসনেন্দ্রিয়ং ভাবয়ন্তি, তদ্ভাবনাবিশেষোদ্রেকাদ্রসজ্ঞানসিদ্ধিঃ, সূক্ষ্মকণাভিঘাতাৎ গন্ধজ্ঞানোদ্রেকঃ। রসগন্ধৌ আস্যাশ্রয়াবৃত্তৌ। তত্র সূক্ষ্মতরভাবনাবিশেষসাধ্যত্বাৎ রসনা রাজসতামসী। নাসা পুনস্তামসীতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়ঃ প্রকাশ্য ইত্যাখ্যায়তে ॥ ৪২ ॥

বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। তেষাং সামান্যবিষয়ঃ স্বেচ্ছচালনম্। প্রত্যঙ্গানাং সমঞ্জসচালনেন কার্য্যবিষয়সিদ্ধিঃ। ধ্বন্যুৎপাদনং বাক্কার্য্যম্। শিল্পশক্ত্যাধিষ্ঠিতা যা সা পাণিঃ। ব্যবহার্য্যদ্রব্যাণাং তদবয়বানাং বাভীষ্টদেশস্থাপনং শিল্পম্। গমনক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতা তৎ পদম্। মলমূত্রোৎসর্গঃ পায়ুকার্য্যম্। জননব্যাপার উপস্থকার্য্যম্, শ্রূয়তে চ "আনন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ।" বীজসেকপ্রসবৌ জননব্যাপারৌ। সর্ব্বেষু চালনবিষয়সামান্যাদ্ একতা

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় শ্রোত্র। শীত ও উষ্ণতার গ্রাহক বহিঃস্থিত যে জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা ত্বক্। ত্বগিন্দ্রিয়ে শীতোষ্ণ-বোধ এবং তেজ-নামক অন্যপ্রকার বোধও আছে। এবিষয়ে শাস্ত্র যথা "যাহা তেজ, বা শীতোষ্ণাতীত বহিঃস্থিত অন্য বোধ, তাহার যে বিদ্যোতয়িতব্য বা প্রকাশ্য বিষয়" (প্র.উপ. ৪।৮)। তন্মধ্যে বহিঃস্থিত তেজ-নামক উপস্তম্ভবোধ ত্বগ্‌নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য্য নহে, কারণ শীতোষ্ণ এবং আস্তম্ভবোধ (কঠিন-কোমল-রূপ স্পর্শবোধ) বিসদৃশ। উপস্তম্ভবোধ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সাত্ত্বিক বোধাংশ। শব্দ ও রূপের ন্যায় শীতোষ্ণ-জ্ঞান সিদ্ধ হয়, কিন্তু আস্তম্ভবোধ সেরূপে হয় না। রূপের গ্রাহক-ইন্দ্রিয় চক্ষু, রসগ্রাহক রসনা, আর নাসা গন্ধগ্রাহক। কর্ণের দ্বারা অপর সকলের তুলনায় সূক্ষ্ম বা নিপুণরূপে বিষয়গ্রহণ হয়, আর শব্দগ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা অনাহত, তজ্জন্য শ্রোত্র সাত্ত্বিক। শব্দাপেক্ষা তাপাদি-জ্ঞানের আহতি-যোগ্যতা বা বাধাপ্রাপ্তি দেখা যায় বলিয়া ত্বক্ সাত্ত্বিক-রাজস। ত্বগিন্দ্রিয় অপেক্ষা রূপের বাহ্যতর দেখা যায় বলিয়া, এবং রূপের আতপস্পর্শবিষয়হেতু অতিক্রিয়াশীল বলিয়া, চক্ষু রাজস। রসা দ্রব্য তরলিত হইয়া রসনেন্দ্রিয়কে ভাবিত করে; সেই (রাসায়নিক) ভাবনাবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট উদ্রেক হইতে রসজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্মকণার সম্পর্কে গন্ধজ্ঞানোদ্রেক সিদ্ধ হয়। আস্যাশ্রয় হইতে রস ও গন্ধ আবৃত, তন্মধ্যে সূক্ষ্মতর-ভাবনাবিশেষ-সাধ্যত্বহেতু রসনা রাজস-তামস, আর নাসা তামস। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের বিষয়ের নাম প্রকাশ্য (এসব বিষয় 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) ॥ ৪২ ॥

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়। স্বেচ্ছামূলক চালন তাহাদের সামান্য কার্য্যবিষয়। প্রত্যঙ্গসকলের সমঞ্জস চালনের দ্বারা কার্য্যবিষয় সিদ্ধ হয়। ধ্বনি উৎপাদন করা বাক্-কার্য্য। যেখানে শিল্পশক্তি অধিষ্ঠিত তাহার নাম পাণীন্দ্রিয়, ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকলকে বা তাহাদের অবয়বসকলকে অভীষ্টদেশে স্থাপন করার নাম শিল্প, অর্থাৎ হস্তের কার্য্যকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহা বাহ্যদ্রব্যকে অভীষ্টদেশে স্থাপন মাত্র। গমন-ক্রিয়ার শক্তি যেখানে অধিষ্ঠিত, তাহার নাম পদ। মল ও মূত্রের উৎসর্গ করা পায়ু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। জননব্যাপার উপস্থের কার্য্য, শ্রুতি যথা "আনন্দযুক্ত প্রজননই উপস্থের কার্য্য"।

কর্মেন্দ্রিয়স্য কার্যবিষয়ঃ অন্যেনাপি সিধ্যতি। যত্র যৎকার্যস্যোৎকর্ষস্তদেব তদিন্দ্রিয়ম্। উরসি প্রাণযন্ত্রস্য স্বেচ্ছাধীনাংশে তন্তুষু চ জিহ্বোষ্ঠাদৌ চ বাগিন্দ্রিয়স্থানম্। "জিহ্বায়া অগ্রভাগে তন্তু" ইত্যুপদেশাৎ তন্তুঃ কণ্ঠাদ্যুক্তো শব্দোৎপাদকঃ। করতলমচক্ষ্বাদৌ পাণিস্থানম্। পদপক্ষাদৌ পাদেন্দ্রিয়স্থানম্। বস্ত্যাদৌ পায়ুস্থানং, জননেন্দ্রিয়ং চোপস্থবৃত্তিঃ। বাক্কার্যস্য সূক্ষ্মত্বাদুৎকর্ষবত্ত্বাচ্চ বাক্ সাত্ত্বিকী। ততঃ স্থৌল্যাৎ সাত্ত্বিকরাজসঃ পাণেঃ কার্যতঃ। পাদে ক্রিয়ায়া আধিক্যাদতিস্থৌল্যাচ্চেতি পাদং রাজসম্। রাজসতামসঃ পায়ুঃ। উপস্থশ্চ তামসঃ। সর্বেষু কর্মেন্দ্রিয়েষ্বাত্মবোধাখ্যঃ প্রকাশগুণোঽস্ত্যেব চালনরূপমুখ্যকার্যস্যোপসর্জনীভূতো বর্ততে। তস্য চাত্মবোধস্য বাগিন্দ্রিয়ে প্রকৃষ্টোৎকর্ষঃ, যৎসহায়া সূক্ষ্মা বাক্যক্রিয়া সিধ্যতি। ইতরেষু চ তদ্বোধস্য ক্রমশঃ অল্পত্বমিতি। কর্মেন্দ্রিয়কার্যবিষয়া স্মৃতির্যথা 'হস্তৌ কর্মেন্দ্রিয়ং জ্ঞেয়মথ পাদৌ গতীন্দ্রিয়ম্। প্রজননানন্দয়োঃ শেফো নিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়মি"তি। তথা চ "বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম তেষাং হি কথ্যতে॥" ইতি॥ ৪৩॥

তৃতীয়ং বাহ্যকরণং প্রাণাঃ। "জীবস্য করণান্যাহুঃ প্রাণান্ হি তাংশ্চ সর্বশঃ। যস্মাত্তদ্বশগা এতে দৃশ্যন্তে সর্বজন্তবঃ॥" ইতি সৌরপুরাণস্মৃতৌ প্রাণানাং জীবকরণত্বমুক্তম্। প্রাণা দেহাঙ্গধারণবিষয়েণ বাহ্যং ভৌতিকং ব্যবহরন্তি তস্মাৎ প্রাণা বাহ্যকরণম্। "অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি," "প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চে"তি

বীজ-সেক ও প্রসব জননসাধন*। চালনরূপ বিষয়ানুসারে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ে সাধারণ বলিয়া এক কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য অন্যের দ্বারাও সিদ্ধ হয়, যেমন হস্তের দ্বারা গমন ইত্যাদি। তাহা হইলেও যেখানে যাহার কার্যের উৎকর্ষ তাহাই সেই ইন্দ্রিয়। বক্ষে, প্রাণযন্ত্রের স্বেচ্ছাধীনাংশে, তন্তুতে এবং জিহ্বা-ওষ্ঠাদিতে বাগিন্দ্রিয়স্থান, "জিহ্বার অগ্রদেশে তন্তু" (যোগভাষ্য ৩।৩০) এই উপদেশ হইতে জানা যায় তন্তু কণ্ঠাদিযুক্ত শব্দোৎপাদক যন্ত্র। কর, মসন ও চক্ষু আদিতে পাণীন্দ্রিয়স্থান, পদ ও পক্ষাদিতে পাদেন্দ্রিয়স্থান। বস্তি প্রভৃতিতে পায়ুস্থান। আর জননেন্দ্রিয়ে উপস্থবৃত্তি। বাক্কার্যের সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষতাহেতু বাক্ সাত্ত্বিক। তদপেক্ষা পাণিকার্যের স্থৌল্য-হেতু পাণি সাত্ত্বিক-রাজস। পাদে ক্রিয়ার আধিক্য ও অতি-স্থৌল্য, অতএব পাদ রাজস। পায়ু রাজস তামস আর উপস্থ তামস। সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ে আত্মবোধরূপ প্রকাশগুণ আছে তাহা তাহাদের চালনরূপ মুখ্য কার্যের সহায়। বাগিন্দ্রিয়ে (জিহ্বাকণ্ঠাদিতে) সেই আত্মবোধের প্রকৃষ্টোৎকর্ষ আছে (কারণ বাক্ সাত্ত্বিক), তাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম বাক্যোচ্চারক ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়ে সেই বোধের ক্রমশঃ অল্পতা। কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যবিষয়া স্মৃতি (শান্তিপর্ব) যথা, "কর্মেন্দ্রিয় হস্ত, পদ গতীন্দ্রিয়, আনন্দযুক্ত প্রজনন উপস্থকার্য, মলনিঃসারণ পায়ুর কার্য।" পুনশ্চ, "বিসর্গ (মল মূত্র ও দেহনীয়-বহিষ্করণ), শিল্প গতি ও উক্তি কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য বলিয়া কথিত হয়" (বিষ্ণুপুরাণ)॥ ৪৩॥

প্রাণসকল তৃতীয় প্রকারের বাহ্যকরণ। "প্রাণসকল জীবের করণ, যেহেতু সর্বপ্রাণী তাহার বশগ দেখা যায়" এই সৌরপুরাণস্মৃতিতে প্রাণের জীবকরণত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রাণ দেহাঙ্গ ধারণবিষয়রূপে বাহ্যদ্রব্যকে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায়) ব্যবহার করে, তজ্জন্য প্রাণ বাহ্যকরণ। (প্রাণ বলিতেছেন) "আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া

* এই উভয় কার্যই স্বেচ্ছামূলক। প্রসবকার্য মানব অপেক্ষা নিম্নস্থ প্রাণীতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন দেখা যায়।

শ্রুতিভ্যাং দেহধারণং প্রাণানাং সামান্যকার্য্যমিত্যবগম্যতে। নির্ম্মাণবর্দ্ধনপোষণানীত্যেষাং ধারণকার্য্যেঽন্তর্ভাবঃ। তথা চ স্মৃতিঃ "তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়্বস্থীনি চ পোষতি। কথমেতানি সর্ব্বাণি শরীরাণি শরীরিণাম্। বর্দ্ধন্তে বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধতে চ কথং বলম্।" ইতি। পোষণং শরীরনির্ম্মাণং বর্দ্ধনঞ্চেতি ত্রয়ং মূলং প্রাণকার্য্যমিত্যর্থঃ। পোষণাদীনামনুকূলক্রিয়া অপি প্রাণকার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্, যথা শ্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ সন্তি প্রাণানামপি পঞ্চ ভেদাঃ। তে যথা প্রাণোদানব্যানাপানসমানা ইতি। তাভ্য এব পঞ্চভ্যঃ শক্তিভ্যো দেহধারণসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণকার্য্যম্। "চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে," "হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ" ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ, তথা চ "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি বিষয়াশ্চ সঃ। এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগতবাহ্যোদ্ভববিষয়বিজ্ঞানস্রোতঃস্থ প্রাণবৃত্তিরিত্যবগম্যতে। চত্বারঃ খলু বাহ্যোদ্ভববোধাঃ তে যথা চৈত্তিকপ্রমাণং, বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যালোচনং জ্ঞানং, কর্ম্মেন্দ্রিয়োপপ্লবনবোধঃ, তথা চাভিজিহীর্ষাবোধ ইতি। বাহ্যপেয়ান্নরূপস্যাহার্য্যস্য ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিবিধ আভিজিহীর্ষাবোধঃ, শ্বাসেচ্ছাবোধঃ পিপাসা চ ক্ষুধা চেতি। আহার্য্যস্য বাহ্যত্বাদাভিজিহীর্ষাবোধো বাহ্যোদ্ভবঃ। তত্র শ্বাসেচ্ছাদিবোধাধিষ্ঠানে প্রাণস্য মুখ্যবৃত্তিঃ, যথাশ্রুতিঃ "প্রাণো

অবষ্টম্ভন বা সংগ্রহণপূর্ব্বক এই শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি," "প্রাণ এবং বিধারণরূপ তাহার কার্য্যবিষয়" ইত্যাদি (প্রশ্ন) শ্রুতির দ্বারা দেহধারণ করা প্রাণসকলের সামান্য বা সাধারণ কার্য্য বলিয়া জানা যায়। নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ, এই তিন কার্য্যের নাম ধারণ। স্মৃতি যথা "কিরূপে মাংস, অস্থি, স্নায়ু ও মেদ পোষণ করে, দেহীদের এই শরীর কিরূপে বর্দ্ধিত ও নির্ম্মিত হয়, এবং বর্দ্ধমান প্রাণীর শরীর ও বল কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়?" অর্থাৎ প্রাণের দ্বারাই হয়। (মহাভা.)। ফলতঃ পোষণ, নির্ম্মাণ ও বর্দ্ধন এই তিনটি প্রাণের মূল সাধারণ কার্য্য হইল। আর পোষণাদির অনুকূলক্রিয়াও প্রাণকার্য্য বলিয়া জ্ঞাতব্য, যেমন শ্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ প্রাণেরও পঞ্চ ভেদ আছে, তাহা যথা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। সেই পঞ্চ শক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সমগ্র দেহধারণ-ক্রিয়া এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ॥ ৪৪ ॥

প্রাণসকলের মধ্যে আদ্য প্রাণের লক্ষণ যথা "বাহ্যোদ্ভব যে সমস্ত বোধ, তাহাদের যে অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা আদ্য প্রাণের কার্য্য। "চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ নাসিকাতে প্রাণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে", "(সূর্য্য উদিত হইয়া) চাক্ষুষ প্রাণকে (রূপজ্ঞানাত্মক) অনুগ্রহ করে" (প্রশ্ন) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং "মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূত ও বিষয়সকল প্রাণের দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়" (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি স্মৃতি হইতে, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগত বাহ্যোদ্ভব বিষয়ের যে বিজ্ঞান, তাহার স্রোতঃ বা মার্গ সকল প্রাণের স্থান, ইহা জানা যায়। বাহ্যোদ্ভব বোধ চারিপ্রকার, যথা—(১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্য আলোচনবোধ (৩) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপপ্লবনবোধ, (৪) আভিজিহীর্ষা (আহরণেচ্ছা)-বোধ। আভিজিহীর্ষাবোধ পুনশ্চ ত্রিবিধ, যথা—শ্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা ও ক্ষুধা, ইহাদের ত্রৈবিধ্যের কারণ এই যে আহার্য্য ত্রিবিধ, যথা—বাত, পেয় ও অন্ন। আর আহার্য্য বাহ্য বলিয়া আভিজিহীর্ষাবোধ বাহ্যোদ্ভববোধ। (উপরি-উক্ত চতুর্ব্বিধ বাহ্যোদ্ভববোধের অধিষ্ঠানের মধ্যে) শ্বাসেচ্ছা-পিপাসা ক্ষুধা রূপ আভিজিহীর্ষা-বোধের অধিষ্ঠানে প্রাণের মুখ্যবৃত্তি (অন্যত্র গৌণবৃত্তি)। শ্রুতি যথা "প্রাণ হৃদয়," "হৃদয়ে

চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্য্যম্ । "অন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথা-গ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনমি"তি, "যো ব্যানঃ সা বাক্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ স্বেচ্ছচালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্য্যমিতি গম্যতে । "অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যা দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতী"তি শ্রুতেঃ হৃদয়াৎ প্রসৃতাসু নাড়ীষু ব্যানবৃত্তিবিস্তারোপি চ গম্যতে । তা হি হৃন্মূলা নাড্যো রস-রক্তাদীন্ সঞ্চালয়ন্তি । তথা চ স্মৃতিঃ "প্রসৃতা হৃদয়াৎ সর্ব্বাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা । বহন্ত্যন্ন-রসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥" ইতি । অতঃ স্বেচ্ছসঞ্চালকে স্বতঃসঞ্চালকে চ শরীরাংশে ব্যানবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ । এতয়োরাদ্যো চ তস্য মুখ্যবৃত্তিঃ । ইতরকরণশক্তিরূপেণ ব্যানেন তত্তৎ-সঞ্চালকাংশো বিধ্রিয়ত ইতি ॥ ৪৭ ॥

মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানধারণমপানকার্য্যম্ । "নিরোজস্কং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথগি"তি স্মৃতেরন্যোজোহীনানাং সর্ব্বধাতুগতমলানাং পৃথক্করণমেবাপানকার্য্যম্ । ন তু বিণ্মূত্রোৎসর্গঃ, তৎকার্য্যং তস্য পায়ুকার্য্যত্বাৎ । "পায়ূপস্থেঽপানমি"তি শ্রুতেঃ মূত্রাদিমলপৃথক্কারকে শরীরাংশে পায়ুাদৌ তস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ, সর্ব্বশরীরেষু চ সামান্যবৃত্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥

দেহোপাদাননির্ম্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং সমানকার্য্যম্ । তথা চ শ্রুতিঃ "এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তী"তি, "যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমান" ইতি চ । অতস্ত্রিবিধাহার্য্যাণাং দেহোপাদানত্বেন পরিণমনং সমানকার্য্যমিতি সিদ্ধম্ ।

চালনশক্তির যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য্য । "অগ্নিউৎপাদনার্থ অরণি-কাষ্ঠ ঘর্ষণ, লক্ষ্য স্থানে ধাবন, দৃঢ়ধনুর আয়মন প্রভৃতি যে সকল অন্য বীর্য্যবৎ কার্য্য তাহারা ব্যানের," "যাহা ব্যান, তাহা বাগিন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্রুতি (ছা. উপ.) হইতে স্বেচ্ছ-চালন শক্তির যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ করা ব্যানের কার্য্য বলিয়া জানা যায় । "হৃদয়ে ১০১ নাড়ী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০ প্রতিশাখা নাড়ী আছে, তাহাতে ব্যান সঞ্চরণ করে" এই শ্রুতির দ্বারা, হৃদয় হইতে প্রসৃত নাড়ীসকলেও ব্যানের স্থান বলিয়া জানা যায় ; সেই হৃদয়মূলা নাড়ীসকল রসরক্তাদিকে সঞ্চালিত করে । স্মৃতি যথা "প্রাণসকল হৃদয় হইতে বক্রভাবে, ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে প্রসৃত হইয়াছে । নাড়ীগণ দশ-প্রাণ-প্রেরিত হইয়া অন্নের রসসকল বহন করে ।" এই হেতু স্বেচ্ছসঞ্চালক এবং স্বতঃসঞ্চালক এই উভয় শরীরাংশেই ব্যানের স্থান, ইহা সিদ্ধ হইল । এতন্মধ্যে স্বেচ্ছতেই বা স্বতঃসঞ্চালক শরীরাংশেই ব্যানের মুখ্যবৃত্তি । অন্যান্য করণশক্তির অংশ হইয়া ব্যান তাহাদের সঞ্চালক অংশ বিধারণ করে (পৌরাণিক দশপ্রাণ যথা, প্রাণ-উদান--ব্যান-অপান-সমান, তদ্ব্যতীত নাগ-কূর্ম্ম কৃকর বা কৃকল-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়) ॥ ৪৭ ॥

মলাপনয়নশক্তির অধিষ্ঠান ধারণ করা অপানের কার্য্য "নিরোজ (মৃতবৎ ত্যজ্য) মল-সকলের পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন করা," (মহাভা) । এই স্মৃতি হইতে সর্ব্বধাতুগত জীবনহীন মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য্য । বিণ্মূত্রোৎসর্গ অপানের কার্য্য নহে, কারণ তাহারা পায়্বাত্মক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছামূলক কার্য্য । "পায়ু ও উপস্থে অপান" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, মূত্রাদি-মল-পৃথক্কারক পায়ু আদি শরীরাংশে অপানের মুখ্যবৃত্তি এবং সর্ব্বশরীরে তাহার সামান্যবৃত্তি ॥ ৪৮ ॥

দেহের উপাদান (রস-রক্ত-মাংসাদি) নির্ম্মাণ করিবার যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য্য । শ্রুতি (প্রশ্ন) যথা "এই সমান হুত অন্নকে সমনয়ন

কর্ম্মেন্দ্রিয়ম্‌। প্রাণেষু চ স্থিতিগুণস্য প্রাধান্যং প্রকাশগুণস্যাস্ফুটতা তথা স্বেচ্ছানধীনত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়েভ্যঃ ক্রিয়াগুণস্যাপকর্ষস্তস্মাৎ প্রাণাস্তামসাঃ ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রসংগৃহীতানি আবুদ্ধি-সমানান্তানি করণানি। বাহ্যাশ্রিতাস্তেষাং বিষয়াঃ। গ্রহণেন গ্রাহ্যো যথা ব্যবহ্রিয়তে স বিষয়ঃ। গ্রাহ্যগ্রহণসম্পর্কোৎপত্তিফলং বিষয়ঃ। শ্রূয়তে চ "এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশপ্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং, যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু-র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ।" গ্রাহ্যো বিষয়ভাবেন গৃহ্যতে তস্মাদ্‌ বিষয়ঃ সম্পর্ক-ফলোঽপি বাহ্যাশ্রিত ইবাবভাসতে। যথা শব্দবিষয়ঃ গ্রাহ্যাশ্রিত ইব প্রতীয়তে, বস্তুতস্তু নাস্তি গ্রাহ্যদ্রব্যে শব্দঃ, তত্র বাতস্পন্দো কেবলমেবাস্তি। বিষয়া গ্রাহ্যাশ্রিতধর্ম্মরূপেণ গ্রাহ্যাশ্চ ধর্ম্মাশ্রয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়ন্তে তস্মান্নাস্তি গ্রাহ্যস্য বাস্তবমূলস্বরূপসাক্ষাৎকারোপায়ঃ। গৌণেনানু-মানাদিনা তৎস্বরূপমবগম্যতে। বিষয়াস্তু সাক্ষাৎকৃতস্বরূপাঃ। করণপ্রসাদবিশেষাদ্‌ বিষয়স্যৈব সূক্ষ্মাবস্থা সাক্ষাৎক্রিয়তে কৈশ্চিন্ন তু মূলগ্রাহ্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্ম্মাশ্রয়ো গ্রাহ্যোঽধুনা বিচার্য্যতে। বোধ্যং ক্রিয়াখ্যং জাড্যঞ্চেতি গ্রাহ্যধর্ম্মাঃ। তত্র সবিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মাঃ, অন্যে চ বোধবিষয়া গ্রাহ্যাশ্রিত-

---

অপ্রাধান্য, তজ্জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে ক্রিয়াগুণের প্রাধান্য, প্রকাশ ও স্থিতির অল্পতা, তজ্জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজস। প্রাণসকলে স্থিতিগুণের প্রাধান্য, প্রকাশগুণের অস্ফুটতা, আর স্বেচ্ছার অনধীন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা ক্রিয়াগুণের অপকর্ষ, তজ্জন্য প্রাণ তামস ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত বুদ্ধি হইতে সমান পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তিই করণ। তাহাদের বিষয় বাহ্যদ্রব্যাশ্রিত। গ্রহণশক্তির দ্বারা গ্রাহ্য যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বিষয়। (বাহ্য-বিষয় ত্রিবিধ ; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কার্য্য ও প্রাণের বিষয় ধার্য্য)। বিষয় গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্কফল। শ্রুতি যথা "শব্দাদি দশটি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে বলিয়া 'অধিপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়, এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রা বা বিজ্ঞান, অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ভূত বিষয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া 'অধিভূত' নামে কথিত হয়। যদি শব্দাদি বিষয় না থাকে, তবে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ও থাকিবে না, পক্ষান্তরে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে শব্দাদি বিষয়ও থাকিবে না।" (কৌষী.)। গ্রাহ্য বস্তু বিষয়রূপে গৃহীত হয়, তজ্জন্য (গ্রাহ্য-গ্রহণের) সম্পর্কফল হইলেও বিষয় বাহ্যাশ্রিতের ন্যায় প্রতীত হয়। যেমন শব্দবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত ধর্ম্মরূপে প্রতীত হয় ; বস্তুত কিন্তু গ্রাহ্যদ্রব্যে শব্দ নাই, তাহাতে আঘাত-জন্য কম্পনমাত্র আছে। বিষয়সকল যেমন গ্রাহ্যাশ্রিত, গ্রাহ্যও তেমনি শব্দাদিবিষয়রূপ জ্ঞেয় ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য বিষয়ের বাস্তব-মূল সাক্ষাৎকারের উপায় নাই, অনুমানাদি গৌণ হেতুর দ্বারা তাহার সেই মূলস্বরূপ জানা যায়। বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃতস্বরূপ। করণের নৈর্ম্মল্যবিশেষ অর্থাৎ সমাধি হইতে বিষয়েরই সূক্ষ্মাবস্থা (ভূততন্মাত্ররূপ) সাক্ষাৎকৃত হয়, গ্রাহ্যমূলের সাক্ষাৎকার গ্রাহ্যরূপে হয় না (কিন্তু গ্রহণরূপে হয়)। ৫৩ ॥

বাহ্যধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ গ্রাহ্য অধুনা বিচারিত হইতেছে। বোধ্য, ক্রিয়া ও জাড্য ইহারা গ্রাহ্যধর্ম্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহ্যধর্ম্ম মূলত এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বগতবৈচিত্র্যের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্যধর্ম্ম এবং অন্য বোধবিষয় গ্রাহ্যাশ্রিত

বোধ্যধর্ম্মাঃ। দেশান্তরগতির্বাহ্যস্য ক্রিয়াধর্ম্মলক্ষণম্। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ শরীরং সঞ্চাল্য তথা প্রকাশ্যবিষয়পরিণতিং দেশান্তরগতিঞ্চাবলোক্য ক্রিয়াধর্ম্মা উপলভ্যন্তে। ক্রিয়ারোধকা জাড্যধর্ম্মাঃ। শারীরবাধাং বুদ্ধা তথা জাড্যাপগমায় চ শরীরচালনে কর্ম্মশক্তিব্যয়ং বুদ্ধা, তথা চ প্রকাশ্যবিষয়াবরণমবলোক্য জাড্যধর্ম্মা অবগম্যন্তে। কঠিনতা-তরলতা-বায়বীয়তা-রশ্মিতাদয়ঃ জাড্যমূলা বোধাঃ ॥৫৪॥

প্রত্যেকং বাহ্যদ্রব্যেষু বোধ্যক্রিয়াজাড্যধর্ম্মাণাং কতিপয়বিশেষধর্ম্মা বর্ত্তন্তে। তাদৃংশি ত্রিবিশেষধর্ম্মাশ্রয়দ্রব্যাণি ভৌতিকমিত্যুচ্যতে, যথা ঘটপটধাতুপাষাণাদয়ঃ। ক্রিয়াজাড্যয়োরপি বোধ্যত্বাৎ তয়োর্বোধ্যধর্ম্মে উপসর্জ্জনীভাবঃ। দ্বিবিধো হি বাহ্যবোধ্যধর্ম্মঃ, প্রকাশ্যবিষয়ো বাহ্যোদ্ভবানুভাব্যবিষয়শ্চেতি। তত্র প্রকাশ্যধর্ম্মাণামেব বাহ্যাভিনির্দিষ্টবিস্তারযুক্তো বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপঃ। বাহ্যভবত্বেঽপি নানুভাব্যবিষয়স্য সুখকরত্বাদের্বাহ্যাভিনির্দিষ্টিঃ। তস্মাৎ সর্ব্ববোধ্যক্রিয়াজাড্যধর্ম্মেষু পুরোবর্ত্তিনঃ প্রকাশ্যধর্ম্মাঃ। তান্ পুরস্কৃত্যান্যে উপলভ্যন্তে।

বোধ্যধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণগত অনুভবশক্তির দ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই বোধ্যধর্ম্ম। দেশান্তরগতি বাহ্যের ক্রিয়াধর্ম্মের লক্ষণ। ক্রিয়াধর্ম্ম তিন-প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—(১) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বা শরীর চালনশক্তির দ্বারা (ইহাতে শরীরে গতির অনুভব হয়), (২) প্রকাশ্যবিষয় বা শব্দাদির পরিণাম দেখিয়া জানা যায় যে, তাহারা ক্রিয়াযুক্ত, (৩) বাহ্য দ্রব্যের দেশান্তরগতি দেখিয়াও ক্রিয়াধর্ম্ম জানা যায়। ক্রিয়ার রোধক ধর্ম্মের নাম জাড্যধর্ম্ম। জাড্যধর্ম্মও তিনপ্রকারে বোধগম্য হয়, যথা—(১) শরীরের বাধাবোধ করিয়া, অর্থাৎ শরীরে গতিশীল দ্রব্যের বাধা পাইয়া রোধ অথবা গতিশীল শরীরের কোন দ্রব্যের দ্বারা রোধ, এই ক্রিয়ারোধ বুঝিয়া, (২) শরীরচালন জাড্যের অপগমস্বরূপ, তাহাতে কর্ম্মশক্তি ব্যয় হয় ইহা অনুভব করিয়া (ইহাতে শরীরের জাড্যমাত্র বোধগম্য হয়), এবং (৩) প্রকাশ্যবিষয় যে শব্দাদি, তাহার আবরণ গোচর করিয়া, অর্থাৎ ব্যবধানদূরত্বাদির দ্বারা জ্ঞানরোধ বোধ করিয়া। কঠিনতা, তরলতা বায়বীয়তা, রশ্মিতা প্রভৃতি বোধসকল জাড্যধর্ম্মমূলক ॥ ৫৪ ॥

প্রত্যেক বাহ্যদ্রব্যে বোধ্যের, ক্রিয়ার ও জাড্যধর্ম্মের কতিপয় বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ ত্রিবিশেষ-ধর্ম্মাশ্রয় দ্রব্যকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। যেমন ঘট, পট, ধাতু, পাষাণ প্রভৃতি। (ত্রিবিশেষ ধর্ম্মের উদাহরণ যথা—স্বর্ণ একটি ভৌতিক দ্রব্য, উহাতে অবিশেষ হরিদ্রাবর্ণরূপ বোধ্যধর্ম্মের বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ অবিশেষ শব্দাদিও আছে। তাহা বা পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ বিশেষ ক্রিয়াধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিশেষ ক্রিয়াও আছে। সেইরূপ বিশেষ-প্রকারের কঠিনতা এবং অন্যান্য বিশেষপ্রকার জাড্যধর্ম্ম আছে। এইরূপে সমস্ত ভৌতিক দ্রব্যই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বোধ্যের, ক্রিয়ার ও জাড্যধর্ম্মের আশ্রয়)।

ক্রিয়ার ও জাড্যধর্ম্মও বোধ্য (নচেৎ কিরূপে গোচর হইবে?)। সেইজন্য বোধ্যধর্ম্মেই তাহাদের উপসর্জ্জনভাব অর্থাৎ তাহারা গৌণভাবে থাকে। সেই বাহ্য বোধ্যধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকাশ্যবিষয় (শব্দ-স্পর্শাদি) এবং বাহ্যোদ্ভব অনুভবের বিষয়। তন্মধ্যে প্রকাশ্যধর্ম্ম সকলেরই বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্যব্যাপ্তি আছে। বাহ্যজন্য হইলেও অনুভাব্য বিষয়ের (সুখকরতাদি) বাহ্যব্যাপ্তি স্ফুট নহে। তজ্জন্য সমস্ত বোধ্যের, ক্রিয়ার ও জাড্যধর্ম্মের মধ্যে পুরোবর্ত্তী প্রকাশ্য ধর্ম্ম। প্রকাশ্য ধর্ম্মসকলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অন্য সব ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়।

তস্মাৎ প্রকাশধর্মানুসারত এব স্থূলবিষয়ান্ সূক্ষ্মবিষয়েষু বিভজ্য সাক্ষাৎকরণীয়ম্ । প্রত্যক্ষ-বিষয়াণাং প্রকাশধর্মাণাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ ভেদাঃ । তস্মাৎ পঞ্চ এব তত্তদ্ধর্মাশ্রয়াণি সাক্ষাৎকারযোগ্যানি ভৌতিকোপাদানানি ভূতাখ্যদ্রব্যাণি । ক্রিয়াজাড্যে পরিণাম-রুদ্ধতারূপাভ্যাং সাধারণৌ ভূতেষু সমন্বীয়েতে ॥ ৫৫ ॥

আকাশবায়ুতেজোঽপ্‌ক্ষিতয়ো ভূতানি । তত্র শব্দময়ং জড়পরিণামিদ্রব্যমাকাশম্ । তথা স্পর্শাদিময়া যথাক্রমং বায়্বাদয়ঃ । প্রকাশধর্মমূলবিভাগবন্তি ভূতানি হস্তাদিভিঃ পৃথক্করণীয়ানি । হস্তাদিভির্বিভজ্যমানা ভৌতিকা ভৌতিকান্তরেষু অন্তর্দ্রব্যানুসারী বিভাগঃ স্যাৎ । নিরুদ্ধাপরেষু একৈকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়েণ ভূতানি পৃথগুপলভ্যন্তে । বিতর্কানুগতসমাধৌ নিরুদ্ধেষু সর্বাদিষু অনিরুদ্ধেন শ্রোত্রমাত্রেণ যদ্বাহ্যং শব্দময়ং বস্ত্বিতি প্রত্যক্ষীক্রিয়তে তদাকাশস্বরূপম্ । এতেন বায়্বাদীনামপি স্বরূপমুক্তম্ । কেচিদাহুর্ন সন্তি শব্দাদ্যেকৈকগুণাশ্রয়াণি পৃথগ্‌ভূতানি দ্রব্যাণি, হস্তাদিভিঃ পৃথক্কর্তুং তেষামশক্যত্বাদিতি । লৌকিকানামর্বাগ্দৃশাং পক্ষে তৎ সত্যং, ন তু যোগিনাং সমাধিবলযুক্তানামিতি ব্যাখ্যাতম্ । তৈঃ পুনরভিধীয়তে, একস্যৈব জড়বাহ্যাশ্রয়স্য ক্রিয়াভেদাঃ শব্দাদয়ঃ, কিং পঞ্চদ্রব্যকল্পনেনেতি । তন্নেদং বক্তব্যম্, শব্দাদীনাং ক্রিয়াজন্যত্বাৎ ন চ শব্দাদিমূলস্য বাহ্যদ্রব্যস্য যথা ক্রিয়াতঃ শব্দাদয় উৎপদ্যন্তে অস্তি প্রত্যক্ষযোগ্যতা । বাহ্যসত্তানুমেয়মপ্রত্যক্ষযোগ্যং মূলমস্মিতাধিষ্ঠানমুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ।

তজ্জন্য প্রকাশধর্মানুসারেই বাহ্যের স্থূল বিষয়কে সূক্ষ্মবিষয়ে বিভাগ করিয়া সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য । প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকাশ্য ধর্মসকল তাহাদের শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধনামক পঞ্চ ভেদ আছে । তজ্জন্য সেই পঞ্চপ্রকার ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎকারযোগ্য ভৌতিকের মূলীভূত পঞ্চপ্রকার দ্রব্য আছে, তাহাদের নাম ভূততত্ত্ব । ক্রিয়া ও জাড্যধর্ম, পরিণাম ও রোধকত্বরূপে ভূতেতে সাধারণভাবে অনুগত আছে ॥ ৫৫ ।

আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পাঁচটি পঞ্চভূতের নাম (সাধারণ জল, বাতাস, মাটি নহে) । তন্মধ্যে শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য আকাশের লক্ষণ । সেইরূপ স্পর্শাদিময় জড় পরিণামী দ্রব্যসকল যথাক্রমে বায়ু, তেজ ইত্যাদি । প্রকাশ্য (প্রত্যক্ষ) ধর্মমূলক বিভাগ থাকায় ভূতসকল হস্তাদির দ্বারা পৃথক্‌করণের যোগ্য নহে । হস্তাদির (অর্থাৎ হস্ত ও তৎসহায় যন্ত্রাদির) দ্বারা বিভাগ করিলে ভৌতিক দ্রব্যের অপর আর এক ভৌতিকে অন্তর্দ্রব্যানুসারী বিভাগ হয় । (মনে কর, সিন্দুরকে পারদ ও গন্ধকে বিভাগ করিলে, তাহা ভৌতিককে ভৌতিকে বিভাগ করা হইল, তত্ত্বরূপে বিভাগ হইল না । তবে ভূতসকল কিরূপে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধ হয় ?—) অপর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একটীমাত্র অনিরুদ্ধজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটী ভূত উপলব্ধ হয় । বিতর্কানুগত সমাধিতে ত্বগাদি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বাহ্য "শব্দময় বস্তু আছে" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আকাশের স্বরূপ (তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) । ইহার দ্বারা বায়ু, তেজ প্রভৃতির স্বরূপও ঐ প্রকার বলিয়া বুঝিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন, শব্দাদি এক একটী গুণের আশ্রয়স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, কারণ হস্তাদির দ্বারা পৃথক্ করিয়া তাদৃশ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না । স্থূলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষের পক্ষে তাহা সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগীদের পক্ষে তাহা সত্য নহে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ হস্তাদিদ্বারা পৃথক্ করণযোগ্য না হইলেও যোগীরা সমাধিবীর্যবলে ঐ পাঁচটি তত্ত্ব পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন । তাঁহারা পুনর্বার বলেন, একই জড় বাহ্য-দ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্দস্পর্শাদি, অতএব পঞ্চ দ্রব্য কল্পনা করিয়া লাভ কি ? তাঁহাদের শঙ্কার

বাহ্যমূলায়া যস্যা অস্মিতায়াঃ পরিণামভেদা এব শব্দাদীনামাশ্রয়দ্রব্যাণি। গ্রাহ্যদৃশি গ্রাহ্য-ভূতপ্রকাশক্রিয়াস্থিত্যাত্মকং দ্রব্যমেব শব্দরূপাদের্বাহ্যম্ মূলম্ ইতি বক্তব্যম্। নান্যদত্র কিঞ্চিদ্ বক্তব্যং স্যাৎ মূলং গবেষয়তাং প্রেক্ষাবতাম্। তস্যাশ্চ মূলদ্রব্যস্য প্রকাশগুণস্য ভেদাঃ স্থূলসূক্ষ্ম-শব্দাদয়ঃ। তথা ক্রিয়াস্থিত্যোর্ভেদাঃ শব্দাদিগতাঃ ক্রিয়াজাড্যয়োর্বিশেষাঃ। যেষা-মস্মিতাত্মকং বাহ্যমূলমননুমতং তেষাং শব্দাদ্যাশ্রয়দ্রব্যং সর্ব্বথা প্রমেয়ং স্যাৎ। অপ্রমেয়-দ্রব্যমেকমনেকং বেতি ন বিচার্য্যম্। কিন্তু প্রত্যক্ষধর্ম্মানুসারত এব ভূতবিভাগঃ। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মমপি বাহ্যভাবং সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ পঞ্চধৈব বাহ্যোপলব্ধিঃ স্যাৎ। ৫৬॥

যথা লৌকিকৈর্ব্বিবিধধর্ম্মাশ্রয়াণি ভৌতিকদ্রব্যাণি সন্তীতি নিশ্চীয়তে, তথা যোগিভি-রপি ভূততত্ত্বং সাক্ষাৎকুর্ব্বদ্ভিঃ শব্দাদ্যেকৈকধর্ম্মাশ্রয়িকো বাহ্যভাবো নিশ্চীয়তে। যথা বা লৌকিকৈর্ঘটিকরূপকাদিষু ভৌতিকানি বিভজ্য শিল্পাদৌ প্রযুজ্যন্তে, তথা যোগিভিরপি সর্ব্বভৌতিকেষু শব্দময়াদীনি ভূতাখ্যানি পঞ্চদ্রব্যাণি সাক্ষাৎকুর্ব্বদ্ভিস্ত্রিকালদর্শনাদৌ তানি প্রযুজ্যন্তে। ভূতলক্ষণং যথাহ 'শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥" ইতি ॥ ৫৭॥

উত্তর এই—শব্দাদি ক্রিয়াজাত, অতএব শব্দাদির মূল যে বাহ্যদ্রব্য, যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। বাহ্যের অপ্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু অনুমেয় অস্মিতাস্বরূপ মূল আমরা পরে প্রতিপাদিত করিব। সেই অস্মিতাস্বরূপ বাহ্যমূলের পরিণাম-ভেদই শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য। গ্রাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হইবে যে গ্রাহ্যভূত প্রকাশক্রিয়া-স্থিত্যাত্মক দ্রব্যই শব্দরূপাদির বাহ্যমূল। মূলদ্রব্যের অন্বেষণেচ্ছু পণ্ডিতদের দ্বারা তদ্ব্যতীত এবিষয়ে অন্য কিছু বক্তব্য হইতে পারে না (গ্রাহ্য প্রকাশক্রিয়া-স্থিতির অন্য দিক্ গ্রহণরূপ অস্মিতা)। সেই বাহ্যমূল দ্রব্যের প্রকাশগুণের ভেদ হইতেই নানাবিধ শব্দরূপাদি হয়। সেইরূপ তাহার ক্রিয়া ও স্থিতিধর্ম্মের ভেদেই শব্দাদিগতগত নানাবিধ ক্রিয়া ও জড়তা। যাঁহারা অস্মিতাত্মক বাহ্যমূল স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে শব্দাদির আশ্রয়দ্রব্য সর্ব্বথা অপ্রমেয় হইবে। সেই অপ্রমেয় দ্রব্য এক কি অনেক, তাহা বিচার্য্য নহে, অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, সেই বাহ্যমূল দ্রব্য একই হইবে পঞ্চ হইবে না। কিন্তু প্রত্যক্ষীভূতধর্ম্মানুসারে ভূতবিভাগ করা হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহ্যদ্রব্য সাক্ষাৎকারকালেও পঞ্চপ্রকারেই বাহ্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহা পঞ্চভাবেই প্রত্যক্ষ হয় এক বলিয়া কখনও হয় না, তজ্জন্য ভূতরূপ প্রত্যক্ষতত্ত্ব পঞ্চ বলাই সঙ্গত॥ ৫৬॥

যেমন লৌকিকগণ বোধাদি তিনপ্রকার ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ ভৌতিক পদার্থ আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ নিশ্চয় করে, সেইরূপ যোগিগণ ভূততত্ত্বসাক্ষাৎকারকালে শব্দাদি এক একপ্রকার ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত বাহ্যভাব প্রত্যক্ষনিশ্চয় করেন। আর যেমন লৌকিকগণ স্বর্ণরৌপ্যাদিতে ভৌতিক পদার্থ বিভাগ করিয়া শিল্পাদিতে প্রয়োগ করে, সেইরূপ যোগিগণও ভৌতিকের ভিতর শব্দাদি এক এক গুণময় ভূতনামক পঞ্চ ভিন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহা ত্রিকালদর্শনাদিতে প্রয়োগ করেন (তদ্রূপ, ৮ দ্রষ্টব্য)। ভূতলক্ষণ স্মৃতিতে (অনুবেধ পর্ব) এইরূপ উক্ত হইয়াছে 'আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ, অপ্ রসলক্ষণ এবং সর্ব্বভূতের ধারিণী পৃথ্বী গন্ধলক্ষণা"॥ ৫৭॥

ধাতুমন্থনাদিজন্যত্বাৎ ক্রিয়াত্মকাঃ শব্দাদয় ইতি প্রাগ্ ব্যাখ্যাতম্‌। তত্র শব্দগুণস্যাব্যাহততা বিশ্বতঃ প্রসার্য্যতা অথেতরতুলনয়া চ পুষ্কলগ্রাহ্যতা, ততঃ শব্দাশ্রয়মাকাশং সাত্ত্বিকম্‌। তাপাদেঃ শব্দাপেক্ষয়াপ্রসার্য্যতাদর্শনাৎ বায়ুঃ সাত্ত্বিকরাজসঃ। তদুভয়াভ্যাং রূপস্য ব্যাহততরঃ প্রসারঃ তথা-চিন্ত্যাতিশয়চাঞ্চল্যাচ্চ তস্য ক্রিয়াশীলতা, ততস্তেজো রাজসম্‌। রসো গন্ধাৎ সূক্ষ্মক্রিয়াত্মকত্বাদ্ অপ্‌ভূতং রাজসতামসম্‌। স্থূলক্রিয়াত্মকত্বাদ্ গন্ধস্য ক্ষিতিভূতং তামসম্‌। স্মর্য্যতে চ "অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চ ধাতবঃ" ইতি। পঞ্চ ধাতবঃ পঞ্চ ভূতানীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ষড়্‌জর্ষভ-নীলপীত-মধুরাম্লাদয়ঃ শব্দাদিগুণানাং বিশেষাঃ। সৌক্ষ্ম্যাৎ যত্র ষড়্‌জাদয়স্তেষাং প্রত্যস্তমিতা ভবন্তি, তদবিশেষশব্দাদিজ্ঞানাশ্রয়ং বাহ্যদ্রব্যং তন্মাত্রম্‌। স্থূলস্য সূক্ষ্ম-সংঘাতজন্যত্বাৎ তন্মাত্রং ভূতকারণম্‌। ভূতবৎ তন্মাত্রমপি প্রত্যক্ষতত্ত্বং, নানুমেয়মাত্রম্‌। প্রত্যক্ষেণ যৎ তত্ত্বমুপলভ্যতে তৎ প্রত্যক্ষতত্ত্বম্‌। উক্তমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়াত্মকক্রিয়াগ্রাহকত্বম্‌। সমাধিনা স্থৈর্য্যকাষ্ঠাপ্রাপ্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তেষাং বিষয়চাঞ্চল্যগ্রাহকতাভাবে চ প্রত্যস্তময়তে বিষয়জ্ঞানম্‌। প্রাগস্তগমনাদতিস্থিরয়েন্দ্রিয়প্রণালিকয়া গৃহীতাতিসূক্ষ্মবৈষয়িকক্রিয়া যদ্-বাহ্যজ্ঞানমুৎপাদয়তি তৎক্ষণপ্রতিযোগিনী ক্রিয়াপরিণতির্বা তন্মাত্রস্বরূপম্‌। তদাতিস্থৈর্য্যাদিন্দ্রিয়াণাং স্থূলক্রিয়াত্মকা বিশেষবিষয়াঃ সূক্ষ্মেণ একয়ৈব দিশা গৃহ্যন্তে। তস্মাৎ তন্মাত্রাণি অবিশেষা ইত্যুচ্যন্তে। যথোক্তম্‌ 'তস্মিংস্তস্মিংশ্চ তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। ন

ধাতু-মন্থনাদি জাত বলিয়া শব্দাদি ক্রিয়াত্মক, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দগুণের অব্যাহততা, চতুর্দ্দিকে প্রসার, এবং অপর সকলের তুলনায় অধিকতর গ্রাহ্যতা ("প্রাণতত্ত্বে" দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, তজ্জন্য শব্দাশ্রয় আকাশ সাত্ত্বিক। শব্দাপেক্ষা তাপাদির অপ্রসার্য্যতা দেখা যায় বলিয়া বায়ু সাত্ত্বিকরাজস। তদুভয় হইতে রূপের প্রসার আরও বাধনযোগ্য (অর্থাৎ শব্দ ও তাপ যাহার দ্বারা বাধিত হয় না, রূপ তাহার দ্বারা বাধিত হয়) এবং তাহা অচিন্ত্যবেগে চলনকারী বা ক্রিয়াধিক বলিয়া তেজ রাজস। গন্ধ হইতে রস সূক্ষ্মক্রিয়াত্মক তজ্জন্য অপ্‌ রাজস-তামস। আর গন্ধের স্থূলক্রিয়াত্মকত্বহেতু ক্ষিতিভূত তামস। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা "তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চধাতু উৎপাদন করে" (অশ্বমেধ পর্ব্ব)। পঞ্চধাতু অর্থে পঞ্চভূত ॥ ৩৮ ॥

ষড়্‌জ, ঋষভ, নীল, পীত, মধুর, অম্ল প্রভৃতি শব্দাদি গুণসকলের বিশেষ। সূক্ষ্মতা-বশতঃ যেখানে ষড়্‌জাদি-ভেদ একীভূত হইয়া যায়, সেই অবিশেষ শব্দাদিজ্ঞানের আশ্রয়ভূত বাহ্যদ্রব্য তন্মাত্র। স্থূলসকল সূক্ষ্মের সংঘাত-জন্য বা সমষ্টি রূপ বলিয়া তন্মাত্র স্থূলভূতের কারণ। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রও প্রত্যক্ষতত্ত্ব, অনুমেয়-মাত্র নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহার তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষতত্ত্ব। ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়াত্মক ক্রিয়ার গ্রাহক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সমাধিদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে স্থির হইলে ও তাহাদের দ্বারা বৈষয়িক চাঞ্চল্য গৃহীত হইবার যোগ্যতা লোপ পাইলে বিষয়জ্ঞান প্রত্যস্তমিত হয়। বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতিস্থির ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বৈষয়িক ক্রিয়া গৃহীত হইয়া তাহা যে বাহ্যজ্ঞান উৎপাদন করে, অথবা সেই ক্ষণব্যাপী ক্রিয়াজনিত যে পরিণাম, তাহাই তন্মাত্রের স্বরূপ। তখন ইন্দ্রিয়গণের অতিস্থৈর্য্যহেতু স্থূলচাঞ্চল্যাত্মক বিশেষবিষয়গণ, একইমাত্র সূক্ষ্মপ্রকারে গৃহীত হয়, তজ্জন্য তন্মাত্রগণকে অবিশেষ বলা যায়। যথা উক্ত হইয়াছে (বিষ্ণু পুঃ) "সেই সেই গুণের মধ্যে তাহা-মাত্র বলিয়া (অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র

শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ ॥" ইতি। বিশেষাঃ ষড়্জাদয়স্তদ্রহিতা অবিশেষা ইত্যর্থঃ। যথোক্তম্ 'বিশেষাঃ ষড়্জগান্ধারাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদয়ঃ মৃদুতাদয়' ইতি। বিশেষরহিতত্বাত্তানি শান্তাদিশূন্যানি। শান্তঃ সুখকরঃ, ঘোরো দুঃখকরঃ, মূঢ়ো মোহকর ইতি। বাহ্যানাং নীলপীতাদিবিশেষগুণেভ্য এব সুখাদিকরত্বং, তদ্রহিতস্যাবিশেষসৌক্ষ্ম্যস্য তন্মাত্রস্য নাস্তি সুখাদিকরত্বমিতি। তন্মাত্রাণি যথা—শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি। তানি যথাক্রমমাকাশাদীনাং কারণানি। শব্দাদিগুণানাং যাতিসূক্ষ্মাবস্থা তদাশ্রয়ং দ্রব্যমেব তন্মাত্রম্। যথোক্তং ভাস্করাচার্যেণ বাসনাভাষ্যে "গুণস্যাতিসূক্ষ্মরূপেণাবস্থানং তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে" ইতি। তথা চ "শব্দাদিবিশেষাণাং হি ক্ষোভকত্বং যদেকমক্ষোভকং প্রাগ্ভাবি সামান্যমবিশেষাত্মকং তত্তত্তন্মাত্রম্ এবং শব্দাদেরপি মাত্রম্' ইত্যাভিনবগুপ্তঃ। সূক্ষ্মগুণাশ্রয়স্য ক্ষণক্রমেণ গৃহ্যমাণস্য সূক্ষ্মৈকাবয়বঃ পরমাণুঃ। ভূতবৎ তন্মাত্রাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাণি। নিরুদ্ধেষু পরেষ্বেকৈকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়েণ বিচারানুগতসমাধিস্থিরেণ গৃহ্যমাণানি তানি পৃথগুপলভ্যন্তে ॥ ৫৯ ॥

তন্মাত্রেভ্যঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ সাক্ষাৎ ভাবো ন প্রত্যক্ষযোগ্যঃ। ভূততন্মাত্রয়োঃ স্বরূপপ্রত্যক্ষং যোগে বিবৃতম্। তন্মাত্রকারণং ন সাক্ষাদেব প্রত্যক্ষীভবতি। তত্তু অনুমানেন নিশ্চীয়তে। যোগিনাং পরমপ্রত্যক্ষপূর্বকং হি তদনুমানম্। তন্মাত্রসাক্ষাৎকারে বিষয়স্য সূক্ষ্মচাঞ্চল্যক্ষণমনুভূয়তে, তত ইন্দ্রিয়াণামপি অভিমানাত্মকত্বমুপলভ্যতে। তস্য চাভিমানস্য

ইত্যাদি বলিয়া) তন্মাত্র নাম হইয়াছে। তাহারা শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় নহে কিন্তু অবিশেষ, অর্থাৎ ষড়্জ-ভেদ বা বিশেষ রহিত, বিশেষ অর্থে ষড়্জাদি। যথা উক্ত হইয়াছে "বিশেষ ষড়্জগান্ধারাদি, শীতোষ্ণাদি, নীলপীতাদি, কষায়মধুরাদি, মৃদুতাদি"। বিশেষরহিতত্বহেতু তাহা শান্তাদিভাব-শূন্য। শান্ত সুখকর, ঘোর দুঃখকর, মূঢ় মোহকর। বাহ্যদ্রব্যের নীলপীতাদি বিশেষ গুণ হইতে সুখদুঃখাদিকরত্ব হয়, নীলাদি-বিশেষ-রহিত একরস তন্মাত্র, তজ্জন্য তাহা সুখাদিকর নহে। তন্মাত্রগণ যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহারা যথাক্রমে আকাশাদিস্থূলভূতের কারণ। শব্দাদি গুণ সকলের যে অতিসূক্ষ্মাবস্থা, তাহার আশ্রয়দ্রব্যই তন্মাত্র। ভাস্করাচার্য্য কর্তৃক বাসনাভাষ্যে যেরূপ উক্ত হইয়াছে 'গুণের অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থানই তন্মাত্র শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে"। "ক্ষোভাত্মক বা স্থূল, ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দাদির যাহা অক্ষোভাত্মক সূক্ষ্ম অবিশেষ এবং কারণরূপ) প্রাগ্ভাবী ও তাহাদের (উপাদানস্বরূপ) সামান্য তাহাই যথাক্রমে শব্দস্পর্শাদির তন্মাত্র। শব্দাদিবিষয়েও ইহা বক্তব্য" ইহা অভিনবগুপ্ত বলেন। তাদৃশ সূক্ষ্মগুণাশ্রয় ক্ষণক্রমে গৃহ্যমাণ দ্রব্যের সূক্ষ্ম একাবয়বই পরমাণু। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রগণও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া একটিমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিচারানুগত সমাধির দ্বারা স্থির করিয়া গ্রহণ করিলে তন্মাত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয় ॥৫৯॥

তন্মাত্র হইতে পর সূক্ষ্ম সাক্ষাৎ ভাব আর প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ভূত ও তন্মাত্রের স্বরূপপ্রত্যক্ষ কি প্রকার তাহা যোগে বিবৃত হইয়াছে। তন্মাত্রের কারণ-পদার্থ সাক্ষাৎরূপে প্রত্যক্ষভূত হয় না, তাহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। যোগীদের পরমপ্রত্যক্ষপূর্ব্বক সেই অনুমান হয়। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারকালে বিষয়ের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য-ক্ষণতার উপলব্ধি হয় (সমাধির দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তিকে সম্পূর্ণ স্থির করিলে বিষয়জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু স্থৈর্য্যকে কিঞ্চিৎ ন্যূন

গ্রাহ্যকৃতোদ্রেকাজ্জ্ঞানম্। যদভিমানং চালয়তি তদভিমানসজাতীয়ং স্যাদিতি। তস্মাদ্ গ্রাহ্যমভিমানাত্মকমিত্যনয়া দিশা গ্রাহ্যমূলগ্রহণয়োঃ সজাতীয়ত্বং নিশ্চীয়তে। কিং চ বিষয়মূলং খলু ক্রিয়াশীলম্। বাহ্যক্রিয়া দেশান্তরগতিঃ। দেশজ্ঞানঞ্চ শব্দাদ্যবিনাভাবি। গ্রাহ্যমূলে শব্দাদ্যভাবাৎ ন তত্র দেশব্যাপিনী ক্রিয়া কল্পনীয়া। তস্মাদ্ বিষয়মূলবর্ত্তিনঃ ক্রিয়া অদেশব্যাপিনী। তাদৃশী চ ক্রিয়া অভিমানস্যৈব। তস্মাদভিমানরূপং বাহ্যমূলমিতি ॥ ৬০ ॥

সতঃ নিষ্ক্রিয়াশ্রয়দ্রব্যস্য বাহ্যমূলস্য সত্তামাত্রভাবেনাপি অভিমানাত্মকত্বাভিধানং যুক্তম্। সদ্বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষে ভাবে গৃহ্যমাণধর্ম্মৈর্বিশিষ্টা সমুৎপদ্যতে, অপ্রত্যক্ষে চ ভাবে পূর্ব্বজ্ঞাতধর্ম্মৈর্বিশিষ্টা উৎপদ্যতে, ন নির্বিশিষ্টা সদ্বুদ্ধিঃ সমুৎপদ্যতে। অপ্রত্যক্ষস্য বাহ্যমূলস্য সত্তা অস্মাহঙ্কারেণৈবোপলভ্যতে, সা চ সদ্বুদ্ধিঃ কৈর্ধর্ম্মৈর্বিশিষ্টা ভাবনীয়া স্যাৎ? ন রূপাদিধর্ম্মাস্তত্র কল্পনীয়াঃ, বাহ্যমূলে তদভাবাৎ। তস্মাৎ সত্তামাত্রভাবাদান্তরদ্রব্যধর্ম্মা এব তত্র কল্পনীয়াঃ। অতঃ বাহ্যানাং রূপাদেরাশ্রয়স্য চাভিমানাদতিরিক্তো বস্তুধর্ম্মী নাস্মাভিঃ স্বীক্রিয়তে। সর্ব্বা'প্রত্যক্ষজ্ঞেয়পদার্থসত্তা বাহ্যৈর্বাহ্যবৈশিষ্ট্যৈর্ন বিশিষ্টা কল্পনীয়া ॥ ৬১ ॥

করিলে তন্মাত্রজ্ঞান হয়, এইরূপ অনুভব করিয়া বিষয়ের চাঞ্চল্যাত্মকত্ব অনুভূত হয়); আর, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারের পর ইন্দ্রিয়গণও যে অভিমানাত্মক, তাহার উপলব্ধি হয়। সেই অভিমানের গ্রাহ্যকৃত উদ্রেক হইতে বিষয়-জ্ঞান হয়। যাহা অভিমানকে চালিত করে তাহা অভিমান-সজাতীয় হইবে অর্থাৎ কালিক ক্রিয়াযুক্ত এক মনই এক মনকে ভাবিত করিতে পারিবে। তজ্জন্য গ্রাহ্য বিষয় অভিমানাত্মক। এইপ্রকারে গ্রাহ্য মূল এবং তাহার গ্রাহক এই উভয়ই যে একজাতীয় বা অভিমানাত্মক, তাহা যোগিগণ পরমপ্রত্যক্ষপূর্ব্বক অনুমান করেন (লৌকিকদের পরমপ্রত্যক্ষ না থাকিলেও ঐ প্রকারের যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় হয়)। কিন্তু বিষয়মূল দ্রব্য যে ক্রিয়াযুক্ত তাহা সিদ্ধ (কারণ বিষয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াত্মক)। বাহ্য ক্রিয়া দেশান্তর-প্রাপ্তি। দেশজ্ঞান কিন্তু শব্দাদিজ্ঞানের সহভাবী। বাহ্যমূলে শব্দাদি না থাকায় তাহার ক্রিয়া 'দেশান্তর-গতি' এরূপ কল্পনা যুক্ত নহে। সুতরাং বাহ্যমূলের ক্রিয়া অদেশাশ্রিত। অদেশাশ্রিত ক্রিয়া অন্তঃকরণেরই হয়। সুতরাং বাহ্যমূল দ্রব্য অস্মিতা-স্বরূপ ॥ ৬০ ॥

সৎ, নিষ্ক্রিয়াশ্রয় বাহ্যমূল দ্রব্যকে সত্তামাত্রভাবেও অভিমানাত্মক বলিয়া ধারণা করা যুক্ত, অর্থাৎ তাহা 'আছে' বলিয়া জানা যায় কিন্তু অভিমানস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা কল্পনা করা যুক্ত হয় না। তাহার কারণ এই—প্রত্যক্ষ দ্রব্যে গৃহ্যমাণ শব্দাদিধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া তাহাতে সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, (যেমন, "কৃষ্ণবর্ণ গর্জনকারী মেঘ আছে")। আর তাহা অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুমান ও আগমের দ্বারা নিশ্চয় বিষয়ে পূর্ব্বজ্ঞাত ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় (যেমন, দূরস্থ ধূমদণ্ডের নীচে "অগ্নি আছে"। এইরূপ সদ্বুদ্ধিতে পূর্ব্বজ্ঞাত যে ধর্ম্মসমষ্টি, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া সে স্থলে অগ্নিরূপ সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়)। সদ্বুদ্ধি কখনও অবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না (অর্থাৎ শুধু "আছে" এরূপ জ্ঞান হয় না, "কিছু আছে" এইরূপই হয়; "আছে" বলিলে তাহার সঙ্গে 'কিছু'ও কল্পনীয়)। অপ্রত্যক্ষ যে বাহ্যমূল (তন্মাত্রের কারণ), তাহার সত্তা অস্মাহঙ্কারেই উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়কে যাহা উদ্রিক্ত করিতেছে, সেইরূপ কিছু অবশ্যই বর্ত্তমান আছে। সেই সদ্-বুদ্ধিকে কোন্ ধর্ম্মসকলের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া ধারণা করা উচিত? রূপাদি ধর্ম্ম তাহাতে কল্পনীয় নহে, কারণ বাহ্যমূলে তাহা নাই। তজ্জন্য সত্তামাত্রভাবে তাহাকে আন্তর দ্রব্যের

অতঃ সিদ্ধং বাহ্যমূলস্যাভিমানাত্মকত্বম্ । যস্য তদভিমানঃ স বিরাট্ পুরুষ ইত্যভিধীয়তে । অস্মত্তুলনয়া তস্য নিরতিশয়মহত্ত্বম্ । তথা চ শাস্ত্রম্ "তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি-পুরুষ" ইতি । অন্যাচ্চ "যদা প্রবুদ্ধো ভগবান্ প্রবুদ্ধমখিলং জগৎ । তস্মিন্ সুপ্তে জগৎ সুপ্তং তন্ময়ঞ্চ চরাচরম্ ॥" ইতি । প্রবুদ্ধো যোগৈশ্বর্যমনুভবন্ সুপ্তো নিরুদ্ধচিত্ত ইত্যর্থঃ ।

সুপ্তিজাগরাভ্যাং চেজ্জগতো লয়াভিব্যক্তী, তদা তদুভয়াশ্রয়ভূতঃ বিরাট্পুরুষস্যান্তঃ-করণমেব জগদাত্মকমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬২ ॥

পুরুষবিশেষস্যেচ্ছাসম্ভূতমিদং জগদিত্যভ্যুপগমেঽপি জগতঃ অভিমানাত্মকত্বং স্যাৎ । ইচ্ছায়া অন্তঃকরণবৃত্তিত্বং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং, সা চেজ্জগত একমেব কারণং তদা জগন্মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মকং স্যাদিতি । গ্রাহ্যাত্মকো বৈরাজাভিমানো ভূতাদিরিতি আখ্যায়তে । গ্রহণে যঃ প্রকাশধর্ম্মো গ্রাহ্যাত্মাপন্নায়ামস্মিতায়াং স বোধ্যত্বধর্ম্মত্বেন ভাসতে । তথা গ্রহণে যঃ প্রবৃত্তি-ধর্ম্মো গ্রাহ্যে তৎ ক্রিয়াত্বম্ । গ্রহণে চ যদাবরণং গ্রাহ্যে তজ্জাড্যম্ । গ্রাহ্যরূপেণ বৈরাজাভি-মানেন বিষয়াত্মক্রিয়াশীলেন সমুদ্রিক্তায়ামস্মদস্মিতায়াং গ্রহণগ্রাহ্যভাবা অভিব্যজ্যন্তে । গ্রহণভাবনাধিকরণং কালঃ, গ্রাহ্যভাবনা দিক্ । পরিণামস্যানন্ত্যাৎ কালাবকাশয়োরনন্ত্য

সমর্থক বলিয়া ধারণা করা উচিত, কারণ বাহ্য রূপাদি এবং আন্তর অভিমানাদির অতিরিক্ত বস্তুধর্ম্ম আর আমরা জানি না। সমস্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞেয় পদার্থের সত্তা হয় আন্তর, অথবা বাহ্য, এই উভয়প্রকার ধর্ম্মের একজাতীয় ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া কল্পনীয় (তন্মধ্যে যখন বাহ্যমূলে রূপাদি ধর্ম্ম নাই ইহা নিশ্চয়, তখন তাহাকে আন্তর ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ধারণা করাই যুক্ত) ॥ ৬১ ॥

এই সকল হেতুবশতঃ বাহ্যমূলের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল। যে পুরুষের সেই অভিমান, তাঁহার নাম বিরাট্ পুরুষ। আমাদের তুলনায় তাঁহার নিরতিশয় মহত্ত্ব। শ্রুতি (ঋগ্বেদ) যথা "তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছিল, বিরাটের উপরে অধ্যক্ষ পুরুষ।" অন্য শাস্ত্র যথা "যখন ভগবান্ প্রবুদ্ধ হন, তখন অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, আর যখন তিনি সুপ্ত হন তখন সমস্ত জগৎ সুপ্ত হয়, এই চরাচর তন্ময়।" প্রবুদ্ধ অর্থে যোগৈশ্বর্য্য-অনুভবকালের অবস্থা। সুপ্ত অর্থে চিত্তনিরোধে যোগনিদ্রাগত। সুপ্তি এবং জাগরণ হইতে যদি জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে সেই দুই ব্যাপারের আশ্রয়ভূত বিরাট্ পুরুষের অন্তঃকরণ বা অস্মিতাই জগদাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬২ ॥

এই জগৎ কোনও পুরুষ-বিশেষের ইচ্ছা-সম্ভূত—এই মতেও জগতের অভিমানাত্মকত্ব সিদ্ধ হইবে। তাহার কারণ এই,—ইচ্ছা যে অন্তঃকরণধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা যদি জগতের একমাত্র কারণ হয় (নিমিত্ত ও উপাদান), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক হইবে। গ্রাহ্যের আত্মভূত বৈরাজাভিমানকে ভূতাদি বলে। গ্রহণের দিকে যাহা প্রকাশ্য-ধর্ম্ম, অস্মিতা বাহ্যবস্তুরূপে গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্বধর্ম্মরূপে প্রতিভাসিত হয়। সেইরূপ, গ্রহণে যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টাধর্ম্ম, গ্রাহ্যে তাহা ক্রিয়াত্বধর্ম্ম। আর গ্রহণে যাহা আবরণ (সংস্কাররূপে থাকা), গ্রাহ্যে তাহা জাড্য। বিরাট্ পুরুষের গ্রাহ্যরূপ বিষয়াত্মক সক্রিয় অস্মিতার দ্বারা আমাদের অস্মিতা ক্রিয়াশীল হইলে গ্রাহ্য ও গ্রহণ অভিব্যক্ত হয় (বিরাটের অভিমান-চাঞ্চল্যের মধ্যে যাহা প্রকাশাধিক, তাহা হইতে বোধ্যত্বধর্ম্মপ্রতীতি হয়, সেইরূপ ক্রিয়াধিক ও আবরণাধিক চাঞ্চল্য হইতে ক্রিয়াত্ব ও জাড্য ধর্ম্মের প্রতীতি হয়। ফলে, বিরাটের ভূত-ভৌতিক জ্ঞানের দ্বারা ভাবিত হইয়া অস্মদাদিরও ভূত-ভৌতিক জ্ঞান হয়)। গ্রহণ-ভাবের

প্রতীয়তে। অতঃ সদ্ক্রিয়াধিকরণভূতৌ দিক্কালৌ অপরিমেয়ৌ। গ্রহণাত্মিকায়া অস্মিতায়াঃ পঞ্চধা পরিণতয়ো গ্রাহ্যতাপন্নাস্তা এব পঞ্চভূততন্মাত্ররূপা বাহ্যভাবাঃ। যথা গ্রহণে গুণবিভাগস্তথৈব গ্রাহ্যে ॥ ৬৩ ॥

ন ভূতাৎ তত্ত্বান্তরং ভৌতিকম্। প্রকাশ্যকার্য্যধার্য্যধর্ম্মাণাং সংকীর্ণগ্রহণমেব ভৌতিকস্বরূপম্, চাঞ্চল্যাৎ স্থূলেন্দ্রিয়াণাং তথা গ্রহণম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়া বাক্যশিল্পগমনমলত্যাগজননানীতি পঞ্চ কার্য্যবিষয়াঃ, তথা চ বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানং চালনশক্ত্যধিষ্ঠানম্ অপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানং সমনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানঞ্চেতি পঞ্চ ধার্য্যবিষয়াঃ, যেষাং সংঘাতঃ শরীরমিতি ॥ ৬৪।

ব্যাখ্যাতানি তত্ত্বানি। লোকানাং সর্গপ্রতিসর্গৌ প্রচক্ষ্মহে— অনাদী প্রধানপুরুষৌ উপাদাননিমিত্তভূতৌ করণানাম্। বিদ্যমানে কারণে প্রতিবন্ধাভাবে চ কার্য্যস্যাপি বিদ্যমানতা স্যাদিতি নিয়মাৎ করণান্যনাদীনি। যথোক্তঃ 'ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারাৎকর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ

অধিকরণ কাল, এবং প্রাপ্যভাবের অধিকরণ দিক্। পরিণামের অনন্ততাহেতু অর্থাৎ এত-পরিমাণ পরিণাম হইবে, আর হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম বা সংকোচক হেতু না থাকাতে, দিক্ ও কালের অনন্ততার প্রতীতি হয়। তজ্জন্য সদ্ক্রিয়ার বা 'আছে'—এই ক্রিয়া-পদের, অধিকরণ দিক্ ও কাল অপরিমেয়। গ্রহণাত্মিকা অস্মিতার যে পঞ্চধা পরিণতি, গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া সেই পঞ্চপ্রকার পরিণতিই ভূত ও তন্মাত্র-স্বরূপ বাহ্যভাব হয়। যেমন গ্রহণে গুণের বিভাগ, তেমনি গ্রাহ্যেও সত্ত্ব রজ ও তমোরূপ গুণ-বিভাগ। ৬৩ ॥

ভূত হইতে ভৌতিক তত্ত্বান্তর নহে অর্থাৎ ভূতের যেমন নীলপীতাদি গুণ, ভৌতিকেরও তদ্রূপ। প্রকাশ্য, কার্য্য এবং ধার্য্য ধর্ম্মের সংকীর্ণ গ্রহণই ভৌতিকের স্বরূপ*। স্থূলেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য-হেতু সেইরূপ গ্রহণ হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ **প্রকাশ্যবিষয়**। বাক্য শিল্প, গমন, মলত্যাগ ও জনন এই পঞ্চ **কার্য্যবিষয়**। আর বাহ্যোদ্ভববোধ, ধাতুগতবোধ, চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তির অধিষ্ঠানই **ধার্য্যবিষয়**। তাহাদের সংঘাতই শরীর ॥ ৬৪ ॥

তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে লোকসকলের সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হইতেছে (ইহার বিশেষজ্ঞান অনুমেয় নহে বলিয়া শাস্ত্র হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে)। অনাদি পুরুষ ও প্রধান করণসকলের নিমিত্ত ও উপাদানভূত। কারণ বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য্যও বিদ্যমান থাকিবে, এই নিয়মহেতু করণসকলও অনাদি। (যখন পুরুষ ও প্রধান করণসকলের কেবলমাত্র কারণ, এবং তাহারা যখন অনাদি-বিদ্যমান

* সাধারণ চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু বহুবিধ শব্দাদি বিষয় একত্র পুঞ্জপদার্থের ন্যায় গৃহীত হয়, তাহাই ভৌতিক দ্রব্য। ভূত ও ঘটাদি ভৌতিকের ইহাই প্রভেদ, অন্যথা কোন পার্থক্য নাই। ঘট প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ শব্দাদি-ধর্ম্মের সমষ্টি, কিন্তু সেই ধর্ম্মসকল ঘট-জ্ঞান-কালে চিত্ত-চাঞ্চল্য-হেতু সংকীর্ণ ভাবে উদিত হয়। তাহাই ঘট নামক ভৌতিক। স্থির চিত্তের দ্বারা ঘটের রূপাদি ধর্ম্ম পৃথক্ উপলব্ধি করিতে থাকিলে ঘটরূপ ভৌতিক জ্ঞান অপগত হইয়া তথায় তেজ আদি ভূতের প্রতীতি হয়। সাধারণ ঘট-জ্ঞান নানা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সমাহার-স্বরূপ। চিত্তের দ্বারা সেই সমাহার হয়। ঘটের রূপমাত্র বা শব্দস্পর্শাদিমাত্র পৃথক্ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইলে সেই সমাহার বা সংকীর্ণ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহা কেবল রূপাদি তত্ত্বরূপে বিজ্ঞাত হয়।

সংযোগ" ইতি। তথা চ "অনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগ" ইতি। তথা চ পৌরাণশ্রুতিঃ "নিত্যং মনো'নাদিত্বাৎ, ন হ্যমনাঃ পুমান্ স্থিতঃ" ইতি। অন্যা শ্রুতিশ্চাত্র "সোহনাদিনা পুণ্যেন পাপেন চানুবদ্ধঃ পরেণ নির্মুক্ত আনন্ত্যায় কল্পতে" ইতি। এবং ত্বাদৃশশাস্ত্রশতেভ্যো'পি পুরুষস্যানাদিকরণবত্তা সিধ্যতি। তন্মাত্রসংগৃহীতানি করণানি লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। লিঙ্গশরীরাণীমান্যসংখ্যান্যতোহসংখ্যাতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ। কস্মাদসংখ্যানি লিঙ্গশরীরাণি, স্বোপাদানস্যামেয়ত্বাদিতি। অপরিমেয়স্যোপাদানস্য পরিমিতকার্যাণ্যসংখ্যানি স্যুঃ। গুণসন্নিবেশভেদানামনন্তত্বাদসংখ্যাতাঃ করণপ্রকৃতয়ঃ। অতঃ অসংখ্যাঃ জীবযোনয়ঃ। উপাদানস্যামেয়ত্বাজ্জীবনিবাসা লোকা অপ্যনন্তাস্তথা চানন্তবৈচিত্র্যান্বিতাঃ। যথোক্তম্ "তে চাপ্যন্তং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ। দুর্গমত্বাদনন্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানদ"॥ অতস্তে হ্যসংখ্যেয়াঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ কদাচিল্লীনকরণাঃ কদাচিদ্ ব্যক্তকরণা অসংখ্যা যোনীঃ আপদ্যমানা বা ত্যজন্তো বা অসংখ্যেষু লোকেষু বর্তন্তে ॥ ৬৫ ॥

দ্বিবিধঃ করণলয়ঃ, সাধিতঃ সাংসিদ্ধিকশ্চ। তত্র যোগেন সাধিতো লিঙ্গশরীরলয়ঃ, গ্রাহ্যাভাবলয়স্তু সাংসিদ্ধিকঃ। গ্রাহ্যাভাবে করণকার্যাভাবঃ, কার্যাভাবে ক্রিয়াত্মনাং করণানাং লয় ইতি নিয়মাদ্ গ্রাহ্যাভাবে লয়ঃ করণশক্তীনাম্। যথাহ "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্" ইতি। লীনে গ্রাহ্যে

আছে, আর কার্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ তৃতীয় পদার্থ যখন বর্তমান নাই, তখন তাহাদের কার্যসকলও অনাদি-বর্তমান বলিতে হইবে)। যথা উক্ত হইয়াছে "ধর্মী-সকলের অনাদি-সংযোগহেতু ধর্মসকলেরও অনাদি-সংযোগ দেখা যায়"। "পুংপ্রকৃতির অনাদি অর্থঘটিত সংযোগ" (যোগভাষ্য), পৌরাণশ্রুতি যথা "মন নিত্য, অনাদিত্বহেতু পুরুষ (জীব) কখনও অমনা থাকেন না"। অন্য শ্রুতি যথা "অনাদি পুণ্য ও পাপের দ্বারা অনুবদ্ধ সেই পুরুষ পরমজ্ঞানের দ্বারা নির্মুক্ত হইয়া অনন্তবান থাকেন" (মাণ্ডুভাষ্য)। ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র হইতে পুরুষের অনাদি করণবত্তা সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত করণসকলকে লিঙ্গ-শরীর বলা যায়। লিঙ্গ-শরীরসকল অসংখ্য বলিয়া দেহীরাও অসংখ্য। কেন লিঙ্গ-শরীরসকল অসংখ্য?—তাহাদের উপাদান অমেয় বলিয়া। অপরিমেয় উপাদানের পরিমিত কার্যসকল অসংখ্য হইবে (কারণ পরিমিতের সমষ্টি পরিমিত হয়, অপরিমিত হয় না। এই অপরিমিত বিশ্বের উপাদান যে প্রধান, তাহা অপরিমিত)। গুণের সন্নিবেশভেদ অনন্ত-প্রকারের হইতে পারে, তজ্জন্য করণসকলের প্রকৃতিও অনন্ত, সুতরাং জীবের জাতিও অনন্তপ্রকারের। আর উপাদানের অমেয়ত্ব-হেতু জীবনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন। শাস্ত্রে (মহাভারতে) আছে "হে মানদ (মানদাতা), ইহা জানিও যে দুর্গমত্ব ও অনন্তত্ব-হেতু দেবতারাও এই নভোমণ্ডলের অন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না।" অতএব সেই অসংখ্য জীবসকল কখনও লীনকরণ অথবা ব্যক্তকরণ হইয়া অসংখ্য যোনিতে উৎপন্ন হইয়া অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া অসংখ্য লোকেতে বর্তমান আছে ॥৬৫ ॥

বুদ্ধ্যাদি-করণলয় দ্বিবিধ, সাধিত বা উপায়-প্রত্যয় এবং সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে যোগের দ্বারা লিঙ্গশরীরের সাধিত-লয় হয়, আর গ্রাহ্যাশ্রয় নষ্ট হইলে যে লিঙ্গদেহ লয় হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক। গ্রাহ্যের অভাবে করণের কার্যাভাব হয়, আর কার্যাভাবে ক্রিয়াস্বরূপ করণের লয় হয়; এই নিয়মে গ্রাহ্যাভাবে করণশক্তিসকলের লয় হয়। যথা উক্ত হইয়াছে "চিত্র

করণানি লীনানি তিষ্ঠন্তি। ন চ তেষামত্যন্তনাশঃ, নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি নিয়মাৎ। গ্রাহ্যাদ্যভিব্যক্তৌ তানি পুনরভিব্যজ্যন্তে, শ্রুতিশ্চাত্র "তে বিনষ্টা নির্বিশন্তি, অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্ত" ইতি, "ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" ইতি চাত্র স্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

উক্তং জগতো বৈরাজাভিমানাত্মকত্বম্। স্মৃতিরত্র যথা "অভিমান ইতি খ্যাতঃ সর্বভূতাত্মভূতকৃৎ। ব্রহ্মা বৈ স মহাতেজা য এতে পঞ্চ ধাতবঃ। শৈলাস্তস্যাস্থিসংজ্ঞাস্তু মেদো মাংসঞ্চ মেদিনী।" ইতি। মেদমাংসে সংঘাতাভিমান ইত্যর্থঃ। তদন্তঃকরণস্য চ নিরোধানিরোধাভ্যাং সুপ্তিজাগরাভ্যাং বা জগতঃ লয়াভিব্যক্তী। সুপ্তৌ জড়তা ক্রিয়াশূন্যতা বা ভবতি। বিষয়াণাং ক্রিয়াত্মকত্বাৎ জাড্যাপন্নে তন্মূলে বৈরাজাভিমানে বিষয়া লীয়ন্তে। ততোঽস্মদাদীনামপি বিষয়লয়ঃ। জাগরে চ ক্রিয়াশীলে বৈরাজাভিমানে বিষয়া অভিব্যজ্যন্তে। ততঃ সজাতীয়ত্বাদ্বৈরাজবিষয়ৈরস্মদাদীনাং করণানি ব্যক্ততামাপদ্যন্তে, যথা সুপ্তঃ পুরুষশ্চাল্যমান উন্নিদ্রো ভবতি। তন্মূলক বৈচিত্র্যাৎ শব্দাদীনাং বৈচিত্র্যম্। স্মর্যতে চ "অহঙ্কারেণাহরতে গুণানিমান্ ভূতাদিরেবং সৃজতে স ভূতকৃৎ। বৈকারিকঃ সর্বমিদং বিচেষ্টতে স্বতেজসা রঞ্জয়তে জগত্তথা॥" ইতি। স ভূতকৃদ্ভূতাদির্বৈকারিকোঽহঙ্কারঃ অভিমানেন ইমান্ শব্দাদিগুণানাহরতে বিচেষ্টতে চ বিচেষ্টৈন্ জগদিদং স্বতেজসা রঞ্জয়তে নিয়মানারোপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে, অথবা ছায়া যেমন স্থাণু আদি ব্যতিরেকে, থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ বা ভালশরীর বিনা লিঙ্গ নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারে না।" (সাংখ্য কা)। প্রলয়ে লীন হইলে করণসকল লীনভাবে বর্তমান থাকে, তাহাদের অত্যন্ত নাশ হয় না, কারণ বিদ্যমান পদার্থের অভাব অসম্ভব। গ্রাহ্যের অভিব্যক্তি হইলে তাহারা পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। এবিষয়ে শ্রুতি (কাষায়ণ) যথা, "তাহারা (জীবগণ) অবিনষ্ট হইয়া লীন হয়, এবং অবিনষ্ট থাকিয়া উৎপন্ন হয়।" স্মৃতি যথা, "ভূতসকল যথাক্রমে উৎপন্ন ও বিলীন হইতে থাকে" (গীতা) ॥ ৬৬ ॥

জগতের বৈরাজাভিমানাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিপ্রমাণ যথা, "ভূতকর্তা সর্বভূতের আত্মস্বরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা (বিরাট্ ব্রহ্মা) অভিমান বলিয়া খ্যাত। তাঁহাতেই পঞ্চভূত অবস্থিত। পর্বতসকল তাঁহার অস্থিস্বরূপ এবং মেদিনী তাঁহার মেদ মাংসস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার সংঘাতাভিমানই সংহত পদার্থ" (মহাভা)। সেই অন্তঃকরণের সুপ্তি বা নিরোধরূপ যোগনিদ্রা ও জাগরণ বা চিত্তের ব্যক্ততা হইতে জগতের লয় ও অভিব্যক্তি হয়। রোধে জাড্য বা ক্রিয়াশূন্যতা হয়। বিষয়সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া তাহাদের মূল বৈরাজাভিমান জাড্যাপন্ন হইলে বিষয়সকলও লীন হয়। তাহা হইতে অস্মদাদিরও করণসকল লীন হয়। আর, জাগ্রদবস্থায় বা অন্তঃকরণের অরোধে বৈরাজাভিমান ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ অভিব্যক্ত হয়, তখন সজাতীয়ত্বহেতু বিষয়াত্মক ক্রিয়ার দ্বারা তাড়িত হইয়া আমাদের করণসকলও অভিব্যক্ত হয়, যেমন সুপ্ত পুরুষ চাল্যমান হইলে জাগরিত হয় তদ্রূপ। তন্মূল বৈরাজাস্মিতার বৈচিত্র্য হইতে শব্দাদির বিচিত্রতা হয়। এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা "ভূতকৃৎ ভূতাদি অহঙ্কাররূপ অভিমানের দ্বারা বিশেষরূপে চেষ্টা করে ও শব্দাদি ভূতগুণসকল সৃজন করে এবং নিজের তেজের দ্বারা জগৎ অনুরঞ্জিত করে, অর্থাৎ এই জগতের দ্রব্য, শব্দাদিগুণ এবং ক্রিয়া, সমস্তই ভূতাদি নামক বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত" (অশ্বমেধপর্ব) ॥ ৬৭ ॥

সৃষ্টেঃ যোগনিদ্রায়াং নিষ্ক্রিয়ে বৈরাজাভিমানে তদ্গতাশেষক্রিয়াকানো যোঽশেষবিশেষা-স্তংপ্রতিষ্ঠবিষয়া নির্বাতদীপবৎ লীনাস্ত, তদা স্থিতিস্তর্ক্যা বাহাভবতি। যথাহ "পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্। নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ॥" ইতি। পূর্বাভি-সংস্কারভাবিতো যুঞ্জস্তুতমনাঃ গ্রাহ্যতাপন্নঃ আপো কারণসলিলাখ্যং তন্মাত্রাণ্যমুৎপাদয়তি। তথা চ স্মৃতিঃ "তস্য সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ" ইতি। তত্রঃ প্রাগুক্তস্তিমিতা-বস্থানানন্তরমিত্যর্থঃ॥ ৬৮॥

বিরাজঃ পুরুষাণাং স্থূলক্রিয়াশালিনো ভিমানাদ্ গ্রাহ্যতাপন্নাৎ কঠিনতা-কোমলতা-দ্রবতা-বায়বীয়তা-বশিতাদি সর্বধর্মপ্রবাহকো ভৌতিকসর্গ আবির্ভবতি। তত্র কাঠিন্যং স্তম্ভকতা ক্রিয়ায়াঃ বিপরীতক্রিয়যৈব ক্রিয়ারোধদর্শনাৎ কঠিনে দ্রব্যে ধৃতস্তম্ভক্রিয়া নুমীয়তে। বশিতা চ অস্তম্ভকতা ক্রিয়ায়াঃ, ন চ তত্র জড়তাভাবঃ, যোগিনাং রশ্মিষু বিহারসম্ভবাৎ। যথাহ 'ততঃ ঊর্ধ্বনাড়িভূতমাকে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতীতি'। কোমলতাদ্যা অল্পস্তম্ভক-ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ। বৈরাজাভিমানস্য প্রজাপতেরন্যেষাঞ্চ ভূতস্রষ্টৃকানাং দেবানামভিমানবৈচিত্র্য-মেবাস্তুব্যম্। তদভিমানস্য বৈচিত্র্যাদ্ ধাতূনাং কাঠিন্যাদিভেদঃ। ভূতাদ্যাত্মকস্য তদভিমানস্য ক্রিয়াবিশেষো গ্রাহ্যাণাং বাহবিস্তারমূলম্। তদভিমানস্য গ্রহণাত্মকস্য যৌগপদিকমিদং পরিণাম-বাহুল্যং গ্রাহ্যতাপন্নং বিস্তারবোধমারোপয়তি, তথা চ পরিণামপ্রবাহবিশেষো গ্রাহ্যভূতো দেশান্তরগতির্ভবতি॥ ৬৯॥

যোগনিদ্রাকালে যাহা-হেতু বৈরাজাভিমান নিষ্ক্রিয় হইলে, সেই অস্মিতাগত অশেষ-প্রকার ক্রিয়াত্মক যে অশেষপ্রকার বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়সকল নির্বাত দীপের মত লীন হয়। তখন বাহ্য স্তিমিত ও অপ্রতর্ক্য বা অলক্ষ্য হয়। যথা উক্ত হইয়াছে "পুরাকালে আকাশ স্তিমিত অনন্ত, অচলবৎ, চন্দ্রসূর্যপবনশূন্য প্রসুপ্তের মত হইয়াছিল"। তখন পূর্বেকার তন্মাত্র-জ্ঞানের সংস্কার হইতে যুঞ্জভূতের মনন গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া যাহা কারণসলিলরূপ তন্মাত্র-সর্গ প্রথমে উৎপাদন করে। স্মৃতি যথা, "তৎপরে তমের ভিতর দ্বিতীয় তমের ন্যায় সলিল উৎপন্ন হইল।" 'তৎপরে' অর্থে প্রাগুক্ত স্তিমিত অবস্থানের পরে। ৬৮॥

বিরাট্ পুরুষসকলের (প্রজাপতি ও অন্যান্য অভিমানী দেবতাদের) স্থূল ক্রিয়াশালী অভিমান গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া কঠিনতা, কোমলতা, তরলতা, বায়বীয়তা, বশিতা প্রভৃতি ধর্মের বাহ্যপ্রবাহরূপ ভৌতিক সর্গ আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে কঠিনতা ক্রিয়ার স্তম্ভক ভাব। বিপরীত ক্রিয়াদ্বারা একটি ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, এই নিয়মবশতঃ (এবং কঠিন দ্রব্যের দ্বারা অধিক পরিমাণে গতিক্রিয়া রুদ্ধ হয় দেখা যায় বলিয়া), কঠিন দ্রব্যে ধৃত রুদ্ধক্রিয়া আছে, ইহা অনুমিত হয়। বশিতা বাহ্যক্রিয়ার অতিমাত্র অরুদ্ধতা। তাহাতে যে জড়তার অভাব আছে এরূপ নহে, যেহেতু যোগীরা রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিহার করেন, যথা উক্ত হইয়াছে (যোগ-ভাষ্য ৩।৪২) "তাহার পর ঊর্ধ্বনাড়ীর তন্তুনাড়ে বিচরণ করিয়া শেষে রশ্মিতে বিহার করেন"। কাঠিন্যাপেক্ষা কোমলতাদি অল্প রুদ্ধক্রিয়াত্মক ভাবা-সম্পন্ন। বৈরাজাভিমান অর্থাৎ প্রজাপতি ও অন্যান্য ভূতস্রষ্টৃক দেবতাদের যে অভিমান, সেই অভিমানের বৈচিত্র্য হইতে ধাতুর কাঠিন্যাদি ভেদ হয়। ভূতাদি-নামক সেই অভিমানের যে ক্রিয়াবিশেষ তাহাই গ্রাহ্যের বাহ্য (আকার) জ্ঞানের মূল। আর গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে এককালীন-অনেক পরিণাম তাহা গ্রাহ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তার-জ্ঞান আরোপিত করে এবং তাহার বিশেষ প্রকার পরিণামপ্রবাহ গ্রাহ্যভূত হইয়া বাহ্যের দেশান্তর গতি-বোধ জন্মায়॥ ৬৯॥

সৃষ্ট্যুৎপত্তৌ সাংখ্যানুমতা স্মৃতির্যথা — "পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্। নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ॥ ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ। তস্মাচ্চ সলিলোৎপীড়াদুদতিষ্ঠত মারুতঃ। যথা ভাজনমচ্ছিদ্রং নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে। তচ্চাম্ভসা পূর্য্যমাণং সশব্দং কুরুতেঽনিলঃ॥ তথা সলিলসংরুদ্ধে নভসোঽন্তে নিরন্তরে। ভিত্ত্বার্ণবতলং বায়ুঃ সমুৎপততি ঘোষবান্॥ তস্মিন্ বায়্বম্বুসংঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ। প্রাদুর্ভবত্যূর্দ্ধশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিরং নভঃ॥ অগ্নিঃ পবনসংযুক্তঃ খং সমাক্ষিপতে জলম্। সোঽগ্নির্মারুতসংযোগাদ্ ঘনত্বমুপপদ্যতে। তস্যাকাশং নিপততঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি যোঽপরঃ। স সংঘাতত্বমাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি। রসানাং সর্ব্বগন্ধানাং স্নেহানাং প্রাণিনাং তথা। ভূমির্যোনিরিহ জ্ঞেয়া যস্যাঃ সর্ব্বং প্রসূয়তে" ইতি।

নিরন্তরালস্য কারণসলিলস্য সৌক্ষ্ম্যাপরিণামে পরিচ্ছিন্নভৌতিকদ্রব্যপ্রকীর্ণঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ বভূব। তদা স্থূলসূক্ষ্মবায়ুযুক্তান্ধকারং জ্যোতিঃপিণ্ডময়ং রূপমাসীৎ। ঘনত্বাপত্তিসময়ে সংহতত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাপকর্ষাৎ দ্রবাৎ সূক্ষ্মতরাণি বায়বীয়দ্রব্যাণি পৃথগ্ বভূবুঃ, তস্মাদাহ "ভিত্ত্বে"তি। ঘনত্বাপ্তিসন্নিকর্ষাচ্চ উত্তাপোদ্ভবো যেনোত্তপ্তানি স্থূলভৌতিকানি জ্যোতিঃপিণ্ডাকারাণি বভূবুঃ, তত্র আহ "তস্মিন্ বায়্বম্বুসংঘর্ষে" ইতি। অথ তেষাং জ্যোতিঃপিণ্ডানাং খে বিচরতাং মধ্যে কেচিৎ বায়ুযোগতঃ নির্ব্বাপত্বাপন্নানাং স্নেহঘনত্বম্ উপপদ্যতে, কেচিচ্চ বৃহত্ত্বাৎ অদ্যাপি জ্যোতিষ্কাবস্থায়ামপি বর্ত্তন্তে। উক্তঞ্চ 'উপনিষৎপরিষদ্ভিঃ প্রশস্তিঃ অয়ং-

---

সৃষ্ট্যুৎপত্তিবিষয়ে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি যথা 'পুরাকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে চন্দ্রার্কপবনশূন্য স্তিমিত আকাশ অনন্ত, অচল ও প্রসুপ্তবৎ হইয়াছিল।* তৎপরে তমের ভিতর আর এক তমের মত সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলের উৎপীড় হইতে মারুত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন ছিদ্রহীন পাত্র প্রথমে নিঃশব্দ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরে তাহা জলের দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলে জলধার বায়ু সশব্দে বুদ্বুদাকারে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী নিরন্তরাল সলিলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। সেই বায়ু ও সলিলের সঙ্ঘর্ষ হইতে দীপ্ততেজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমির করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই অগ্নি পবন-সংযুক্ত হইয়া জলকে আকাশে সমাক্ষিপ্ত করে। মারুতের যোগে সেই অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নির যে স্নেহাংশ থাকে, তাহা সংঘাতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শেষে ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, রস, প্রাণী ও স্নেহের আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত প্রসূত হয়' (শান্তিপর্ব্ব)।

নিরন্তরাল বা একরস কারণসলিলের সৌক্ষ্ম্যাপরিণাম হইলে পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক দ্রব্যসমাকীর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছিল। তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম (সঙ্ঘটিত সূক্ষ্ম অণুসমূহ) বায়ুর দ্বারা যুক্ত অন্ধকারযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডময় হইয়াছিল। যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাঠিন্যাদি-স্থূলধর্ম্মযুক্ত পাথাপাথি দ্রব্য হইতে সূক্ষ্ম তর বায়বীয় দ্রব্যসকল পৃথক্ হইতে লাগিল। সেইজন্য বলিয়াছেন "জলরাশির মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল"। আর ঘনত্ব-প্রাপ্তিজন্য সঙ্ঘর্ষ হইতে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, যাহার দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া স্থূল ভৌতিক দ্রব্যসকল জ্যোতিঃপিণ্ডাকার হইয়াছিল। তজ্জন্য বলিয়াছেন "সেই বায়ু ও জলের সঙ্ঘর্ষে দীপ্ততেজা" ইত্যাদি। অনন্তর আকাশে বিচরণকারী সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্যে কতকগুলি বায়ুযোগে

* সেই সময়ের বাহ্যভাবের কোন কল্পনা করিতে পারি না, এই বিবরণ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উঠে।

শ্রুতেঃ। নিরুদ্ধরেতসামপ্রবেশঃ শ্রুতেরপি॥" ইতি। তস্মাদাহ "সোঽগ্নিরী-কৃতসংযোগাদিতি"॥ ১০॥

অথ গ্রহণদৃষ্টি বিরাজঃ স্থূলজ্ঞানং গ্রাহ্যদৃষ্টিস্তু যথোক্তা স্থূললোকসৃষ্টিঃ। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী"তি শ্রুতেঃ স্থূলভূতময়া লোকাঃ পাদমাত্রং, ভুবঃস্বরাদয়ঃ সূক্ষ্মাশ্চ লোকাস্ত্রিপাদঃ। তেষু শ্রেষ্ঠো মহত্তমশ্চ সত্যলোকঃ। স চ বৈরাজমহদাত্মপ্রতিষ্ঠিতঃ। গ্রহণ-দৃষ্টি সর্বা গ্রহণক্রিয়া মহদাত্মনি নিবদ্ধা অতো গ্রাহ্যদৃষ্টি সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধাঃ সর্বে স্থূলসূক্ষ্মলোকাঃ। গ্রহণে তামসাভিমানঃ স্থিতিহেতুঃ, গ্রাহ্যে তদভিমানপ্রতিষ্ঠা সঙ্কর্ষণাখ্যা তামসী শক্তির্লোকধারণহেতুঃ। উক্তঞ্চ "মধ্যে সমস্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্" ইতি। তথা চ "পৃষ্ঠপুচ্ছয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণমিতি। অতঃ সঙ্কর্ষণাধারশক্ত্যা সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধাঃ স্থূললোকা বিচরন্তি বর্তন্তে চ। শ্রুতিশ্চাত্র "সমানমিত্থং পৃথিবী সমুদ্রাঃ সমু সূর্যাঃ সমু বিশ্বমিদং জগৎ" ইতি॥১১॥

নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া তরলতা এবং তৎপরে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বৃহত্ত্বহেতু (বা অন্য কারণে) অদ্যাপি জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে বর্তমান আছে। যথা উক্ত হইয়াছে "এই আকাশ উপর্যুপরি স্রোতঃস্বরূপ ধ্রুব জ্যোতিষ্কনিচয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ, ইহা স্মরণেরও অগোচর"। তজ্জন্য বলিয়াছেন "সেই অগ্নি পবন-সংযোগে" ইত্যাদি* ॥ ১০॥

গ্রহণ-দৃষ্টিতে যাহা বিরাট্ পুরুষের স্থূলজ্ঞান গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে তাহা পূর্বোক্ত স্থূললোক-সৃষ্টি। "এই বিশ্ব ও ভূতসকল তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র এবং অমৃত দিব্যলোক ত্রিচতুর্থাংশ"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, স্থূলভূতময় লোকসকল চতুর্থাংশ এবং ভুবঃস্বরাদি লোকসকল অবশিষ্ট ত্রিপাদ। তাহাদের (দিব্যলোকের) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ লোকের নাম সত্যলোক। তাহা বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারীরা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। গ্রহণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, সমস্ত গ্রহণক্রিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে নিবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়, তজ্জন্য গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম লোকসকল নিশ্চয় সত্যলোকাভ্যন্তরে নিবদ্ধ। গ্রহণে তামসাভিমানই স্থিতির হেতু, তজ্জন্য গ্রাহ্য-দৃষ্টিতে বিরাট্ পুরুষের তামসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কর্ষণনামক তামসী ধারণশক্তি লোকধারণের হেতু। যথা উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূগোল ব্রহ্মের পরম ধারণশক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছে", অন্যত্র যথা, "পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সঙ্কর্ষণ—'আমি' এইরূপ অভিমান-

* ইহা লোকালোকরূপ লৌকিক অর্থ, ইহাতে "আকাশাদ্ বায়ুর্বায়োস্তেজঃ" ইত্যাদিক্রমে ভূতোৎপত্তি বিবেচনা করিতে হইবে। ঐরূপ ক্রমের পুরাণ যথা—শব্দ কম্পনাত্মক, অন্তর শোষক তাপ, তাপ অধিক হইলে অগ্ন্যুৎপাদন করে, রূপ (তাপ-সহ) রসাদি রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। কিন্তু সূর্যালোক সমস্ত রসায়নের উৎপাদয়িতা। সেই রাসায়নিক ক্রিয়া গন্ধাদির উৎপাদন করে এবং রাসায়নিক দ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন করে। অন্য কথায়, শব্দক্রিয়া রুদ্ধ হইলে তাপ হয়, তাপ রুদ্ধ বা পুঞ্জীকৃত হইলে রূপ হয়। রূপ বা আলোক রুদ্ধ হইলে রস হয় (এইজন্য উদ্ভিদ্‌ রসে সূর্যালোক বদ্ধ থাকিতে পারে)। রস বা রাসায়নিক দ্রব্য আঘাতের দ্বারা রুদ্ধ হইলে গন্ধ হয়। উদ্ভূত পাত্র হইতেও এইরূপ ক্রম দেখা যায়, যথা—প্রথমে অবস্থিত হইতে সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম শব্দ, তৎপরে স্পর্শ বা তাপ-আকর্ষ বায়ু, তৎপরে তেজ, তৎপরে জল বা পৃথ্ব্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যের তরল অবস্থা, পরে তাহার সঙ্ঘাত অবস্থা, যাহা অবস্থ্য রাসায়নিক পদার্থের আশ্রয়। অন্যরূপ দিক্ হইতে—অভিমান হইতে শব্দ তন্মাত্র, এবং শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ ভূত।

বররত্নমালা

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩)

অথ মুমুক্ষূপাদেয়েষু পদার্থেষু কতমা বরিষ্ঠা বরভূতা ইতি? উচ্যতে। আগমেষু শ্রুতিঃ। শ্রুতিষু—"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইতি সাধনপক্ষে।
"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি সাধনযুক্তিপক্ষে। তত্ত্বপক্ষে তু—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ইতি।

মুমুক্ষুগণের উপাদেয় পদার্থের মধ্যে কোন্ গুলি বরিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপ, তাহা বলা হইতেছে।

আগমসকলের মধ্যে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ। সাধনবিষয়ক শ্রুতির মধ্যে এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে (অর্থাৎ সঙ্কল্পের ভাষাকে) মনে উপসংহৃত করিবেন, মনকে* জ্ঞানরূপ আত্মাতে অর্থাৎ 'জ্ঞাতাস্মি' এই স্মৃতিপ্রবাহে উপসংহৃত করিবেন। সেই জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মায় বা অস্মীতিমাত্রে উপসংহৃত করিবেন এবং অস্মীতিমাত্রকে শান্ত আত্মায় অর্থাৎ উপাধি শান্ত বা বিলীন হইলে যে স্বরূপ আত্মা থাকেন, তদভিমুখে উপসংহৃত করিবেন।" সাধনের যুক্তি-বিষয়ে (কিরূপে সাধন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে) এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—আহারশুদ্ধি† অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধভাবে বিষয়গ্রহণ অভ্যাস করিলে সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তপ্রসাদ হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতি বা একাগ্রভূমিকা হয়। স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত অভিমানগ্রন্থি হইতে বিমুক্তি হয়।

তত্ত্ববিষয়ক শ্রুতির মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—অর্থ বা বিষয়সকল ইন্দ্রিয় হইতে পর (কারণ বিষয়ের বিষয়ত্ব ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা গ্রহণ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা মনে প্রকাশিত হয়)।

* সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে মন স্বতঃ উপসংহৃত হইয়া জ্ঞান-আত্মায় যায়। ভগবানও বলেন—"উদ্বেগশূন্য সঙ্কল্পান্ মনসা ত্যজতি যাবদেব।" এ বিষয়ে যোগতারাবলীতে শঙ্করাচার্য অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহা যথা "প্রসহ্য সঙ্কল্পপরম্পরাণাং সংচ্ছেদনে সন্তত-সাবধানঃ।" "পদার্থানুসারীনিপুণা পুণকং শরীরমুন্মূলয় সাবধানঃ।" অর্থাৎ সাবধান বা সদা স্মৃতিমান্ হইয়া বীর্য্যসহকারে সঙ্কল্পপরম্পরাকে ছিন্ন করতঃ পুনঃপুনঃ বিনাশপূর্বক সঙ্কল্পের মূলকে উৎপাটিত কর।

† বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা বলেন। তন্মতে আহার চতুর্বিধ—কবলিকার বা খাদ্য, স্পর্শ বা ঐন্দ্রিয়িক বিষয়, মনঃসঞ্চেতনা বা কর্ম এবং বিজ্ঞান। কবলিকার আহারকে পুত্রের মাংসভক্ষণবৎ বোধ করিবে। স্পর্শকে চর্মহীন গাভী-সদৃশ বেদনাবৎ দেখিবে। মনঃসঞ্চেতনাকে অগ্নিময় গর্ত বা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখিবে এবং বিজ্ঞানকে শক্তিশেলের মত দেখিবে। এইরূপ দেখার নাম আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা। এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করিলে সাধকগণের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাগবতও বলেন "অর্থে হি বক চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী। অর্থান্নীতেন্দ্রিয়োত্থানি হ্যাহারাণ্যভি-নিষ্যতে॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণই আহার।

তত্ত্বসাক্ষাৎকার

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩)

১। সাংখীয় তত্ত্বসকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত বা উপলব্ধ হয়, তাহা এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। চিত্তকে কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে ধারণ করার নাম ধারণা। পুনঃ পুনঃ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের একরূপ স্বভাব হয় যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদিত হয়। সাধারণ অবস্থায় এক ক্ষণে যে বৃত্তি উঠে পর ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক বৃত্তি উঠে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রবাহ চলে। ধারণা-অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিসকলের প্রবাহ চলে বটে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলি একরূপ। পূর্বক্ষণে যে বৃত্তি, পরক্ষণে ঠিক তদ্রূপ আর এক বৃত্তি। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার নাম একতানতা। বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় ধারণা, আর তৈল বা মধুর ধারার ন্যায় ধ্যান। ইহার ভিতর অসম্ভব কিছুই নাই, সকলেই অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারেন। প্রথমে অতি অল্প সময়ের জন্য চিত্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস করা যায়, তবে ক্রমশঃ অধিকাধিক কাল চিত্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিত্ত একতান হয়, ততই তাহা (একতানতা) প্রগাঢ় হয়, অর্থাৎ অন্য সকল বিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয় ভাসমানরূপে অনুভূত হইতে থাকে। অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শরীরাদি-সহ নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই ভাসমান ধ্যেয় বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাওয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা যায়। সুবুদ্ধি পাঠক ইহাতে কিছুই অযুক্ততা দেখিতে পাইবেন না। এই সমাধিসিদ্ধি অতীব দুষ্কর; কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হন, কারণ সর্বপ্রকার বিষয়-কামনাশূন্যতা এবং অসাধারণ শক্তি ও প্রযত্ন সমাধি-সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন। বাহ্য বা আভ্যন্তর যে কোন ভাবকে সমাধি বলে অনুভব-গোচর করিয়া রাখার নাম সাক্ষাৎকার, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন। তবে পুরুষ ও প্রকৃতি সাক্ষাৎকার একপ্রকার উপলব্ধি, তাহা ঠিক অনুভবগোচর রাখিয়া সাক্ষাৎকার নহে, তাহাতে অনুভব বৃত্তির রোধের উপলব্ধি করিতে হয়।

২। সমাধির অবস্থা ধ্যেয়াতিরিক্ত সর্ব বিষয়ের সম্যক্ বিস্মৃতি-হেতু সমস্ত শারীর ভাবেরও বিস্মৃতি হয়। তজ্জন্য শরীর জড়বৎ হইয়া অবস্থান করে। এই হেতু শরীরের প্রযত্নশূন্যতা (আসন-প্রাণায়ামাদির দ্বারা) সমাধি-সিদ্ধির জন্য একান্ত আবশ্যক। শরীর সর্বপ্রকারে জড়বৎ হইলে, শরীরস্থ শক্তি বা করণসকল শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ আবিষ্ট দূরদর্শন বা ক্লেয়ারভয়ান্স্ অবস্থায় দেখা যায় যে, আবেশক ব্যক্তির শক্তি-বিশেষের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জড়বৎ হইলে দর্শনাদি-শক্তি স্থূলেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহণ করে। সমাধি-সিদ্ধি হইলে যে সেই শরীর হইতে স্বতন্ত্রভাব সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ ব্যক্তির আয়ত্ত হইবে এবং তৎফলস্বরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অব্যভিচারী হইবে, তাহা আর অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধারণ অবস্থায় কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে গেলে আমরা মনকে স্থির করি, সূক্ষ্ম দ্রব্য দেখিতে গেলে সেইরূপ চক্ষু স্থির করি, তজ্জন্য সমাধি-দ্বারা চরম স্থিরতা যখন হয় তখন সেই স্থির চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের চরম জ্ঞান হয়। তজ্জন্য যোগসূত্রকার বলিয়াছেন—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ"। শুধু যে রূপাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আহিত

করিয়া রাখা যায়, তাহা নহে, চিত্তের যে কোন ভাব বা (স্বরূপতঃ) যে কোন ব্যবহারিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত একভাবে অনুভব-গোচর করিয়া রাখা যায়। তাহাতে সেই বিষয় অন্য সকল হইতে পৃথক্ করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে, মূল হইতে তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের চরমোৎকর্ষ করা যায়। তাহাতে ক্রমশঃ সর্ব্বজ্ঞতাও লাভ হয়।

৩। একণে সমাধি-বলে কিরূপে তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎকার হয়, দেখা যাউক। যেমন ভূত-সাক্ষাৎকার। মনে কর, তেজোভূত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কোন একটী দ্রব্যের রূপে (যেমন একটি ফুলের লালরূপে) সর্ব্বশক্তি নিবিষ্ট করিতে হয়। সাধারণ অবস্থায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পরিণত হইয়া যায়, তজ্জন্য সেই লাল রূপে চক্ষু থাকিলেও হয়ত পাঁচ মিনিটে পাঁচ শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে রূপের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের অন্য গুণেরও জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহাতে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে বহু ধর্ম্ম একত্র জানা যায়, তাহাকে ভৌতিক জ্ঞান বলে। কিন্তু সমাধিবলে কেবলমাত্র সেই লাল রূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শব্দাদি সমস্ত ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র জগতে লালরূপ আছে, এরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। ফুল অর্থাৎ তদর্থভূত বহু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান তখন থাকিবে না, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান যাইয়া তেজো-ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইবে। শব্দসাক্ষাৎকারকালে বাহ্যে ধারাবাহিক শব্দ পাওয়া যায় না বলিয়া অনাহত-নাদ নামক শব্দকে প্রথমতঃ বিষয় করিতে হয়। বাহ্য শব্দের দ্বারা কর্ণ যখন উদ্রিক্ত না হয়, তখন শরীরের স্বগতক্রিয়ামূলক যে বহুপ্রকার ধ্বনি স্থিরচিত্তে শুনিলে শুনা যায়, তাহাকে অনাহত-নাদ বলে। অবশ্য সমাধি-সিদ্ধ হইলে আর ধারাবাহিক বাহ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না, তখন ক্ষণমাত্র যে বিষয় গোচর হয়, তদাকারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির নিশ্চল রাখিয়া তাহাতে সমাহিত হওয়া যায়। যেমন অনেক লোক একবার আলোকের দিকে চাহিলে, চক্ষু বুজিয়াও কিছুক্ষণ আলোক দেখিতে পায়, তদ্রূপ। বায়ু, অপ্ ও ক্ষিতি এই ভূত-সকলও এইপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়। যখন সেটী সাক্ষাৎ করা যায়, তখন বাহ্যজগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সাধারণ বা ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট, কেননা সাধারণ জ্ঞান অস্থির চিত্তের, আর তাহা স্থির চিত্তের। সাধারণ জ্ঞানে এক ধর্ম্ম ক্ষণমাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, আর, উহাতে তাহা দীর্ঘকাল অতিস্ফুটরূপে জ্ঞানগোচর থাকে।

৪। তৎপরে তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে। মনে কর, রূপ-তন্মাত্র সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এক ক্ষুদ্র দ্রব্যও যদি স্থিরচিত্তে দেখা যায়, এবং অন্য সকল পদার্থ ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাই যদি জ্ঞানে ভাসমান থাকে, তবে তাহা জগদ্ব্যাপী (অর্থাৎ Field of vision-পূর্ণ) বলিয়া বোধ হইবে। কারণ, তখন অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না। মেস্‌মেরাইজ করিবার সময়ে আবেশ্য ব্যক্তি যখন আবেশকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকে তখন যতই সে মুগ্ধ হয় ততই সে আবেশকের চক্ষু বড় দেখে। শেষে অতিমুগ্ধ হইলে প্রায়শঃ সেই চক্ষু যেন জগদ্ব্যাপী বলিয়া বোধ করে; সমাধিতেও তদ্রূপ। মনে কর, একটী সর্ষপে চিত্ত স্থির করা গেল। প্রথমতঃ তাহার আকৃষ্ণ (ঈষৎ কৃষ্ণ) রূপময় তেজোভূত সাক্ষাৎকৃত হইবে। তখন অতিস্ফুটরূপে এবং জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া সেই সর্ষপের রূপ জ্ঞানে ভাসমান হইবে। পরে পুনশ্চ চিত্তকে অধিকতর স্থির করিয়া সেই ব্যাপী রূপের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্রে সর্ব্বশক্তিকে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পূর্ব্ববৎ ব্যাপক-রূপে অবভাত হইবে। এই প্রক্রিয়া যতবার করা যাইবে, ততই সর্ব্বশক্তি অধিকতর স্থির হইতে থাকিবে। স্থিরতা সম্যক্ হইলে অর্থাৎ কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য না থাকিলে, সর্ব্বজ্ঞান বিলুপ্ত

হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবান্ সমাধির নাম সানন্দ, তাহাতে অতীব আনন্দ লাভ হয়। কারণ, প্রকাশশীল নিরায়াস ভাব আনন্দের সহভাবী। কর্ণ-বাক্-প্রাণাদি সমস্ত করণগণ অস্মিতার এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যূহন বলিয়া সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব। যখন তাহাতে কুশলতাবশতঃ সকলের দ্বারা সামান্য এক অস্মিতার অবধারণ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের কারণ **অন্তঃকরণের** সাক্ষাৎকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সমাধি-বলে যেমন বাহ্য বিষয়জ্ঞান স্থির রাখিয়া বোধ করা যায়, সেইরূপ যে কোন আন্তর ভাবও স্থির রাখা যায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পর যে আন্তর ভাব, তাহা স্থির রাখাই অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার। ইহা বিবেচ্য কারণ, মনে হইতে পারে অন্তঃকরণের দ্বারা কিরূপে অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার হইতে পারে? সক্রিয়াদিকে রোধ করিয়া ইন্দ্রিয়-কারণ সক্রিয় অস্মিতায় অবহিত হওয়াই **অহংতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার**। তাহার উপরিস্থ ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব তাহা জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ধর্ত্তা রূপ। অহংকারের মূল অস্মীতি-মাত্র স্বরূপ, বিষয়ানন্দাদের মূল ঐ প্রতীতিমাত্র যে আমিত্ব তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব সকল আমি বোধ হওয়াতে মহত্তত্ত্বও সাক্ষাৎকৃত হয়। কেবলমাত্র "আমি"- এইরূপ প্রত্যয়ানুসন্ধান করিলে বুদ্ধিতত্ত্ব পাওয়া যায়। ব্যাসোদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের বচন যথা—"সেই অণুমাত্র (ব্যাপ্তিহীন) আত্মাকে অনুচিন্তন করিয়া কেবল 'আমি' এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়।" (১।৩৬)। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে অনুভূতি হয় যে, আমিত্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অভিমানের দ্বারা সম্বদ্ধ। ইন্দ্রিয়গত চাঞ্চল্য হইতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ 'আমি'কে প্রতিনিয়ত জ্ঞাত করিতেছে। জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইয়া সেই জ্ঞাতৃত্বে সমাহিত করিলেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা **মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত** হয়। ঐ জ্ঞাতৃসম্ভাব অতীব প্রকাশশীল, তাহা ইন্দ্রিয়াদির সর্ব্ব প্রকাশের মূল, সুতরাং সেই ভাবে সমাহিত হইয়া তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে জ্ঞাতৃপ্রজ্ঞানের অবধি থাকে না। সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়-পথমাত্র অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয় সে অবস্থায় তাহা হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তখন সমস্ত আবরক মল অপগত হইয়া জ্ঞানের অনন্ততা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবৎ হইয়া যায়" (৪।৩১ সূত্র) অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবৎ প্রতীত হয়, তখন তাহার বিপরীত হয়। এই মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ সম্যক্রূপে না জানিলে সাংখ্যীয় অনেক গুরু বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান হইতে পারে না। মহদাত্মা যদিও অস্মিতামাত্ররূপ তথাপি সেই অস্মিতা 'গ্রহীতা' অর্থাৎ জ্ঞেয়ভাবের গ্রাহ্যভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ। তাহা সম্যক্ চৈতন্যসম্পন্না-বোধাত্মক নহে। সেইজন্য মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারে সর্ব্বব্যাপিত্বভাব থাকিতে পারে, যেহেতু উহা সার্ব্বজ্ঞের সহিত অবিনাভাবী। ভাষ্যকার বেদব্যাস তাহার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা, তরঙ্গ, আকাশকল্প, নিস্তরঙ্গ মহার্ণববৎ শান্ত অনন্ত অস্মিতা-মাত্র (১।৩৬)। এই মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারিগণ সগুণ ঈশ্বরবৎ হন। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভাদির লোকাধীশ এইরূপ। বৈদিক সর্ব্বোচ্চ লোকের নাম সত্যলোক, মহদাত্ম-সাক্ষাৎকারিগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনাত্মসম্পর্কীয় সর্ব্বাবস্থায় মধ্যে ইহাতে পরমানন্দ লাভ হয় তাই ইহার নাম বিশোকা। সাস্মিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাধিজন্য পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে, এই মহদাত্মভাবে ধারণা ও ধ্যান প্রবর্ত্তিত করিলে, সেই পরিমাণ আনন্দের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে, যখন শরীরাদি রহিয়াছে তখন শরীরাদির অভিমানও ব্যক্ত রহিয়াছে, অতএব শরীরাদি সত্ত্বেও মহদাত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করা যায়, আর অভিমান সম্যক্ ত্যক্ত হইলে আমিত্বও লীন হইবে, তবেই বা কিরূপে মহদাত্মার উপলব্ধি হইবে? উত্তরে বক্তব্য

—শরীরাদির অভিমানসত্ত্বেও যদি সেই অভিমানকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ সেইদিকে অবহিত না হইয়া অস্মিতার দিকে অবহিত হওয়া যায় তাহা হইলেই অস্মিতার উপলব্ধি হয়, যেমন চক্ষুতে সাধারণভাবে অভিমান থাকিলেও যদি কর্ণে অবহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে রূপজ্ঞান না হইয়া শব্দজ্ঞান হইতে থাকে, সেইরূপ।

৬। মহদাত্মভাবও পরিণামী, যেহেতু তাহাও অহংকার বা সাধারণ আমিত্বরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ তদাত্মক গ্রহণ মনোভাবকৃত উদ্রেকের দ্বারা অনুবিদ্ধ সুতরাং পরিণামী। ধ্যানে সেই পরিণাম অতীব সূক্ষ্ম বা যেন যুগপৎ অনেকাত্মক। সমাধিদ্বারা মহদাত্মা সাক্ষাৎ করিলে, সেই পরিণাম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও বর্তমান থাকে, অভাব হয় না। সেই পরিণামের দ্বারা স্বপ্রকাশে বা স্বচ্ছ চৈতন্যে পরিচ্ছেদ আরোপিত হয়। যখন যোগী সম্যগ্‌ভাবে সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি-সম্পর্ক ত্যাগ, সংস্কারাদি-হেতু উদ্রেককেও সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করেন, তখন মন জ্ঞানশূন্য সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন, অতএব অপরিণামী, যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যে অবস্থান হয়, তাহাই পুরুষতত্ত্ব এবং তাহার অনুস্মৃতিই অর্থাৎ বিবেকের দ্বারা অপরিণামী পুরুষতত্ত্ব জানিয়া এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া পরবৈরাগ্যপূর্বক চিত্তলয়ের অনুস্মৃতিই ('পরবৈরাগ্য-পূর্বক চিত্তকে সম্যক্‌ রুদ্ধ করিয়াছিলাম, অতএব তখন স্বরূপাবস্থান হইয়াছিল—পরে এইরূপ স্মরণই, কারণ পুরুষ সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহেন) পুরুষসাক্ষাৎকার বা তাঁহার চরম জ্ঞান। আর, তাদৃশ নিরুদ্ধভাবে স্থিতিই পুরুষতত্ত্বের উপলব্ধি। অপরিণামী স্বপ্রকাশ, আর পরিণামী বুদ্ধিরূপ বৈষয়িক প্রকাশ, এই উভয়ের সমাধিজনিত ভেদ জ্ঞানের নাম বিবেকখ্যাতি। উহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবৃত্তি বা জ্ঞানের চরম। সর্বপ্রকার অনাত্মসম্পর্ককে নিরুদ্ধ করার নাম পরবৈরাগ্য, উহা চেষ্টা বা রজোগুণবৃত্তির চরম, এবং করণবর্গের সম্যক্‌ নিরোধভাবে অবস্থানের নাম নিরোধ-সমাধি উহা স্থিতি বা তমোগুণবৃত্তির চরম। ঐ তিনের দ্বারাই গুণসাম্য সিদ্ধ হয়। সেই গুণসাম্যলক্ষিত অব্যক্তাবস্থাকে সূক্ষ্মদর্শী সাংখ্যগণ অনাত্মভাবের মূল উপাদান বা প্রকৃতি বলেন। করণবর্গকে প্রলীন করা বা পুনঃ উত্থান না-করার অনুস্মৃতিই, অর্থাৎ নিঃশেষ পূর্ণ রুদ্ধ ছিল এইরূপ স্মৃতিই, **প্রকৃতিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার**। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতিসাক্ষাৎকার অবিনাভাবী হইল। প্রকৃতি অথবা পুরুষ গ্রাহ্যভাবে সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য নহে। ঐ ঐরূপে তাহারা উপলব্ধ হয়। এখানে সাক্ষাৎকার অর্থে উপলব্ধি (তত্ত্ব প্রঃ †১ দ্রষ্টব্য)। অনুভবকে যখন পুনরাবর্তিত করা হয় তখন তাহা পুনঃ স্মরণ করিয়াই করা হয় তাই তাহা অনুস্মৃতি। ধারণামূলক চিন্তা (Conceptual thought) যখন আসিবে তখন অনুস্মরণ-পূর্বক হইবে। এখন কেবল বাহ্য কারণ হইতে অনুমান করা হয়, তখন একটা অনুভব করিয়া তাহা হইতে পুনঃ অনুমান করা হয়, কাজেই সেই অনুভূত তথ্য (datum) কখনও বিপর্যস্ত হইবার নহে। সাধারণ অনুমান হইতে তখনকার অনুমানের এই ভেদ।

'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্‌।।' যোগভাষ্যোক্ত এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, এবং 'অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্‌। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ।' ইত্যাদি মোক্ষধর্মস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। প্রকৃতি-সাক্ষাৎকার অর্থে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা করণ ও বিষয় লয় করিয়া কৈবল্য হওয়া। অতএব সাম্প্রদায়িকগণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-সাক্ষাতের ভিন্ন অর্থ করিয়া সাংখ্যপক্ষে যে দোষারোপ করেন তাহা সর্বথা ভিত্তিশূন্য।

৭। অন্তঃকরণের লীনাবস্থা হইলেই যে কৈবল্য মুক্তি হয়, তাহা নহে। অন্য অবস্থাতেও অন্তঃকরণ লীন হইতে পারে। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক লয়ের কারণ সাং-তত্ত্ব ৬৬ প্রকরণে

উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিলয় ও বিদেহলয়-নামক অবস্থাতেও ঐরূপ হয়। যাঁহারা সাস্মিতসমাধি-সিদ্ধ এবং মহদাত্মাকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া সেই আনন্দময় আত্মভাবে পর্য্যবসিতবুদ্ধি, তাঁহারা পরে তাহাতে এবং বিষয়ে বিকাররূপ দোষ দেখিয়া বৈরাগ্য করিলে যখন মনোবিষয় সম্যক্ লীন হয়, তখন প্রলীনান্তঃকরণত্রয় হইয়া কৈবল্যাবস্থায় থাকেন। কারণ, অন্য বিষয়কৃত সূক্ষ্ম তম উদ্রেক না থাকিলে মহত্তের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে না। পুনঃসর্গকালে তাঁহারা পূর্ব্বরূপে অভিব্যক্ত হন। তাঁহারাই প্রকৃতিলীন। বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকখ্যাতি না থাকাতেই তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়। কৈবল্যমুক্তিতে বিবেকখ্যাতি-পূর্ব্বক লয় হয় বলিয়া আর পুনরুত্থান হয় না। যেমন তুল্যশক্তির দ্বারা বিপরীত দিকে আকৃষ্ট দ্রব্য স্থির থাকে সেইরূপ এই ক্ষেত্রে চিত্তের উত্থান রহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের উত্থান রোধ করিতে করিতে নিরোধ যখন চিত্তের স্বভাব বা ভূমিকা হইয়া দাঁড়ায় সেই অবস্থার নামই **কৈবল্য মুক্তি বা শাশ্বতী শান্তি**। সাধারণ লোকে ইহার উৎকর্ষের মর্ম্ম কোনটাই অবধারণ করিতে পারে না। তাঁহাদের জানা উচিত যে, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ঐশ্বর্য্য হইতেও উহা উচ্চ অবস্থা। বিদেহলীনগণও পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিলীনদের ন্যায় পুনরায় উত্থিত হন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়তত্ত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়কে রোধ করত বিদেহ অবস্থায় যাইতে পারেন, তাঁহারা বিষয়ে ও দেহেন্দ্রিয়ে বৈরাগ্য-পূর্ব্বক যে নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করেন তাহার নাম বিদেহলয়। মরণে সাধারণ অসিদ্ধ জীব-গণের, নিদ্রার ন্যায় মোহপূর্ব্বক করণলয় হয়। এরূপ লয় ঠিক কৈবল্যের বিপরীত। পুনঃ-সর্গকালে বিদেহ ও প্রকৃতি-লীনগণ সকলেই উচ্চ লোকে অভিব্যক্ত হন। সমাধিসিদ্ধি-হেতু (কারণ সমাধিবলেই শরীর-নিরপেক্ষ হওয়া যায়) তাঁহাদের আর এই স্থূল নির্ম্মোক গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রমশঃ বিবেকখ্যাতি ও ঐশ্বর্য্যাদিত্যাগ লাভ করিয়া মুক্ত হন। বিদেহ ও প্রকৃতি-লীন হইবার উপযোগী সমাধিযুক্তগণের মধ্যে যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে বৈরাগ্যের দ্বারা একেবারে স্থির করিয়া বাহ্যবিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত করেন তাঁহারা সর্গকালেই কৈবল্যবৎ অবস্থা লাভ করেন, কিন্তু সর্গপূর্ণ স্বভাবে তাঁহাদেরও পুনরুত্থান হয়।

৮। ভূততন্মাত্র-সাক্ষাৎকার হইতে মুমুক্ষুগণের বাহ্য বিষয়ের সাধিকতা প্রত্যক্ষীভূত হয়, কারণ, তদ্দ্বারা বাহ্য বিষয় হইতে সুখ দুঃখ ও মোহ অপনীত হয়। বাহ্যের দিকে ভূত-তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার হইতে ত্রিকালজ্ঞান প্রভৃতি হয়। এখানেই অনেকে আপত্তি করিবেন, মানুষের পক্ষে কি ত্রিকালজ্ঞান সম্ভব? চিত্তের যে ত্রিকালজ্ঞতা সম্ভব তাহা সহজেই নিশ্চয় হইতে পারে। শতকরা আশী জন লোকেরই জীবনে কোন না কোন স্বপ্ন আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। যাঁহাদের না মিলিয়াছে, তাঁহারা বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে উহা নিশ্চয় করিতে পারিবেন। এ বিষয়ের প্রমাণ অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না বলিয়া অনেক যথার্থ ঘটনায় অবিশ্বাস করে। শুধু যে স্বপ্নাবস্থায় ভবিষ্যদ্ঘটনা কখন কখন প্রত্যক্ষ হয় তাহা নহে, জাগ্রদবস্থায়ও উহা হইতে পারে।

কোন ঘটনাই নিষ্কারণে হয় না। তজ্জন্য প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে, মানব-চিত্তের অবস্থা-বিশেষে ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই বিষয়ে যুক্তির দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিব। "পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে বা সমাহিত হইলে অতীতানাগতজ্ঞান হয়" (যোগসূত্র ৩।১৬)। ত্রিবিধ পরিণামের বিবরণ উত্থাপন না করিয়া, প্রধান ধর্ম্ম-পরিণাম লইয়া বিচার করিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের এক ধর্ম্মের পর যে আর এক ধর্ম্ম উদিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম-পরিণাম

বলে। সর্ব্ব দ্রব্যেরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-রূপে নিয়ত পরিণাম হইতেছে। যেমন একটি বৃহৎ দ্রব্য সূক্ষ্ম অবয়বের সমষ্টি, সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরিণাম সূক্ষ্মকালব্যাপী পরিণামের সমষ্টি। তাদৃশ সূক্ষ্মতম কালের নাম ক্ষণ। যেমন তন্মাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতার গোচর হয় না, সেইরূপ ক্ষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মকাল বা ক্রিয়াধিকরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার-কালে যত অল্প সময়ে একবার তন্মাত্রের জ্ঞান হয় তাহাই ক্ষণ। অথবা তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মক্রিয়া হইতে যেকালে একটিমাত্র চিত্ত-পরিণাম* হয়, তাহাই ক্ষণ। অন্য কথায়—'যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ" (৩।৫২ যোগভাষ্য)। তাদৃশ সূক্ষ্মকালে যে একটি পরিণাম হয়, তাহাদের সমষ্টিই স্থূল পরিণামরূপে আমাদের গোচর হয়। ধর্ম্ম সকল প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্র। একরকম ক্রিয়ার পর অন্যরকম ক্রিয়া হইলেই ধর্ম্মপরিণাম হয়। প্রতিক্ষণে সেইরূপ ক্রিয়া প্রবাহে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সূক্ষ্মক্ষণাবলম্বী ক্রিয়ার অবস্থা সাক্ষাৎ করিতে পারিলে তাহাদের সমষ্টি কিরূপ হয় তাহাও প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এ বিষয়ের এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, একখণ্ড উজ্জ্বল লৌহ, তাহার কিছুকাল পরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সমাধি-বলে সেই লৌহের সূক্ষ্ম আকার (অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিতে তাহা সমান উজ্জ্বল হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা যেরূপ দেখাইবে, তাহা) সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন জল-বায়ুর সংযোগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত এক এক ক্ষণে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরে কতক্ষণ ব্যাপিয়া সেই ক্রিয়াপ্রবাহের প্রকৃতি সাক্ষাৎ নিশ্চিত হইয়া একটি বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিণাম একত্রিত হইলে কিরূপ হইবে তাহার অনুধাবন করিলে, মানস-চিত্রে তাহা সম্যক্ দেখা যাইবে। এইরূপে দুই দিনে, বা দশ বৎসর পরে সেই লৌহের কি পরিণাম হইবে, তাহা নিশ্চিত হওয়া যায়। ইহা একটি সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ। মনে কর, দশ বৎসর পরে সেই লৌহখণ্ড লইয়া একজন লোক ছুরি নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তমানে তাহা জানিতে হইলে বাহ্যতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরচিত্তের পরিণামও সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাহ্যদ্রব্যের ন্যায় চিত্তও প্রতিনিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। এক একটি চিত্ত-পরিণামের নাম বৃত্তি। বৃত্তির মধ্যে যাহা সমুদ্রিক্ত বা প্রবলক্রিয়াবতী হয় তাহাই আমাদের অনুভব-গোচর হয় আর যাহা সূক্ষ্মক্রিয়াবতী তাহা চিত্তে অলক্ষিতভাবে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ (Thought-reader) ব্যক্তিরা প্রায়ই তোমার জীবনের এমন অতীত ঘটনা বলিবে যে, হয়ত তোমার তাহা মনে নাই এবং তুমি মনে যাহা না ভাবিতেছ এরূপ ঘটনাও অনেক বলিয়া দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তিসকল যে সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়াবতী হইয়া

* চিত্তের পরিণাম যে কত দ্রুত হইতে পারে, তাহা মৃত্যুকালীন সমস্ত জীবনের ঘটনা ক্ষণমাত্রেই মনে উঠাতে বুঝা যায়। ১৮৯৪ সালের British Medical Journal এ পাঠক দেখিবেন, Admiral Beaufort প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ২।৩ মিনিটের জন্য জলে ডুবিয়া মৃতবৎ হইলে উত্তোলিত হন। ঐ ২।৩ মিনিটের মধ্যেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন যুগপৎ জ্ঞান-গোচর হয়। ইহাতে বুঝা যাইবে, চিত্ত কত দ্রুত ক্রিয়াশীল হইতে পারে, অথবা কত অল্পকালে চিত্তের এক একটি বিভিন্ন পরিণাম হইতে পারে।

আলোক-জ্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে বহুকোটিবার চক্ষু কম্পিত হয় এবং তত্তুল্য ততবার চিত্তে ক্রিয়া হয়। সমাধিনৈর্ম্মল্যবশে সেই অত্যল্পকালব্যাপী এক এক ক্রিয়াও সাক্ষাৎ হইতে পারে। স্থূলদৃষ্টিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক কালব্যাপী ক্রিয়া গৃহীত হয়। স্ফুলিঙ্গ বৃত্তখণ্ড তাহাই; উজ্জ্বল আলোক এক সেকেণ্ডের কোটীভাগের একভাগ কালমাত্র স্থায়ী হইলেও গোচর হয় বলিয়া কথিত হয়, তবে চক্ষুতে উহা ⅛ সেকেণ্ড কাল ব্যাপিয়া পরে লীন হয়।

(কারণ ক্রিয়া-ব্যতীত বৃত্তি অনুজীবিত থাকিতে পারে না) চিত্তে থাকে তাহা প্রমাণিত হয়। সমাধি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত হইলে পরচিত্তের সমস্ত অতীতাদি ভাব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন চক্ষু কতকপরিমাণ দৃশ্যকে যুগপৎ দেখিতে পায়, অধিক পায় না, সমাধি-নির্মল জ্ঞানের ক্ষেত্র পদার্থের সেরূপ সঙ্কীর্ণ পরিমিত বিস্তার নাই, তজ্জন্য যেন যুগপৎ অগণ্য যাবতীয় লোকের চিত্ত বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বাহ্যদ্রব্যের যেমন বর্তমান ধর্মের সূক্ষ্মাবস্থা সম্যক্ বিজ্ঞাত হইয়া ভবিষ্যদ্ধর্মের জ্ঞান হয় সেইরূপ চিত্তেরও বর্তমান ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পরম্পরা-ক্রমে ভবিষ্যৎ যে-কোন ধর্ম বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

এখন এই কয়টি নিয়ম খাটাইয়া দেখিলে পূর্বোক্ত উদাহরণ বুঝা যাইবে। মনে কর, সেই লৌহখণ্ড লইয়া দশ বৎসর পরে এক ব্যক্তি ছুরি গড়িবে। সাক্ষাৎকারেচ্ছুকে সেই ভবিষ্যদ্ঘটনাকে বর্তমানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সম্যক্ ও সর্বতঃ ব্যাপ্তিমৎ প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা সেই লৌহের পরিণামক্রম এবং মধ্যবর্তিকালীন সম্পর্কিত মানবের চিত্তপরিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দেশ, কাল ও নিমিত্ত ব্যাপদেশে যাহার সহিত সেই লৌহখণ্ডের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকে লক্ষ্য করিলেই সেই লৌহখণ্ডের ছুরিকা-পরিণাম-যুক্ত চিত্তপটে উদিত হইবে।

পূর্বে দেখান হইয়াছে অজড়তা অপগত হইলে চিত্তে অকল্পনীয়বেগে বৃত্তিপ্রবাহ উঠিতে পারে। আর অন্তঃকরণের দিক্ হইতে দেশব্যাপ্তি না থাকাতে সর্বদ্রব্যের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন লৌহজগতে প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে বৃহৎ গ্রহ পর্যন্ত সমস্ত পরস্পর সম্বদ্ধ, সেইরূপ। সেই সম্বন্ধহেতু অজড় জ্ঞানশক্তির অসীম বেগে পরিণাম হইতে বা জ্ঞান হইতে থাকে। এদিকে ক্রমবাহী পরিণামের বিশেষের সাক্ষাৎজ্ঞানের শক্তি থাকাতে তদনুসরণ করিয়াই ঐ অতিপ্রকাশশীল চিত্তের পরিণাম বা জ্ঞান হইতে থাকে। তাহাতে ঐ জ্ঞান সম্যক্ সদ্বিষয়ক হয়। একক্ষণের পরিণাম লইয়া চিত্তে যে জ্ঞান হইল তৎকালে পরক্ষণের বাহ্য পরিণামের (বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা না ঘটিলেও) অবিকল অনুরূপ চিত্তপরিণাম বা জ্ঞান হইবে। এইরূপে অমেয়বেগে চিত্তে জ্ঞানের উৎপাদ হইতে থাকিবে এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হইলে বা বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপই হইবে। অমেয়-বেগে জ্ঞান উঠাতে তাহা যুগপদ্ভবৎ বোধ হইবে এবং তাহার সমগ্রের ও অংশের (whole and part এর) জ্ঞান যেন যুগপদ্ভব মত হইবে। তাহাতে জানা যাইবে যে, কোন্ অংশ কত পরিণামের ফলীভূত বা কোন্ কালে হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ কালের সহিত সম্বদ্ধ। ঈদৃশ অজড় জ্ঞানশক্তির বিষয় সূক্ষ্মতম এক পরিণামও হয় আবার অমেয়বৎ বহু পরিণামও হয়। সাধারণ জ্ঞান সেরূপ না হইয়া স্থূল-লম্বক কতক নির্দিষ্ট পরিণামবিষয়ক হয়। স্বপ্নে যেমন চিত্ত বাহ্যের দ্বারা অনিয়ত হওয়াতে সাংস্কারিক কারণকার্যাবলী বেগে কল্পনাসকল বা ভাবিতস্মর্তব্য বিষয়সকল উত্থাপিত করিতে থাকে ত্রিকালজ্ঞানেও কতক-পরিমাণ সেইরূপেই বৃত্তি হয়। কিন্তু তখন অজড় জ্ঞানশক্তির দ্বারা সহস্র সহস্র গুণ বেগে উহা হইবে এবং তখন কেবল সংস্কারকল্পিত কারণকার্যাবলীই হইবে না, পরন্তু যথাভূত কারণ-কার্যাবলীই হইবে। বর্তমান ক্ষণের সমস্ত নিমিত্ত সম্যক্ জানিলে পরক্ষণের নিমিত্ত-সকলেরও যথাভূত জ্ঞান বা তাহার যথাভূত স্বরূপ চিত্তে উঠিবে। এরূপ বৃত্তির বা মানস-প্রত্যক্ষের স্রোত অমিত বেগে চলে। জড়ভাবে দেখিলে যাহা বহুকাল লাগিত তাহা ক্ষণ-মাত্রেই তখন দেখা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় বর্তমান বলিয়াই বোধ হয়। সেইহেতু ঐসকল জ্ঞানের বিষয়ও বর্তমান বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্য তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কল্পনাবিশেষ মনে হইলেও তাহাকে পরমপ্রত্যক্ষ বলিতে হইবে।

আমাদের করণশক্তিরূপ অভিমান সজাতীয়ত্বহেতু সেই বাহ্য বৈরাজাভিমানের ক্রিয়ার সহিত মিলিত বা প্রজাপতি ঈশ্বরের ঐশ মনন দ্বারা প্রাণিত হইয়া ও স্বসংস্কারবশে ইন্দ্রিয়রূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতেছে। শরীরেন্দ্রিয়রূপে ব্যূহিত অভিমান-চাঞ্চল্য দ্বিবিধ —গ্রাহক ও প্রবর্ত্তক। যাহা গ্রাহক তাহা বাহ্য চাঞ্চল্যের দ্বারা অভিহত হইয়া বোধ উৎপাদন করে, এবং যাহা প্রবর্ত্তক, তাহা নিয়তই সেই বাহ্য চাঞ্চল্য উপসংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে। সেই মিলিত বা উপসংক্রান্ত অবস্থাই ধারক অভিমান। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরে ক্রিয়াত্মক অভিমান সঙ্কীর্ণ এক ভাবে বাহ্যের সহিত মিলিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরকে ধারণ, চালন ও শরীর-সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের গ্রহণ এই কয় প্রকারের সঙ্কীর্ণ ভাবমাত্রেই অবস্থিত। মেস্মেরিজম্, হিপ্নটিজম্, পরচিত্তজ্ঞতা (Thought-reading) নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে অপরের শরীর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চালন ও অসাধারণরূপে বিষয়ের গ্রহণ প্রবৃত্তি হয়। মহাভারতের বিপুলোপাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীয় গুরুপত্নীকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া নিজ কথা বলাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, সমাধি বলে ইন্দ্রিয়-শক্তিসকলকে সম্পূর্ণরূপে স্থূল-শরীর-নিরপেক্ষ করা যায় এবং যথেচ্ছ নিয়োজিত করা যায়। এখন যেমন কেবলমাত্র শরীরের চালক হইতে চালন করিতে পারা যায়, তখন সমস্ত দ্রব্যকেই সেইরূপে চালিত করা যাইবে। এই সিদ্ধি যাহা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভূতজয় ও তন্মাত্রজয়। শীত-পীড়াদি ভূতগণের উপর থাকিলেও—সম্যক্ [illegible] আকর্ষণাদি ও কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহা মহাভূতজয় এবং [illegible] তাহা তন্মাত্রজয়। [illegible] চালন প্রবৃত্তি [illegible]

এক্ষণে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করা যাউক। যোগসূত্রে আছে (সমাধির দ্বারা) উদানজয় করিলে শরীর লঘু হয়। পুরাণাদি ও শাস্ত্রীয় প্রাণতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে যে উদান শরীরের ধাতুস্থ বোধজনক শক্তিবিশেষ। বোধসকল শরীরের সর্ব্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে মস্তিষ্কস্থ বোধ-স্থানে যাইতেছে। অতএব উদান ধ্যান করিতে হইলে সর্ব্বশরীরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধারা ঊর্দ্ধে যাইতেছে এইরূপ বোধ করিতে হয়। সর্ব্বশরীরব্যাপী সেই ঊর্দ্ধধারা ভাবনাতে সমাহিত হইলে অভিমান-শক্তি শরীর-ধাতুতে উপসংক্রান্ত হইয়া তাহাদের (পূর্ব্ব প্রকৃতি অভিভূত করিয়া) প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন করিয়া শরীরকে উত্থানশীল-প্রকৃতিক বা লঘু করে। অর্থাৎ শরীর-ধাতুর পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ যে ক্রিয়া আছে, ঊর্দ্ধাভিমুখ-ক্রিয়াশীল অভিমানের উপসংক্রান্তির দ্বারা তাহা অভিভূত ও স্বাধীনীকৃত হয়; তাহাতেই শরীর লঘু হয়।

অন্তঃকরণাত্মক, তাহা অনেকেই বুঝিতে অক্ষম। তাঁহারা যদি ঈশ্বরবাদী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এইরূপ বিবেচনা করেন, তবে তাঁহারা নিজেদের কথা একটু তলাইয়া বুঝিলে আর গোল থাকিবে না। ইচ্ছা বলিলে তৎসহ কল্পনা-সঙ্কল্পাদি আসিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ আসিবে। সেই অন্তঃকরণ (ঈশ্বরের) জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ বলিতে হইবে, কারণ তাহা কেবল নিমিত্ত হইলে উপাদান কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জগৎকে অন্তঃকরণাত্মক সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। যাথার্থ্য অবলম্বন করিয়া ইহা বিবেচনা করিলে এইরূপ হইবে —ঈশ্বর সঙ্কল্প করিয়া রহিয়াছেন যে, সমস্ত জীব এই জগদ্রূপ প্রাপ্তি দেখুক, তাহাতে সেই ঐশ সঙ্কল্পের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আমাদের চিত্ত এই জগদ্‌ব্যাপ্তি দেখিতেছে। ইহাতেও ঐশ সঙ্কল্পের বা চিত্তের সহিত আমাদের চিত্তের নিয়ত সংযোগ এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানরূপ চৈত্তিক ক্রিয়া ঐশ চিত্তের ক্রিয়া-জনিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রধানতঃ সমস্ত ধর্মই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মের ত কথাই নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল। অগ্নি-কাশ্যপ, বিম্বিসার রাজা প্রভৃতির পরিবর্তন অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মুসলমানাদির ধর্মগুরু প্রবর্তকগণও অলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুচর সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা বা সিদ্ধি নানা প্রকারে হইতে পারে। সব সিদ্ধিই সমাধিজ সিদ্ধি নহে, নিম্নস্তরের সিদ্ধিও আছে এবং তাহাতেও লোকসংগ্রহ হইতে পারে। (যোগদ. ৪।১ ও ৪।৩ টীকা দ্রষ্টব্য)।

তত্ত্বসাধনে বিশ্লেষ ও সমন্বয়

বিলোম ও অনুলোম প্রণালীর যুক্তি—সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে এবং অন্যত্র তত্ত্বসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষ ও সমন্বয়-প্রণালীর যুক্তি (Analytical and Synthetical Methods) একত্র মিলাইয়া উপপাদিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথক্‌রূপে ঐ দুই প্রণালীর দ্বারা তত্ত্বসকল উপপন্ন করিয়া দেখান যাইতেছে। এক প্রণালীতে কার্য হইতে কারণ সিদ্ধ করিতে হয়, অন্যতে সিদ্ধ কারণ হইতে কিরূপে কার্য হয় তাহা সাধন করিতে হয়।

১। **বিলোম বা বিশ্লেষ প্রণালী**। ধাতু, পাষাণ, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণপুরঃসর আমরা ভৌতিক দ্রব্য জ্ঞাত হই। যদিচ ক্রিয়া ও জাড্য নামক অপর দুই প্রকারের ধর্ম ভৌতিক দ্রব্যে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা শব্দাদি-ধর্মের অনুগত ভাবেই যুক্ত হয়। শব্দাদি ধর্মের নাম প্রকাশ্য ধর্ম, তাহারা পঞ্চ প্রকার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব শব্দাদি পঞ্চ ধর্ম বাহ্য প্রকাশ্য-ধর্মের মধ্যে মুখ্য, অপর সমস্ত তাহাদের বিশেষণীভূত। সেই শব্দাদি পঞ্চ ধর্মের আশ্রয়ীভূত পঞ্চ প্রকার দ্রব্যের বা বাহ্যসত্তার নাম পঞ্চভূত। শব্দযুক্ত সত্তার নাম আকাশভূত, স্পর্শযুক্ত সত্তার নাম বায়ুভূত, রূপযুক্ত সত্তা তেজোভূত, রসযুক্ত সত্তা অব্‌ভূত ও গন্ধযুক্ত সত্তা ক্ষিতিভূত। ইহারা জ্ঞেয়ত্ব-ধর্মমূলক বিভাগ বলিয়া কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কর্মেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার্য নহে। অর্থাৎ ভূতসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যবহার করিবার যোগ্য নহে। তাহা হইলে ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য সমাধির উপদেশ থাকিত না। কেবল এক একটিমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিলে বাহ্য জগৎ যে ভাবে জানা যায় তাহাই ভূততত্ত্ব (সাং ত. ৩৩ পৃঃ ও তত্ত্বা. §১ দ্রষ্টব্য)।

২। পঞ্চভূতের গুণ শব্দাদি প্রত্যেকে নানাবিধ। বিচিত্র বিচিত্র শব্দাদির নাম বিশেষ। শব্দাদি গুণসকল ক্রিয়াত্মক, অতএব বিশেষ বিশেষ শব্দাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়ার যে সূক্ষ্মাবস্থায় শব্দাদিগুণের বিশেষসকল অপগত হইয়া একাকার হয়, অর্থাৎ ষড়্‌জ-ঋষভ, শীতোষ্ণ নীলপীত আদি ভেদ অপগত হইয়া কেবল একাকার সূক্ষ্ম শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অবিশেষ শব্দাদি গুণ। সেই অবিশেষ গুণের আশ্রয়ীভূত বাহ্যদ্রব্য সকলের নাম তন্মাত্র। ভূতের ন্যায় তন্মাত্রও পঞ্চ, যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। সূক্ষ্মের সমষ্টি স্থূল, তজ্জন্য তন্মাত্র

হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির করিতে শিখিয়া এইরূপ ভাবনা করিলে ইহা নিশ্চয় হয় পৌরুষ প্রত্যয়ের যাহা মূল তাহাই যে পুরুষ ইহা অনেক স্থলে দেখান হইয়াছে।

মনে হইতে পারে, একই বোধ বাহ্যজ্ঞান-কালে পরিচ্ছিন্ন হয় ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন হয়, অতএব আত্মবোধ জন্য ও পরিণামী হইল। নিম্নদিক্ হইতে চিতিশক্তিকে দেখিতে গেলে ঐরূপ (অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য) দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বৃত্তিরূপ বোধ ও আত্মবোধ স্বতন্ত্র ভাব। আত্মবোধ বা নিজেকেই নিজে জানা কখনও পর-প্রকাশ্য জানা হইতে পারে না, বা পর-প্রকাশ্য ভাব কখনও নিজকে জানা হইতে পারে না; অতএব আত্মবোধ বা পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ বা বুদ্ধি একরূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন পদার্থ (পুরুষ-তত্ত্বের বিশেষ বিবরণ 'পুরুষ বা আত্মা' প্রকরণে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষ করিয়া দুই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া যায়, এক—পুরুষ, যাহা আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ, আর এক—প্রকৃতি বা অনাত্মভাবের চরম স্বরূপ। প্রকৃতি বা ত্রিগুণ পুনশ্চ বিশ্লেষযোগ্য নহে, এবং আত্মবোধও বিশ্লেষযোগ্য নহে, অতএব তাহাদের আর কোন কারণ নাই। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি ও নিত্য বর্তমান পদার্থ। বিশ্লেষ-প্রণালীর দ্বারা এইরূপে দুই নিষ্কারণ নিত্য পদার্থ সর্বভাবের মূলস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

৯। অনুলোম বা সমবায় প্রণালী—অতঃপর সমবায়প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোপপন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে কিরূপে সমস্ত আন্তর ও বাহ্য ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিচারিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে বা জীবে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযুক্ত ভাব দেখা যায়, কারণ, তদ্ব্যতীত জীবত্ব হইতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি (দ্রষ্টা ও দৃশ্য) অনাদি-বিদ্যমান পদার্থ বলিয়া সেই সংযোগভাবও অনাদি। পুরুষখ্যাতিপূর্বক আত্মবোধভাবে অবস্থান করিলে সংযোগোৎপন্ন করণাদি বিলীন হয়। আর করণগণ ব্যক্তভাবে ক্রিয়াশীল থাকিলে (অর্থাৎ সংযোগাবস্থায়) পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য প্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে সংযোগের অভাব এবং পুরুষের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্যরূপ অযথাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও তৎক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া সেই পুরুষের অযথাখ্যাতি বা বিপরীত জ্ঞান বা অবিদ্যাই সংযোগের হেতু বলিতে হইবে। সংযোগ যেমন অনাদি, সেইরূপ অবিদ্যাও* অনাদি; সংযোগ অনাদি বলিয়া তজ্জনিত জীবভাব (কর্মাদি উপসর্গের সহিত) অনাদি। "ধর্মী-সকলের অনাদি-সংযোগ-হেতু ধর্মমাত্রেরও অনাদি-সংযোগ আছে," পঞ্চশিখাচার্য এ বিষয়ে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (যোগদঃ ২।২২)। অতএব অনাদি করণসকলের লয় ও উৎপত্তি কেবল অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। কাথায়ণ শ্রুতিতে আছে—"অবিনষ্টা নিবিশন্তি অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্তে"। স্মৃতি যথা—"ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" ইত্যাদি (গীতা)।

১০। ব্যক্তাবস্থার পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দুই কারণ। এক অবিকারী† নিমিত্তকারণ, আর এক বিকারী উপাদানকারণ। এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকাতে ব্যক্তভাবে দ্বৈবিধ্য দেখা

* অবিদ্যা অর্থে অযথাজ্ঞান, জ্ঞানাভাব নহে। জ্ঞানসকল বৃত্তিস্বরূপ, অতএব অযথাজ্ঞানবৃত্তি-সমূহের নাম অবিদ্যা হইল। অন্তঃকরণে যেরূপ অবিদ্যা আছে, সেইরূপ বিদ্যা বা স্বরূপখ্যাতির বীজও আছে। স্বভাবতঃ অবিদ্যার প্রাবল্য-হেতু স্বরূপখ্যাতির অতি অস্ফুট। দুই বৃত্তির অন্তরাল অবস্থায় স্বরূপস্থিতি হয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রাবল্যে বৃত্তিসকল এত দ্রুত উঠিতে থাকে যে অন্তরাল অলক্ষ্য হয়।

† পুরুষার্থের দ্বারাই পুরুষ ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তকারণ হন। পুরুষার্থ কি তাহা উদাহরণে বুঝা আবশ্যক। সাংখ্যসূত্রে—"পুরুষার্থহেতুকা প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে।" সেই পুরুষার্থহেতু হইতে যে প্রেরণা (উপদ্রষ্টৃ হওয়া-রূপ

এরূপ ওরূপ' ইত্যাদি অনাত্মভাবের সহিত সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। বোধবৃত্তি উদয়ের পর লীন বা অভিভূত হয়। অভিভব অর্থে অভাব নহে, তাহার সূক্ষ্ম অলক্ষ্যভাবে থাকা, কারণ, ভাবপদার্থের অভাব হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বোধবৃত্তি 'অমুককে বুঝি' এরূপ উদ্রেক বা ক্রিয়া-ধারা। ক্রিয়ার নাশ হয় না তবে যখন তাহা অপেক্ষাকৃত প্রবল হয় তখন সেই প্রবল জড়তাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্বকীয় উদ্যাচার ভাব হারায়, অর্থাৎ অলক্ষ্য-ভাবে থাকে, নষ্ট হয় না†। বোধবৃত্তি আমিত্বের উপর ছাপ স্বরূপ, অতএব অভিভূত হইয়া তাহা সেইরূপ আমিত্ব-সংলগ্নভাবে সূক্ষ্মরূপে থাকে। বোধের পূর্বে জড়তার বা আবরণের অপগমরূপ যেমন এক ক্রিয়া হয়, বোধবৃত্তির পরেও তাহার জড়তাকৃত অভিভবরূপ এক ক্রিয়া হয়। অতএব আমিতে যে ক্রিয়া বা পরিণামভাব পাওয়া যায় তাহা দুই প্রকার, এক অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করা, আর এক প্রকাশিতকে অপ্রকাশ করা। বোধ ও ক্রিয়ার সহিত তমোগুণপ্রধান জড়তা বা আবরণভাবও আমিত্বের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। তাহা উদ্রিক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় ও তাহাতে প্রকাশিত ভাব অভিভূত হয়, তাহা অনাত্মভাবের স্থিতিহেতু বোধের স্বরূপ। তাহাই আমিত্বসংলগ্ন স্থিতিশীলভাব অনাত্ম আত্মখ্যাতি তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই আমিত্বলগ্ন স্থিতিশীল ভাবের নাম হৃদয় বা মন। তৃতীয় অন্তঃকরণ। এইরূপে আত্মা ও অব্যক্তের সংযোগে বুদ্ধি অহংকার ও মন উৎপন্ন হয়। ইহারা সব সংহত অর্থাৎ দুই অসংহত পদার্থের সংযোগ-জাত। ইহারাই পরিণামক্রমে অন্য সমস্ত করণরূপে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি, অহং ও মনকে যথা ক্রিয়া ও শক্তি-ভাবে দেখিতে গেলে মন (উন্মুখ) শক্তি-স্বরূপ, যেহেতু তাহা ক্রিয়ার পূর্ব ও পর অবস্থা, অহং প্রধানক্রিয়া স্বরূপ এবং বুদ্ধি প্রখ্যা-স্বরূপ, কারণ, আমিত্ব সর্বাপেক্ষা সৎ বা স্থির। তাহাকে পুরুষের তুল্য বলা হয় ("প্রখ্যামাত্রমন্তুং সত্ত্বং পুরুষলোতি নিশ্চয়ঃ") যেহেতু আমিত্ব আত্মচৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ।

এক্ষণে ঐ তিন মূল করণ হইতে কিরূপে অপর করণ হয়, দেখা যাউক। অন্তঃকরণত্রয় ত্রিগুণাত্মক বলিয়া গুণত্রয়ের ন্যায় তাহারা পরস্পর সদা মিলিত এবং পরস্পরের সহায়। অন্য দুইয়ের সহায়তা ব্যতীত কাহারও কার্য হয় না। মূল কারণত্রয় সংযুক্ত বলিয়া তাহাদের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কার্যসকলও মিলিত হইয়া ক্রিয়া করে। এইজন্য প্রত্যেক করণেই গুণত্রয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সর্বত্র ত্রিগুণ থাকিলেও কোন একটির অংশ আধিক্যানুসারে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস আখ্যা হয় (সাং তত্ত্বা ৩২ দ্রষ্টব্য)।

১১। অতঃপর অন্তঃকরণত্রয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কিরূপে হয় দেখা যাউক। অন্তঃকরণ উপাদান হইলেও বিষয়ের মূলীভূত যে বাহ্যক্রিয়া তাহা তাহাদের নিমিত্ত-কারণ। বাহ্য

দেখা যায়, তাহারও মূলকারণ ইহাই। আমরা যাহাকে একটান ক্রিয়া বলি তাহাতে সম্যক্ ভাব অনবস্থা থাকে। 'নিত্যদা হ্যঙ্গভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে॥' অর্থাৎ সর্বদাই বস্তুর অঙ্গভূত পরিণামক্রমসকল কালের দ্বারা অর্থাৎ কালের অলক্ষ্যবেগে একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লয় পাইতেছে সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা লক্ষ্য হয় না। ক্রিয়ার সম্যক্ এইরূপে একবার হইতেছে ও একবার নিবৃত্তিরূপ বা তরঙ্গাকারী ক্রিয়ার ধারাস্বরূপ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন ইহাকে Quantum Theory বলা হয়। "A rough conception of the Quantum is that energy in action is not continuous but in definite little jumps."

†যেমন একটি বস্তু দুই বিপরীত বলশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইলে কোন বাহ্য ক্রিয়া দেখা যায় না, তদ্রূপ। অব্যক্তাবস্থা যে অভাব নহে কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম অনুদ্ভব ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ, তাহারও ইহা দৃষ্টান্ত।

পরিমাণে আছে। সেই সূক্ষ্মভাগ অন্তঃকরণের স্থিতিবৃত্তির দ্বারা নিবৃত্ত হইবে, কারণ, ধারণ করাই স্থিতিবৃত্তির কার্য্য। সেই সর্ব্বধারক (করণের ও বিষয়ের ধারক) স্থিতিবৃত্তির বা তামস অস্মিতার (মনের) বাহ্যাপিত বিষয়-ধারণরূপ যে পরিণাম হয়, তাহাই চৈত্তিক স্থিতি-বৃত্তি। পূর্ব্বধৃত ভাবের অনুভব-সহযোগে বাহ্যভাব (গৃহ্যমাণ অথবা গ্রহীষ্যমাণ) নিশ্চয়-কারিকা অস্মিতাপরিণামের নাম পঞ্চবিধ জ্ঞানবৃত্তি। পূর্ব্বানুভবযোগে প্রকাশ্য-কার্য্যাদি বিষয়ের সহিত আত্মসম্বন্ধকারিণী যে অস্মিতা, যাহাতে শক্তি সক্রিয় হয় তাহাই পঞ্চবিধ চেষ্টাবৃত্তি। ইহাও পূর্ব্বধৃত (যেমন সঙ্কল্পে ও কল্পনায়) এবং অভিধাস্যমাণ (যেমন কৃতিচেষ্টায়) এই উভয়বিধ-বিষয়-ব্যবহারকারী। গৃহ্যমাণ (যাহা বর্ত্তমানে গৃহীত হইতেছে), গৃহীত ও গ্রহীষ্যমাণ (যাহা অতীতে গৃহীত হইয়াছে ও যাহা ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে) এবং অগৃহ্যমাণ (যাহা সাক্ষাৎ ভাবে গৃহীত হয় না, যেমন সংস্কার), এইপ্রকারে বিষয় ত্রিবিধ বলিয়া চিত্তের ক্রিয়া বা ব্যবসায় মূলতঃ ত্রিবিধ, যথা, ব্যবসায় বা বর্ত্তমান-বিষয়ক, অনুব্যবসায় বা অতীতানাগত-বিষয়ক এবং অপরিদৃষ্টব্যবসায়। প্রথম = গ্রহণ, দ্বিতীয় = চিন্তন, তৃতীয় = ধারণ।

১৩। প্রমাণাদি বৃত্তি সকলের বিষয় ত্রিবিধ, যথা—বোধ্য প্রবর্ত্তনীয় ও ধার্য্য। সেই বিষয়-ব্যাপার-কালে চিত্তে যে গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্ভাবান্বিত চিত্তই ক্লেশাবৃত্তি বা গুণবৃত্তি। ক্রিয়া ও জড়তার অল্পতা এবং প্রকাশের আধিক্য সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। অতএব যে বিষয়-ব্যাপার স্বল্পক্রিয়া বা অনায়াস-সাধ্য অথচ খুব স্ফুট, তাহাই সাত্ত্বিক হইবে। এইরূপ বিষয়-ব্যাপার হইলেই সুখ হয়। অনুকূল বেদনাই তাহাই ধর্ম্ম। সেইরূপ রাজস বা ক্রিয়াবহুল বিষয়-ব্যাপারে চিত্ত ব্যাপৃত হইলে দুঃখ বা প্রতিকূল বেদনা হয়। আর যে-বিষয়-ব্যাপার অনায়াস-সাধ্য কিন্তু যাহাতে বোধ অস্ফুট তাহা সুখদুঃখ বিবেক-শূন্য মোহাবস্থা। একটী উদাহরণ দিয়া ইহা দেখা যাউক। মনে কর, তোমার পৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে। প্রথমতঃ তাহাতে বেশ সুখবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে করা হয়, তখন যন্ত্রণা হইতে থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপারে (শেষের তুলনায়) ক্রিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকার স্ফুট-বোধ সুখকর ছিল। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে অর্থাৎ বোধ-ব্যাপার যখন বহুল ক্রিয়া-যুক্ত হইল, তখন দুঃখময় বেদনা হইতে লাগিল। পরে আরও হাত বুলাইতে থাকিলে যন্ত্রণা অত্যধিক হইয়া শেষে নিঃসাড় হইয়া আর যন্ত্রণা অনুভবেরও শক্তি থাকিবে না। তখন সেই বোধ-ব্যাপারে গ্রহণক্রিয়াধিক্য হইবে ও তজ্জনিত সুখ বা দুঃখের অনুভব থাকিবে না, (একজন অতিপীড়ার শেষে আর দুঃখ বোধ থাকে না)। সেই ক্রিয়াধিক্য-শূন্য ও স্ফুটতা-শূন্য (সুখদুঃখের তুলনায়) বোধাবস্থার নাম মোহ। এই জন্য বলা হয়, সত্ত্ব হইতে সুখ, রজ হইতে দুঃখ এবং তম হইতে মোহ। সাধারণ বিষয়-ব্যাপারে (সাধারণ বিষয়-গ্রহণে), সুখ, দুঃখ ও মোহ অস্ফুটভাবে থাকে (যেমন সাধারণ খাওয়া শোওয়া ইত্যাদিতে)। যখন অসাধারণ অর্থ সিদ্ধি বা বিষ্টানাদি সংযোগ হয়, তখনই আমরা সুখ হইল বলি। সেইরূপ স্বার্থের সম্যক্ ব্যাঘাতে বা শরীরের স্বভাবতঃ (অভ্যাসবশত-সাধ্য) যে অনুভব আছে, তাহার বৈলোম্যকর অত্যুদ্রেকজনিত পীড়াপ্রাপ্তিতে আমরা দুঃখ হইল বলি, এবং অতি-দুঃখের পশ্চাতে ভয়ে অথবা গুরুতর-শারীর-পীড়ায় বোধ-চেষ্টা লোপ হইলে আমরা মোহ হইয়াছে বলি। সুখাদি বোধেরই এক একপ্রকার অবস্থা বলিয়া তাহাদের নাম বোধগত অবস্থাবৃত্তি। সুখ ইষ্ট বলিয়া তদনুস্মৃতিপূর্ব্বক তদ্বারা চেষ্টা করি, সেইরূপ দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে চেষ্টা করি আর মূঢ় হইয়া অস্বাধীনভাবে চেষ্টা করি। এই ত্রিবিধ চেষ্টাবস্থার

পারে। সাংখ্যকারিকায় আছে,—'চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া। তদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥' অর্থাৎ চিত্র যেমন পট ব্যতিরেকে অথবা ছায়া যেমন স্থাণু (খুঁটি) আদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ (তান্মাত্রিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান) বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। অতএব করণশক্তির অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক ক্রিয়ার যোগ থাকা চাই। আমাদের পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই বাহ্য বৈষয়িক ক্রিয়াকে পঞ্চভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্বাপেক্ষা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, অপরেরা ক্রমশঃ অধিকাধিক জড়তাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাহ্যমূল বিরাট্‌নামক পুরুষবিশেষের অস্মিতাপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ভেদজাতই পঞ্চ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতত্ত্ব, ইহাও গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্য বিশ্লেষ ও সমবায় এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। এইরূপ মননের পর নিদিধ্যাসন করিলে তবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া কৃতকৃত্যতা বা ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ও অত্যন্ততঃ মুক্তি হয়।

তত্ত্ব প্রকরণ

১। **তত্ত্ব কাহাকে বলে?** ভাব পদার্থদিগের সাধারণতম উপাদান ও মূল নিমিত্তই সাংখ্যের তত্ত্ব। ইহারা বাস্তব পদার্থ, অতএব জ্ঞানশক্তির কোন-না-কোন অবস্থায় তত্ত্বসকল যে সাক্ষাৎ জ্ঞাত অথবা উপলব্ধ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। সাক্ষাৎ জ্ঞান অথবা অচিন্ত্য তত্ত্বের বেলা অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই উপলব্ধি। উপলব্ধিও তিন প্রকার। উপলব্ধি অর্থে প্রাপ্তি (realisation)। গ্রাহ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞানই উপলব্ধি। গ্রহণের এবং গ্রহীতার সাক্ষাৎ জ্ঞানে স্থিতিও উপলব্ধি। যাহা চিত্তের অতীত সেই প্রকৃতি-পুরুষের উপলব্ধি অন্যরূপ, তাহা এমন অবস্থায় যাওয়া যেখানে অন্য কিছুই থাকিবে না, কেবল তাহাই থাকিবে। সেইজন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া উহাদের উপলব্ধি করিতে হয়। সুতরাং উল্লিখিত লক্ষণ অর্থাৎ উপলব্ধিযোগ্যতা, সাংখ্যীয় তত্ত্বসকলে অনপলাপ্য। ফলে যেসকল নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ ও কার্য্য কেবল কল্পনাগত বা অভাব পদার্থ, তাহারা সাংখ্যমতে তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

তত্ত্বগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—সাধারণতম কার্য্য, সাধারণতম উপাদান ও মূল নিমিত্ত। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ সাধারণতম কার্য্য, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র সাধারণতম উপাদানও বটে এবং সাধারণতম কার্য্যও বটে। প্রকৃতি সর্ব্বসাধারণ মূল উপাদান এবং পুরুষগণ মূল নিমিত্ত।

ভূততত্ত্বগুলি সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তির অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হয়। এই স্থৈর্য্য সম্যক্ স্থৈর্য্য না হইলেও ইহা লাভ করিতে হইলে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ইন্দ্রিয়ের যে অভ্যাস ক্ষিপ্রগতি আছে তাহাকে সংযত করিতে হয়। তন্মাত্রতত্ত্ব ইন্দ্রিয়শক্তির অধিকতর স্থির অর্থাৎ অভিস্থির অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হয়।

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে হইলে যোগোক্ত কৌশলে বাহ্যজ্ঞান নিরুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে চিত্তকে অন্তর্মুখ করিলে, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারেও যে ঈষৎ বাহ্যজ্ঞান থাকে তাহাও লোপ পায়।

অহংকার ও মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) ধ্যানবিশেষের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্ব বিবেকের প্রকর্ষের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও স্বরূপতঃ অচিন্ত্য। অতএব চিত্তনিরোধরূপ অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই তাহাদের উপলব্ধি।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, সাংখ্যের কোন তত্ত্বেরই নির্ধারণ কেবল অনুমান বা উপপত্তির উপর নির্ভর করে না। ব্যবহারিক জীবনে তাহারা সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বস্তুগুলিও ঐরূপে উপলব্ধ হয় না। বৈজ্ঞানিক তাহাদের পরিজ্ঞানের জন্য বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন। সাংখ্যও তাহাই করেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, সাংখ্যের পরীক্ষা চৈত্তিক পরীক্ষাগারে (Mental Laboratory-তে) হয়। এই পরীক্ষা সকলেই করিতে পারেন, তবে যোগ্যতা আবশ্যক। আর বিশেষ সাধনার ফলেই এ যোগ্যতা লাভ করা যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও চেষ্টাজাত যোগ্যতার অপেক্ষা আছে। অতএব তত্ত্ব-নির্ধারণে সাংখ্যের ও বিজ্ঞানের প্রণালী প্রায় একই এবং এ প্রণালী অবলম্বন করিলে সংশয়ের অবসর থাকে না। কিন্তু পদ্ধতি এক হইলেও বিজ্ঞান, বস্তুজগতের চরম বিশ্লেষণের পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়াছে। সাংখ্য এই চরম বিশ্লেষণের ফলে যে পঞ্চবিংশতি ভাব-পদার্থ পাইয়াছেন তাহাদিগকেই তত্ত্ব বলে।

২। **ভূততত্ত্ব।** বাহ্য জগৎ আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়গত, কর্মেন্দ্রিয়গত ও শরীরগত বোধের বা প্রকাশগুণের ('প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্''—যোগসূত্র। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়েই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিগুণ আছে) দ্বারা জানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত প্রকাশের দ্বারা প্রধানতঃ শব্দস্পর্শাদি পাঁচ ধর্ম জানি, কর্মেন্দ্রিয়গত প্রকাশগুণের দ্বারা বাহ্যের চলনধর্মের জ্ঞান প্রধানতঃ হয়, এবং শরীর বা প্রাণগত প্রকাশের দ্বারা কাঠিন্যাদি জাড্যধর্মের জ্ঞান প্রধানতঃ হয়। অতএব বাহ্যের জ্ঞেয় ধর্ম সকল তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—প্রকাশ্য, কার্য্য বা হার্য্য ও জাড্য। প্রকাশ্যধর্ম যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় তাহারা যথা—শব্দ, স্পর্শ বা তাপ, রূপ, রস ও গন্ধ। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য 'আশ্লেষ' নামক বাহ্য বোধ। আমাদের ত্বকে তাপবোধ ব্যতীত যে স্পর্শ-বোধ আছে তাহার নাম 'তেজঃ'' আর তাহার বিষয় ''শীতোষ্ণবিভবা''—'তেজস্ত শীতো-ভিভবাত্মক''—শ্রুতি। তেজ অর্থে শীতোষ্ণ ব্যতীত অন্য বাহ্য বোধ ইহা ভাষ্যকার বলেন। ঐ স্পর্শবোধই জিহ্বা, পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ে স্থিত স্পর্শ-বোধ। প্রাণের প্রকাশ্য নানারূপ সঙ্ঘাত বাধা ও অবাধা-বোধ।

৩। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়ক যে চালনশক্তি আছে, তদ্দ্বারা আমাদের রূপাদি বিষয়ের চলনের জ্ঞান হয়। যেমন একটি আলোক একস্থান হইতে স্থানান্তরে গেল—এই চলনজ্ঞান চক্ষুর চালনযন্ত্রের সাহায্যেই হয়। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের চলনশীলতা বাক্, শিল্প, গমনাদি বিষয় হইতে বাহ্যের কার্য্যধর্মের জ্ঞান হয়। প্রাণের দ্বারাও সেইরূপ বাহ্যের চালধর্মের কিছু জ্ঞান হয়। যথা—কাঠিন্য প্রভৃতি অচালনা, কোমলতা তদপেক্ষা চালনা বা ভেদ্য ইত্যাদি।

৪। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত যে জড়তা আছে তদ্দ্বারা শব্দাদিপ্রকাশ্যধর্মের আবরণতা ও অনাবরণতারূপ জাড্যধর্মের জ্ঞান হয়। শব্দ-তাপ-রূপাদির প্রবল ক্রিয়াকে আমরা স্ফুটরূপে জানি আর অপ্রবল ক্রিয়াকে আবৃততররূপে জানি, ইহাই শব্দাদি বিষয়ের জাড্যের উদাহরণ।

জ্ঞানের ও ক্রিয়ার রোধক ধর্ম্মই যে জড়তা তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। কার্য্যবিষয়ের জড়তা সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতিঘাত হইতে বুঝি। প্রাণের দ্বারাই জড়তা ভালরূপে বুঝি। যাহা শরীর ও প্রাণ-যন্ত্রকে বাধা দেয় সেই বাধার তারতম্য অনুসারেই কঠিন, তরল প্রভৃতি পদার্থ বুঝি।

৫। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই নিয়ত কার্য্য হইতেছে এবং তাহার অনুভূতির সংস্কারও জমিতেছে। সেই সংস্কার হইতে স্মৃতিপূর্ব্বক অনুমানের দ্বারা আমরা সংকীর্ণ ভাবে সাধারণতঃ বাহ্য বিষয় জানি। পাথর দেখিলেই তাহা কঠিন মনে করি। অবশ্য কাঠিন্য চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে, পূর্ব্বে ঐরূপ দ্রব্য যে কঠিন তাহা ছুঁইয়া জানিয়াছি, তাহা হইতে অব্যবহিত অনুমানের দ্বারা উহা কঠিন মনে করি। পাথর নামও চক্ষুর বিষয় নহে, স্মরণের দ্বারা উহাও জ্ঞান হয়।

৬। অতএব সাধারণতঃ বা ব্যবহারতঃ আমরা প্রকাশ্য, কার্য্য ও স্থৈর্য্য ধর্ম্মকে মিশাইয়া বাহ্যজগৎ জানি। এইরূপ জানার দ্বারা জ্ঞেয় দ্রব্য তাহার নাম ভৌতিক বা প্রভূত।

৭। ঐরূপ ভৌতিক দ্রব্য লইয়া তাহার মূল কি তাহা যদি বিচার করিতে যাই তবে "অণু" পরিমাণের ঐ ত্রিবিধ ধর্ম্মযুক্ত একদ্রব্যে আমরা উপনীত হইতে পারি। সেই অণু-পরিমাণ যে কত তাহা বলার উপায় নাই বলিয়া উহা ঐ দৃষ্টিতে অনবস্থা-দোষযুক্ত। দ্বিতীয় দোষ, সেই অণুকে কল্পনা (উহা কল্পিত বা hypothetical) করিতে গেলে তাহাতে কোন-না-কোন রূপাদি গুণ, ক্রিয়াগুণ ও জাড্যগুণ কল্পনা করিতেই হইবে। উহাতে রূপাদি-ধর্ম্মের মূল কি, তাহা জানা যাইবে না। কেবল পরিমাণের ক্ষুদ্রতাই মাত্র কল্পিত হইবে।

৮। সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ। ঐ দোষের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের ঐরূপ কাল্পনিক পরমাণুবাদ সাংখ্য গ্রহণ করেন না। সাংখ্যেরা বাস্তব অকাল্পনিক মূলদ্রব্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বলিয়া সাংখ্য অন্যরূপে বাহ্য জগৎ বিশ্লেষ করেন।

৯। শব্দের মূল সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দগুণমাত্রে রূপাদি-জ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্তকে সম্যক্ স্থির করিতে হইবে। তাহাতে বাহ্য জগৎ শব্দময়মাত্র বোধ হইবে। সুতরাং তাহাই আকাশভূত। বায়ু-প্রভৃতিও সেইরূপ। অতএব "শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ। জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥" (মহাভাঃ)। এইরূপ ভূতলক্ষণই গ্রাহ্য এবং ইহারা প্রকৃত ভূততত্ত্ব। ভূত-তত্ত্ব সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে হয়। অন্য বিষয় ভুলিয়া এক বিষয়ে চিত্তের স্থিতিই সমাধি। অতএব রূপাদি ভুলিয়া শব্দমাত্রে চিত্তের স্থিতি আকাশ ভূতের সাক্ষাৎকার হইবে। ইহাতেও ভূতের প্রকৃত লক্ষণ বুঝা যাইবে।

১০। নৈয়ায়িকেরা বলেন "কদম্বগোলকাকারমারভ্যন্তে হি শব্দাঃ * * * বীচিসন্তানদৃষ্টান্তঃ কিঞ্চিৎ সাম্যানুসারতঃ। ন তু বেগাদিসামর্থ্যং শব্দানামস্ত্যপামিব॥" (ন্যায়মঞ্জরী ৩য় আঃ) অর্থাৎ কদম্বগোলকাকার বা কদম্ব-কেশরের ন্যায় শব্দ সর্ব্বদিকে গতিশীল, বীচিসন্তানের সহিত কিছু সাম্য থাকাতে তাহাও এ বিষয়ে উদাহৃত হয়। জলের যেরূপ বেগসংস্কার আছে শব্দের সেরূপ নাই*। আলোচ্য গতিও নৈয়ায়িকেরা অচিন্ত্য

*ইহা যথার্থ কথা। বেগ-সংস্কার বা momentum বীচিতরঙ্গের গতির বা Wave motion এর নাই। শব্দতরঙ্গাদি যাহারা তরঙ্গরূপে বিস্তৃত হয়, তাহারা একরূপ বাহক দ্রব্যে একরূপ বেগেই বিসর্পিত হয়, উৎপাদকের গতিতে সেই বেগের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—কিন্তু তরঙ্গের উচ্চতাদি ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় মাত্র। একটা রেলগাড়ী দাঁড়াইয়া 'সিটি' দিলে বা তোমার দিকে বেগে আসিতে আসিতে 'সিটি' দিলে তুমি একই সময় তাহা শুনিতে পাইবে, কেবল 'সিটি'র সুরের তারতম্য হইবে।

বলেন। উহা এক সহচর তাপও যে কম্পতরঙ্গের ন্যায় বিসর্পিত হয় তাহা প্রত্যক্ষত জানা যায়।

১১। প্রকাশ, ক্রিয়া ও জাড্য বস্তু যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা যথাক্রমে সম্যক্ জানা যায়, তাহাদের সমাহারপূর্ব্বক যে বাহ্যজ্ঞান তাহা ভূততত্ত্ব ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহার কাঠিন্য তারল্য আদি অবস্থা অনুসারে একরূপ ভূতবিভাগ হয়। যাহা শব্দজ্ঞানের সহিত অনাবরণ বা ফাঁক বা অবকাশ জ্ঞান হয় শীতোষ্ণজ্ঞান তক্রিয়ই বায়ু হইতে হয়, রূপ উজ্জ্বলতা বিশেষের সহভাবী বস্তুজ্ঞান তরলিত দ্রব্যের দ্বারা হয় এবং গন্ধজ্ঞান সুকাঠিন্যের অধিষ্ঠানে হয়। এইজন্য অবকাশবৎ প্রসারিত (বায়বীয় দ্রব্য যেহেতু প্রসারী যথা চঞ্চল), উত্তাপ, তরলত্ব ও ঘনত্ব এই পঞ্চবর্গ বিশেষিত করিয়া ঘনত্বের দ্বারা বাহ্যদ্রব্য ব্যবহার করার জন্য ঐরূপ ভূত গৃহীত হয়। উহাকে যোগশাস্ত্র (৩।৪৪) "স্বরূপভূত" বলে ও বৈদান্তিকেরা পঞ্চীকৃত মহাভূত বলেন।

১২। তন্মাত্রতত্ত্ব। ভৌতিক দ্রব্যের মূল কি তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ববাদীরা পরমাণুবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সাধারণতঃ পুরাকালে পরমাণু কাঠিন্যযুক্ত ক্ষুদ্র দানা বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং প্রাচীনেরা তাদৃশ উপপাদিতাদের বা থিওরীর দ্বারা বাহ্য জগতের মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধুনা পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন আদির সমষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু যে পরমাণুর ক্রিয়ায় শব্দরূপাদি জ্ঞান হয় তাহা শব্দাদিহীন হইবে, সুতরাং তাদৃশ দ্রব্য বাহ্যরূপে অজ্ঞেয় হইবে। বিশেষতঃ পরমাণুর পরিমাণ অবিভাজ্য মনে করা ন্যায্য কল্পনা নহে কেহ উহাতে পরিমাণের সীমা আছে মনে করেন, কেহ (বৌদ্ধ) উহাকে নিরংশ বলেন, অন্যেরা উহাদের নিত্য বলেন। বিদ্যুৎ যে বস্তু কি তাহা না জানাতে আধুনিক পরমাণুবাদও অজ্ঞানবাদ-বিশেষ।

সাংখ্যের মত অন্যরূপ, কারণ, সাংখ্যীয় তন্মাত্রতত্ত্ব থিওরী বা উপপাদিতবাদ নহে কিন্তু অনুভূয়মান ভাব পদার্থ বা positive fact। শব্দাদি সবই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-আত্মক, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। ক্রিয়া স্বভাবত বিচিত্র বা জড়তার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন হওয়াতে সন্তত্যক্রমে হয় (ফলতঃ তত্ত্বতঃ বাহ্যতঃ ক্রিয়া কল্পনীয় হয় না)। অতএব যে ক্রিয়ার দ্বারা শব্দাদি হয় তাহা সন্তত বা তরঙ্গরূপ। সেই তরলিত ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়াভিঘাত হইলেই বা "বৃত্ত্যা উদ্ঘাটিতম্" (যোগভাষ্য ৪-৩১) হইলে জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ ক্রিয়া এত ক্ষুদ্র হয় যে, সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা প্রত্যেকটি ধরিতে পারি না কিন্তু অনেকগুলি একসঙ্গে অনবচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করি, উহাই "অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা" (১৪৩ ভাষ্য) স্থূল দ্রব্যের স্বরূপ। কিন্তু এক একটি ক্রিয়াক্ষণ অভিঘাত হইতে জ্ঞানের অণু অংশ উৎপন্ন হইবে, শব্দাদি-জ্ঞানের তাদৃশ অণু অংশই তন্মাত্র।

১৩। তন্মাত্র অর্থে 'সেইমাত্র' অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, ইত্যাদি ; অতএব উহা পূর্ব্বোক্ত পরমাণুর ন্যায় অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত দ্রব্য নহে কিন্তু জ্ঞেয় বা জ্ঞাত শব্দাদিগুণের অণু অংশমাত্র, "গুণাংশোত্থা ভিন্নসূক্ষ্মরূপেণাবস্থান" তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে" (ভাস্করাচার্য্য)। তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রচয় হইতে যখন ষড়্জাদি বা নীলপীতাদি বিশেষ বা স্থূল গুণের জ্ঞান হয়, তখন অপ্রচিত সেই সূক্ষ্মজ্ঞানে নীলাদি বিশেষ থাকিবে না, তাই তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। অন্য কারণেও উহাকে অবিশেষ বলা যাইতে পারে। নীলপীতাদি বিশেষজ্ঞান আমাদের

চালনও মনের কার্য্য। অর্থাৎ সঙ্কল্পন, কল্পন প্রভৃতি আভ্যন্তর কার্য্য এবং মনের মধ্যে যে সব ভাব আছে অথবা ঘটে তাহারও জ্ঞান মনের কার্য্য। ফলত শ্রবণাদি বাহ্য জ্ঞান, বচনগ্রহণাদি ও প্রাণধারণরূপ বাহ্য কর্ম্ম, বাধাকর্ম্মেরও জ্ঞান, আর 'আমি আছি,' 'আমি করি,' সঙ্কল্প আছে, কল্পনা আছে ইত্যাদি আভ্যন্তর ভাবের জ্ঞান এবং সঙ্কল্পন, কল্পন আদি রূপ আভ্যন্তর কর্ম্ম, এই সমস্তই মনের কার্য্য। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ (যদ্দ্বারা জ্ঞেয় গৃহীত হয়) সেইরূপ অন্তরের ভাব সকলের জ্ঞানের যে আভ্যন্তর দ্বার তাহাই মন। পরন্তু যাহা কেবল মানসিক চেষ্টা (যেমন স্মরণ, উহনাদি) এবং তাদৃশ ক্রিয়ারও যাহা অন্তঃস্থ করণ তাহাও মন।

ক্রিয়ার যাহা সাধকতম তাহাই করণ, অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞানাদি প্রধানত সাধিত হয় তাহাই করণ। উক্ত ত্রিবিধ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন আমিত্বের করণ। আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানি, করি ইত্যাদি অনুভূতি উহার প্রমাণ। বিজ্ঞাতা পুরুষের তুলনায় আমিত্ব নিজেও করণ। যেহেতু আমিত্বের দ্বারা দ্রষ্টাপুরুষের সন্নিধিতে আমিত্ব স্বয়ং নীত হইয়া জ্ঞাত হয়, 'আমি আমাকে জানি' এই অনুভূতি উহার প্রমাণ। ইহার এক 'আমি' দ্রষ্টার মত এবং অন্য 'আমি' দৃশ্য। উক্ত বাহ্য করণ ছাড়া ত্রিবিধ অন্তঃকরণ আছে, তাহারা যথা—চিত্ত, অহংকার ও মহান্ আত্মা। সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গ।

১৭। চিত্ত ও মন অনেকস্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক্ করিয়া বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তের দুই অংশ,—এক মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় অংশ, আর অন্যটি বিজ্ঞানরূপ বা চিত্তবৃত্তিরূপ অংশ। ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা মিলাইয়া মিশাইয়া যে উচ্চ জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে নাম, জাতি, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, হেয়-উপাদেয় প্রভৃতি জ্ঞান থাকে। নাম ও জাতি অবশ্য সাধারণতঃ শব্দপূর্ব্বক বিজ্ঞাত হয়, কিন্তু কালা-বোবাদের অন্য সঙ্কেতে উহার কল্পনা হইতে পারে। ভাষা বা তাহার সমতুল্য সঙ্কেতের দ্বারাই ভাষাবিদ্ মনুষ্যের প্রধানত উক্ত বিজ্ঞান হয়। ভাষার অভাবেও পশুদের ও এড়মূকদের বিজ্ঞান হয়, তবে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে।

১৮। বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য বোধের অপর নাম প্রত্যয়, বা পরিদৃষ্ট ভাব, জ্ঞেয় ও কার্য্য বিষয় সবই পরিদৃষ্ট ভাব। উহা ছাড়া চিত্তের অপরিদৃষ্ট ভাব বা সংস্কার নামক ধর্ম্মও আছে অতএব চিত্তকে প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্ম্মক বলা হয়।

চিত্তের যেরূপ বাহ্য বিষয় আছে সেরূপ আন্তর বিষয়ও আছে। আমি বা 'আমি আছি' এরূপ যে জ্ঞান হয় তাহা আন্তর বিষয় জ্ঞানের উদাহরণ*। এই সাধারণ আমিত্বজ্ঞানের যাহা বিষয় তাহার নাম অহংকার বা সাধারণ 'আমি, আমি' ভাব। 'আমি এরূপ' 'আমি ওরূপ' বা 'আমি এই এই যুক্ত' এতাদৃশ 'আমি, আমার'-ভাবই (I-sense) বা অভিমানই অহংকার। অন্য কথায় আমি জ্ঞাতা, আমি কর্ত্তা, আমি ধর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম

* হৃৎপিণ্ড রক্ত চালায় এবং সেই রক্তের দ্বারা নিজেও পুষ্ট হয় এবং পোষণের কার্য্যতা অনুভব করে। সেইরূপ প্রত্যেক জৈব যন্ত্র যথাযোগ্য রক্তে নিজে নিজে চলে ও পুষ্ট হয় এবং অন্য যন্ত্রকেও চালায়। এইরূপে নিজের দ্বারা নিজেকে জানা, গড়া ও পোষণ করা (self determination) জৈব যন্ত্রসমূহের লক্ষণ এবং অজৈব হইতে বিশেষত্ব। জৈব বা চিত্তও সেইরূপ আপনাকে জানে এবং স্বকর্ম্মের দ্বারা নিজেকে বজায় রাখে। ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহার মূল কারণ বা হেতু এক স্বপ্রকাশ পদার্থ। স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা বা 'নিজেকেই নিজে জানা' এরূপ এক মত জীবত্বের মূল হেতু বলিয়া জীবত্বও সেইরূপ। জীবত্বের উপাদান শূন্য বলিয়া জীবত্বে শূন্যত্বও আছে।

এবং শব্দাদিরও উপরিস্থ যে অভিমানভাব যাহাতে ঐ সব নিবদ্ধ তাহাই অহংকার এবং তাহা নিগূঢ় সর্ব্বকরণশক্তির উপাদান—যে করণশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সকল যন্ত্ররূপে উপচিত হয়।

১৯ মহান্ আত্মা। আমি জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ধর্ত্তা এরূপ অভিমানের যে পূর্ব্বভাব বা উহার যে মূল শুদ্ধ আমি-ভাব তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। অস্মীতিমাত্র বা শুদ্ধ আমিমাত্র আত্মা বা অহংভাবই মহান্ আত্মা। চিত্ত যখন অমূল এই শুদ্ধ অহংভাবের অনুস্মরণ পূর্ব্বক জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রভৃতি ভুলিয়া কেবল উহাতে অবহিত হয় তখনই মহত্তত্ত্বের বিজ্ঞান হয়। যথা, শরীরের যে জ্ঞাননাড়ী আছে—যদ্দ্বারা তদ্বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়—তাহাতে কিছু বিকার ঘটিলে যেমন সেই জ্ঞাননাড়ী নিজ-স্বরূপ সেই বিকারকেও জানিতে পারে, সেইরূপ চিত্ত বাহ্য বিষয়ও জানে এবং স্বগত ভাবও (যাহা তাহার বৃত্তিভূত এবং উপাদানভূত অর্থাৎ মহৎ, অহংকার) জানে।

২০। ত্রিগুণ। ভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহং ও মহৎ এই তেইশটি তত্ত্বের বিষয় বিবৃত হইল। ইহারা সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য ভাব পদার্থ। ইহাদের উপাদান কি, ইহারা কিসে নির্ম্মিত—এখন এই প্রশ্ন হইবে। নানাবিধ অলঙ্কার বা নানা মৃৎপাত্র দেখিয়া যে উপায়ে স্থির করি যে, ইহাদের উপাদান স্বর্ণ বা মৃত্তিকা, ঠিক সেইরূপ উপায়ে এখানেও চলিতে হইবে। ইহার উত্তর প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ বাদী উহা অজ্ঞেয় বলিয়াছেন (কোন কোন ঈশ্বরকারণবাদী ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলাতে তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়বাদী)। অধিকন্তু অনেকে নিজের বুদ্ধির উপরায় উহা মানসের পক্ষে অজ্ঞেয় বলেন। প্রণালী বিশেষে চলিলে ঐ বিষয় অজ্ঞেয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ ; তাহাতে জ্ঞেয়ের চরম সীমায় যাওয়া যায় এবং জানা যায় যে তাহার পর আর জ্ঞেয় নাই। পরন্তু অজ্ঞেয় আছে বলিলে সম্যক্ আত্মজ্ঞ বলা হয় না, কারণ কিছু জ্ঞেয় হইলেই তবে তাহাকে 'আছে' বলি। যাহা সম্যক্ অজ্ঞেয় তাহাকে 'আছে' বলা অসঙ্গত। অতএব ঐরূপ স্থলে (অজ্ঞেয় আছে বলিলে) 'কিছু জানি কিন্তু সব জানি না,' ইহা বলা হয় মাত্র।

২১। এখন সাংখ্যের প্রণালীতে দেখা যাউক ঐ তেইশ তত্ত্বের মূল উপাদান কি? মহান্ হইতে ভূত পর্য্যন্ত সমস্তের মধ্যে বিকার বা অবস্থান্তরতা দেখা যায়, অতএব ক্রিয়া তাহাদের সকলের শীল বা স্বভাব। ক্রিয়া হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, যেমন বাহ্য ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় হইয়া শব্দাদিরূপে প্রকাশিত বা জ্ঞাত হয়। অতএব প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া তাহাদের আর এক স্বভাব। ক্রিয়া এককালে হয় না কিন্তু ক্রমে ক্রমে হয় অতএব ভগ্ন হওয়া ও উদ্ভূত হওয়াই ক্রিয়া। অতএব ক্রিয়া ধারাবাহিত্ত অতীত। এখন বুঝিতে হইবে এই ভাঙ্গাটি কি? বলিতে হইবে ক্রিয়ার বিরুদ্ধ জড়তাই ক্রিয়ার ভঙ্গ। সুতরাং এই জড়তা বা স্থিতি প্রকাশ ও ক্রিয়ার অবিনাভাবী ভাব। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাব বাহ্য ও আন্তর সর্ব্ব বস্তুতে সাধারণ স্বভাব, উহারা পরস্পর অবিনাভাবী। এক থাকিলে তিনই থাকিবে। যেমন সুবর্ণ স্বভাব দেখিয়া নানা অলঙ্কারের উপাদান সুবর্ণ বলিয়া নিশ্চয় হয়, সেইরূপে ঐ তিন স্বভাব দেখিয়া আন্তর ও বাহ্য সব দ্রব্যই ঐ তিন স্বভাবের দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত জানা যায়। ঐ তিন স্বভাবের বা তিন দ্রব্যের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম, ইহাদের ত্রিগুণও বলা যায়। প্রকৃতি বা উপাদান এবং প্রধান বা সর্ব্বধারক কারণ ইহার নামান্তর। গুণ অর্থে এখানে ধর্ম্ম নহে কিন্তু রজ্জু। যেন উহারা পুরুষের বন্ধন-রজ্জু।

২৫। ত্রিগুণ ভূতেন্দ্রিয়ে কিরূপে আছে, ত্রিগুণানুসারে কিরূপে উহাদের জাতি ও ব্যক্তি বিভাগ করিতে হয় তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' ও অন্যত্র সবিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যে উপপত্তির জন্য কল্পিত নভ্যা (hypothetical) পদার্থ নহে, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশাদি যে আছে তাহা অনুভূয়মান তথ্য কিন্তু থিওরী বা বাঙ্মাত্র উপপত্তি নহে। থিওরী বা উপপত্তি-বাদ বা যুক্তির তর্ক বদলাইয়া যায় কিন্তু তথ্য (fact) বদলায় না।

২৬। এইরূপে সাংখ্য সব দৃশ্য দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ নির্ণয় করেন। উহা যে কারণ নহে এবং মূল কারণ নহে এবং উহার ও যে মূল আছে ইহা এ পর্যন্ত কেহ দার্শনিক উপায়ে দেখান নাই। দেখাইবারও সম্ভাবনা নাই, কারণ আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ সম্বন্ধে কল্পনা করিতে পার কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিনের মধ্যে পড়ে না এরূপ কিছু কল্পনাও করিতে পারিবে না। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনে করে পঞ্চভূত ছাড়া আরও ভূত থাকিতে পারে। অবশ্য আমাদের এই বিশ্লেষে তাহার অসম্ভবতা বলা হয় নাই কিন্তু উহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বর্তমান ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহা জানি তাহাকেই পঞ্চভূত বলি, ইন্দ্রিয় অন্যরূপ এবং অন্য সংখ্যক হইলে ভূতবিভাগও যে তদনুরূপ হইবে তাহা উক্ত আছে। আর এক শ্রেণীর অপরিপক্কমতি লোক আছে, তাহারা চরম বিশ্লেষ বুঝে না। তাহারা মনে করে ত্রিগুণ ছাড়া আরও উপাদান থাকিতে পারে। এই যে 'আরও' কথাটি, ইহা কিসের বিশেষণ? অবশ্য বলিতে হইবে 'আরও দ্রব্য' থাকিতে পারে। 'দ্রব্য' মানে কি? বলিতে হইবে যাহা গুণের দ্বারা জানি তাহাই দ্রব্য। সেই 'আরও' দ্রব্য এমন কোন্ স্বভাবের দ্বারা জানিবে যদ্দ্বারা সেই 'আরও' দ্রব্যকে কল্পনা করিবে? প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ছাড়া আর কোন্ মূল স্বভাব আছে যদ্দ্বারা তদ্ঘটিত 'আরও' মূল উপাদান দ্রব্য কল্পনা করিবে? বলিতে হইবে তাহা জানি না। যাহার কিছুই জান না, এমন কি ধারণা করিতেও পার না তাহার নাম অলক্ষণ বা শূন্য। অতএব এরূপ শঙ্কার অর্থ হইবে ত্রিগুণ ছাড়া আর শূন্য আছে বা কিছু নাই। যখন উহা ছাড়া কিছু জানিবে তখন তাহার বিষয় বলিও। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি চরম বিশ্লেষ বলিয়া তদতিরিক্ত মৌলিক দ্রব্য থাকার সম্ভাব্যতাও নাই। নিষ্কারণ দ্রব্য বরাবর আছে ও থাকিবে ইহা ন্যায়তঃ সিদ্ধ বাদ। যাহা কিছু বিশ্বে আছে তাহা যখন ত্রিগুণরূপ উপাদানে নির্মিত ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, তখন আর অতিরিক্ত কি দ্রব্য পাইবে যাহার অন্য উপাদান কল্পনা করিবে। গীতাও বলেন—'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।' অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ বা দেবতাদের মধ্যে এরূপ কোন বস্তু (প্রাণী ও অপ্রাণী) নাই যাহা সত্ত্বাদি গুণের অতীত বা তন্মধ্যে পড়ে না।

পুরুষ বহু কিন্তু প্রকৃতি এক, কারণ, প্রকৃতি সামান্য বা সর্বপুরুষের সাধারণ দৃশ্য, 'সামান্যমচেতনম্ প্রসবধর্মি' (সাং কা), রূপরসাদি সমস্ত জ্ঞাতারই সাধারণ গ্রাহ্য। অন্তঃকরণ প্রতি-পুরুষের হইলেও গ্রাহ্যের সঙ্গে মিলিত, অতএব গ্রাহ্য ও গ্রহণ সবই দ্রষ্টার কাছে সাধারণ ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য। তাহাদের ভেদ করিতে হইলে একই স্থলে তত্ত্বভেদের ন্যায় কল্পনা করিতে হইবে, মৌলিক বহু ত্রিগুণ কল্পনা করার হেতু নাই, তজ্জন্য ত্রিগুণা প্রকৃতি এক। (পুরুষের বহুত্ব ও প্রকৃতির একত্ব প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

২৭। পুরুষ। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব যে পুরুষ তাহা 'পুরুষ বা আত্মা' প্রকরণে সাধিত হইয়াছে, এখানে সাধারণ ভাবে আবশ্যকীয় বিষয় বলা যাইতেছে। ত্রিগুণ, দৃশ্য বা জড়

বা পরপ্রকাশ্য। জড়তা ও ক্রিয়া যে স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে। প্রকাশও তদ্রূপ। প্রকাশ অর্থে জ্ঞান, যথা—শব্দাদিজ্ঞান, আমিত্বজ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান ইত্যাদি। শব্দাদিজ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য-প্রকাশক যোগে প্রকাশ। অনুভবও হয় যে জ্ঞানের মূল আমিতে আছে, শব্দাদিতে নাই, 'আমি শব্দ জানি' এরূপই অনুভূতি হয়। ইচ্ছা, ভয় আদির জ্ঞানও সেইরূপ অর্থাৎ উহারা জ্ঞেয় কিন্তু জ্ঞাতা নহে, তবে জ্ঞাতা কে? অনুভব হয় 'আমি জ্ঞাতা'। কিন্তু আমির সর্বাংশ জ্ঞাতা নহে, অনেক জ্ঞেয় পদার্থেও অভিমান আছে এবং তাহাদের লইয়াই 'আমি' জ্ঞান হয়। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যে পৃথক্ তাহাও আমাদের মৌলিক অনুভূতি, তদনুসারেই ঐ পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়। উহাদের এক বলিলে যে তাহা বলিবে তাহাকেই একত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা যখন কেহ প্রমাণ করে নাই এখন সাক্ষাৎপ্রমাণ লইয়াই চলিতে হইবে। তাহাতে কি সিদ্ধ হয়? সিদ্ধ হয় যে আমিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমাহার আছে। তন্মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাতা বা জ্ঞানের মূল তাহাই পুরুষ বা আত্মা।

২৮। পুরুষ সম্পূর্ণ জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছু নহেন বলিয়া জ্ঞেয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতএব পুরুষ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির বিরুদ্ধ-স্বভাবের পদার্থ। অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ প্রকাশ্য-প্রকাশক-যোগে প্রকাশ নহে কিন্তু স্বপ্রকাশ, তাঁহাতে ক্রিয়া বা বিকার নাই, সুতরাং নির্বিকার, এবং স্থিতি বা জড়তা বা আবরণভাব বা আবরিত অংশ তাঁহাতে নাই।

২৯। কোনও বাদী শঙ্কা করেন, যাহা জানি তাহা দৃশ্য, পুরুষ দৃশ্য নহে, অতএব তাহা জানি না, সম্পূর্ণরূপে যাহা জানি না তাহা শূন্য, অতএব দৃশ্য ছাড়া সব শূন্য। এস্থলে সমাধান এইরূপ—'দৃশ্য' বলিলেই দ্রষ্টা'কে বলা হয় কারণ দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বাচ্য নহে। দৃশ্যও যেমন জানি দ্রষ্টাকেও সেইরূপ জানি। পরন্তু জানে কে? 'জানি' বলিলে জ্ঞাতাও উহ্য থাকে। এখন শঙ্কা হইবে, যদি জ্ঞাতাকে জানি তবে জ্ঞাতাও জ্ঞেয়, কারণ যাহা জানি তাহাই জ্ঞেয়। ইহা সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বা কেবল জ্ঞাতাকে 'সাক্ষাৎ' জানি না। 'আমি আমাকে জানি'—ইহা জ্ঞাতাকে জানার উদাহরণ, ইহা শুদ্ধ জ্ঞাতাকে সাক্ষাৎ জানা নহে, কিন্তু জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞেয়কে বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক করিয়া জানা। শ্রুতিও বলেন—আত্মা একাত্মপ্রত্যয়-সার। বেদান্তীরাও বলেন—প্রত্যগাত্মা একান্ত অবিষয় নহেন কিন্তু অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় (শঙ্কর)। এইরূপেই জ্ঞাতা আছে তাহা জানি। 'জ্ঞাতা আছে' ইহা জানা এবং জ্ঞাতাকে 'সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ' জানা যে ভিন্ন কথা তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জ্ঞেয় দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও অনুমেয়। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞাতা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। 'আমি আমাকে জানি' এই অনুভবে উহা অসম্পূর্ণ ভাবে বা জ্ঞেয়মিশ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় এবং তৎপরে অনুমানের দ্বারা লক্ষিত করিয়া জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা অনুমেয়রূপে জ্ঞেয় হইতে দোষ নাই, সেই অনুমান উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমিত্ব-বোধে সকারণ ও অসমাপ্ত (conditioned) দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব দেখিয়া তাহাদের নিষ্কারণ সম্পূর্ণ (absolute—'সম্পূর্ণ' শব্দ এই অর্থেই বুঝিতে হইবে) মূল আছে এরূপ অনুমান যে অনপলাপ্য তাহা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। দ্রষ্টা অর্থে যাহা সর্বথা দৃশ্য নহে কিন্তু সম্পূর্ণ দ্রষ্টা, দৃশ্যও তদ্রূপ। অপূর্ণ থাকিলে যে সম্পূর্ণ আছে তাহার ব্যতিক্রম চিন্তা করা ন্যায়পরায়ণ ধীর ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য, ইহা বলা বাহুল্য।

৩০। **প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত।** দেশ ও কাল দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—এক বাস্তব ও অন্য অর্থে বৈকল্পিক। দেশ যেখানে অবকাশ বা দিক্ অর্থে ব্যবহৃত হয় সেখানে তাহা অবস্তু বা শূন্য। শূন্য ব্যাপিয়া সব আছে, এরূপ কথাও চলিত আছে। আর দেশ অর্থে যেখানে প্রদেশ বা অবয়ব সেখানে তাহা বাস্তব। যেখানে লম্বা, চওড়া, মোটা এরূপ অবয়ব বা বাহ্য পরিমাণ বুঝায়। কাল ও সেইরূপ। যেখানে উহা আধারমাত্র বা অধিকরণমাত্র বুঝায় সেখানে উহা অবস্তু বা অবসরমাত্র। আর যেখানে ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় (যেমন গ্রহাদির গতি) সেখানে উহা যথার্থ বস্তু। ছিল, আছে, থাকিবে—ইহা বাস্তব অর্থশূন্য কথা মাত্র, আর অবস্থান্তরতা বাস্তবিক পদার্থ।

৩১। অমুক দ্রব্য 'শূন্য ব্যাপিয়া আছে' এই কথার অর্থ কি হইবে? উহার অর্থ হইবে যে, উহা কিছু ব্যাপিয়া নাই—নিজে নিজেই আছে। যেখানে দেশ ও কাল অর্থে বস্তু বুঝায় অর্থাৎ লম্বা চওড়া, মোটা এবং ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় সেইখানেই 'কোনও বস্তু দেশ-কালান্তর্গত' এরূপ বলিলে এক বাস্তব অর্থ বুঝায়।

৩২। লম্বা, চওড়া, মোটা—এরূপ দেশব্যাপ্তি বাহ্যজ্ঞেয় দ্রব্যের স্বভাব বা শব্দাদির সহভাবী। আর স্থানান্তরে গমনরূপ বাহ্যক্রিয়াও উহাদের সহভাবী। অন্তরের বস্তু বা জ্ঞান ইচ্ছা আদি লম্বা, চওড়া, মোটা বা ইতস্ততঃ গমনশীল নহে বলিয়া আন্তর বস্তু দেশব্যাপী বলিয়া কথা নহে। সেখানেও ক্রিয়া বা অবস্থান্তরতা আছে কিন্তু তাহা কেবল কালব্যাপী ক্রিয়া। কাল অর্থে যেখানে পর পর ক্রিয়া বুঝায় (এত কালে এত দেশ অতিক্রম করিল—এরূপ) সেখানে বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া দেশ ও কাল উভয় সংশ্লিষ্ট, আর আন্তর ক্রিয়া কেবল কাল-সংশ্লিষ্ট।

৩৩। অতএব দেশ ও কাল একপ্রকার অবাস্তব ও বৈকল্পিক জ্ঞান এবং একপ্রকার বাস্তব জ্ঞান—এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানের জ্ঞাতা থাকে এবং জ্ঞানের উপাদান বা যাহার দ্বারা জ্ঞান নির্মিত তাহাও থাকে। জ্ঞানের জ্ঞাতা যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্ তখন তাহাকে জ্ঞানের (সুতরাং দেশ ও কাল জ্ঞানের) আধেয় কল্পনা করা অন্যায্য। জ্ঞানের উপাদান ত্রিগুণকেও সেই জ্ঞানের আধেয় কল্পনা না করিয়া বরং জ্ঞানকেই ত্রিগুণের আধেয় কল্পনা করা সম্যক্ ন্যায্য। এই জন্য পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত। অর্থাৎ তাহাদের লম্বা, চওড়া, মোটা বা অনন্তদেশব্যাপী এরূপ ধারণা করিলে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা করা হইবে। আর পুরুষ যখন নির্বিকার তখন তাঁহাকে ক্রিয়াপরম্পরারূপ যে কাল, তৎসংশ্লিষ্ট ধারণা করাও নিতান্ত ভ্রান্তি। এক ধর্মের পর অন্য ধর্মের উদয়, তৎপরে অন্য—এরূপ ধর্মের সমাহারই বিকার পদের অর্থ। পুরুষের তাহা নাই বলিয়া তাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালেরও অতীত।

পরন্তু ত্রিগুণসম্বন্ধেও ঐরূপ ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালান্তর্গত ধারণা করা অন্যায্য। মনে হইতে পারে, ত্রিগুণের মধ্যে রজ ত ক্রিয়াশীল, অতএব রজ ক্রিয়াপরম্পরারূপ কালের অন্তর্গত হইবে না কেন? রজ ক্রিয়াশীল অর্থে ক্রিয়া স্বভাব ছাড়া 'রজ'-তে আর কোন ধর্ম নাই। সুতরাং তাহা বিকার মাত্র, কিন্তু স্বয়ং বিকারী নহে। ক্রিয়া ছাড়া রজ-র অন্য ধর্ম নাই, তাহা কেবল অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া। যাহা এককালে একরূপ ছিল, অন্যকালে অন্যরূপ বলিয়া জানা যায় তাহাই বিকারী। যাহা হইতে সমস্ত বিকার ঘটে সুতরাং যাহা সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বিকারের কারণ তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার বা বিকারের সহিত 'যাহা' (বাহ্য বস্তু) বিকৃত হয় তাদৃশ পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের ধারণা থাকে

এবং সেই প্রকারেই বিকারী বলা হয়। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার যাহা মূল তাহাকেই অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলিতে হইবে; তাহাকে অতীতাদি কালের অন্তর্গত বলিয়া ধারণা করিতে হইবে না। কালে তাহা ও উহা নিত্যবর্ত্তমান বলিয়া নিত্যই তাহা ও উহা থাকে, অতএব যাহা তাহার ও উহার অভাবের মত উহা কালান্তর্গত নহে। তেমনি তম ও সত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন স্থিতি ও প্রকাশ। অপরিচ্ছিন্ন অর্থে সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ভাবের সাধারণ উপাদান। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মহদাদি গুণকার্য্যসকল ধর্ম্মধর্ম্মিরূপে (পরে দ্রষ্টব্য) কালান্তর্গত, কিন্তু মূল কারণ বলিয়া এবং উহাতে ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদোপচার হয় বলিয়া ত্রিগুণ কালাতীত।

১৪। **ব্যাপী ও দেশকালাতীত কাহাকে বলে।** সমস্ত দেশ ও সমস্ত কাল ব্যাপিয়া থাকা দেশকালাতীত নহে, পরন্তু তাহারা সমস্ত দেশকালব্যাপী পদার্থ। ব্যাপী পদের দ্বিবিধ অর্থ হয়—(১) দেশকাল ব্যাপী ও (২) কারণ-রূপে সব কার্য্যে অনুস্যূত অথবা নিমিত্তরূপে অনুপাতী। প্রথম অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যাপী নহে। দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপী বলিতে দোষ নাই। দেশাতীত বুঝিতে হইলে অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ অস্থূল, অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত লক্ষণে বুঝিতে হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। যাহার একমাত্র অবস্থা বা নিত্যধর্ম্ম কোন কালে পরিবর্ত্তিত হয় না তাহাই কালাতীত বলিয়া বুঝিতে হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। মহদাদি বিকারের ধর্ম্ম সকল অনিত্য, তাই তাহারা কালাতীত নহে।

১৫। 'আছে, ছিল, থাকিবে' এরূপ শব্দ দিয়া আমরা সমস্ত বস্তুকে ও অবস্তুকে কালান্তর্গত বলিয়া বিকল্প করিতে পারি, কিন্তু এরূপ বাক্য বিকল্প বলিয়া বা প্রকৃত অর্থশূন্য বলিয়া উহার দ্বারা বস্তুর কালান্তর্গতত্ব বুঝায় না। নিত্য বস্তু 'ছিল, আছে ও থাকিবে' ইহা বলা হয় বটে কিন্তু তাহার মানে কি? তাহার মানে অতীতকালে বর্ত্তমান, বর্ত্তমানে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে বর্ত্তমান অর্থাৎ 'আছে' ছাড়া আর কিছুই নহে। অনিত্য বস্তুকে 'আছে, ছিল, থাকিবে' বলিলে তাহার ধর্ম্মের তিরোভাব ও আবির্ভাবরূপ বিকার বুঝায়। নিত্য বস্তুর ওরূপ কিছু বুঝায় না বলিয়া সেইস্থলে ওরূপ বাক্য বিকল্প। অতীত ও অনাগত কালে অবস্থিত পদার্থ বা নাই। বর্ত্তমান কালও বস্তুপরিমাণ তাহার অবস্থার ইয়ত্তা নাই বলিয়া তাহাও নাই। "বর্ত্তমানঃ ক্ষিপ্রং কাল একঃ এব ক্ষণস্তু।" অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল কত? বলিতে হইবে তাহা এক ক্ষণ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণ কত পরিমাণ তাহা নির্দ্ধার্য্য নহে। তাহা শূন্যমাত্রার পরাকাষ্ঠা বা কলনও নাই। তেমনি "বর্ত্তমানক্ষণো দীর্ঘ ইতি বালিশভাষিতম্। বর্ত্তমানক্ষণশ্চায়ং ন দীর্ঘঃ প্রপদ্যতে।" অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্ষণ দীর্ঘ হয় না, তাহা দীর্ঘ হয় এরূপ কথা অজ্ঞেরাই বলে। (যোগ দ. ৩।৫২)।

১৬। এই হেতু অর্থাৎ অবিকল্পনরূপ কাল বিকল্প মাত্র বলিয়া 'আছে, ছিল, থাকিবে' বলিলে কোন বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কালান্তর্গত হয় না। এইরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি বিকল্পিত ও অবিকল্পিত সব অর্থেই দেশকালাতীত অর্থাৎ যদি বল যে নিত্য ও অমেয় হইলে দেশকালাতীত হয় তবে উহারা দেশকালাতীত। আর যদি বল দৈশিক অবয়বহীন ও অবিকারী বলিয়া দেশ-কালাতীত তাহাও ঠিক। আর ত্রিকালের মধ্যে ও অবকাশের মধ্যে যোগ বৈকল্পিক বলিয়া উভয়েরও অর্থাৎ 'আছে ছিল থাকিবে' বলিয়া কালান্তর্গত বলিলেও বস্তুত দেশকালাতীত।

১৭। **পুরুষ ও প্রকৃতি ধর্ম্ম ধর্ম্মি দৃষ্টির অতীত।** দ্রব্যকে আমরা ধর্ম্মের দ্বারা লক্ষিত করিয়া জানি। যতটা বর্ত্তমানে জানি তাহা বর্ত্তমান বা ব্যক্ত ধর্ম্ম, যাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা অতীত ধর্ম্ম এবং যাহা পরে ব্যক্ত হইবে তাহা অনাগত ধর্ম্ম। প্রবোধ জ্ঞাত, জ্ঞায়মান

ও জ্ঞায়মান তাহারই ধর্ম। ঐ ত্রিবিধ ধর্মের সমষ্টিই ধর্মিদ্রব্য। স্বভাব একপ্রকার ধর্ম বটে, কিন্তু নিত্য স্বভাবকে ধর্ম বলা যায় না। কোন দ্রব্যের সহোৎপন্ন ও সহভাবী ধর্মই স্বভাব। (ভাষতী ৪।১৩)। অনিত্য দ্রব্যের স্বভাবরূপ ধর্ম সেই দ্রব্যের উদ্ভবে উদ্ভূত এবং নাশে বিনষ্ট হয়। দ্রব্যের স্থিতিকালে যাহা নষ্ট ও উদ্ভূত হয় তাহা স্বভাব নামক ধর্ম নহে কিন্তু সাধারণ ধর্ম। অনিত্য বস্তুর অনিত্য স্বভাব ও নিত্য বস্তুর নিত্য বা অনুৎপন্ন স্বভাব থাকে। ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টিতে দেখিলে বস্তুর কতক জ্ঞায়মান এবং কতক (অতীতানাগত ধর্ম) অজ্ঞায়মান বা সূক্ষ্মরূপে থাকে, যাহা পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল বা পরে জ্ঞায়মান হইবে। ঐরূপ অতীতাদি ধর্মযুক্ত দ্রব্যকেই বিকারী দ্রব্য বা ধর্মিদ্রব্য বলা হয়। বিকারিত্বের তাহাই লক্ষণ।

নিত্য অপরিণামীর অতীত আদি বস্তু বা অবস্থান্তরশীল ভাব না থাকাতে পুরুষ ধর্ম বা ধর্মী এই দৃষ্টির অতীত। চৈতন্য পুরুষের ধর্ম এই বাক্য তাই বিকল্পের উদাহরণ, কারণ চৈতন্যই পুরুষ ('নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা' সাং সূ)।

১৮। সত্ত্ব রজ এবং তমও সেইরূপ সাধারণ ধর্মধর্মি-দৃষ্টির অতীত ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। প্রকাশ স্বভাব নিত্য বলিয়া এবং অন্য কোন অনিত্য স্বভাবের বা ধর্মের দ্বারা লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব ধর্ম-সমষ্টিরূপ ধর্মী নহে। প্রকাশ-স্বভাব ছাড়া জ্ঞাত ও জ্ঞায়মান কোনও শব্দের দ্বারা লক্ষণীয় নহে বলিয়া সত্ত্ব ও প্রকাশ একই, অতএব প্রকাশের ধর্মী সত্ত্ব, এরূপ বক্তব্য নহে। রজ এবং তমও সেইরূপ। তবে মূল উপাদান কারণ বলিয়া গুণত্রয়কে সমস্তের ধর্মী বলা যাইতে পারে। কোন বস্তু অবস্থান্তর ধর্মী ও অবস্থান্তরের ধর্ম — ত্রিগুণ নিষ্কারণ বলিয়া তাহার কোনও ধর্মী নাই। তাহার ধর্মী নাই বলিয়া তাহা কিছুরও ধর্ম নহে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার তাহারা মূল ধর্মী, এইরূপ মাত্র বক্তব্য। সাধারণ ধর্ম-ধর্মিভাব সেখানে নাই। সেখানে ধর্মধর্মী এক।

১৯। **প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ।** সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষের বলা হয় আবার বুদ্ধি-পুরুষের বা সত্ত্ব-পুরুষেরও বলা হয়, ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ—

বুদ্ধি সকল সংযোগের মূল তখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই মৌলিক সংযোগ বলিতে হইবে। মাটির উপর ইট রহিয়াছে তাহাতে বলা হয় মাটি ও ইটে সংযোগ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইটের তলার (surface-এর) সহিতই সংযোগ। তেমনি বুদ্ধির সহিত সংযোগ বলিলে বুদ্ধির একসীমার (surface-এর) সহিত বা বুদ্ধির উপাদান প্রকৃতির সহিত সংযোগ বুঝায়।

দৃশ্য অর্থে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে ও হইতে পারে। প্রকৃতি বুদ্ধিরূপে দৃশ্য হয় বলিয়া দৃশ্য, আর, দৃশ্য হইলে বুদ্ধি হয় সুতরাং দুই কথাই বলা চলে।

প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত পদার্থ, তাহাদের প্রকৃত সংযোগ নাই (বিবিক্ত বলিয়া), সুতরাং দৈশিক ও কালিক সংযোগ তথায় কল্পনীয় নহে। ঐ দৃষ্টিতে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ যে দেশকালাতীত ও পৃথক্ সত্তা এরূপ বক্তব্য, সংযোগ বক্তব্যই নহে, সুতরাং ঐ দৃষ্টিতে দৈশিক কি কালিক এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বুদ্ধির সহিত সংযোগ কিন্তু কালিক সংযোগ, কারণ, বুদ্ধি কালিক সত্তা এবং পুরুষকে বুদ্ধি কালিক সত্তা মনে করে। তবে উহা পূর্বাপর ক্ষণের সান্নিধ্যজনিত সংযোগ নহে, কিন্তু একই ক্ষণে উভয়ের অবিবিক্ততা-রূপ সান্নিধ্য ও সংযোগ। বুদ্ধির সহিত সংযোগ বলিলে কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযোগই বলা হয়, সেখানেও প্রকৃতিকে কালিক সত্তা ধরিয়া লওয়া হয়।

অতএব সংযোগ যে দৈশিক নহে ইহাই প্রশান্ত দ্রষ্টব্য, এবং উহা যে একপ্রত্যয়গত-রূপ কালিক বা এক-ক্ষণাধিকরণক তাহাই দ্রষ্টব্য ও বক্তব্য। (২।১৭ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪০। **পুরুষ ও প্রকৃতির অভিকল্পনা।** পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের অভিকল্পনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। (অভিকল্পনার অর্থ ৪।১৪ টীকায় দ্রষ্টব্য)। তাহারা 'অণোরণীয়ান্' এবং 'মহতো মহীয়ান্'। 'অণু হইতে অণু' অর্থে দৈশিক প্রসরহীন। আর মহত্ত্ব বলিতে ওরূপ স্থলে দেশব্যাপী মহান্ বুঝাইবে না কিন্তু অসংখ্য পরিণামশালিতা এবং তাহাদের দ্রষ্টৃত্ব বুঝাইবে, তাহাই অণু হইতে অণু পদার্থের মহান্ হইতে মহত্ত্ব। এই অনন্ত বিস্তৃত ও অনন্তদেশকালব্যাপী বিশ্বের মূল তত্ত্বকে অভিকল্পনা করিতে হইলে বড় বা ছোট নহে এরূপ মন বা দ্রষ্টা এবং তাদৃশ কিন্তু সর্বসামান্য এক দৃশ্য স্বযুক্তি সহকারে অভিকল্পনা করিতে হইবে। ব্যাপ্তি বা বিস্তার কল্পনা করিলে অন্যায্য চিন্তা হইবে। ত্রিগুণাত্মক সেই সামান্য দৃশ্য মন বা বিকারশালিতা, সেই সব বিকার দ্রষ্টাদের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে। দৃশ্য এক বলিয়া মন বা দ্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট মন বা বিকার পরস্পর সম্বন্ধ। সেইজন্য দ্রষ্টারা পৃথক্‌স্বরূপ হইলেও উপদৃষ্ট জ্ঞানবৃত্তিসকলের সাধারণ (Empiric) অ তাদৃশরূপ হওয়াতে পরস্পর বিজ্ঞাত হন। অর্থাৎ আমি ছাড়া যে অন্য 'আমি' আছে তাহার জ্ঞান হইয়া অভিন্নদের দ্রষ্টারও জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভঙ্গশীল, সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয়, কিন্তু সব দ্রষ্টার দৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিকার একই ক্ষণে ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে। তাই এক ব্যক্ত জ্ঞান (অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিজ জ্ঞান) অন্য অব্যক্তীভূত জ্ঞানকে ব্যক্ত করে—যদি তাদৃশ সংস্কার থাকে। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা বিবিক্ত হইলে বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর অব্যক্তীভূত জ্ঞান (নিরুদ্ধ আমিত্বাদি) ব্যক্ত হয় না, তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

৪১। কাল পরিণামের জ্ঞানধারা, আর পরিণাম অনন্ত হইতে পারে তাই কাল অনন্ত বিস্তৃত বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুত ক্ষণব্যাপী পরিণামই আছে, তাহার নিরবচ্ছিন্ন সমাহারই অনন্ত কাল। ক্ষণ ব্যাপ্তিহীন, সুতরাং মূল কারণও তাদৃশরূপে অভিকল্পনীয়। দিক্‌ও সেইরূপ অণুপরিমাণের সমাহার বলিয়া কল্পিত হয়। অণুর জ্ঞান বিস্তারহীন কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আগমান অণুজ্ঞানের যে নিরন্তর আবেগ তাহার সমাহার তাহাই অনন্ত বিস্তৃত দিক্ বা বাহ্য জ্ঞান। অণুরূপে ক্রমে ক্রমে দেখিলে দেশজ্ঞান বাহ্য বিস্তারহীন কালধারায় পরিণত হইবে। কালের অণু বা ক্ষণও ব্যাপ্তিহীন জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের মূল পদার্থ সব দেশকাল-ব্যাপ্তিহীন বলিয়া অভিকল্পনীয়।

যতদিন সাধারণ জ্ঞান থাকে ততদিন নিরবচ্ছিন্ন মত আমাদের দেশকালাতীত পদার্থকেও দেশকালান্তর্গত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিতে বা পরমার্থদৃষ্টিতে উহা অন্যায্য জানিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ পরমার্থ সিদ্ধি করিতে হইবে। পরমার্থদৃষ্টির সহায়ে পরমার্থ সিদ্ধি হইলে সমস্ত ব্যাপ্তির সহিত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইবে, তখন যে পদে স্থিতি হইবে তাহাই প্রকৃত দেশকালাতীত।

পঞ্চভূত প্রকৃত কি

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯১০)

১। কিছুদিন পূর্বে পঞ্চভূতের নাম শুনিলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপহাস করিতেন। তাঁহাদের তত দোষ ছিল না, কারণ সাধারণ পণ্ডিতগণ এবং অপ্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রায়ই পঞ্চভূত অর্থে মাটি, পেয় জল, আগুন প্রভৃতি বুঝিতেন। এ বিষয়ে অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ প্রধান দোষী, তাঁহাদের ভূতলক্ষণ পাঠ করিলে, লেখক যে মাটিজলাদির গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টই অনুভূত হয়। নব্য তার্কিকদের বুদ্ধি কোন কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁহাদের অনেক বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান যে অল্প ছিল, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যায় আকাশ নীল কেন, তাহার বিচার আছে। তাহাতে কেহ বলিলেন, চক্ষু বহু দূরে গমনহেতু প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নীলবর্ণ কনীনিকার বশ হয়, তাহাতেই আকাশ নীল বোধ হয়। ইহাতে আপত্তি হইল তবে যাহাদের চক্ষু পিঙ্গল তাহারা ত আকাশকে পিঙ্গল দেখিবে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত হইল কিনা—সুমেরু পর্বতের ইন্দ্রনীল মণির প্রভায় আকাশ নীলবর্ণ দেখায়। যাহা হউক, স্কুলের ছাত্রগণও জল, মাটি প্রভৃতি ভূতগণকে সংযোগজ পদার্থ দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

২। কেহ কেহ বলেন, দ্রব্যের কঠিন, তরল, আগ্নেয় (igneous), বায়বীয় এবং ঈথিরিয় অবস্থাই যথাক্রমে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত। অন্য কেহ আরও শুদ্ধ করিয়া বলেন যে, যাহা কঠিন তাহা ক্ষিতি, যাহা তরল তাহা অপ্, যাহা বায়বীয় (gaseous) তাহা তেজ, বায়ুই ঈথার, এবং আকাশ নবোদ্ভাবিত ঈথার অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পদার্থবিশেষ। যাহা কঠিন তাহাই মাত্র যে ক্ষিতি, তাহা বলিলে কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত হয় না*। গর্ভোপনিষদে (ইহা অপ্রাচীন ও অপ্রামাণিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ) আছে বটে যে 'অস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যদ্ দ্রবং তা আপঃ, যদুষ্ণং তত্তেজঃ, যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ, যচ্ছুষিরং তদাকাশম্''। কিন্তু উহা শরীরের উপাদানসম্বন্ধীয় উক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আকাশাদি ভূতের যথাক্রমে যে এই সর্ববাদিসম্মত পঞ্চ গুণ আছে, তাহারা উপরে উক্ত মতের পোষক হয় না। মাত্র কঠিন পদার্থের গুণ গন্ধ নহে, তরল এবং বায়বীয় দ্রব্যের গন্ধগুণ দেখা যায়। সেইরূপ তরল দ্রব্য মাত্রের গুণ রস নহে, বা উষ্ণ দ্রব্য মাত্রের গুণ রূপ নহে। উষ্ণ না হইলেও অনেক চক্ষুর্গ্রাহ্য দ্রব্য আছে। আলোক ও তাপ সব সময় সহভাবী নহে। পরন্তু পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করিবার সময় কঠিন-তরলাদি-বাদীদের কিছু বিপদে পড়িতে হইবে।

* বস্তুতঃ কাঠিন্যাদি গুণ কেবল আপেক্ষিক তাপসাপেক্ষিত অবস্থা মাত্র। উহাতে দ্রব্যের কিছু তাত্ত্বিক ভেদ হয় না। আমরা ভাবি জল স্বভাবতঃ তরল ও শৈত্যে কঠিন হয়, কিন্তু গ্রীনল্যাণ্ডের লোকেরা (যাহাদের বরফ গলাইয়া জল করিতে হয়) ভাবিতে পারে জল স্বভাবতঃ কঠিন, তাপযোগে তরল হয়। ফলতঃ কাঠিন্যাদি অবস্থা দার্শনিকদের ভূতবিভাগের জন্য যেরূপ গ্রাহ্য হয় না, রাসায়নিকদেরও সেইরূপ গ্রাহ্য হয় না।

Tilden বলেন—Elements might be divided into solids, liquids and gases but such an arrangement being based only upon accidental physical conditions would obviously be useless for all scientific purposes.

Chemical Philosophy, P. 148

শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ।
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ।
ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।

এই ভাগবত-বাক্যের দ্বারা এবং অন্যান্য বহু শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা আকাশাদি ভূতের গুণ যে শব্দাদি, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। আর এরূপও উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতির শব্দাদি পঞ্চগুণ, অপের রসাদি চারি গুণ, তেজের রূপাদি তিন গুণ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও শব্দ এবং আকাশের গুণ শব্দ মাত্র। ভূতের এই দুই প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত মতেই বোধ হয় কোন কোন লেখক সাধারণ কাঠিন্যাদিকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

কঠিন তরলাদি বাহ্য দ্রব্যের অবস্থা সকলকে কোন প্রকারে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও, তাহারা উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় ভূতলক্ষণের সহিত কিছুতেই মিলে না। তরল পদার্থ মাত্রেই যদি অপ্‌ভূত হয়, তাহা হইলে তাহার গুণ কেবলমাত্র রস হইবে, অথবা তাহারা রসাদি চারিগুণযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের স্ফুট বা অস্ফুট পঞ্চগুণই দেখা যায়। অতএব কাঠিন্যাদিমাত্রই যে পঞ্চভূতের লক্ষণ তাহা কখনই ঋষি শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত নহে। তবে কাঠিন্যাদির সহিত পঞ্চভূতের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

৩। পঞ্চভূতের স্বরূপ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে কি প্রণালী অনুসারে ভূতবিভাগ করা হইয়াছে তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। পঞ্চভূত বিশ্বের উপাদানভূত তত্ত্বসকলের প্রথম স্তর। সমাধিবিশেষের দ্বারা সেই ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। সেই সমাধির সূক্ষ্ম বিচার করিলে তবে পঞ্চভূতের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে। ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে তাহার কারণ তন্মাত্র-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ বিশ্বের মূল তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গভূত পঞ্চভূতের সহিত শিল্পীর ও রাসায়নিকের 'ভূত' মিলাইতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞতা। যতই তাপ এবং তড়িৎশক্তি প্রয়োগ কর না কেন, কখনই রূপরসাদির কারণপদার্থে দ্রব্যকে বিশ্লেষ করিতে পারিবে না। বিশ্লিষ্ট দ্রব্য সদাই পঞ্চগুণযুক্ত দ্রব্যের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু তত্ত্ববিভাগ বিশ্বের মূলতত্ত্ব-জ্ঞানের অঙ্গভূত। অতএব রাসায়নিকের 'ভূতের' সহিত তাত্ত্বিক 'ভূতের' সম্বন্ধ নাই, রাসায়নিক ভূত শিল্পাদির জন্য প্রয়োজন, আর তাত্ত্বিক ভূত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন, তদ্দ্বারা রূপরসাদিরও কারণ কি, তাহা সাক্ষাৎ করা যায়।

৪। ভূত সকলের প্রকৃত লক্ষণ যথা :—আকাশ—শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য, তদ্রূপ বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি যথাক্রমে স্পর্শময়, রূপময়, রসময় ও গন্ধময় জড় পরিণামী দ্রব্য। জড়ত্ব ও পরিণামিত্ব শব্দাদির সহচর বুঝিতে হইবে, বাহ্য জগৎ শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণময়*।

*সর্ব্বপ্রকার বাহ্য দ্রব্যেই পঞ্চগুণ আছে, তবে ঐ গুণ সকল কোনও দ্রব্যে স্ফুট এবং কোন দ্রব্যে অস্ফুট। অনেকে মনে করেন যে, কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যেই শব্দগুণ আছে, তদ্ভিন্ন দ্রব্যে নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শব্দ যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন মাত্র, তখন তাহা ঈথারেও অবশ্য সম্ভব হইবে। ঈথার কল্পনা করিলে তাহাতে শব্দের মূলীভূত কম্পনও অবশ্য কল্পনীয় হইবে। আমরা বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকাতে আমাদের কর্ণ স্থূল বায়বীয় কম্পনই সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কোন স্থান বায়ুশূন্য করিতে থাকিলে যে তাহাতে শব্দ কমিতে থাকে, তাহার কারণ বায়ুর বিরলতাহেতু শব্দতরঙ্গের উচ্চাবচতা (amplitude) কমিয়া যাওয়া। অতএব বিরল বায়ুতে পুনঃপৌনিক কম্পন উৎপাদন করিতে হইলে শব্দোৎপাদক দ্রব্যেরও বৃহৎ বৃহৎ কম্পন আবশ্যক। Radiophone বা Telephotophone নামক যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্মাকারে আলোক-রশ্মির কম্পনে শব্দ শ্রুত হয়। উহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোক ও তাড়িত তরঙ্গ সকলকে কৌশলে শব্দতরঙ্গে পরিণামিত করা হয়। এখন ইহা সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে।

রূপ অন্বেষ্য। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শগুণ প্রণামিত্ব বা চলনে অন্বেষ্য এবং সর্বতোগতি বা অনাবৃতত্ব তাহাতেই বিধৃত-প্রসারী শব্দগুণ অন্বেষ্য। ভূতজয়ী যোগিগণ দ্রব্যের ঐ সকল গুণের দ্বারা ভৌতিক দ্রব্যকে আয়ত্ত করেন। এইরূপে কাঠিন্যাদির সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকাতেই সাধারণ লোকে মাটি জলাদিকেই ভূততত্ত্ব মনে করে।

৭। কোন কোন ব্যক্তি বলে বলিবেন শব্দাদিরূপ পঞ্চবিধ ক্রিয়াকেই ভূত বলা হইল, পাঁচ রকমের 'জড় পদার্থ' বা 'ম্যাটার' কোথায়? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য 'ম্যাটার' কি? যদি বল, যাহার ওজন আছে, তাহাই ম্যাটার, কিন্তু ওজনও "পৃথিবীর দিকে গতি" নামক ক্রিয়া। যদি বল, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে (acts simultaneously upon our senses) তাহাই 'জড় দ্রব্য'। কিন্তু কাহার ক্রিয়া হয়? ক্রিয়ার পূর্বে তাহা কিরূপ? অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। অতএব এই অচিন্তনীয় পদার্থ এক কি পাঁচ তাহা বক্তব্য নহে।

৮। বাহ্য দ্রব্য যাহার গুণ শব্দাদি তাহা স্বরূপতঃ যে কি তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে ভূতসকল শব্দাদি-গুণক, ক্রিয়া বা পরিণাম-ধর্মক ও কাঠিন্যাদি জাড্যধর্মক দ্রব্য। ভূতসকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপে ও ইন্দ্রিয়-বাহ্যে আছে। ইন্দ্রিয়বাহ্য ভৌতিক ক্রিয়া হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ের স্বগত ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়-মধ্যে শব্দাদি জ্ঞান, শব্দাদির পরিণাম জ্ঞান ও জাড্যের জ্ঞান হয় এবং ঐ ত্রিবিধ ভাব অবিনাভাবী, সুতরাং জ্ঞান, ক্রিয়া ও জাড্য অবিনাভাবী। অতএব গ্রাহ্যভূত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই সাধারণতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত হইল। ম্যাটার বা জড় পদার্থ বলিলে তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে বলিতে হইবে ম্যাটার প্রকাশ্য কার্য ও ধার্যগুণক দ্রব্য, ইহা ছাড়া অন্য অর্থ হইতে পারে না। 'অজ্ঞেয়' বলিলেও ঐ তিন জ্ঞেয় ভাবকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, এবং উহা ছাড়া আর কিছু জ্ঞেয় কখনও পাইবে না। অতএব গ্রাহ্যভূত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের দ্রব্যই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত ইহা যথার্থ দর্শন। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক দিক্ গ্রাহ্য এবং অন্য দিক্ গ্রহণ। গ্রহণের দিকে ভূততন্মাত্রের কারণরূপ বস্তু অস্মিতা* আর গ্রাহ্যের দিকে দেখিলে প্রকাশাদি-স্বভাবের গ্রাহ্য দ্রব্যই ভূত ও তন্মাত্রের বাহ্যমূল। জাড্য-বিশেষের দ্বারা নিয়মিত ক্রিয়াবিশেষ হইতে উদ্ঘাটিত প্রকাশই শব্দাদিজ্ঞান।

প্রকাশ হইতে প্রকাশ, ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া এবং জাড্য হইতে জাড্য হয় এবং তাহারা পরস্পরকে প্রকাশিত অথবা উদ্ঘাটিত অথবা নিয়মিত করে, এ বিষয়ে ইহাই সার সত্য ও যথার্থ দর্শন। ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিলে অযথার্থ কথা বা জ্ঞেয়কে অজ্ঞেয় বলা-রূপ ও অবক্তব্যকে বক্তব্য বলা-রূপ অযুক্ততা আসিবে।

৯। শব্দরূপাদি বাহ্য দ্রব্যের 'ক্রিয়া' এরূপ বলিলেও সেই দ্রব্যের একটা ধারণা করা অপরিহার্য হইবে, কিন্তু কোন্ গুণের দ্বারা তাহার ধারণা করিবে? কাঠিন্যতরলাদি জড়তা-ধর্মক কোন দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্যকেও শব্দরূপাদিযুক্ত এরূপ ভাবে ধারণা করিতে হইবে। এইরূপে শুধু ক্রিয়ার বা শুধু শব্দ-রূপাদির বা শুধু তাহাদের আবরণীয়তাদি-জড়তার ধারণা হয় না বলিয়া উহারা (ক্রিয়াধর্ম, শব্দাদিধর্ম ও জাড্যধর্ম) অন্যোন্যাশ্রয়। উহাদের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ধর্মক দ্রব্যেরই মূল অন্বেষ্য হইবে। তাহা গ্রাহ্য-

*আমাদের শব্দাদিজ্ঞান আমাদের মনের পরিণাম, সুতরাং তাহা আমাদের অস্মিতামূলক, আর শব্দাদি জ্ঞানের যে বাহ্য হেতু আছে তাহাও বিরাট্ পুরুষের শব্দাদি জ্ঞান বা অভিমান। অতএব ভূতাদি পদার্থ দুই দিকেই অভিমান। ৪।১৯ (৫)।

ভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নাই। সেই সর্ব্বসামান্য প্রকাশের ভেদ নানা শব্দাদিজ্ঞান ও শব্দতন্মাত্রাদিজ্ঞান। সেইরূপ সেই সামান্য ক্রিয়ার ভেদে শব্দরূপাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ উদ্‌ঘাটিত হয় ও তদ্রূপ স্থিতির ভেদ হইতে কাঠিন্যাদি নানাবিধ জড়তা হয়।

অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই দ্রব্য, যাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা শব্দাদিজ্ঞান বা ক্রিয়া বা কাঠিন্যাদি জড়তা। এই সাংখ্যীয় ভূত-বিভাগে যে কোনও কাল্পনিক বা 'ধরে লওয়া' (hypothetical) বা 'অজ্ঞেয়' মূল স্বীকার করিতে হয় না তাহা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব

১। মন, বুদ্ধি, আমিত্ব প্রভৃতি আন্তর জ্ঞান সকলকে যাঁহারা কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র বলেন, যাঁহাদের মতে মস্তিষ্ক বা শরীর হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র জীবের সত্তা নাই, তাঁহাদের পক্ষ কতদূর সঙ্গত এবং সমগ্র মানসিক ক্রিয়াকে বুঝাইতে সমর্থ কিনা তাহা এই প্রকরণে বিচার্য্য। তজ্জন্য প্রথমে মস্তিষ্কবাদীদের সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সমস্ত শারীর ক্রিয়ার মূলশক্তি স্নায়ুধাতুতে (nerve এ) অধিষ্ঠিত। স্নায়ু সকল দুই প্রকার; কোষরূপ (cells) ও তন্তুরূপ। তন্মধ্যে কোষসকলই আন্তরিক শক্তির মূল অধিষ্ঠান, তন্তুসকল কোষোদ্ভূত ক্রিয়ার পরিচালক মাত্র। কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) ও মস্তিষ্ক সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ (Central nervous system)। এই প্রবন্ধে চিত্ত লইয়াই বিচার সাধিত হইবে বলিয়া অন্যান্য শারীর শক্তির অধিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া চিত্তের অধিষ্ঠানস্বরূপ মস্তিষ্কের যথা প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মস্তিষ্ক প্রধানতঃ স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষের সমষ্টি। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ সকল দুই ভাগে স্থিত, একভাগ মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত (Basal ganglia) এবং আর এক ভাগ বাহিরের চতুর্দিকে খোসার মত স্থিত (cortical cells)। স্নায়ুতন্তু সকলের ক্রিয়া দুই প্রকার, অন্তঃস্রোত ও বহিঃস্রোত (afferent ও efferent)। অন্তঃস্রোত স্নায়ুসকল বোধবাহী, আর বহিঃস্রোত স্নায়ুগণ ইচ্ছা বা ক্রিয়াবাহী। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে অন্তঃস্রোত স্নায়ুসকল প্রথমে মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষস্তূপে মিলিয়াছে; পরে তাহা হইতে অন্য স্নায়ুতন্তু পুনশ্চ উপরের কোষস্তরে গিয়াছে। ইচ্ছাবাহী স্নায়ুতন্তুসকল সেইরূপ উপরের কোষস্তর হইতে আসিয়া নিম্নের কোন (স্থলবিশেষে একাধিক) কোষস্তূপে মিলিয়া পরে চালকযন্ত্রে গিয়াছে। কুকুর, বানরাদি প্রাণীর শিরঃকপাল খুলিয়া মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তরে বৈদ্যুতিক উত্তেজকবিশেষ প্রদান করিলে হস্তাদির ক্রিয়া হয় দেখিয়া, এবং মনুষ্যের রুগ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখিয়া, উক্ত কোষস্তরকে জ্ঞানচেষ্টাদির প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া জানা যায়। ('প্রাণতত্ত্ব' ২য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তর চিন্তার এবং নিম্নের কোষস্তর আলোচন জ্ঞান ও অসমঞ্জস (unco ordinated বা co ordinated এর বিপর্য্যয়) ক্রিয়ার ক্ষেত্র। শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে নাম জাতি-গুণশূন্য জ্ঞান হয়, তাহাই আলোচন জ্ঞান (sensation)। মনে কর তুমি এক পুষ্প দেখিতেছ, চক্ষুর দ্বারা তুমি কেবল তাহার লাল রূপ ও আকারমাত্র জানিতে পার, তাহাই আলোচন জ্ঞান। পরে 'ইহা গোলাপ ফুল' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ (perception)। ঐরূপ অনুমানও এক প্রকার

প্রত্যক্ষ। প্রমাণ (perception ও apperception), চেষ্টা (=সংকল্প বা conation + কল্পনা বা imagination + অবধান বা attention) স্মৃতি (retention) প্রভৃতির নাম চিত্ত। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে মস্তিষ্কে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যবহার করাই চিত্তের স্বরূপ হইল, চিত্তের এবং আলোচন জ্ঞানের স্থান প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা জানা যায়। যদি মস্তিষ্কের উভয় স্থানের আয়বিক সংযোগ (intracentral fibres) বিনষ্ট হয়, অথবা উপরের কোষস্তর অপসৃত করা যায়, তবে এক প্রকার রূপরসাদির জ্ঞান হয় বটে কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (apperception) হয় না। সেই জন্য এক প্রকার aphasia বা অবাক্যবোধ-রোগে রোগী কথা শুনিতে পায়, কিন্তু বুঝিতে পারে না। M. Foster বলেন ... 'We may speak of two kinds of centres of vision, the primary or lower visual centre—and the secondary or higher visual centre supplied by the cortex of the occipital region of the cerebrum" (Physiology, Vol. iii, p. 1168). মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষস্তর বা চিত্তস্থান নানা অংশে (areas) বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক ইন্দ্রিয়ের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্‌স্বরূপ। উচ্চ প্রাণীতে সেই অংশ (area) সকল পরস্পর স্বতন্ত্র অংশের দ্বারা ব্যবহিত। "The several areas are more sharply defined and what is important to note, the respective areas tend to be separated from each other.." (Foster's Physiology, vol. iii p 1128)।

২। যখন মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রয়োগে হস্তপদাদি চলে এবং রূপাদি জ্ঞানোদ্রেক দৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে জড়বাদীরা বলেন যে, আমাদের সমস্ত আমিত্ব মস্তিষ্কের জড়শক্তিসমূহ ক্রিয়ামাত্র, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র জীব নাই। এই বাদ যে অসঙ্গত, তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি।

(১ম) মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে হস্ত-পদাদি সঞ্চালিত হয় দেখিয়া এই মাত্র জানা যায় যে, স্নায়ুকোষে কোনরূপ উত্তেজনা (impulse) হওয়ার প্রয়োজন, তড়িৎশক্তির দ্বারা তাহা ঘটে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও কোষে সেই উদ্রেক উদ্ভূত হয়। স্নায়ুকোষে তড়িৎপ্রয়োগে হস্ত উঠে বটে কিন্তু ইচ্ছা না উঠিতে পারে। কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর বানরের শিরঃকপালে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া তড়িত উদ্রেক প্রদান করিলে, বানরের হস্ত তাহার অজ্ঞাতসারে উঠে। বানর আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়, কেন হস্ত উঠিতেছে তাহা স্থির করিতে পারে না।

কিন্তু প্রকারবিশেষের আবিষ্ট (hysteric) অবস্থা ব্যক্তিরা প্রভৃতিতে এবং মেস-মেরাইজ করিয়া negative hallucination* উৎপাদন করিলে এক কথায় (sugge-stion-দ্বারা) আবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য-বার্তাদি আসিতে পারে। ইন্দ্রিয়াদির কোন বিকার অবশ্য এক কথায় হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও মানসিক ধারণা বশতঃ আবিষ্ট ব্যক্তি রূপাদি বাহ্য উদ্রেক (Stimulation) পাইলেও তাহার তদনুরূপ মানসিক ভাব জন্মায় না। মনে কর, এক ব্যক্তিকে আবিষ্ট করিয়া বলিলে, 'তুমি এই ডাল দেখিতে পাইবে

*আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশকের আজ্ঞায় যখন বিদ্যমান দ্রব্য জানিতে পারে না তখন তাহাকে Negative hallucination বলে, আর যখন অবিদ্যমান কোন দ্রব্যরূপাদি জানিতে থাকে তখন তাহাকে Positive hallucination বলে।

না,' তাহাতে তাসের যে পিঠ তখন তাহার দিকে থাকিবে সে সেই পিঠ মাত্র দেখিতে পাইবে না, অন্য পিঠ দেখিতে পাইবে। তাহার হাতে তাস দিয়া ঘুরাইতে বল, সে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একবার দেখিতে পাইবে একবার দেখিতে পাইবে না। এরূপ স্থলে আলোকিত উত্তেজক থাকিলেও কেবল মানসিক ধারণা বশতঃ দৃষ্টি ঘটে না। অতএব দর্শনশক্তি যে কেবল দার্শনিক স্নায়ুগত নহে, কিন্তু তন্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মনোগত, তাহা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

(২য়) জড়বাদীদের সিদ্ধান্তে মস্তিষ্কের যে অংশে ক্রিয়া হয়, তন্নির্দ্দিষ্ট অঙ্গাদি সক্রিয় হয়। মনে কর, হস্ত চালনা করিবার সময়ে মস্তিষ্কের এক অংশ সক্রিয় হইতেছে। পরক্ষণে পদ চালনা করিবার ইচ্ছা করিলে পদনিয়ামক অংশে ক্রিয়া হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মস্তিষ্ক (মস্তিষ্ক কেন, সমস্ত শরীরই) পৃথক্ পৃথক্ কোষময়ই, এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, হস্ত চালনার কেন্দ্র হইতে পদকেন্দ্রের কোষে কিরূপে ক্রিয়া হয়? যদি বল, ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবহিত অংশ সকলেও ক্রিয়া হইবে, (যেমন দুই অংশে দুই electrode দিলে ব্যবহিত অংশ সকলও সক্রিয় হইয়া শরীরে epileptic fit এর মত ক্রিয়া উৎপাদন করে), কিন্তু সেরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না।

যদি বল, এক অংশের ক্রিয়া থামিয়া যাইয়া ভিন্ন অংশে নূতন ক্রিয়া উদ্ভূত হয়, তাহাতে শঙ্কা থাকিলে এক কোষের ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া বিনা হেতুতে অথবা সংক্রমণে কিরূপে অন্য এক কোষে ক্রিয়া হইবে? যদি বল, সর্ব্বত্র যে অস্ফুট বোধ আছে তৎপূর্ব্বক এক কোষ হইতে ভিন্নক্রিয়াকারী অন্য এক কোষে ক্রিয়া সংক্রমিত হয়। তাহাতে এক কোষের ক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া নূতন আর এক কোষের ক্রিয়া উদ্বোধিত করিতে পারে—এরূপ সর্ব্বকোষব্যাপী এক উপরিস্থিত সক্রিয় (অর্থাৎ জীবের) সত্তা স্বীকার করা ব্যতীত কিছুতেই সুসঙ্গতি হয় না। যেমন টাইপ-রাইটার যন্ত্রের key board হইতে স্বতন্ত্র চালকরূপ শক্তি থাকাতে যথাভীষ্ট লিখন-ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ।

কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ভেকের) হৃৎপিণ্ডকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও তাহার ক্রিয়া চালান যায় এই উদাহরণে কেহ কেহ স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এ-বিষয়ের মীমাংসা 'প্রাণতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য।

(৩য়) স্মৃতিবোধ কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়াবাদের দ্বারা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। কোন এক জ্ঞান যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা আণবিক প্রচলনমাত্র হয় তবে সময়ান্তরে তাদৃশ এক ক্রিয়ার পুনরুৎপত্তি হওয়া স্মৃতিবোধের স্বরূপ হইবে। কিন্তু কি হেতুতে কালান্তরে বর্ত্তমানের অনুরূপ এক ক্রিয়া উঠিবে তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। যে হেতু হইতে বর্ত্তমানে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা না থাকিলেও ভবিষ্যতে তদনুরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার উদাহরণ সমগ্র বাহ্য জড় জগতে কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু স্মৃতিতে তাহা হয়। যদি বল অস্ফুটিত (undevoloped) ফটোগ্রাফের মত উহা মস্তিষ্কে থাকে, পরে চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উদ্ভূত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য—সেই অস্ফুট চিত্র থাকে কোথায়? অবশ্য বলিতে হইবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইবে—প্রত্যেক জ্ঞানের চিত্র কি পৃথক্ পৃথক্ কোষে থাকে অথবা একই কোষে বহু বহু চিত্র ধৃত থাকে? তদুত্তরে যদি বল পৃথক্ পৃথক্ কোষে থাকে, তাহাতে এত স্নায়ুকোষ কল্পনা করিতে হয় যে, তাহা বস্তুতঃ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহাতে নিত্য নূতন বহু বহু কোষের উৎপাদ এবং তাহার পরমায়ু অধিক তাহার মস্তিষ্কের কোষবহুলতা প্রভৃতি নানা দোষ আসে।

আর যদি বল একই কোষে বহু বহু স্মৃতিচিত্র নিহিত থাকে, তাহাতে অনেক দোষ হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া অর্থে, জড়বাদ অনুসারে, আণবিক চলন বা ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে, প্রত্যেক জ্ঞান যদি তাহাই হয়, তবে এক কোষে (বা কোষপুঞ্জে) ঐরূপ বহু বহু আণবিক ক্রিয়া হইতে থাকিলে তাহার এরূপ সাঙ্কর্য্য সংঘটিত হইবে যে, কোন এক জ্ঞানের স্মৃতি একেবারেই দুর্ঘট হইয়া পড়িবে। একটি ফটোপ্লেটের উপর যদি অনবরত বহু চিত্র ফেলা (Exposure দেওয়া) যায় তবে তাহার ফল যাহা হয় ইহারও তদ্রূপ পরিণাম হইবে।

এই জন্য পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মনে স্মৃতি উপস্থিত থাকে, এবং স্মরণ-কালে তাহা অভৌতিক-স্বভাব মনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার যন্ত্রভূত মস্তিষ্কে অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে, এই মত স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

(৪র্থ) স্মৃতি হইতে মস্তিষ্কের পৃথক্ত্বের আরও বিশেষ প্রমাণ আছে। মস্তিষ্কবিকৃতি ও স্মৃতিবিকৃতি যে সমধর্ম্ম নহে, তাহা রোগবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও প্রতিপন্ন হইতে পারে। Amnesia বা স্মৃতিনাশ রোগে কখন কখন জীবনের কোন এক বিচ্ছিন্ন কালের স্মৃতি লোপ হইতে দেখা যায়। নিম্নে তাহার এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। Myer's Human Personality পুস্তক ১ম খণ্ড ১৩০পৃ পরিশেষ দ্রষ্টব্য। মাদাম ডি, নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে কোন দুষ্ট লোক মিথ্যা করিয়া তাহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভয় দেখায়। ভয়ে ও শোকে তাহার এরূপ গুরু মনঃপীড়া হইয়াছিল যে, তৎফলে তাহার স্মৃতির বিকৃতি সংঘটিত হয়। সে সেই ঘটনার ছয় সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন ঘটনা স্মরণ করিতে পারিত না, কিন্তু সেই ঘটনার ছয় সপ্তাহের পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিল তাহা সমস্ত স্মরণ করিতে পারিত। অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট তারিখে তাহার মনঃপীড়া ঘটে, কিন্তু সে ১৪ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিত না, ১৪ই জুলাইয়ের পূর্ব্বকার ঘটনা স্মরণ করিতে পারিত। ইহা জড়বাদের দ্বারা কিরূপে মীমাংসিত হইতে পারে? গুরু পীড়ায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া সেই ঘটনার পর হইতে তাহার স্মৃতি যে বিকৃত হইতে পারে, ইহা কোন রূপে জড়বাদের দ্বারা বুঝা যায়, কিন্তু ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বকার পর্য্যন্ত স্মৃতি কেন লোপ হইবে, এবং তৎপূর্ব্বকার স্মৃতিই-বা কেন থাকিবে? এই পূর্ব্বস্মৃতি মস্তিষ্কের কোন্ কোষে উদিত হয়? বর্ত্তমানবিষয়ক স্মৃতি যাহাদের উদিত করিবার সামর্থ্য নাই তাহারা অতীতবিষয়ক স্মৃতি কিরূপে উদিত করিবে? যদি বল, মস্তিষ্কের পৃথক্ অবিকৃত অংশে সেই পূর্ব্ব স্মৃতি আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক এক কালে মস্তিষ্কের এক এক অংশে স্মৃতি উপস্থিত হয়। তাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে এক এক অভিনব কোষপুঞ্জে স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাতে সিদ্ধ হয়—ঐ রোগ চিত্তের, শুধু মস্তিষ্কের নহে। চিত্তের সত্তা কালিক, দৈশিক নহে। মনোবৃত্তি ও মানস ক্রিয়া অদেশব্যাপী অর্থাৎ চিত্ত ক্ষণের পর ক্ষণ ব্যাপিয়া আছে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই। সেই কালব্যাপী চিত্তের কতক-কালিক সত্তা উক্তরোগে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী কতক সময় পর্য্যন্ত স্মৃতি বিকৃত হওয়া সঙ্গত হয়। উক্ত রোগ hypnotic suggestion বা মনোযন্ত্র মন্ত্রবিশেষের দ্বারা প্রশম-আরোগ্য হইতেছিল। এতদ্দ্বারা জানা গেল চিত্ত ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া অসমব্যাপী, সুতরাং উভয়ে পৃথক্।

(৫ম) পরচিত্তজ্ঞতা বা Thought-reading এখন আর 'অতি-প্রাকৃতিক' (Supernatural) ঘটনা বা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া কেহ (নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত)

মনে করেন না। বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের পাঠককে উহা সিদ্ধসত্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হয়। 'জড়বাদ' অনুসারে উহার ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হইবে যে, চিন্তার সময় মস্তিষ্কে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি-জাতীয় কোনরূপ ক্রিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাতে প্রকৃতিবিশেষের মস্তিষ্কে তাহা গৃহীত হয়। কিন্তু পরচিত্তজ্ঞতায় বর্ত্তমান চিন্তার ন্যায় অনেক সময় অতীত চিন্তাও গৃহীত হয়। এমন কি, যে ঘটনা কেহ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, বা যাহা অতি পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, যাহা কাহারও চিন্তা করিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাদৃশ ঘটনাই অনেক সময় পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পারে।

চিন্তার সময়ে যে মস্তিষ্কে তড়িৎ আদির ন্যায় ক্রিয়া বিকীর্ণ হয়, তাহা অস্বীকার্য্য নহে, এবং তদ্দ্বারা যে অপর মস্তিষ্কে অনুরূপ ক্রিয়া ও তৎপূর্ব্বক চৈত্তিক ভাব উৎপন্ন হইতে পারে তাহাও অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু উক্ত রূপ অতীত চিন্তার জ্ঞান মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে মিলনের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কালব্যাপী চিত্তে চিত্তে মিলন বা Enrapport হইয়া ওরূপ চিত্তসঞ্চিত অনষ্ট বিষয়ের জ্ঞান হয়, এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

(১৪) অলৌকিক দর্শন-(Clairvoyance)* শ্রবণাদির সত্তা অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। উহা কিরূপে ঘটে তাহা জড়বাদীর বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝাইতে না পারিয়া, সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, উহাও এক প্রকার দূষণীয় অন্ধবিশ্বাস। স্থূল চক্ষের নির্ম্মাণতত্ত্ব ও ক্রিয়াতত্ত্ব দেখিয়া দর্শনজ্ঞানের যে স্বরূপ নির্ণীত হয় তাহার কিছুই অলৌকিক দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "X-rays" এর মত সূক্ষ্ম কোন প্রকার রশ্মি একবারে মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ওরূপ অলৌকিক দৃষ্টি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। ক্লেয়ারভয়ান্স বিশেষতঃ Travelling Clairvoyance অবস্থায় দ্রষ্টা যে প্রকার দৃষ্টি অনুভব করে তাহা ঠিক চক্ষুঃস্থ স্নায়ুজালের বা retinal দৃষ্টির অনুরূপ। Retinal দৃষ্টির field of vision এবং অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব-রূপ দর্শনভেদের কারণ, ক্লেয়ারভয়ান্স অবস্থাতেও দ্রষ্টা ঠিক সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টির মত বোধ করে। অলৌকিক শ্রবণাদিতেও এইরূপ। ইহা হইতে জানা যায় চক্ষুরাদির গোলক হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র।

(১৫) স্বপ্ন, Crystal-gazing এবং তজ্জাতীয় 'নখ-দর্পণ" "জল-দর্পণ" প্রভৃতিতে কোন কোন সময়ে ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে দেখা যায়। Psychical Research Society এরূপ অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে স্বপ্ন ভবিষ্যতে ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। Human Personality পুস্তকে দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠায় Prof Thoulet এর ঐরূপ স্বপ্নবিবরণ দ্রষ্টব্য। Matter and Motion

* Clairvoyance এর সহিত thought-transference এর অনেক সময় গোল হয়। যাহা উপস্থিত বা সংসৃষ্ট কেহ জানে না, তাদৃশ বিষয় দেখাই Clairvoyance। একটী তালা ঘড়ির Escapement অংশ খুলিয়া বন্ধ দিলে, তাহার কাঁটা খুলিয়া কোথায় থাকিবে তাহার ঠিক নাই। তাদৃশ ঘড়িতে ক টা বাজিয়াছে তাহা বলা (অবশ্য স্থূল চক্ষে না দেখিয়া) প্রকৃত Clairvoyance। আমরা দেখিয়াছি একজন অশিষ্ট ব্যক্তি মনের কথা, এমন কি বাক্সের মধ্যে লিখিত বিষয় (লেখক তথায় উপস্থিত ছিল) বলিয়া দিল। কিন্তু আমরা উক্তরূপ এক ঘড়িতে কত বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহা বলিতে পারিল না। প্রকৃত Clairvoyance কিছু দুর্ঘট।

দিয়া ঐরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কেহই সিদ্ধ করিতে পারেন না। তজ্জন্য স্বতন্ত্র উপাদানে নির্ম্মিত চিত্ত স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। আরও স্বীকার্য্য হয় যে, মধ্যবর্ত্তিদিগের চিত্তের অলৌকিক জ্ঞানের সামর্থ্য আছে।

(৮ম) শরীরের উৎপত্তি বিচার করিয়া দেখিলেও, শরীরের উপবিষ্ট এক শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করা সমধিক সঙ্গত হয়। শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও প্রাণিবিদ্যা (Biology) অনুসারে শরীর যে কোষময়ই (স্নায়ু পেশী, রক্ত সমস্তই কোষময়ই) এবং আদৌ স্ত্রীবীজ ও পুংবীজের মিলনীভূত এক কোষ হইতে বিভাগক্রমে (Karyokinesis ক্রমে) বর্দ্ধিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানা যায়। এই নানাঙ্গযুক্ত শরীর প্রথমে একটি ক্ষুদ্র কোষস্বরূপ ছিল, তাহা বিভক্ত হইয়া দুই হয় সেই দুই পুনশ্চ চারি হয়, এইরূপে কোটী কোটী কোষ উৎপন্ন হইয়া এই শরীর হইয়াছে। কিন্তু কোষসকল শুধু বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইলেই শরীর হয় না সেই কোষসকল বিশেষপ্রকারে ব্যূহিত হইলে তবে শরীর হয়। প্রথমে দেখা যায় কোষসকল ত্রিধা সজ্জিত (Epiblast, mesoblast and hypoblast) হয়, তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানের মূল। তাহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সমূহিত হইয়া শিশুজাতীয় শরীরের উপযোগী যন্ত্ররূপে (viscera রূপে) ব্যূহিত হইতে থাকে। এই যে মূল হইতেই বিশেষপ্রকারে ব্যূহিত হওয়া, উহার শক্তি কোথায় থাকে? যদি বল প্রত্যেক কোষে ঐ শক্তি থাকে তাহা হইলে কোষকে সপ্রজ্ঞ বলিতে হয়, কারণ ভবিষ্যতে যাহা অক্ষিকোষ অথবা বা নাসিকা অথবা অন্তর বা বাহ্যাংশের কোষ হইবে তজ্জন্য মূল হইতে শত সহস্র কোষের একযোগে সঙ্ঘীভূত হওয়া স্ফুট প্রজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে ঘটিতে পারে? সেই জন্য বলিতে হয় সেই কোষসকলের উপবিষ্ট এক শক্তি আছে, যে শক্তির বলে তাহারা যথাযোগ্যভাবে ব্যূহিত হইয়া থাকে। এরূপ এক উপবিষ্ট শক্তি বা স্বতন্ত্র জীব স্বীকার করা সর্ব্বথা ন্যায্য। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন 'Life is directive force upon matter' এই directive forceকে "স্বতন্ত্র জীব" অর্থ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। Sir Oliver Lodge অধুনা এ বিষয়ে বলেন "there was an individual organising power which put the matter together and here was our machine made of matter, a beautiful machine wonderfully designed and constructed unconsciously by us; but that was not the individual, the soul of the thing any more than the canvas and pigments are the soul of the picture".

(৯ম) দার্শনিক (Metaphysical) দৃষ্টিতে দেখিলেও জড়বাদের কোন ভিত্তি থাকে না। জড়বাদ হইতে কেবল পরমাণু ও তাহার ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্ত্তন মাত্র পাওয়া যায়। ইচ্ছা প্রেম বোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি এবং ইতস্ততঃ প্রচলন যে কত ভিন্ন পদার্থ তাহা সহজেই বোধ হয়। ইতস্ততঃ প্রচলন কিরূপে ইচ্ছা-প্রেমাদি হয়, তাহার ক্রম যতদিন না জড়বাদী দেখাইতে পারিবে, ততদিন তাহার বাক্য বালপ্রলাপবৎ অনাস্থ্য। যদি কেহ বাক্সের মধ্যে কাগজকে টাকা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে বাক্সই টাকার জনয়িতা তাহার পক্ষে যেরূপ অনাস্থ্য 'জড়বাদীর উক্ত পক্ষও সেইরূপ।

৩। 'জড়বাদীরা' বলেন—'The universe is composed of atoms, there is no room for Ghosts' ইহাতে বোধ হয় যেন 'এটম্' রূপবানকে

ন্যায় ততই প্রবিভাজ্য পদার্থ। শব্দরূপাদি যখন একটিরে প্রচলন, তখন স্থির বা স্বরূপ অণুতে শব্দরূপাদি নাই। শব্দশূন্য স্পর্শরূপাদিগুণশূন্য বা আলোক ও অন্ধকার-শূন্য, তাপ ও শৈত্যশূন্য, রসশূন্য ও গন্ধশূন্য বাহ্যদ্রব্য ধারণা করা সম্যক্ অসম্ভব। কারণ, বাহ্যদ্রব্য ঐ পঞ্চ প্রকার গুণের দ্বারাই গৃহীত হয়, অতএব যে পরমাণুর প্রচলন হইতে শব্দস্পর্শরূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা অবিভাজ্য পদার্থ।

এখন যদি বল পরমাণু হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ন্যায়ানুসারে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরমাণু = অবিভাজ্য পদার্থ।

যদি বল পরমাণু হইতে চৈতন্য হয়, তাহা হইলে হইবে—অবিভাজ্য দ্রব্য হইতে চৈতন্য হয়। কিন্তু কারণ কার্যের সমর্থক হইবে, অতএব সেই 'অবিভাজ্য দ্রব্য' চৈতন্য-সমর্থক হইবে। এইরূপে জড়বাদের মূল সিদ্ধান্তই অসার দেখা যায়।

৪। যুরোপে স্বতন্ত্র জীব সম্বন্ধে যে মত আস্তিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্ফুট ও অযুক্ত (খৃষ্টানেরা বলেন God is the great mystery of the Bible এবং মৃত্যুর পর যে God এর নিকটে Soul থাকে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কিছু ধারণা করিবার উপায় নাই) এজন্য তথাকার বিচারশীল লোকদের ঐ মত ত্যাগ করিয়া হয় 'জড়বাদী' হইতে হয়, অথবা 'অজ্ঞেয়বাদী' হইতে হয়। কিন্তু আর্যদর্শনে জীবের স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে যে গবেষণা ও সিদ্ধান্ত আছে তাহা স্বতন্ত্র জীবের সত্তা যুক্তিযুক্ত ভাবে বুঝাইতে সম্যক্ সমর্থ। আমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন, আর তাহা অনন্ত কাল থাকিবে, এরূপ অদার্শনিক ও অযৌক্তিক মতের দ্বারা কিছুই মীমাংসিত হয় না। আমাদের দর্শনের মতে জীব এই পদার্থ নহে। জড়বাদিগণ যে কারণে জড় পরমাণুকে অনাদিবিদ্যমান ও অধ্বংসনীয় (indestructible) বলেন ঠিক সেই কারণেই জীব অনাদি ও অধ্বংসনীয়। জড় পরমাণু হইতে যে বোধপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার যখন বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই তখন বোধ ও জড় পৃথক্ বস্তু বলাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন, জড়দ্রব্যের ধর্মসকল ক্রমানুসারে উদিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব্ব ও পরের অভাব কল্পনা করা যায় না বলিয়া তাহা অনাদি ও অনন্ত সত্তারূপে স্বীকৃত হয়, সেইরূপ মন ও তৎপর ইন্দ্রিয়শক্তি-সকলের ধর্মসমূহ দেখিতে পাই কিন্তু অভাব কল্পনা করিতে পারি না। অভাব কল্পনা করিতে না পারিলেও তাহার লয় বা সূক্ষ্মরূপে অব্যক্তভাব কল্পনা করা যায়। 'আমরা' বোধ ও অবোধের সমষ্টিভূত বলিয়া অবোধের কারণানুসন্ধান করিয়া এক অব্যক্ত, গুণ্য চরম সত্তা পাই এবং বোধের মূল উৎসস্বরূপ এক স্বপ্রকাশ পদার্থ পাই। ইহারাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। বিশ্লেষ করিয়া এই কারণদ্বয়ের আর অন্য কারণ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাদিগকে অসংযোগজ দ্রব্য অতঃ বা অনাদি বর্ত্তমান পদার্থ বলা যায়। এই কারণদ্বয় অনাদি বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদের সংযোগভূত জীবও অনাদি বর্ত্তমান। কার্যদ্রব্যের বিকারশীলতাহেতু জীবের চিত্তাদিশক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ক্রমানুসারে উদিত হইয়া যাইতেছে। যখন যে প্রকৃতির শক্তি উদিত থাকে তখন তদনুযায়ী অনুচিত জড় দ্রব্যই শরীররূপে উদ্ভূত হয়। সেই শরীর শব্দাদি ভৌতিক গুণের স্থূলতা ও

সূক্ষ্মতা* অনুসারে নানাবিধ হইতে পারে, মৃত্যুর পর যে পারলৌকিক শরীর হয় তাহা ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম ভৌতিক শরীর ইত্যাদি প্রকার দার্শনিক উৎসর্গ সকল প্রয়োগ করিয়া দেখিলে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যসকল স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্বের বিরোধী না হইয়া বরং তাহা সুপ্রমাণিত ও সম্যক্ বোধগম্য করে।

৩। কিন্তু সত্তের ম্যাটার এবং গতি (motion) এই দুই পদার্থে বিশ্বকে বিভাগ করা অতি অদার্শনিক বিভাগ। ম্যাটারের আরোপিত শব্দস্পর্শাদি গুণসকল বস্তুতঃ মানসিক ধর্ম। মন না থাকিলে শব্দাদি থাকে না, ম্যাটারও জ্ঞেয় হয় না। যাহাকে জড় পদার্থ বল বস্তুতঃ তাহা মনের জ্ঞেয় পদার্থ মাত্র জ্ঞেয় পদার্থের দ্বারা জ্ঞান নির্মিত এরূপ বলা নিতান্ত অযুক্ত। জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এই তিন ভাব না থাকিলে ম্যাটার ও গতি কিছুই জ্ঞেয় হয় না। জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞানের কারণ বলিলে বস্তুতপক্ষে মনের অংশকেই মনের কারণ বলা হয়। তজ্জন্য গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বা জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এইরূপ বিভাগই প্রকৃত দার্শনিক বিভাগ। সাংখ্যশাস্ত্রে বিশ্বের সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগই দৃষ্ট হয়।

পুরুষ বা আত্মা

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৮)

১। **সংজ্ঞা** আত্মা বা আমি শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরাদি আমাদের সমস্তই বুঝায়, কিন্তু মোক্ষ-শাস্ত্রের পরিভাষায় কেবল বিশুদ্ধ বা সর্বোচ্চ চৈতন্য আত্মভাবাত্মক মাত্র বুঝায়। পুরুষ-শব্দও ঐ প্রকার অর্থযুক্ত।

২। অহং শব্দ শুদ্ধ ও মিশ্র এই উভয় প্রকার আত্মভাববাচী।

শঙ্কা—অহং শব্দ ত শরীরাদি মিশ্র আত্মভাববাচিরূপে ব্যবহার হইতে অনুভূত হয়, অতএব উহা কেবল মিশ্র আত্মভাববাচী। উহাকে শুদ্ধাত্মভাববাচী কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—অহং শব্দ নিম্নলিখিত অর্থে বা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) অনধ্যাকৃত বাহ্য পদার্থের আভিমানিক ভাবে যথা—'আমি ধনী' 'আমি দরিদ্র' ইত্যাদি

(খ) শরীরাভিমান-ভাবে, যথা—'আমি কৃশ' 'আমি গৌর' ইত্যাদি শারীর অবস্থার অভিমানমূলকভাবে।

শরীর বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের যন্ত্র লইয়াই শরীর (চিত্ত-যন্ত্র ও শরীরের সূক্ষ্ম একাংশ) সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে "আমি হস্তপদ-চক্ষুরাদি সত্তাবান্" এইরূপ অভিমানভাবই শরীরাভিমানভাবে অহং শব্দের প্রয়োগস্থল।

* এখন নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন (Period of vibration) এবং স্পন্দনের উচ্চাবচতা (amplitude) পদার্থের স্বরূপ তখন amplitude কত উচ্চ কত যে সূক্ষ্ম-স্পন্দনাদি হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই পরিমাণের বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব আপেক্ষিক, অতএব সীমা নির্দেশ করিবার কোনও যুক্তি নাই। সেই হেতু amplitude "সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম" ও 'মহতো মহীয়ান্' হইতে পারে।

(গ) মানসাভিমান-ভাবে, যথা—'আমি বুদ্ধিমান্' 'আমি চিন্তাকারী' ইত্যাদি। শঙ্কা হইতে পারে—ইহা শুদ্ধ মানস অভিমান নহে ইহাতে শারীরাভিমান-ভাবকেও অন্তর্গত করিয়া 'আমি' বলা হয়। সত্য বটে, এতাদৃশ ক্ষেত্রে কখন কখন শারীরাভিমানকে অন্তর্গত করা হয়, কিন্তু অনেক স্থলে শরীর তাহার অন্তর্গত না হইতেও পারে। যেমন স্বপ্নাবস্থার আমির ভাব, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকিলেও 'চক্ষুরাদিমত্তাবান্ আমি' এরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা 'চক্ষুরাদিমত্তাবান্' ভাবের সংস্কার হইতে হয়। সংস্কার মনে থাকে, সুতরাং তখন মানসাভিমান-ভাবেই 'আমি'-শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(ঘ) মনঃশূন্যতাভাবে। অর্থাৎ চিন্তাদি ব্যক্ত-মানসক্রিয়াশূন্য-ভাবে, যথা—'আমি সুখে সুষুপ্ত ছিলাম' (সুষুপ্তি = স্বপ্নহীন নিদ্রা) এইরূপ স্থানে অতএব মনঃশূন্যতাভাবে আমিত্ব-প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক বৃত্তির উদয় ও লয় দেখা যায়। তাহাতে আমরা কল্পনা করিতে পারি সর্ব্ববৃত্তির লয় করিয়া আমি থাকিব। ইহাই মনঃশূন্য ভাবে আমিত্বপ্রয়োগের উদাহরণ। কিন্তু নাস্তিকেরা যে বলে 'মরিয়া গেলে আমি থাকিব না' তাহাও ইহার উদাহরণ।

'আমি থাকি না' এইরূপ বলিলেও মনঃশূন্যতাভাবে অহং শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কেন—তাহা আলোচিত হইতেছে।

অভাব অর্থে আমরা কেবল অবস্থান্তর বা অবস্থানান্তর বুঝি। ঐ স্থানে ঘটাভাব অর্থে ঘট অন্য স্থানে অবস্থান করিতেছে বা ঘট নাশে অবয়বসমষ্টি ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে অন্যভাবে অবস্থান করিতেছে। 'ভাবান্তরমভাবো হি কস্যচিদ্ অপেক্ষয়া' অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অভাব অর্থে অন্যের ভাব। যাহাদের অবস্থাভেদ হয় তাহাদের সম্বন্ধেই অভাব-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। আন্তর এবং বাহ্য সমস্ত পদার্থেই ঐরূপ ভাবান্তর অর্থেই অভাব-শব্দ প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু ক্রিয়ারূপ যে চিত্তবৃত্তি তৎসম্বন্ধীয় অভাব অর্থে কালিক অবস্থান-ভেদ। 'ক্রোধ-কালে রাগাভাব' অর্থে রাগ অতীত বা অনাগত কালে আছে। এইরূপে আমরা চিত্তবৃত্তির অভাব বা 'না থাকা' বুঝি, অতএব ভাব পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব কল্পনারও যোগ্য নাই।

কিন্তু যেমন বর্ত্তমান বা জায়মান বস্তুর তৎকালে ও তৎস্থানে অভাব ধারণা করিতে পারি না, সেইরূপ প্রত্যেক চিন্তায় 'আমি' থাকে বলিয়া আমির অভাবও কখন ধারণা করিতে পারি না। অতএব 'আমি থাকিব না' অর্থে আমার চিত্তবৃত্তির 'অভাব' মাত্র কল্পনা করি। অর্থাৎ 'আমি থাকিব না' অর্থে চিত্তবৃত্তিশূন্য আমি হইব। কারণ আমার অন্তর্গত চিত্তবৃত্তিসমূহেরই 'অভাব' আমরা ধারণা করিতে পারি কিন্তু সম্পূর্ণ আমির অভাব ধারণা করিতে পারি না। যখন 'আমির' সম্পূর্ণ অভাব ধারণার অযোগ্য তখন 'আমি থাকিব না' এরূপ বাক্য যথার্থতঃ নিরর্থক। তবে মনোবৃত্তির লয় ধারণার যোগ্য সুতরাং 'আমি থাকিব না' অর্থে 'মনোবৃত্তিশূন্য আমি থাকিব' এরূপ ভাবার্থই কেবল মাত্র সঙ্গত হইতে পারে।

(ঙ) 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ অর্থেও অহং শব্দের প্রয়োগ হয়। জ্ঞাতা অর্থে যাহা জ্ঞেয় নহে।

১। অতএব বাহ্যাভিমান, শারীরাভিমান মানসাভিমান, মনঃশূন্যতাভাব ও জ্ঞাতৃভাব এই পাঁচ ভাবে আমরা অহং শব্দ প্রয়োগ করি। এতন্মধ্যে যাহা দ্রষ্টা এবং শরীরাদি হইতে ভিন্ন মানসাভিমানভাবে যখন স্পষ্টতঃ আমি শব্দ প্রযুক্ত হয় তখন প্রায় সর্ব্বলোকে আমি পদার্থকে মানস ভাববিশেষরূপে ব্যবহার করে, অতএব ইহাই মুখ্য আমি বা অহং শব্দের মুখ্যার্থ।

৪। **আমি কিসে নির্ম্মিত ?** জড়' শব্দের বাহ্য পদার্থ সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির গোলক যে স্পষ্টতঃ ভৌতিক তাহা দেখা যায়, মনেরও অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক, অতএব আমি কিসে নির্ম্মিত, এই প্রশ্ন প্রথমেই লোকায়তের (জড়বাদীর) উপপত্তি (theory) একপ্রকারে সমাধানের চেষ্টা করে। যথা—

লোকায়ত বলে আমির সমস্তই ভূতনির্ম্মিত। ভূতের সংযোগবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষ হইতেই আমির সমস্তই উৎপন্ন হয়।

প্রাচীন স্থূলপ্রজ্ঞ লোকায়ত বলিত— যখন ভৌতিক দ্রব্য হইতে মত্ততা নামক মানস গুণ উৎপন্ন হয়, তখন, আমির সমস্তই ভৌতিক। ইহার উত্তরে উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে "যখন ভৌতিক দ্রব্য হইতে মানসিক মত্ততা হয়, তখন ভূতই মনোময়।" বস্তুতঃ মনের কারণ ভূত—কি ভূতের কারণ মন, তাহা লোকায়তের স্থির করিবার উপায় নাই। কিন্তু সুরার দ্বারা মনের কিছুই উৎপন্ন হয় না, মনের বৃত্তি তদ্দ্বারা চঞ্চল হওয়াতে মন কিছু চঞ্চল হয় মাত্র। যেমন সূচীবিদ্ধ করিলে পীড়া (overstimulation) হয় দেখিয়া কেহ সূচীকে মনের কারণ বলে না তদ্রূপ।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ আধুনিক লোকায়ত ওরূপ স্থূল উপমা ছাড়িয়া মস্তিষ্কের তত্ত্ব অন্বেষণাপূর্ব্বক সমাধান করিয়া বলেন—যখন মস্তিষ্ক ব্যতীত মনের সত্তা উপলব্ধ হয় না, তখন মন অর্থাৎ আমির প্রকৃত অংশ মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র।

লোকায়তকে জিজ্ঞাসা—মস্তিষ্ক কি ?

লোকা। Nerve-cell এবং nerve-fibre এর সমষ্টি।—তাহারা কি ?

লোকা। Lecithin, proteid প্রভৃতি দ্রব্যনির্ম্মিত।—Lecithin আদি কি ?

লোকা। Carbon, hydrogen, nitrogen আদি দ্রব্যের সংযোগ-বিশেষ।—Carbon আদি কি ?

লোকা। বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য।—শব্দাদি কি ?

লোকা। ম্যাটারের প্রচলনবিশেষ।—ম্যাটার কি ?

লোকা। যাহা দেশ ব্যাপিয়া থাকে ও যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়।—যেন ব্যাপী দ্রব্য যাহার প্রচলনে শব্দাদি হয়, তাহা কি ?

লোকা। (অগত্যা) তাহা অজ্ঞেয়।

অতএব লোকায়ত-মতের পরিণামে মস্তিষ্কের কারণ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয় ম্যাটার নামক দ্রব্য এবং তাহারই ক্রিয়া মন (অর্থাৎ আমি) এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে হয়।

ম্যাটারের ক্রিয়া অর্থে স্থানপরিবর্ত্তন বা ইতস্ততঃ গমন। ইতস্ততঃ গমন হইতে বিজ্ঞান ইচ্ছা প্রেম বোধ আদি হয় তাহা লোকায়ত বলিতে পার ?

লোকা। না।—কল্পনা করিতে পার ?

লোকা। তাহাও পারি না।

অতএব লোকায়ত-মতে অজ্ঞেয় কারণপদার্থ ও তাহার অজ্ঞেয় অকল্পনীয় প্রক্রিয়ার (process-এর) দ্বারা মন নির্ম্মিত। সুতরাং লোকায়তের উপপত্তিবাদ বা theory "আমি কিসে নির্ম্মিত" তাহা বুঝাইতে সক্ষম নহে।

লোকায়তের প্রথম হইতেই বলা উচিত 'আমি উহা জানি না'। লোকায়ত হয়ত বলিবে মূল কারণ অজ্ঞেয় হইলেও, আমি ম্যাটারের জাত ভাবকেই কারণ বলিয়াছি।

মস্তিষ্কের প্রাপ্ত ভাব শব্দাদি কিন্তু তাহাও মনঃসাপেক্ষ অর্থাৎ তাহারা মনোভাব বা মনের অঙ্গ। শুধু মস্তিষ্কের ক্রিয়া (ইতস্ততঃ চলন) কল্পনীয় বটে কিন্তু ইতস্ততঃ চলন ও নীল রূপ পৃথক্ পদার্থ। অতএব মস্তিষ্কের প্রাপ্ত ভাবকে মনের কারণ বলিলে, মনের অঙ্গবিশেষকেই মনের কারণরূপে অবধারিত করা হয়।

আর যখন ক্রিয়া (বা স্পন্দনবিশেষ) এবং নীলজ্ঞান ইহাদের জনক-জন্য ভাবের প্রক্রিয়া বা process জান না তখন "মস্তিষ্কের ক্রিয়াই মন" এরূপ বলা অন্তহীন লাফ (Jumping into a conclusion)।

উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত উদাহরণের ন্যায় অন্যায্য —একটি লোক পশ্চিমে যাইতেছে, কাশী পশ্চিমে অতএব ঐ লোক কাশী যাইতেছে। আর লোকায়ত ঐ সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া যে বলে—'মস্তিষ্কের সহিত মনের উৎপত্তি,' 'মস্তিষ্কের ধ্বংসে মনের ধ্বংস,' তাহাও সুতরাং ন্যায্য নহে। যাহার কারণই যখন অজ্ঞাত থাকে তখন তাহার উৎপত্তি ও নাশের বিষয়ও অজ্ঞাত বলাই যুক্তিযুক্ত; নাশ অর্থে কারণে লয়, কারণ না জানিলে নাশ কল্পনা করা অযুক্ত। কারণ না জানিলে নাশকে অগোচর অবস্থা বলাই যুক্ত। অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হয়। দ্রব্য অজ্ঞাত হইলে, উৎপত্তি ও নাশকে কেবল গোচর ও অগোচর ভাব বলা উচিত, ধ্বংস-অভাবাদি শব্দ তদ্বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। ফলতঃ যখন তাহা না দেখিতে পাই তখন তাহা থাকে না এরূপ বলা অন্যায্য।

সুতরাং, 'অজ্ঞাত মস্তিষ্ক হইতে মন উদ্ভূত,' এরূপ বলিলে ন্যায়ানুসারে মস্তিষ্ক আর অজ্ঞাত থাকে না। যেহেতু সর্ব্বত্রই কারণ কার্য্যের সধর্ম্মক এবং মন বোধ-ইচ্ছাদিস্বরূপ, অতএব তাহার কারণও বোধজাতীয়। মস্তিষ্ক মনের কারণ হইলে মস্তিষ্কও বোধজাতীয় বলিতে হইবে সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তই ন্যায্য হয়।

৩ লোকায়ত অপেক্ষা ধর্ম্মবাদীর (phenomenalist এর) পক্ষ অধিকতর যুক্ত। তন্মতে মনের ও মস্তিষ্কের জন্য-জনকতা সম্বন্ধ যখন অজ্ঞাত তখন উভয়কে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আধুনিক ধর্ম্মবাদী আমিত্বকে কতকগুলি বিক্রিয়মাণ ধর্ম্ম-স্বরূপ স্বীকার করেন। আমিত্বকে মস্তিষ্কের সহভাবী ও সহবিলয়ী বলা যায় কি না তাহা বক্তব্য নহে। উহা হইতেও পারে না-ও হইতে পারে, এরূপ চিন্তাই তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসারে ন্যায্য হইবে।

প্রকৃত ধর্ম্মবাদে মস্তিষ্ক* শব্দ বস্তুতঃ কতকগুলি জ্ঞাতধর্ম্মবাচী, আর আমিত্ব-আদিক ধর্ম্মসমূহের মূলে কি আছে, তাহারা কাহার ধর্ম্ম সে বিষয় অজ্ঞেয়। 'মূল অজ্ঞেয়' এরূপ বলিলে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হয় না। তাহার অর্থ "জ্ঞায়মান ধর্ম্মের মূল আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞেয় নহে। মূলের অস্তিতা ও মানস ক্রিয়ার হেতুতা জ্ঞেয়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে অপর কোন বিষয় জ্ঞেয় নহে"। পরন্তু ক্রিয়া দেখিলে তাহার শক্তিরূপ অব্যক্ত অবস্থা কল্পনা না করিলে গত্যন্তর নাই। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এরূপ অযুক্ত চিন্তা করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মবাদীর অজ্ঞেয় শব্দের অর্থ—ধারণার অযোগ্য। তাঁহারা যে সম্পূর্ণ (ন্যায়ের ভাষায়—distributed) অজ্ঞেয় বলেন তাহা ভ্রম।

* বস্তুত মস্তিষ্ক শব্দ জাতিনিষ্ঠিত কিন্তু নামে বাহ্যিক পদার্থ। উহার বাস্তব সত্তা নাই। অন্তর্দর্শ দেখ জড় পদার্থ ও মস্তিষ্ক পৃথক পদার্থ। জড় অর্থে যাহা চৈতন্য বা গ্রাহী নহে, কিন্তু যাহা দৃশ্য।

যাহার ক্রিয়া হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি হয় তাহা মস্তিষ্ক, এরূপ লক্ষণে মস্তিষ্ক কারণীয় অযোগ্য পদার্থ হয়। তাহার বিশেষ জ্ঞেয়তা নহে, কিন্তু তাহাকে বিশেষিত অজ্ঞেয় বলা সম্পূর্ণ অন্যায়।

আর জায়মান মানস ধর্মসমূহের মধ্যেও দুইটি ভেদ আছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষ করিয়া সেই ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ যেরূপে নির্ণীত হয় তাহা পরে বক্তব্য।

৬। প্রাচীন ধর্মবাদী (বৌদ্ধ) ব্যাখ্যাতাদের পরিবাদও 'রূপধর্ম' এই সংজ্ঞা সুযুক্তি-সহকারে ব্যবহার করেন। তন্মতে 'আমি' কতকগুলি যথাসম্ভূত রূপধর্ম + সংজ্ঞাধর্ম + সংস্কারধর্ম + বেদনাধর্ম + বিজ্ঞানধর্ম। তন্মধ্যে সংজ্ঞাদি চারি অরূপ ধর্মই মুখ্যত আমি-পদবাচ্য। ঐ ধর্মসকল প্রতিক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান হইয়া প্রবাহ বা সন্তান ভাবে চলিতেছে।

সেই ধর্মসন্তানের কোনটি অন্য কোনটির প্রত্যয় বা হেতু। যেমন, অবিদ্যা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে স্পর্শ ইত্যাদি। সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের সেই ধর্মসন্তানের নিরোধ অনুভূত থাকাতে এই মতে ধর্মসমূহের নিরোধ বা উপশমও স্বীকৃত আছে। ধর্মের উপশম হইলে শূন্য হয়; সুতরাং ধর্ম মূলতঃ শূন্য। ধর্মসকলের সন্তান যে এক সময়ে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কারণ, ঐ ধর্মসমূহ ব্যতীত 'আরম্ভের হেতু' নামক কোন হেতু পাওয়া যায় না, অতএব ধর্মসন্তান অনাদি। তন্মতে এই ধর্মসন্তানই 'আমি'।

ধর্মসকল উদীয়মান ও লীয়মান পৃথক্ সত্তা, সুতরাং 'আমি' পৃথক্ পৃথক্ ধর্মপ্রবাহের সাধারণ নাম মাত্র হইবে। আর 'প্রদীপস্যেব নির্বাণং বিমোক্ষস্তস্য চেতসঃ।' অর্থাৎ প্রদীপের নির্বাণের ন্যায় সেই ধর্মসন্তান যখন শূন্য হয়, তখন 'আমি' বস্তুতঃ শূন্য অর্থাৎ আত্মাই অনাত্মা।

শঙ্কা—প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা যে 'আমি' এক বলিয়া অনুভূত হয় তাহা কিরূপে সম্ভব? কারণ, পৃথক্ উপাদক তোমার মতে 'আমি' বহুর সাধারণ নাম মাত্র।

বৈনাশিক ধর্মবাদী তদুত্তরে বলেন 'আমি এক' প্রকার ভ্রান্তিমাত্র।

শঙ্কা—ভ্রান্তি সর্বত্রই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান, ভ্রান্তির অন্য উদাহরণ নাই। অতএব আমিত্ব-জ্ঞান যদি ভ্রান্তি হয় তবে তাহা কোন্ পদার্থকে কোন্ পদার্থ জ্ঞান হইবে? অনাত্মা ও আত্মা থাকিলে তবেই পরস্পরের উপর ভ্রান্তি হইতে পারে। অতএব বৈনাশিকের দৃষ্টিতে অগত্যা সম্যক্ জ্ঞানে 'আমি বহু' এরূপ সম্যক্ জ্ঞান হওয়া উচিত।*

কিন্তু আমি বহু, এরূপ অনুভব অসাধ্য; তাহা কিরূপে সাধ্য তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কারণ, সদাই আমি এক, এরূপ অনুভব হয়। তবে কল্পনা করিতে পার 'আমি বহু', কিন্তু তাহাতে কল্পক 'আমি' এক থাকিবে। আর, তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান কল্পনা মাত্র হইবে। কিঞ্চ যদি বল—আমি যখন বস্তুতঃ শূন্য তখন আমিকে সত্য ভাবাই ভ্রান্তি, 'আমি শূন্য' ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

তাহাও বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ধর্মসকলই তোমার মতে সত্তা, সেই সত্তার নামই 'আমি' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'আমি সত্তা' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান এবং 'আমি শূন্য' ইহাই ভ্রান্তিজ্ঞান। অতএব যাঁহারা বলেন, 'আমি শূন্য' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষ নিতান্ত অযুক্ত। এতদ্ব্যতীত অসৎ হইতে সৎ হওয়া এবং সতের অসৎ হওয়ারূপ অন্যায্য চিন্তা এই বাদের সহায় বলিয়া এই বাদ ন্যায্য নহে। আর, ধর্মসন্তানের নিরোধ হইলে কেন তাহারও ইঁহারা নিজেদের আগম ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি দিতে পারেন না।

* অথবা 'আমি উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হইতেছি এবং আমি পূর্বক্ষণিক আমির সহিত অসম্বদ্ধ' ইহাই সম্যক্ জ্ঞান হইবে। আবার উৎপত্তির ও লয়ের দ্রষ্টা 'আমি' হইতে পারে না। কারণ উৎপন্ন ও বিগত অবস্থাই 'আমি'। উৎপত্তি ও লয় অনুভবের অর্থাৎ অনুমানপূর্বক কল্পনা হয়, সুতরাং তদ্রূপ কল্পনাই তাহা হইলে সম্যক্ জ্ঞান হয়।

৭। লোকায়ত ও ধর্মবাদী ব্যতীত আত্মবাদীরাও 'আমি কিসে নির্মিত' এই প্রশ্নের উত্তর দেন। আত্মবাদীদের অনেক ভেদ আছে। কেবলমাত্র আপ্ত বচন ও শাস্ত্রানুসারে অনেক আত্মবাদী উহার উত্তর দেন, তাহা ত্যাগ করিয়া যুক্ততম আত্মবাদীর (সাংখ্যের) উত্তর দত্ত হইতেছে।

সাংখ্য বলেন—গ্রহীতা বা মানস 'আমিকে' বিশ্লেষ করিয়া দুই পদার্থ পাওয়া যায়—দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। 'আমি নীল জানিতেছি' এই প্রত্যয়ের মধ্যে আমি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং নীল জ্ঞেয় বা দৃশ্য। দৃশ্যভাবকেও বিশ্লেষ করিয়া ত্রিবিধ ভাব পাওয়া যায়—প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টাভাব, স্থিতি বা ধৃতিভাব। প্রখ্যা বা প্রকাশশীল ভাবের উদাহরণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, সুখাদির বোধ এবং ঐরূপ জ্ঞানের পুনর্জ্ঞান (মনে মনে উত্তোলন বা উদয়পূর্বক)। নীল, পীত আদি জ্ঞেয় বস্তুভাবসকল অর্থাৎ জ্ঞানসকল যে আমি নহি, তাহা অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমিত হয়, এইরূপে জানা যায় যে জ্ঞানরূপ দৃশ্য আমি নহি।

ক্রিয়াশীল দৃশ্য ইচ্ছা, চেষ্টা আদি বৃত্তি। 'আমি ইচ্ছা করি' আর, 'আমি ইচ্ছা নহি,' ইহাও স্পষ্ট অনুভূত হয়, অতএব চেষ্টারূপ দৃশ্যও আমি নহি। বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল দৃশ্যও বোধের বিষয় বলিয়াই দৃশ্য। ধৃতিরূপ দৃশ্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার শক্তিরূপ* অবস্থা অর্থাৎ যাবতীয় করণের শক্তিস্বরূপ অবস্থাই স্থিতি বা সংস্কার। উহাতেই দৃঢ় আমিত্বপ্রতীতি হয়।

কিন্তু যখন নীল-জ্ঞান আমি নহি, তখন নীল-জ্ঞানের শক্তি-অবস্থা অর্থাৎ যে শক্তিরূপ অবস্থা পরিণত হইয়া নীল জ্ঞান হয়, তাহাও 'আমি' হইবে না। ক্রিয়ার শক্তি-অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। প্রত্যুত শক্তিসমূহকে 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা 'আমার'—তাহা 'আমি' নহি, কারণ, আমি ও বাহ্যপদার্থ হইলেই তাহাতে 'আমার' এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আমার শক্তি বলিয়া যে ধর্ম নামক শক্তি অনুভূত হয় তাহা আমি নহি।

এইরূপে দেখা গেল যে, জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি-রূপ যাবতীয় দৃশ্য † 'দ্রষ্টা আমি' হইতে পৃথক্ পদার্থ।

৮। শঙ্কা হইতে পারে—'শিলাপুত্রের শরীর' এখানে ষষ্ঠীব্যপদেশ হইলেও যেমন উভয় পদার্থ এক, আমি এবং আমার শক্তিও সেইরূপ।

উঃ। শিলাপুত্র (নোড়া) ও তাহার শরীর বস্তুতঃ একই দ্রব্য, কিন্তু অভিপ্রায়ে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছ 'শিলাপুত্রের শরীর'। আর সেই কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া অনুভূত বিষয়কে খণ্ডিত করিতে যাইতেছ। যদি প্রমাণ করিতে পারিতে যে শিলাপুত্রের 'আমি শিলাপুত্র ও আমার শরীর' এইরূপ অনুভব হয় এবং তাহার শরীরনাশে তাহার 'আমির'ও নাশ হয়, তবে তোমার পক্ষ যুক্ত হইত।

* শক্তি ক্রিয়ার পূর্বাবস্থা। ক্রিয়ার যাহা কারণ, তাহাই শক্তি। অন্তঃকরণাদি যাবতীয় করণের যে ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়ার যাহা শক্তি সেই শক্তিসমূহই ধৃতি বা স্থিতিরূপ দৃশ্য। বস্তুতঃ এক এক জাতীয় দৃশ্য ভাবই এক এক করণ। পাশ্চাত্যদের মতে স্নায়ুপেশী আদির অর্থ শারীরক্রিয়ার শক্তি (energy)। প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়াতে স্নায়ুপেশী আদির আংশিক বিশ্লেষ ও তদন্তর্গত শক্তির উন্মোচন হয়। সাংখ্যপক্ষে স্নায়ুপেশী আদি প্রাণ নামক সর্বকরণগত শক্তির দ্বারা বিধৃত হয় বলা যায়। যাহার দ্বারা স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি নির্মিত, পুষ্ট ও রক্ষিত হয়, তাহা অবশ্য স্নায়ু প্রভৃতির অতিরিক্ত শক্তি। শক্তি সম্বন্ধে 'পারিভাষিক পদার্থ' দ্রষ্টব্য।

† সমস্ত বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমষ্টি ঐ ত্রিবিধ জাতির অন্তর্গত। ঐ ত্রিবিধ জাতিতে পড়ে না এরূপ বৃত্তি নাই, সুতরাং সবই বৃত্তি বা দৃশ্য।

এইরূপে দেখা যায়, ধৃতিরূপ দৃশ্যও আমি নহে। জড়শক্তির সত্তা অস্ফুটরূপে সদা অনুভূত হয় বলিয়া স্থিতিশীল শক্তিসমূহও অনুভবের বিষয় বা দৃশ্য।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলতঃ 'আমি' যাবতীয় জ্ঞান, ক্রিয়া এবং ধৃতি বা সংস্কার (জ্ঞান ও ক্রিয়ার আহিত ভাব) হইতে ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টা। সুতরাং তাহাই প্রকৃত আমি-শব্দবাচ্য পদার্থ।

শঙ্কা হইতে পারে, যখন 'আমি আছি' ইহাও একপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়, তখন 'আমি'ও দৃশ্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য—আমি কাহার দৃশ্য? উত্তর হইবে—পূর্ব অহং উত্তর অহং-প্রত্যয়ের দৃশ্য। পূর্বোক্ত অধিকরণ আশ্রয় করিয়াই এই উত্তর হইবে, কারণ জগতে পূর্ব এবং উত্তর প্রত্যয় বিভিন্ন। উত্তর ও পূর্ব অহং'কে অভিন্ন স্বীকার করিলে এই শঙ্কা হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য পূর্বপ্রত্যয় লয় হইলে উত্তরপ্রত্যয় হয়, অতএব লীন অহং কিরূপে দৃশ্য হইবে? ফলতঃ 'আমি আছি' ইহা এক অনুভবের ভাষা, যখন উহা বলি, তখন সে অনুভব থাকে না। যেমন ইচ্ছা করিয়া পরে 'আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম' এরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করি, উহাও সেইরূপ।

১। বস্তুতঃ 'অহং' এই শব্দময় নাম এবং তদর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। অনাত্মা অহংএর নামে পৃথক্ শব্দ ও পৃথক অর্থকে একের নামে বিকল্প করিয়া 'আমি আছি' এরূপ কল্পনা করি। সেই চিন্তা প্রকৃত 'আমি' নামক বোধ নহে বলিয়া তাহাও দৃশ্যের অন্তর্গত*। সুতরাং তাহা দৃশ্য হইলেও ক্ষতি নাই। সেই চিন্তার কালে এইরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয় হয় যে—প্রকৃত আমি পদার্থ দ্রষ্টা, যাহা সমস্ত দৃশ্য†। ঐরূপ চিন্তা না করাই অনাত্মা চিন্তা।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সত্তা সমকালিক হওয়া চাই। নীলজ্ঞান ও নীলবিজ্ঞাতা এককালেই থাকে। 'আমি' মাত্র যদি অন্য আমির দৃশ্য হয়, তবে এককালে দুই আমি থাকা চাই। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে‡।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, যখন বলি —'আমি দ্রষ্টা।' তখন এক দৃশ্যাকেন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করি। কখনও দৃশ্যাতীত পদার্থ সাক্ষাৎ করিয়া 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করি না। অতএব আমি প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যের এক তম কেন্দ্র।

উত্তর—সত্য বটে সাধারণ অবস্থায় আমরা একতম দৃশ্যকেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া 'অহং' শব্দ প্রয়োগ করি। কিন্তু এই প্রয়োগ যে অনাত্মা বা ভ্রান্তি, তাহাই পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। দৃশ্য হইয়াই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়—'আমি' দৃশ্য নহে। যেমন 'পরিমাণ অনন্ত' ইহা দৃঢ় চিন্তা; কিন্তু অনন্তের চিন্তা অন্ত পদার্থের বাধাই (ন + অন্ত) করিতে হয়, উহাও সেইরূপ। কিরূপে দৃশ্যাতীত ভাব উপলব্ধি করিয়াও আমি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তদ্বিষয় পরে বক্তব্য।

* 'আমি আছি' 'আমি জানিতেছি' ইত্যাদি রূপ সংস্কার চক্র বা বুদ্ধি। 'আমি আছি' তাহা আমি জানি' ঐরূপ প্রত্যয়ের দ্বিতীয় আমিই দ্রষ্টার লিঙ্গ।

† অর্থাৎ 'আমি আছি তাহা আমি জানি' এরূপ চিন্তাকে বিশ্লেষ করিলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য নামক দুই ভাব ন্যায়ানুসারে লব্ধ হয়। কিরূপে লব্ধ হয় তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

‡ বলিতে পার—স্মৃতি বিষয় দৃশ্য, কিন্তু তাহা ত সমকালে থাকে না। ইহা ঠিক নহে। স্মৃতি বিষয় অর্থাৎ সংস্কার বা অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান, তাহা চিত্তে বর্তমানই থাকে।

১০। একপ্রকার বাদী আছে, তাহাদের প্রতীতিবাদী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তন্মতে সমস্তই প্রতীতি। শব্দ-স্পর্শাদি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই আমাদের প্রতীতি। প্রতীতি মনের ধর্ম, মন আমিত্বের অন্তর্গত, সুতরাং আমিই জগৎ। তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই, সবই আমার সৃষ্টি, এই বাদ প্রাচীন কাল হইতে আছে। অধুনা কেহ কেহ উহা মায়াবাদের ভিত্তি করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, প্রতীতিসমূহের মধ্যে এক অংশ 'বোধ আমি' ও অন্য অংশ 'জ্ঞাত আমি'। উভয় আমিই এক। অতএব সোঽহম্ বা শিবই পুরুষ।

প্রতীতিবাদের ব্যাখ্যা অংশ সাংখ্যানুগত বটে কিন্তু উহার দ্বারা সোঽহম্ প্রমাণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য। সাংখ্যমতে করণসকল আভিমানিক, জ্ঞানসকল করণের পরিণাম-বিশেষ, সুতরাং তাহারাও আভিমানিক অর্থাৎ আমিত্বের বিকারবিশেষ। কিন্তু প্রতীতিসমূহের মধ্যে এক দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা এবং অন্য কিছু দৃশ্য থাকে, তাহারা ভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি হয়, তজ্জন্য তাহারা পৃথক্। বোধ আমি ও জ্ঞাত আমি কেন যে এক তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক আমি নামের সাদৃশ্য ধরিয়া উভয়কে এক বলা সম্পূর্ণ অন্যায্য। আমও ফল, আমড়াও ফল অতএব আম = আমড়া—এই যুক্তাভাসের ন্যায় উহা অযুক্ত। ভিন্নরূপে অনুভূয়মান দ্রষ্টা ও দৃশ্য কেন এক—আর এক হইলেও তাহাদের ভিন্নবৎ প্রতীতির কারণ কি, তাহা না দেখাইতে উক্ত বাদ অকল্পনা।

১১। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ সাংখ্যগণ অন্যান্য যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত করেন। সেই যুক্তিগুলি সাংখ্য-কারিকায় সংগৃহীত হইয়াছে, যথা—"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥" (সরল সাংখ্যযোগ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সংহতের পরার্থত্বহেতু, ত্রৈগুণ্যাদি দৃশ্য ধর্মের সহিত বিসদৃশতা-হেতু, অধিষ্ঠান-হেতু, ভোক্তৃত্ব-হেতু এবং কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি-হেতু, স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।

এই যুক্তিগুলি পরস্পর সংযুক্ত। একটির দ্বারা অন্যগুলিও সূচিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম যুক্তি সংঘাতপরার্থত্বাৎ অর্থাৎ যাহারা সংহত তাহারা পরার্থ। সমস্ত অন্তঃকরণ সংহত, সুতরাং তাহা পরার্থ। যিনি সেই পর অর্থাৎ যাহার জন্য করণাদি সংহত হইয়া আছে তিনিই পুরুষ। ইহা বিশদ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

সর্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে কতকগুলি পদার্থ যদি মিলিত হয় তবে তাহারা কোন উপরিস্থিত বা অতিরিক্ত প্রযোজক শক্তির দ্বারা মিলিত হয় আর সেই মিলনের ফল সেই প্রযোজকের প্রয়োজন (প্র + যোজন) সিদ্ধি।

প্রয়োজন দ্বিবিধ হইতে পারে, এক চেতনসম্বন্ধীয় ও অন্য অচেতনসম্বন্ধীয়। সজ্ঞান-পূর্বক প্রয়োজন প্রথম, চৌম্বক শক্তি আদির প্রয়োজন দ্বিতীয়। কিন্তু উভয়েতেই এক উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা সংহনন অথবা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

মানবের সজ্ঞানপূর্বক ইচ্ছাদি শক্তির দ্বারা ইষ্টককাষ্ঠাদি সংযুক্ত করিয়া গৃহ নির্মাণ করা হয়। ইষ্টকাদি উপরিস্থিত এক শক্তির দ্বারা প্রযোজিত হইয়া মিলিত হয়, সেই মিলনের ফল (গৃহবাস) ইষ্টকাদি পায় না, তাহা সেই প্রযোজক শক্তির প্রয়োজন সিদ্ধি অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধি।

দুই চুম্বক নিকটবর্তী হইলে মিলিত হয়। তথায় এক চৌম্বক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রযোজিত হইয়া দুই চুম্বকও মিলিত হয়। সেই মিলনের ফল ইতরবিধ চৌম্বক শক্তির (positive and negative এর) মিলনজাত সাম্যরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি।

কিন্তু কেবল নিষেধবাচক শব্দ দিয়া কোন পদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা অভাব পদার্থ হয়। অশব্দ অরূপ, অরস ইত্যাদি কেবল শত শত নিষেধবাচী শব্দের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত হয় না। নিষেধবাচীর সহিত ভাববাচী শব্দও থাকা চাই। সেই ভাববাচী শব্দও আবার দৃশ্য হইতে পারে। কারণ দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও সম্পূর্ণ বিসদৃশ নহেন, "স বুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি" (যোগভাষ্য ২।২০)।

দ্রষ্টার ও দৃশ্যের 'অস্তি' এই পদার্থ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দ্রষ্টাও অস্তি, দৃশ্যও অস্তি। শ্রুতি বলেন "অস্তীতি ব্রুবতো নান্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। (কঠ)।

জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া অস্তি-বিষয়ে সাদৃশ্য। জ্ঞ (বোধ বা প্রকাশ)-পদার্থ-বিষয়েও দ্রষ্টা এবং দৃশ্যে সাদৃশ্য আছে। দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য প্রকাশিত হওয়াতেই এই সাদৃশ্য। দৃশ্যের প্রকাশভাব জানিয়া প্রকাশকত্বে বুঝা যায়। তন্মধ্যে দ্রষ্টা দৃশি-মাত্র (জ্ঞ-মাত্র) বা স্ববোধ বা স্বপ্রকাশ এবং দৃশ্য জ্ঞাত বা বুদ্ধ বা প্রকাশিত, অথবা জ্ঞেয় বা বোধ্য বা প্রকাশ্য।

জ্ঞমাত্র, স্ববোধ, স্বপ্রকাশ আদি পদার্থের সাধারণ নাম চিৎ। চিৎ অর্থে যে জানার কোন কারণ বা সাধন বা হেতু ও নিমিত্ত নাই তাদৃশ জানা-মাত্র। অথবা যে জানার সহিত সংযুক্ত বা সংকীর্ণ হইলে অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাব জ্ঞাত, ব্যক্ত ও জ্ঞেয়-রূপ হয় তাহাই জ্ঞ-মাত্র। এইজন্য ভগবান্ পতঞ্জলি দ্রষ্টাকে 'প্রত্যয়ানুপশ্য' এই লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন। শ্রুতিও বলেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

পুরুষের সম্পূর্ণ ভাববাচী শব্দের দ্বারা লক্ষণ এই — 'দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধো'পি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" প্রত্যয়ানুপশ্য অর্থে দৃশ্যের দর্শক। 'শুদ্ধ' অর্থে দৃশ্যের সহিত অসংকীর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যশূন্য। শুদ্ধ হইলেও দ্রষ্টা প্রত্যয়ানুপশ্য। শ্রুতির "সাক্ষী চেতা" এই বিশেষণদ্বয় ভাববাচী পুরুষলক্ষণ এবং এই যোগসূত্রের সহিত একার্থক।

১৮। যোগভাষ্যকার দ্রষ্টা পুরুষের আর একটী গভীর হেতুগর্ভ স্বরূপলক্ষণ দেন তাহা যথা—বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ (১।৭) অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। বুদ্ধি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়-স্বরূপ অধ্যবসায় অর্থে অধিক্রান্তের অবসায় বা প্রকাশরূপ শেষ অবস্থা। নীল পীত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশরূপে বা জানারূপে শেষ হয়। নিশ্চয় অর্থে সত্তার নিশ্চয়। তজ্জন্য জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী। যাহা জানি, তাহাকেই সৎ বলিতে পারি। আর যাহা জানি না তাহাতে সত্তা-পদ প্রয়োগ করা অসম্ভব। শাস্ত্রও বলেন — যদি চানুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সংবেদনাদৃতে'॥ যদি অনুভবরূপ সিদ্ধিই সত্তা হয় তবে সর্ব্বপদার্থের সত্তা সংবেদন ছাড়া অন্য কিছু নহে।

সর্ব্বদা জানা চলিতেছে বলিয়া (নিদ্রাতেও একপ্রকার প্রত্যয় হয় তাহা তামস অবস্থার প্রত্যয়। "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" যোগসূত্র), অর্থাৎ সর্ব্বদা 'জানিতেছি" বলিয়া 'জানিতেছি' এই ভাবটী সদ্রূপে ভাসমান আছে। যাহা জানিতেছি তাহার বিভিন্ন পরিণাম হইয়া চলিতেছে কিন্তু 'জানিতেছি" নামক ভাবটী সমপ্রবাহে চলিতেছে। তজ্জন্য তাহা অভগ্ন সত্তারূপে ভাসমান হয়, এইজন্য বুদ্ধির অপর নাম সত্ত্ব। জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী বলিয়া জানিতেছি ও আছি' ইহারা একই কথা অতএব 'আমি' আছি বা 'অস্মীতি' পদার্থই বুদ্ধি। কিরূপে আমি আছি? —প্রকাশশীল বা জ্ঞানবান্ আমি আছি। কিসের প্রকাশ বা জ্ঞান?—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের বিষয়ের। অতএব বিষয়জ্ঞানবান্ এবং আত্মজ্ঞানবান্ আমি বা ব্যবহারিক গ্রহীতাই বুদ্ধি।

(গ) বিষয় ও স্বরূপের অন্যান্য সাদৃশ্য নিষেধ—

দেশকালব্যাপিত্বহীন = অব্যপদেশ্য।

অবয়বহীন = নিরবয়ব নিষ্কল।

মায়াদি দ্বৈত পদার্থের সম্পর্কহীন = নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ

ঐশ্বর্যহীন = 'ন পূজ্যানন্দম' ইত্যাদি।

ক্রিয়াহীন = অপ্রবৃত্তিশীল নিষ্ক্রিয়

পরিণামাবস্থাহীন = কূটস্থ।

বৃদ্ধিক্ষয়হীন = অব্যয় অবিনাশী ইত্যাদি।

(ঘ) একত্বের প্রমাণাভাবে ও সাবয়বাদি দোষ আসে বলিয়া = অনেক।

২২। প্রাচীন কাল হইতে অনেক বাদী অনেক যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ চরম পদার্থকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যেরাও বলেন 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' (শ্রুতি)। ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে।

বিশিষ্ট বাদী উদ্ভাবন করুন না কেন তাহা দ্রষ্টার অথবা দৃশ্যের অন্তর্গত হইবে। দ্রষ্টা হইতে পর কিছু হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ আছে বলে তাহাদের দ্রষ্টা অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ যে হইতে পারে তাহা দেখান আবশ্যক। 'অনন্ত হইতে বড়' বলা যেমন প্রলাপমাত্র দ্রষ্টা হইতে পর পদার্থ বলাও তদ্রূপ

পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব

১। পৃথক্ত্ব দ্রষ্টা 'এক' ও 'বহু' এই দুই অর্থে আমরা ব্যবহার করি বা বুঝি। 'এক' এই শব্দের অর্থ এই চারিরূপ হয়—(১) অবিভাজ্য নিরবয়ব এক, (২) সমষ্টিভূত বা বিভাজ্য এক। (৩) বহুর সাধারণ নাম বা জাতি। (৪) অনেক অঙ্গের অঙ্গী-রূপ এক।

প্রথম 'এক' পদার্থের উদাহরণ কেবল আত্মভূত পদার্থ বা 'আমি'। আমি অবিভাজ্য এক (individual) বলিয়াই অনুভূত হয়। 'আমি বহু' বা 'আমি খণ্ড' 'আমির' সমষ্টি এরূপ কখনও অনুভূত বা কল্পিত হইতে পারে না বা বাক্যের অযোগ্য*। বহু প্রত্যয়ে আমি অভিমান করিয়া 'আমি অমুক, অমুক' বলিতে পারি কিন্তু সেই সব হলেও অভিমন্তা আমি একই থাকে। তাহাতে জানা যায় যে আমিত্বের মধ্যে এমন এক ভাব অন্তর্গত আছে

* গ্রীক দার্শনিক Plutarch এই একত্বের সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন, যথা —I mean not in the aggregate sense as we say one army or one body of men composed of many individuals, but that which exists distinctly must necessarily be one the very idea of Being implies individuality One is that which is simple Being free from mixture and composition. To be one, therefore, in this sense is consistent only with a nature entire in its first principle and incapable of alteration or decay —*Life of Plutarch* by J & W Langhorne

যাহা অবিভাজ্য এক, সুতরাং যাহা নিরবয়ব বা অবয়বের সমষ্টি নহে। ইহাকে অখণ্ড বা অসংযুক্ত বস্তুও বলে। বাহিরের এরূপ এক কোন বস্তু আছে যাহা এতাদৃশ অবিভাজ্য এক। অন্য কোনও বাহ্য দৃশ্য ভাব এরূপ এক নহে। পাঠক অনাত্ম দ্রব্যে ঐরূপ অবিভাজ্য এক আবিষ্কার করিতে গেলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এরূপ 'এক' অবিকারী ও প্রত্যক্ হইবে। কারণ যাহার ভিতর একাধিক ভাব নাই তাহা একাধিক ভাবে জ্ঞাত অর্থাৎ বিকৃত হইতে পারে না।

প্রত্যক্ পদার্থ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে নিজত্ব (personality) আছে তাহাই বা তাহার মূলই প্রত্যক্ত্ব বা অ-সামান্যত্ব। যাহা সামান্য বা বহুর মধ্যে সাধারণ বা বহু বিষয়ীর বিষয় নহে তাহাই অ-সামান্য বা প্রত্যক্। 'আমি নিজে' এরূপ যে বাক্য বলি তাহা যাহা অনুভব করিয়া বলি তাহাই প্রত্যক্ত্বের অনুভূতি। এই বোধের মূল বোদ্ধার নামই প্রত্যক্ চেতন বা প্রত্যগাত্মা। তাহা নিজবোধ ব্যতীত অন্য কিছু বোধ নহে, সুতরাং তাহা অবিভাজ্য এক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের এক-এ অনেক পদার্থ অন্তর্গত থাকে। যেমন, মনুষ্য গো আদি একবচনান্ত শব্দ অনেক ব্যক্তির সাধারণ নাম মাত্র, এক স্তূপ অনেক ধান্যের সমষ্টিমাত্র।

চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী 'এক'। অঙ্গ দুই প্রকার—স্বাভাবিক বা অবিনাভাবী অঙ্গ এবং অবয়ব বা আগন্তুক অঙ্গ (যাহা অবয়বন করিয়া বা মিলিত হইয়া 'এক' বলা হয়)। তন্মধ্যে শেষোক্তটি সমষ্টিভূত একের অন্তর্গত। আর, অবিনাভাবী অঙ্গের অঙ্গী যে 'এক' তাহার অঙ্গভেদ থাকিলেও অঙ্গসকল বিয়োজ্য নহে বলিয়া তাহাই প্রকৃত চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী এক। কোন এক বাহ্য দ্রব্যকে অনেক ভাগে বা অবয়বে বিশ্লিষ্ট করিতে পার কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য হইতে বিযুক্ত করিতে পার না। গ্রাহ্য প্রকৃতি এইরূপ অঙ্গী এক। তাহার অঙ্গত্রয় অবিনাভাবী হইলেও ত্রিগুণহেতু তাহাতে নানাত্বের বীজ আছে।

২। ঐ চতুর্বিধ 'এক' পদার্থ যদি একাধিক সংখ্যক থাকে তবেই তাহাদিগকে অনেক বলা যায়। উপর্যুক্ত বিভাগ অনুসারে অবিভাজ্য 'এক' পদার্থ যদি অনেক সংখ্যক থাকে তবে তাহাদের অনেক বলা যায়, যেমন জড়বাদীদের 'অবিভাজ্য' অসংখ্য পরমাণু। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের 'এক' পদার্থও ঐরূপে বহু হইতে পারে।

৩। পুরুষ বা দ্রষ্টা যে আছেন ও অবিকারী চিদ্রূপ-সত্তা তাহা সম্যক্ ন্যায়সিদ্ধ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সংখ্যার বিষয় বিচার্য।

আমরা অনুভব করি যে অনেক আমার মত দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আছে, তাহারা যে সব এক একথার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই তাই বলি অস্মদাদির জ্ঞাতার ন্যায় বহু জ্ঞাতা আছে। জ্ঞাতারা সর্বতুল্য সুতরাং তাহাদের একজাতীয় বহু বলিতে পার কিন্তু এক সংখ্যক বলার হেতু নাই। যদি শঙ্কা কর একই জ্ঞাতা বহু বুদ্ধির দ্রষ্টা, তাহাতে জিজ্ঞাস্য—এরূপ শঙ্কা কর কোন্ যুক্তিতে? ইহাতে যদি বল অমুক বলিয়া গিয়াছেন—দ্রষ্টা এক-সংখ্যক, তবে তাহা দার্শনিক বিচারে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, উহা অন্ধবিশ্বাসের বিষয়। আর যদি বল যে এরূপও সম্ভব হইতে পারে। উহা খোঁড়া শঙ্কা বটে, কিন্তু তোমাকে দেখাইতে হইবে যে উহা কেন সম্ভব। দুই চারিটা উপমা (যাহা উদাহরণ নহে) দিলেই চলিবে না। পরন্তু ঐ মত যে অসম্ভব তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। আমরা অনুভব করি যে আমি এক কালে একই জ্ঞানের জ্ঞাতা, যুগপৎ আমি বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা এরূপ কখনও অনুভব হয় না। আমি এক কালে শীতও জান্‌ছি পীড়াও জান্‌ছি দুঃখও জান্‌ছি অন্যও জানছি—এরূপ অনুভব

অসম্ভব ও অনুভূতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অচিন্তনীয় বাঙ্মাত্র। অতএব ঐ শঙ্কার অবকাশ নাই।

৪। যদি বল আমরা যত ভেদ করি সব দেশকাল দিয়া ভেদ করি, দেশকালাতীত দ্রষ্টাদের কি দিয়া ভেদ করিব? ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। কারণ দৈশিক দ্রব্যকে দেশ দিয়া এবং কালিক দ্রব্যকে কাল দিয়া ভেদ করি, যদি তাহাদের ভেদক গুণ থাকে। দেশকালাতীত দ্রব্যদের যে দেশকাল দিয়া ভেদ করিতে হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? ব্যবহারিক পদার্থ সব দেশকালাশ্রিত, তাই কি দেশকালাতীত বস্তু নাই? যদি থাকে তবে তাহাকে দেশভেদে ভিন্ন বা কালভেদে ভিন্ন এরূপ অযুক্ত কথা বলিতে যাইবে কেন? দেশকালাতীত হইলেই যে তাহারা এক-সংখ্যক হইবে তাহা ধরিয়া লও কেন? উহার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। মন দেশাতীত দ্রব্য, তাই বলিয়া কি বহুসংখ্যক মন নাই? কালাতীত অর্থে বিকারহীন। বিকারহীন হইলেই যে এক-সংখ্যক হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? উহা বলার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। সুতরাং দেশকালাতীতত্বের সহিত সংখ্যার একত্ব-বহুত্বের কিছুই সম্বন্ধ নাই। পরিমাণহীন বলিয়া-লওয়া কথার উপরেই ঐ শঙ্কা নির্ভর করে। দ্রষ্টা অল্পদেশব্যাপী বা সর্বদেশব্যাপী এরূপ কল্পনা করিলে যে চিদ্রূপ দ্রষ্টাকে কল্পনা করা হয় না, কিন্তু এক জড় দ্রব্য কল্পনা করা হয় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

তবে কোন্ ভেদক গুণের দ্বারা দ্রষ্টাদের ভেদ স্থাপন করিতে হইবে, সব দ্রষ্টাই ত সর্বতুল্য?—দ্রষ্টাদের প্রত্যক্‌ত্ব বা নিজস্ব স্বভাবের দ্বারাই তাহাদের ভেদ স্থাপ্য। দ্রষ্টারা স্বভাবত প্রত্যক্ বা এক অবিভাজ্য নিজবোধ-স্বরূপ। নিজ অর্থে যাহা অন্য সব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত এরূপ 'স্ব'-মাত্র দ্রব্য। যে বোধে অন্যের স্থান নাই তাহাই প্রত্যক্ চেতন বা নিজবোধমাত্র। তাহা কোটি বস্তু নহে এবং বিকারী নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে এইরূপ স্বভাবের এক কেন্দ্র আছে বলিয়া এবং সেই সব নিজবোধ যে এক-সংখ্যক তাহার বিন্দুমাত্রও যুক্তি নাই বলিয়া দ্রষ্টারা পৃথক এবং অসংখ্য, তাহাদের ভেদ সুতরাং স্বাভাবিক। তথাপি যদি তাহাদের এক-সংখ্যক বল তবে তোমাকেই দেখাইতে হইবে যে তাহাদের অভেদক গুণ কি? গুণ-গুণিবিহীন অতীত দ্রষ্টাদের গুণ দেখাইতে যাওয়া অতীব অন্যায্য। স্বভাব দেখাইতেও পার না কারণ দ্রষ্টার স্বভাবই প্রত্যক্‌ত্ব।

প্রত্যেক পুরুষ দ্রষ্টারা এক হইয়া যায় এরূপ যদি দেখাইতে পারিতে তবে বলিতে পারিতে দ্রষ্টারা এক। কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা নাই কারণ দ্রষ্টার স্বরূপ ও এরূপ উভয় মতেই সমস্ত অনাত্মবোধ ছাড়িয়া নিজবোধমাত্রে স্থিতিই মোক্ষ। অতএব কখনও এরূপ বোধ হইবে না যে দ্রষ্টা আমি অন্য সব দ্রষ্টা হইয়া গেলাম।

৫। বহু হইলে তাহারা সসীম হইবে এই মূল আপত্তি 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৫৬ প্রকরণে নিরসিত হইয়াছে এবং 'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্' এইরূপ বাক্যেরও প্রকৃত অর্থ 'জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ---' এই কারিকার ব্যাখ্যায় 'সরল সাংখ্যযোগে' বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা হইল।

'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্' এই সাংখ্য সূত্রের গভীর তাৎপর্য না বুঝিয়া সাধারণ লোকে মনে করে যে পুরুষের যখন জন্মাদি হয় না তখন উহার দ্বারা কিরূপে পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ হয়। অবশ্য সাংখ্যাচার্যেরা এই মূল আপত্তি উত্তমরূপেই জানিতেন। এখানে পুরুষের জন্ম বক্তব্য নহে কিন্তু তিনি জন্মের দ্রষ্টা ইহাই বক্তব্য, কারণ পুরুষ দ্রষ্টা বা দ্রষ্টা। উহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত সুতরাং পুরুষের জন্ম বলিলে জন্মের দ্রষ্টা এরূপ হইবে। একই কালে বহু

অন্নাদির জ্ঞাতা হইলে সেই জ্ঞাতা বহু হইবেন, সুতরাং এক পুরুষ বলিলে একথা বলা হইবে সমষ্টিভূত এক পুরুষ হইবেন এবং তাদৃশ পুরুষ জ্ঞাতা হইলে যে বৃহদহংভাবযুক্ত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

জ্ঞাতা 'আমি' এরূপ বুদ্ধির অবিভাজ্য একত্ব ও পৃথক্‌ত্ব-বহুত্ব অনুভব করিয়া তদ্রূপ প্রকৃত চেতন জ্ঞাতার সম্পূর্ণ নিজবোধরূপের স্বভাব জানা যায় এবং দেখান হইয়াছে যে যুগপৎ বহু জ্ঞানের একই জ্ঞাতা থাকা অননুভাব্য, অচিন্ত্য ও অকল্পনীয় বাক্য। প্রকৃতি এক এবং সামান্য (অগ্রে দ্রষ্টব্য), অতএব বহু আমির বুদ্ধি যাহা দেখা যায় তাহার কারণ কি? বহুর কারণ বহু হইবে, সুতরাং এক বিভাজ্য প্রকৃতির বহু বিভাগের কারণ বহু পুরুষ বা দ্রষ্টা হইবেন।

৬। পরমার্থের বা ত্রিতাপমুক্তির জন্য দর্শন বা যুক্তিযুক্ত মনন চাই। তাহার আলোকে সাধন করিয়া পরমার্থ সিদ্ধি ('ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা') হইলে থাকা মন নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ হয় সুতরাং তখন পরমার্থদৃষ্টি থাকে না। অতএব পরমার্থ সিদ্ধিতে একত্ব-বহুত্ব আদি বুদ্ধি ও তাহার ভাষা থাকে না, তাহা দিয়া বলিতে হইলেই এক বা অনেক বলিতেই হইবে এখানে বহু বলাই যে যুক্তিযুক্ত তাহাই দেখান হইল।

অজ্ঞলোকে পরমার্থ সিদ্ধির ও পরমার্থদৃষ্টির ভেদ না বুঝিয়া একে অন্যের বিপর্যাস করত গোল করে। পরমার্থ সিদ্ধিতে যাহা হইবে পরমার্থ দৃষ্টিতেই তাহা আনিয়া ফেলে। চৈত্র যখন মোক্ষসাধন করিবেন তখন তাঁহাকে মৈত্রাদি অন্য সব অনাত্ম পদার্থ বিস্মৃত হইয়া কেবল নিজবোধমাত্রে যাইতে হইবে। চৈত্র এরূপ ধ্যান করিবেন না যে আমি মৈত্রের 'আমি' হইয়া গেলাম, কারণ অন্য আমির অনুমেয় মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে সুতরাং তাহা ধ্যেয় নহে 'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' এরূপ ভাব মোক্ষাবস্থা নহে কিন্তু সগুণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভাববিশেষ। কারণ উহাতে উপাধি থাকে, সর্ব্ব-নামক অনাত্মবোধও থাকে, কেবল নিজবোধ মাত্র থাকে না। 'আমি শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছি' ইহা যেমন সাধিমা উপাধি, 'আমি সৃষ্টাও ব্যাপিয়া রহিয়াছি' ইহাও সেইরূপ। অসংখ্য ব্যক্তি মনে করিতে পারে 'আমি সৃষ্টাও ব্যাপিয়া রহিয়াছি' তাহাতে তাহাদের সকলের 'আমি' যে এক হইয়া যাইবে তাহা অসম্ভব কল্পনা মাত্র। ঐরূপ উপাধিযুক্ত বহু 'আমিই' বা দ্রষ্টাই তখন থাকিবে। তুমি যদি মনে কর রাম-শ্যামাদির ভিতর আমি আছি তবে তাহাদের আমি তোমার আমি হইবে না। অতএব স্বভাবত ভিন্ন দ্রষ্টা নিত্যই বহু, তাহাদের সংখ্যার একত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব। এক মায়াবাদী ছাড়া সমস্ত দার্শনিকেরা ইহা স্বীকার করেন এবং এই বহুত্ব শ্রুতির অবিরুদ্ধ মনে করেন।

অবশ্য পরমার্থ সিদ্ধিতে কোন মুক্ত পুরুষ অন্য বহু মুক্ত পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করিবে না বটে (কারণ সাংখ্যমতে সেই অবস্থা কেবল শুদ্ধ মুক্ত চিন্মাত্র বাক্যমনের অতীত) তবে ব্যবহারদৃষ্টিতে যে বহুত্বের বিশেষ কারণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ দোষ হয়, তাহা সাং তত্ত্ব § ৬ প্রকরণেও প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ বলিবেন শ্রুতিই প্রমাণ কিন্তু শ্রুত্যর্থ যে সাংখ্যপক্ষেও সুসঙ্গত, তাহা 'শ্রুতিসার' এবং সাং তত্ত্ব § ৭ দ্রষ্টব্য। অনেকে 'বহু অনাদি সত্তা' অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেন অসম্ভব তাহার কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ উপমা দেন যে 'এক সূর্য্য যেমন বহু জলে প্রতিবিম্বিত হয়, এক পুরুষও তদ্রূপ'। ইহা উপমা মাত্র, সুতরাং প্রমাণ নহে। সূর্য্যের উপমা সাংখ্যেরাও বহুত্ব-বিষয়ে দেন। তাঁহারা বলেন যেমন সূর্য্যমণ্ডল বহুরশ্মি অথচ একরূপে

গ্রাহ্য সুতরাং সব বুদ্ধির মধ্যেই বিভিন্ন। গ্রাহ্য গুণই সেই ভেদন-হেতু। এইরূপে সমস্ত ত্রৈগুণিক দ্রব্য সমস্ত বলিয়া তাহাদের কারণভূত ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতি এক।

২। আরও শঙ্কা হইতে পারে যে প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর আছে ও থাকিবে, অতএব উপাদানভূত ত্রৈগুণ্যের তাহারা বরাবরই পৃথক্ হইবে। ইহা অস্পষ্ট কথা। প্রত্যেক বুদ্ধি একভাবেই বরাবর অবস্থিতি করে না, তাহারা প্রতিমুহূর্তে লীন হইতেছে ও উঠিতেছে। লয় পাওয়া অর্থে সমপরিণাম ত্রিগুণরূপ অবস্থায় যাওয়া, অতএব প্রত্যেক বুদ্ধি বরাবর স্বতন্ত্র একইরূপে আছে এইরূপ বলিয়া লওয়া ন্যায্য নহে, সুতরাং ঐ শঙ্কা নিঃসার। প্রত্যেক বুদ্ধি প্রতিক্ষণে সাম্যপ্রাপ্ত ত্রিগুণ হইতে ব্যক্ত হইতেছে, একপ্রকারে বা সতত প্রবাহরূপে তাহারা বরাবর আছে—ইহাই প্রকৃত কথা এবং ইহাতে ঐ শঙ্কার অবকাশ থাকে না। প্রত্যক্ষ বিষয়ের দৃষ্টান্ত লইয়া বলা যাইতে পারে যে একই সমুদ্রে বহু বায়ুবেগরূপ তরঙ্গ উৎপাদক হেতুর দ্বারা যেমন বহু তরঙ্গ হয়, সেইরূপ বহু পৌরুষেয় উপদর্শনরূপ হেতুর দ্বারা একই ত্রিগুণ সমুদ্রে বহু বুদ্ধিরূপ তরঙ্গ হয়। অপ্রত্যক্ষ অনুমেয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে বলা যায় যে, যেমন একস্থান হইতে স্রোতে স্রোতে ধূম উঠিতেছে দেখিলে অনুমান করিয়া বলি যে, একই অপ্রত্যক্ষ অগ্নি হইতে ঐ বহু ধূম-স্রোত উঠিতেছে, সেইরূপ অব্যক্তীভূত একই ত্রিগুণ হইতে বহু বুদ্ধিরূপ ব্যক্তি বা (ভিন্ন ভিন্ন ত্রিগুণ-সমষ্টিরূপ) স্রোতসকল প্রতি মুহূর্তে উঠিতেছে।

ব্যক্তভাবসকল উপলব্ধিযোগ্য, উপলব্ধি হইলেই তাহাদের পৃথক্ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ হওয়া ও ব্যক্তিভেদ অবিনাভাবী। যে অব্যক্তীভূত অনুপলব্ধ ত্রিগুণ হইতে প্রতিক্ষণে বুদ্ধিরূপ ব্যক্তিসকল উঠিতেছে তাহার ভিতরে পৃথক্ত্ব কল্পনা করার কোনও হেতু নাই। তাহা তদতিরিক্ত পুরুষরূপ হেতুবশেই পৃথক্ ব্যক্তিরূপে উঠে বলিয়া তাহাতে বিভাগযোগ্যতামাত্র অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপাকারে উপলব্ধ হওয়ার যোগ্যতামাত্র, অনুমান করা যায়, কিন্তু তাহা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এরূপ কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি বা অব্যক্ত ত্রিগুণ দেশাতীত পদার্থ, সুতরাং তাহাতে পৃথক্ অবয়ব কল্পনা করিলে তাহা দৈশিক অবয়বরূপে কল্পনীয় নহে। কিন্তু তাহা কালাতীত পদার্থ, অতএব তাহাতে কালিক অবয়বও কল্পনীয় নহে। দৈশিক ও কালিক অবয়ব যাহাতে কল্পনীয় নহে এরূপ অথচ যাহা সাধারণ (বহু দ্রষ্টার) বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য পদার্থ তাহাকে 'এক' বলিতে হইবে।

এক দ্রষ্টা 'খানিক' প্রকৃতির উপদর্শন করিতেছেন, অন্য এক দ্রষ্টা প্রকৃতির আর এক অংশকে উপদর্শন করিতেছেন—এরূপ কল্পনা করিতে গেলে প্রকৃতির যথার্থ ধারণা করা হইবে না, দেশকালাবচ্ছিন্ন পদার্থেরই কল্পনা করা হইবে। (শঙ্কানিরাস ৮ দ্রষ্টব্য)।

শান্তি-সম্ভব

অধ্যাত্মযোগসম্বন্ধীয় পারমার্থিক রূপক

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৬)

নিত্য কাল হইতে সচ্চিদানন্দ পুরুষদেব স্বপুরে অধিষ্ঠান আছেন। সেই পুরী অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিতে পরিপূরিত। উহাতে এইরূপ শ্রবণ করা যায় যে 'তথায় সূর্য্য-চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ পায় না, তথায় বিদ্যুৎও প্রভাহীন, অতএব অগ্নির আর কথা কি? তথাকার প্রকাশ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব প্রকাশমান হয়।'* মনোময়প্রদেশে বুদ্ধি নামে যে প্রোজ্জ্বল অধিত্যকা আছে, পুরুষদেবের পুরী তাহারও উপরিস্থিত।

বুদ্ধি-অধিত্যকার নিম্নে অন্তর্ভাব-ক্ষেত্রে অনাদি কাল হইতে চিত্তনগরী স্থাপিত আছে। উহা কালনদীর তীরে স্থিত। কালনদী নিরন্তর অনন্তের দিক্‌ হইতে অতীতের দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চিত্তনগরে অভিমান-কুল-সম্ভূতা ইচ্ছা-দেবী অধীশ্বরী। ইচ্ছাদেবী চিরযৌবনা। যদিও উচ্চকুলজ 'বিচার' নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধুনা বিচারের কিছুই ক্ষমতা নাই। কারণ অবিদ্যা-নাম্নী এক মায়াবিনী 'প্রমাদ'কে এরূপ মোহন-সাজে সাজাইয়া চিত্তনগরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে যে প্রায় সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। সে মন্ত্রিবর বিচারকে মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া এরূপ মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে বিচার তাহার সকল কার্য্যেই অনুমতি দেয়। আর অতঃপর চঞ্চলা ইচ্ছাদেবী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় এরূপ উচ্ছৃঙ্খলা হইয়াছেন যে, চিত্তরাজ্যে মহা বিপ্লবের আশঙ্কা অধুনা প্রকটিত হইতেছে। প্রমাদের মন্ত্রণায় ইচ্ছা নিয়তই স্বীয় 'ইন্দ্রিয়' নামে দুর্দ্দান্ত অনুচরগণের দ্বারা বিষয় প্রজাগণকে অতই নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থতঃ প্রমাদের নিকট 'সুখ' নামে যে সব প্রাপ্য† ইচ্ছার তাহাতে আর মন উঠে না, আর ও কুলায় না। কারণ, প্রমাদ তাহার অনেক সুখ-রাজস্ব হরণ করিয়া স্বীয় অনুচর কাম, ক্রোধ ও লোভকে দেয়। তাহারা মাৎসর্য্য-সৌণ্ডিকের নিকট হইতে মদ্য ক্রয়েই উহা উড়াইয়া দেয়।

শেষে এমনি হইয়া উঠিল যে বিষয়-প্রজারা আর সুখ-রাজস্ব যোগাইতে অক্ষম হইল। ইন্দ্রিয়গণ তথাপি উৎপীড়ন করিতে থাকাতে তাহারা দুঃখ-শর মারিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে জর্জরিত করিতে লাগিল ও ইচ্ছা-রাজ্ঞীকে 'দুঃখ-রাক্ষসী' নামে গালি দিতে লাগিল। অতএব ইচ্ছা প্রমাদ-রাক্ষসের সাহচর্য্যে রাক্ষসীর মত হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই আর তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হয় না। এতদিন হয়ত ইচ্ছাদেবী প্রমাদ-রাক্ষসকে আত্মসমর্পণ করিতেন কিন্তু কেবল স্বীয় উচ্চ গৌরবের কুলের অভিমানের অনুরোধে তাহা পারেন নাই।

যাহা হউক, পরিশেষে এরূপ সময় আসিল যে, ইন্দ্রিয়-অনুচরগণ আর ইচ্ছাদেবীর কথা শুনে না, তাহারা অশক্ত হইয়া আর বিষয়দেশের মধ্যে সুখ-রাজস্বে যাইতে চাহে না। সুতরাং ইচ্ছাকে প্রতিকারে অসমর্থা ও মনস্তাপে ম্রিয়মাণা হইয়া কালযাপন করিতে হইল

* ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ শ্রুতি।

† প্রাপ্য খাজনা।

তিনি সদাই "অনীশা" নামে অন্ধকার-গৃহে শোকে মুহ্যমানা হইয়া থাকিতেন*। বাহ্য বিষয়গণ বাহ্য দুঃখ ও আন্তর বিষয়গণ আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ শর নিয়ত চিত্তনগরে বর্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে প্রমাদেরও বিষয়-সুখরূপ ধনাগার শূন্য হওয়ায় প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। সে অনেক চেষ্টায় কামের ও লোভের দ্বারা দৃপ্ত এবং ক্রোধের দ্বারা উগ্র করিয়া প্রেরণ পূর্ব্বক অসংযত ইন্দ্রিয়গণকে মত্ত করিয়া বিষয়-মধ্যে প্রেরণ করিল, কিন্তু শক্তিহীন দুর্ব্বল যোদ্ধারা প্রবল শত্রুর সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? ইন্দ্রিয়গণ দুঃখপাশে বশীভূত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।

সেই আর্তনাদে চিদানন্দের মোহভঙ্গ হইল। বিশেষতঃ প্রমাদও আর অধুনা পূর্ব্বভাবে বিচার-মন্ত্রীকে প্রমোদ-মদিরা খাওয়াইতে পারে না। বিচার প্রবুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাদেবীকে প্রমাদের সম্বন্ধে যথার্থ কথা বলিলেন, তাহাতে ইচ্ছা ক্রুদ্ধা হইয়া প্রমাদকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন—"রে দুর্বৃত্ত পাষণ্ড! তোর জন্যই আমার এই দুর্দশা; তুই আমার রাজ্য হইতে দূর হ"। এইরূপে চারিদিক্ হইতে ত্রুটি হওয়াতে প্রমাদের মায়াজাল বাহির হইয়া পড়িল। মায়া-নিপুণা অবিদ্যা-নিশাচরী—যথা-সম্ভব অযথা কথা যাহার প্রধান ব্যবসায়—সেও আর প্রমাদের মায়াজাল ঢাকিতে সম্যক্ সক্ষম হইল না। প্রমাদের মায়াজাল দেখিয়া ইচ্ছাদেবী আরও বিরক্ত হইলেন।

প্রমাদের অন্তর্ধান দেখিয়া চিদানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'তত্ত্ব বিচার', স্বীয় ভার্য্যা প্রজ্ঞা, পুত্র বিবেক ও অনুচর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত অতি সঙ্গোপনে বাস করিতেছিলেন। চিত্ত-রাজ্যের দুর্দশা উপস্থিত হইলে তত্ত্ব-বিচার আসিয়া স্বীয় অনুজ বিচার-মন্ত্রীকে অনেক তত্ত্ব-কথা শুনাইলেন। পরে প্রস্তাব করিলেন যে, "ইচ্ছাদেবী চঞ্চলা হইলেও স্বভাবতঃ দুঃশীলা নহেন। সন্মার্গে চালাইলে তিনি সহজেই যাইতে পারেন, আমার পুত্র বিবেক অতি বিশুদ্ধ, তাহার সহিত যদি ইচ্ছাদেবীকে পরিণীতা করিতে পার তবেই চিত্ত-রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ আমি আমাদের হিতৈষী পুরোহিত অভ্যাসের নিকট হইতে জানিয়াছি যে, আমাদের কুলে 'শান্তি' নাম্নী কন্যা উদ্ভূতা হইবে। তাহারই রাজ্যকালে অবিদ্যা-নিশাচরী সবান্ধবে নিহত হইবে। অতএব তুমি ইচ্ছাদেবীকে সম্মতা কর।" বিচার অনীশাগৃহে শোককাতরা ইচ্ছার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতা করাইলেন। এই সংবাদে চিত্ত রাজ্যের বিপ্লব অনেক পরিমাণে শান্ত হইল, তবে মধ্যে মধ্যে প্রমাদের অনুচরেরা অলক্ষিতে আসিয়া উপদ্রব করিত। আর, বিবেকদেব ইচ্ছাদেবীর আচরণের জন্য যে সব নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ইচ্ছা তাহার আচরণ না করাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল উপস্থিত হইত। প্রমাদ ছদ্মবেশে আসিয়া বিবেকের কুল ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানা নিন্দা করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। কখনও বলিত যে—"বিবেক 'শূন্য' কুলে উৎপন্ন, তোমাকে অভাব-দেশে লইয়া কষ্ট দিবে।" কখনও বলিত "তুমি স্বাধীনতা হারাইয়া কিরূপে স্বচ্ছন্দে থাকিবে?"

ইহাতে বিচার ইচ্ছাদেবীকে প্রবোধ দিয়া স্থগিত করিয়া যোগ-দুর্গে লইয়া রাখিলেন। তথায় প্রমাদের সহজে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ, তথায় প্রতিহারিরূপে স্মৃতি সদাই জাগরিতা ও সাবধানা থাকিয়া ইচ্ছাদেবীকে রক্ষা করিত। পাছে নিশাচরী

* অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। শ্রুতি।

অবিদ্যা সানুচরে আসিয়া যোগ-দুর্গ আক্রমণ করে তজ্জন্য বীর্য্য ও বৈরাগ্য সশস্ত্রভাবে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। বীর্য্য জ্ঞানাগ্নিহস্তে শত্রুদলকে তাড়া করিতেন; আর, বৈরাগ্য 'সংস্কার' নামে যে আবর্জ্জনাস্তূপ ছিল তাহা শত্রুর অভিমুখে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রাণায়াম তথা হইতে হুঙ্কার করিয়া শত্রুদলকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুরুষ ইন্দ্রিয়গণের নেতৃত্ব প্রত্যাহারের উপর অর্পিত হইল। তাহারা পূর্ব্বকার যথেচ্ছতা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাহারের সম্যক্ বশীভূত হইল*।

শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যাণী হইয়া যোগ-দুর্গের সকলকে আহারদানে সন্তোষিত রাখিলেন। সমুদ্রমন্থনকালে মোহিনী যেরূপ দেবগণকে সুধাদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাও সেইরূপ সত্যামৃত দিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন†।

ধারণা প্রণব-ভেরী বাজাইয়া সকলকে সজাগ করিয়া দিতে থাকিতেন। অতএব যোগ-দুর্গের স্বামিনী ইচ্ছাদেবী বিষয়-প্রমাদের আর অধীনা রহিলেন না, তাহারা রাজ্ঞীর বর্দ্ধিত শোভা ও সম্পদ সাধক জয় প্রদান করিতে এবং ভক্তিসহকারে তাঁহাকে "নিবৃত্তি-দেবী" নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। আমরাও অতঃপর ঐ নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিব।

ইহাতেও প্রমাদ-নিশাচর ক্ষান্ত ছিল না, সে ইচ্ছাদেবীকে যোগ-দুর্গ হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সাধুবেশে ইচ্ছাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "স্ময়"‡ নামে মোহকর বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া বলিল—"দেবি, আপনি ধন্যভাগ্যা। যেহেতু আপনি অচিরাৎ বিবেকদেবের সহিত পরিণীতা হইবেন। আপনার এই যোগ-দুর্গের মত সুরক্ষিত দুর্গ বিশ্বে আর কোথায়? এখানকার যিনি অধীশ্বরী তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমতী, আর, আপনার প্রভুর তত্ত্ব বিচার অপেক্ষা জ্ঞানী আর কে আছে?§ অন্যান্য চিত্ত-নগরের অধীশ্বরী আপনার যে সব মিত্র-রাণী আছেন, তাঁহাদের নিকট আপনার এই মহিমা প্রচার হওয়া উচিত। তাহাতে আপনার কিছু লাভ না হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের মহা উপকার হইবে, অতএব আপনি যদি তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া সব বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রেয়োমার্গ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়।"

অন্যবেশী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় ইচ্ছাদেবী মনে মনে স্ফীতা হইয়া যোগ-দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে উদ্যতা হইলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না। শেষে তত্ত্ববিচার আসিয়া এইরূপে প্রবোধ দিলেন—"বৎসে নিবৃত্তি দেবি! কেন তুমি যোগ-দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেছ? এখনও তুমি বিবেকের সহিত পরিণীতা হও নাই। এখন যদি তুমি বাহিরে যাও তবে পুনশ্চ প্রমাদ-নিশাচরের কবলে পতিতা হইবে। সেই সাধুবেশে আসিয়া তোমাকে এই কুমন্ত্রণা দিয়াছে। দেখ, ঐ কালনদীতে যে মৃত্যুনামে কুম্ভীর ও প্রলয় নামে বৃহৎ বন্যা আছে, চিত্তনগর তাহাতে মধ্যে মধ্যে নিমগ্ন হওয়াতে এবং প্রমাদের সাহচর্য্যে তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ। এখন যদি বাহিরে 'প্রচার' করিতে যাও তাহা হইলে কেবল 'সম্প্রদায়' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণক্ষেত্র সৃজন করিয়া আসিবে। আর বিবেকের সহিত পরিণীতা হইয়া কৃত-

* ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। যোগসূত্র।

† শ্রৎ সত্যং ধীয়তে অস্যাম্ ইতি শ্রদ্ধা (যাস্ক নিরুক্ত)। "সা (শ্রদ্ধা) হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি" (যোগভাষ্য)।

‡ স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ। যোগসূত্র।

§ নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্। মহাভারত।

কৃতার্থতা লাভ করিয়া যদি নির্ব্বাণ-চিত্ত-নিশ্চিত উত্তুঙ্গ প্রজ্ঞানকে আরোহণপূর্ব্বক পরমার্থ-গীতি প্রচার কর, তবেই যথার্থ ভক্তির সহিত পূত ও মুক্ত হইবে।"

ইহাতে ইচ্ছাদেবীর চৈতন্যোদয় হইল, তিনি আর বাধিত হইলেন না। পরে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল, সেই দিনের নাম 'সাধন', তাহা অতি কষ্টসাধ্য গ্রীষ্মের দিন। বিবাহের দিনে উপোষিত থাকিতে হয়, কিন্তু চঞ্চলা ইচ্ছা তত বড় দীর্ঘ দিন উপবাস করিতে বড়ই গোল উঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে পুরোহিত অভ্যাস কিছু জ্ঞান-গঙ্গার জল, ভক্তি-মধু ও সন্তোষ-ফল (সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ) তাঁহাকে খাইতে দিলেন। নিবৃত্তি-দেবী তাহাতেই শান্তমনা ও স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া রহিলেন।

পরে সাধন দিবসের অবসানে যখন "জ্ঞান-দীপ্তি"* নামক চন্দ্রিকায় উৎফুল্লা শান্তিময়ী ত্রিযামা আসিল তখন বিবেকদেব 'তীব্র সংবেগ' নামে ঘোটকে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অনাহত' শঙ্খধ্বনি করিলেন ও পরে নাদরূপে গম্ভীর তালে বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। পুরোহিত অভ্যাস তখন বিবেকদেবের সহিত ইচ্ছাদেবীর মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

ইহার পর, ইচ্ছা বা নিবৃত্তি-দেবী স্থিরবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী বিবেকের সম্যক্ অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন ও স্বীয় চাঞ্চল্য ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিবেক যাহা স্থির করিতেন, ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তিনাম্নী কন্যা জন্মিল। তাহার সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া নিবৃত্তির সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া গেল। নিত্য ও পরম সুখের যাহা উৎস তাহা নিবৃত্তি-দেবী ক্রোড়স্থ শান্তির মুখেই দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার সুখ পরাধীন ছিল, কিন্তু এখন করতলগত হইল। নিবৃত্তি-দেবী যখন শান্তির মুখ দেখেন তখনই একেবারে আত্মহারা ও কৃতকৃত্যা হইয়া যান, এবং তাঁহার জীবনতন্ত্রী যেন নিস্পন্দ হইয়া যায়।

শান্তির উদ্ভবে অবিদ্যাকুল একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল, এবং শেষচেষ্টাস্বরূপ 'লয়' (১।১৯), 'অনবস্থিতত্ব' প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্তরায়কে শৈশবেই শান্তির প্রাণনাশের চেষ্টায় পাঠাইতে লাগিল। তত্ত্ব-বিচার উহা জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্তিসহ শান্তিকে লইয়া নিরোধ-দুর্গে যাইতে বিবেককে বলিলেন এবং অবিদ্যা-নিশাচরীকে সম্যক্ দমনের উপায়ও বলিয়া দিলেন। নিরোধ-দুর্গ যোগ-দুর্গেরই কেন্দ্রভূত, উহা বুদ্ধি অধিত্যকার অগ্রভাগোপরি স্থিত। সম্প্রজ্ঞাত-সোপান দিয়া মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতি প্রভৃতি চক্র পার হইয়া তথায় উঠিতে হয়। নিরোধ-দুর্গের চতুর্দ্দিকে বিশোকা-জ্যোতিষ্মতী নামে বিস্তৃত মাঠ আছে। তাহা পার হইয়া অবিদ্যাকুলের পক্ষে দুর্গ আক্রমণ করা সুসাধ্য নহে।

অতঃপর নিবৃত্তি প্রাণ-প্রতিমা তনয়া শান্তিকে লইয়া নিরোধ-দুর্গে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। স্বীয় স্বামীর হস্তে পরবৈরাগ্য নামে খড়্গাস্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"এতদ্দ্বারা সেই শান্তি-বিদ্বেষী নিশাচরী অবিদ্যাকে সবান্ধবে হনন করুন।" অবিদ্যা-নিশাচরী আলোক মোটেই সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য বিবেকদেব 'বিবেক-খ্যাতি' নামে এক অপূর্ব্ব দীপ নির্ম্মাণ করিলেন। উহা পুরুষ-পুরীর বিরজ জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া অব্যাহত আলোকে সমস্তই আলোকিত করিতে সমর্থ। বিবেকদেব সেই খ্যাতি-আলোক সহকারে পরবৈরাগ্য-

* যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। যোগসূত্র।

† দুরাসদ দুর্গমা দুর্জ্ঞা দুস্তর্ক্যা দুষ্প্রধর্ষিতিঃ। শ্রুতি।

দুর্দান্ত অবিদ্যা-নিশাচরীর দিকে নিক্ষেপ করাতে সে সানুচরে 'অব্যক্ত-কুহরে' লুকাইয়া গেল, আর তাহার বাহিরে আসিবার সামর্থ্য রহিল না।

অতঃপর শান্তি প্রবর্দ্ধিতা (নিরস্তা) হইলেন। তখন তাঁহাকেই রাজ্যের একাধিপত্য দিয়া বিবেক ও নিবৃত্তি চির বিশ্রাম লইবার মানস করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, আমরা স্বীয় শরীরের দ্বারা অব্যক্ত-কুহরের মুখ চিররুদ্ধ করিয়া উপরত হইব। কিন্তু নিবৃত্তির যে মিত্র-রাণীদের নিকট স্বীয় প্রাণ-প্রতিমা তনয়ার মহামহিমা প্রচারের বাসনা ছিল তাহা একবার জাগরূক হওয়াতে, তিনি বিবেকের অনুমতি লইয়া, একবার শিখ্য "শান্তি-গীতি" গাহিতে মনস্থ করিলেন। তখন বিবেক একবার খ্যাতি দীপকে ঈষৎ ঢাকিলেন। কারণ, সেই উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগকে জগতের কেহই দেখিতে সক্ষম নহেন। খ্যাতি-আলোক ঈষৎ আবৃত হইলে অবিদ্যা অমনি অব্যক্ত-কুহর হইতে অস্মিতা-বৃত্তিকায় * আবৃত হইয়া উত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি-দেবী তদুপরি নির্মাণ-চিত্তরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গুরুভাবে সংযম স্থাপন করিয়া তাহার উপর হইতে "উপনিষৎ" নামে শান্তি-গীতি গাহিলেন, জগৎ মুগ্ধ হইয়া শুনিল। সেই গীতাবসানে নিবৃত্তি-দেবী সম্যক্ কৃত-কৃত্যা হইয়া শাশ্বত-উপরামের কামনায় সেই সংযমরূপ অধিকারের মস্তকে পরবৈরাগ্য নামক প্রহার করিলেন। তাহাতে অবিদ্যা পুনশ্চ শাশ্বতকালের জন্য অব্যক্ত-কুহরে বিলীন হইল। নিবৃত্তি-দেবী ও বিবেকদেব সেই কুহরের মুখ নিজেদের শরীরের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া চির উপরাম লাভ করিলেন।

শান্তি দেবী অনাবরণের 'প্রান্ত-ভূমিক'† অধিকারবানা থাকিয়া পুরুষদেবকে 'শাশ্বতশান্তিসুখ' উপঢৌকন দিলেন। তখন দুঃখের উপচার একান্ত ও অত্যন্ত নিবর্ত্তিত হইয়া শাশ্বত সময়েই শান্তিসুখই পুরুষের দ্বারা উপভুক্ত হইয়া চিরকাল প্রশান্ত হইল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাংখ্যের ঈশ্বর

(প্রথম মুদ্রণ, ইং ১৯০৩)

১। সনাতন আর্য ধর্মের মতে জীব অসৃষ্ট এবং অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান সুতরাং আমাদের আত্মভাবকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। আন্তর ও বাহ্য জগতের উপাদান যে প্রকৃতি তাহাও অসৃষ্ট, অনাদি-বর্ত্তমান পদার্থ। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা দেখা শুনা যায় তাহা সবই দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্যা প্রকৃতির দ্বারা নির্ম্মিত।

ঈশ্বর আছেন ইহা আমরা শুনিয়া ও অনুমান করিয়া জানি। অনুমান সম্যক্ না করিতে পারিলে অর্থাৎ সদোষ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয় করিলে তাহাকে 'বিশ্বাস' বলা যায়। ঈশ্বর কেন আছেন জিজ্ঞাসা করিলে সব লোকই কয়েকটা যুক্তি দিবে ও পরে

* নির্মাণ-চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ। যোগসূত্র।

† তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা। যোগসূত্র।

নিরুত্তর হইলেও তাহা 'বিশ্বাস করি' বলিবে। শুনিয়া ও অনুমান করিয়া কোন বিষয় নিশ্চয় করিলে সে বিষয়টি অমূর্ত্তাত্মক বলিয়া, তাহা মনে কল্পনা করিয়াই ধারণা করিতে হয়। কল্পনা করিতে হইলে পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয় লইয়াই করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে পূর্ব্ব-জ্ঞাত বিষয় লইয়াই আমরা কল্পনা করি। কর্ত্তা বলিলে হাত পা আদির বা মন ইচ্ছা আদির দ্বারা যিনি করেন এরূপ কল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে তাঁহার হাত পা কল্পনা না করিলেও মন বুদ্ধি আদি কল্পনা করিতে হইবেই হইবে। লোকে 'অনির্ব্বচনীয়', 'অচিন্তনীয়' প্রভৃতি নানা কথা বলিলেও বস্তুতঃ মন বুদ্ধি দিয়াই ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া থাকে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ', 'ইচ্ছামাত্রে যিনি সব করিতে পারেন' ইত্যাদি কথাই (যাহা সর্ব্ববাদীরা বলিয়া থাকেন) উহার প্রমাণ। মন, বুদ্ধি আদি কি তাহা দার্শনিক বিশ্লেষ করিয়া যথাস্থলে দেখান হইয়াছে—উহারা গ্রহীতৃ ও গ্রহণের বা জ্ঞাতার ও জ্ঞেয়ের বা পুরুষ-প্রকৃতির দ্বারা নির্ম্মিত। অতএব ঈশ্বর কল্পনা করিলে (তাহা শুনিয়াই কর, বা বিশ্বাস করিয়াই কর বা অনুমান করিয়াই কর) তাহা ঐ দুই মূল তত্ত্ব দিয়া কল্পনা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

উক্ত পুরুষ বা আত্মাই পরমা গতি, ইহা বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সব বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের সহিত উপনিষদ সিদ্ধান্ত অবিকল এক। যোগ দঃ ১।২৩ (২) দ্রষ্টব্য। মূল উপাদান প্রকৃতি যে নিত্য, তাহা সিদ্ধ হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার জন্য কোন মহাপুরুষের সঙ্কল্প আবশ্যক, ইহাও সাংখ্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই মহাপুরুষের বৈদিক নাম হিরণ্যগর্ভ। তিনি সর্ব্বাধীশ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন, ইহা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়, যথা, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" উপনিষদ্‌ও বলেন, "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা", "তস্মাজ্জাতঃ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুণ্ডক), "স (আত্মা) ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐতরেয়) ইত্যাদি। এই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা অক্ষর ব্রহ্মই বেদ, পুরাণ আদির মতে বিশ্বের স্রষ্টা (স্রষ্টা অর্থে creator নহে, রচয়িতা) ও অধীশ্বর। পুরাণও বলেন, "শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ"। "সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব পরমেশ্বরঃ"। সাংখ্যেরও অবিকল ঐ মত। "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা", "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা"—এই সাংখ্যসূত্রদ্বয়ে উহাই উক্ত হইয়াছে (ইহাদের অর্থ পরে দ্রষ্টব্য)। পরন্তু শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" এইরূপ উক্তি থাকাতে সাংখ্য সগুণ ব্রহ্মকে জন্য-ঈশ্বর বলেন। তিনি পূর্ব্বসর্গে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সিদ্ধিযুক্ত ছিলেন, সেই ঐশ সংস্কারে এই সর্গে সর্ব্বাধীশ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই ভূতাদি নামক অভিমানে এই ভৌতিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ইহাও পুরাণ সাংখ্য আদি সর্ব্বশাস্ত্রের মত। ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নের ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত উত্তর। ইহা পরে আরও বিশদ করিয়া দেখান হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, মহান্ আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে তিনি বেদে কথিত হইয়াছেন, ঈশ্বর শব্দ প্রাচীন বেদসংহিতায় ও দশখানি উপনিষদে সাধারণ অর্থে পাওয়া যায় না, কেবল অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শ্বেতাশ্বতরে দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষকে বা আত্মাকে 'পরমা গতি' বলা হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভ যে ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, এরূপ সিদ্ধান্ত আছে। হিরণ্যগর্ভ সগুণ বা সত্ত্বগুণপ্রধান-উপাধিযুক্ত পুরুষবিশেষ, তিনি মুক্ত পুরুষ নহেন, কিন্তু কল্পান্তে বিবেকজ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুক্ত হন ("ব্রহ্মণা সহ

অনল" আদির ন্যায় অযুক্ততর কল্পনা। আর যদি তাঁহাকে বদ্ধ পুরুষ বল, তবে অনাদি কাল হইতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যযোগ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ জগতের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষগণ কেবল প্রকৃতিবশিত্বরূপ সিদ্ধির দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ উপাদান লইয়া রচনা করিতে পারেন, কিন্তু উপাদান উদ্ভাবন করিতে পারেন না। (সুতরাং অর্থে কারণ হইতে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা)—প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মত যথা, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, তিনি জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইলেন। পূর্ব্ব কল্পের সিদ্ধ (যোগের একপদ নির্গুণ সাস্মিত সমাধিতে সিদ্ধ) হিরণ্যগর্ভ (যাঁহার গর্ভ বা অন্তর হিরণ্ময় বা প্রকাশস্বভাবময়) এই কল্পে সঞ্জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, এই শ্রৌত মত ও সাংখ্যমত অবিকল এক। শ্রুতিতে যে হিরণ্যগর্ভ বা জন্য-ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাংখ্যসম্মত কি না? এতদুত্তরে সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" (৩।৫৬) অর্থাৎ তিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা। "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭) অর্থাৎ ঐ প্রকার ঈশ্বরসিদ্ধি আমাদের মতে সিদ্ধ; ইনিই সগুণ ঈশ্বর। সাংখ্যভাষ্যকার বলেন "নিত্যেশ্বরস্য নিরাসপরম্" অর্থাৎ একজন মুক্তপুরুষ নিত্যকাল হইতে কেবল এই জগদ্রূপ ভাঙ্গাগড়া নাটক খেলা (লীলা) করিতেছেন এরূপ অযুক্ততর মতই সাংখ্যের অমত।

৪। পূর্ব্বোক্ত অনাদিমুক্ত জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ ঈশ্বর সাংখ্য ও যোগ এই উভয় শাস্ত্রসম্মত। কারণ, সাংখ্য তাদৃশ ঈশ্বর নিরাস করেন নাই। পরন্তু উক্তবিধ অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকার করা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী নিগমন (corollary)। এ বিষয় লইয়া পল্লবগ্রাহী ব্যক্তিগণই (সাংখ্যের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) "সেশ্বর সাংখ্য" ও "নিরীশ্বর সাংখ্য" এইরূপে যোগের ও সাংখ্যের ভেদ করেন, গীতাকার তাদৃশ মতাবলম্বীদের মূর্খ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, যথা—"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ", "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"। অর্থাৎ মূর্খেরাই সাংখ্যকে ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে; পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। যাঁহারা সাংখ্যকে ও যোগকে একই দেখেন তাঁহারাই যথার্থদর্শী। কেহ কেহ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটি মাত্র দেখিয়া সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলিয়া অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের ঐ সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই দুই সূত্রও দেখা উচিত। সাংখ্যের ন্যায় প্রাচীন দশ উপনিষদ্‌ও নিরীশ্বর, কারণ, সাংখ্যের ন্যায় তাহাতে পুরুষ বা আত্মাকেই পরা গতি বলা হইয়াছে, ঈশ্বর শব্দের ঐ অর্থে উল্লেখ নাই, 'সর্ব্বেশ্বর' শব্দ আছে বটে কিন্তু তাহার অর্থ সর্ব্বপ্রভু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বরাদি সমস্ত পদার্থ, যাহা মানব কল্পনা করিয়াছে ও করিতে পারে, তাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব ব্যাপ্ত। তজ্জন্য সাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বকেই মূল বলেন। ঈশ্বর ধারণা করিতে হইলে তাঁহার আমিত্ব, জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি ধারণা করিতে হয়। ঐ সকল ভাব প্রকৃতি ও পুরুষ বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই দুই পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত। আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম দেহী পর্য্যন্ত সমস্তেতেই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত আর কিছু কল্পনা করার সামর্থ্য কাহারও থাকিতে পারে না। (ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ গীতা ১৮।৪০)।

ঈশ্বর আমাদের সৃজন করিয়াছেন ও আহার দিতেছেন ইত্যাদি বালোচিত কল্পনা যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাদৃশ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা আদি কিছুই হওয়া উচিত নহে।

প্রবর্ত্ততে ॥" অর্থাৎ প্রভু বা ঈশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তা করিয়া সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মও তিনি সৃষ্টি করেন না, অথবা কর্ম্মের ফলও তিনি দেন না। স্বভাবতই ইহা সব হইয়া থাকে*।

ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অক্ষমা প্রভৃতি যাহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দোষ বলিয়া গণিত হয় তাহাও অজ্ঞলোকেরা ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে।

লোকে মনে করে, ঈশ্বর আমাদের কত উপকার করিবার উদ্দেশ্যে এই নদী সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু পর্ব্বতের জল প্রবাহিত হইয়া যখন নদীতে পরিণত হয় তখন যে সকল প্রাণীরা প্রাণ হারাইয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই বলিয়াছিল "কোন অসুর আমাদিগকে এই বিষম দুঃখ দিতেছে"। যাহা হউক এইরূপে সাংখ্যবাদিগণ ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব সমাকিত যুক্তি-বলে অবধারণ করিয়া বাহ্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনন্যচেতা হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। সর্ব্ব-দোষরহিত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্—এইরূপ বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক আদর্শই মুমুক্ষুদের উপাস্য ঈশ্বরের আদর্শ। নির্গুণ (গুণত্রয়ের অনধীভূত) ঐশ্বরিক আদর্শের বিষয় সাধারণে তত বুঝে না। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সগুণ বা সত্ত্বগুণময় ঈশ্বরকেই সাধারণতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, গড় আদি নাম কতক কতক বুঝিয়া লোকে উপাসনা করে।

৬। শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ভগবানেরই মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও প্রকৃতির এক প্রজাপতিই পৌরাণিক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব। বরাহ ও কূর্ম্ম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "যৎ কূর্ম্মো নাম এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত।" অর্থাৎ প্রজাপতি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা বা সন্তান সৃজন করিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় যথা, "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তস্মিন্ প্রজাপতিঃ বায়ুর্ভূত্বাচরৎ * * * তাম্ বরাহো ভূত্বাহরৎ।" অর্থাৎ এই জগৎ প্রথমে সলিলরূপে ছিল, প্রজাপতি তাহাতে বায়ু-স্বরূপে বিচরণ করিলেন --- বরাহরূপ ধারণ করিয়া আহরণ বা উদ্ধার করিলেন। কূর্ম্মাদি রূপকমাত্র। শ্রুতিতে আছে "স চ কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। অর্থাৎ কারণ-সলিল হইতে জগদ্বিকাশের সময়ে তন্মধ্যে যে আদিত্যগণ বা পৃথক্ পৃথক্ জ্যোতিষ্কগণ হইয়াছিল, তাহাই কূর্ম্ম। বরাহও তৎকালভব শক্তিবিশেষ। সম্ভবতঃ যে আভ্যন্তরীণ শক্তিবশে পৃথ্বীপৃষ্ঠ উচ্চনীচতা প্রাপ্ত হয় তাহাই বরাহ। নৃসিংহ-তাপনীতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের একত্ব উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে আছে "ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ। স বরাহস্ততো ভূত্বা" ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণেও আছে ব্রহ্মাই নারায়ণ, তিনি বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সত্যলোকস্থিত হিরণ্যগর্ভপুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনিই সাংখ্যসিদ্ধ জন্য-ঈশ্বর এবং তাঁহারই এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃত্ব।

৭। সৃষ্টি ও স্রষ্টা-সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এবিষয়ে গ্রন্থের অন্যস্থলে উহা যুক্তিসহ বলা হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইতেছে। এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড

* আধুনিক বিজ্ঞানেও জগতের মূল কারণ যে এক বিশ্বমন তাহা স্বীকৃত হইতেছে, Sir A Eddington বলেন—The idea of a universal Mind or Logos would be, I think a fairly plausible inference from the present state of scientific theory, at least it is in harmony with it. But if so, all that our inquiry justifies us in asserting is a purely colourless pantheism ... To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff ('The Nature of the Physical World')। লেখোক্ত বিজ্ঞানে সেই বিশ্বমনকে আমাদের হৈরণ্যগর্ভ বিধিয়াই স্বীকার করা হইল।

এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এইরূপ পঞ্চভূতময় ও প্রাণিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ছিল। "ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'—গীতা। পঞ্চভূত যে আমাদের একরকম মনোভাব বা জ্ঞান এবং মন ছাড়া যে আর "জড়" পদার্থ (matter) কিছু নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। ('পঞ্চভূত প্রকৃত কি' দ্রষ্টব্য)।

কোন বাহ্যজ্ঞান হইতে গেলে আমাদের মনোবাহ্য এক উদ্রেক চাই, তাহা অনুভূয়মান তথ্য। সেই উদ্রেক হইতে আমাদের সকলের শব্দাদি জ্ঞান হয়। সেই উদ্রেক কি?—বলিতে হইবে অন্য এক মনের শব্দাদি জ্ঞান, যাহার দ্বারা আমাদের মন ভাবিত হইয়া শব্দাদি জানে। সেই সর্ব্বসাধারণ, সর্ব্বমনের উপর কার্য্যকারী মন যাঁহার, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহার মনের শব্দাদিজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?—যখন অনাদি কাল হইতে শব্দাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন বলিতে হইবে যে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে তাঁহার শব্দাদিজ্ঞান ছিল, যেরূপ আমাদের এখন হইতেছে। এবং পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যিনি স্রষ্টা ছিলেন তাঁহার শব্দাদিজ্ঞানও তৎপূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে লব্ধ শব্দাদিজ্ঞান হইতে আগত। বেদেরও যে এই মত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর 'সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে পূর্ব্বের মত ইহ সর্গের ধাতা কল্পিত করিয়াছেন;" পূর্ব্বোক্ত এইসব শ্রুতিবাক্য এই মতের পোষক।

৮। হিরণ্যগর্ভের এক নাম পূর্ব্বসিদ্ধ (যোঃ দঃ, ১।২৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি পূর্ব্বসর্গে 'আমি হিরণ্যগর্ভ' (সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ)—এইরূপে পরমেশ্বরোপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন ("যেন পূর্ব্বকল্পনি হিরণ্যগর্ভো'হমস্মীতি * * * পরমেশ্বরোপাসনা কৃতা * * * হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ"।—মনুসংহিতার টীকায় কুল্লুক ভট্ট)। হিরণ্যগর্ভ বিশ্বের কর্ত্তা অতএব তাঁহার উপাসনা হইবে 'আমি সর্ব্বভূতস্থ ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতা'—এইরূপ ধ্যান। তাহাতে কি হইবে?—ইহাতে তাঁহার 'সর্ব্ব' বা এই সপ্তলোক ব্রহ্মাণ্ড বা ভূতভৌতিক সমস্ত তাঁহার মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং তিনি সেই সকলের কর্ত্তা এবং সকলের মনের উপরে আধিপত্যসম্পন্ন এইরূপ যথার্থ জ্ঞানযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে তাঁহার মনের ভাবনার দ্বারা ভাবিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি ব্যবহারিকরূপ পাইবে এবং স্বসংস্কারানুসারে দেহধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবে। অতএব হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি স্বাভাবিক বা ঐশ সংস্কার-মূলক (যথা মাণ্ডুক্যকারিকায় —"দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ম্ আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"), ইহা কোন উদ্দেশ্যে নহে।

সর্গ পরম্পরা অনাদি হইলেও কিরূপে এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইল তাহার যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে*। স্মৃতিতে (ভারতে) আছে—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।" "হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ।। সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ। বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ।।" অর্থাৎ 'সর্ব্বত্র তাঁহার পাণিপাদ, সর্ব্বত্র অক্ষি, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রুতি, তিনি সমস্ত আবরণ করিয়া আছেন।' 'ইনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, বুদ্ধি (বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী), মহান্ (মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মার সাক্ষাৎকারী), বিরিঞ্চি অজ ইত্যাদি বহুনামে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঠিত হন। তিনি বিচিত্ররূপ বিশ্বাত্মা (অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহার ইচ্ছাশক্তিরূপ অভিমানে স্থিত), একাক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম) এইরূপে স্মৃতিতে উক্ত হন।'

* এই অংশ গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা হইতে প্রধানত সংগৃহীত।

যেহেতু হিরণ্যগর্ভ পূর্ব্বে ছিলেন আর (ইহ সর্গে) জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন, অতএব হিরণ্যগর্ভরূপ অবস্থাও একটি জন্ম এবং তাহাতেও জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিবিধ কর্ম্মফল আছে। পূর্ব্বসৃষ্টিতে যাঁহারা সাস্মিতসমাধিসিদ্ধ হইয়া 'আমি সর্ব্বভূতস্থ' এবং 'সর্ব্বভূত আমাতে প্রতিষ্ঠিত' এইরূপ সংস্কার লইয়া যান তাঁহারা প্রলয়ের পর ঐরূপ জ্ঞান লইয়া আবির্ভূত হন। জ্ঞান বলিলেই লিঙ্গ বা করণশক্তি বুঝায়। লিঙ্গ বা করণশক্তি সকল বিশেষ বা দেহরূপ আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, "ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্" (৪১ সংখ্যক সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য)। অতএব হিরণ্যগর্ভদেবেরও বিশেষ বা শরীর থাকিবে। তবে তাঁহার স্থূলশরীরগ্রহণের সংস্কার না থাকাতে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় স্থূলশরীরগ্রহণ বা ক্ষুদ্র দেবতাদের মত সাকার শরীরগ্রহণ হয় না, কিন্তু অস্মিতামাত্রের অধিষ্ঠানস্বরূপ সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বব্যাপী, অসীমবৎ সূক্ষ্মশরীর হয় ও তাহাতে অনাহত দিব্য চক্ষুশ্রোত্রাদি (সাধারণ চক্ষুরাদির মত নহে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' ইত্যাদিরূপ) করণশক্তি ইচ্ছামাত্রেই বিকাশের উপযোগী হইয়া থাকে এবং তৎসহ সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বের জন্য উপযোগী প্রাণেরও বিকাশ থাকে। ইহাই সগুণ পুরুষভাব, কারণ, ইহাতে সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে। এ বিষয়ে ভারতে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।" টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেন 'সম্প্রজ্ঞাতে সোপাধিকাবস্থায়াং সর্ব্বভূতেষ্বাত্মানম্ অনুগতং পশ্যতি, অহম্ এবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি তদনুভবতীত্যর্থঃ।" 'আমি সর্ব্বভূতস্থ' এইরূপ জ্ঞান হইতে এবং পূর্ব্বাদিত যোগজ সার্ব্বজ্ঞ্য ও যথার্থশক্তিবলে সেই চিত্তের বিষয় যে সর্ব্ব বা লোকালোক তাহার প্রাথমিক বিকাশ হয়। তাহাই অস্মিতাময় শরীর। হিরণ্যগর্ভের অপর আখ্যা পূর্ব্বসিদ্ধ। অতএব যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পন্ন ঐশ সংস্কার তাঁহার থাকে সুতরাং তিনিও কর্ম্মযুক্ত, সেই কর্ম্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তিরূপ কর্ম্ম।

৯। যে সকল প্রাণীর শরীরধারণের সংস্কার আছে তাহাদের লিঙ্গ বা করণশক্তিসকল প্রলয়কালে প্রাকৃতভাবে লীন হইয়া থাকিলেও উপযুক্ত শরীরগ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। সাস্মিত সমাধিসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বভূতময়াত্মানম্' এইরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা ভাবিত হইয়া ঐ সকল প্রাণীরও অস্মিতা এবং অস্মিতাবোধের অধিষ্ঠানরূপ সূক্ষ্মও ব্যক্ত হয়।

অস্মিতারূপ সূক্ষ্মভাবের অধিষ্ঠান বলিয়া এই ব্যক্ততাও অতি সূক্ষ্ম। যাঁহাদের ঐরূপ অস্মিতামাত্রে অবস্থান করিবার সংস্কার আছে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ লোকে বা ব্রহ্মলোকে অভিব্যক্ত হন। আর যে সকল সত্ত্বের ঐরূপ ভাবে থাকিবার সংস্কার নাই, তাঁহারা স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে যথোপযোগী লোকে নামিয়া আসেন।

এবিষয়ে বৃহদারণ্যকে আছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেৎ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" * * * অর্থাৎ 'ব্রহ্ম ও এই জগৎ অগ্রে (পূর্ব্বসৃষ্টিতে) ছিল ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) নিজেকে (প্রজ্ঞাবস্থানকালে) জানিয়াছিলেন বা জানিতেন 'আমি ব্রহ্ম' তাহাতেই তিনি সর্ব্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর তাহাতে দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ (যেরূপ প্রাদুর্ভূত হইবেন সেইরূপ) হইয়াছিলেন তিনি সেইরূপ অর্থাৎ ভূততন্মাত্রাদির অভিমানী দেবতা হইয়াছিলেন (দৈবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন), সেইরূপ ঋষিরা এবং মনুষ্যেরাও হইয়াছিলেন।' এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভব্রহ্মের পূর্ব্বেকার ঐশ্বর্য্যসংস্কারের প্রভাবে যে এই জগৎ ও প্রজা হইয়াছে তাহা

বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যেন যেমন সাধারণ দেবমনুষ্যেরা কর্ম্মসংস্কারবশে শরীরধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে সেইরূপ স্রষ্টারও (Demiurgeএরও) সেইরূপ ঐশ সংস্কারের দ্বারা সৃষ্টিও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে অন্যপ্রাণীরা শরীরধারণ করিয়া ও আবাস পাইয়া ভোগাপবর্গ সাধনরূপ কর্ম্ম করিতেছে। যেমন শক্তির তারতম্যে এখানে রাজা, বড় ও ছোট রাজপুরুষ এবং প্রজারা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রাজা অক্ষরপুরুষ ; ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তিধারী মহাসত্ত্বগণ রাজপুরুষ এবং অন্যেরা প্রজা। এইরূপে কর্ম্মবাদে 'ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন' ঈদৃশ প্রশ্নের অবকাশই হয় না। ঈশ্বর কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই। "সত্তামাত্রেণ দেবেন কৃতা চেয়ং জগৎস্থিতিঃ" অর্থাৎ দেবের সত্তামাত্রেই (ঐশ সংস্কারে) এই জগৎ জন্মাইয়াছে।

১০। কোন একটি মহদাদিক্রমের উৎপত্তি বলিয়াও গ্রাহ্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশিত করা যায়। তাহার দ্বারা বুঝা ত্রিগুণের উপমর্দ্দন-ফল কি হইবে ?—সত্ত্বগুণের প্রকাশের দ্বারা 'আমি মাত্র' এইরূপ প্রকাশ হইবে, রজোগুণের ক্রিয়ার দ্বারা তাহা ভাঙিয়া স্থিতিতে যাইবে। অর্থাৎ 'আমির' ভাঙা বা অহংকার হইবে (যেহেতু অহংকার আমির ক্রিয়তা ভাব) এবং সেই ভাব ধৃত হওয়াই সংস্কারাধার মন। ইহাই মহৎ, অহং এবং মনের বিস্তৃষ্টি একটা মূল ভাব। ঐরূপ আমিত্ব-সংস্কার পুঞ্জিত হইলে আমিত্বের কালিক সত্তা বা অবয়ব অনুভূত হইবে। তাহাতেই আমি এতকাল থাকিয়া আছি' এরূপ সাধারণ মনোভাব হয়। কিন্তু ইহাতে দৈশিক অবয়বযুক্ত কোন ভাব আসিবে না কারণ ইহা সম্পূর্ণ দৃষ্টন। সংস্কারাধার মন হইলেই অন্তঃকরণের নিহিত ইচ্ছাক্রিয়াদির ও বিজ্ঞানের যোগ্যতা হইবে। কিন্তু ঐসব মানস ক্রিয়ার জন্য গ্রহণ হইতে বাহ্য কোন এক গ্রাহ্য বস্তুর আবশ্যক। গ্রাহ্যের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ?—ইহা অনুভূয়মান সত্য যে, গ্রহণের বাহ্য কোন ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের গ্রাহ্য-জ্ঞান উদ্ভূত হয়। সেই ক্রিয়া যে অন্য এক মন ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, তাহা অন্যত্র দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেই মন অস্মদাদির মনের উপর কার্য্য করিবার বা অস্মদাদির মনকে নিয়তভাবে ভাবিত করিবার শক্তিসম্পন্ন হইবে। ব্যবহারতঃও দেখা যায় যে, ঐন্দ্রজালিকের মন বহু মনকে স্বীয়ভাবে ভাবিত করিয়া মনোভাবকে বাহ্য বিষয়রূপে প্রদর্শন করায়। যে মহামন বিশ্বের সর্ব্বদেহীর মনকে ভাবিত করিয়া জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন, সেই মহামনোযুক্ত পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহারই সর্ব্বসাধারণ গ্রাহ্যরূপ (শব্দস্পর্শাদিরূপে যাহা সর্ব্ব প্রাণীর গ্রাহ্য, এরূপ) মনোভাব যাহা প্রকৃতিবশিত্বের শক্তির দ্বারা ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বের দ্বারা গ্রাহ্যরূপে তাঁহার চিত্তে উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রাহ্যের মূল বা তাহা হইতে গ্রাহ্য উৎপন্ন হয়।

১১। হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে, যাঁহারা পূর্ব্বসর্গে তন্মাত্র সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন তাঁহারা তন্মাত্রাভিমানী দেবতা হইয়া শব্দতন্মাত্রকে ব্যক্ত করেন। যাঁহারা ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া ভূতাভিমানী হইয়াছিলেন তাঁহারা জড় দ্রব্য এবং তাহাদের গতি ও পরিণতি আদির নিয়ম সহ (অর্থাৎ physical objects এবং physical laws সহ) শব্দস্পর্শাদি পঞ্চমহাভূতের লোককে প্রকাশ করেন। ঐ সকল দেবতারা ঔপপাদিক জীব বা স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হন। এইরূপে তাঁহাদের নিম্নের অন্যান্য ঔপপাদিক প্রাণীরাও যথোপযোগী লোকসমূহে অভিব্যক্ত হন। পরে কোনও প্রজাপতির ইচ্ছাতে অথবা স্থূলশরীরধারণের উপযোগী কোন নিমিত্ত পাইয়া স্থূলশরীরী জীবগণ অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে বিশ্বজগৎ সেই অক্ষরপুরুষের ভূতাদি অভিমান হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেই অভিমানকে প্রলীন করিলে ইহাও লয় পাইবে। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—

"স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ।
সংহৃত্য সর্ব্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥" (মহাভারত)

অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন ও সংহারকালে তাহা পুনঃ গ্রাস করেন অর্থাৎ কৈবল্যপদে গেলে তাঁহার অস্মিতা ব্যক্ত না থাকাতে সমুদয় জগৎ লীন হয়। সংহারপূর্ব্বক নিজ-দেহ-(নিজ অন্তঃকরণ-রূপ) সংস্থ করিয়া জগতের অন্তরাত্মা (যাঁহার অন্তঃকরণে জগৎ স্থিত) অপে অর্থাৎ জল যেমন একাকার অবয়বভেদহীন সেইরূপ একাকার অবয়বভেদহীন অব্যক্তে শয়ন করেন বা জগতের উপাদানভূত তাঁহার অন্তঃকরণকে লীন করিয়া কৈবল্যপদে যান। এইরূপে দেখা গেল ব্রহ্মা বা সৃষ্টা ঈশ্বর হইতে সাধারণ প্রাণী পর্য্যন্ত সকলে কর্ম্মবশে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করেন, কোন না স্বাভাবিক নিয়মেই উহা সব হয়। শক্তিবিকাশের অসংখ্য তারতম্য থাকিতে পারে, তদ্দ্বারা অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্র বা আবাসলোক হইতে পারে। তন্মধ্যে অক্ষরব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি") যোগীরা বিশ্বাবাস হইবেন।

নিম্নোক্ত শ্রুতিতেও স্বাভাবিক সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে :—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥" (মুণ্ডক)

অর্থাৎ ঊর্ণনাভি যেমন সূত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ ওষধিসকল উৎপন্ন হয়, জীবিত ব্যক্তির যেরূপ কেশ লোম হয়, অক্ষর হইতেও সেইরূপ এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

প্রথম উপমায় বলা হইয়াছে যে, গ্রাহীর ভিতর হইতে সূত্রবৎ বিশ্বের সর্জ্জন হয় (তাঁহা হইতে evolved হয়) বা তাহা বহিগত হয় অর্থাৎ তাঁহার মনোগত সর্ব্বজ্ঞ ঐশ সংস্কার হইতে—যাহাতে সর্ব্ব বা ব্রহ্মাণ্ড অব্যাকৃতভাবে আছে—উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই যায় বা লীন হয়। ইহাতে পুরুষকারহীন স্বাভাবিক সৃষ্টির কথা স্পষ্ট বলা হইল।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥" (মুণ্ডক)

এখানেও বলা হইতেছে যে, প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল যেমন বাহির হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয় ও তাঁহাতে লয় হয়। ইহাতেও স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে।

এই অনন্তবৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ড মনের ভাব বলিয়া গেন্দ্রিয় হইতে পরিমাণহীন, অতএব অসংখ্য হিরণ্যগর্ভ থাকিতে পারেন এবং তাহা থাকিলেও এক মনোময় জগতের সহিত অন্য মনোময় জগতের কোন সংস্পর্শ নাই। আর, আমরা এক সৃষ্টির প্রলয়ে অন্য এক মনোময় ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইবই হইব—যদি এই সাংসারিক সংস্কার থাকে। যেমন আমরা সংস্কার-বশে কর্ম্ম করি তেমনি হিরণ্যগর্ভও ঐশ সংস্কারে সর্ব্বাধীশ "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" হন এবং যাঁহার দ্বারা আমাদের শাশ্বতী শান্তি হয় সেই জ্ঞানধর্ম্ম প্রকাশ করাতে কারুণিক ঈশ্বর বলিয়া উপাস্য হন।

অতএব 'হিরণ্যগর্ভদেব কেন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন' ইত্যাদি শঙ্কার কোন অবকাশই নাই, [যোঃ দঃ, ১।২৯ (২) দ্রষ্টব্য]।

আমাদিগের মূল কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইলেও, আমাদের শরীরধারণ ও কর্মা-চরণের জন্য এই লোক আবশ্যক, উহা এবং আমির প্রাণিশরীর সেই অক্ষর পুরুষের সঙ্কল্প-জাত বলিয়া তাঁহাকে জগতের ও প্রাণীর স্রষ্টা বা পিতামহ বলা যায়।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মে যাইতে হয়। তিনি (সগুণ ব্রহ্ম) অস্মদাদির তুলনায় নিরতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বব্যাপী, পরমানন্দে সমাহিত, বিবেকরূপ বিদ্যাবান্, আমাদের বা মুক্তিতে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকারী ও সর্বজগতের আশ্রয়স্বরূপ মহাপুরুষ।

১২। অতঃপর নির্গুণ ঈশ্বরের প্রণিধান ও পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

যোগসিদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। প্রথমে ঈশ্বরের প্রণিধানযোগ্য স্বরূপ ও তাঁহার অস্তিত্ব নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা"—সাংখ্য সূত্র। অতএব বদ্ধপুরুষ যেমন অনাদিকাল হইতে আছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষও আছেন। মুক্ত পুরুষ বলিলেই চিত্ত কল্পনা করিয়া তাহার সহিত অসম্বদ্ধতা কল্পনা বা ধারণা বা চিন্তা করিতে হইবে, নচেৎ শুধু পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা করা হইবে, মুক্ত পুরুষের অভিকল্পনা করা হইবে না। মুক্ত পুরুষের চিত্ত কিরূপ হইবে? তাহা সর্বজ্ঞতা-সিদ্ধ চিত্ত হইবে। কারণ, মুক্তির আগে সর্বজ্ঞতা-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, আর সেই সার্বজ্ঞ্য নিরতিশয় হইবে। সার্বজ্ঞ্য হইতে হইলেই ক্লেশাদি-চিত্তমল শূন্য হইবে। সুতরাং সেই চিত্ত ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় এই সব মালিন্যশূন্য বা অনাদিকাল হইতে ইহাদের দ্বারা অপরামৃষ্ট (অসম্পর্কিত) এইরূপ অভিকল্পনার দ্বারা প্রণিধান করিতে হইবে এবং তাদৃশ চিন্তাই সাধনের পক্ষে প্রয়োজন। অবিদ্যাদি চিন্তা করিতে হইলে নিজের চিত্তস্থ অবিদ্যাদি ধারণা করিয়া চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজের সেই অবিদ্যাদি বিদ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত এইরূপ কল্পনা করিয়া ঈশ্বরকেও তাদৃশরূপে অভিকল্পনা করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে। তাহাতে শেষে "যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলোঽনুপসর্গস্তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি" (যোগভাষ্য, ১।২৯) এইরূপে ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল হয়। ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তৎপ্রণিধান ও তাহার ফল সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত।

কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয় কালে নির্মাণচিত্ত অবলম্বন করিয়া জ্ঞানধর্ম প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের পুরুষবিশেষত্ব কল্পনা করা—এই বাদও যোগসম্প্রদায়ে ছিল। "জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি" (যোগভাষ্য, ১।২৫)। এই বাদে শঙ্কা হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির পক্ষে অনাদিকাল হইতে সংখ্যাতীতবার নির্মাণচিত্ত উৎপাদিত করিয়া কার্য্য করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বক্তব্য, স্বেচ্ছাপূর্বক কেহ যদি তাহা করেন তাহা হইলে ইহা অসম্ভব নহে। পরন্তু অনাদিমুক্ত পুরুষ যহ একরূপ ধারণা এব শঙ্কা সঙ্গত; কারণ যেরূপ মুক্ত চিত্তের যাগ ধারণা করিতে হইবে তাহা অনাদির হেতু ও ক্লেশ-কর্মশূন্যতা হেতু সর্বথা তুল্য। আর, ইহাও সত্য যে অনাদি কাল হইতে মোক্ষবিদ্যা প্রচলিত আছে এবং মোক্ষবিদ্যা প্রকাশের জন্য কোন মুক্ত পুরুষেরও তাহা করা অবশ্যম্ভাবী। অতএব 'অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষের দ্বারা মোক্ষ বিদ্যা প্রচলিত আছে' এতাবন্মাত্র স্বীকার্য্য সত্য, যেহেতু অনাদিমুক্ত পুরুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ভেদ অচিন্তনীয়। (অধিক যোগদর্শনের টীকায় দ্রষ্টব্য)

পুরুষতত্ত্ব অর্থে বিশেষণের দ্বারা অস্পৃষ্ট চিতিশক্তি বা চৈতন্য (দ্রষ্টতা)। তাহা লক্ষিত করিতে মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণের প্রয়োজন নাই। মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণে বিশেষিত করিলে তাহা পুরুষবিশেষ হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর পুরুষবিশেষ। বদ্ধ পুরুষবিশেষগণ সাধারণ শ্রেণী, যিনি অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেষ তিনি ঈশ্বর। মুক্ত পুরুষের মধ্যে বিশেষ আছে—সাদিমুক্ত ও অনাদিমুক্ত। সাদিমুক্তকে পূর্ব্ব উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া লক্ষিত করা যাইতে পারে। অনাদি-মুক্তদের সেইরূপ করা যাইতে পারা যায় না। তজ্জন্য অনাদিমুক্ত পুরুষ একস্বরূপ। পুরুষতত্ত্বকে অনাদিমুক্ত বলিলে দোষ হয়, কারণ, ঐরূপ বিশেষণ পুরুষতত্ত্বে প্রয়োগ করিবার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। মুক্ত বদ্ধ আদি বিশেষণ সব ত্যাগ করিয়াই পুরুষতত্ত্ব লক্ষিত করিতে হয়। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরকে লক্ষিত করিতে হইলে 'মুক্ত' এই পদার্থের অতিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী। মুক্ত বলিলে মুক্ত চিত্ত বা দুঃখহীন চিত্ত বা অবিদ্যাদি ক্লেশ-কর্ম্মহীন চিত্ত এইরূপ লক্ষ্যার্থ এবং ঐরূপ অতিকল্পনা করিতে হইবে। ঐরূপ অতিকল্পনাই সাধনের জন্য বা ঈশ্বরপ্রণিধানের জন্য প্রয়োজন।

১৩। 'জীব অনাদি' এরূপ বলিলে কি বুঝায়? যতকাল চিন্তা করিতে পারি বা পারিব ততদূর সর্ব্বকালেই জীব নামক পুরুষবিশেষগণ একটা না-একটা উপাধি লইয়া থাকে—এইরূপ বুঝাইবে বা চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ ঈশ্বরকে অনাদিমুক্ত বলিলে ততদূর ঈশ্বর সর্ব্বদাই চিত্তাদি উপাধিমুক্ত পুরুষবিশেষ এইরূপ মাত্র বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অতিকল্পনা করিতে হইবে (যাহা সাধনের জন্য প্রয়োজন)। মুক্ত উপাধির অনাদিত্বহেতু পূর্ব্ববদ্ধ-কোটি কল্পনীয় হইবে না। কারণ, সেইরূপ কল্পনা করিলে অনাদি-মুক্ত এই অতিকল্পনার বিরুদ্ধ কথা বলিতে হইবে। যেমন অনাদিবদ্ধ পুরুষ আছে তেমনি অনাদিমুক্ত পুরুষও আছেন। এই অনাদিমুক্ত পুরুষ এক বলিয়াই অতিকল্পনীয়, কারণ, তাঁহাকে কেবল অনাদিমুক্ত এই মাত্র বিশেষণে বিশেষিত করা যায়, সুতরাং তাঁহাতে ভেদ কল্পনা অসাধ্য। বস্তুতঃ অনাদি বলিলে বলা হয় তাহার আদি কল্পনীয় নহে। অনাদিমুক্ত বলিলে বুঝাইবে তাঁহার পূর্ব্ববন্ধন কল্পনীয় নহে।

মুক্ত বলিলেই যে পূর্ব্ববন্ধন কল্পনীয় হইবে এরূপ কথা নাই। অনাদিমুক্ত বলিলে অতিকল্পনা করিতে হইবে যে, ক্লেশকর্ম্মাদি যাঁহাতে বর্ত্তমানে যেমন নাই তেমনি অতীত কোন কালেও ছিল না। মুক্ত শব্দের অর্থ দুই রকম হয়, যথা—(১) বন্ধন হইতে মুক্ত এবং (২) যে চিত্ত ক্লেশকর্ম্মাদিশূন্য। প্রথম অর্থে বন্ধনকারী উপাধির জ্ঞান থাকিবে, দ্বিতীয় অর্থে তাহা থাকিবে না। অতএব অনাদিমুক্ত ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই ক্লেশকর্ম্মাদিহীন এইরূপ ভাবের দ্বারা অতিকল্পনা করিয়া প্রণিধান করিতে হইবে।

লোকসংস্থান

শাস্ত্রমতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে। সাংখ্যতত্ত্বালোকে উক্ত হইয়াছে যে, সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়স্বরূপ বিরাট্ পুরুষের বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য বুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষাৎকারিগণ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্ব্বকরণের আধার, সত্যলোক সেইরূপ সর্ব্বলোকের আধার। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবদ্ধ, পৃথিবী সূর্য্যে নিবদ্ধ (সূর্য্য যে পৃথিব্যাদির ধারক তাহা যজুর্বেদ ২০।২৩,

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২, প্রভৃতি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়)। যে শক্তির দ্বারা গ্রহতারকাদি বিধৃত রহিয়াছে, তাহার নাম শেষনাগ বা অনন্ত। নাগ বন্ধনরজ্জুর রূপকমাত্র, যেমন নাগপাশ।

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি" (নীলরুদ্র-উপঃ) ইত্যাদি শ্রুতিতেও সর্প কি, তাহা জানা যায়। শেষনাগ সেইরূপ ব্রহ্মের ধারণশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "মণিপ্রাবৎ-ফণাসহস্র-বিধৃত-বিশ্বম্ভরমণ্ডলায়ানন্তায় নাগরাজায় নমঃ" অনন্তের এই নমস্কার হইতেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সহস্র সহস্র ফণায় যে প্রাংশু মণি সকল রহিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত স্বয়ম্ভূত জ্যোতিষ্কনিচয়, যাহার দ্বারা এই আকাশ পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে আছে, সুরেশানী অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ক্ষীরোদার্ণবে বা সত্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন; ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যোগিবদাসীনং শেষভোগময়তল্পপরি-বৃতম্।" অতএব সত্যলোকাশ্রয় করিয়া যে শক্তি এই সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাই অনন্ত। সত্যলোক হইতে তরঙ্গায়িত ক্রিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বলোক বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য সর্প তাহার সুন্দর রূপক। যাহা হউক, সত্যলোকের নিম্নশ্রেণীতে যথাক্রমে তপঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ ও ভূঃ। শুধু পৃথিবীটা ভূর্লোক নহে, এতৎসংলগ্ন এক মহান্ সূক্ষ্মলোকও ভূর্লোক এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য লোকও ভূর্লোক। দিব্যলোক বিরাটের সাত্ত্বিকাভিমানে এবং ভূতলোক রাজসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত, আর তামসাভিমানে নিরয়লোক প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে অথবা যেখানে জড়তা অধিক, তথায় জড়তাবিশ্রান্তি নিরয়লোক*।

বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপী যে অতি সূক্ষ্মতম মূলভাব তাহাই সত্যলোক; তন্নিবাসী দেবগণের নিকট তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদপেক্ষা স্থূলতর ব্যাপী লোক তপঃ। অন্যান্য লোকও সেইরূপ। নিম্ন-লোক-নিবাসিগণের উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তদপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের এই দৃশ্যমান গ্রহ-তারকাদি ও তাহাদের বস্ত্বাদিপূর্ণ স্থূললোক অতিস্থূল বৈরাজাভিমানে অর্থাৎ ভূতাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তদনুরূপ স্থূলক্রিয়াত্মক বলিয়া আমাদের সূক্ষ্মলোক সকল অগোচর থাকে। যে অবস্থায় জড়তা অধিক তাহাই নিরয় লোকের অধিষ্ঠান। নিম্নস্থ দেবগণ ইন্দ্রিয়ের যথাভিলষিত তর্পণ প্রাপ্তে সুখী, আর উচ্চস্থ দেবগণ ধ্যানাহার-পরায়ণ এবং তাঁহারা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক সুখে সুখী। (৩।২৬ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যোগ কি ও কি নহে

এই দর্শনের দৃষ্টিতে যোগের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই প্রকৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে একটি মাত্র জ্ঞানকে মনে উদিত রাখিয়া অন্য সকলের নিরোধ (সম্প্রজ্ঞাত), অথবা সর্ব্ব ব্যবহারিক জ্ঞানের (নিদ্রাজ্ঞানেরও) নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত)। অভ্যাস অর্থে

* শরীর ও শরীর সম্বন্ধীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলে নিরয়যোনি হয়। তাহাতে প্রেতশরীর গুরুবৎ বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ পার্থিব ধাতুর দ্বারা বাধিত না হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিরুদ্ধিত বা পতিত হইতে থাকে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম নিম্নলোক আছে বলিয়া উক্ত হয়, তাহা অযুক্ত নহে। ধর্ম্মের লক্ষণ শরীর ও তৎসম্বন্ধীয় অভিমানের বিরোধি-কর্ম্ম এবং অধর্মের লক্ষণ সেই অভিমানের বর্দ্ধক কর্ম্ম। তাহা হইতে প্রেতশরীরের গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়ের জড়তা এবং অত্যধিক অনুভবনীয় বাসনাবশতঃ মানসিক চাঞ্চল্য-বাধিত যাতনা বিধান আনে।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা। অতএব পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া যে স্বেচ্ছাধীন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ তাহাই যোগ হইল। চেষ্টা না করিয়া বা স্বতঃ বা ইচ্ছার অনধীনরূপে যদি কখন কখন চিত্তের স্তব্ধভাব হয় তাহা প্রকৃত যোগ নহে। দেখাও যায় যে, কোন কোনো লোকের অকস্মাৎ চিত্তের স্তব্ধভাব আসে। তাহারা বলে যে 'ঐ সময়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না", শারীরিক লক্ষণে, যথা সোজা হইয়া বসিয়াও অত্যধিক নিদ্রার মত শ্বাস-প্রশ্বাস হওয়া প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে তাহা নিদ্রার মত অবস্থা। অতএব উক্ত লক্ষণে উহা যোগ নহে। তাহা ছাড়া মূর্চ্ছা, স্নায়বীন কাষ্ঠতা (catalepsy), হিষ্টিরিয়া প্রভৃতিতেও ঐরূপ স্তব্ধভাব হয়। আবার কাহারও কাহারও স্বভাবতঃ অত্যধিক দিন রক্ত-চলাচল বন্ধ করার এবং নিরাহারে থাকার শক্তিও থাকে, তাহাও যোগ নহে। আসন-মুদ্রাদির দ্বারা প্রাণকে প্রকারবিশেষে রুদ্ধ করিয়া অত্যধিক দিন থাকাও প্রকৃত যোগ নহে, কারণ তাদৃশ ব্যক্তিদের অতীষ্ট কোনো একটা মাত্র বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক চিত্ত স্থির করার ক্ষমতাও দেখা যায় না।

একটি মাত্র জ্ঞান রাখিয়া অন্য জ্ঞান রুদ্ধ করা রূপ যোগের তারতম্য আছে। যখন একতানভাবে কিছুক্ষণ একই জ্ঞানবৃত্তি স্থির রাখা যাইতে পারে তখন তাহাকে ধ্যানরূপ যোগাঙ্গ বলে, আর যখন সেই একতানতা এতদূর প্রগাঢ় হয় যে অপর সমস্ত ভুলিয়া, এমন কি নিজেকেও ভুলিয়া, কেবল ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখিতে পারা যায় তখন স্বেচ্ছাধীন তাদৃশ স্থৈর্যকে সমাধি বলা যায়। সমাধির এই লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। অজ্ঞ লোকে অনেক রকম জড় ভাবকে বা আবিষ্ট ভাবকে বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবকে কিংবা তাদৃশ অন্য কোনো ভাবকে যে সমাধি মনে করে তাহার সহিত যোগের কোনো সম্বন্ধ নাই।

সমাধিও বিষয়ভেদে অনেক রকম আছে, যথা, রূপরসাদি গ্রাহ্য বিষয় লইয়া সমাধি, অহঙ্কারাদি গ্রহণ-বিষয় লইয়া সমাধি, অস্মিতামাত্র গ্রহীতৃ বিষয় লইয়া সমাধি। এই সকলের নাম সবীজ সমাধি। সবীজ সমাধির সর্বোচ্চ ভাব অস্মিতামাত্রে বা অস্মিতামাত্রে সমাহিত হওয়া। অবশ্য প্রথমে ধ্যেয় বিষয়ের ধারণা অভ্যাস করিতে হয়, পরে তাহা ধ্যানে পরিণত হইয়া সেই ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে যখন প্রগাঢ়তর ধ্যান হয় তখনই সেই বিষয়ে সমাধি হয়, যেমন, অস্মিতামাত্রে সমাধি করিতে হইলে প্রথমে বিচারের ও মানসিক প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা অস্মিতের ধারণা করিতে হয়, পরে তাহা একতান করিয়া ধ্যান করিতে হয়, তৎপরে তাহা প্রগাঢ় হইলে অস্মিতবোধ-মাত্রে সমাহিত হওয়া যায়। তখন কেবল অস্মিতরূপ বোধ-মাত্রই নির্ভাসিত থাকে, শরীরাদির গুরুতর পীড়াতেও যোগী বিচলিত হন না ('যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—গীতা)। অবশ্য ইহা দীর্ঘকাল নিরন্তর যথার্থ জ্ঞানপূর্বক এবং শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাসসাপেক্ষ এবং বাহ্য সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলে ইহা সাধ্য নহে। সমাধি শক্তি চিত্তে আবির্ভূত হইলে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ইহাদের যে কোনো বিষয়ে সমাহিত হওয়া যায়। কিন্তু অভ্যাসের সময়ে সাধকেরা, যাহাতে শীঘ্র আনন্দ লাভ হয়—এইরূপ বিষয় লইয়াই ধ্যান করিতে নিজ উপদেষ্টার দ্বারা আদিষ্ট হন; কারণ, শব্দরূপাদি গ্রাহ্য বিষয়ে ধ্যান করিয়া শীঘ্র আনন্দ লাভ হয় না এবং সূক্ষ্ম গ্রহীতা আদি বিষয়ের উপলব্ধিও দুষ্কর হইয়া পড়ে।

সাধন করিতে করিতে যা কাহারো কাহারো মধ্যে (কবি টেনিসনেরও হইত) অত্যধিক আনন্দ লাভ হয় বা 'আমি নাস্তি' ইত্যাদি অনেক প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। সাধকদের সাধনের ফলস্বরূপ ঐরূপ কিছু অনুভূতি হইলে তাহা লইয়া ধারণা করা যাইতে পারে এবং

দীর্ঘকালে তাহা ধ্যানে পরিণত হইতে পারে। আর, যাহাদের স্বতঃই কদাচিৎ ঐরূপ কোনো অনুভূতি আসে, ইচ্ছা করিয়া আনিতে পারে না, তাহাদের উহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আর, ঐরূপ ভাব আসিলেই যে ধারণা-ধ্যান-সমাধি হইয়াছে তাহাও নহে, কারণ ঐরূপ আনন্দ, ব্যাপিত্ব ইত্যাদি ভাব আসিলে পরেও ঐ প্রকৃতির চিত্তে বৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে এক-বৃত্তিতা হয় না, অতএব উহা যোগের লক্ষণে পড়ে না। উহা অনুভূতিবিশেষ হইতে পারে এবং সেই অনুভূতি লইয়া ধারণা করিলে তবেই যোগাভ্যাস হইতে পারে।

সমাধিসিদ্ধ হইলে জ্ঞানের ও ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ হয়, যাহার তাহা নাই তাহার সুতরাং সমাধিসিদ্ধি নাই বুঝিতে হইবে। মনে হইতে পারে যে, কোনো সমাধিসিদ্ধ যোগী যদি জ্ঞানের ইচ্ছা অথবা শক্তি-প্রয়োগের ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ না দেখিলেও তিনিও ত সমাধিসিদ্ধ হইতে পারেন ?—সত্য, কিন্তু জ্ঞানের ও শক্তির স্বরূপে প্রয়োগ করিতে যাইয়া যাহারা অকৃতকার্য্য হইতেছে দেখা যায় তাহারা নিজেদেরকে সমাধিসিদ্ধ বলিলে মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত কথা বলে বুঝিতে হইবে।

যোগের ফল ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। সম্যক্‌রূপে চিত্ত স্থির করিয়া বাহ্যাভিমান, শরীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান হইতে ইচ্ছামাত্রই উপরে উঠিতে পারিলে তবেই দুঃখের উপরে উঠা যায়। অতএব ঐরূপে চিত্তস্থির করিয়া সূক্ষ্মতম বিষয়ে না যাইতে পারিলে এবং 'মাত্রাস্পর্শ' (ইন্দ্রিয়াভিমান) ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখাতীত অবস্থায় যাইতে পারা যায় না। অতএব যাহারা ইচ্ছামাত্র ঐরূপ অবস্থায় যাইতে না পারে অথচ নিজেদেরকে জীবন্মুক্তাদি বলে তাহাদের কথা মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত। হিষ্টিরিয়া আদি প্রকৃতিরও কখন কখন স্পর্শাদি বোধ থাকে না, কিন্তু তাহা যে যোগলক্ষণ নহে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রকৃত যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে সমাধিসিদ্ধ না হইলে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত কোনো যোগই হইতে পারে না। সম্প্রজ্ঞাত যোগের জন্য চিত্তের একাগ্রভূমিকা দরকার। সর্ব্বদা গ্রহীতা আমির ধ্যান, ঈশ্বর-প্রণিধান, বিশোকা প্রভৃতির ধ্যান করিয়া যখন চিত্ত অনায়াসে এক বিষয়ে বাঁধা থাকিতে পারে, আর অন্য ভাব আসে না, সেইরূপ চিত্তাবস্থার নাম একাগ্রভূমি। বিক্ষিপ্ত ভূমিকায় সময়ে সময়ে চিত্ত স্থির হইলেও অন্য সময়ে অবশ হইয়া মন কার্য্য করে, সুতরাং এইরূপ বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সাময়িক সমাধি করিতে পারিলেও শাশ্বতী চিত্তশান্তি হয় না, তজ্জন্য একাগ্রভূমিকা আবশ্যক। একাগ্রভূমিক চিত্তে যদি সমাধি হয় এবং সেই সমাধির দ্বারা শুধু প্রজ্ঞা হয় তখন সেই প্রজ্ঞা চিত্তে সর্ব্বদাই থাকিবে বা বলিয়া যাইবে। তাহাকে সমাপত্তি বলে। এইরূপে সমাপন্ন হইবার শক্তিলাভ হইলে পরে যদি সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারিক আত্মভাব যে গ্রহীতা বা মহান্ আত্মা তাহার উপলব্ধি করিয়া তাহাতে সমাপন্ন হওয়া যায় তবেই ব্যবহারিকজগতের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায়। তৎপরে বিবেকজ্ঞানপূর্ব্বক পরবৈরাগ্যবলে যখন সে জ্ঞানকেও রোধ করা যায় তখন চিত্তেন্দ্রিয়ের সম্যক্ শান্তি হয় এবং কেবল পুরুষপুরুষ থাকেন। তাহাই যোগের পরম ফল শাশ্বতী শান্তি বা কৈবল্যমোক্ষ।

চিত্তের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পারে। সুতরাং রাজস চাঞ্চল্য রুদ্ধ করিলেই যে তাহা সাত্ত্বিক হইবে তাহা নহে, উহা তামসও হইতে পারে। জড়তা ঐরূপ চাঞ্চল্যহীন কিন্তু তামস অবস্থা। কেবল বৃত্তিরোধই যোগ নহে, কথিত গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতা আদি কোনো তত্ত্বে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থিতি করত যে বৃত্তিরোধ তাহাই যোগ। মুক্তাত্ম

ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্ত কোনো তত্ত্বে স্থিতি করে না। ক্লোরোফর্ম-আদির ফলেও চিত্তের জড়বৎ ভাব হয় কিন্তু তাহাকে লোকে অজ্ঞান অবস্থাই বলে। হিষ্টিরিয়া মূর্চ্ছাভাব-আদিও (ইহা সব মানস রোগবিশেষ) ঐ জাতীয়। ইহারা অবশ ও জড় অবস্থা, আর, যোগ স্ববশ ও পূর্ণ চেতন অবস্থা। বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়ের কতক সাদৃশ্য আছে বলিয়া লোকে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু উভয়ের চিত্তাবস্থা ও পরিণাম অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন ও বিপরীত।

(১) চিদ্রূপ দ্রষ্টা পুরুষ। (২) ত্রিগুণাত্মিকা দৃশ্যা প্রকৃতি।

পুরুষ নিমিত্তকারণ, আর প্রকৃতি উপাদান বা অনুযুক্তিকারণ। পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্টা প্রকৃতি অশেষ প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, সেই বিকারসমূহের মধ্যে এই তত্ত্বগুলি সাধারণ, যথা—

(৩) মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়মাত্র।

(৪) অহং, ইহা অভিমান মাত্র (৫) চিত্ত, ইহার ধর্ম্ম প্রত্যয় ও সংস্কার স্বরূপ।

অহংতত্ত্বের বিকার-অবস্থার নাম চিত্ত, তাহার মূল ধর্ম্ম বিভাগ যথা—প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা এবং স্থিতি বা ধারণ। প্রাচীন শাস্ত্রে চিত্ত প্রায়ই 'বিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি = প্রত্যয়, এবং স্থিতি = সংস্কার। যাবতীয় চিন্তা বা পর্য্যালোচনা সমস্তই চিত্তের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, চিত্ত ছাড়া পর্য্যালোচনাদি হইতে পারে না।

তদ্ব্যতীত (৬) জ্ঞানেন্দ্রিয়তত্ত্ব, (৭) কর্ম্মেন্দ্রিয়তত্ত্ব, (৮) তন্মাত্রতত্ত্ব ও (৯) ভূততত্ত্ব এই তত্ত্ব সকল আছে, তত্ত্বসকলের দ্বারাই বিশ্ব নির্ম্মিত। যাহা কিছু কল্পনা বা ধারণা করিবার অথবা বুঝিবার যোগ্য তাহারা সমস্তই এই তত্ত্বসকলের দ্বারা রচিত। এই তত্ত্বসকলের সমষ্টির ব্যতিরিক্ত কোনো পদার্থ দেখিতে পাইবে না। শ্রুতি বলেন —

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

সাংখ্যের সহিত এই তত্ত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সম্পূর্ণ একমত। গীতাও বলেন "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

অতএব সাংখ্যদৃষ্টিতে বিশ্বের মূলভূত উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর-কল্পনা করিলে অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ কল্পনা করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রণবিশেষ হইবেন। বস্তুতঃ ক্ষিতি হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রণ, তজ্জন্য সাংখ্যেরা তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরকে মূলকারণ বলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষকেই বলেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থই প্রকৃতিযুক্ত পুরুষবিশেষ। শ্রুতি যথা—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। (শ্বেতাশ্বতর)। মৌলিক উপাদান ও নিমিত্ত না হইলেও প্রজাপতি ঈশ্বর যে জগতের রচয়িতা তাহা সাংখ্য (এবং সমস্ত আর্ষশাস্ত্র) বলেন।

ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই বুদ্ধিধর্ম্ম-সমূহের ন্যূনাতিরেক অনুসারে পুরুষসকল অশেষভেদসম্পন্ন। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অবিদ্যা নিরস্ত হইলে তাদৃশ পুরুষকে মুক্ত বলা যায়। মুক্ত পুরুষের মধ্যে যিনি অনাদিমুক্ত সুতরাং যাঁহার উপাধি নিরতিশয়জ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। তিনি জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ, কারণ, মুক্ত পুরুষ এই নিঃসার জগদ্ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত আছেন এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অন্যায্য।

বিবেকখ্যাতিহীন কিন্তু সমাধিবিশেষের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, এরূপ পুরুষও সাংখ্যসম্মত। সাংখ্য তাঁহাদের জন্য-ঈশ্বর বলেন,—"স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই সাংখ্য সূত্রদ্বয়ে ঐরূপ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা নারায়ণ নামক ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বর স্বীকৃত আছে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও উক্ত সাংখ্যীয় রাদ্ধান্তের সমর্থক। তদ্ব্যতীত সমস্ত স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রও (শঙ্কর-মতাশ্রয় করিয়া যে সব পুরাণাদি রচিত হইয়াছে তাহা অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে) ঐ মতাবলম্বী। যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তেমনি অসংখ্য প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভও আছেন, যম নামক দেবতা ধর্ম্ম ও নিয়মের নিয়ন্তা, ইন্দ্র দেবতাদের রাজা ইত্যাদি আর্ষশাস্ত্রোক্ত মত-সমূহের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধ নাই বরং উহারা সাংখ্যের সমর্থক।

অতএব সাংখ্যমতে তত্ত্বদৃষ্টিতে জড় সকল জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্ত। ঈশ্বরাদি সমস্তই সেই উপাদানে ও নিমিত্তে নির্মিত। শুদ্ধ-চৈতন্যের নাম আত্মা বা পুরুষ, ঈশ্বর নহে। তিনি জগতের স্রষ্টা, পাতা ও কর্ম্মফলদাতা নহেন, কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, ধ্রুব প্রভৃতি দেবগণ জগৎকার্য্যে ব্যাপৃত।

উপনিষদের 'অক্ষর' পুরুষই সাংখ্যের হিরণ্যগর্ভ নামক জন্য-ঈশ্বর। তাঁহার অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড ব্যবস্থিত বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্রহ্মলোকস্থ আত্মাই এই ব্রহ্মলোকস্থ জন্য-ঈশ্বর। আর, শ্রুতির "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ," "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ," তুরীয় আত্মাই সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ। এই সকল বিষয় স্মরণপূর্ব্বক সাংখ্যগণকে শ্রুতিসম্মত ব্যাখ্যাত হয় এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যাও হয়। ('শ্রুতিসার' দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর শাঙ্কর মত উপন্যস্ত হইতেছে। তন্মতে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম জগতের কারণ, তিনি ঈক্ষা বা পর্য্যালোচনা করিয়া জগৎ সৃজন করেন। সৃষ্টি তাঁহার লীলা, তিনি কেন সৃষ্টি করেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই, যেহেতু তাহা সিদ্ধ মহর্ষিদেরও দুর্ব্বোধ্য।

"ব্রহ্ম দ্বিরূপ। বিদ্যা ও অবিদ্যা-বিষয়-ভেদে দ্বিরূপতা হয়, তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য-উপাসক-লক্ষণ সর্ব্ব ব্যবহার হয়" (শারীরক ভাষ্য, ১।১।১১ সূ)।

ব্রহ্মই একমাত্র আত্মা অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণীর আত্মা। "আত্মা এক হইলেও চিত্তোপাধি-বিশেষের তারতম্যে আত্মার কূটস্থ নিত্য এক-স্বরূপের উত্তরোত্তর প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কারের তারতম্য হয়।" (১।১।১১সূ)।

অধুনাতন মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকে মায়োপহিত চৈতন্য এবং জীবকে অবিদ্যোপহিত চৈতন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

পরমাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রচুর আনন্দ-স্বরূপ বা আনন্দময়, সংসারী জীব আনন্দময় নহে। (অথচ শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ তাহা নিষ্কামীর পুরুষের নহে, কিন্তু প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের) ঈশ্বর ভোক্তার অর্থাৎ জীবের আত্মা ("আত্মা স ভোক্তুরিত্যাপরে")। ঈশ্বর মহামায়। যেমন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা অসৎ পদার্থকে সৎস্বরূপে প্রদর্শন করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ মায়ার দ্বারা এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতেছেন, যথা ভাষ্যে "পরমেশ্বর অবিদ্যা-কল্পিত-শারীর, কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিজ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন সূত্রের দ্বারা আকাশে আরোহণকারী খড়্গচর্ম্মধৃক্ মায়াবী এবং ভূমিষ্ঠ মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) ভিন্ন, সেইরূপ।"

"জীব ঘটস্থরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন; ঈশ্বর অনুপাধি-পরিচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়।"

"জীব আনন্দময় নহে, কিন্তু যখন ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর তাদাত্ম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার আনন্দযোগ হয় (অথচ বেদান্তীরা বলেন মোক্ষে জীবত্ব থাকে না, তখন জীবত্ব-ভ্রান্তি যাইয়া 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ সত্য জ্ঞান হয়। অতএব জীবের আনন্দযোগ হয় ইহা যুক্তি-বিরোধ। জীবই থাকে না, আনন্দ কাহার হইবে? ঈশ্বর ত আনন্দযুক্ত আছেনই)। ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে সৃজন করেন, কর্ম্ম অনাদি।"

সংক্ষেপতঃ জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে ইহাই শাঙ্কর দর্শনের মত। এক্ষণে দেখা যাউক সাংখ্য ও শাঙ্কর মতের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

১। মায়াবাদীরা নিজেদের বেদান্তী বলেন। কিন্তু বেদান্তী নাম তাঁহাদের নিজস্ব হইবার কিছুই কারণ নাই। ছয় আস্তিক দর্শনই নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, মায়াবাদীরা মায়াবাদ অনুসারে করেন। মায়াবাদ শঙ্করের প্রতিষ্ঠাপিত, প্রাচীন ঋষিরা উপনিষদের যেরূপ অর্থ বুঝিতেন তাহা শঙ্করের সময়ে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ যেরূপ চলিয়া আসিতেছিল তাহা শঙ্করের পূর্বতন সাংখ্যদের সম্প্রদায়ে ছিল, শঙ্কর সেই পূর্বপ্রচলিত ব্যাখ্যা অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মায়াবাদী অপেক্ষা সাংখ্যদের সহিত বেদান্তের প্রাচীনতর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মহাভারত বলেন "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র" ইত্যাদি*।

২। শঙ্কর নিজের মতকে অদ্বৈতবাদ বলেন আর সাংখ্যদের দ্বৈতবাদী বলেন, শাঙ্কর মতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, দ্বিরূপ (অবিদ্যাখ্য ও বিদ্যাখ্য), মায়াবী এক পরমেশ্বর জগতের কারণ, সুতরাং শাঙ্কর মত অদ্বৈতবাদ। আর, সাংখ্যমতে, পুরুষ ও প্রধান জগতের মূলকারণ বলিয়া তাহা দ্বৈতবাদ।

উপরে উক্ত শাঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত ঈশ্বরের লক্ষণ হইতে বিজ্ঞ পাঠকেরা বুঝিবেন যে কোন "বিচুড় বালির পাহাড়" যেমন 'এক' শঙ্করের ঈশ্বরও সেইরূপ 'এক'। একখানি গালিচার কারণ (উপাদান) কি ইহা জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিল 'পাট এবং তুলা'; আর একজন বলিল 'সূতা'। প্রথম বাদী যেরূপ দ্বৈতবাদী সাংখ্য সেইরূপ দ্বৈতবাদী, আর মায়াবাদী শেষোক্তের ন্যায় অদ্বৈতবাদী। এই গৃহ কিসের দ্বারা নির্মিত?—এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিল 'উহা মাটি, পাথর ও কাঠের দ্বারা নির্মিত', আর একজন 'অদ্বৈতবাদী' বলিল উহা 'পদার্থের' দ্বারা নির্মিত। এই 'পদার্থবাদীর' ন্যায় শঙ্কর অদ্বৈতবাদী†।

* শঙ্করের পরে যে সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটাতে শাঙ্করমত, কোনটায় প্রাচীন সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রমধ্যে "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা" ইত্যাদি বচনও যেমন পাওয়া যায়, সাংখ্যেরও সেইরূপ নিন্দা পাওয়া যায়। প্রাচীন কালেতে যে মায়াবাদ ছিল না তাহা সম্পূর্ণ সত্য। শঙ্করের কিছু পূর্ব হইতে উহার প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। মাধ্যমিক বৌদ্ধদের ভিতর ঠিক শঙ্করের মত মায়াবাদ ছিল কেবল তাহার মূল পদার্থ 'শূন্য', শঙ্করের মূল পদার্থ ঈশ্বর। মাধ্যমিকদের ও বৈদান্তিকদের মায়ার লক্ষণ প্রায় একরূপ, তাই মায়াবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিবার আপত্তি আছে। বৈদান্তিকেরা বলেন 'ন সতী নাসতী মায়া ন চৈবোভয়াত্মিকা। সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥' মাধ্যমিকেরা বলেন "ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্। চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥" গৌড়পাদাচার্য (যিনি শঙ্করের পরমগুরু) মাণ্ডূক্য কারিকার অনেক স্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছেন, যথা সংবৃতি, বুদ্ধ, নায়ক, তায়ী ইত্যাদি। কারিকাস্থিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে সহসা তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে হইতে পারে। "জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্। জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্॥ ৪।১। এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা॥ ৪।১৯। সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ॥ ৪।৫৭। বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্॥ ৪।৮০। অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ। কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ। ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্॥ ৪।৮৩-৮৪। অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ধর্মাঃ প্রকৃতিনির্মলাঃ। আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ॥ ৪।৯৮। ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ। সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥ ৪।৯৯"। যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

† অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে [illegible] বলেন "যদি তাবদ্ অদ্বৈতসিদ্ধৌ প্রমাণমস্তি তর্হি তদেব দ্বিতীয়মিতি নাদ্বৈতম্। অথ নাস্তি প্রমাণং তর্হি প্রমাণাভাবাদদ্বৈতপ্রতিপাদিকায়াঃ সিদ্ধেঃ অভাবাদিতি। যথার্থ বালোপলব্ধিকা-

শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, অতএব শঙ্কর যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা লইয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত ছিল। সাংখ্যের যুক্তির সদুত্তর দিতে না পারিয়া শঙ্কর একস্থানে (২।১।৬) অজ্ঞেয় বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন —

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"* অতএব জগৎ কারণ যাহা সিদ্ধাদিরও দুর্জ্ঞেয়া, তদ্বিষয়ে তর্কযোজনা করা উচিত নহে, তাহা আগমের দ্বারাই গম্য। তাহা হইলে কিন্তু কথা হইতেছে কোন্ আগম কাহার ব্যাখ্যা সমেত গ্রাহ্য? সাংখ্যই প্রাচীনতম ঋষিদের দর্শন অতএব তাহাই গ্রাহ্য, শঙ্করের ব্যাখ্যা সুতরাং হেয়। বস্তুতঃ সাংখ্যেরা অচিন্ত্যভাবকে তর্কযুক্ত করিতে যান না। অচিন্ত্য পদার্থ আছে, এই সত্তা-সামান্য সর্ব্বথা চিন্ত্য, সাংখ্যেরা সেই সত্তাই অনুমানের দ্বারা স্থির করেন, আর যাহা অচিন্ত্য তাহাও তর্কের দ্বারা স্থির করেন, যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ। পুরুষের স্বরূপ অচিন্ত্য কিন্তু তিনি আছেন ইহা চিন্ত্য। অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সাংখ্যেরা এইরূপ সামান্যমাত্রের উপসংহার করিয়া আগমের মনন করেন; উহা মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় উপাদেয়, শঙ্কর তাহা সম্পূর্ণ পারেন নাই বলিয়া তাহা হেয় নহে।

পরন্তু 'ঈশ্বর জগৎকারণ' ইহা চিন্ত্য বিষয়। তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তর্কের দ্বারা পরীক্ষণীয়। কিন্তু সাংখ্যদের পুরুষ, মোক্ষ ও মহদাদি-তত্ত্ববিষয়ক তর্কপূর্ণ মননসকলের মূল আগম। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ উহার শ্রবণ ও যুক্তির মনন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণ মনীষী ব্যক্তির তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু পারদর্শী কপিলাদি ঋষিদের উপদিষ্ট তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে। পরোক্ষ বস্তুর শাস্ত্রের অর্থনিশ্চয়রূপ তর্ক (বা interpretation) যাহা শঙ্কর করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা অপ্রতিষ্ঠ, সাংখ্যের তর্ক জ্যামিতির তর্কের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

৩। শঙ্কর বলেন "সাংখ্যেরা ত্রিগুণ, অচেতন, প্রধানকে জগতের কারণ মনে করেন।" ইহা কতক সত্য, যেহেতু সাংখ্যমতে ত্রিগুণ উপাদানকারণ তদ্ব্যতীত চেতন পুরুষ নিমিত্ত-কারণ। কিন্তু শঙ্কর যে বলেন "সাংখ্যেরা প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমৎ মনে করেন" ইহা সত্য নহে। শঙ্করকে কোনও সাংখ্য উহা বলিয়াছিলেন, কি শঙ্করের উহা কল্পিত তাহা স্থির নাই, কিন্তু সাংখ্যের যে উহা মত নহে তাহা নিশ্চয়। সাংখ্যমতে উপাধিযুক্ত পুরুষই সর্ব্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হইতে পারে। কোনও তত্ত্ব 'সর্ব্বজ্ঞ' বা 'অল্পজ্ঞ' হইতে পারে না। জ্ঞান ও শক্তি প্রধান-পুরুষের সংযোগজাত পদার্থ সুতরাং উহা প্রধান-তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদক গুণ হইতে পারে না, জ্ঞানমাত্রই বিষয়তত্ত্ব ও করণতত্ত্ব সাপেক্ষ। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা সর্ব্বজ্ঞ নহে। সত্য বটে, জ্ঞানে সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজস্তম সহকারী কিন্তু তাহাতেও প্রধান সর্ব্বজ্ঞ হইবে না।

* শঙ্করের উদ্ধৃত এই পুরাণস্থ শ্লোক হইতে সাংখ্যের বহু পুরুষ এবং বহু প্রকৃতি সিদ্ধ হয়। "প্রকৃতিভ্যঃ" (= প্রকৃতিগণ হইতে) বলাতে এখানে বহু প্রকৃতি বুঝাইতেছে, আর তাহাদের 'পর' বহু পুরুষ। যথা শ্রুতি— "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ", আর 'অচিন্ত্যাঃ ভাবাঃ' এইরূপ বহুবচন থাকাতে বহুপুরুষ সিদ্ধ হইল। নির্গুণ পুরুষই প্রকৃতি হইতে 'পর'। শঙ্করের ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে পর নহেন। শ্রুতি বলেন "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্", শঙ্করও বলেন "মায়াময়াঃ কারণকার্য্যশক্তী ঈশ্বরপ্রকৃতী।"

"প্রকৃতিগণ" অর্থে অব্যক্ত মহদাদি বহু প্রকৃতি, অতএব "অব্যক্ত, মহৎ আদি নাই" শঙ্করের এই উক্তি তাঁহার নিজের সমাহৃত শ্লোক হইতেই খণ্ডিত হইল।

অতএব শঙ্কর যে বলেন সাংখ্যমতে "অচেতন প্রধান স্বতঃ সর্বজ্ঞ" তাহা অলীক। সুতরাং শঙ্কর ঐ মতের খণ্ডনবিষয়ে যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা 'অজ্ঞানপ্রসূত লঘুক্রিয়া' হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু সাংখ্যের কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

সোপাধিক পুরুষবিশেষই সর্বজ্ঞ হইতে পারেন। সাংখ্য হিরণ্যগর্ভ নামক তাদৃশ পুরুষকে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলেন, শ্রুতি তাঁহারই প্রশংসা করিয়াছেন।* তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে সোপাধিক পুরুষমাত্রই যে চিৎ ও প্রধানের সংযোগ তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬। শঙ্কর সর্বজ্ঞের এইরূপ অর্থ করেন, "যদা হি সর্ববিষয়াবভাসনক্ষমং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোঽসর্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।" (১।১।৫) ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলে নিত্য জ্ঞান ও নিত্য জ্ঞেয় বিষয় স্বীকার করিতে হয়। নিত্য দ্রষ্টা ও নিত্য দৃশ্য থাকা যদি 'অদ্বৈতবাদ' হয় তবে দ্বৈতবাদ কি হইবে?

৭। ঈশ্বর সোপাধিক (প্রাকৃত-উপাধিযুক্ত); যেহেতু করণ ব্যতীত জ্ঞান ও শক্তি থাকা সিদ্ধ হয় না, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। শঙ্কর তাহার উত্তরে কোনও যুক্তি দিতে পারেন নাই, কেবল স্বরুচির অনুযায়ী ব্যাখ্যাসহ শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন।

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে * * * স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" শঙ্কর মনে করেন যে এই দুই শ্রুতিতে "শরীরাদি (করণ) নিরপেক্ষ অনাবরণ জ্ঞান আছে" তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ শ্রুতির অর্থ তাহা নহে (কারণ সাংখ্যপক্ষে উহার অন্য যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়)। কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যা যথার্থ কি সাংখ্যের ব্যাখ্যা প্রকৃত তাহা কে বলিবে? ঐ শ্রুতির সাংখ্যযোগ অনুসারে ব্যাখ্যা করিলে উহার সুন্দর ও সঙ্গত অর্থ প্রকটিত হয় এবং শাঙ্কর মতের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। যোগীরা বলেন, ঈশ্বর "সর্বেষ গুরুঃ সর্বেশেশ্বরঃ" (যোগভাষ্য)। অতএব তাঁহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বা ঐশ্বর্য স্বাভাবিক অর্থাৎ আগন্তুক নহে। যাঁহারা যোগ-সিদ্ধি করিয়া অলৌকিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া লাভ করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য আগন্তুক। উহার এরূপ অর্থও হয় যে, চৈতন্যের ভিতর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নাই, উহারা অর্থাৎ সত্ত্ব, তম ও রজ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক।

আর "তাঁহার কার্য ও করণ নাই" এই অংশের যথাবিহিত অর্থ গ্রহণ করিলে শঙ্করের জগৎকর্তা ঈশ্বরই নিরস্ত হয়। বস্তুতঃ এই অংশ যোগোক্ত সর্বজ্ঞ অথচ নিষ্ক্রিয়, মুক্ত পুরুষ-বিশেষ-রূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকতর যুক্ত হয়। মুক্ত পুরুষেরা কার্য ও করণের বশ নহেন সুতরাং ঈশ্বরও সেরূপ নহেন।

শঙ্করের মতে কার্য অর্থে শরীর, আর করণ ইন্দ্রিয়। তাহা হইলেও সাংখ্যপক্ষের ক্ষতি নাই, কারণ, সিদ্ধপুরুষেরা শরীর ও ইন্দ্রিয় লইয়া বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা নির্মাণচিত্ত দিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, ঐশ্বর্যপ্রকাশ করিয়া সেই নির্মাণচিত্ত সংহরণ করেন, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই নির্মাণচিত্ত অস্মিতার দ্বারা হয়—"নির্মাণচিত্তান্যস্মিতা-মাত্রাৎ" (যোগসূত্র)।

ঈশ্বর ত দূরের কথা, সিদ্ধ যোগীরা ও হস্তপদাদির দ্বারা ঐশ্বর্যপ্রকাশ করেন না। তাঁহারা উক্ত নির্মাণচিত্তের দ্বারাই কার্য করেন, অতএব দেহেন্দ্রিয় ঈশ্বরের না থাকিলেও তিনি

* শ্রুতিতে প্রশংসামূলক অনেক আরোপিত গুণ থাকে। ঈশ্বরের অতিশয়তা শ্রুতিতেও সেইরূপ আছে। শঙ্কর তৎসমূহকে তত্ত্বকথন মনে করিয়া অনেক ভ্রান্তি সৃজন করিয়াছেন।

নির্মাণচিত্তের দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। সর্ব্বকরণ-ব্যতিরেকেও তিনি 'করণকার্য্য' করেন এইরূপ অসঙ্গত ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল অর্থেই করণধর্ম্ম।

দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ এই—তিনি অপাণিপাদ হইলেও বেগবান্ ও গ্রহীতা; অচক্ষু হইলেও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইলেও তিনি শ্রবণ করেন। তিনি বেদ্যকে জানেন, তাঁহার কেহ বেত্তা নাই। তাঁহাকেই অগ্র্য মহান্ পুরুষ বলা হইয়াছে।

শঙ্কর নির্গুণ পুরুষ, মায়াযুক্ত ঈশ্বর, ও প্রথমজ পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ এই তিনকে 'আত্মা' নামের সাদৃশ্য হেতু এক মনে করিয়া সেই দর্শন (বা Theory) অনুসারে শ্রুতিব্যাখ্যা করিয়াছেন ('সাংখ্যের ঈশ্বর' § ৩)। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতির লক্ষ্য ঈশ্বর নহেন, কিন্তু নির্গুণ পুরুষ। পুরুষ দ্রষ্টা বা বেত্তা, অতএব তাঁহার আর কে বেত্তা হইবে? তজ্জন্য তাঁহার বেত্তা নাই, তিনি আত্মার (বুদ্ধির) দ্বারা, অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপারূঢ় বিষয় সকলের সাক্ষী, অতএব জ্ঞেয় বিষয় সকল (গমন-গ্রহণ-দর্শনাদি) পুরুষের সাক্ষিত্বের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা প্রত্যয়ানুপশ্য, তাই জ্ঞান ও কার্য্য সকল বিজ্ঞাত হয়, নচেৎ তাহারা অচেতন যন্ত্রারূঢ়-স্বরূপ, অতএব পুরুষই উপদর্শনের দ্বারা জ্ঞান ও কার্য্যের ব্যক্ততার হেতু, তাই তিনি অপাণিপাদ হইলেও জবন ও গ্রহীতা, অচক্ষু হইলেও দ্রষ্টা ইত্যাদি।

অতএব উক্ত শ্রুতিদ্বয় করণব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তির উপদেশ করেন নাই। যোগসিদ্ধদের ক্বচিৎ স্থূল শরীর ও স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যক্ত না থাকিলেও সূক্ষ্ম করণের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ ও জ্ঞেয় এই তিন জ্ঞানসাধন পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান-পদার্থ বুঝিবার বা ধারণা করিবার যোগ্য নহে, সুতরাং করণ-শূন্য-জ্ঞানশালী কোন পদার্থ বলিলে তাহা বুঝিবার পদার্থ হইবে না, কিন্তু অবাস্তব প্রলাপমাত্র হইবে। 'সসীম অনন্ত' যেমন অসম্বদ্ধ-প্রলাপ শঙ্করের করণশূন্য-জ্ঞানশালী ঈশ্বরও তদ্রূপ।*

অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের ক্লিষ্ট জ্ঞান শরীরাদি-করণের দ্বারা হয় আর বিদ্যাযুক্ত পুরুষের অক্লিষ্ট জ্ঞানও করণের দ্বারা হয়। ঈশ্বর হইতে ক্রিমি পর্য্যন্ত সকলেরই জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে এই নিয়ম। অতএব শঙ্করের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অসংহত পদার্থ নহেন কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপ সাংখ্যীয় মূল তত্ত্বদ্বয়ের সংঘাতবিশেষ হইলেন। ঈশ্বরের আত্মা অসংহত চিদ্রূপ পুরুষতত্ত্ব এবং ঈশ্বর যদ্দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন সেই ঐশ্বরিক অন্তঃকরণ নিশ্চিত প্রকৃতিতত্ত্বের অন্তর্গত।

৮। শঙ্কর বলেন (১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে) "সংসারী জীবেরই শরীরাদির অপেক্ষা করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের সেরূপ হয় না।" আবার তিনিই বলেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য সংসারী নাই। এই বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা শঙ্কর এইরূপে করেন,—সত্য বটে ঈশ্বর হইতে অন্য সংসারী কেহ নাই, তথাপি দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধিসংযোগ (সম্বন্ধ) আমাদের অভিপ্রেত, যেমন ঘট, শরাব, গিরি গুহাদির সহিত আকাশের সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত "ঘট-ছিদ্র" "করক-ছিদ্র" প্রভৃতি মিথ্যা শব্দপ্রত্যয়ব্যবহার লোকে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এস্থলে দেহাদি-সংঘাতোপাধির সম্বন্ধজনিত অবিবেক হইতে ঈশ্বর ও সংসারিরূপ মিথ্যা ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়।" ইহা শাঙ্কর দর্শনের অন্যতম বস্তু স্বরূপ। ইহাতে যে যে শঙ্কা হয় তাহার উত্তর কিন্তু মায়াবাদীরা দিতে পারেন না। ইহাতে শঙ্কা হইবে—উপাধিসম্বন্ধ সংসারিত্বের কারণ

* কেহ কেহ বলিবেন মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর কিসে নির্মিত তাহা স্থির করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ইহা সত্য হইলে যাহারা ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা 'ঈশ্বর' পদার্থ উদ্ভাবিত করিয়াছে তাহারাই ধৃষ্টের একশেষ। ঈশ্বরও মানবের 'উদ্ভাবিত' পদার্থ বিশেষ। সকল মনুষ্যই নিজেদের ধারণানুযায়ী ঈশ্বর কল্পনা করেন।

ইহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু সংযোগ হইলে দুই বস্তুর প্রয়োজন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যদি আছেন তবে উপাধি আসিবে কোথা হইতে ? শঙ্করও বলেন "বিদ্যো হি সম্বন্ধঃ।"

ঘটও আছে আকাশও আছে, তাই উপাধিসম্বন্ধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের দেহাদি উপাধি আসে কোথা হইতে ? তিনি কি লীলাবশত "অনাদি" উপাধি "সৃজন" করিয়াছেন ? লোকে অজ্ঞান বশত ঘটচ্ছিন্ন বকচ্ছিন্ন বলে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাধিসম্বন্ধ হইলে কে অজ্ঞানবশত সংসারী বলে ও দেখে ? উপাধিসংযোগ ও ভ্রান্তি একই কথা। যখন অব্যাপ্ত ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই তখন ঐ ভ্রান্তি কাহার ও কেন হয় তাহাই প্রশ্ন। শঙ্কর উহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন নাই।

আবার শঙ্কর বলেন, অধ্যাস অনাদি। দুই পদার্থ থাকিলেই সর্ব্বত্র অধ্যাস হইতে পারে। শঙ্করও বলেন দেহাদি উপাধি ও ঈশ্বর এই দুই পদার্থেরই অধ্যাস হয়, সুতরাং এই দুই পদার্থই অনাদি সত্তা। অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরও আছেন উপাধিও আছে, কখনও এরূপ ছিল না যে, কেবল ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ নিঃসার বাগাড়ম্বর মাত্র, দ্বৈতবাদই সত্য। মায়াবাদীরা বলিবেন উপাধি ঈশ্বরে অনির্ব্বচনীয় ভাবে থাকে। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় ভাবেই থাকুক বা নির্ব্বচনীয় ভাবেই থাকুক, ব্যাকৃত ভাবেই থাকুক বা অব্যাকৃত ভাবেই থাকুক, তাহা যে থাকে বা আছে তাহা বলিতেই হইবে।

সাংখ্যেরা সেইরূপই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যে আছে (ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে) এইরূপই বলেন, তাহাই প্রকৃতি। অতএব এ সম্বন্ধে সাংখ্যের অসঙ্গত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ সাংখ্যের সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বদর্শন অতিক্রম করা মানববুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। অদ্যাবধি জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে যাহা বলিয়াছে, আর মানব-মনের দ্বারা যাহা তদ্বিষয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা সমস্তই সিদ্ধেশ্বর আদিবিদ্বান্ পরমর্ষি কপিলের সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বদর্শনের অন্তর্গত হইবে, "ন তদস্তি পৃথিব্যাং" ইত্যাদি গীতার বচন স্মর্ত্তব্য।

৯। উপমা এবং উদাহরণের ভেদ অনেকেই তত বুঝেন না। 'ঘটাকাশ' ও 'মহাকাশ' মায়াবাদীরা উপমা-স্বরূপে ব্যবহার করেন না কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপে করেন। উপমা প্রমাণ নহে, উহার দ্বারা বুঝিবার কথঞ্চিৎ সাহায্য হয় মাত্র। উদাহরণ হইতে উৎসর্গ বা নিয়ম সিদ্ধ হয়, তাহা যুক্তির হেতুস্বরূপ অঙ্গ হয়। (ভাস্বতী ৪।১৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

'আত্মা আকাশবৎ' এরূপ উপমা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু উহা উপমারূপে ব্যবহার না করিয়া মায়াবাদীরা উহাকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন আকাশের ঘটকৃত উপাধি হয়, কিন্তু তাহাতে আকাশ ভিন্ন বা স্বরূপচ্যুত হয় না। ইহাতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, পদার্থ-বিশেষের উপাধির দ্বারা স্বরূপচ্যুতি হয় না। পরমাত্মাও সেই জাতীয় পদার্থ। অতএব উপাধির দ্বারা তাঁহারও স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না।

যখন মায়াবাদী আচার্য্য বলেন "উপাধিযোগে পরমাত্মার স্বরূপহানি হয় না", তখন যদি মুমুক্ষু জিজ্ঞাসা করেন 'তাহা কিরূপে সম্ভব', আচার্য্য তদুত্তরে ঘটাকাশ ও মহাকাশ উদাহৃত করিয়া উহা সিদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। শঙ্করকেও তাঁহার দর্শনের সাতিশয়ে আকাশ-পদার্থকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ঘটাকাশ ও মহাকাশ পদার্থ না থাকিলে মায়াবাদ থাকিত কিনা সন্দেহ।

বলা বাহুল্য উদাহরণ বাস্তব হওয়া চাই। কিন্তু মায়াবাদীর আকাশরূপ উদাহরণ বাস্তব পদার্থ নহে, উহা বৈকল্পিক পদার্থ, অর্থাৎ তাহা শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ-বিশেষ। আকাশ নামক যে ভূত, যাহার গুণ শব্দ, তাহা ঐ 'ঘটাকাশের' আকাশ নহে, কারণ, ঘটের

মধ্যে শব্দ করিলে তাহা অনেক পরিমাণে ঘটের দ্বারা রুদ্ধ হয়, অতএব ঘটস্থিত শব্দগুণক আকাশভূত বস্তুই ঘটের দ্বারা সংচ্ছিন্ন হয়। তাহার দ্বারা মায়াবাদীর ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা ও অপরিচ্ছিন্নতাস্বভাব সিদ্ধ হইবার নহে।

আর এক বৈকল্পিক আকাশ আছে তাহার অপর সংজ্ঞা অবকাশ ও দিক্। তাহা পঞ্চভূতের নিষেধমাত্র। নিষেধ বা অভাব পদার্থ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ। মায়াবাদীর আকাশও এই বৈকল্পিক আকাশ।

বিশ্বের ঊর্দ্ধ অধঃ যেখানে দেখিবে সেইখানেই পঞ্চভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের একতর গুণ নাই এরূপ স্থান নাই। পৃথ্বী ও অন্তরীক্ষ বায়ু-আলোকাদিতে পূর্ণ। ঘটের মধ্যও বায়ু-আলোকাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থে পূর্ণ থাকে। অভৌতিক আকাশ কুত্রাপি থাকে না। বস্তুতঃ শব্দাদি-গুণ-বিযুক্ত স্থান কল্পনা করাও অসাধ্য। তবে বলিতে পার "কোন স্থানে যদি শব্দস্পর্শরূপাদি না থাকে, সেই স্থানকে আকাশ বলি" তাহার লক্ষণ হইলে শব্দাদি-শূন্য স্থান। কিন্তু শব্দাদিশূন্য স্থান ধারণাযোগ্য নহে, সুতরাং তাদৃশ আকাশকে শব্দাদিশূন্য বিকল্পনীয় পদার্থ বলিতে হইবে, অর্থাৎ নাম আছে বস্তু নাই এরূপ পদার্থ। অতএব ঐ বাঙ্মাত্র আকাশের গুণকে উদাহরণস্বরূপ করিয়া কিছু প্রমাণ করিতে পারিলে সেই প্রমাণের মূল বিকল্পমাত্র হইবে।

"ঘটরূপ উপাধির দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না" এরূপ বলিলে অর্থ হইবে ঘটোপাধির দ্বারা আকাশ নামে বিকল্পনীয় অবস্তু লিপ্ত বা পরিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব এতন্মূলক যুক্তির দ্বারা আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা অবধারণ করা কিরূপ তাহা পাঠক বিচার করুন *

ঐ বৈকল্পিক আকাশকে শঙ্কর অধ্যাসবাদেরও দৃষ্টান্তস্বরূপ করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভে যে অদ্বৈতভুক্তির অনুযায়ী অধ্যাসবাদ শঙ্কর বিবৃত করিয়াছেন, তাহার যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

(ক) যুষ্মৎপ্রত্যয়ের গোচর বিষয় এবং অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর বিষয়ী অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ।

(খ) সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর ধর্ম অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ।

(গ) অতএব বিষয়ীতে বিষয়-ধর্মের এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্মের যে অধ্যাস হয় তাহা যে মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) ঐ অধ্যাস নৈসর্গিক। পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের অন্য পদার্থে যে অবভাস তাদৃশ স্মৃতিরূপ পদার্থই অধ্যাস। অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ স্মরণারূঢ় হইয়া অন্য পদার্থে আরোপিত হইলে শেষের পদার্থ যে পূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া অবভাস হয় সেই ভ্রান্তিই অধ্যাস।

আত্মার অনাত্মার অধ্যাসের নাম অবিদ্যা।

(ঙ) অধ্যাস হইলেও দুই পদার্থের কোনটির অণুমাত্রও ব্যভিচার বা গুণদোষভাব হয় না।

* কাল্পনিক পদার্থ উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হওয়ার দোষ নাই। ঐরূপ ব্যবহার করিয়া আমরা ভূরি ভূরি দুরূহ বিষয়ের কথঞ্চিৎ ধারণা করি। কাল্পনিক আকাশও তদ্রূপে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। উহাকে উদাহরণস্বরূপ লইয়া যুক্তির ভিত্তি করাই দোষ। "আত্মা আকাশবৎ" ইহার অর্থ—আকাশ যেমন রূপরসাদির নিষেধপদার্থ আত্মাও তদ্বৎ রূপাদিহীন। উপমার একাংশ গ্রাহ্য, অতএব কাল্পনিক আকাশের ঐ অংশমাত্র গ্রাহ্য, 'চন্দ্রমুখের' মত।

(চ) শঙ্কা হইতে পারে যে, "পুরোবস্থিত বা প্রত্যক্ষ বিষয়েই সর্বত্র অধ্যাস হইতে দেখা যায়, অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে কিরূপে অধ্যাস হইবে?"

(ছ) উত্তরে বক্তব্য যে, বিষয়ী আত্মা নিতান্ত অবিষয় নহে, তাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়রূপে অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎকৃত হয়। তদ্ধেতু চিদাত্মায় অধ্যাস হইতে পারে।

(জ) কিঞ্চ এরূপ নিয়ম নাই যে কেবল প্রত্যক্ষ বিষয়েই অধ্যাস হইবে। অপ্রত্যক্ষ আকাশেও অজ্ঞেরা তলমলিনতা অধ্যাস করে।

(ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত সমস্ত বিষয় সাংখ্যসম্মত। শঙ্কর তাহাতে নূতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদ কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না। দুই পদার্থ ব্যতীত কখনও অধ্যাস কল্পিত হইতেও পারে না। চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়, অতএব অস্মৎপ্রত্যয়, চিদাত্মা ও যুষ্মৎপ্রত্যয় অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ থাকিলে তবে পরস্পরের উপর নৈসর্গিক অধ্যাস হইতে পারে।

আর অস্মৎপ্রত্যয়ও এক প্রকার অধ্যাস তাহা চিদাত্মার উপর ত্রিগুণের অধ্যাস, অতএব এই অস্মৎপ্রত্যয় বা যুক্তিতত্ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য চিদাত্মা বা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য প্রধান স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাহা ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায় নাই, উহা ছাড়া যাঁহারা ঐ বিষয় বুঝিতে যান তাঁহাদের মনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে অস্ফুট, অযুক্ত ধারণা হয়, আর তাঁহারা উহা বুঝাইতে গেলে অযুক্ত প্রলাপ বলেন, অথবা বলেন উহা অনির্বচনীয়। অদ্বৈতবাদ উহাতে সিদ্ধ হয় না বলিয়াই শঙ্কর (জ) চিহ্নিত যুক্তি দিয়াছেন। ঐ যুক্তির উপাদান 'অপ্রত্যক্ষ আকাশ' পদার্থ। পূর্বে দেখান হইয়াছে অপ্রত্যক্ষ আকাশ* অবাস্তব বৈকল্পিক পদার্থ, সুতরাং তাহাই অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্যরূপ হইল।

আর ইহাও সত্য নহে যে, অপ্রত্যক্ষ আকাশে তলমলিনতার অধ্যাস হয়। যে আকাশে বা অন্তরীক্ষে (sky এ) তলমলিনতার অধ্যাস হয় তাহা তেজোভূতাদির দ্বারা পূর্ণ, তেজেরই গুণ নীলিমা। অন্তরীক্ষ হইতে আগত নীলরশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া নীলজ্ঞান উৎপাদন করে, অতএব উহা অধ্যাস নহে, অন্তরীক্ষস্থ নীলরূপের দর্শনমাত্র। আর অন্তরীক্ষে অন্য কোনরূপ অধ্যাস হইলেও (যেমন গন্ধর্বনগর) তাহা অপ্রত্যক্ষ কোন পদার্থে হয় না, কিন্তু তত্রত্য প্রত্যক্ষ তেজোভূতেই হইয়া থাকে †। সুতরাং কেবলমাত্র "অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য" রূপ পদার্থের দ্বারা অধ্যাসবাদ সঙ্গত করিবার সম্ভাবনা নাই। যখা যাহা অধ্যাসকাম দর্শনবিশেষ, তাহা যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই, তাহাকে অনির্বচনীয় বলিলে চলিবে না।

* আকাশভূত অপ্রত্যক্ষ নহে। তাহা শব্দরূপের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন রূপগুণের দ্বারা তেজোভূত প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ।

† বাচস্পতি মিশ্র তলমলিনতার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন "কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য, * * নির্বর্ণয়তি। তত্রাপি পূর্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র সমর্পি [illegible] স্মৃতিরূপোঽবভাস ইতি" (ভামতী)।

অথবা যাহাই হউক অধ্যাস কিন্তু প্রত্যক্ষ অন্তরীক্ষেই হয়। অন্তরীক্ষের যে রূপ দেখা যায় তাহা তত্রত্য তেজোভূতের রূপ, আর তাহাতে কল্পিত কোনও রূপ (hallucination) দেখিলেও তাহা প্রত্যক্ষ দ্রব্যেই আরোপ হয়, অপ্রত্যক্ষ আকাশে হয় না।

১১। শাঙ্কর মতে আত্মা দ্বিরূপ—বিদ্যাবস্থ এবং অবিদ্যাবস্থ। সাংখ্যমতেও পুরুষ মুক্ত ও বদ্ধ দ্বিরূপ। সেই দ্বৈরূপ্য ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে। অন্তঃকরণস্থ বিদ্যা-অবিদ্যার অপেক্ষাতেই পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ বা স্বস্থ ও অস্বস্থ বলা যায়। মায়াবাদের সহিত এবিষয়ে প্রভেদ এই যে, মায়াবাদী বলেন, পুরুষ বিদ্যাস্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষ ও ঈশ্বরতা এক অভিন্ন, সাংখ্য বলেন তাহা নহে, বিদ্যা অন্তঃকরণধর্ম, ঈশ্বরতাও অন্তঃকরণধর্ম।

'অবিদ্যা কাহার' এ প্রশ্নের উত্তর মায়াবাদীরা দিতে পারেন না। শঙ্কর গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে কূট তর্কের দ্বারা উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তররূপে শঙ্কর তথায় তর্ক করিয়াছেন। এ স্থলে তাহা অনূদিত করিয়া দেখান যাইতেছে।

"সেই অবিদ্যা কাহার ?—যাহার দেখা যায় তাহার। কাহার অবিদ্যা দেখা যায় ? এতদুত্তরে বলি 'কাহার অবিদ্যা' এই প্রশ্ন নিরর্থক। কেন নিরর্থক ? যদি অবিদ্যাকে দেখা যায় তবে অবিদ্যাবান্‌কেও দেখা যাইবে। অতএব যাহার অবিদ্যা তাহাকে দেখা গেলে বৃথা ঐরূপ প্রশ্ন যুক্ত নহে। যেমন গো এবং গো-স্বামীকে দেখা গেলে 'কাহার গো' এরূপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না, তদ্বৎ।

"তোমার ঐ দৃষ্টান্ত বিষম ; কারণ গো এবং গো-স্বামী উভয়েই প্রত্যক্ষ, তাই সে স্থলে ঐরূপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না। কিন্তু অবিদ্যা এবং অবিদ্যাবান্ অপ্রত্যক্ষ, তাই ঐ প্রশ্ন যুক্ত।

"অপ্রত্যক্ষ অবিদ্যাবানের সহিত অবিদ্যাসম্বন্ধ জানিয়া তোমার কি হইবে ? অনর্থহেতু বলিয়া তাহা আমার পরিহর্তব্য হইবে। (এ স্থলে যদি শঙ্কাকারী উত্তর দিতেন যে মায়াবাদ যে অযুক্ত দর্শন তাহা প্রমাণ করাই আমার প্রয়োজন, তাহা হইলে শঙ্করকে আর অগ্রসর হইতে হইত না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকিলে অজ্ঞানী যে কে তাহাও বলা আবশ্যক, কিন্তু মায়াবাদে তাহা নাই—আছেন একমাত্র জ্ঞানী বিদ্যাবস্থ পুরুষ বা ঈশ্বর)।

"যাহার অবিদ্যা সে-ই তাহার পরিহার করিবে—অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যাবান্ বলিয়া নিজেকে জান ?—হাঁ জানি, কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা জানি না।

"অনুমানের দ্বারা যদি জান তবে সম্বন্ধগ্রহণ কিরূপে হইয়াছে। তুমি জ্ঞাতা আর অবিদ্যা জ্ঞেয়ভূতা, অতএব সেইকালে তোমার ও অবিদ্যার সম্বন্ধগ্রহণ (জানা) শক্য নহে। অবিদ্যা বিষয়রূপে জ্ঞাতার উপযুক্ত (সাক্ষীভূত) হয় বলিয়া জ্ঞাতার এবং অবিদ্যার সম্বন্ধ জানার জন্য অন্য জ্ঞাতার আবশ্যক। তাহাতে অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয় বা অনবস্থা দোষ হয়।" ইত্যাদি।

অতএব শঙ্করের মতে কে অবিদ্যাবান্ তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। শ্রুতিতেও নাই যে 'অবিদ্যা কাহার', অন্তত শঙ্কর তাদৃশ শ্রুতিপ্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং শঙ্করের মতে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সর্ব্বথা অপ্রজ্ঞেয়।

জ্ঞানের সহিত যাহার অবিনাভাবি সম্বন্ধ সে-ই জ্ঞাতা। 'আমি বিষয় জানি' এইরূপ অনুভব বিশ্লেষ করিয়াই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপ সম্বন্ধভাবদ্বয় লব্ধ হয়। তাহা অনুমান হইতে পারে, কিন্তু সেই অনুমানের জন্য অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা করার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান জ্ঞাতা পূর্ব্বানুভবকে বিশ্লেষ করিয়া ঐরূপ আনুমানিক নিশ্চয় করে। 'আমার ইচ্ছা আছে' 'আমি ইচ্ছা করি' ইত্যাদিও যেরূপে জানি 'আমার অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান আছে' তাহাও সেইরূপে জানি।

সেই 'আমি' কে ?—আমি জ্ঞাতা। এ বিষয়ে সাংখ্য ও শঙ্কর একমত। সাংখ্যমতে জ্ঞাতা চিদ্রূপমাত্র। তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই সমান জ্ঞাতা। জ্ঞাতা যে অবিকারী তদ্বিষয়েও শঙ্কর ও সাংখ্যের মত এক। অবিদ্যাবৃত্তিক অন্তঃকরণের জ্ঞাতা সংসারী, আর বিদ্যাবিবৃত্ত অন্তঃকরণের জ্ঞাতা মুক্ত, চিদ্রূপ জ্ঞাতার তাহাতে বিকার নাই। এইরূপে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সাংখ্যমতে সুসঙ্গত হয় অর্থাৎ জ্ঞান যেমন আমার সেইরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যাও আমার বা জ্ঞাতার।

শঙ্কর জ্ঞাতা 'আমিকে' শুদ্ধ চিদ্রূপ বলেন না কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও বলেন। তাই তন্মতে 'অবিদ্যা কাহার' তাহা সঙ্গত হয় না। ঈশ্বর অর্থে বিদ্যাবৃত পুরুষ, তিনি যুগপৎ কিরূপে বিদ্যাবৃত ও অবিদ্যাবৃত হইবেন, তাহা শঙ্কর বুঝাইতে পারেন নাই। ঐশ্বর্য্য অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম, আমার অন্তরে ঐশ্বর্য্য নাই তাই আমি অনীশ্বর, আমার সার্ব্বজ্ঞ্য নাই তাই আমি অল্পজ্ঞ। শঙ্করের মতে আমি যুগপৎ ঈশ্বর-অনীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ-অল্পজ্ঞ এইরূপ বৈষম্য আসে বলিয়া তাহা অন্যায্য। সাংখ্যমতে পুরুষের অন্তর শুদ্ধ হইলে তবে সে ঈশ্বর হয়, বর্ত্তমানে তাহার ঈশ্বরতা অনাগত ভাবে আছে। 'সোঽহং' ভাবের দ্বারা সেই অনাগত ঈশ্বরভাবকে অভিমুখ করিতে হয়।

আত্মার সংখ্যা সম্বন্ধে সাংখ্য ও মায়াবাদের ভেদ আছে। সাংখ্যমতে আত্মা বহু, শঙ্কর-মতে আত্মা এক। এ বিষয়ে সাংখ্যের যুক্তি 'পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব' এবং 'পুরুষ বা আত্মা' এই প্রকরণদ্বয়ে দ্রষ্টব্য, এস্থলে সেই সমস্ত বিচারের পুনরুল্লেখ করা হইল না।

১২। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মায়াবাদীর মূল 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দ। মায়াকে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় বলেন, কিন্তু সর্ব্বস্থলে অনির্ব্বচনীয় বলেন না, যখন প্রশ্ন উঠে, মায়া ও ব্রহ্ম দুই পদার্থ একত্র থাকিলে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, অথবা মায়াযুক্ত শুদ্ধচৈতন্য কিরূপে এক অদ্বিতীয় ভেদশূন্য পদার্থ হয় তখনই মায়াকে অনির্ব্বাচ্য বলেন, নচেৎ মায়ার ভূরি ভূরি নির্ব্বচন করেন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী উপাদানরূপিণী, বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণামিনী ইত্যাদি অনেক নির্ব্বচন হয়। কেবল অদ্বৈতবাদ টিকাইবার সময় অনির্ব্বাচ্য হইয়া যায়।

যাহা হউক, অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ পরীক্ষা করিলে প্রতিপন্ন হইবে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা প্রযোজ্য। নিরুক্তি বা নির্ব্বচন অর্থে বিশেষগুণবাচক শব্দপ্রয়োগ, যদ্দ্বারা নিরুচ্যমান পদার্থ অন্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় না জানিলে তাহা ঠিক বলিয়া না বলিতে পারার নাম অনির্ব্বচনীয়।

সত্তা-পদার্থ কখনও অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না, কারণ তাহা চরম সামান্য, তাহাই নির্ব্বচন, তাহার অধিক নির্ব্বচনের প্রয়োজন নাই। অমুক দ্রব্য আছে কি না ইহার উত্তরে অনির্ব্বচনীয় বলিলে ব্যর্থ কথা বলা হইবে, অথবা, তাহার ফলিতার্থ হইবে—"আছে কিনা তাহা জানিনা।" সুতরাং মায়া আছে কিনা তদুত্তরে বলিতে হইবে 'অস্তি'। আধুনিক মায়াবাদী প্রায়ই বিচারকালে বলেন 'মায়া নেহি হ্যায়'।

যে প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না' তাহার উত্তরে 'অনির্ব্বাচ্য' বলিলে বুঝাইবে "হাঁ কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।" চৈতন্য ও মায়া কি এক অথবা তাহারা বিভিন্ন—এই প্রশ্ন-দ্বয়ের উত্তরে 'অনির্ব্বচনীয়' বলিলে বুঝাইবে 'এক কি না অথবা ভিন্ন কি না তাহা জানি না' কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যের ও মায়ার যেরূপ লক্ষণ করা হয় তাহাতে এক বলিবার উপায় নাই, অগত্যা তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিতে হইবে। মায়া নামক ইন্দ্রজাল ও শুদ্ধচৈতন্যকে এক বলা বুদ্ধির বিপর্য্যয় মাত্র।

অতএব বলিতে হইবে মায়া আছে ও তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। অনির্বচনীয় বলিয়া উহার উত্তর দিলে চলিবে না।

'অনির্বচনীয়' ও 'মিথ্যা' শব্দদ্বয়ের অর্থ অনির্ব্বাচ্য করা হয় যথা, 'সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী' অর্থাৎ যাহাকে সৎও বলিতে পারি না অসৎও বলিতে পারি না—মায়া একপ মিথ্যা ও সনাতনী। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন, তাহাতে সর্প পূর্ব্বেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, অথচ যেমন 'সর্প নাই' একপও বলা যায় না অর্থাৎ সর্প আছে বা নাই তাহা ঠিক করিয়া নির্ব্বচন করিয়া বলা যায় না তাহাই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা।

মিথ্যাশব্দের অর্থ একতে অন্য জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা। অতএব মিথ্যা অর্থে দুই বাস্তব পদার্থের মানসিক আরোপবিশেষ হইল—এই নির্ব্বচনই মিথ্যা শব্দের নির্বচন। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় কি আছে?

এ স্থলে মায়ার অর্থ পর্যালোচনা করা যাউক। সাধারণ মায়া অর্থে ঐন্দ্রজালিক (ইন্দ্রজাল দেখাইবার শক্তিসম্পন্ন পুরুষ) যাহা দেখায়। অর্থাৎ ইন্দ্রজালমাত্র মায়া। যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রজাল দেখান যায় তাহা মায়া নহে। শঙ্করও ভাষ্যে মায়ার অর্থ ঐরূপই করিয়াছেন। জগদ্রূপ ইন্দ্রজালই ব্রহ্মের মায়া। ব্রহ্ম সেই ইন্দ্রজাল দেখাইবার শক্তিসম্পন্ন। ইন্দ্রজালকে ঐন্দ্রজালিক হইতে অতিরিক্ত কিছু সৎপদার্থ বলা যায় না, এবং ঐন্দ্রজালিকের অন্তর্গত পদার্থও বলা যায় না, কারণ তাহা ঐন্দ্রজালিকের বাহ্যরূপে প্রতীত হয়। তদ্রূপ মায়াবী হইতে মায়ার ভেদ অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্ম এবং জগদ্রূপ ইন্দ্রজালও ঠিক তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে জগৎ মায়া ভিন্ন, কি অভিন্ন তাহা অনির্ব্বচনীয় অতএব এক ব্রহ্মই নির্বচনীয় সত্তা। ইহাই শাঙ্কর দর্শনের সার মর্ম।

সাংখ্যের দর্শন অন্যরূপ। মায়াবী ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলিতে সাংখ্যের আপত্তি নাই; কিন্তু 'মায়াবী ব্রহ্ম' এক তত্ত্ব নহে। ঐন্দ্রজালিক যে শক্তির দ্বারা মায়া দেখায়, তাহা তাহার করণের শক্তি। করণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের শক্তির দ্বারা জগদ্রূপ মায়া দেখান। ঐন্দ্রজালিক মনুষ্য যেমন ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত 'আত্মা', ব্রহ্মও তদ্রূপ অন্তঃকরণযুক্ত 'আত্মা'। শ্রুতিও ব্রহ্মের করণপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির বিষয় বলেন; 'বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' (ছা.উপ. ৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে অহংকারপূর্ব্বক পর্যালোচনা বা অন্তঃকরণকার্য্য

* শঙ্করের প্রকৃত মত জগৎটাই মায়া, জগতের কারণ মায়া নহে। কারণ, শঙ্কর জগৎকে ঈশ্বর-প্রকৃতিক বলেন, আর ইন্দ্রজালের উদাহরণ দিয়া মায়া শব্দের অর্থও বুঝাইয়াছেন।

শ্রুতি কিন্তু মায়াকে প্রকৃতি বা জগৎ-কারণ বলেন, যথা—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ'। আর এক কথা, মায়াবাদের মায়া শব্দ প্রাচীন দশ উপনিষদে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহতাপনীতে কেবল কয়েক স্থানে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ মায়াবাদীর মায়ার অর্থের সহিত এক না হইতেও পারে।

"অপি চ চৈতন্যাতিরিক্তস্য সর্ব্বস্যাসত্যত্বাদসৌ কেন প্রমাণেন সাধনীয়ঃ তৎ সৎ অসৎ বা? আদ্যে তেনৈব সর্ব্বমিথ্যাত্বনাশঃ, অন্ত্যে অসত্যেনার্থ সাধকত্বে অসত্যা প্রমাণেন সর্ব্বসত্যত্বমপি সিধ্যতু।" (ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য ১।১।৪) অর্থাৎ চৈতন্যাতিরিক্ত অন্য সব অসৎ ইহা যে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই প্রমাণটা সৎ কি অসৎ? যদি বল সৎ, তাহা হইলে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সব অসত্যই মিথ্যার সিদ্ধ হয় না (কারণ তাহাতে ব্রহ্ম এবং প্রমাণ অন্ততঃ এই দুইটা পদার্থ সৎ হয়)। আর যদি বল ঐ প্রমাণও অসৎ, তাহা হইলে অসৎ প্রমাণের দ্বারাও সত্যার্থ সিদ্ধ হয় বলিতে হবে। অতএব অসৎ প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বসত্যত্ব সিদ্ধ হইতেও বাধা নাই। অর্থাৎ প্রমাণই যখন মিথ্যা তখন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বা 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ সত্য' এই দুই মতই তুল্যবল। ফলে প্রমাণকে অসৎ বা সৎ বলিলে ব্রহ্মের অদ্বিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই বলিতে হইবে।

স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ। অন্তঃকরণ প্রাকৃত পদার্থ, সুতরাং জগতের মূল কারণ হইল—প্রকৃতি ও উপদ্রষ্টা পুরুষ।

আরও বক্তব্য এই যে, মায়াবী মায়া দেখে না, কিন্তু অন্য দ্রষ্টা পুরুষ মায়া দেখে। স্বয়ং যদি কেহ মায়া দেখে, তবে সে ভ্রান্ত বলিয়া কথিত হয়। অনেক লোকে যেমন মনোভাবকে বাহিরের সত্তাজ্ঞানে ভ্রান্ত হয়, তদ্রূপ। ব্রহ্মের দ্বারা প্রদর্শিত মায়ার দ্রষ্টা কে? ব্রহ্মই স্বয়ং দ্রষ্টা হইলে তিনি ভ্রান্ত। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য ভ্রান্ত দ্রষ্টৃপুরুষ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ সাংখ্যের পুরুষবহুত্ববাদ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

মায়া মিথ্যা বটে, কিন্তু তাহা যখন থাকে তখন অসৎ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মিথ্যা অর্থে 'একতে আর এক জ্ঞান'। মায়া তদ্রূপে মিথ্যা।

ঐন্দ্রজালিক সূত্র ধরিয়া আকাশে গেল, তথায় যুদ্ধ করিয়া ছিন্নশরীরে ভূপতিত হইল, পরে সঞ্জীবিত হইল, ইত্যাদি ভানুমতীর বাজী অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব। শঙ্করও ইহার উদাহরণ দিয়াছেন (কিন্তু আজকাল উহা আছে কিনা বলা যায় না)।

যাহা হউক, উহা যে কিরূপে তাহা বিচার্য্য। ঐন্দ্রজালিক মনে মনে ঐ সব চিন্তা করে, তাহার চিন্তাক্ষেপ (thought-transferenco) নামক শক্তিবিশেষের দ্বারা কতক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত দর্শকের মনে ঐরূপ চিন্তা উঠে, তাহারা সেই চিন্তাকে বাহ্যভাব মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। প্রাচীন উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঐ ইন্দ্রজালবিদ্যা অধুনা লুপ্তপ্রায় হইলেও মেস্‌মেরিজম্ বিদ্যার দ্বারাও ঐরূপে অনেক ইন্দ্রজাল দেখান যায়।

অতএব ইন্দ্রজালের মধ্যে মনোভাব বাহ্যে আছে বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভ্রান্তি বা মিথ্যা, কিন্তু মনে যে ঐরূপ ভাব হয় এবং তাহার উৎপাদক এক ভাব যে মায়াবীর মনে হয়, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। ব্রহ্ম-মায়াসম্বন্ধেও সেইরূপ। বস্তুতঃ ইচ্ছার দ্বারাই মায়া দেখান যায়, তাই মায়াকে ব্রহ্মের ইচ্ছাও বলা হয়, কিন্তু ইচ্ছা অসৎ পদার্থ নহে।

আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্মের মায়া অলৌকিক, আর মায়াবীর মায়া লৌকিক। ভ্রান্তি বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ভ্রান্তির দর্শকবিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্ম-মায়া দেখিবার দর্শক কে তাহা অনির্ব্বচনীয়, শ্রুতি বলেন 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন' অতএব আর অন্য কেহ দর্শক নাই। তবে কি ব্রহ্ম স্বমায়ার দর্শক? না না তাহাও নহে। উহা অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয়!! * *

ইহাই মায়াবাদের দৌড়, ভ্রান্তিজ্ঞান স্বীকার করিবে, কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা স্বীকার করিবে না। জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান, কর্ত্তৃহীন কার্য্য ভ্রান্তিযুক্ত অভ্রান্ত ব্রহ্ম অনেক অদ্বিতীয় সত্তা, ইত্যাদি 'সত্য'-সকল স্বীকার না করিলে মায়াবাদ নামক 'অনির্ব্বচনীয়' দর্শনের দ্বারা শ্রুত্যর্থের ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না।

মায়া যদি জ্ঞাতৃহীন ভ্রান্তিজ্ঞান হয়, তবে তাহার উদাহরণ দেখান চাই অর্থাৎ দেখান চাই যে, জ্ঞাতৃহীন জ্ঞান হইতে পারে। নচেৎ তাদৃশ বাক্য অর্থশূন্য বা 'সসীম অনন্তের' ন্যায় বাতুলের হইবে।

১৩। মায়াবাদের ব্রহ্ম বা আত্মা আনন্দময় অর্থাৎ প্রচুর-আনন্দ-স্বভাব, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ আনন্দময় নহেন পরন্তু চিদ্রূপ। ভোজরাজ যোগসূত্রের বৃত্তিতে শঙ্করের এই মত যেরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

'বেদান্তবাদিগণ, যাঁহারা আত্মার চিদানন্দময়ত্বই মোক্ষ মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষ যুক্ত নহে। যেহেতু আনন্দ সুখস্বরূপ, সুখ সর্ব্বদা সংবেদ্যমানতার দ্বারা প্রতিভাসিত হয়, আর

সংবেদ্যমানের সংবেদন ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না, অতএব সংবেদ্য ও সংবেদন এই দুই তত্ত্ব স্বীকার (প্রত্যুপগম) করিতে হয় বলিয়া অদ্বৈতহানি ঘটে।

"যদি বল আত্মা সুখাত্মক'—তবে তাহাও যুক্ত হয় না, কারণ তাহাতে সংবেদ্যরূপ আত্ম-বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস করিয়া আত্মস্বরূপের নির্ব্বচন করা হয়। সংবেদন ও সংবেদ্য কখনও এক হইতে পারে না।

"কিঞ্চ অদ্বৈতবাদীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ আত্মা স্বীকার করেন; তাহাতে যেরূপে জীবাত্মার সুখদুঃখভোক্তৃত্ব হয় পরমাত্মারও যদি সেইরূপ হয়, তবে পরমাত্মার অবিদ্যা-স্বভাবত্ব ও পরিণামিত্ব ঘটে, আর পরমাত্মার সাক্ষাৎভোক্তৃত্ব (সুতরাং কর্তৃত্ব) নাই, কিন্তু বুদ্ধিসাক্ষীর দ্বারা উপঢৌকিত বিষয়েই তাঁহার ভোক্তৃত্ব এরূপ স্বীকার করিলে আমাদের মতেই তাঁহাদের (বেদান্তীদের) অনুপ্রবেশ হয়।

"কিঞ্চ জীবাত্মার অবিদ্যাস্বভাবত্বহেতু শাস্ত্রে অধিকারী কে? নিত্যমুক্তত্বহেতু পরমাত্মা অধিকারী নহেন, আর অবিদ্যাত্বহেতু জীবাত্মাও শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না। অতএব সকল শাস্ত্রের বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ হয়। আর জগতের অবিদ্যাময়ত্ব অঙ্গীকার করিলে 'কাহার অবিদ্যা' তাহা বিচার্য। উহা পরমাত্মার নহে, কারণ তিনি নিত্যমুক্ত ও বিদ্যাস্বরূপ, আর জীবাত্মাও নিঃস্বভাবত্বহেতু শশবিষাণ-কল্প বলিয়া কিরূপে তাহার অবিদ্যাসম্বন্ধ হইতে পারে?

"বেদান্তীরা বলেন তাহাই অবিদ্যা যাহা বিচারাসহ। যাহা বিচারের দ্বারা দিনকরস্পৃষ্ট নীহারের মত বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই অবিদ্যা। ইহাও সত্য নহে। যে বস্তু কিছু কার্য্য করে, তাহা কিছু হইতে ভিন্ন ও কিছু হইতে অভিন্ন এরূপ অবশ্য বলিতে হইবে। সংসারলক্ষণ প্রপঞ্চরূপ কার্য্যের কর্ত্তা অবিদ্যা, এরূপ অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা হইলেও যদি অবিদ্যা অনির্ব্বাচ্য হয়, তবে কোন বস্তুই বাচ্য থাকে না। ব্রহ্মও অবাচ্য হয়।"

রাজমার্ত্তণ্ড বৃত্তি ৪।৩৩ সূত্র।

সাংখ্যমতে নির্গুণ পুরুষ আনন্দময় নহেন কিন্তু সগুণ বা অভিমানাত্ম সত্ত্বগুণপ্রধান মহদাত্ম-ভাবই আনন্দময়, তাহার নাম বিশোকা জ্যোতিষ্মতী। তদ্ভাবে সম্যক্ অধিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব হওয়া-রূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, শঙ্কর ইহাকে নির্গুণ পুরুষের সহিত এক বলে করিয়া দিয়াছেন। উক্ত প্রকার মহদাত্মভাব লক্ষ্য করিয়াই স্মৃতি বলেন — 'সর্ব্বভূতস্থ চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।।' ইহা সগুণ ভাব, ইহার উপরে নির্গুণ ব্রহ্মভাব যথা—"সোপাধিনিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকশ্চ সর্ব্বাত্মা নিরুপাখ্যো'নুপাধিকঃ।।"

নচেৎ চিন্মাত্র বুদ্ধিতে 'সর্ব্ব'ও থাকে না, 'ভূত'ও ভাবনা করিতে হয় না। সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রত্যয়লক্ষ্য চিতি-শক্তিতে অবস্থান করিতে হয়।

শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (৩।৯।২৮) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আনন্দ সংবেদ্য হইলেও ব্রহ্মানন্দ সংবেদ্য নহে। তাহা "প্রসন্নং শিবমতুলমনায়াসং নিত্যতৃপ্তমেকরসম্"—এইরূপ অসংবেদ্য আনন্দ, এবং ব্রহ্মই সেই আনন্দস্বরূপ। আবার তৈত্তিরীয়ভাষ্যে সর্ব্বোচ্চ আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ তাহাকে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ বলিয়াছেন। অতএব "অসংবেদ্য আনন্দ" অলীক পদার্থ। বিজ্ঞানযুক্ত হিরণ্যগর্ভের আনন্দই যথার্থ পদার্থ এবং সাংখ্যসম্মত। যথা বাক্যে "প্রসন্নং" "শিবং" ইত্যাদি চিত্তেরই ধর্ম।

সত্ত্বপর নহে*। মহান্ আত্মার অন্য অর্থও শঙ্কর বলেন। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" এই শ্রুতির অগ্র্যাবুদ্ধিই মহান্ আত্মা ইহাও ভ্রান্তি। বিবেকখ্যাতিই অগ্র্যাবুদ্ধি। তদ্দ্বারা পুরুষস্বরূপের উপলব্ধি হয়। তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও বুদ্ধির উৎকৃষ্ট বৃত্তিবিশেষ, কিন্তু তাহা বুদ্ধিপ্রথামাত্র নহে। মহান্ আত্মার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহাও শঙ্কর বলেন 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্রুতির রথী আত্মাই মহান্ আত্মা এবং তিনিই ভোক্তা। পরম পুরুষ ছাড়া ভোক্তা আর কিছু নাই ইহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি, অতএব রথী আর কেহই নহেন স্বয়ং পুরুষই রথী। আর পুরুষতত্ত্বের নিম্নস্থ মাত্র বুদ্ধিতত্ত্বই মহান্ আত্মা। এইরূপে অন্ধকারে ঢিল মারার ন্যায় সকলেই স্ব স্ব মতের পোষক ব্যাখ্যা করিতে পারেন (ব্রহ্মসূত্রের তাদৃশ বহু ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে), কিন্তু ঐ শ্রুতি যে সাংখ্যীয় তত্ত্বের সহিত অবিকল এক তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শ্রুতি অবশ্য মহান্ আত্মা শব্দ এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্কর বহুবিধ অর্থ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তিনি উহার অর্থ বুঝেন নাই বা সঠিক জানিতেন না।

এতদ্ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (১।৪।৩) সাংখ্যের সমস্ত পদার্থ, যথা ত্রিগুণ বা প্রধান, প্রত্যগর্থ প্রভৃতি সবই কথিত হইয়াছে এবং তাহার ভাষ্যেও ঐ সব পদার্থের উল্লেখ আছে। শারীরক ভাষ্যে 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ'"॥ (১।৪।৮-১০) এই শ্রুতির অর্থে শঙ্কর অজ মানে ছাগল ও অজা মানে ছাগী করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতে আছে, তেজ, অপ্ ও অন্ন লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের, তাহা এ স্থানে লাগাইয়া পূর্বপ্রচলিত শ্রুত্যর্থ বিপর্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই অনেক স্থলে 'অজ' ও 'অজা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলের ভাষ্যে উহা প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।" (১।৯)

এ স্থলে 'অজা একা' এই বাক্যের অর্থ ভাষ্যে বলিয়াছেন "অজা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যাদিনা।" অন্য যে যে স্থলে 'অজ' শব্দ ঐ উপনিষদে আছে, সব স্থলেই জন্মহীন অর্থে পুরুষ-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই বুঝিবেন, শঙ্করের "অজা অর্থে ছাগী" এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। বাচস্পতি মিশ্রও তত্ত্ব-বৈশারদীতে (২।১৮ ও ২।২২) ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া 'অজা' ও 'অজ' শব্দদ্বয় প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থে যথার্থ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী" ইত্যাদি শ্রুতিতে মহান্ আত্মাকে অব্যক্তে নিয়ত করিতে উপদেশ না থাকাতে—একেবারেই শান্ত আত্মায় নিয়ত করিতে উপদেশ থাকাতে শঙ্কর বলেন (১।৪।১ শারীরক ভাষ্য) যে 'শব্দপরিকল্পিত অব্যক্ত প্রধান নাই'। ইহার পূর্বেই তিনি "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অন্য সবকের ব্যাখ্যা করিয়া অব্যক্তের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। যোগদর্শন সম্যক্ না বুঝিলেই ঐরূপ ভ্রান্তি হয়। যোগশাস্ত্রে বিবেককে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকও বলা হয় এবং বুদ্ধিপুরুষের বিবেকও বলা হয়, যথা,

* সাংখ্যযোগমতে হিরণ্যগর্ভ অস্মিতার সমাপন্ন পুরুষবিশেষ। অতএব সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠাতা হইয়া তিনি সর্গাদিতে প্রাদুর্ভূত হন। যে যোগীরা সাস্মিতসমাধি পরিনিষ্পন্ন করিতে পারেন তাঁহারাও হিরণ্যগর্ভের সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া হিরণ্যগর্ভের সহিত মুক্ত হন। ইহা আর্ষ শাস্ত্রমতের মত। শঙ্কর ঐ মত সকল লইয়া কিছু অন্য রূপ করিয়া দিয়াছেন।

লব্ধির্যা স ভোগঃ" "ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং ভোগঃ।" অতএব ভোগ প্রত্যয় বা জ্ঞান-বিশেষ হইল, ভোক্তা অর্থে সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। সুতরাং 'ভোক্তার আত্মা' আর 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' বলা অথবা 'আত্মার আত্মা' বলা একই কথা। গীতাও বলেন, "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে"।

সম্ভবত ভোগ অর্থে সুখদুঃখরূপ চিত্তবিকার এবং ভোক্তা অর্থে যাহা তদ্দ্বারা বিকৃত হয় এইরূপ অর্থে মায়াবাদীরা ভোক্তা (জীব) শব্দ ব্যবহার করেন। "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং "আমিই ভোক্তা" (জীব) এইরূপ সিদ্ধান্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে হইবে। কিন্তু "আমি সুখী" ইত্যাদ্যাকার অস্মৎপ্রত্যয় সাংখ্যের বুদ্ধি। "আমি সুখী" এই অস্মৎ প্রত্যয়ও যদ্দ্বারা বিজ্ঞাত হয় সেই বিজ্ঞাতাই সাংখ্যের ভোক্তা। অতএব "আমি সুখী" এই জ্ঞান বা ভোগ যে সাক্ষীর দ্বারা বিজ্ঞাত বা দৃষ্ট হয় তাহাই ভোক্তা।

১৬। মায়াবাদীর "জীব" যদি সাংখীয় তত্ত্বাবলীর অতিরিক্ত হয় তবে তাহা অলীক পদার্থ। তাঁহারা জীবাত্মা বুদ্ধি বলিয়া জীবকে কোন কোন স্থলে বুদ্ধি বলেন। "পঞ্চোদাবানমাবনি" এস্থলে "আবনি" শব্দের অর্থ 'বুদ্ধৌ' (শঙ্করও ভাষ্যে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। পুরুষ বুদ্ধির আত্মা, এরূপ বলিলে সাংখ্যের কথাই বলা হয়। কিন্তু বুদ্ধির আত্মা জীব, জীবের আত্মা ঈশ্বর, এরূপ কথা বলিলে ঐ জীব অলীক পদার্থ হইবে। বস্তুতঃ সাংখ্যেরা যাহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলেন তাহার আত্মাই "শুদ্ধ চৈতন্য", তন্মধ্যে আর জীব নামক কোন পদার্থ নাই।

মায়াবাদীর জীবের এক লক্ষণ 'চৈতন্যের প্রতিবিম্ব'। উহা স্বরূপলক্ষণ নহে কিন্তু আলোচনের উপমামাত্র। সেই চৈতন্য-প্রতিবিম্ব সাংখ্যের বুদ্ধির অন্তর্গত সুতরাং জীব বুদ্ধির অতীত কোন পদার্থ নহে।

১৭। "এক অদ্বিতীয় চিদ্রূপ পুরুষই এই জড় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না" ইহা সাংখ্যেরা বলেন, কারণ, যাহাকে তুমি চিন্মাত্র বলিতেছ তাহাকে কিরূপে জড়ের উপাদান বলিবে? শঙ্কর ইহার উত্তর দানের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় লইয়াছেন।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা চিৎ ও জড় এই দুই ভাব যে আছে তাহা প্রসিদ্ধ। চিৎ ও জড় তমঃ-প্রকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ। জগতের কারণ বা 'নিয়ত পূর্ববর্তী ভাব' যদি অবিকারী চিন্মাত্র পদার্থ হয়, তবে সেই চিদাত্মা হইতে জড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। এক পদার্থ হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ কেবল অবিকারী ভাবমাত্র বর্তমান থাকিলে, বিকারশীল সর্ব বাহ্য ইন্দ্রিয়ার্থের ন্যায় অসৎ হইত। তাহাতে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তিরূপ চিত্ত-বিকারও হইত না, এমন কি, চিত্তও হইত না।

এতদুত্তরে শঙ্কর বলেন যে "এরূপ নিয়ম নহে যে, কোন কারণ হইতে অনুরূপ কার্যই উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ চেতন হইতে চেতন এবং অচেতন হইতে যে অচেতন উৎপন্ন হইবে তাহা নিয়ম নহে। কারণ, দেখা যায় যে, চেতন শরীর হইতে অচেতন নখকেশাদি উৎপন্ন হয় আর অচেতন গোময় হইতে বৃশ্চিকাদি উৎপন্ন হয়।"

বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতেছেন এই উদাহরণ ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথমত ইহাতে দ্ব্যর্থ শব্দ (ambiguous term) প্রয়োগরূপ ন্যায়দোষ আছে তাহাই শঙ্করের ঐ যুক্ত্যাভাসের মূল ভিত্তি।

চেতন শব্দ দ্ব্যর্থক। চেতন শরীর অর্থে "চৈতন্যাধিষ্ঠিত শরীর"। 'চিদাত্মা' সেরূপ চেতন নহেন, 'চেতন পুরুষ" অর্থে চিদ্রূপ পুরুষ। শরীর চেতনাযুক্ত জড়সংঘাত, চেতনাযুক্ত* বলিয়া শরীরের নাম চেতন। আর, নির্গুণ পুরুষ সম্বন্ধে যে চেতন শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা চৈতন্য অর্থে। অতএব চেতন শব্দের চিদ্রূপতা অর্থ ও 'চেতনাযুক্ত' অর্থ এই অর্থদ্বয় কৌশলে বিপর্যাস্ত করিয়া শঙ্কর ঐ যুক্ত্যাভাসের সৃজন করিয়াছেন।

চেতন বা চেতনাযুক্ত শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও কেশ ও নখরূপ শরীরের জড়াংশের সহিত চেতনার সম্বন্ধ থাকে না, অথবা তাহারা শরীরের চেতনাবিযুক্ত জড়াংশ (যেমন শক্তিত নখ)। উহা হইতে 'চিদ্রূপ আত্মা হইতে জড় জগৎ উৎপন্ন হয়' এরূপ প্রতিজ্ঞার কিছুই প্রমাণিত হয় না। আর, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক হয়, উহাও ঐরূপ ন্যায়দোষ ও দর্শনদোষযুক্ত। বৃশ্চিকও আমাদের ন্যায় এক চেতন অনাদি জীব, তাহার শরীরই জড়; অতএব জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এরূপ সিদ্ধান্ত উহা হইতে হয় না। পরন্তু বৃশ্চিকের ডিম্ব হইতেই বৃশ্চিক হয়, গোময়ে বৃশ্চিক ডিম্ব স্থাপন করে, শঙ্করের উহাতে দর্শনদোষ। বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত অপ্রাণী হইতে প্রাণীর উৎপত্তির উদাহরণ পান নাই। তাহা যদি পাওয়াও যায়, তবে সিদ্ধ হইবে যে—পিতা ও মাতা ব্যতিরেকেও জীব শরীর গ্রহণ করিতে পারে। অতএব শঙ্কর যে সিদ্ধ করিতে চান (অচেতন হইতে চেতন হয়) তাহার সিদ্ধির আশা নাই।

শঙ্কর পুনশ্চ বলেন 'পুরুষে ও গোময়াদিতে যে পার্থিব স্বভাব আছে তাহাই কেশনখ বৃশ্চিকাদিতে অনুবর্ত্তমান থাকে, এরূপ বলিলে আমরাও (শঙ্করও) বলিব, ব্রহ্মের যে সত্তা-স্বভাব আছে তাহা আকাশাদিতে অনুবর্ত্তমান দেখা যায়' (২।১।৬ সূত্র ভাষ্য)

ইহাও প্রকৃত কথা ঢাকিয়া দেওয়া †। শঙ্করের ঐ শব্দজাল ছিন্ন করিলে তাঁহার কথার অর্থ হইবে 'ব্রহ্ম সত্তাস্বভাব বা আছে তাই তৎকার্য্য আকাশাদিও সত্তাস্বভাব বা আছে"। (ইহাকে ইংরাজী ন্যায়ে বলে Petitio Principii বা Begging the question-রূপ যুক্ত্যাভাস)। সত্তাস্বভাব আদি বাগ্জালের দ্বারা শঙ্কর উহা সৃজন করিয়াছেন।

মূল আপত্তিই উহা। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সত্তাস্বভাব বা আছে এরূপ বলিলে অব্রহ্ম আকাশাদি সত্তাস্বভাব হইবে কিরূপে? অবিকারী, অদ্বিতীয়, চিদ্রূপ, সত্তাস্বভাব পদার্থ থাকিলে, দ্বিতীয় আর কিছু সত্তাস্বভাব হইবে না। যখন আরও কিছু (বা অনাত্মভাব) সত্তা-স্বভাব দেখা যায়, তখন সত্তাস্বভাব সকারণ বিষয় ও সত্তাস্বভাব বিষয়ী এই দুই পদার্থ আছে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিই জগৎকারণ।

স্বযুক্তির অসারতা বুঝিয়া শেষে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম সিদ্ধদেরও দুর্জ্ঞেয়, অতএব তাহা তর্কগোচর নহে অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ নাই বলিয়া অনুমান করিবার যোগ্য নহে, তাহা কেবল আগমের বিষয় অন্য প্রমাণের বিষয় নহে।

* "চেতনা চেতনো বাদিভিঃ" অথবা 'পুরুষ' এরূপ অর্থে ও চেতনা শব্দের প্রয়োগ হয়। 'চেতনাযুক্ত চেতন' নহে বলিয়া, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া পুরুষকে সাংখ্যশাস্ত্রে উপাধিও বলা হয়, যথা বিজ্ঞানভিক্ষুবচন "পুরুষো-বিশুদ্ধাস্তি অধিষ্ঠানচেতনম্। মনঃ করোতি সান্নিধ্যাৎ উপাধিঃ স্ফটিকং যথা ॥" (যোগবার্ত্তিকে সাংখ্যপ্রবচনীয় টীকায় উদ্ধৃত)। পুরুষঃ অবিকৃতাত্মা, (সান্নিধ্যাৎ) সঃ পুরুষঃ অচেতনং মনঃ, অধিষ্ঠানং করোতি যথা উপাধিঃ সান্নিধ্যাৎ স্ফটিকং করোতি। (ইহাতে পুরুষকে উপাধিরূপে তুলনা করা হইয়াছে, যাহা স্পষ্টই বলা হয় না)।

† শঙ্করের কথাতেই প্রমাণ হইল যে অচেতন হইতে চেতন হয় না। অতএব ঐ বিষয়ের উপর শঙ্কর যাহা স্থাপন করিতেছিলেন তাহা বাতিল হইল। "ব্রহ্মের সত্তাস্বভাব" আদি বৃথা কথা।

ইহা সত্য হইলে শঙ্করই প্রধান দোষী, কারণ, শঙ্করই বহুল জগৎ-কারণকে 'তর্কেণ যোজয়েৎ' করিয়াছেন। এস্থলে অর্থাৎ 'দৃশ্যতে তু' (২।১।৬ সূত্র) এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যের তর্কাবষ্টম্ভ ভাঙ্গিতে তর্কদ্বারা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া শঙ্কর শেষে "শ্রুতি যখন ঠিক" এই ন্যায়ে আগমৈকপরায়ণ হইয়াছেন।

স্বপক্ষে শঙ্কর "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে শঙ্করের পক্ষ যেমন সিদ্ধ হইয়াছে, সাংখ্যপক্ষও সেইরূপ সিদ্ধ করে। শুধু স্ববুদ্ধিসাধ্য তর্কের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না—ইহাও যদি ঐ শ্রুতির অর্থ ধরা যায়, তবে সাংখ্য সেবিষয়ে একমত। সাংখ্যরূপ মোক্ষদর্শন পরমর্ষির দ্বারা দৃষ্ট। শঙ্করই বরং স্ববুদ্ধিবলে বহুতর্ক সৃজন করিয়া শ্রুতি বুঝিতে গিয়াছেন। আরও, শঙ্কর স্বপক্ষে স্মৃতি দেখান :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

ইহার বিষয় পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। ইহার মতে প্রকৃতিগণ হইতে পর যে পুরুষ তাহা অচিন্ত্য। সাংখ্যেরও তাহাই মত। পুরুষ-স্বরূপ অচিন্ত্য (তজ্জন্য তর্কশূন্য নিরোধ-সমাধি সিদ্ধ করিয়া সাংখ্যেরা পুরুষে স্থিতি করেন)। কিন্তু 'পুরুষ আছে' ইহা অচিন্ত্য নহে, উহা যুক্তির বিষয়। আর, 'পুরুষ প্রকৃতি হইতে পর' তাহাও অচিন্ত্য নহে; এবং "পুরুষ অচিন্ত্য" ইহাও অচিন্ত্য নহে। এই সব বিষয় সাংখ্যেরা যথাযোগ্য অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আগমার্থ মনন করেন। আর, প্রকৃতি যে জগতের উপাদান, ঈশ্বরাদি যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অন্তর্গত, এবং মুক্ত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর যে জগৎসৃজন-বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারেন না, সগুণ ঈশ্বর যে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, এই সমস্ত চিন্ত্য বা তর্কণীয় বিষয় সাংখ্যেরা যুক্তির দ্বারা অবধারণ করিয়া আগমার্থকে স্পষ্ট করেন।

১৮। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী, মায়াবাদী অসৎকার্য্যবাদী। পরিণামশীল উপাদান-কারণের অবস্থান্তরই কার্য্য। সুতরাং কার্য্য সৎ বা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে বিদ্যমান থাকে। কোন যোগ্য নিমিত্তের দ্বারা তাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। একতাল মৃত্তিকার অবয়বসকল যদি প্রকার-বিশেষে অবস্থাপিত করা যায়, তবেই তাহা ঘট হয়। ঘটের মৃত্তিকাও পূর্ব্বে ছিল, এবং অবয়বও পূর্ব্বে ছিল। তবে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। অবস্থান দৈশিক ও কালিক; অতএব বিকার বা পরিণাম দৈশিক বা কালিক অবস্থানভেদমাত্র। 'অসৎ হইতে সৎ হয় না' এই প্রসিদ্ধ সত্য সৎকার্য্যবাদের অবিনাভাবী দর্শন।

শঙ্করের মত অন্যরূপ। তন্মতে সৎ হইতে অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্বীয় যুক্তিসহকারে অসৎকার্য্যবাদ স্পষ্ট বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার সেই যুক্তিমালা এইরূপ :—

(ক) সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ। সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি।

অর্থাৎ সর্ব্বত্র দুই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি।

(খ) যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ব্যভিচরতি তদসৎ যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ।

অর্থাৎ যদ্বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ। আর যদ্বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না তাহা সৎ।

(গ) সামানাধিকরণ্যং নীলোৎপলবৎ।

অর্থাৎ নীল বর্ণ ও উৎপল ইহাদের যেমন সামানাধিকরণ্য, সেইরূপ ঐ দুই বুদ্ধি একাধিকরণে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তীত্যেবম্।

অর্থ :—সদ্বুদ্ধির সামানাধিকরণ্যের উদাহরণ যথা—ঘট আছে, পট আছে, হস্তী আছে ইত্যাদি।

(ঙ) সর্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাদ্ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্। অর্থাৎ ঘটাদি নষ্ট হইলে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, অতএব ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় অসৎ (খ অনুসারে)।

(চ) ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ।

অর্থ :—কিন্তু ঘটে যে সদ্‌বুদ্ধি আছে তাহার বিষয়ের ব্যভিচার হয় না বলিয়াই তাহা সদ্‌বুদ্ধি।

(ছ) ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ।

অর্থ :—শঙ্কা হইতে পারে, ঘট নষ্ট হইলে ঘটের সদ্বুদ্ধিও নষ্ট হয়, অতএব সদ্বুদ্ধিও ব্যভিচারী সুতরাং অসৎ।

(জ) ন, পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ।

অর্থ :—না তাহা নহে, ঘট নষ্ট হইলে সদ্বুদ্ধি পটাদিতে থাকে, কখনও যায় না। বিশেষণবিষয়া সেই সদ্বুদ্ধি পট হইতেও (বা ঘট হইতেও) যায় না।

(ঝ) সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি চেৎ।

অর্থ :—যদি বল নষ্ট ঘটে ত সদ্বুদ্ধি থাকে না অতএব সদ্‌বুদ্ধির বিনাশ হয়।

(ঞ) ন, বিশেষ্যাভাবাৎ সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ।

অর্থ :—না, তাহাও বলিতে পার না। তখন ঘটরূপ বিশেষ্য নষ্ট হওয়াতে সদ্বুদ্ধি বিশেষণ (অস্তি ইতি) বিষয়া হইয়া থাকে। বিশেষ্যাভাবে বিশেষণের অনুপপত্তি হয় বলিয়া সদ্বুদ্ধি তখন কি বিষয়া হইবে?

(ট) ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদি-বিশেষ্যাভাবেন যুক্তম্ ইতি চেৎ।

অর্থ :—যদি বল যে, ঘটাদি বিশেষ্যের যখন অভাব, তখন সেই অভাবের সহিত সদ্বুদ্ধির একাধিকরণত্ব যুক্ত হইতে পারে না।

(ঠ) ন, ইদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্য-দর্শনাৎ।

অর্থ :—না, এ আপত্তি গ্রাহ্য নহে, কারণ, অসত্তের সহিত সত্তের একাধিকরণত্ব যুক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা, মরীচি থাকিতে যে "এই জল সৎ" এইরূপ সদ্বুদ্ধি হয়, সেস্থলে জলের সত্তা না থাকিলেও অসত্তের সহিত সত্তের সামানাধিকরণ্য দেখা যায়।

(ড) এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শঙ্কর এ শ্লোকের যথার্থ অর্থ করিয়াছেন যে, 'সত্তের অর্থাৎ আত্মার অসত্তা নাই এবং অসত্তের বা দেহাদির সত্তা বা বিদ্যমানতা নাই'।

এই সমস্তের উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে, গীতার ঐ শ্লোকে একটি সাধারণ নিয়ম বলা হইয়াছে। সত্তের অভাব নাই, অসত্তের ভাব নাই, এই সাধারণ নিয়ম বলিয়া পরে গীতাকার উহার বিশেষ স্থল নির্দেশ করিয়াছেন, যথা— "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্"

ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্কর উহা একেবারেই বিশেষ পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতে "বুদ্ধের বিনাশ নাই" ইত্যাদি কথা থাকাতে লোকে সহসা শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ ধরিতে বা কৌশল ভেদ করিতে পারে না।

"সতের অভাব নাই এবং অসতের ভাব নাই" এই সাধারণ নিয়ম প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। "বুদ্ধ আছেন, দেহাদি নাই" একপ উহার অর্থ নহে। যাহারা বুদ্ধের বিষয় জানে না তাহারাও উহা স্বীকার করে।

অতঃপর শঙ্করের যুক্তিগুলি পরীক্ষা করা যাউক। শঙ্কর সৎ ও অসতের যাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহা মনগড়া। ঐরূপ লক্ষণ না করিলে অসৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয় না। "যে-বিষয়ে বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ" অসতের ইহা অর্থ নহে। অসতের অর্থ অবিদ্যমান। যে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার বা অন্যথা হয়, তাহার নাম পরিণামী বা বিকার্য্য বিষয়। যাহা বুদ্ধির বিষয় হয় না তাহাই অসৎ। বুদ্ধির বিষয় হইবার যোগ্যতা এবং বিদ্যমানতা একই কথা। বুদ্ধির বিষয় হইলেই তাহা বিদ্যমানরূপে বুদ্ধ হয়। তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু অসত্তা হয় না। পরিবর্ত্তন অর্থে অবস্থান্তর মাত্র, ঘটের নাশ অর্থে ঘট নামক অবয়ব-সংঘ পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে যে-স্থানে ছিল, সেইরূপ ভাবে অবস্থিত না থাকা। বাতিটা পুড়িয়া নাশ হইয়া গেল, ইহার অর্থ তাহা ধূমাদির আকারে পরিণত হইল অর্থাৎ তাহার অণু অবয়বসকলের অবস্থান্তর হইল।

সদ্বুদ্ধি শব্দের অর্থ 'আছে' এইরূপ জ্ঞান। 'আছে' অর্থে কেবল ধাত্বর্থমাত্র জানা যায়। তদ্ব্যতীত তাহার সত্তা নাই অর্থাৎ 'আছে আছে' এরূপ বলা বা 'সদ্বুদ্ধি আছে' এরূপ বলা বিকল্প মাত্র। 'আছে' ক্রিয়ার অর্থকেই আমরা 'সৎ' ও 'সত্তা' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিশেষণ ও বিশেষ্য কল্পনা করিয়া বলি কিন্তু উহার বাস্তব অর্থ— 'আছে'। বিশেষণ ও বিশেষ্য কল্পনাতে 'সদ্বস্তু' বা 'সত্তা অস্তি' এরূপ বাক্য ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু উহার অর্থ যথাক্রমে 'যাহা থাকে (বস্তু) তাহা আছে' এবং 'থাকা (সত্তা) আছে' অর্থাৎ 'আছে' এই শব্দেরই উহা নামান্তর। সৎ শব্দকে প্রত্যয়বিশেষের দ্বারা ভাষায় বিশেষ্য করিতে পারা যায় বলিয়া উহা বাস্তব বিশেষ্য নহে।

অতএব ঘটে দুই বুদ্ধি আছে, ঘটবুদ্ধি ও সদ্বুদ্ধি—ইহা বিকল্প মাত্র। ঘটবুদ্ধি আছে তাহা সত্য, কিন্তু সদ্বুদ্ধি আছে তাহার অর্থ 'আছে আছে' 'থাকা আছে' বা 'সত্তা আছে' ইত্যাদি বাক্য 'রাহুর শির' এইরূপ বাক্যের ন্যায় বাস্তব অর্থশূন্য বিকল্পমাত্র বা শব্দ-জ্ঞানানুপাতী জ্ঞানমাত্র। বস্তুত শঙ্কর বৈকল্পিক সামান্যের ও বাস্তব বিশেষের (abstract এবং concrete পদার্থের) ভেদ করিতে পারেন নাই, উভয়কে বাস্তব পদার্থ ধরিয়া লইয়া, বাস্তব পদার্থের সামানাধিকরণ্যাদি ধর্ম্মের বিচারের ন্যায় বিচার করিয়াছেন।

'নীল উৎপল' এস্থলে যেরূপ উৎপলের সহিত নীল বর্ণের সামানাধিকরণ্য, অলক্ত-রঞ্জিত উৎপলের সহিত যেমন রক্ত বর্ণের সামানাধিকরণ্য, ঘটের ও সত্তার সেরূপ বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে 'ঘটে সত্তা আছে' ('উৎপলে নীলিমা আছে' তদ্বৎ) অর্থাৎ 'ঘটে থাকা আছে' এইরূপ কাল্পনিক কথা বলা হয়*।

* সাধারণ মুখ ভাষায় 'ঘটে সত্তা আছে' ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থ 'ঘট আছে'। তাহা হইতে ঘট ছাড়া ঘটের সত্তা নামে এক বাহ্য পদার্থ আছে এরূপ মত স্থাপন করা ন্যায্য নহে। সত্তা পদার্থ বটে কিন্তু দ্রব্য নহে বা নীলাদির ন্যায় বাস্তব গুণ নহে।

প্রকৃত পক্ষে সত্তা একটী শব্দমূলক (abstract) চিন্তা। শব্দাতীত সত্তা পদার্থের জ্ঞান হয় না। কিন্তু ঘট-রূপ অর্থ শব্দব্যতিরেকেও জ্ঞানগোচর হয়। তাদৃশ জ্ঞান নির্বিকল্প বা নির্বিতর্ক জ্ঞান। তাহাই শব্দাদি বিকল্পশূন্য চরম সত্যজ্ঞান বলিয়া যোগ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

অতএব শঙ্কর ঐ তর্কোপন্যাসে বাস্তব পদার্থকে এবং শব্দময় চিন্তামাত্রগ্রাহ্য পদার্থকে —যথার্থ জ্ঞানকে এবং আরোপিত জ্ঞানকে—মনোভাবকে ও বাহ্যভাবকে সমান বা বাহ্যভাব মাত্র বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল যে, তাঁহার লক্ষণ এবং হেতু (major premiss) উভয়ই সদোষ। অতএব তদুপরি স্থাপিত অসৎকার্য্যবাদখণ্ডনেরও ভিত্তি নাই।

পরন্তু (ঙ) চিহ্নিত আপত্তির তিনি যে উদাহরণ দিয়া (৪) খণ্ডন করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত উদাহরণ। মরীচিকায় যে 'সলিলমুদকম্' এইরূপ 'সদ্‌বুদ্ধি' হয় তাহা অসতের সহিত সতের সামানাধিকরণ্যের উদাহরণ নহে। মরীচিকায় জলের দর্শন হয় না কিন্তু অনুমান হয়। তাপকম্পিত বায়ুর নিবন্ধ বালুতে মরুস্থলে (এবং অন্যস্থলেও) বোধ হয় যেন বৃক্ষাদিরা জলতলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই প্রতিবিম্ব ঠিক সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষাদির ন্যায়। তাহা দেখিয়া বা বালুকায় প্রতিবিম্বিত (জলগত প্রতিবিম্বের ন্যায়) সূর্যালোক দেখিয়া লোকে আনুমানিক নিশ্চয় করে যে ওখানে জল আছে। ধূম দেখিয়া বহ্নি অনুমান করার ন্যায় উহা এক প্রকার ভ্রান্ত অনুমান মাত্র। বস্তুতঃ উহাতে সৎ পদার্থ বালুকাতে স্মৃতির দ্বারা পূর্ব দৃষ্ট জলের আরোপ হয়। জলের স্মৃতি সৎপদার্থ বালুকাও সৎ পদার্থ, সুতরাং সতেই সতের সামানাধিকরণ্য হয়। অতএব সৎ ও অসতের সামানাধিকরণ্য হয় এরূপ বলা কেবল বাক্যমাত্র। সৎ অর্থে 'যাহা আছে', অসৎ অর্থে 'যাহা নাই', তাহাদের সামানাধিকরণ্য অর্থে 'থাকাও না-থাকা আছে' এরূপ প্রলাপমাত্র।

শঙ্কর প্রথমে অসৎ অর্থে 'যাহার ব্যভিচার হয়' এইরূপ (অর্থাৎ বিকারী) করিয়াছেন, তবে ঘটপটাদি যে অসৎ তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। পরে অসতের অর্থ বদলাইয়া 'অবিদ্যমানতা' করিয়াছেন। তৎপরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঘটাদি অসৎ অতএব তাহাদের বিদ্যমানতা নাই। অতঃপর শঙ্করের যুক্তিগুলির প্রত্যেকের দোষ দেখান যাইতেছে:—

(ক) সর্বত্র শুধু সদ্‌বুদ্ধি ও অসদ্‌বুদ্ধি হয় না। সর্বতন্ত্র-বুদ্ধিও হয়। 'সর্বতন্ত্র' বা ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় বাস্তব, আর সত্তা অস্তিত্বের জ্ঞান বুদ্ধিনির্মাণ শব্দভাব মাত্র।

(খ) যে-বিষয়ে বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ নহে কিন্তু বিকারী। আর যাহার ব্যভিচার হয় না তাহা সৎ নহে কিন্তু অবিকারী।

(গ, ঘ) নীলোৎপলের সামানাধিকরণ্য বাস্তব। আর ঘটের সহিত সদ্‌বুদ্ধির ও অসদ্‌বুদ্ধির সামানাধিকরণ্য কাল্পনিক।

(ঙ) ঘট নষ্ট হইলে জ্ঞান হয় যে যাহা ঘট ছিল তাহা খণ্ড হইল তাহার নামই ব্যভিচার বা পরিণাম জ্ঞান, তাহা অসদ্‌বুদ্ধি নহে। ঘট নষ্ট হইল অর্থে—যে দ্রব্য ঘট ছিল তাহার অভাব হইল এরূপ কেহ মনে করে না। আর ঘট প্রকৃতপক্ষে মৃৎপিণ্ডের সংস্থান-বিশেষ অর্থাৎ ঘট পদার্থ ব্যবহারিক আকারস্বরূপ মাত্র। মৃত্তিকাই উহাতে সত্তা। সুতরাং ঘট নাশ হইল অর্থে আকারস্বরূপ ধর্মের নাশ হইল, কোন বাস্তব পদার্থের নাশ হইল না, এরূপও বলা যাইতে পারে। বাস্তব পদার্থ মৃত্তিকার অবস্থানভেদ হইল মাত্র।

(চ) সদ্‌বুদ্ধি অস্তি এই ক্রিয়াপদজন্য অর্থ জ্ঞান, তাহা ঘট দ্রব্যে নাই কিন্তু মনে থাকে। তাহা যখন জ্ঞায়মান হয় তাহাতেই অস্তীতি পদার্থ থাকা যোগ করি, তাই অস্তির ব্যভিচার নাই। কিন্তু 'অস্তি' এই শব্দের জ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান হইতে পারে ও হয়। বস্তুতঃ সর্বজ্ঞেয়পদার্থে যোগ হইতে পারে এমত সামান্যরূপ অস্‌-ধাতুর অর্থবোধই সদ্‌বুদ্ধি।

(ছ, জ, ঝ) নষ্ট ঘট অর্থে শঙ্কর ঘটাভাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। নষ্ট ঘট অর্থে খণ্ড বা চূর্ণরূপ সৎ পদার্থ। অতএব শঙ্করের প্রদর্শিত আপত্তি ও আপত্তির উত্তর উভয়ই অলীক।

(ঞ) বিশেষণবিষয়া সদ্‌বুদ্ধি বাক্যমাত্র। সদ্‌বুদ্ধি বা সৎশব্দের জ্ঞান নিজেই বিশেষণ। তাহা পুনশ্চ বিশেষণবিষয়া বা অস্তীতি-পদার্থ বিষয়া হইতে পারে না। তাহা হইলে 'সদস্তি' বা 'থাকা আছে' এইরূপ ব্যর্থ কথা বলা হয়।

(ট, ঠ) এই দুই অংশের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অসৎকার্যবাদীরা সৎকার্যবাদে আরও এক আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন ঘট নষ্ট হইলে ঘটের কিছু থাকে বটে, কিন্তু কিছু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, যেমন 'জলাহরণধর্ম'। ভগ্ন ঘটে বা ঘটকারণ মৃত্তিকায় 'জলাহরণধর্ম' গুণ ত দেখা যায় না, অতএব অসতের উৎপাদ ও সতের অভাব সিদ্ধ হয়।

এ যুক্তিতেও কল্পিত গুণের বিধ্বংস কথিত হইয়াছে। জলাহরণধর্ম প্রকৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়বের সংযোগ মাত্র। কোন ন্যায়ী যদি শব্দার্থ জ্ঞানবিকল্প ত্যাগ করিয়া জলপূর্ণ ঘট দেখেন তবে তিনি দেখিবেন যে ঘটাবয়ব ও জলাবয়বের সংযোগবিশেষ রহিয়াছে। ঘট ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার অবয়ব স্থানান্তরে থাকিবে কিন্তু তখনও প্রত্যেক অবয়বের সহিত জলাবয়বের সংযোগ হইবার যোগ্যতা থাকিবে (সংযোগ অর্থে অবিরল ভাবে বা একত্র অবস্থান, অথবা দেশভেদে অবস্থান)। ফলে ঘট ভাঙ্গিলে বাস্তব কোন গুণের অভাব হইবে না, কেবল অবস্থানভেদ হইবে। অবস্থানভেদকে অভাব বলা যায় না। অসৎকার্যবাদীদের উক্ত যুক্তি নিম্নস্থ যুক্ত্যাভাসের ন্যায় নিঃসার :—আলোকের সাহায্যে চোর ধরা যায়, অতএব আলোকের 'চোর-ধরার' গুণ আছে। দেশে চোর না থাকিলে আলোকের ঐ গুণ থাকিবে না, সুতরাং আলোক ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য সৎকার্যবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। তবে বৈজ্ঞানিক সৎকার্যবাদ জড় জগতের Conservation of energy পর্যন্ত উঠিয়াছে, আর সাংখ্যীয় সৎকার্যবাদ বাহ্য ও আন্তর জগতের প্রকৃতি নামক অমূল মূল কারণ দেখাইয়া তৎপরস্থিত পুরুষনামক দ্রষ্টৃ সৎপদার্থকে দেখাইয়াছে।

১৯। সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতিবিরুদ্ধ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া পরে শঙ্কর সাংখ্যের যুক্তি সকলের দোষ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সাংখ্যমতে জড় (চিতের বিপরীত), ত্রিগুণ, চিদধিষ্ঠিত প্রধানই জগতের কারণ। শঙ্কর অনেক স্থলে বিকৃতভাবে সাংখ্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। উপর্যুক্ত মতই প্রকৃত সাংখ্যমত।

শঙ্কর বলেন যত 'রচনা' সবই চেতনের দ্বারা রচিত হইতে দেখা যায়, ঘট, গৃহ আদি তাহার উদাহরণ, অতএব 'অচেতন' প্রধান কিরূপে জগতের কারণ হইবে। ইহা সত্য। সাংখ্য ইহাতে আপত্তি করেন না, কিন্তু সেই চেতন রচয়িতৃ সকল, যাঁহারা ঘট,

গৃহ, ব্রহ্মাণ্ড আদি রচনা করিয়াছেন, সেই চেতন পুরুষগণ এবং গৃহাদি সৃষ্ট দ্রব্য সকল যে কি, তাহাই সাংখ্য তত্ত্বদৃষ্টিতে বলেন। তুমি যাহাকে চেতন রচয়িতা বলিতেছ অথবা সৃষ্ট বলিতেছ তাহাই ত্রিগুণ, চিদধিষ্ঠিত প্রধান। তাহা চিৎস্বরূপ পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির সংযোগ। সুতরাং শঙ্করের আপত্তি দিনকরকরস্পৃষ্ট নীহারের মত বিলয় প্রাপ্ত হইল।

শঙ্কর বলেন "সাংখ্যেরা শব্দাদি বিষয়কে সুখ, দুঃখ ও মোহের দ্বারা অন্বিত (মিশ্রিত) বলেন"। ইহা সাংখ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সাংখ্যেরা সুখদুঃখমোহকে গুণবৃত্তি বলেন; শব্দাদিরা ত্রিগুণাত্মক ইহা সত্য, কিন্তু তাহারা সুখাদি নহে কিন্তু সুখকর, দুঃখকর ও মোহকর। সুখাদি জ্ঞান ব্যবসায়স্বরূপ, আর সুখকরত্বাদি ধর্ম ব্যবসেয়স্বরূপ।

এখানে বলা উচিত যে রচনা চেতন বা চেতনাযুক্ত পুরুষেই করিতে পারে। রচনা এক প্রকার বিকার বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য বিকারও আছে যাহা চেতন পুরুষে করে না। শঙ্কর বলেন চেতন ব্যতীত কুম্ভাদি রচনা দেখা যায় না। তাহা সত্য। কিন্তু অচেতন (মৃৎ) ব্যতীত কুম্ভাদি রচনা দেখা যায় না। অতএব রচনাব্যাপারে চেতন ঈশ্বর ও অচেতন উপাদান এই দুই সৎ পদার্থের দ্বারা অদ্বৈতহানি ঘটে।

শঙ্কর বলেন 'রচনার কথা থাক, প্রধানের যে রচনার জন্য প্রবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি, তাহা অচেতনের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে'। উত্তরে বক্তব্য যে প্রধানের ক্রিয়াশীলতা আছে বটে, কিন্তু 'রচনার জন্য প্রবৃত্তি' নাই। উহা সোপাধিক পুরুষেরই হয়। প্রধান রচনা করে (ইচ্ছাপূর্ব্বক) না, কিন্তু বিকারশীল বলিয়া বিকৃত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও এক পুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানের বিকার। বিকার প্রধানের শীল। বিকারশীল প্রধান যখন চিদ্রূপ পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় তখনই তাহা অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিদ্বারাই 'রচনা' কৃত হয়। জগতের মৌলিক স্বভাব যখন বিকারশীলতা তখন তাহার বিকারশীল কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাংখ্যেরা ইচ্ছাশূন্য প্রবৃত্তির উদাহরণে স্তনে ক্ষীরের প্রবৃত্তি অথবা জলের নিম্নাভিমুখে প্রবৃত্তির কথা বলেন। শঙ্কর তদুত্তরে বলেন 'তাহাও চেতনাধিষ্ঠিত প্রবৃত্তি'। ইহাও কথার মারপ্যাঁচ। সাংখ্যেরাও চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত যে প্রবৃত্তি হয়, এরূপ স্বীকারই করেন না। এই বিশ্বটাই সাংখ্যমতে চেতনপুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানের প্রবৃত্তি, কিন্তু তাহা গৃহাদি-নির্ম্মাণের জন্য যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি, সেইরূপ প্রবৃত্তি নহে। ইচ্ছারূপ প্রবর্ত্তক নিরপেক্ষ চিদধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তি। সর্ব্বত্রই শঙ্কর দ্ব্যর্থক 'চেতন' শব্দের অর্থভেদ না করিয়া গোল বাধাইয়াছেন।

সাংখ্যেরা যে প্রধানের সাম্য ও বৈষম্য অবস্থা বলেন, তৎসম্বন্ধে শঙ্করের আপত্তি এই যে, পুরুষ যখন উদাসীন অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহেন, তখন প্রধানের কদাচিৎ মহদাদিরূপে পরিণাম ও কদাচিৎ সাম্যাবস্থায় স্থিতি এই দুই অবস্থা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে?

প্রধানের সাম্যাবস্থার অর্থ অন্তঃকরণের নিরোধ বা লয়। তাহার জন্য বাহ্য কারণের প্রয়োজন নাই। বিবেকখ্যাতি ও বৈরাগ্যবিশেষের দ্বারা বিষয়গ্রহণ নিরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ লীন হয়, তাহাই প্রধানের সাম্যাবস্থা। প্রধান সর্ব্বদাই কচিৎ পরিণত, কচিৎ স্থিতিতে বর্ত্তমান (যোঃ সূঃ ২।২৩)। মুক্ত অথবা প্রকৃতিলীন পুরুষের চিত্ত সাম্যাবস্থাপন্ন, অন্যের নহে; আর, যে বিরাট্ পুরুষের অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড (শব্দাদি বিষয়) অবস্থিত, সেই অভিমান লীন হইলে (অর্থাৎ প্রলয়ে) শব্দাদি লীন হয়, তখনও বিষয়াভাবে সংসারী প্রাণীর

চিত্ত লীন হয়, তাহাও শাব্দমাত্র। বিষয়ের অভিব্যক্তিতে তাদৃশ চিত্তের পুনরভিব্যক্তি হয়। একটি প্রস্তরের দ্বারা যেমন অন্য প্রস্তর চূর্ণ করা যায় সেইরূপ একটি বিকার-ব্যক্তির দ্বারা অন্য বিকারব্যক্তি লীন হইতে পারে। কিন্তু পুরুষ এক বিকারব্যক্তি, অস্মদাদির বিষয়রূপে উপস্থিত হয়। তাই অন্যভাবে বিষয়গ্রহণাভাব ও চিত্তলয় হয়। অন্তঃকরণ-সম্বন্ধেও একটি অবিদ্যাজন্যা বৃত্তি পরবর্তী বৃত্তির নিমিত্ত। অবিদ্যা নাশ হইলে তজ্জন্য বৃত্তিপ্রবাহ ছিন্ন হইয়া অন্তঃকরণের সাম্যাবস্থা হয়। বস্তুতঃ অবিদ্যা অনাদি সুতরাং অন্তঃকরণাদি (মহৎ, অহং, মন ও ইন্দ্রিয়) অনাদি। অতএব এরূপ কখনও ছিল না যখন শুধু মহৎ ছিল পরে তাহা অহং হইল ইত্যাদি। আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিলে পর পর মহদাদি তত্ত্ব পাওয়া যায়, ইহাই সাংখ্যমত।

অতএব, শঙ্কর যে কল্পনা করিয়াছেন আগে প্রধান ছিল পরে তাহা পরিণত হইয়া মহৎ হইল, ইত্যাদি—তাহা ভ্রান্ত ধারণা। অনাদি প্রবৃত্তির 'আগে' নাই।

শঙ্কর বলেন, প্রবৃত্তি অচেতনের হয় সত্য কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই তবে হয়। 'চেতনাধিষ্ঠিত' অর্থে শঙ্করের মতে কোন চেতন পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত। ইহাতে জিজ্ঞাস্য যে 'ইচ্ছা' যাহা অচেতন তাহা কিসের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, চিদ্রূপ আত্মার দ্বারাই ইচ্ছা নামক জড় দ্রব্যের প্রবর্তনা ঘটে, তবে সাংখ্যের কথাই বলা হইল। নচেৎ 'ইচ্ছার প্রবর্তনার জন্য অন্য ইচ্ছা, তাহারও প্রবর্তনার জন্য অন্য ইচ্ছা' ইত্যাদি অনবস্থা দোষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল স্বভাবের উপদর্শনার্থ প্রবৃত্তি। পুরুষের তাহাতে উপদর্শনমাত্রের অপেক্ষা আছে, অন্য কোন প্রবর্তক কারণের অপেক্ষা নাই; ইহাই সাংখ্যমত।

সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বুঝাইবার জন্য পঙ্গুঅন্ধের এবং অয়স্কান্ত ও লৌহের উপমা দেন। শঙ্কর তাহাতেও আপত্তি করেন। আপত্তি করিতে যাইয়া স্বয়ং উপমার সর্বাংশে গ্রহণরূপ ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন। শঙ্কর বলেন, অন্ধের অধিষ্ঠিত পঙ্গু তাহাকে বাক্যাদির দ্বারা প্রবর্তিত করে, উদাসীন পুরুষের পক্ষে সেরূপ প্রবর্তক-নিমিত্ত কি হইতে পারে?

উপমার দোষ ধরিলে, তাহাতে পশ্চাৎ থাকিলে ইত্যাদি ন্যায়-দোষের ন্যায় শঙ্করের আপত্তি দূষিত। পঙ্গু ও অন্ধের উপমা দিয়া সাংখ্যেরা অচেতন দৃশ্যের বিকারযোগ্যতা এবং দ্রষ্টার অবিকারিত্ব-স্বভাব বুঝান মাত্র সেই অংশেই উহা গ্রাহ্য। অয়স্কান্ত-সম্বন্ধীয় উপমার দ্বারা সান্নিধ্যমাত্রে উপকারিত্ব বুঝান হয়। শঙ্কর তাহাতে 'পরিমার্জনাদির অপেক্ষা আছে' ইত্যাদি যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা বালকতামাত্র। পরিমৃষ্ট অয়স্কান্তের কথাই সাংখ্যেরা বলিয়াছেন বলিতে হইবে।

ঐরূপ অন্যায় আপত্তি তুলিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন অচেতন প্রধান ও উদাসীন পুরুষ, এই দুইয়ের সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধয়িতার অভাবে প্রধান-পুরুষের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

শঙ্করের উত্থাপিত আপত্তি সত্য হইলে ইহা সত্য হইত। সাংখ্যেরা অয়স্কান্তের ন্যায় প্রধানের সান্নিধ্যমাত্রে উপকারিত্ব স্বীকার করেন। শঙ্কর তাহাতে বলেন যে, যদি সান্নিধ্যমাত্রেই প্রবৃত্তি হয়, তবে প্রবৃত্তির নিত্যতা আসিয়া পড়িল অর্থাৎ কখনও নিবৃত্তি আসিবে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য—সাংখ্যেরা উপকারিত্ব অর্থে কেবল প্রবৃত্তি বলেন না, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়কেই পুরুষের সান্নিধ্যজনিত উপকার বা উপকরণের কার্য্য বলেন। ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট প্রধানের কার্য্য। প্রধানের যোগ্যতা-বিশেষ পুরুষের সহিত সম্বন্ধের হেতু। যোগ্যতা দ্বিবিধ, অবিদ্যাবস্থা ও বিদ্যাবস্থা। অবিদ্যাবস্থ প্রধান পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়। বিদ্যাবস্থ প্রধান (বিবেকখ্যাতিযুক্ত অন্তঃকরণ) পুরুষ হইতে বিযুক্ত হইয়া যথাস্বরূপ হয়।

অতএব শঙ্কর যে বলেন "যোগ্যতার দ্বারা সম্বদ্ধ হইলে সদাই সম্বদ্ধ থাকিবে, নির্মোক্ষ হইবে না"—তাহা অন্যায়।

অন্তঃকরণে সদাই বিদ্যা ও অবিদ্যা বা প্রমাণ ও বিপর্য্যয় এই দুই ভাব পরিণামধারায় (লয়োদয়শালিনী) বৃত্তিরূপে বর্ত্তমান আছে, সংসারদশায় অবিদ্যার প্রাবল্যে বিদ্যা অলক্ষ্যবৎ হয়। অবিদ্যা ক্ষীণ হইলে বিদ্যা অভিপ্রবৃদ্ধা হইয়া মোক্ষ সাধন করে। বস্তুতঃ পুরুষের সহিত গুণের সংযোগ অলাতচক্রের ন্যায় অচ্ছিন্ন বোধ হইলেও তাহা সম্পূর্ণ একতান নহে, কারণ, বৃত্তিসকল লয়োদয়শালিনী সুতরাং সংযোগও তদ্রূপ সবিপ্লব। বৃত্তির লয়াবস্থাই স্বরূপস্থিতি। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পুরুষসাক্ষিকা বৃত্তি সুতরাং সংযোগ ও বিয়োগের অধিকারী গৌণ হেতু চৈতন্যের সাক্ষিতা।

শারীরক ২।২।৮ ও ৯ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রধানের সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় যাইয়া মহদাদি উৎপাদন করার কোন হেতু না পাইয়া, উহা অসঙ্গত মনে করিয়াছেন। সাম্য ও বৈষম্যের হেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অতএব শঙ্করের আপত্তি ছিন্নমূল।

সাংখ্যেরা বলেন—সত্ত্ব তপ্য, রজ তাপক। সত্ত্ব-তপ্যতার দ্বারা পুরুষ অনুতপ্তের মত বোধ হন। ইহা যোগভাষ্যে (২।১৭) সম্যক্ বিবৃত আছে। শঙ্কর ২।২।১০ সূত্রের ভাষ্যে ইহার দোষাবিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, "এই তপ্য-তাপক ভাব যদি অবিদ্যাকৃত হয়, পারমার্থিক না হয়, তবে আমাদের পক্ষে কিছু দোষ হয় না"। সাংখ্যেরাও অবিদ্যাকেই দুঃখমূল বলেন, সুতরাং শঙ্করের এ সম্বন্ধে বাগ্জাল বিস্তার করা বৃথা হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে হয়। তাহাতে শঙ্কর বলেন যে, অদর্শনরূপ অবিদ্যার নিত্যত্ব স্বীকার করাতে, সাংখ্যের মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। কোন একজনের অবিদ্যা নিত্য ইহা অবশ্য সাংখ্যের মত নহে, সুতরাং এই অজ্ঞতামূলক যুক্তি ছিন্ন হইল। সাংখ্যমতে অবিদ্যা বা ভ্রান্তি-জ্ঞান নিত্য নহে কিন্তু অনাদি বৃত্তিপরম্পরাক্রমে প্রবহমাণ (শঙ্করের অবিদ্যাও অনাদি) ও তাহা বিদ্যার দ্বারা নাশ্য। সাংখ্যমতে অবিদ্যা একজাতীয় বৃত্তির সাধারণ নাম, তাদৃশ বিপর্য্যয়বৃত্তি প্রত্যেকব্যক্তিগত। এক সর্ব্বব্যাপী অবিদ্যা নামক কোন দ্রব্য নাই। তাদৃশ অবিদ্যা মায়াবাদীদের অভ্যুপগম, সাংখ্যের নহে। এক মানুষ মরিলে যেমন সব মানুষ মরে না, এক ব্যক্তির অবিদ্যা নাশ হইলে সেইরূপ, সকলের অবিদ্যা নষ্ট হয় না।

এস্থলে শঙ্কর এক কৌশলে বিপক্ষ ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ"। তম শব্দের অর্থ অবিদ্যাও হয় তমোগুণও হয়। তমোগুণ নিত্য (কূটস্থ নিত্য নহে) বটে, কিন্তু অবিদ্যা নিত্য নহে। সুতরাং অনান্য স্থলের ন্যায় দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগই এখানে শঙ্করের সহায় হইয়াছে।

২।২।৬ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর সাংখ্যের পুরুষার্থ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। সাংখ্যেরা বলেন প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষার্থের জন্য। তন্মতে ভোগ ও অপবর্গ পুরুষার্থ। বস্তুতঃ শব্দাদিবিষয়ভোগ এবং অপবর্গ (বা ভোগের অবসানরূপ বিবেকখ্যাতি) এই দুই প্রকার কার্য্য ছাড়া অন্তঃকরণের আর কার্য্য নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের দ্বারা ভোগ ও অপবর্গ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তাহারাই পুরুষার্থ। ভোগ অনাদি সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তির আদি নাই। শঙ্করও তৈত্তিরীয়ভাষ্যে ভোগাপবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

এই সাংখ্যমতে শঙ্কর এইরূপ আপত্তি করিয়াছেন, "প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন বিবেচ্য। সেই প্রয়োজন কি ভোগ? বা অপবর্গ? বা উভয়?" সাংখ্যেরা স্পষ্টই উভয়কে পুরুষার্থ বলেন, সুতরাং শঙ্করের প্রথম দুই পক্ষ অলীক, অতএব তাহাদের উত্তরও অলীক। যদি ভোগ ও অপবর্গ উভয়ের জন্য প্রবৃত্তি হয় এরূপ বলা যায়, তবে তাহাতে শঙ্কর আপত্তি করেন "ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণামানন্ত্যাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব" (২।২।৬) অর্থাৎ ভোক্তব্য (ভোগ করিতেই হইবে) প্রধান-স্বরূপ বিষয়ের আনন্ত্যহেতু কখনও মোক্ষ হইবে না। এখানেও শব্দবিন্যাসের কৌশল আছে। প্রাকৃত ভোগ্য বিষয় অনন্ত হইলেও তাহা যে সমস্তই 'ভোক্তব্য' তাহা সাংখ্যেরা বলেন না। সমস্ত বিষয় ভোগ্য বা ভোগযোগ্য বটে, কিন্তু 'ভোক্তব্য' নহে। যখন ভোগ ও অপবর্গ দুই অর্থ, তখন দুয়েরই যোগ্যতা প্রাকৃত পদার্থে আছে "ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোঃ সূঃ ২।১৮)। বস্তুতঃ সাংখ্যেরা বলেন না যে অনন্ত ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু বলেন যদি কেহ ভোগে বিরাগ করিয়া ভোগ রুদ্ধ করে তবে তাহার অপবর্গ বা মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। 'ভোক্তব্য' কথাটাই এস্থলে শঙ্করের সাধন, কিন্তু তাহা 'ভোগ্য' হইবে।

২০। উপনিষদ্ ভাষ্যে অনেক স্থলে শঙ্কর এই প্রিয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া মিথ্যা পদার্থের উদাহরণ দিয়াছেন —"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ॥" অর্থাৎ মরীচিকার জলে স্নান করিয়া, আকাশকুসুমের মালা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শশশৃঙ্গের ধনুর্ধারী এই বন্ধ্যাসুত যাইতেছে।

ইহার মধ্যে মিথ্যা কি? মৃগ, জল, স্নান, আকাশ, পুষ্প, শশক, শৃঙ্গ, ধনু, বন্ধ্যানারী ও পুত্র—এই সবই সত্য বা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান বা পূর্ব্বদৃষ্ট ভাব পদার্থ। কেবল একের উপর অন্যের আরোপ করাই মনের কল্পনাবিশেষ। কল্পনাশক্তিও ভাব পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত উদাহরণ 'সতী' কল্পনাশক্তির দ্বারা কতকগুলি সৎপদার্থকে ব্যবহার করা মাত্র। শাঙ্কর মতে ব্রহ্মেই এই জগৎ আরোপিত; সুতরাং বলিতে হইবে ব্রহ্ম স্বীয় কল্পনাশক্তির দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতেই কল্পনা করিলেন এবং নিজেই ভ্রান্ত হইয়া গেলেন। ইহাতে শঙ্কা হইবে অপ্রাণ, অমনা (সুতরাং কল্পনা-শক্তিশূন্য) বা নিরুপাধিক, অদ্বৈত, অখণ্ড চৈতন্যরূপ, স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদহীন ব্রহ্ম কিরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট অথচ ত্রৈকালিক সত্তাহীন আকাশাদি প্রপঞ্চ সকল নিজে কল্পনা করিয়া স্বয়ং নিত্যমুক্ত হইয়াও ভ্রান্ত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্য-কারিকায় বলিয়াছেন "মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়া সম্মোহিতঃ স্বয়ম্"। শঙ্কর কিন্তু বলেন "যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ"। ভ্রান্ত হওয়া কি মায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া নহে? উভয়ের মধ্যে কাহার কথা এবিষয়ে গ্রাহ্য?

বৈদান্তিক মত একটী দার্শনিক মত, তাহার মূল বিষয়ের উপপত্তি চাই। কিন্তু তাহার অদ্যাপি উপপত্তি দেখা যায় না। তদ্বিষয়ক শঙ্কার তিন উত্তর পাওয়া যায় (১) অজ্ঞেয়, (২) অনির্ব্বচনীয়, (৩) অবচনীয়।

শঙ্কর বলেন "মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্"। অতএব বলিতে হইবে তাঁহার মতে পুরুষের মন আছে, কল্পনাশক্তি আছে, পূর্ব্বস্মৃতি আছে সুতরাং পূর্ব্বস্মৃতির বিষয় আকাশাদি আছে ইত্যাদি, অর্থাৎ বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় পদার্থযুক্ত পুরুষ। এরূপ ত্রিভেদযুক্ত পুরুষ যে আছেন তদ্বিষয়ে সাংখ্যও একমত। কিন্তু উহাতে শঙ্কা হয় যে স্বগতাদি ভেদশূন্য চিদ্রূপ পুরুষমাত্রই যখন আছেন—আর কিছুই যখন নাই—তখন এই অদ্বৈতবাদ সঙ্গত হয় কিরূপে? এক অখণ্ডৈকরস চৈতন্য থাকিলে দ্বৈতব্যবহারের (তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক) অবকাশ কোথায়?

২১। মায়াবাদের বিপরিণাম দেখাইয়া আমরা এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। ভারতের অধঃপতন যখন আরম্ভ হইয়াছে, যখন নানা সম্প্রদায়ের নানা আঘাতে ভারতীয় ধর্ম্মজগৎ বিপ্লুত, যখন অধিকাংশ ব্যক্তির প্রামাণ্যভূত মহাপুরুষের অভাব হইয়াছিল, যখন সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায় প্রতিভাশালী নেতার অভাবে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় শঙ্কর উদ্ভূত হন। শ্রুতিরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়া, স্বীয় প্রতিভা-বলে তাহার প্রসার করিয়া ও প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যান। যদিও সেই সময়ে অনেক প্রাচীন শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল এবং শঙ্করকে সাময়িক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রুতিব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল, এবং যদিও শঙ্কর মায়াবাদরূপ অসম্যক্ দর্শন অনুসারে শ্রুতিব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশক্তির বলে ভারতে গুরুতর ধর্ম্মভাবের উন্নতি হইয়াছিল ও অধঃপতনস্রোত কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করের পর অনেক সাধনশীল, ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন মহাত্মা ভারতে জন্মিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালক্রমে শাঙ্কর মত অনেকাংশে বিপরিণত হইয়াছে। আধুনিক মায়াবাদে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্ত পুরুষ অপেক্ষা শুদ্ধ চৈতন্যরূপ পুরুষই অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক-জীব-বাদ (তন্মতে এ পর্য্যন্ত কোন জীবের মুক্তি হয় নাই) প্রভৃতির দ্বারাও মায়াবাদ অধুনা বিপর্য্যস্ত।

প্রাচীন মায়াবাদে মায়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। আধুনিক মায়াবাদে মায়া কতকটা সাংখ্যের প্রকৃতির মত। যদি বলা যায় যে মায়া ও পুরুষ থাকিলে অদ্বৈতবাদ কিরূপে সিদ্ধ হয়, তদুত্তরে মায়াবাদীরা অধুনা বলেন যে মায়া মিথ্যা, তাহা 'নেহি হ্যায়'। মায়াবাদীদের সম্প্রদায়ে বহুল আমরা অদ্বৈতসিদ্ধির বিচার শুনিয়াছি। সকলেই শেষে উহা অবোধ্য বলে, অর্থাৎ এক অদ্বৈত চৈতন্য হইতে কিরূপে প্রপঞ্চ হয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শেষে অনির্ব্বাচ্য বা 'জানি না' বলে। যদি বলা যায় "মায়া যদি 'নেহি হ্যায়' তবে প্রপঞ্চ হইল কিরূপে?" তাহাতে মায়াবাদীরা বলেন "প্রপঞ্চও নেহি হ্যায়"। যদি উহারা সব 'নেহি হ্যায়' তবে উহাদের লাভ ও ক্ষতির বিষয় বল কেন? তদুত্তরে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া গোল-যোগ করে।

আবার কেহ কেহ ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়া উহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সত্তা ত্রিবিধ—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। চৈতন্যের পারমার্থিক সত্তা, জগতের ব্যবহারিক সত্তা আর স্বপ্নাদি বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা। পরমার্থদৃষ্টিতে ব্যবহারিক সত্তা থাকে না, অতএব এক অদ্বিতীয় পুরুষই সৎ।

অজ্ঞ মায়াবাদীরা (পণ্ডিতেরা নহে) মিথ্যাশব্দের অর্থ বুঝে না, মিথ্যা অর্থে অভাব নহে, কিন্তু এক পদার্থকে অন্যরূপ মনে করা। শঙ্করও ভাষ্যে অধ্যাসকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। অতএব প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থে 'প্রপঞ্চ নাই' এরূপ নহে, কিন্তু প্রপঞ্চ যাহা নহে তদ্রূপে প্রতীয়মান পদার্থ। কিন্তু সেইরূপ অধ্যাসের জন্য দুই পদার্থের প্রয়োজন, যাহাতে অধ্যাস হইবে এবং যাহার গুণ অধ্যস্ত হইবে। যাহাতে অধ্যাস হয় তাহা বিবর্ত্ত উপাদান ব্রহ্ম, কিন্তু যাহার ধর্ম্ম অধ্যস্ত হয় তাহা কি? সুতরাং দ্বৈতবাদব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আর, আধুনিক মায়াবাদীরা যে সত্তার বিভাগ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি করিতে যান তাহাও ন্যায্য ও সম্পূর্ণ নহে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সত্তা পদার্থ বৈকল্পিক (বা abstract), তাহাকে বাস্তব (বা concrete) রূপে ব্যবহার করা (ঘটাদির ন্যায় 'সত্তা আছে' বস্তুগণকে এরূপ ব্যবহার করা) অন্যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'রাহুর শিরের' ন্যায় 'সত্তা আছে' এরূপ বাক্য বিকল্পমাত্র। কিন্তু সত্তা যখন সামান্য, তাহার ভেদ নাই ও হইতে পারে না। সত্তা ত্রিবিধ নহে কিন্তু সৎ পদার্থ ত্রিবিধ বলিতে পার। তাহাতে অবশ্য অদ্বৈতবাদের কিছুই উপকার নাই, কারণ সৎপদার্থ ত্রিবিধ—পারমার্থিক সৎপদার্থ, ব্যবহারিক সৎপদার্থ এবং প্রাতিভাসিক সৎপদার্থ, তাহাতে পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যবহারিক পদার্থ থাকে না; সেইরূপ ব্যবহারদৃষ্টিতে পারমার্থিক পদার্থ থাকে না; বিশেষতঃ উহা দৃষ্টিভেদ মাত্র। এক দৃষ্টিতে একপদার্থ দেখিতে পাই, অন্য দৃষ্টিতে তাহা পাই না বলিয়া যে শেষোক্ত পদার্থ নাই, এরূপ বলা নিতান্ত অন্যায়। সাংখ্যেরাও ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টি স্বীকার করেন। তন্মতে (বিবেক-খ্যাতিরূপ) বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝাই পারমার্থিক দৃষ্টি বা অগ্র্যা বুদ্ধি। তদ্দ্বারা প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ চিন্মাত্র পুরুষ উপলব্ধ হন, আর, তখন বাহ্য-বুদ্ধির নিরোধ হয় বলিয়া ব্যবহারিক প্রপঞ্চ বুদ্ধিগোচর হয় না। ইহাই এ বিষয়ে ন্যায্য দর্শন, নচেৎ ব্যবহারিক জগৎ নাই এরূপ বলা আর 'আমি বন্ধ্যার পুত্র' এরূপ বলা একইপ্রকার অন্যায্যবাক্য। মায়াবাদীরা বলেন, মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, অবিদ্যোপহিত চৈতন্য জীব, আর সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, অথবা বলেন সমষ্টি বুদ্ধি ঈশ্বরের ও ব্যষ্টি বুদ্ধি জীবের।

অবিদ্যা অর্থে শঙ্কর বলিয়াছেন যে অতাতে অতদ্ভাব ও অন্যাতে যে আকার অধ্যাস তাহাই অবিদ্যা। ইহা সাংখ্যের অবিরুদ্ধ লক্ষণ। কিন্তু আধুনিক মায়াবাদের অবিদ্যা ঠিক এইরূপ নহে, তন্মতে জীব ক্ষুদ্র ও মলিন উপাধিগত চৈতন্য। অতএব অবিদ্যা ক্ষুদ্র মলিন অন্তঃকরণ হইল, আর মায়া বৃহৎ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ হইল।

কিন্তু অবিদ্যার বা জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি কল্পনা করা বহুমনুষ্যের বহুজ্ঞানের সমষ্টি কল্পনা করার ন্যায় নিঃসার। মনে কর দশজন মনুষ্য আছে। তাহাদের দশপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইল। কেহ যদি বলে যে সেই দশবিধ জ্ঞানের সমষ্টি দশগুণ বৃহৎ এক 'মহাজ্ঞান', তাহা হইলে সেই 'মহাজ্ঞান' যেরূপ পদার্থ হইবে, সমষ্টি অবিদ্যা বা সমষ্টি জীবও সেইরূপ নিঃসার পদার্থ। বস্তুত অবিদ্যা অর্থে আমি শরীরী ইত্যাকার ভ্রান্তি, আমি শরীরী এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানের 'সমষ্টি' যে কিরূপ, তাহা আধুনিক মায়াবাদীই জানেন।

আধুনিক অনেকানেক মায়াবাদী চৈতন্যকে সর্ব্বব্যাপী (অর্থাৎ অসংখ্য ঘন যোজন) দ্রব্য মনে করেন। এমন কি, তাঁহারা চৈতন্যের প্রদেশবিভাগও করেন, যেমন ঘটস্থ চৈতন্য-প্রদেশ, মঠস্থ চৈতন্যপ্রদেশ ইত্যাদি (বেদান্ত পরিভাষা)। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময়, চৈতন্যে অনির্ব্বচনীয় মায়া আছে, তদ্দ্বারা সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গ হয় সেইরূপ প্রপঞ্চ উৎপন্ন

হয়। তরঙ্গ যেমন জলমাত্র, দৃশ্যকও সেইরূপ চৈতন্যমাত্র। দুই এক জনকে দেখিয়াছি, তাহারা তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ঠিক ধারণা করিতে পারে না কারণ তরঙ্গ সমুদ্রের উপরে হয়। যখন চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, তখন জলের অভ্যন্তরস্থ কোন প্রকার তরঙ্গের ন্যায় ঐ চৈতন্যতরঙ্গ হইবে বলিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ সমাধান করে। বলা বাহুল্য, ইহা সব চৈতন্য সাগর এক জড় দৃশ্যপদার্থ কল্পনা করা মাত্র। অসংপ্রজ্ঞাতাবস্থা চিৎ পদার্থ ওরূপ কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২২। মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে যে আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার প্রধান-গুলির সংক্ষিপ্ত সার এস্থলে নিবদ্ধ হইতেছে —

(১) মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত দর্শনবিশেষ, সুতরাং শ্রুতি বা বেদান্ত মায়াবাদীর নিজস্ব নহে। শ্রুতি সাধারণসম্পত্তি, শ্রুতির অর্থ লইয়াই বিবাদ, অপ্রাচীন মায়াবাদী অপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য।

(২) অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত নাম কথামাত্র। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদশূন্য অখণ্ডৈকরস 'এক' পদার্থ নহে। উহা মূলত প্রকৃতি ও পুরুষ-রূপ তত্ত্বদ্বয়ের মেলনস্বরূপ। আর, উহা স্বগত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ বহু ভাবের সমষ্টি।

(৩) অধ্যাস বা ভ্রান্তিজ্ঞানকে ভারতীয় প্রায় সর্ব্ব দার্শনিক সম্প্রদায় (বৌদ্ধাদিও) সংসারের মূল বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দুই সৎপদার্থ ব্যতীত অধ্যাস হইবার উদাহরণ দিতে নাই অর্থাৎ যাহাতে অধ্যাস হয় তাহা এবং যাহার গুণ অধ্যস্ত হয় তাহা স্মৃতির দ্বারা অধ্যস্ত হয়। স্মৃতি নিজেই মনোভাব বা সৎপদার্থ, আর স্মৃতির বিষয়ও সৎপদার্থ। শঙ্কর যে আকাশের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা অলীক উদাহরণ সুতরাং একাধিক সৎপদার্থ জগতের কারণ।

(৪) সগুণ ঈশ্বর জগৎকারণ তাহা সত্য কিন্তু তাহা অত্যাদ্ভুত দৃষ্টি, তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরও প্রাকৃত উপাধিযুক্ত পুরুষবিশেষ, সুতরাং তত্ত্বত প্রকৃতি ও নির্গুণ পুরুষ জগৎকারণ। ঈশ্বরও যে প্রাকৃত উপাধিযুক্ত তাহা শ্রুতিও বলেন, যথা "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মহেশ্বর মায়ী বা প্রকৃতিযুক্ত। (মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ"—চিত্রদীপ ২৩৬, পঞ্চদশী। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর উভয়াই মায়ার বৎস। ইহা শুনিলে ঈশ্বরবাদী শঙ্কর নিশ্চয়ই সাংখ্যমিশ্রিত পঞ্চদশীকে স্বদল হইতে বহিষ্কৃত করিতেন)।

(৫) সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তিমান্, মহামায়, লীলাকারী, জগৎকর্ত্তা, অকর্ত্তা শুদ্ধ, অখণ্ডৈক-রস, সজাতীয়-স্বগত-বিজাতীয়-ভেদ-হীন, এক, অদ্বিতীয়, ঈশ্বর, আত্মা ব্রহ্মই জগৎকারণ; মায়াবাদীদের এরূপ উক্তি যোক্তিবিরোধ। বিরুদ্ধ পদার্থের একাত্মকতা-কথনরূপ দোষহেতু উহা অন্যায্য।

(৬) অদ্বৈতবাদীদের অনাদি অচেতন কর্ম্ম, অনাদি অবিদ্যা, অনাদি অসংপ্রজ্ঞাত ও সংপ্রজ্ঞাত প্রভৃতি অনাদি চৈতন্যাতিরিক্ত সৎ পদার্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব অদ্বৈতবাদ বাধ্যুক্ত।

(৭) অদ্বৈতবাদের দর্শন অসৎ-কার্য্যবাদ, তাহা সর্ব্বথা অন্যায্য। সদ্রূপে জ্ঞায়মান পদার্থ কখনও অসৎ হয় না, তবে তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। সত্তের অসৎ হওয়ার

উদাহরণ নাই। যাহা কাশীতে ছিল, পরে গয়ায় গেল, তাহাতে তার অভাব প্রাপ্ত হইল বলা যায় না, স্থানান্তরপ্রাপ্ত হইল বলা যায়। বাহ্য জগতের যাবতীয় পরিণাম সেইরূপ (অণু বা মহৎ) অবয়বের সংস্থানভেদমাত্র, মানস-পরিণামও অবস্থাভেদ (কালাবস্থান-ভেদ) মাত্র। অতএব অসৎকার্য্যবাদের উদাহরণ নাই বলিয়া উহা অন্যায্য।

(৮) ঈশ্বরতা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। তথাপি মায়াবাদীরা ঈশ্বর ও চৈতন্যকে একাত্মক বলেন। আত্মা চিদ্রূপ বটেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর নিরতিশয়-উৎকর্ষ-সম্পন্ন চিত্তসত্ত্ব-যুক্ত পুরুষবিশেষ, আর জীব বা গৃহীত্রা মলিন-অন্তঃকরণ-যুক্ত পুরুষ, অতএব 'জীব ও ঈশ্বর এক' মায়াবাদীর এরূপ প্রতিজ্ঞা ভ্রান্ত ও তাহা যুক্তিবিরোধ। জীব স্বরূপতঃ চিন্মাত্র এরূপ সাংখ্যপক্ষই ন্যায্য।*

সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০২)

১। প্রাণসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই প্রাণের কার্য্য ও স্থানের বিষয় পরস্পর হইতে ভিন্নরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, এবিষয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অতএব বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে বোধ হয় যিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলার সাহেবও ইহা দেখিয়া একস্থলে বলিয়াছেন যে, আদিম উপদেষ্টৃগণের প্রাণসম্বন্ধে কি অভিমত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক "প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" মনুপ্রোক্ত এই নিয়মানুসারে, আমরা এ প্রসঙ্গে প্রাণসম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বচনাবলী আছে তন্মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ ও

* অদ্বৈতসিদ্ধির দুইটি যুক্তিকণ প্রসিদ্ধ উপমাও পরীক্ষণীয় যথা—এক সূর্য্য যেমন বহু জলাশয়স্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি একই আত্মা বহু জীবে প্রতিবিম্বিত। কিন্তু ইহাতে বহু অনাদি জলাশয়গণ জীব, পৃথক্ সূর্য্য এবং সূর্য্য যে বহু বস্তুর মধ্যে সুতরাং বিভাজ্য ইত্যাদি স্বীকৃত হইল। 'এক' দৃষ্ট বহু জলাশয়কে পূর্ণ করে ইহাও ঐ জাতীয় কথা। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা সরল দ্রষ্টাকে বুঝিবার উপমা হইতে পারে।

আর এক উপমা—দৃষ্টির দোষে দ্বিচন্দ্র দর্শন ঘটে, সে দোষ কাটিয়া গেলে চন্দ্র একটি পরিদৃষ্ট হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দৃষ্টির দোষে বহু ক্ষেত্রে সন্নিকটবর্তী অথবা পশ্চাদ্বর্তী দুই বস্তুকে, যেমন দুই নক্ষত্রকে, এক বলিয়া প্রতীত হয়, পরে দৃষ্টিবিভ্রম কাটিয়া গেলে উহারা পৃথক্ই দুই হয়। অতএব যুক্তিহীন শুধু এইজাতীয় উপমায় অদ্বৈত ও দ্বৈত দুই-ই সিদ্ধ হইতে পারে অর্থাৎ কিছুই সিদ্ধ হয় না।

প্রত্যক্ষো সযুক্তিকং জীবকরণত্বং প্রতীয়তে" (শাঙ্করভাষ্য ২।৪।১৩)। অর্থাৎ সৌত্রামণ-শ্রুতিতে প্রাণের করণত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা— সেই প্রাণসকলকে জীবের করণ বলিয়াছেন, যেহেতু সর্বদেহীতে প্রাণসকল জীবের করণ দেখা যায়।" সাংখ্যকারিকায় আছে, "সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"—অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাম। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।৪।১৬) লিখিয়াছেন "স (মহান্) চ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ নিশ্চয়শক্ত্যা চ বুদ্ধিস্তয়োর্মধ্যে পৃথক্ প্রাণবৃত্তিরুৎপদ্যতে।" মহত্তত্ত্বের ক্রিয়াবৃত্তি (দেহধারণরূপ) প্রাণ ও নিশ্চয়বৃত্তি বুদ্ধি, তাহাদের মধ্যে প্রাণবৃত্তি পৃথক্ উৎপন্ন হয়। এই সব প্রমাণে প্রাণকে অন্তঃকরণের পরিণামবৃত্তি বলিয়া জানা যায়। ভারতে আছে— "সমুৎ সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। প্রাণাপানাবাজ্যভাগৌ তয়োর্মধ্যে হুতাশনঃ॥" (অনু ২৪)। অর্থাৎ যজ্ঞবিদেরা বলেন, বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমান ও ব্যান, এবং আজ্যভাগরূপ প্রাণ ও অপান আর তাহাদের মধ্যে হুতাশনরূপ উদান উৎপন্ন হয়। চক্ষুরাদি অন্তঃকরণের (অস্মিতার) পরিণাম, প্রাণও সেইরূপ। শ্রুতিতেও আছে, "আত্মন এষ প্রাণঃ প্রজায়তে" —আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয়। আত্মা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা যে আত্মস্বরূপ বা অভিমানাত্মক হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অভিমান কিরূপে সমস্ত করণশক্তির উপাদান তাহার সম্যক্ আলোচনা করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। করণের দুই অংশ, তাহার শক্তিরূপ অংশ অভিমানাত্মক এবং অধিষ্ঠানাংশ ভূতাত্মক। আত্ম-সকাশে বিষয়-নয়ন বা তথা হইতে শক্তি আনয়ন করিবার একমাত্র সাধনই অভিমান। পাশ্চাত্যগণ বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে যে অনুত্তার্য্য অজ্ঞেয় ব্যবধান আছে বলেন, প্রাচীন সাংখ্য-গণ অভিমানের দ্বারা সেই ব্যবধানের উপর আলোকময় সেতু নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অভিমানের দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী সম্বদ্ধ। ইন্দ্রিয়াত্মক অভিমান রূপাদি-ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া সেই উদ্রেককে অপ্রকাশস্বভাব বিষয়িসকাশে নয়ন করিলে যে প্রকাশাপর্যবসায় হয়, তাহাই জ্ঞান। সেইরূপ বিষয়ী হইতে যে আভিমানিক ক্রিয়া আসিয়া গ্রাহ্যকে বশীকৃত করে, তাহাই কার্য্য। (স্নায়ুশক্তি হইতে afferent ও efferent impulse পর্য্যালোচনা করিলে ইহা কতক বুঝা যাইবে)। যাহা হউক, "চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ-শিষ্ট্যাদিভ্যঃ"—এই বেদান্তসূত্রের দ্বারাও জানা যায় যে, প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায়, যেহেতু তাহাদের সহিত একত্র শিষ্ট হইয়াছে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত করণশ্রেণীতে প্রাণকে পাতিত করিবার জন্য আরও বলবতী যুক্তি আছে। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এক একপ্রকার যন্ত্র আছে, যদ্দ্বারা তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তদতীত আরও ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রকোষ প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে, যাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় কাহারও নহে। সেই সকল যে করণ-শক্তির যন্ত্র, তাহাই প্রাণ। আর, তাহাদের ক্রিয়া যে কেবল দেহধারণকার্য্যে ব্যাপৃত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।

শুধু জ্ঞেয়বিষয়ের গ্রহণই যে করণমাত্রের লক্ষণ, তাহা নহে। তাহা হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়-গণ করণ হয় না। অতএব যেমন জ্ঞেয় বিষয় আছে, তেমনি কার্য্যবিষয়ও আছে, আর তেমনি ধার্য্যবিষয়ও আছে। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকাশ্য, কার্য্য ও ধার্য্যরূপ ত্রিবিধ বিষয় উক্ত হইয়াছে। ধার্য্যবিষয় প্রাণের। যেমন চক্ষুরাদিকরণের দ্বারা রূপাদিবিষয় গৃহীত হয়, তেমনি প্রাণ-শক্তির দ্বারা অন্তর্ভূত বাহ্যবিষয় দেহভূতবিষয়ে ব্যবচ্ছিন্ন হয়। এবিষয়ে "নানা মুনির নানা মত" বলিয়া এত বলিতে হইল। এক্ষণে দেখা যাউক—

৪। **প্রাণ কোন্ গুণীয় করণশক্তি ?** "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোগসূত্র) অর্থাৎ দৃশ্য ভোগাপবর্গ-হেতু ভূত ও ইন্দ্রিয়-আত্মক এবং প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল। যাহা প্রকাশশীল তাহা সাত্ত্বিক, যাহা ক্রিয়াশীল তাহা রাজসিক, এবং স্থিতিশীল ভাব তামসিক। সাত্ত্বিকাদি সমস্তই আপেক্ষিক তিন পদার্থের তুলনায় যাহা অধিক প্রকাশশীল, তাহা সাত্ত্বিক, যাহা অধিক ক্রিয়াশীল তাহা রাজসিক এবং যাহা অধিক স্থিতিশীল তাহা তামসিক। আমরা দেখাইয়াছি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় করণশক্তি। উহাদের সহিত প্রাণের আরও সাদৃশ্য আছে, যাহাতে তাহাদের তিনের একত্র তুলনা ন্যায্য হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে বাহ্য করণ বলা যায়, যেহেতু তাহারা বাহ্য দ্রব্যকে বিষয়রূপে ব্যবহার করে। সেই লক্ষণে প্রাণও বাহ্যকরণ, কারণ প্রাণও বাহ্য আহার্য্য দ্রব্যকে সেইরূপ কার্য্যবিষয়ে ব্যবহার করে। চক্ষুরাদির যেমন পঞ্চভূতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রাণেরও তদ্রূপ। অতএব জানা গেল যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা সকলেই 'বাহ্য করণশক্তি' এই সাধারণ জাতির অন্তর্গত। অন্তঃকরণ এই বাহ্য করণত্রয়ের ও শরীর অধ্যক্ষ। তাহা বাহ্যকরণার্পিত বিষয় ব্যবহার করে এবং অন্যদিকে আত্মচৈতন্যেরও অবভাসক। কোন কোন গ্রন্থকার অন্তঃকরণের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের তুলনা করিয়াছেন। উহা ভিন্নজাতীয় বস্তুসকল তুলনা করিতে যাইয়া তৎসাথে হস্তীরও তুলনা করার ন্যায় অন্যায্য। বস্তুতঃ প্রাণসম্বন্ধে সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা না করাই উহার কারণ। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে দেখিব ঐ তিনপ্রকার করণশক্তির মধ্যে কোন্‌টা কোন্ গুণীয়। স্পষ্টই দেখা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রকাশগুণ অধিক, অতএব উহা সাত্ত্বিক। যে-সমস্ত ক্রিয়া স্বেচ্ছার অধীন, তাহার জননী-শক্তিই কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয়সকলে ক্রিয়ার আধিক্য এবং প্রকাশের* ও স্থিতির অল্পতা, অতএব কর্মেন্দ্রিয় রাজসিক। প্রাণের ক্রিয়া স্বতঃবাহী, স্বেচ্ছার অনধীন, সুতরাং স্ফুট প্রকাশ হইতে দূরস্থ। তদ্‌গত প্রকাশ ইতরতুলনায় অতি অস্ফুট; আর তাহার কার্য্য ধারণ বা স্থিতি, সুতরাং প্রাণ তামসিক। যোগভাষ্যেও (৩।১৫) প্রাণকে অপরিদৃষ্ট (তামসিক) অন্তঃকরণ-শক্তি বলা হইয়াছে। অতএব জানা গেল প্রাণ তামসিক বাহ্যকরণশক্তি।

অন্তঃকরণের বোধ, চেষ্টা ও সংস্কার বা ধৃতিরূপ যে ত্রিবিধ মূল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শক্তি আছে, তন্মধ্যে বোধবৃত্তির সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং চেষ্টার ও

* কর্মেন্দ্রিয়ে স্পর্শানুভব বা আপুষ-বোধরূপ প্রকাশগুণ আছে। (প্রশ্নশ্রুতিতে আছে "তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ" ৪।৮, ভাষ্যকার বলেন তেজঃ অর্থে ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্ তাহাই এই তেজ। অতএব ত্বকে একাধিক জ্ঞানহেতু করণ আছে)। তাহা তাহাদের চালনরূপ মুখ্য কার্য্যের সহায়। পূর্ব্বোক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ে (জিহ্বা ও ওষ্ঠ প্রভৃতিতে), করতলে, পদতলে, পায়ুমুখে ও উপস্থে ঐ 'স্পর্শানুভব'-গুণের স্ফুটতা দেখা যায়। উহা 'স্পর্শজ্ঞান' বা ত্বগাখ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য্য হইতে পৃথক্। শীতোষ্ণগ্রহণ ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য। তাহা শব্দজাতীয় শব্দজ্ঞানের ও রূপজ্ঞানের ন্যায় দূর হইতেও সিদ্ধ হয়। স্পর্শানুভবের ন্যায় তাহাতে আপুষের প্রয়োজন হয় না। Physiologist-রা যাহাকে Sense of Temperature বলেন, কপোল-প্রদেশে যাহা অত্যন্ত বিকশিত, তাহাই ত্বগাখ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর অঙ্গুলির অগ্রভাগাদিতে যে Tactile sense আছে, তাহা Touch corpuscles দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই 'স্পর্শানুভব' বলিয়া জানিবে। উহা 'স্পর্শজ্ঞান' হইতে ভিন্ন। ত্বক্-দ্বারা তিন প্রকার বোধ হয় (১) 'স্পর্শজ্ঞান,' (২) 'স্পর্শানুভব' বা আপুষবোধ ও (৩) চাপবোধ বা Sense of pressure। শেষটি বাহ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নহে। উহা শারীরধাতুগত প্রাণবিশেষের কার্য্যবিশেষ। ত্বকে চাপ দিলে তদ্‌গত আভ্যন্তরিক শারীরধাতু (tissues) আহত হইয়া উহার উৎপাদন করে। এ বিষয় সমাক্ বুঝাইতে গেলে পুস্তকান্তরের প্রয়োজন হয়।

দেখা যাইবে। অতএব শাস্ত্রোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে ব্যাধীদের দিক্ হইতেও দেখিতে হইবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

৫। এক্ষণে প্রাণের অবান্তর ভেদ বিচার্য্য। ঋষিগণ যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রাণকেও সেইরূপ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানাদিকরণসকলের পঞ্চত্বের বিশেষ কারণ আছে, তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' দ্রষ্টব্য। যে পঞ্চ প্রকার মূলশক্তির দ্বারা দেহধারণ সুসম্পন্ন হয় তাহারাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদের নাম এই—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। প্রাণসকলের দ্বারা সমস্ত দেহ বিধৃত হয়, সুতরাং সর্ব্বশরীরেই সকল প্রাণ বর্ত্তমান থাকিবে। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সকল শক্তির বশে প্রাণসকল তাহাদের উপযোগী অধিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। তদ্ব্যতীত প্রাণাদির নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান আছে। যদিও একের অধিষ্ঠানে অন্যের সহায়তা দেখা যায়, তথাপি যথায় যাহার কার্য্যের উৎকর্ষ তাহাই তাহার মুখ্য অধিষ্ঠান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব আমরা প্রাণসকলের স্ব স্ব মুখ্য অধিষ্ঠানের কথাও যেমন বলিব অন্যান্য-করণগত হইয়া তাহাদের কি কার্য্য তাহাও বলিব। তন্মধ্যে দেখা যাউক—

৬। আদ্য প্রাণ কি ? শ্রুতিতে আছে "চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে" অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, নাসিকায় প্রাণ স্বয়ং আছেন। "মনোকৃতেনায়াতাস্মিঞ্ছরীরে" মনের কার্য্যের দ্বারা প্রাণ এই শরীরে আসে।

"মনো বুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়শ্চ সঃ। এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে ॥" (শান্তিপর্ব। ১৮৫) মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্ব্বদেহে পরিচালিত হয়। "যোনঃ চাক্ষুষঃ প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ," অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইয়া চাক্ষুষ প্রাণকে (রূপ-জ্ঞানরূপ) অনুগ্রহ করে। 'প্রাণো মূর্দ্ধনি চাগ্নৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে" (মোক্ষ-ধর্ম), প্রাণ মস্তকে এবং তত্রত্য অগ্নিতে বর্ত্তমান থাকিয়া চেষ্টা করে। "প্রাণো হৃদয়ম্" (শ্রুতি) "হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"। 'প্রাণঃ প্রাগ্‌বৃত্তিরুচ্ছ্বাসাদিকর্ম্মা" (শারীরকভাষ্য ২।৪।১২)—প্রাণ প্রাগ্‌বৃত্তি, তাহা শ্বাসাদিকর্ম্মা। এই সমস্ত বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় জানা যায়, যথা—

(১) প্রাণ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান আছে ও তাহা বিষয়জ্ঞান বহন-যন্ত্রে অধিষ্ঠিত এবং তাহা মস্তিষ্কেও বর্ত্তমান আছে। (২) প্রাণ হৃদয়ে থাকে ও তাহা শ্বাসাদি-কর্ম্মা।

এই দুইটি সিদ্ধান্ত সহসা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়া নিম্নপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুস্ফুসকুক্ষির বায়ুকোষসকল সংকুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধনাড়ী* (Sensory nerves) মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে নিঃশ্বাস লইবার প্রযত্ন হয়। সেইরূপ নিঃশ্বাসান্তে বায়ুকোষসকলের স্ফীতিতে সেই বোধনাড়ীসকল মস্তিষ্কে

* বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে স্নায়ু বলে, এখানে সেই অর্থে নাড়ী শব্দ ব্যবহৃত হইল। স্নায়ু শব্দে বৈদ্যক গ্রন্থের স্নায়ু ইংরাজী সিনিউ (Sinew) শব্দের তুল্যার্থক। যোগশাস্ত্রে নাড়ী শব্দ Nerve অর্থে ও ব্যবহৃত হয়, যেমন মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্না নাড়ী বা Spinal cord ইত্যাদি। নাড়ী শব্দের অর্থ—নল, যাহাতে কোন পদার্থ (শক্তিপদার্থ বা দ্রব্যপদার্থ) বাহিত হয়। সেজন্য Nerve, muscle, artery, vein প্রভৃতি সমস্তই নাড়ী। তজ্জন্য মনোবহা নাড়ীও বলা যায় আর রক্তবহা নাড়ীও বলা যায়। যথা—"ইষং ছিদ্রবতী নাড়ী, অন্যথা ছিদ্রঃ মন্তি। ইহৈব প্রাণাদিবায়বো নাড়ীভো বিনিস্সরন্তি" (তোত্তবৃত্তি)। যোগিগণ এ বিষয়ে anatomical distinction স্পষ্ট করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের তত প্রয়োজন ছিল না।

উদ্রেক্ বিশেষ গ্রহণ করিয়া, শ্বাস ফেলিবার প্রযত্ন আনয়ন করে। অতএব শ্বাসক্রিয়ার মূল ফুস্ফুস-বক্ষগত সেই বোধনাড়ী* সুতরাং চক্ষুরাদির যেপ্রকার নাড়ীতে (বোধবহ) প্রাণ-স্থান, শ্বাসযন্ত্রেও সেই প্রকার নাড়ীতে প্রাণবৃত্তি হইবে। তজ্জাতীয় অন্যান্য বোধ-নাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্নপানীয় যে যন্ত্র তত্রত্য ক্ষুধাতৃষ্ণা-বোধকারী নাড়ীতে এবং করতলাদিগত আপ্রেষবোধক নাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগার্ণবে আছে—"আস্যনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যে নাভিমধ্যগে। প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ পাদাঙ্গুষ্ঠে'পি কেচন॥" অর্থাৎ মুখ, নাসিকা, হৃদয়, নাভি ও কাহারও মতে পাদাঙ্গুষ্ঠের মধ্যেও প্রাণের আলয়। ঐ সকল বোধনাড়ী বাহ্য কারণে ক্ষুব্ধ হয়, যেহেতু রূপাদি যেমন বিষয়, শ্বাসবায়ু, পেয় ও অন্ন সকলই বাহ্য। আমাদের আহার্য্য ত্রিবিধ—বায়ু পেয় ও অন্ন। ঐ তিনের অভাবে শ্বাসেচ্ছা, পিপাসা ও ক্ষুধা হয় এবং উহাদের সম্পর্কে ক্ষুধাদি-নিবৃত্তি হয়। মুখের পশ্চাৎ ভাগ বা Pharynx প্রভৃতির বস্তু শুষ্ক হইলে (শরীরের জলাভাবে) তৃষ্ণাবোধ হয়, আর সেই বস্তু ভিজাইয়া দিলে তৃষ্ণা-শান্তি হয়। অতএব তৃষ্ণা ত্বাচ বোধ হইল। সেইরূপ ক্ষুধা পাকস্থলীর বক্ষে স্থিত। আমাশয়ের সহিত ঐ বক্ষের সম্পর্ক হইলে ক্ষুধা-শান্তি হয়। অন্নপানী ও তৃষ্ণাদি প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরবাহ্য, আর ক্ষুধা-তৃষ্ণারূপ ত্বাচ বোধও বাহ্যোত্তর বোধ। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আদ্য প্রাণের এই লক্ষণ হয় 'তত্র বাহ্যোত্তরবোধাধিষ্ঠানধারণং প্রাণকার্য্যম্,' অর্থাৎ বাহ্যোত্তর যে বোধসকল, তাহাদের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ (নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ—ধারণশব্দের এই অর্থত্রয় পাঠক স্মরণ রাখিবেন) করা আদ্য প্রাণের কার্য্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বোধাংশের অতিরিক্ত, আভ্যন্তর-যন্ত্রগত শ্বাসেচ্ছা, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল বোধের অধিষ্ঠানই প্রাণের শরীর মুখ্যস্থান। ক্ষুধাদি দেহধারণের অপরিহার্য্য কারণ। অতএব তদ্বোধ সমগ্র-দেহধারণশক্তির একাংশ হইল। অতঃপর—

৭। উদান কি? তাহা বিচার করা যাউক। "অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।" (প্রশ্ন উপ ৩।৭), অর্থাৎ হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ্বগামী সুষুম্না নাড়ী উদানের স্থান, উদান, মরণকালে পাপের দ্বারা পাপলোক, পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক ও উভয়ের দ্বারা মনুষ্যলোকে নয়ন করে। পুনশ্চ "তেজো হ বাব উদানস্তস্মা-দুপশান্ততেজাঃ" অর্থাৎ উদানই তেজ বা উষ্মা, যেহেতু মৃত্যুকালে (অর্থাৎ উদানত্যাগে) পুরুষ উপশান্ততেজা হয়। "উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুতঃ" (যোগার্ণব) অর্থাৎ উদান-নামক প্রাণ মর্ম্মসকলকে উদ্বেজিত করে। "উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ" (যোগসূত্র) অর্থাৎ উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা হয়। "ঊর্দ্ধ্বারোহণাদুদানঃ," ঊর্দ্ধ্বারোহণ হেতু উদান। 'উদানঃ হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্য-বৃত্তিঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)। উদান হৃদয় কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যে থাকে। এই সমস্ত বচন পর্য্যালোচনা করিলে উদানসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সকল জানা যায় যথা—

(১) উদান সুষুম্নানাড়ীস্থিত শক্তি। (২) উদান ঊর্দ্ধ্ববাহিনী শক্তি। (৩) উদান শারীরোষ্মার নিয়ন্তা। (৪) উদান মৃত্যুর সাধক অর্থাৎ অপনীয়মান উদানের দ্বারা মরণব্যাপার শেষ হয়।

* "A Sensation, the need of breathing, * * is normally connected with the performance of respiration."—*The Cornhill Magazine*, Vol. V, p. 104.

প্রথমতঃ, দেখা যাউক, সুষুম্না নাড়ী কোন্‌টি। "মেরোর্বাহ্যে নাড়ী সুষুম্না" (ষট্‌চক্র), অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না। মেরুদণ্ডের মধ্যে Spinal cord বা nerve-নামক নাড়ী-সকলের এক বণ্ডল দেখা যায়। শাস্ত্রে মেরুগত নাড়ী সকলের মধ্যে নাড়ীবিশেষকে সুষুম্না বলা হইয়াছে, যদ্দ্বারা প্রাণায়ামিগণ শরীর হইতে প্রাণকে সংহৃত করিয়া মস্তিষ্কনিম্নে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সুষুম্নার অপর নাম ব্রহ্মনাড়ী — 'পীঠাদিমূর্দ্ধপর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে। তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥" (উত্তরগীতা ২ অঃ)। প্রাণায়ামের অপর নাম স্পর্শযোগ যথা— 'কুম্ভকান্বিতো ভাগঃ স্পর্শযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" (লিঙ্গপুরাণ)। উদ্‌ঘাতের সময় যখন উপসংহৃত হইয়া প্রাণ মস্তকাভিমুখে যায় তখন সুষুম্নাতে একপ্রকার স্পর্শানুভব উত্থিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

"যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি" (অমৃতবিন্দূপনিষৎ) অর্থাৎ মন বা অনুভবশক্তির দ্বারা যে মার্গ দেখা যায়, প্রাণও সেই মার্গে গমন করে (প্রাণায়ামকালে)। ফলতঃ মেরুগত বোধবহা নাড়ীই সুষুম্না, যদ্দ্বারা শারীরধাতুগত বোধ বাহিত হইয়া সহস্রারস্থ (মস্তিষ্কস্থ) বোধস্থানে নীত হয়। কশেরুকামজ্জা বা Spinal cord-এর মধ্যে যে ধূসর স্রোত মস্তকস্থ ধূসর দৃক্‌কোষাংশের সহিত মিলিত তাহা দিয়া প্রধানতঃ বোধ বাহিত হইয়া যায়। "The grey matter which is continuous from spinal cord to the optic thalamus, and through this certain afferent impulses, such as those of pain, travel upwards."—*Kirke's Physiology*, p. 636.

বস্তুতঃ পীড়াবাহক কোনপ্রকার ভিন্ন বোধনাড়ী নাই, সাধারণ বোধনাড়ীসকল অত্যুত্তেজিত হইলে পীড়াবোধ হয়। "These (nerves of pain) do not appear to be anatomically distinct from the others, but any excessive stimulation of a sensory nerve whether of the special or general kind will cause pain." *Kirke's Physiology*, p. 161.

শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই বেদনাবোধ হইতে পারে; তাহা তত্রত্য বোধনাড়ীর অত্যুত্তেজকে হয়। যেমন বোধনাড়ী শারীরধাতুগত তাহাই উদানের স্থান। এবং মেরুদণ্ডমধ্যে যে অংশে তাহাদের প্রধান স্রোত ও উপকেন্দ্র তাহাই সুষুম্না। অন্য কোন কোন ঊর্দ্ধস্রোত নাড়ীর নামও সুষুম্না।

দ্বিতীয়তঃ, বোধবহা নাড়ীসকল অন্তঃস্রোত (Afferent), যেহেতু বোধ্য বিষয়সকল বাহির হইতে নীত হইলে তবে অন্তঃকরণে বোধোদ্রেক হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীর শাস্ত্রোক্ত ঊর্দ্ধমূল অশ্বত্থ "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্।" (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৬৮) 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বায়ুমার্গেণ সর্ব্বগম্।" (উঃ গীতা, ২।১৮)। তাহার ঊর্দ্ধস্থ মস্তিষ্করূপ মূলে বোধবহা নাড়ীর দ্বারা বোধসকল বাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উদানের বলের সময়ে সর্ব্বশরীর হইতে ঊর্দ্ধে মস্তকাভিমুখে এক ধারা চলিতেছে এইরূপ অনুভব করিতে হয়। এইজন্য—"সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী" (জ্ঞানসঃ ৭০) "জ্ঞাননাড়ী ভবেদেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী" (জ্ঞানসং ৭৮)। অতএব মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বোধবাহিস্রোত সুষুম্না নাড়ী হইল, আর উদানও তত্রত্য শক্তি হইল।

তৃতীয়তঃ, উদান শরীরোষ্মার সহিত সম্বদ্ধ। "স্থিতো বৃক্ষানলস্থিতঃ শরীরং পরিপালয়ন্। প্রাণো বুদ্ধিং চাগ্নৌ চ বর্দ্ধমানো শিরোচ্চৈঃ॥" (মোক্ষধর্ম ১৮০ অঃ)। অর্থাৎ অগ্নি

মস্তক আশ্রয় করিয়া শরীর পরিপালন করিতেছে। ইহাতে শারীরোষ্মার মূলস্থান মস্তক বলিয়া জানা গেল। পাশ্চাত্য Physiologistগণও মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে* শারীরোষ্ম-নিয়মনের কেন্দ্রস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আরও বলেন, শরীরগত অনুভবের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া সেই মস্তিষ্কাংশ যথোপযোগিভাবে শারীরোষ্মা নিয়মিত করে। ইহাতেও দেখা গেল, অনুভবনাড়ী ও তাহাদের কেন্দ্রগণ সমস্থানে উদান।

চতুর্থতঃ, উদানের সহিত উৎক্রান্তি বা মরণ-ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবশ্য শরীরাঙ্গ-সকল ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়াই উদান মরণের সাধক। মরণকালে কিরূপ ঘটে, তাহা জানিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যো প্রাণবৃত্ত্যোপসংহ্রিয়তে" (প্রশ্ন. উপ, ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য)। অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইলে বা বাহ্যজ্ঞান ও চেষ্টাবৃত্তি রহিত হইলে, মুখ্যপ্রাণবৃত্তিতে (অর্থাৎ উদানে যেহেতু শাস্ত্রে উদানকে উৎক্রান্তিহেতু বলে) অবস্থান হয়। সেই প্রাণবৃত্তি কিরূপ দেখা যাউক। কোন কোন ব্যক্তি রোগাদিকারণে মৃতবৎ হইয়া থাকিয়া পুনর্জীবিত হইয়াছে, ইহা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তির মরণানুভবের কিয়দংশ আমরা এস্থলে দিলাম। Society for Psychical Research নামক প্রসিদ্ধ সমিতির দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। Dr. Wiltse-নামক একজন আমেরিকান ডাক্তারের উহা ঘটিয়াছিল। তিনি জ্বররোগে অর্দ্ধঘণ্টাকাল একেবারে মৃতের ন্যায় হইয়াছিলেন, পরে সজীব হন। সেই সময় তাঁহার যে অপূর্ব্ব অনুভূতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে আমাদের এই প্রসঙ্গে যেটুকু আবশ্যক তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "After a little time the lateral motion ceased, and along the soles of the feet beginning at the toes, passing rapidly to the heels, I felt and heard, as it seemed, the snapping of innumerable small chords. When this was accomplished I began slowly to retreat from the feet, towards the head, as a rubber chord shortens." অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরে সেই পাশাপাশি দোলনভাব থামিল, পরে পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল দিয়া গোড়ালির দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র তন্তু ছিঁড়িয়া যাইতেছে ইহা আমি অনুভব করিতে লাগিলাম এবং যেন শুনিতে পাইলাম। যখন উহা শেষ হইল তখন যেমন একটি রবারের রজ্জু সঙ্কুচিত হয়, তেমনি আমি ধীরে ধীরে পদদ্বয় হইতে গুটাইয়া মস্তিষ্কে আসিতে লাগিলাম। ইহাতে জানা গেল মুমূর্ষুদের জ্ঞান-চেষ্টা রহিত হইবার পর শারীর-ধাতুসকলের (Tissues) সহিত সম্পর্কচ্ছেদরূপ একপ্রকার অনুভব মস্তিষ্কাভিমুখে আসে। শ্রুতিতেও আছে—"শরীরং তাবদূর্দ্ধ্বচ্ছিদ্রমবলম্ব্য বর্ত্ততে। তেনাতিঃ শরীরাৎ উৎক্রামতি নিষ্ক্রমণম্॥" (অনু, ১৭)।

* অর্থাৎ Thermotaxic centre বা optic thalamus-এর নিকট অবস্থিত। উহাদের একটি প্রতিফলিত ক্রিয়া বা reflex action, যদ্দ্বারা উষ্ণশীত-প্রতীতি দ্বারা শারীরোষ্মা নিয়মিত হয়। সেই প্রতিফলনের একদিকে শীতোষ্ণ-বোধনাড়ী ও অন্যদিকে vasomotor প্রভৃতি efferent নাড়ী। শুধু শীতোষ্ণরূপ বাহ্যবোধ-উত্থানের উহারা কারণ নহে। পরন্তু প্রধানতঃ শারীর ধাতুর অভ্যন্তরস্থিত তাপ, যাহা পরিচালিত (conducted) হইয়া যায় অথবা থাকে তাহার বোধ (অর্থাৎ উদানকার্য্য) উহাদিগের হেতু। অজ্ঞাতবোধ আমাদের প্রাণনকর্ম্মের এবং ধাতুগত বোধ আমাদের উদানকর্ম্মের অন্তর্গত। "** That afferent impulses arising in the *skin or elsewhere* may, through the central nervous system, * * and by that means increase or diminish the amount of heat there generated"—*Kirke's Physiology*, p 585.

ও শিরার (veins) গাত্রস্থ পেশীস্থিত চালিকা শক্তি হইল। অর্থাৎ অস্বেচ্ছ পেশী সমূহে (involuntary muscles) এবং তাহাদের (motor nerves বা) চালক স্নায়ুতে ব্যানের স্থান।

আর দ্বিতীয়তঃ, বীর্য্যবৎ কর্ম্মাদি-লক্ষণের দ্বারা ব্যানের কর্ম্মেন্দ্রিয়ে বা স্বেচ্ছচালনযন্ত্রেও অবস্থান সূচিত হয়। "যঃ ব্যানঃ সা বাক্" (শ্রুতি), "শব্দযত্নাধরঃ মরুৎ" (যোগার্ণব) ইত্যাদি ব্যানসম্বন্ধীয় বচনের দ্বারাও উহা জানা যায়। অতএব ব্যান voluntary motor nerves and muscles সকলেও থাকে সিদ্ধ হইল। ঐ দুই সিদ্ধান্ত সমন্বিত করিলে ব্যানের এই লক্ষণ হয়—"চালনশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্য্যম্" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চালন-শক্তির যে অধিষ্ঠান তাহা ধারণ (নির্ম্মাণ পোষণ ও বর্দ্ধন) করা ব্যানের কার্য্য। চালনকার্য্য পেশীসঙ্কোচনের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অতএব "সর্ব্বকুঞ্চনহেতুমার্গেষু ব্যানবৃত্তিঃ" অর্থাৎ সঙ্কোচনের হেতুভূত সমস্ত মার্গেই (স্নায়ুতে ও পেশীতে) ব্যানের স্থান। কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তির বশে ব্যান স্বেচ্ছচালনযন্ত্র Striped muscle ও তাহাদের nerve নির্ম্মাণ করে। আর তাহার শরীর বা মুখ্যবৃত্তি কোথায়?— বিশেষেণ হৃদয়াৎ সৃত্বি তাসু ধমনিষু নাড়ীষু' অর্থাৎ হৃদয় হইতে সৃষ্ট ধমনিরূপ নাড়ীর গাত্রে ব্যানের মুখ্যবৃত্তি। আর তজ্জন্য ব্যানকে "হৃৎনাভ্যাদানকারকঃ" (যোগার্ণব) বলা হইয়াছে। অনুনালীর গাত্র প্রভৃতি যে যে স্থানে চালনযন্ত্র আছে, তাহাতে ব্যানের স্থান বুঝিতে হইবে। অতঃপরে বিচার্য্য—

৯। অপান কি? "পায়ূপস্থে পানম্" (শ্রুতি)। পায়ু ও উপস্থে অপান।

"নিষ্কোষকাঃ নিঃসরন্তি মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্" (ভারত)। নির্জ্জীব মলসকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নিঃসরণ করা। "অপনয়ত্যপানো মলম্," এই অপান মূত্রাদি অপনয়ন করে।

"ন চ মেঢ্রে চ পায়ৌ চ উরুজঙ্ঘাজানুষু। জঙ্ঘোদরে কৃকাটাঙ্ক নাভিমূলে চ তিষ্ঠতি।"

সে (অপান) মেঢ্র, পায়ু, উরু, কুক্ষি, জানু, জঙ্ঘা, উদর, গলা ও নাভিমূলে থাকে। ইহাতে জানা যায়—

(১) অপান মল-অপনয়নকারিণী শক্তি। (২) পায়ু ও উপস্থে অপানের প্রধান স্থান। (৩) অন্যান্য স্থানেও অপান আছে।

অতএব "মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানধারণমপানকার্য্যম্" অর্থাৎ মলাপনয়নশক্তির যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ করা অপানের কার্য্য। অনেক আধুনিক গ্রন্থকার মলমূত্রোৎসর্গই অপানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, মলাদি ত্যাগ পায়ুনামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছামূলক কর্ম্ম। শরীর হইতে মলকে পৃথক্ করাই অপানের কার্য্য, তাহা বহিষ্কৃত করা তৎকার্য্য নহে। পায়ূপস্থই অপানের মুখ্যস্থান। অনুনালীর গাত্রস্থ কোষ-সকল (Epithelium) হইতে নিঃসারিত মল পায়ুর দ্বারা, পরাবশিষ্ট আহার্য্যের সহিত বহিষ্কৃত হয়, এবং মূত্রকোষনিঃসারিত মল মেঢ্রাদির দ্বারা বহিষ্কৃত হয়। তদ্ব্যতীত ত্বকের মলাদিও অপানের দ্বারা পৃথক্কৃত হইয়া পরে ত্যক্ত হয়। সর্ব্ব শরীরব্যাপী সমস্ত নিঃসারক কোষে (Excretory cells) এবং অন্তঃকরণাধিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ সেই কোষসকলের স্নায়ুতে অপানের স্থান। অনন্তরে বিচার্য্য—

১০। সমান কি? "এষ হোতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি" (প্রশ্ন শ্রুতি)। এই সমান ভুক্ত অন্নকে সমনয়ন করে, তাহা হইতে এই সপ্তশিখা হয়।

অর্থাৎ সমনয়নীকৃত অন্ন, রূপশক্তিরূপ অগ্নির দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত-প্রকার শিখাসম্পন্ন হয়, যথা ভারতে— "ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ শ্রোত্রঞ্চৈব পঞ্চমম্। মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে জিহ্বা বৈশ্বানরার্চিষঃ॥" অথবা সপ্তধাতুরূপে পরিণত হয়। "যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ" (প্রশ্ন উপ ৪।৪)। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপ আহুতি যে সমনয়ন করে সে সমান।

"সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ ** সর্ব্বগাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥" (যোগার্ণব) গাত্র বা সমস্ত শরীরাংশকে সমান সমনয়ন করে, তাহা সর্ব্বগাত্রে অবস্থিত। "সমানঃ সমং সর্ব্বেষু গাত্রেষু যোঽন্নরসান্নয়তি' (শারীরকভাষ্য, ২।৪।১২)। সমান অন্নরসসকলকে সর্ব্বগাত্রে সমনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাদের উপযোগী উপাদানরূপে পরিণত করে। "নাভি-দেশং পরিবেষ্ট্য আসমন্তান্নয়নাৎ সমানঃ" (ভোজবৃত্তি), নাভিদেশ বেষ্টন করিয়া সর্ব্বস্থানে সমনয়ন করা হেতু সমান। "সমানো হৃন্নাভিসন্ধিবৃত্তিঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)। সমান হৃদয়, নাভি ও সর্ব্বসন্ধিতে অবস্থিত। "পীতং ভক্ষিতমাঘ্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ। সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ॥" (যোগার্ণব)।

এতদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে—

(১) ত্রিবিধ আহার্য্যকে সমনয়ন (Assimulate) করা বা শরীরোপাদানরূপে পরিণত করা সমানের কার্য্য। (২) হৃদয় ও নাভি-প্রদেশে তাহার মুখ্যবৃত্তি। (৩) তদ্ব্যতীত সর্ব্বগাত্রে তাহার বৃত্তি আছে।

বায়ু, পেয় ও অন্নরূপ ত্রিবিধ আহার্য্যের উপাদেয় ভাগ সমান গ্রহণ করিয়া রসরক্তাদিরূপে পরিণামিত করে, সুতরাং সমানের প্রধান স্থান নাভিপ্রদেশস্থ আমাশয় ও পক্বাশয় এবং হৃদয়স্থ ফুসফুস। অতএব "আহার্য্যাদ্দেহোপাদাননির্ম্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানধারণং সমানকার্য্যম্"। অর্থাৎ আহার্য্য হইতে দেহোপাদান-নির্ম্মাণের যে শক্তি, তাহার যাহা অধিষ্ঠান, তাহা ধারণ করা সমানের কার্য্য।

অন্ননালীর গাত্রস্থ কৌষিক ঝিল্লীর (Epithelium) মধ্যে যেসব কোষ (Cells) আহার্য্য হইতে পরম্পরাক্রমে শোণিতোৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাতে, এবং সমস্ত শরীরো-পাদানপোষক কোষে (Secretory cells-এ), আর রস ও রক্তবহা-নাড়ী-গাত্রস্থ যেসব কোষ সর্ব্ব ধাতুকে যথাযোগ্য উপাদান প্রদান করে, সেই সমস্ত কোষে এবং অস্থিমজ্জাদিগত কোষে এবং তত্তৎকোষের প্রাণকেন্দ্রসমষ্টি বায়ুতে† সমান-প্রাণের স্থান।

১১। এক্ষণে শরীরধারণের এই পঞ্চশক্তিকে একত্র পর্য্যালোচনা করা হউক। শরীর-ধাতুগত অস্ফুটানুভবরূপ উদানের সাহায্যে ক্ষুধাদিবোধক প্রাণ আহার্য্য গ্রহণ করায়। চালক ব্যানের সাহায্যে উহা কুক্ষিগত হইয়া ও সমানের দ্বারা দেহোপাদানরূপে পরিণত হইয়া তাহা অপানের দ্বারা পৃথক্কৃত মলরূপ ক্ষয়াংশকে পূরণ করিবার উপযোগী হয়। আহার্য্য সমানা-ধিষ্ঠান কোষবিশেষের দ্বারা ক্রমশঃ রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া পুনশ্চ চালক ব্যানের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। তাহাতে সমস্ত দেহধাতু স্ব স্ব উপাদান প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে প্রাণশক্তিপঞ্চ দেহ ধারণ করিতেছে। শ্রুতির আখ্যায়িকায় আছে, একদা

† Medulla oblongata ও তৎপার্শ্বস্থ স্নায়ু প্রদেশ (Organic life-এর) কেন্দ্র। কর্ম্মকেন্দ্র Cerebellum বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, আর জ্ঞানকেন্দ্র মস্তিষ্কের মধ্যস্থ স্নায়ুকোষপুঞ্জ বা Basal ganglion, আর মস্তিষ্কের আবরক Cortical grey matter ইত্যাদি।

প্রাণের সহিত অন্যান্য করণসকলের বিবাদ হইয়াছিল—কে শ্রেষ্ঠ ? তাহাতে প্রাণ উৎক্রমণ করাতে সমস্ত করণ উৎক্রমণ করিল। এইরূপে প্রাণের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিতা দেখান হইয়াছে।

যোগভাষ্যে আছে—"সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্"। গৌড়পাদাচার্য্যও কারিকাভাষ্যে বুঝাইয়াছেন যে, প্রাণব্যানাদির যে স্পন্দন (ক্রিয়া বা ক্রিয়ামূলক নিষ্পন্দ দ্রব্য) তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিস্বরূপ। প্রাগুক্ত প্রাণাদির বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এখানেও সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

প্রাণ কর্ম্মেন্দ্রিয়গত হইয়া স্পর্শানুভবাংশ নির্ম্মাণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গত হইয়া জ্ঞানবাহী সায়ংশ নির্ম্মাণ করে এবং অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান নির্ম্মাণ করে। উদান সেইরূপ ঐ ঐ করণগত হইয়া তত্তদাভ্যন্তর অনুভবরূপে তাহাদের পোষণাদির সাধক হয়। ব্যানও উপাদান চালিত করিয়া, তাহাদের বৃদ্ধিস্বরূপ হয়। অপান এবং সমানও তত্তদ্গত মলাপনয়ন ও তত্তদুপযোগী উপাদান প্রদান করিয়া তাহাদের বৃদ্ধির সাধক হয়। নিম্ন তালিকায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান
ক্রিয়া-লক্ষণ	বাহ্যোদ্ভব-বোধাধিষ্ঠানধারণ	শারীরধাতুগত-বোধাধিষ্ঠানধারণ	চালকশক্ত্যাধিষ্ঠানধারণ	মলাপনয়ন-শক্ত্যধিষ্ঠান-ধারণ	দেহোপাদান-নির্ম্মাণ-শক্ত্যধিষ্ঠানধারণ
শরীরে মুখ্যস্থিতি কোথায় ?	শ্বাসযন্ত্র ও ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ-নাড়ী আদি	সুষুম্নাখ্য মেরুমধ্যস্থ বোধ-নাড়ী ও তৎসম্বন্ধী নাড়ীগণ	হৃৎপিণ্ড ও ধমনী প্রভৃতি	মূত্রকোষ, অন্ত্রনালী প্রভৃতি	সমগ্র পাক-যন্ত্র
কর্ম্মেন্দ্রিয়-গণে	স্পর্শানুভব-নাড়ী ও অগ্র	স্বেচ্ছাধীন পেশীগত আভ্যন্তর বোধ-নাড়ী	স্বেচ্ছাধীন পেশী	কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মলাপনয়ন যন্ত্র	কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপাদান-নির্ম্মাণ-যন্ত্র
জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণে	প্রত্যক্ষ জ্ঞান-নাড়ী, তৎ-কেন্দ্র ও অগ্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়-গত আভ্যন্তর অনুভব-নাড়ী	জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চালন-যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মলাপনয়ন-যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপাদান-নির্ম্মাণ-যন্ত্র
অন্তঃকরণ-গণে	চিত্তাধিষ্ঠানরূপ মস্তিষ্কাংশ-বিশেষ	চিত্তাধিষ্ঠান-গত আভ্যন্তর অনুভব-নাড়ী	চিত্তাধিষ্ঠানের চালন-যন্ত্র	চিত্তাধিষ্ঠানের মলাপনয়ন-যন্ত্র	চিত্তাধিষ্ঠানের উপাদান-নির্ম্মাণ-যন্ত্র

সর্ব্বপ্রকার দেহধারণ-শক্তি যে ঐ পঞ্চ মূলশক্তির অন্তর্গত, উহার বহির্ভূত যে আর শক্তি নাই, তাহা একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেও বিশদীকৃত হইবে :—

"To the conception of the body as an assemblage of molecular thrills some started by an agent outside the body, by light, heat, sound, touch or the like; others begun within the body spontaneously as it were, without external cause, thrills which travelling to and fro, mingling with and commuting each other, either end in muscular movements or die within the body to this conception we must add a chemical one, that of the dead food being continually changed and raised into the living substance and of the living substance continually breaking down into the waste matters of the body, by processes of oxidation and thus supplying the energy needed both for the unseen molecular thrills and the visible muscular movements."

Encyclopædia Britannica, 10th Ed., Vol., 19, p. 9.

ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি এই শরীরকে আণবিক ক্রিয়াপ্রবাহের (নাড়ীস্থিত) সমষ্টি বলিয়া ধারণা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াগুলি নিম্ন প্রকারের হইবে :—

(১) কতকগুলি ক্রিয়া—রূপ, তাপ, শব্দ, স্পর্শ বা তদ্রূপ কোন শরীর-বাহ্য কারকের দ্বারা উত্থিত হয়।

(২) অন্য কতকগুলি ক্রিয়া যেন স্বতই কোন বাহ্যকারণ-নিরপেক্ষ হইয়া উদ্ভূত হয়। সেই ক্রিয়াপ্রবাহগুলি শরীরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, হয় পৈশিক গতি উৎপাদন করে, না হয় শরীরেই মিলাইয়া যায়। ঐ ধারণার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ধারণাও যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে একটি :—

(৩) অজীবিত আহার্য্যকে সর্ব্বদা জীবিত শারীরদ্রব্যে পরিণত করা, ও অন্যটি—

(৪) জীবিত শারীরদ্রব্যকে সর্ব্বদা শরীরের অব্যবহার্য্য মলরূপে পরিণত করা। ঐ রাসায়নিক বিশ্লেষের দ্বারা অদৃশ্য ক্রিয়ার বা দৃশ্যমান পৈশিক ক্রিয়ার শক্তি উদ্ভূত হয়।

এই চারিপ্রকার মূল ক্রিয়াশক্তির মধ্যে প্রথমটির সহিত আমাদের প্রাণ একলক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়টীর মধ্যে দুইটী বিভিন্ন শক্তি আছে, একটী অন্তঃস্রোত, আর একটী বহিঃস্রোত। তন্মধ্যে প্রথমটী শরীরগতানুভবাত্মক উদান ও দ্বিতীয়টী চালক ব্যান। তৃতীয়টী আমাদের সমান ও চতুর্থটী অপান।

১২। সত্ত্বাদি গুণসকল যেমন জাতিতে বর্ত্তমান, তেমনি ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান, অর্থাৎ গুণানুসারে যেমন জাতিবিভাগও হয় তেমনি ব্যক্তিবিভাগও হয়। পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রানুসারে যাহাতে প্রকাশের উৎকর্ষ তাহা সাত্ত্বিক এবং ক্রিয়ার ও স্থিতির উৎকর্ষযুক্ত ভাব যথাক্রমে রাজস ও তামস। আর গুণসকল সর্ব্বদা মিলিত হইয়া কার্য্য করে, যাহা সাত্ত্বিক, তাহাতে সত্ত্বের বা প্রকাশগুণের আধিক্যমাত্র, ক্রিয়াস্থিতিও তাহাতে অপ্রধানভাবে থাকিবে। রাজস

এবং তামস সম্বন্ধেও সেইরূপ। তজ্জন্য গুণসকল "ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্ত্তয়ঃ" (যোগভাষ্য)। নিম্ন তালিকায় করণ-ব্যক্তি সকলের সাত্ত্বিকাদি শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ব্যক্তি-বিভাগ

		সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক-রাজস	রাজস	রাজস-তামস	তামস
জাতি বিভাগ	সাত্ত্বিক	শ্রোত্র	ত্বক্	চক্ষুঃ	রসনা	নাসা
	রাজস	বাক্	পাণি	পাদ	পায়ু	উপস্থ
	তামস	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান
বিজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি—		প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তিবিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্য্যয়

এতন্মধ্যে কর্ণ সাত্ত্বিক, যেহেতু কর্ণ যত উৎকৃষ্টরূপে বিষয় প্রকাশ করে চক্ষুরাদি তত নহে। শব্দের দশাধিক গ্রাম (Octave) সহজে শ্রুত হয়, রূপের এক ব্যতীত নহে। তত্তুলনায় ঘ্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা আবৃত। রূপক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল। শব্দজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অব্যাহত। তাপ তদপেক্ষা কম, রূপ তদপেক্ষাও কম।

বাগাদিও তদ্রূপ। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় স্বেচ্ছামূলক কর্ম্ম। সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় চালিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। বাগিন্দ্রিয়ে সেই চলনক্রিয়ার আধিক্য না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকর্ষ বা সূক্ষ্মতা ও অচিলতা আছে, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়গত স্পর্শ প্রভৃতও ব্যাপ্তিহীন বিজ্ঞাদিতে অতি উৎকৃষ্ট, তাই বাক্ সাত্ত্বিক। সেইরূপ চলনক্রিয়া পাদে অত্যন্ত অধিক কিন্তু স্থূলতাভীর, তাই পাদ রাজস। উপস্থ উভয়তঃ আবৃত, তাই তামস। পাণি ও পায়ু ঐ তিনের মধ্যবর্ত্তী।

প্রাণবর্গে দেখা যায়, আদ্য প্রাণে ইতরতুলনায় প্রকাশাধিক্য। ব্যানে ক্রিয়াধিক্য। সমানে স্থিত্যাধিক্য। উদান ও অপান মধ্যবর্ত্তী। এ বিষয় প্রশ্ন-সাঙ্খ্য-তত্ত্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু ইহার দ্বারা পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, প্রাণের তত্ত্বনিষ্কাশন করিতে হইলে গুণবিভাগপ্রণালী প্রধান সহায়।

আরও ঐ তালিকা হইতে একটি শৃঙ্খলা দেখা যাইবে। সাত্ত্বিকবর্গের মধ্যে কর্ণ, বাক্ ও প্রাণের (প্রাণযন্ত্রগত) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইরূপ সাত্ত্বিকরাজসবর্গের ত্বকের, পাণির ও উদানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাণিতে উদানকার্য্য ভারানুভব (Sense of pressure) সর্ব্বাধিক এবং শীতাতপ-বোধও (ত্বগাখ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য্য) কম নহে। চক্ষু, গমনকারী পাদ এবং ব্যানেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ব্যানকে পাদের জন্য যত চালক যন্ত্র (পেশী) নির্ম্মাণ করিতে হয় তত আর কিছুর জন্য নহে। আর গমনক্রিয়া চক্ষুর অনেক অধীন। সেইরূপ রসনা, পায়ু (মল-মূত্র নিঃসারক) ও অপান ঘনিষ্ঠ। এবং ঘ্রাণ, উপস্থ ও সমানের* (দেহবীজনির্ম্মাণকারী) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পশ্বাদিতে ঘ্রাণ ও উপস্থের সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখা যায়।

* অন্নাদিনির্ম্মাণ সমানের কার্য্য, অন্যদের মতে, যেহেতু অন্নাদি মল নহে। অর্থাৎ ইহা Secretion, Excretion নহে। "সমং নয়তি সমানো অন্নপানাদিকে" (ভাষ্য, শ্রুতির ২৩, ক্ষ)।

প্রাণী সকলের মধ্যে, উদ্ভিদ্গণে প্রাণ সকলের অতিপ্রাবল্য, যেহেতু তাহারা প্রাণের দ্বারা অচেতন দ্রব্যকে জৈব দ্রব্যে পরিণত করে। তাহাতে প্রকাশ ও কার্য্যশক্তি অতি অবিকশিত কিন্তু তাহা যে নাই এরূপ নহে। একটী লতা, যাহার বাড়িয়া উঠা অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তাহার একপার্শ্বে আমরা একটী যষ্টি রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছিলাম যে ঐ লতা আস্তে আস্তে ঐ যষ্টির দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। পরে অতি নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা ঐ যষ্টি লতাটীর অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। লতাটী আরও খানিক সেইদিকে অগ্রসর হইয়া পরে যষ্টির দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। উহাতে লতার যে এক প্রকার জ্ঞান ও চেষ্টা আছে, তাহা নিঃসংশয়ে নিশ্চয় হয়।

পশুজাতিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতিবিকাশ প্রায় দেখা যায়, এবং নিম্নশ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও (তামসদিগের, যেমন ঘ্রাণ) সুবিকাশ দেখা যায়। আর দৈবজাতিতে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিবিকাশ, যথা "ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালঃ" (সাংখ্যসূত্র)।

ঐ তিনজাতীয় জীবের নাম উপভোগশরীরী; তাহারা স্বেচ্ছা-মূলক কর্ম্মের দ্বারা অত্যল্প পরিমাণে নিজেদের উন্নতি বা অবনতি করিতে পারে, এমন কি, পারে না বলিলেও হয়। তাহারা কেবল অস্বাধীন আবদ্ধ শক্তির দ্বারা চেষ্টা বা ক্রিয়াফল ভোগ করিয়া যায় এবং স্বাভাবিক পরিণামক্রমে, অঙ্গগত উৎকর্ষাভিমুখ বা অপকর্ষাভিমুখ বিকাশের যথাযোগ্য নিমিত্তবশে উদ্রিক্ত হইয়া তাহাদের উন্নতি বা অবনতি হয়।

মানবেরা কর্ম্মশরীরী, তাহারা স্বেচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম করিয়া নিজদিগকে অনেক উন্নত বা অবনত করিতে পারে, তজ্জন্য মানবজাতি অতি পরিণামপ্রবণ। পশুরা মানবসঙ্গবাসে কখনও মানবত্ব পায় না, কিন্তু মানব শিশু পশুসঙ্গবাসে পশুত্বপ্রাপ্তি অবিরল ঘটনা নহে। মানবজাতিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ তুল্যরূপে বিকশিত—অবশ্য পূর্ব্বোক্ত তিন জাতির তুলনায়।

"রাজসৈস্তামসৈঃ সত্ত্বৈর্যুক্তো মানুষ্যমাপ্নুয়াৎ" (মহাভারত)। অর্থাৎ রাজস, তামস ও সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হইয়া (কোন একটীর আধিক্য না হইয়া) মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের তিন জাতীয় করণশক্তি তুল্যবল বলিয়া, মনুষ্য কোন একজাতীয় প্রবল করণের (পশুদিগের ন্যায়) সম্যগধীন নয় বলিয়া, মনুষ্যের স্বাধীন কর্ম্মে অধিকার। অতএব—"প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ" (অশ্বমেধ। ৪৩)।

যদিচ প্রাণশক্তি স্বেচ্ছার অনধীন তথাপি প্রাণায়াম নামক প্রযত্নের দ্বারা উহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আয়ত্ত করা যায়। আসনের দ্বারা শারীর প্রযত্ন যখন অতিস্থির হয় তখন প্রাণপ্রযত্নরূপ প্রযত্নও স্থির করিয়া, সেই সর্ব্বপ্রযত্ন-শূন্যভাব (শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ) অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিলে সমস্ত প্রাণপ্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করা যায়। প্রাণরূপ বন্ধন অভিনিবেশনামক ক্লেশের বা মৃত্যুভয়ের মূল কারণ। উহার অপর নাম অস্ত্যাশিস্। প্রাণায়াম-সিদ্ধির দ্বারা উহা সম্যক্ বিলুপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন, "তপো ন পরং প্রাণায়ামাত্ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য" (যোগভাষ্য)।

১৩। প্রাণায়ামসিদ্ধির এবং ধ্যানাবধানের প্রধান সহায় ষট্‌চক্রধ্যান। প্রাচীনেরা সৌষুম্ন-ক্ষেত্র ছয়টীকে প্রধান মর্ম্মস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারাই ষট্‌চক্র। মেরুদণ্ডের বাহিরে দুই পাশে বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী আছে উহারাই দুই পার্শ্বস্থ Sympathetic chain আর মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না-নাম্নী জ্ঞাননাড়ী এবং বজ্রাদিসংজ্ঞ অন্য নাড়ীও আছে। মেরুমধ্যে "কুণ্ডলিনী শক্তি" নামে শক্তিপ্রবাহ নিরন্তর অধোমুখে

চলিতেছে। উহাই মেরু-মজ্জ-প্রবাহিত Efferent impulse বা বহিঃস্রোতঃশক্তিপ্রবাহ, যদ্দ্বারা বহুবিধ শারীর ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

শাস্ত্রীদের মতে (এবং পাশ্চাত্যমতেও) মেরুগত নাড়ী, যাহার ঊর্দ্ধ্ব মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-রূপ মূল তাহা সমস্ত জীবনী-শক্তির মূল কেন্দ্র। এবিষয় পূর্ব্বে (৭ প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ঊর্দ্ধ্বমূল হইতে উদ্গত হইয়া মেরুনাড়ী অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ঊর্দ্ধ্বমূল অধঃশাখ বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছে। মেরুমধ্যে অনেক ক্রিয়ার উপকেন্দ্র এবং মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষসংঘাতে (Basal ganglia) কেন্দ্র এবং উপরিভাগে (Cortical cellsএ) চৈতিক কেন্দ্র অবস্থিত। চক্র বা পদ্মসকল কেবল সঙ্কেত মাত্র, কিন্তু সাংসারিক নির্দিষ্ট পদ্মাকার দ্রব্য নহে। কেবল ধ্যানসৌকর্য্যার্থ উপযুক্ত আকারাদি বর্ণিত হইয়াছে। মেরুনিম্নে সুষুম্না নাড়ীতে যেখানে উপস্থ ইন্দ্রিয়ের উপকেন্দ্র, সেই স্থান মূলাধারনামক প্রথম চক্রের কর্ণিকা। ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তৎপ্রদেশের মর্ম্মস্থানকে চিন্তা করতঃ মূলাধারের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানের উদ্দেশ্য অধঃপ্রবাহিত সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সংহৃত করিয়া ঊর্দ্ধ্বে মস্তিষ্কে লইয়া যাইয়া শারীরাভিমানশূন্য হইয়া পরমাবস্থান করা। তজ্জন্য চক্রধ্যানকালে ঊর্দ্ধ্বাভিমুখ ভাবিয়া চিন্তা করিতে হয়। দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্রের কেন্দ্র উহার কিছু উপরে। নাভিদেশে মেরুমধ্যে মণিপুর চক্রের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে এবং Solar plexus বা নাভিদেশের মর্ম্মস্থানে ধ্যান করিয়া তৃতীয় চক্রের চিন্তা করিতে হয়। হঠাৎ ভয় পাইলে নাভিদেশে ও হৃদয়ে যে প্রতিফলিত ক্রিয়ামূলক এক প্রকার অনুভব হয়, তাহাই সেই সেই স্থানের মর্ম্মস্থান। মেধাদি বৃত্তির সহিত সেই হার্দ্দ মর্ম্মে একপ্রকার স্পর্শানুভব হয়। মেরুমধ্যে কেন্দ্র ভাবিয়া সেই হৃদয়স্থ মর্ম্মপ্রদেশ ধ্যান করতঃ চতুর্থ অনাহত চক্রের ধ্যান করিতে হয়। শ্রুতি এই স্থানকে দহর-পুণ্ডরীক বা গুহাদেশ বলিয়াছেন। শঙ্খচক্ররূপ বিষ্ণুর পরম পদ বা ধ্যানশীল উপাধিযুক্ত প্রত্যগাত্মা এইস্থানে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয়। যোগদর্শনেও ইহা উক্ত হইয়াছে ৩।১ (১)। এখানে ধ্যান করিলে "বিশোকা জ্যোতিষ্মতী" প্রবৃত্তি নামক পরম সুখময় বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। বস্তুতঃ যেমন চিত্তসম্বন্ধীয় ঘটনাস্থান, তৎপুণ্ডরীক তেমনি মেধাভিমানের মূলস্বরূপ আশ্রয়।

পঞ্চম চক্র কণ্ঠদেশ। তত্রত্য সুষুম্না এবং তাহার শাখাদির দ্বারা যে মর্ম্ম রচিত হইয়াছে, তাহাই কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্র। তদূর্দ্ধ্বে সুষুম্না নাড়ী যেখানে স্থূল হইয়া মস্তিষ্কের সহিত মিলিত তাহাকে গ্রন্থিস্থান (Medulla oblongata) বলে।

"গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্ বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি" (ষট্চক্র), অর্থাৎ মুক্তকেশের নিকট সুষুম্নার মুখস্বরূপ স্থানকে গ্রন্থিস্থান বলা যায়। উহাই প্রাণকেন্দ্র "তালুমূলে যদেছচক্রঃ * * * চন্দ্রাগ্রে জীবিতঃ শিবে" (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)। তদূর্দ্ধ্বে দ্বিদলপদ্ম। উহা মন বা জ্ঞানস্থান (Sensorium), মস্তিষ্কের নিম্নস্থ Basal ganglia অর্থাৎ Corpus striatum ও Optic thalamus* রূপ প্রধান কেন্দ্রদ্বয় তাহার দুই দলরূপে কল্পিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তদূর্দ্ধ্বে মস্তিষ্কাংশ সহস্রদল। সমস্ত শরীরের প্রাণন-ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া সুষুম্নারূপ জ্ঞাননাড়ী দিয়া অনুভবকে তুলিয়া আনিয়া সহস্রারে কেন্দ্রীকৃত করাই এই প্রণালীর চরম উদ্দেশ্য। পরে সমাধি অভ্যাস করিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়। উক্ত মর্ম্ম-স্থানের চিন্তা এবং সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ঊর্দ্ধ্বে প্রসরণশীল শক্তিধারার অনুভব করিতে করিতে

* রঞ্জিত মস্তিষ্কচিত্রে যে স্বর্ণবর্ণ গোলাকার অবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই ইহারা।

ইহাতে নৈপুণ্য হয়। ষট্‌চক্রের দিক্‌ দিয়া যে শরীর-তত্ত্বের বিবরণ আছে তাহাতে Anatomical বা Physiological কোন দোষ নাই বরং উহাতে ঐ দুই শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ বিদ্যা শারীর ও মানস স্বাস্থ্য-হেতু পরমকল্যাণকারী। বায়ুকেন্দ্র স্থির চিত্তে ধ্যান করিলে তাহাতে উৎফুল্লতা ও দৃঢ়তা (Tone) আইসে। ইহা সকলেই অভ্যাস করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

১৪। এক্ষণে আমরা প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয় কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রাণাগ্নিহোত্র করিবার বিধি আছে। শুধু জিহ্বা-তৃপ্তি চিন্তা করিয়া ভোজন না করিয়া প্রাণ সকলের সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তির চিন্তা করিয়া এই প্রাণমন্ত্র করিতে হয়। কোন অভীষ্টোদ্দেশে কোন শক্তির দ্বারা কোন দ্রব্যকে পরিণত করার নাম যজ্ঞ। সাধকগণ ধ্যানকালে প্রাণের যে সাত্ত্বিক (আধ্যাত্মিক গন্ধ সকুচিত) প্রবৃত্তি অনুভব করেন, অন্ন সকল প্রাণশক্তিতে আহুত হইয়া তাদৃশ প্রবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট করুক, এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক "প্রাণায় স্বাহা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণও যথাশক্তি সেইরূপ করিলে যে তাহাদের অন্তঃ তামসিকক্লেশ ক্ষীণ হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

প্রাণের বিজ্ঞানের বা সম্যক্‌ জ্ঞানের ফল শ্রুতিতে (প্রশ্ন) এইরূপ আছে— উৎপত্তিমায়াতিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে।। অর্থাৎ মায়া হইতে প্রাণের উৎপত্তি, মনঃকল্পের কার্য্য সাধনের জন্য প্রাণের প্রবৃত্তি, প্রাণের স্থান বা অধিষ্ঠান, প্রাণের বিভুত্ব* ও প্রাণের অধ্যাত্ম বা আত্মস্বরূপ এই পঞ্চ বিষয় বিজ্ঞাত হইলে অমৃতত্বলাভ হয়। এই ফলশ্রুতিতে অর্থবাদের গন্ধমাত্রও নাই ইহা জ্ঞাতব্য।

পাশ্চাত্ত্য প্রাণবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ শরীরধারণের শক্তিকে পাঁচপ্রকার মুখ্যভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শক্তিসকল শরীরের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বা অংশে অবস্থিত, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে গেলে পাশ্চাত্ত্যগণের শরীরবিদ্যা ও প্রাণবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। আমরা মূল প্রবন্ধমধ্যে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের অনেক

* "প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্‌" (প্রশ্ন উপ) এইরূপ শ্রুত্যাদিতে প্রাণের বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থ এই যে, ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, তাহাই প্রাণের বশ। ভৌতিক দ্রব্যে নিহিতশক্তিও একপ্রকার প্রাণ। জৈবপ্রাণশক্তি সেই ভৌতিক শক্তির সাহায্যেই শরীরোৎপাদন করে, যেহেতু তাহাদির সাহায্যে শরীর-ধারণ অসম্ভব। জৈব-প্রাণের সহায় বলিয়া ভৌতিক শক্তিও প্রাণ। তজ্জন্য প্রাণ বিভু বা ব্যাপী। নিম্নাঙ্গজাতি ও উদ্ভিজ্জাতি অভেদে মিলিত—অর্থাৎ এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহারা তির্য্যক্‌ বা উদ্ভিদ্‌ উভয়ই হয়। সেইরূপ উদ্ভিদ এবং ভৌতিক দ্রব্যও অভেদে মিলিত। একপ্রকার শর্করা আছে, যাহাকে সজীব শর্করা (Living crystals) বলা যাইতে পারে। উহারা এ বিষয়ে উদাহরণ। শ্রুত্যন্তরে সমস্ত জাগতিক পদার্থকে রয়ি ও প্রাণ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে সকলা প্রাণ শক্তিপদার্থ এবং রয়ি দ্রব্যপদার্থ। বিভু অর্থে প্রধান করিলেও প্রাণ বিভু, যেহেতু "প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠঃ" অর্থাৎ সমস্ত করণশক্তির মধ্যে প্রাণই প্রথমে প্রকাশিত হয়। যেহেতু গর্ভের আদ্যাবস্থায় প্রাণব্যাপারই বিকশিত থাকে। তাহা পরিণামক্রমে বীজভূত, অস্থি, চক্ষুরাদিরূপ যে করণশক্তি, তদ্রূপে তাহাদের অধিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিতে করিতে কালে পূর্ণাঙ্গ শরীর উৎপাদন করে। অতএব প্রাণ জ্যেষ্ঠত্বহেতু বিভু বা প্রধান।

পারিভাষিক শব্দাদি ব্যবহার করিয়াছি। তাহা সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা এস্থলে পাশ্চাত্য শাস্ত্রানুমত শরীর ও তাহার ধারণশক্তির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা শারীর-যন্ত্র (শরীর প্রকৃত প্রস্তাবে যন্ত্রের সমষ্টিমাত্র) সকল বিরচিত সেই নির্ম্মাপক দ্রব্যের নাম 'টিশু' (Tissue), উহার পরিবর্ত্তে আমরা ধাতু শব্দ প্রয়োগ করিব। আর সেই ধাতুসকল যে জল, বসা প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যে নির্ম্মিত, তাহার নাম উপাদান। টিশুকে সাধারণতঃ বিধান বলা হয়।

সমস্ত দেহধাতু বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহারা একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। ঐ ক্ষুদ্রাংশকে Cell অর্থাৎ দেহাণু বা কোষ বলে। রসরক্তাদি তরল ধাতুতেও যেমন কোষ দেখা যায় স্নায়ু অস্থি পেশী আদিও সেই রকম কোষরচিত দেখা যায়। কোষ সকল অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণের দ্বারা তাহা দেখিতে হয়। কোষের অধিকাংশ একপ্রকার স্বচ্ছ উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত, উহা নিয়ত চঞ্চল, উহার নাম প্রোটোপ্লাজম্। প্রোটোপ্লাজমের চাঞ্চল্য হইতে কোষের আকার পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা যাহারা গতিশীল কোষ তাহাদের গতি সিদ্ধ হয়। প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়ার দ্বারা উপাদেয় দ্রব্য সমনয়ন (Assimilation) হয়, এবং ক্লেদোর ক্লেদদ্রব্য (Katastates) ত্যক্ত হয়। এই সমনয়ন ক্রিয়া (Anabolism), যাহার দ্বারা উপাদেয় দ্রব্য হইতে কোষদেহ নির্ম্মিত হয়, এবং অপনয়ন-ক্রিয়া(Katabolism), যাহার দ্বারা কোষদেহ ছিন্ন হইয়া মলরূপে ত্যক্ত হয়, উভয়ই প্রাণন ক্রিয়া (Metabolism). প্রত্যেক ক্রিয়াদ্বারা কোষদেহের কিয়দংশ ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; অথবা ক্রিয়া বা চেষ্টা দেহোপাদানের বিশ্লেষণমুখ এরূপ বলাও সঙ্গত। ক্ষয়ের জন্য পূরণ, পূরণের জন্য ক্রিয়া, ক্রিয়ার জন্য ক্ষয়—এইরূপ চক্রবৎ প্রাণন-ক্রিয়া চলিতেছে। উহা একটী কোষের পক্ষে যেমন খাটে, একটী বৃহৎ প্রাণীর পক্ষেও তেমনি খাটে।

সেই কোষাস্থ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একস্থান কিছু ঘন দেখা যায়; তাহার নাম নিউক্লিয়স্ (Nucleus) বা কেন্দ্র। ঐ নিউক্লিয়স্ই কোষের মর্ম্মস্থান, যেহেতু নিউক্লিয়স্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোষ নির্জীব হইয়া যায়। নিউক্লিয়সের মধ্যে আবার আর একটু বিশিষ্ট অংশ থাকে, যাহার নাম নিউক্লিয়োলস্। এতাদৃশ কোষসকলের দ্বারা সমস্ত দেহধাতু নির্ম্মিত। যদিচ ভিন্নধাতুস্থ কোষের উপাদান, আকার ও ক্রিয়ার ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সমস্ত কোষের ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী একরূপ। শরীরের ঝিল্লীপ্রভৃতিতে কোষসকল পাশাপাশি মধুচক্রের ন্যায় অবস্থিত, কোনটী বা ঐরূপ স্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। তন্তুসকলও (স্নায়বিক, পৈশিক বা অন্যপ্রকার) দীর্ঘীভূত কোষের দ্বারা নির্ম্মিত। শরীরের সংহত ধাতুসকলে কোষ সকল কোষনিষ্যন্দিত পদার্থের দ্বারা সম্বদ্ধ, যেমন শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী মিউসিন (Mucin) নামক নিস্যন্দের দ্বারা সম্বদ্ধ। তরল ধাতুস্থ কোষসকল ভাসমান। কোষসংখ্যা নিম্নপ্রকারে বর্দ্ধিত হয়—পরিপুষ্ট কোষের নিউক্লিয়স্ প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়, পরে তাহাদের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত বা ক্ষীণ হইয়া দ্বিধা হইয়া যায়। এইরূপে এক কোষ দুই হয়। তন্মধ্যে কোন্‌টী জনক ও কোন্‌টী জন্য তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, যেহেতু বিভাগের সময় উভয়েই একরূপ।

এইরূপ বিশেষপ্রকারের এককোষযুক্ত প্রাণীর নাম এমিবা (Amoeba)। মানবাদি প্রাণী এককৌষিক (Unicellular) নহে, তাহারা বহুকৌষিক Multicellular বা metazoa)। এক আদ্যকোষ বিভক্ত হইয়া বহুকৌষিক শরীর উৎপন্ন হয়।

নিয়ামক। স্নায়ু দুইপ্রকার, কোষরূপ ও তন্তুরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্নায়ুতন্তুসকল নথাকৃতি-কোষ নির্ম্মিত। স্নায়বিক কোষসকল জ্ঞানাদি শক্তির উদ্ভব স্থান এবং তন্তুসকল তাহার বাহকমাত্র, যেমন তড়িৎ-যন্ত্রের Cell ও তার, সেইরূপ। স্নায়ুতন্তু সকলের ক্রিয়া দুইপ্রকার, অন্তঃস্রোত এবং বহিঃস্রোত, জ্ঞানবাহী স্নায়ু সব অন্তঃস্রোত এবং চেষ্টাবাহী স্নায়ু বহিঃস্রোত। যেহেতু জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অভ্যন্তরে নীত হয়, এবং ইচ্ছা (চেষ্টাহেতু) অন্তরে উত্থিত হয়, পরে বাহিরে হস্তাদিতে আসে। এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহাতে স্ফুটজ্ঞান না হইলেও তাহা অন্তঃস্রোত। সেইরূপ কতকগুলি ক্রিয়াতে প্রযত্নবান চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা বহিঃস্রোত। এই শেষজাতীয় স্নায়ু সমনধনকারী ও অপনয়নকারী কোষের নিয়ামক। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাই (Spinal Chord) স্নায়ুসকলের মূলস্থান। তথা হইতে শাখা প্রশাখাসকল নির্গত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় আদিতে গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্নায়ুকোষসকল স্নায়বিক শক্তির উদ্ভব ও বিলয় স্থান। স্নায়ুকোষ সকল তিন প্রধান কেন্দ্র-স্থানে অবস্থিত। মস্তিষ্কের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া যে ধূসর স্তর আছে তাহা প্রথম, উহা চিত্তস্থান বা চিন্তাকেন্দ্র। দ্বিতীয় কেন্দ্র মস্তিষ্কনিম্নে, ইহাকে Basal ganglion বলে, এখান হইতে জ্ঞাননাড়ীগণ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাকেই জ্ঞানকেন্দ্র বা Sensorium বলা যায়।

তৃতীয় কেন্দ্র মেরুমজ্জার অভ্যন্তরে আগাগোড়া লম্বিত কোষস্তর। স্নায়ুকোষের ও স্নায়ুতন্তুর তিনপ্রকার প্রধান মিলন-ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

১ম। মধ্যে কোষ এবং তাহা দুইপ্রকার তন্তুর সহিত মিলিত, একটী অন্তঃস্রোত ও একটী বহিঃস্রোত।

(১) চিত্রের ১ এইরূপ। ইহার দ্বারা সহজ প্রতিফলিত ক্রিয়া (Reflex action) সিদ্ধ হয়। প্রতিফলিত ক্রিয়াতে একটী অন্তঃস্রোত ও একটী বহিঃস্রোত স্নায়বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। স্পৃষ্ট হইলে অঙ্গ সরাইয়া লওয়া একটি প্রতিফলিত ক্রিয়া।

(১) চিত্র।

(Dr Draper's Physiology হইতে উদ্ধৃত)

২য়। এই প্রকারেতে একটী কেন্দ্রের সহিত আর একটী কেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। (১) চিত্রের ২ এইরূপ। ইহাতে প্রথম কোষে সমাগত ক্রিয়ার কতক অংশ দ্বিতীয় কেন্দ্রে যাইয়া সঞ্চিত হয়। জ্ঞানকেন্দ্র ও চিত্তকেন্দ্র ইহার উদাহরণ। মনে কর, একটী বৃক্ষ দেখিলে। চক্ষু হইতে স্নায়বিক ক্রিয়া বাহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে গেল, তথা হইতে আবার চিত্তস্থানে গেল, যাহাতে তুমি চক্ষু বুজিয়াও সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে পার। মেরুকেন্দ্র ও জ্ঞানকেন্দ্র মিলিয়াও এইরূপ হয়।*

* ইহা নক্সামাত্র (Diagram)। এই চিত্রে যে স্নায়ুকেন্দ্র দেখান হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহাতে এক কোষ না থাকিয়া বহুকোষ থাকিতে পারে।

৩য়। এই মিলন প্রকারে মেরুকেন্দ্র, জ্ঞানকেন্দ্র ও চিত্তকেন্দ্রের একত্র মিলন দেখা যায়। ইহার মধ্যে কেন্দ্র দুইটী করিয়া দেখান হইয়াছে, একটী জ্ঞানের ও একটী চেষ্টার। (১) চিত্রের ৩ এইরূপ মিলন। ক চিত্তকেন্দ্র, খ জ্ঞান ও কর্মকেন্দ্র, গ মেরুমজ্জস্থিত উপকেন্দ্র। মস্তিষ্কের উপরিভাগে চিত্তকেন্দ্র এবং নিম্নে জ্ঞানকেন্দ্র বলা হইয়াছে, তেমনি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum) কর্মের প্রধানকেন্দ্র এবং সুষুম্নাশীর্ষ বা Medulla প্রাণের প্রধান কেন্দ্র। "It (M. Oblongata) contains centres which regulate deglutition, vomiting, the secretion of saliva, sweat etc. respiration, the heart's movements and the vasomotor nerves" (*Kirke's Physiology, p. 615*). অর্থাৎ সুষুম্নাশীর্ষ গেলা, বমন, লালাঘর্ম্মাদিনিঃসারণ, শ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া—ইহাদের এবং ধমনীর ও শিরার স্নায়ু সকলের কেন্দ্রস্বরূপ। (২) চিত্রে ইহা বেশ বুঝা যাইবে। ইহা মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ। কৃষ্ণাংশসকল স্নায়ুকোষের সংঘাত বা Grey matter, রেখা সকল স্নায়ুতন্তু। ক মস্তিষ্কের আচ্ছাদক কোষস্তর বা Cortical grey matter, খ নিম্নস্থ কোষ-সংঘাত (Basal ganglia), একটী Corpus striatum ও অন্যটী (পশ্চাতের) Optic thalamus, গ উভয় কেন্দ্রের সংযোজক স্নায়ুতন্তু (Corona radiata-fibres); ঘ সুষুম্নাশীর্ষ বা Medulla, ক চিত্তকেন্দ্র, খ জ্ঞানকেন্দ্র (জ্ঞান-স্নায়ু সকলের উদ্ভবস্থান)। গ ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নে বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা প্রধানতঃ কর্মকেন্দ্র। ঘ প্রাণকেন্দ্র। মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষসংঘাতে কতক কতক চেষ্টাকেন্দ্রও অবস্থিত আছে।

(২) চিত্র
(*The Brain and its use Cornhill Magazine, Vol. V, p. 411*)

মধ্যে কেন্দ্ররূপ ধূসর কোষপুঞ্জ এবং বাহিরে অন্তঃস্রোত ও বহিঃস্রোত স্নায়ুতন্তু দ্বারা মেরুমজ্জ নির্মিত। সেই স্নায়ুতন্তুসকল গুচ্ছাকারে পৃষ্ঠবংশের ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া শারীর যন্ত্রসকলে গিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরস্থ ধূসরাংশ কোষ এবং কোষযোজক স্নায়ুতন্তু দ্বারা (Intracentral fibres) নির্মিত।

জ্ঞান ও চেষ্টা ব্যতীত যেসকল স্নায়ু দ্বারা শরীরযন্ত্র সকলের ক্রিয়া স্বতঃ অথবা অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয় তাহাদের মূলকেন্দ্র Medulla oblongata বলা হইয়াছে। মেরুমজ্জ মস্তিষ্কনিম্নে যে স্থূল হইয়া মিলিয়াছে সেই স্থূল ভাগের নামই মেডালা অবলংগেটা, (২) চিত্রে ঘ চিহ্নিত অংশ।

শরীরের স্বতঃক্রিয়ার তিনপ্রকার প্রধান যন্ত্র আছে: (১) আহার্য্য যন্ত্র, (২) মলাপনয়ন যন্ত্র, (৩) রসরক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র। অন্ননালীই (মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত) প্রধানত আহার্য্য যন্ত্র। উহার ত্বকে যে এপিথেলিয়ম নামক কোষস্তর আছে, তদ্দ্বারা কোষ সকলের অধিকাংশের ক্রিয়াই আহার্য্যকে রসনয়ন করা। যকৃতাদি নানাপ্রকার গ্রন্থি (Gland)-যুক্ত যন্ত্র, যাহারা অন্ননালীর সহিত সম্বদ্ধ, রসনয়ন করাই প্রধানতঃ তাহাদের কার্য্য। শ্বাসযন্ত্রও একপ্রকার আহার্য্য-যন্ত্র।

মূত্রকোষ ও ঘর্ম্মগ্রন্থিসকল মলাপনয়ন যন্ত্রের প্রধান। উহাদের এপিথেলিয়ম্ কোষের প্রধান কার্য্য দেহক্লেদ অপনয়ন করা। এই জাতীয় কোষসকল (Excretory) প্রাপ্ত দ্রব্যকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া পৃথক্ করে।

সঞ্চালন-যন্ত্রের মধ্যে হৃৎপিণ্ড প্রধান। তাহার সঙ্কোচ (Systole) এবং প্রসার (Diastole) দ্বারা ধমনীতে ও শিরামার্গে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বশরীরে যায়। রসমার্গ সকল (Lymphatic system) শোণিতমার্গের সহিত সম্বদ্ধ। শরীরের প্রত্যেক ধাতু রসের (Lymph) দ্বারা পুষ্ট হয়। রস শোণিত হইতে নাড়ীগাত্রস্থ কোষের দ্বারা নিস্রাবিত হয়। রসবহা নাড়ীর গাত্রস্থ কোষসকল স্নায়ু পেশী প্রভৃতি সকল ধাতুকে স্ব স্ব উপাদান প্রদান করে, আবার তাহাদের ক্লেদও বিশেষ প্রকার কোষের দ্বারা রসে ত্যক্ত হয়। রস হইতে তাহা রক্তে আসে, পরে মূত্রাদিরূপে পৃথক্ হয়। অতএব সঞ্চালন-যন্ত্রের চালনক্রিয়ার সহিত গ্রহণ ও অপনয়ন ক্রিয়াও হয়। চালনক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত অবশ পেশীর দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গ্রহণ ও অপনয়ন নাড়ীগাত্রস্থ যথাযোগ্য কোষের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আভ্যন্তরিক এই নাড়ীগাত্রস্থ কোষময় ঝিল্লীকে Endothelium বলে।

অতঃপর সমস্ত শরীর-ক্রিয়া একত্র করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যায়, শরীরের সর্ব্বত্রই একজাতীয় কোষ ও তাহাদের প্রেরক স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র আছে, যাহাদের কার্য্য দেহোপাদান নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ আর একজাতীয় কোষ ও তাহাদের স্নায়ু এবং স্নায়ুকেন্দ্র আছে যাহাদের কার্য্য দেহের ক্লেদ অপনয়ন করা। তৃতীয়তঃ একজাতীয় সকেন্দ্র স্নায়ু ও তাহাদের অধীন পেশী (পেশীও এক প্রকার কোষ) আছে, যাহাদের কার্য্য চালন করা। উহারা দুইপ্রকার, স্বেচ্ছাধীন ও স্বতঃচালনশীল।

চতুর্থতঃ, একপ্রকার সকেন্দ্র স্নায়ু ও তাহাদের গ্রাহকাণু* আছে, যাহারা বোধ উৎপাদন করে। উহারাও দুইপ্রকার, একপ্রকার বোধ আছে, যাহা বাহ্য কোন হেতু হইতে (শব্দস্পর্শাদি হইতে) উদ্ভূত হয়; আর একপ্রকার সাধারণতঃ অস্ফুট বোধ আছে, যাহা শারীর-ধাতু সম্বন্ধীয়। তাহার স্নায়ু সকল শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে নিবিষ্ট (§৭ দ্রষ্টব্য)। উহার দ্বারা দৈহিক ক্লান্তি-বোধ, পূর্ব্বোক্ত চাপবোধ প্রভৃতি হয়, এবং অত্যুত্তেজিত (Over-stimulated) হইলে পীড়াবোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত বাহ্যোদ্ভব বোধের তিন অঙ্গ :—

১। শব্দ, তাপ, রূপ, রস ও গন্ধ-বোধ (জ্ঞানেন্দ্রিয়)।

২। আশ্লেষবোধ বা Tactile sense (কর্ম্মেন্দ্রিয়)।

৩। ক্ষুধা, তৃষ্ণা (কণ্ঠ ও পাকাশয়ের আক্ষেপ), প্রাণেচ্ছা প্রভৃতি বোধ যাহা দেহ-ধারণকার্য্যের (Organic life-এর) সহায় হয়।

অন্ননালী ও প্রাণবায়ুর মার্গ প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরের বাহ্য। তাহাদের গাত্রস্থ অন্তস্ত্বক্ হইতে উদ্ভূত, যাহা আহার্য্য-সম্বন্ধীয় বোধও বাহ্যোদ্ভব বলিয়া গণিত হইল।

পঞ্চমতঃ, কতকগুলি স্নায়ুকোষ ও তন্তু আছে যাহারা চিত্তের অধিষ্ঠান এবং ইচ্ছাদি চিত্তক্রিয়ার বাহক। অন্যান্য সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র চিন্তাশয়-কোষ সকলের সহিত

* চক্ষুরাদিগত জ্ঞানবাহক স্নায়ুতন্তুসকল কেবল জ্ঞানহেতু বাহ্যিক ক্রিয়াবিশেষকে (Impulse) বহন করে মাত্র; তাহা উদ্ভাবিত করিতে পারে না। যাহাতে বাহ্য কারণে সেই ক্রিয়াবিশেষ উদ্ভূত হয়, তাহাই গ্রাহকাণু বা Receiving nerve-ending. চক্ষুর রেটিনার Rods and Cones ইহার উদাহরণ।

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে সম্বন্ধ। মানসিক দুশ্চিন্তায় পরিপাক শক্তির গোলযোগ ইহার উদাহরণ।

মস্তিষ্কের আচ্ছাদক কোষগুলিই চিত্তের অধিষ্ঠান। তদুত্থিত মানসক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত Corona radiata স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা বাহিত হইয়া নিম্নস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে (Sensoriums), কর্ম্মকেন্দ্রে (Cerebellum যাহার অভাবে কর্ম্মসকলের সামঞ্জস্য বা Co-ordination থাকে না) ও প্রাণকেন্দ্রে (M. Oblongata ও তৎসংলগ্ন স্থান, যেখান হইতে Nerves of organic life উঠিয়াছে) যায়। তেমনি ঐ ঐ কেন্দ্রস্থ ক্রিয়াও বাহিত হইয়া তথায় যায়।

আরও একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্নায়ুতন্ত্রসকল জ্ঞানাদি-ক্রিয়ার বাহকমাত্র, ক্রিয়ার উত্তাপক নহে। রূপাদি বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য জ্ঞান-স্নায়ুতন্ত্রসকলের এক এক প্রকার প্রান্তভাগ (Nerve-ending) আছে। তাহা কোথাও কোষের ন্যায়, কোথাও বা সূক্ষ্ম তন্তুজালের ন্যায়। তথায় বাহ্য বিষয়ের দ্বারা কোষদেহস্থ স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষ (Impulse) উদ্ভূত হইয়া স্নায়ুতন্ত্র দিয়া বাহিত হইয়া জ্ঞানধামে যায়। সেইরূপ অন্তঃকরণের চেষ্টাকেন্দ্র-স্নায়ুকোষেও চেষ্টামূল ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া চালক স্নায়ুতন্ত্রদ্বারা বাহিত হইয়া পেশীর ভিতর যায়। তথায়ও স্নায়ুসকলের বিশেষ একপ্রকার অগ্রভাগ (End plates) দেখা যায়, যদ্দ্বারা স্নায়বিক ক্রিয়া পেশীতে সংক্রান্ত হয়।

বাহ্যজ্ঞানের পঞ্চ প্রধান প্রণালী জ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসা)। শব্দ, শীতোষ্ণ, রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের বিষয়। তন্মধ্যে আদ্যত্রয় প্রধানতঃ Physical action বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া হইতে হয়, রস রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action) এবং গন্ধ সূক্ষ্ম চূর্ণের স্পর্শ বা Mechanical action হইতে উদ্ভূত হয়। " * * the substances acting in some way or other by virtue of their chemical constitution on the endings of the gustatory fibres." *Foster's Physiology P. 1514.* "We may assume the sensory impulses are originated by the contact of odoriferous particles with the free endings of the rod cells." *Ibid., P. 1504.*

আমরা 'প্রাণতত্ত্ব' প্রকরণে বর্ত্তমানোক্ত জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি (অর্থাৎ Animal life and Organic life) বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছি। সেই প্রবন্ধ হইতে এবং পশ্চাৎস্থ পরিলেখ (Diagram) হইতে উহাদের স্থান ও বিভাগ-জ্ঞান স্পষ্ট হইবে।

শরীরের সংহতস্নায়ুস্থিত প্রত্যেক কোষের বা দেহাণুর সহিত প্রাণীর বা জীবের সম্বন্ধ। কোষ সকলের বর্ত্তমান অধিকারপূর্ব্বক জৈবশক্তি তাহাদিগকে জ্ঞানাদির আয়তনরূপে সন্নিবেশিত করে। কোষসকল স্বতন্ত্র প্রাণী, কিন্তু তাহারা দেহীর শক্তিবশে সঙ্ঘটিত হইয়া দেহ ও দেহকার্য্য করে। তাহারা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়া দেহীর সহিত বিযুক্ত হইলেও কোন কোন স্থলে জীবিত থাকিতে পারে। প্রত্যেকজাতীয় কোষ নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে জৈবশক্তির দ্বারা প্রবোধিত হইয়া আপনার যথাযোগ্য কার্য্য সাধন করে। অথবা শরীরে স্বতন্ত্র এমন অনেক এককোষিক প্রাণী আছে যাহারা শরীরী জীবের অধীন নহে। যেমন অনেক ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) প্রভৃতি। সেইজাতীয় কোন কোন প্রাণী শরীরের উপকার

ইহা অল্পচাঞ্চল্যবাচক তরঙ্গায়িত-রেখাপুঞ্জিত ক্ষেত্রখানের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, যেহেতু ইহা সাত্ত্বিক। (২) স্মৃতি সাত্ত্বিক-রাজস, ইহা অধিকতর চাঞ্চল্যবাচক তরঙ্গায়িত-রেখা-নিবদ্ধ ক্ষেত্রখানের দ্বারা প্রদর্শিত। (৩) প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান রাজস, ইহা অত্যধিক চাঞ্চল্য-বাচক রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। (৪) বিকল্প রাজস-তামস, কন্দাকার ও বৃহৎ চক্রযুক্ত রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। (৫) বিপর্যয় তামস ইহা কুণ্ডলাকার ও অত্যাল্পচাঞ্চল্যবাচক রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। চিত্তাধিষ্ঠান স্নায়ুকোষসকল পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহা শৃঙ্খলাকার রেখার দ্বারা প্রদর্শিত। চিত্তবৃত্তিসকলের ক্ষেত্রগুলির অধিষ্ঠানভূত পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ুকোষপুঞ্জ না থাকিতে পারে তবে শরীরবিজ্ঞান পর্য্যালোচনায় উক্ত অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে।

২। চিত্তগত স্নায়ু (পূর্ব্বোক্ত Corona radiata nerves), ইহারা চিত্তাধার ও তাহাতে বা যথাক্রমে জ্ঞানকেন্দ্র, কর্ম্মকেন্দ্র ও প্রাণকেন্দ্র এই তিন কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ-বাচক। কেন্দ্রত্রয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। জ্ঞানকেন্দ্র হইতে পঞ্চপ্রকার বাহ্যজ্ঞানবাহক (Auditory, thermal, optic, gustatory, olfactory) স্নায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে গিয়াছে।

৭। কর্ম্মকেন্দ্র হইতে (পৃষ্ঠস্থ মজ্জা দিয়া) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাধক পেশীতে প্রধানত চালক স্নায়ু গিয়াছে।

৮। উহাতে প্রাণকেন্দ্র হইতে পঞ্চপ্রাণের প্রধানে যে স্নায়ুসকল গিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারা পঞ্চপ্রকার। এই পঞ্চপ্রকার স্নায়ু ও তাহাদের সম্বন্ধ যথা :—

(১) শ্বাসাশয়াদি শরীরধারণানুকূল বোধ-স্নায়ুসকল। অর্থাৎ Sensory nerves in the lining of the lungs, pharynx, stomach &c that respond to outside influence and are connected with organic life.

(২) শারীরধাতুগত-বোধবাহক স্নায়ু অর্থাৎ Sensory nerves that end among the tissues and help organic life in various ways.

(৩) স্বতঃসঞ্চালনশীল স্নায়ু ও পেশী অর্থাৎ Involuntary motor nerves and plain muscles.

(৪) অপনয়ন-কোষ ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ Excretory organs and their nerves.

(৫) সমনয়ন কোষ সকল ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ Secretory cells (in the widest sense) and their nerves.

চিত্রে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাশ্রয় বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গত বোধাংশ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গত চেষ্টাংশ জটিলতাভয়ে প্রদর্শিত হয় নাই।

পঞ্চপ্রাণ হইতে এক একটি রেখা একত্র মিলিত হইয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিত্তাধিষ্ঠান প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রাণসকল ঐ ঐ শক্তির ধারণ হইয়া তাহাদের অধিষ্ঠান নির্ম্মাণ করে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পঞ্চপ্রকারের ভেদ-ধারণশক্তিই প্রাণশক্তি আর উহাদের অধিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিই সমগ্র শরীর যন্ত্র।

প্রাণের উৎপত্তি

স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ-গ্রহণের পূর্ব্বে জীব যে ভাবে থাকে তাহাই সূক্ষ্মবীজভাব। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীর-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা হয় তাহা বুঝিলে এ

বিষয়ের ধারণা হইতে পারে। যোগভাষ্যে আছে, (২।১৩) যে এক জীবনে কৃত কর্ম্মের অধিকাংশ সংস্কার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জিত উপযুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক মৃত্যুকালে "যেন যুগপৎ এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া" উদ্দিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়, তাহা হইতে যথোপযুক্ত শরীর-গ্রহণ হয়, অর্থাৎ জন্মসকল বিকশিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারভাবই সূক্ষ্মবীজ-ভাব। স্থূলশরীর-গ্রহণের সময়ও সেইরূপ সূক্ষ্মবীজ-রূপ পূর্ব্বাবস্থা হয়। প্রেতশরীরসকল চিত্তপ্রধান, তাহাদের ভোগকাল জাগরণস্বরূপ, তজ্জন্য দেবগণের একবার যখন সেই জাগরণের পর ভুক্তবৃত্তির পর্য্যায়ক্রমে নিদ্রা আসে, তখন চিত্তের জড়ভাবে তাহাদের শরীরও লীন হয়, (কারণ, তাহাদের শরীর চিত্তপ্রধান) নিদ্রার পূর্ব্বে তাহাদেরও কর্ম্মসংস্কার পিণ্ডীভূত হইয়া উদ্দিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কার-পূর্ব্বক তমোভিভূত, লীনস্বরূপ প্রেতশরীরিগণ যে-ভাবে থাকে তাহাও পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম বীজ-ভাব। তাদৃশ তমোভিভূত, সূক্ষ্মবীজ-জীবগণ স্বপ্রকৃতি-অনুসারে আকৃষ্ট হইয়া যথোপযোগী লোকে যায়। তথায় পুনশ্চ আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে জনকের হৃদয়ে (আধ্যাত্মিক মর্ম্মে) যায়, পরে যোগযোগী ক্ষেত্র (জনক বা জননীর শরীরাংশভূত) কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার সর্ব্বাধিকার করত পুনঃ স্থূল-শরীররূপে বিকশিত হয়। সেই সূক্ষ্মবীজ-জীবগণ স্বকীয় বিপাকোন্মুখ কর্ম্মসংস্কারের বৈচিত্র্যহেতু বিচিত্র প্রকৃতির ও তজ্জন্য বিচিত্র-শরীর-গ্রহণোপযোগী হয়। সর্গাদিতে জীবগণ প্রথমে উক্ত প্রকার সূক্ষ্মবীজভাবে অভিব্যক্ত হয়। পরে সূক্ষ্ম লোকে ঔপপাদিক শরীরিগণ প্রাদুর্ভূত হয়। স্থূল লোকের উদ্ভিজ্জাদি প্রাণিগণ যদিচ সাধারণতঃ ঔপপাদিক নহে, তথাচ আদিম নিমিত্ত (উপাদানের প্রাচুর্য্য ও তাপাদি-হেতু সকলের অত্যুপযোগিতা) হেতু ঔপপাদিকরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। পরে আদিম নিমিত্ত সকলের উপযোগিতা হ্রাস হইলে তাহারা কেবলমাত্র জনক-সৃষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে, কেহ কেহ বা প্রতিকূল নিমিত্ত-বশে লুপ্ত হইয়া যায়। পুরাণের আদ্যভূত হিরণ্যগর্ভদেবের বা সপ্তর্ষিদের ঐশ্বর্য্য-সংস্কার আদিম জীবাভিব্যক্তির অন্যতম নিমিত্ত।

সাংখ্যতত্ত্বালোকে উদ্ধৃত (§৭০) সৃষ্টিবিষয়ক সাংখ্যস্মৃতি হইতে পাঠক দেখিবেন যে, পূর্ব্বে আগ্নেয় ভাব, পরে তারল্য ও পরে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া ভূর্লোক স্থূলপ্রাণীর নিবাসক্ষম হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূবিদ্যারও মত উহার অনুরূপ। ভূর্লোকের প্রাণিধারণের উপযোগিতা হইলে আদিতে ঔপপাদিক-জন্মক্রমে প্রাণীসকল প্রাদুর্ভূত হয়। (এ বিষয়ে "কর্ম্মতত্ত্ব" নামক পৃথক্ পুস্তক দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্যগণের (Evolution) অভিব্যক্তিবাদের সহিত এবিষয়ের যে ভেদ ও সাম্য আছে, তাহার বিচার করিয়া দেখান যাইতেছে। শাস্ত্রমতে যেমন প্রাণীর জন্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ ঔপপাদিক ও মাতাপিতৃজ বা প্রাণিজ, পাশ্চাত্য মতেও তাহা স্বীকৃত প্রথমের নাম Abiogenesis ও দ্বিতীয়ের নাম Biogenesis। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বর্ত্তমানে ঔপপাদিক জন্ম বা Abiogenesis এর উদাহরণ পাওয়া যায় না, [অধুনা এ মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রকাশক] তথাপি আদিতে তাহা স্বীকার্য্য বলেন। Huxley বলিয়াছেন—"If the hypothesis of evolution is true, living matter must have arisen from non-living matter, for by the hypothesis the condition of the globe was at one time such that living matter could not have existed in it * * But living matter once originated, there is no necessity for further origination." প্রাণিজন্ম বা Biogenesis পুনশ্চ দুইপ্রকার, Agamogenesis বা একজনকজনন

জন্ম এবং Gamogenesis বা উভয়জনক (পুং-স্ত্রী)-সম্ভব জন্ম। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌জাতি প্রাণীতে Agamogenesis সাধারণ নিয়ম এবং উচ্চশ্রেণীর প্রাণীতে Gamogenesis সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের মতে আদিতে ঔপপাদিক-জন্মক্রমে বা এককোষাত্মক বা Protozoa শ্রেণীর প্রাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া কোটি কোটি বৎসরে বিকাশক্রমে মানবজাতি উৎপাদন করে। ডারউইন-প্রবর্তিত এই মতের প্রমাণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর স্তর ও মনুষ্য প্রাণিগণের যে ক্রম দেখা যায়, তাহা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত পর পর অধিক-ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়া বাহ্যনিমিত্ত-বশে কিছু পরিবর্ত্তিত এক উন্নত জাতিতে উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ মানবজাতি হইয়াছে। প্রাণিগণের ঐ প্রকার ক্রম দেখিয়া ঐ বাদিগণ ঐ নিয়ম গ্রহণ করেন। শুদ্ধ পৃথিবীর স্থিতিকাল লইয়া বিচার করিলে ঐ বাদ কতক সঙ্গত বোধ হয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণ, যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ কার্য্য-কারণ লইয়া বিচার করেন, তাঁহাদিগকে আরও উচ্চ দিকের বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ অভিব্যক্তিবাদের এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী যে বাহ্যনিমিত্তবশে অন্যজাতীয় হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বস্তুতঃ প্রাণীর জাতিসকল প্রকারণের অনাদি-সংযোগে অনাদি-বর্ত্তমান পদার্থ। উপ-নিষাদের তারতম্যানুসারে প্রাণী-সকলের অসংখ্য ভেদ ও ক্রম হয়। শরীরধারণের মূল হেতু শরীর নহে জীবেই শরীর-গ্রহণের মূলবীজ বর্ত্তমান। জৈবকরণের গুণবিকাশের তারতম্যা-নুসারে জীবের নানাপ্রকার শরীরগ্রহণ হইতে পারে। উচ্চবিকাশের হেতু থাকিলে, উপ-ভোগশালী জীব ('কর্ম্ম ভঙ্গু' হইয়া) ভোগক্ষয়ে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। সেইরূপ শরীর অবনতও হইতে পারে। ইহাই কর্ম্মতত্ত্বের 'অভিব্যক্তিবাদ'। এক-জাতীয় প্রাণীর শরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যজাতীয় শরীরের উৎপাদন কোন কোন স্থলে সম্ভব হইলেও তাহা সাধারণ নহে। ঔপপাদিকজনন-ক্রমে সর্ব্বনিম্নের ন্যায় উচ্চজাতীয় শরীরও আদিতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তাহাতে অবশ্য আগে উদ্ভিদ্‌জাতি, পরে উদ্ভিদ্‌জীবী ও পরে আমিষাশী জাতির উদ্ভব স্বীকার্য্য। প্রাচীনদিগের মানস-সম্বন্ধীয় জন্মও শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত, তদ্দ্বারা মানবজাতির আদিম অংশ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা শাস্ত্রসম্মত। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় এরূপ উপযোগিতা ছিল যাহাতে মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্ভূত হইয়াছিল। তাহা সম্ভবপর হইলে, বীজ গ্রহণ করিয়া নানা-জাতীয় উচ্চপ্রাণী যে একদা উদ্ভূত হইতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই প্রাণতত্ত্বে দেখান হইয়াছে যে উদ্ভিদে প্রাণের অতিপ্রাবল্য পশু জাতিতে নিম্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কোন কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবল বিকাশ। আরও, উপভোগশালী জাতির এক লক্ষণ এই যে, তাহাদের কতকগুলি করণের অতিবিকাশ এবং কতকগুলির মোটেই বিকাশ থাকে না। প্রাণীদের মধ্যে যাহাদের প্রাণ ও নিম্নদিকের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (জননেন্দ্রিয়ের) অতিবিকাশ, তাহারা একাকীই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। যেমন Gemmiparous, Fissiparous প্রভৃতি জাতি। মধুমক্ষিকার রাজ্ঞী প্রতি বৎসর বহু অণ্ড প্রসব করে, অতএব তাহার জননেন্দ্রিয় খুব বিকশিত বলিতে হইবে। তজ্জন্য মধুকর-রাজ্ঞী পুংবীজ ব্যতিরেকেও সন্তান উৎপাদন করিতে পারে (ইহারা পুং জাতীয় হয়)। এই জননকে Parthenogenesis বলে। এরূপ অনেক নিম্নপ্রাণী আছে যাহাদের সমুদায় করণশক্তি দেহ-ধারণাদি নিম্নকার্য্যেই পর্য্যবসিত, তাহারা একাকী বা সংযুক্ত হইয়া উভয়প্রকারে সন্তান

উৎপাদন করে। উচ্চপ্রাণি-জাতিতে উচ্চ উচ্চ করণসকল অনেক বিকশিত, তাহাদের সমস্ত শক্তি দেহধারণমাত্রে পর্য্যবসিত নহে, তজ্জন্য তাহারা একাকী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না, দুই ব্যক্তির (জনক-জননীর) প্রয়োজন হয়।

সত্য ও তাহার অসত্যতারূপ

লক্ষণাদি

১। পদার্থ বা নিয়ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাক্য যথার্থ হইলে তাহাকে সত্য বলা যায়। পদার্থ-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—ঘট আছে, আকাশ নীল, নিয়ম-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—অগ্নি দহন করে।

যথার্থ অর্থে 'যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে আছে' অথবা 'যাহা জ্ঞাত বা কথিত রূপে হইয়া থাকে'। 'সত্য পদার্থ', 'সত্য নিয়ম', 'ইহা সত্য' ইত্যাদি ব্যবহার হইতে জানা যায় যে, সত্য-শব্দ গুণবাচী বা বিশেষণ। উহার দ্বারা 'কথিতের অথবা জ্ঞাতভাবের সমানরূপে থাকা অথবা হওয়া' এই গুণ বুঝায়।

যোগভাষ্যকার সত্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে' অর্থাৎ মনের বিষয় ও বাক্যের বিষয় (অর্থ) যদি যথাভূত হয় তবে তাহা সত্য। এই লক্ষণই কিছু ভিন্নভাবে উপরে উক্ত হইয়াছে, কারণ, সত্য-সাধন ও অভিধেয় সত্য (বা উদ্দেশ্য-বিধেয়যুক্ত যথার্থ বাক্য) ঠিক এক নহে। প্রমাণসঙ্গত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

বাক্য ও মনকে দুষ্ট, অনুমিত অথবা শ্রুত বিষয়ের অনুরূপ করা এবং বঞ্চিত, ভ্রান্ত ও নিরর্থক (প্রতিপত্তিবন্ধ্যা) বাক্য প্রয়োগ না করার নাম সত্য-সাধন। আর প্রমিত বিষয় এবং তাহার যথাবৎ অভিধান করা অভিধেয় সত্য। প্রমাণের উৎকর্ষে সত্যের উৎকর্ষ হয়।

বস্তুত সত্য পদার্থ সাধারণতঃ শব্দময়-চিন্তাসাধ্য এবং তাদৃশ চিন্তার সহিত অবিনাভাবী। 'ঘট', 'নীল' প্রভৃতি পদার্থ শব্দ-(নাম) ব্যতীতও মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু 'সত্য বলিতেছি যে অমুকত্র ঘট আছে' বা 'ঘট নাই' এইরূপ সত্যপদার্থ ঐ বাক্যব্যতীত (বা তাদৃশ সংকেতব্যতীত) চিন্তিত হয় না। সত্যের অভিধেয় বিষয় কেবল পদার্থ নহে, কিন্তু জ্ঞান ও বাক্যার্থ—সত্যশব্দ এই দুইয়েরই বিশেষণ হইতে পারে।

সত্য পদার্থ বাক্যময় চিন্তা বলিয়া সত্য ও বোধ এক নহে। বোধ বাক্যশূন্যও হইতে পারে, যোগশাস্ত্রে তাহাকে নির্বিতর্ক ও নির্বিচার ধ্যান বলে। কিন্তু বাক্যশূন্য বোধ হইলে, তৎকালে তাহা সত্য বা মিথ্যা শব্দার্থের (পদের অর্থের) দ্বারা অনুবিদ্ধ হইবার যোগ্য হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সত্য' এরূপ ভাব হইলেই বাক্য আসিবে। আর বোধ বা জ্ঞান মিথ্যাও হইতে পারে। যথার্থ বোধকেই সত্যজ্ঞান বলা যায়। অর্থাৎ পদার্থ ও নিয়ম সম্বন্ধীয় যথার্থ বোধ ও তাহার ভাষাই সত্যশব্দবাচ্য। 'ব্রহ্ম সত্য' ইত্যাদি বাক্য বস্তুতঃ নিরর্থক। উহার অর্থ 'ব্রহ্ম আছেন' বা 'ব্রহ্ম নির্বিকার' এইরূপ কোন বাক্য সত্য। সত্য ও বোধ এক নহে, সত্য বলিলে বোধের গুণ-বিশেষ বুঝায়। অযথার্থ জ্ঞান-(এক বস্তুকে অন্য জ্ঞান) বিষয়ক বাক্যের অর্থ মিথ্যা। চক্ষুর দোষে একজন দুইটা চন্দ্র দেখিল, দেখিয়া বলিল 'চন্দ্র দুইটা',

ইহা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু সে যদি বলিত 'দুইটা চন্দ্র দেখিতেছি' তবে তাহার বাক্য সত্য হইত। সমস্ত জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রাহ্য সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা প্রায়ই গ্রহণশক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া গ্রাহ্যবিষয়ক সত্যতা ভাষণ করি। 'ঘট আছে' ইহা সত্য হইলে 'আমি গ্রহণ ও গ্রাহ্যের অবস্থাবিশেষে ঘট আছে জানিয়াছি' এই বাক্যার্থ ই প্রকৃতপক্ষে সত্যশব্দবাচ্য। তাহা সংক্ষেপ করিয়া 'ঘট আছে' বলা যায়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় ও বিশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় তাহাই সাধারণত অদুষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তাদৃশ প্রমেয় ও তদ্বিষয়ক বাক্য সত্যনামে অভিহিত হয়।

সত্য ও সত্তা (বা ভাব) এক নহে, কারণ, সত্তা ও অসত্তা উভয় পদার্থই সত্যের বিষয় হইতে পারে। 'ঘট নাই' এইরূপ বাক্যও সত্য হইতে পারে। 'যাহার অভাব কল্পনা করিতে পারি না' তাহার নাম ভাব। ভাব ও সত্য এক পদার্থ নহে। 'যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না তাহা সত্য' ইহাও সত্যের সম্যক্ লক্ষণ নহে। যাহার অন্যথা হয় না তাহার নাম অবিকারী।

সত্যের আর এক লক্ষণ আছে যথা—'যদ্রূপেণ যন্ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্' অর্থাৎ যেরূপে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে সেইরূপের অন্যথাভাব না হইলে তাহা সত্য। ইহাও সত্যের সম্যক্ লক্ষণ নহে। এখানে পদার্থকে সত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান অথবা বাক্যই সত্য-বিশেষণের বিশেষ্য হয়। কোন দ্রব্যের ব্যভিচার না হইলে তাহা নির্বিকার হইবে, সত্য হইবে না। একজনকে অদ্য দেখিলাম, পরে দুই বৎসরান্তে তাহার অন্যথাভাব দেখিলাম, তাহাতে কি বলিব যে সে মিথ্যা? বলিতে পারি সে পরিণামী, নির্বিকারতা অর্থে সত্য নহে। 'যৎসাপেক্ষো যো নিশ্চয়স্তৎসাপেক্ষো'পি চেৎ স ন ব্যভিচরতি তদা স সত্যনিশ্চয়:' এইরূপ লক্ষণ করা উচিত।

সাধারণ মনুষ্যেরা বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বাক্যের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু মূক অথবা পশুরা তাহা না করিতে পারে। তাহারা অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং কার্য্যের সংস্কারপূর্ব্বক চিন্তা করিতে পারে। সাধারণ ব্যক্তি যেরূপ বাক্যের দ্বারা সত্য বিষয় জ্ঞাপন করে, মূকেরা হস্তাদি চালন করিয়া সেইরূপ জ্ঞাপন করে। শব্দ যেরূপ অর্থের সংকেত, হস্তাদির কার্য্যও সেইরূপ অর্থের সংকেত হইতে পারে। ঐরূপ সংকেতের স্মৃতির দ্বারাও তাহাদের চিন্তা হইতে পারে। 'আছে' এই শব্দ এবং হস্তাদির চালনা-বিশেষ একই ভাব বুঝায়। অতএব বাক্-কার্য্যের ন্যায় অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যের দ্বারাও সত্য বুঝা সম্ভব। 'আছে' এই শব্দের দ্বারা আমাদের যে অর্থবোধ হয়, জড়-মূকের হস্ত-চালনার দ্বারা সেই অর্থ বোধ হয়। আমাদের মনে যেরূপ শব্দার্থের সংকেতসকলের সংস্কার আছে, জড়-মূকের হস্তাদি চালন এবং তাহার সংকেতরূপ অর্থের সংস্কারসকল আছে। অতএব, শব্দব্যতীত সত্য-চিন্তা হয় না—ইহা সাধারণ মুখ্য নিয়ম বুঝিতে হইবে।

২। যথার্থতা দ্বিবিধ আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক, অতএব সত্যও দ্বিবিধ, আপেক্ষিক সত্যের ভেদ। সত্য ও অনাপেক্ষিক সত্য। ('ভাস্বতী' ১।৪৩ দ্রষ্টব্য)।

৩। যাহার অবধারণ হয় তদ্বিষয়ক সত্যে (সত্যের জ্ঞানে) কোনও বিশেষ অবস্থার অপেক্ষা থাকে বলিয়া তাহা আপেক্ষিক সত্য। 'চন্দ্র রূপার থালার মত' ইহা এক আপেক্ষিক সত্য। এই সত্যজ্ঞানের জন্য দর্শক ও চন্দ্রের সওয়া লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থানরূপ অবস্থার অপেক্ষা আছে। অন্য অবস্থায় (নিকট বা দূর হইতে বা যন্ত্রাদির দ্বারা কিংবা অন্য কোন

অবস্থায়) চন্দ্র দেখিলে চন্দ্র অন্যরূপ দৃষ্ট হইবে ; তাদৃশ বহুপ্রকার চন্দ্রজ্ঞানের কোনটাও অসত্য নহে। ঠিক যেরূপ অবস্থায় যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা তাদৃশ অবস্থায় সেইরূপই জ্ঞাত হইবে। অতএব 'চন্দ্র রূপার থালার মত', 'চন্দ্র পর্ব্বতময়', 'চন্দ্র পরমাণু-সমষ্টি'—ইহারা সবই সত্য। এরূপ এক এক প্রকার জ্ঞানের জন্য এক এক প্রকার অবস্থার অপেক্ষা থাকে বলিয়া উহাদের নাম আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বহুরূপে অর্থাৎ বিকারশীল ভাবে প্রতীত হয়।

জ্ঞানের অপেক্ষা দ্বিবিধ—(১) বস্তুর পরিণামের (উৎপত্তি আদির) অপেক্ষা এবং (২) জ্ঞানশক্তির অপেক্ষা। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুমাত্রই এবং জ্ঞানশক্তির কোন এক বিশেষ অবস্থায় যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাদৃশ বস্তুমাত্রই আপেক্ষিক সত্যের বিষয়।

সাংখ্যীয় সৎকার্য্যবাদ অনুসারে অসতের ভাব ও সতের অভাব নাই। আর, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বস্তু সমস্তই আছে এবং উপযুক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহাদের সর্ব্বকালে উপলব্ধি হয়। সুতরাং সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্য (জ্ঞান, চেষ্টা ও শক্তিরূপে ব্যবহার্য্য) ভাবপদার্থই আপেক্ষিক সত্যরূপে সৎ বলিয়া ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

৪। আপেক্ষিকতার নিষেধ করিয়া যে সত্যের বোধ ও ভাষণ হয় তাহা অনাপেক্ষিক সত্য। বিষয়ভেদে অনাপেক্ষিক সত্য দ্বিবিধ—পরিণামী ও কূটস্থ।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি নামক নিত্য ও মূল স্বভাব, যাহারা কোন অবস্থাসাপেক্ষ নহে, তদ্বিষয়ক সত্য অনাপেক্ষিক পরিণামী। আর, নির্বিকার পদার্থ সম্বন্ধীয় সত্য, যাহা বিকারের (ও বিকারশীল দ্রব্যের) সম্যক্ নিষেধ করিয়া ভাষণ করিতে হয় তাহা, অনাপেক্ষিক কূটস্থ সত্য। 'ত্রিগুণ আছে' ইহা অনাপেক্ষিক পরিণামী সত্যের উদাহরণ। আর, 'নির্গুণ আত্মা আছে', 'দ্রষ্টা দৃশিমাত্র' ইত্যাদি কূটস্থ সত্যের উদাহরণ।

সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা নিষ্কারণ বা কারণের অপেক্ষায় উৎপন্ন নহে বলিয়া এবং জ্ঞানশক্তির বহুপ্রকার অবস্থা হইতে পারে তাহার সব অবস্থাতেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ('প্রলয়েও উহাদের সাম্য হয়' এরূপ নিশ্চয় থাকা বলিয়াও) ত্রিগুণ অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়।

৫। অসংখ্য বাক্যকে সত্য বলা যাইতে পারে তজ্জন্য সত্য অসংখ্য। যদিচ সত্য পদার্থ নহে কিন্তু বাক্যার্থ বিশেষ, তথাপি পদার্থ মাত্রকে সত্য বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহা বাক্যবৃত্তি অনুসারে তাহাকে সত্য বলা হইয়াছে। 'ঘট একটি সত্য' এরূপ বলিলে 'ঘট আছে' বা তাদৃশ কিছু বাক্যবৃত্তি উহ্য থাকে (অর্থাৎ যেরূপ বিবক্ষা সেরূপ বাক্যবৃত্তি উহ্য থাকে)।

আপেক্ষিক সত্য

৬। যাহাকে 'বিষয়ের বা জ্ঞানশক্তির অবস্থাবিশেষে সত্য' এইরূপে নিয়ত করিয়া বা নিয়তভাব উহ্য করিয়া সত্য বলা হয় তাহাই আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় পদার্থকে ঐরূপেই সত্য বলা যায়। যেমন 'রূপ আছে' ইহা সত্য কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটই উহা সত্য 'চন্দ্র শশধর' ইহা দ্রষ্টাবিশেষের সত্য। 'মৈত্র সুকুমার'—মৈত্রের বাল্য অবস্থায় তাহা সত্য। অতএব সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় পদার্থই আপেক্ষিক সত্য। 'ইদং পূর্ব্বাবস্থাবিষয়াপেক্ষিকং সত্যম্'—তৈত্তিরীয়ভাষ্যম্। ৬।১।

জ্ঞেয়ভাবের অবস্থা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ধারণার যোগ্য বা ব্যবহার্য্য অবস্থা ব্যক্ত, এবং অনুমেয় অব্যবহার্য্য অবস্থা অব্যক্ত। ক্রিয়া ব্যক্ত অবস্থার এবং শক্তি অব্যক্ত অবস্থার উদাহরণ। সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞেয় পদার্থ বিকারশীল অর্থাৎ অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য তাহারা ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়। আর ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানশক্তির) অবস্থাভেদেও তাহারা ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়, অর্থাৎ স্বগত অবস্থাভেদে অথবা জ্ঞানশক্তির অবস্থাভেদে সমস্ত ব্যবহার্য্য জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হয়। অতএব তাহাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কোনটিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ সত্তা বলা যাইতে পারে না। তাহারা (জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল) অবস্থা-সাপেক্ষ বা আপেক্ষিক সত্তারূপেই ব্যবহার্য্য।

৭। আপেক্ষিক সত্তের ব্যাপকতার তারতম্য আছে। অধিকতর ব্যাপী যে অবস্থা, তৎসাপেক্ষ যে সত্তা তাহাই অধিকতর ব্যাপী সত্তা। উদাহরণ যথা— প্রঃ— পৃথিবীতে কে বাস করিয়া থাকে? উঃ—চৈত্র-মৈত্র আদি। ইহা সত্তা বটে, কিন্তু 'মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে'— ইহা অধিকতর ব্যাপী সত্তা। আর 'প্রাণীরা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে' ইহা আরও ব্যাপী সত্তা। প্রথম উদাহরণ কেবল বর্তমান ব্যক্তিসমবেত। দ্বিতীয়টি বর্তমান জাতি-(সুতরাং সর্বব্যক্তি) সমবেত। তৃতীয় উদাহরণ ভূত, বর্তমান ও ভাবী সমস্ত জাতি-(সুতরাং নিঃশেষ ব্যক্তি) সমবেত।

ব্যাপক বা তাত্ত্বিক সত্তা

বস্তুবিষয়ক ব্যাপকতর সত্তা সকলের যাহা জ্ঞেয় পদার্থ বুঝায় তাহা তত্ত্বত বা তাত্ত্বিক সত্তানুসারে বুঝা তাহাই বোধের উৎকর্ষ। (বৈশেষিকদের সামান্য বা জাতি এবং সাংখ্যের তত্ত্ব এক নহে; কারণ, জাতি অবস্তুবিষয়কও হইতে পারে কিন্তু সাংখ্যের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার-যোগ্য ভাবপদার্থ)।

৮। ব্যবহারিক সমস্ত বস্তুবিষয়ক সত্তাই আপেক্ষিক। বাহ্য ব্যবহারিক বস্তুর তিন প্রকার মূল ধর্ম আছে, যথা—শব্দাদি প্রকাশ্য ধর্ম, চলনরূপ ক্রিয়াধর্ম এবং কাঠিন্য-কোমল-তাদিরূপ জাড্য ধর্ম। ইন্দ্রিয়ের অবস্থাভেদে ও দেশাবস্থান আদি ভেদে শব্দাদি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সুতরাং উহাদের কোনও অবস্থাসাপেক্ষ জ্ঞান এবং তাহার ভাষা অনাপেক্ষিক হইতে পারে না। চলন-ধর্মও সেইরূপ*। স্থিতি বা জড়তাও (যে গুণে দ্রব্য যেরূপে আছে সেইরূপে না থাকাকে বাধা দেয়। কাঠিন্যাদি তাহা প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মের অনুভবমূলক নাম) আপেক্ষিক। অঙ্গুলির নিকট কাদা কোমল, লৌহের নিকট আঙ্গুল কোমল, হীরকের নিকট লৌহ কোমল ইত্যাদি। বায়ু খুব মৃদু, কিন্তু উহা যদি প্রবল গতিমান্ হয়, তবে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হয়, যেমন প্রবল ঝঞ্চা।

এইরূপে বাহ্যের সমস্ত অবস্থাই সাপেক্ষ বলিয়া তদ্বিষয়ক সত্তা আপেক্ষিক। অন্তরের ব্যবহারিক বস্তু মানস ধর্ম, তাহারা যথা—জ্ঞান, ইচ্ছা আদি চেষ্টা ও সংস্কাররূপ জড়তা। উহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ধর্মের ন্যূনাধিক ভাবে মিশ্রিত বলিয়া প্রত্যেক জ্ঞান আপেক্ষিক প্রকাশ, প্রত্যেক চেষ্টা আপেক্ষিক ক্রিয়া এবং প্রত্যেক সংস্কার আপেক্ষিক স্থিতি। সুতরাং

* গতিসম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে অনাপেক্ষিক গতি (absolute motion) বলিয়া কিছু নাই। তুমি এখান হইতে ওখানে যাইবে, কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনে, বার্ষিক আবর্তনে, সৌর-জগতের গতিতে তোমার যে নানা দিকে কত প্রকার গতি হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে কোন দ্রব্যেরই অনাপেক্ষিক গতি নাই।

উহাদের কোনটি কোন বিষয়ে অনাপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞেয় নহে। এইরূপে অন্তরের ও বাহ্যের সমস্ত ব্যক্ত বা সকারণ বস্তু সম্বন্ধীয় সত্য সকল আপেক্ষিক সত্য।

প্রায় সমস্ত উৎসর্গ বা নিয়মই সাপবাদ, তজ্জন্য তদ্রূপ আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ সেই সেই অপবাদ ব্যতীত ঐ নিয়ম সত্য। কিন্তু অনাপেক্ষিক সত্যবিষয়ক নিয়ম নিরপবাদ হইতে পারে, সেজন্য তাহারা অনাপেক্ষিক সত্য। তবে ঐরূপ নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে বৈকল্পিক। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—এই নিয়মের অপবাদ নাই, কিন্তু উহাতে অভাব ও অসৎ পদার্থ গ্রহণ করাতে উহা বৈকল্পিক*।

অনাপেক্ষিক সত্য

৯। যাহা নিষ্কারণ বা অনুৎপন্ন বা নিত্য, তাহাই অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। ব্যাপকতম অবস্থায় বা সর্ব্বাবস্থায় তাদৃশ পদার্থ সত্য বলিয়া তাহা কোন বিশেষ অবস্থার সাপেক্ষ নহে, সেজন্য তাদৃশ পদার্থ অনাপেক্ষিক সত্যের বিষয়। তাদৃশ সত্য দ্বিবিধ—(১) অকূটস্থ বা পরিণামি-নিত্যবস্তু-বিষয়ক এবং (২) কূটস্থ-নিত্যবস্তু-বিষয়ক। ইহারা অবস্থাবিশেষ-সাপেক্ষ নহে বলিয়া বা ব্যাপকতম অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া অনাপেক্ষিক সত্য।

১০। যাহা পরিণামী অথচ নিত্য তাহাই এই অকূটস্থ সত্যের বিষয়। যেমন 'পরিণাম আছে' ইহা অনাপেক্ষিক অকূটস্থ সত্য, কারণ, সর্ব্ববিধ আপেক্ষিকতার মূল মৌলিক নিষ্কারণ পরিণাম-স্বভাব। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা প্রকৃতি নিষ্কারণ নিক্রিয়মাণ নিত্য বস্তু, তদ্বিষয়ক সত্য সেজন্য অনাপেক্ষিক অকূটস্থ সত্য।

১১। কূটস্থ সত্যের বিষয় (বিশেষ্য) অবস্থাভেদশূন্য বা অবিকারী। অতএব সমস্ত বিকারবাচক বিশেষণের নিষেধ করিয়া কূটস্থ সত্য উক্ত হয়। আর কূটস্থ সত্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে বিকারশীল জ্ঞান-শক্তিকে নিরোধ করিতে হয় (জ্ঞান-শক্তির নিরোধের নাম এখানে উপলব্ধি অর্থাৎ নিরোধ-সমাধির অধিগম)।

কূটস্থ সত্যের বিষয় কেবল নির্গুণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা পুরুষ। সুতরাং পুরুষ-বিষয়ক সত্য-সকল কূটস্থ সত্য। পুরুষ বহু হইলেও সকলেই সর্ব্বতস্তুল্য, সুতরাং একই কূটস্থ সত্য-লক্ষণ সর্ব্বপুরুষব্যাপী।

স্মরণ রাখা উচিত যে শুধু 'পুরুষ পদার্থ' কূটস্থ সত্য নহে, কিন্তু 'পুরুষ আছেন' ইত্যাদিরূপ বাক্যার্থই কূটস্থ সত্য। পুরুষের অস্তিত্ব, জ্ঞত্ব আদি প্রজ্ঞার বিষয়, সুতরাং সত্য, কিন্তু স্বরূপ পুরুষ প্রজ্ঞার বিষয় নহেন, তিনি প্রজ্ঞাতা, বিষয়ী। স্বরূপ পুরুষ প্রমেয় নহেন, কিন্তু 'শুদ্ধ নিত্য পুরুষ আছেন' ইহা প্রমেয়। প্রমাণের নিরোধের দ্বারা পুরুষে স্থিতি হয়। পুরুষস্থিতি বা স্বরূপ পুরুষ এই পদার্থ মাত্র সত্য নামক বিশেষণের বিশেষ্য নহে। কেবল তদ্বিষয়ক নিশ্চয় ও বক্তব্য বিষয়ই সত্য হইতে পারে, কারণ, সত্য বাক্যার্থ বিশেষ।

* যেমন 'Conservation of energy' নামক উৎসর্গ নিরপবাদ। "And this is the law of conservation of energy which seems to hold without exception." (Sir O. Lodge)। কিন্তু ইহা মাত্র ব্যবহার-সাপেক্ষ বলিয়া লৌকিক আপেক্ষিক। প্রকৃতি-রূপ বাহ্য ও অন্তরের energy অনাপেক্ষিক বটে।

সত্যের অবধারণ

১২। প্রমাণের দ্বারা (প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) প্রমিত বিষয়ই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। সমাধি-নির্মল প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তজ্জন্য যোগজ প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা বা সত্যপূর্ণা।

১৩। গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ ও অভিনিবেশ (যোগদর্শন ২।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য) এই পঞ্চপ্রকার মানসক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হয় ও তৎপূর্ব্বক সত্য অবধারিত হয়। সত্যাবধারণ-পূর্ব্বক ইষ্টানিষ্ট কর্ত্তব্যাবধারণ হয়।

১৪। বস্তুর মধ্যে যাহা সাধারণ ভাব, তদ্বিষয়ক সত্যের নাম তাত্ত্বিক সত্য বা তত্ত্ব। সাংখীয় তত্ত্ব জাতিমাত্র বা সামান্যমাত্র নহে, কারণ, জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয়, যথা, 'কাল ত্রিজাতীয়'। কিন্তু মূল নিমিত্ত এবং সাধারণ উপাদানস্বরূপ ভাবপদার্থই তত্ত্ব

তাত্ত্বিক সত্য অতাত্ত্বিক অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল এবং বৃহত্তর দেশ অথবা অধিক সংখ্যক মানসিক ভাব ব্যাপিয়া স্থিতিশীল। 'অমুক অমুক বর্ণ আছে' ইহা অতাত্ত্বিক সত্য, 'রূপবর্ণক তেজোভূত আছে' ইহা তত্তুলনায় তাত্ত্বিক সত্য।

আর্থিক ও পারমার্থিক সত্য

১৫। আমাদের অর্থ সিদ্ধি অনুসারে সত্যকে বিভাগ করিলে আপেক্ষিক অনাপেক্ষিক সব সত্যই পুনঃ দ্বিবিধ হয়, যথা—(১) আর্থিক ও (২) পারমার্থিক। আর্থিক সত্য সাধারণতঃ ব্যবহার-সত্য নামে অভিহিত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সত্য আর্থিক। আর পরমার্থ বা কৈবল্য-মোক্ষের জন্য যে সত্য প্রযুক্ত হয়, তাহা পারমার্থিক সত্য।

আর্থিকের মধ্যে অনাপেক্ষিক সত্যের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে লোকে ঐসব সত্য জানিয়া ধর্ম সিদ্ধি-বিষয়েও প্রয়োগ করিতে পারে। পরমার্থের জন্য তাত্ত্বিক সত্যের এবং অনাপেক্ষিক সত্যের সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তাত্ত্বিক সত্যসকল স্থির করার জন্য অতাত্ত্বিক সত্যসকলের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে। সেইরূপ অহিংসা-সত্যাদি যম-নিয়মরূপ শীল সকলের দ্বারা আর্থিক অভ্যুদয়ও হইতে পারে, তেমনি পরমার্থ সিদ্ধিও হইতে পারে, অতএব তদ্বিষয়ক সত্যসকল আর্থিক ও পারমার্থিক দুই-ই হইতে পারে।

সত্যের উদাহরণ

আর্থিক বা ব্যবহারিক সত্য।

১৬। অতঃপর অবধারিত সত্য সকল উদাহৃত হইতেছে। আপেক্ষিক (ক) বস্তু-বিষয়ক— 'ঘটপটাদি আছে' (অতাত্ত্বিক)। 'মৃত্তিকাদি ঘটাদির উপাদান' (তাত্ত্বিক) 'শক্তি আছে' ইহা অপেক্ষাকৃত অব্যক্তপদার্থ-বিষয়ক তাত্ত্বিক সত্য।

(খ) নিয়ম-বিষয়ক—'অগ্নি দহন করে', 'জলে পিপাসা বারণ হয়' (অতাত্ত্বিক)। 'শব্দাদি স্পন্দন হইতে হয়'। 'শক্তি হইতে ক্রিয়া হয়' (তাত্ত্বিক)।

ব্যবহারিকের মধ্যে এই কয়টি সার সত্য :—ঘটপটাদি ও তাহার অমুক অমুক উপাদান আছে। তাহারা সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। তন্মধ্যে দুঃখপ্রদ বিষয় হেয় ও দুঃখ প্রতিকার্য্য এবং সুখপ্রদ বিষয় উপাদেয় ও সুখ সাধনীয়*। এই কয়েকটি মূল ব্যবহারিক সত্য অবধারণপূর্ব্বক মানবগণ অর্থসাধনে ব্যাপৃত আছে।

আপেক্ষিক পদার্থ-বিষয়ক। যথা :—

পারমার্থিক সত্য। (ক) অতাত্ত্বিক = ঘট, পট বাস, বেশ ইত্যাদি আছে।

(খ) তাত্ত্বিক :—

(১) ঘট, পট, স্বর্ণ, রৌপ্য আদি অসংখ্য বাহ্য দ্রব্যের (ভৌতিকের) মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ভাব সাধারণ। অতএব তাহাদের উপাদান শব্দলক্ষণ দ্রব্য (আকাশ), স্পর্শলক্ষণ দ্রব্য (বায়ু), রূপলক্ষণ দ্রব্য (তেজ), রস-লক্ষণ দ্রব্য (অপ্) ও গন্ধলক্ষণ দ্রব্য (ক্ষিতি)। ইহারা ভূততত্ত্ব। ভূততত্ত্ব-বিষয়ক এই সত্য পারমার্থিকের প্রথম সত্য।

(২) শব্দস্পর্শাদিগুণের যাহা অতি সূক্ষ্ম অবস্থা যাহাতে উপনীত হইলে শব্দাদির নানাত্ব অপগত হইয়া কেবল শব্দমাত্র স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র রসমাত্র ও গন্ধমাত্র জ্ঞানগম্য হয় অথবা হইবে, তাহার নাম তন্মাত্র। তন্মাত্র-বিষয়ক সত্য দ্বিতীয় তাত্ত্বিক সত্য।

যতদিন চক্ষুরাদি থাকিবে ততদিন এই (ভূত ও তন্মাত্ররূপ) বাহ্য সত্যদ্বয় অবধারিত হইবে। চক্ষুরাদি ধারারূপ ব্যাপী ব্যবহারাপেক্ষ বলিয়া এই তত্ত্বদ্বয় বাহ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী বা ব্যাপক বাহ্য সত্য। অপর সমস্ত বাহ্য সত্য এতদপেক্ষা সংকীর্ণ অচিরস্থায়ী-ব্যবহারাপেক্ষ, সুতরাং ঐ তত্ত্বদ্বয় প্রতীয়মান গ্রাহ্য-বিষয়ক চরম সত্য।

(৩) যেসকল শক্তির দ্বারা বাহ্যপদার্থ ব্যবহার্য করা যায় তাহাদের নাম বাহ্য-করণশক্তি। তাহারা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় জানা যায়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা চালন করা যায় ও প্রাণের দ্বারা ধারণ করা যায়। ইহা গ্রহণ-বিষয়ক প্রথম সত্য।

(৪) জ্ঞান, ইচ্ছা আদি গুণযুক্ত পদার্থের নাম অন্তঃকরণ। 'অন্তঃকরণ আছে' ইহা গ্রহণ-বিষয়ক দ্বিতীয় সত্য। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলে এই ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থের সত্তা সত্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, যথা—বল বা ইচ্ছা-অনুভবাদির শক্তি, অহংভাব বা অহংবোধ যাহা সমস্ত জ্ঞানচেষ্টাদির উপরে সদা থাকে, এবং অহংমাত্র বোধ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, যাহা উক্ত বিকৃত ভাবিদের মূল বোধ। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

শব্দস্পর্শাদি-জ্ঞানের বাহ্যহেতু যাহাই হউক, বস্তুত তাহারা অন্তঃকরণের এক-প্রকার ভাব বা বিকারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা অন্তঃকরণ শব্দাদি গ্রহণ করে,

* দুঃখ হেয় কিন্তু দুঃখের সাধন সব সময়ে হেয় হয় না এবং সুখ উপাদেয় হইলেও সুখের সাধন সব সময়ে উপাদেয় হয় না বলিয়া এরূপ বিপর্য্যয়বশতঃ অবিদ্যা বাসনা আপেক্ষিক দুঃখ হয়।

অতএব ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের দ্বার বা বহিঃস্থ স্বরূপ ; সুতরাং জ্ঞানরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয় বস্তুতঃ অন্তঃকরণেরই বিকার অর্থাৎ অন্তঃকরণই তাহাদের উপাদান।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া অন্তঃকরণতত্ত্ব তদপেক্ষা ব্যাপকতর সত্তা।

(৫) অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল মূলত ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি, চেষ্টাবৃত্তি ও ধারণবৃত্তি। ইহার বহির্ভূত কোন বৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানবৃত্তিসকলে প্রকাশ অধিক, তাহাতে ক্রিয়া (পরিণামরূপ) এবং স্থিতি (অস্ফুটতা) অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া যায়। চেষ্টাবৃত্তিতে ক্রিয়া অধিক এবং প্রকাশ (চেষ্টার অনুভবরূপ) ও নিরোধনরূপ স্থিতি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধারণবৃত্তিতে স্থিতিগুণ প্রধান, এবং প্রকাশ (সংস্কারের বোধ) ও অস্ফুট ক্রিয়া (অলক্ষিত পরিণাম) অপ্রধান। অতএব সর্বজাতীয় বৃত্তিতে এক প্রকাশশীল পদার্থ, এক ক্রিয়াশীল পদার্থ এবং এক স্থিতিশীল পদার্থ এই তিন পদার্থ পাওয়া যায়। প্রকাশশীল পদার্থের নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীলের নাম রজ ও স্থিতিশীলের নাম তম। অতএব সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন পদার্থ (ত্রিগুণ) অন্তঃকরণের (সুতরাং গ্রাহ্যের ও গ্রহণের) মূলতত্ত্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বই গ্রাহ্য ও গ্রহণ-বিষয়ক চরম সত্তা। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন আদির উপাদান ত্রিগুণতত্ত্ব নিত্য থাকিবে। সর্ব জ্ঞেয় পদার্থের সামান্য বা মূল অবস্থা বলিয়া ত্রিগুণের জ্ঞান ব্যাপকতম অবস্থা বা সর্বাবস্থা সাপেক্ষ। সুতরাং ত্রিগুণের অপলাপ কল্পনীয় নহে। তজ্জন্য ত্রিগুণ নিত্য সত্তা। নিষ্কারণ বলিয়াও (অর্থাৎ কোন কারণের অপেক্ষায় উৎপন্ন হয় না বলিয়াও) ইহা অনাপেক্ষিক।

অনাপেক্ষিক পরিণামী

ত্রিগুণের দ্বিবিধ অবস্থা—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অন্তঃকরণাদি ব্যবহারিক অবস্থা ব্যক্ত। সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ বিকারশীল। বিকার অর্থে একভাবের লয় ও অন্যভাবের উৎপত্তি। যাহার কারণ থাকে তাহার লয় কল্পনা ধারণাযোগ্য হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ আমাদের ব্যবহারিক ব্যক্তির চরমসীমা, সুতরাং বিকারশীল অন্তঃকরণের লয় হইলে তদাশ্রিত ত্রিগুণের অবস্থা সম্যক্ অব্যবহার্যতা বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। তাহা ত্রিগুণের সাম্য বলিয়াই কেবল বোধ্য। ত্রিগুণের সাম্য পূর্ণরূপে অব্যক্ত—আপেক্ষিক অব্যক্ত নহে। 'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি'।

উপর্যুক্ত সত্যসকল পারমার্থিক পদার্থ-বিষয়ক। পারমার্থিক নিয়ম-বিষয়ক সত্যের মধ্যে এইগুলি প্রধান ও তাত্ত্বিক :— ১। অনাগত দুঃখ হেয়, সমস্ত জ্ঞেয়ই অনাগত দুঃখকর। ২। অবিদ্যা দুঃখের মূলহেতু। ৩। অবিদ্যার অভাবে দুঃখের অভাব হয়। ৪। বিবেকখ্যাতিরূপ বিদ্যা অবিদ্যাকে অভাবকরণের উপায়

অনাপেক্ষিক কূটস্থ সত্তা প্রকৃতপক্ষে কেবল পারমার্থিক। পরমার্থ (দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি) সিদ্ধি ও কূটস্থের উপলব্ধি একই কথা। কূটস্থ পদার্থ আছে কিন্তু প্রকৃত কূটস্থ নিয়ম নাই (বৈকল্পিক বা নিষেধবাচক ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে, যথা, দ্রষ্টা বিকৃত হন না)। কূটস্থ পদার্থ-বিষয়ক এই সত্যগুলি প্রধান :—

অনাপেক্ষিক কূটস্থ।

১। জ্ঞেয়ের বা দৃশ্যের অতীত জ্ঞাতৃপুরুষ আছেন

২। তিনি সর্ব চিত্তের সদাই দ্রষ্টা বলিয়া একরূপ বা কূটস্থ।

৩। তাঁহার কোনও উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ প্রমেয় নহে বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি ও লয় কল্পনীয় নহে, সুতরাং তাঁহার সত্তা অনাপেক্ষিক।

৪। তাঁহার একত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া—তাঁহার সংখ্যার অবধি প্রমিত হয় না বলিয়া, তাঁহারা যে অসংখ্য ইহা সত্য।

[নিয়ম অর্থে একই রকমের ঘটনা যাহা পুনঃ পুনঃ ঘটে, সেজন্য কূটস্থ বা নিষ্ক্রিয়ের কোনও নিয়ম হয় না]।

জ্ঞান যোগ *

সাধনসঙ্কেত

প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই গ্রাহ্যবিষয়ে সাধারণ ভাবে বিরক্ত হইয়া কার্য্যতঃ অস্মিত-প্রতিমুখে ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগী। আর যাঁহারা তত্ত্বনিম্নস্থ ঈশ্বরাদিবিষয়ে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস করিয়া পরে পরতত্ত্বে উপনীত হন তাঁহারাই যোগী "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" (গীতা)। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল সাধকই নির্বিশেষে উভয় পথ মিলাইয়া সাধন করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা প্রথমদিকের পক্ষপাতী তাঁহারাই সাংখ্য ও যাঁহারা দ্বিতীয়দিকের অধিক পক্ষপাতী তাঁহারা যোগী। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়, যথা—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (গীতা)। সাংখ্যনিষ্ঠগণ আত্মভাবে ধারণা ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ অভ্যন্তর হইতে প্রবর্দ্ধিত স্থৈর্য্যবলে বাহ্যকরণেরও স্থৈর্য্যলাভ করিয়া সমাহিত হন। যোগনিষ্ঠগণ স্থৈর্য্যকে বাহ্য হইতে প্রবর্দ্ধিত করেন। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার উভয়ের পক্ষেই সমতুল্য। যোগনিষ্ঠগণ বাহ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎ করিয়া যান, আর সাংখ্যগণ আত্মভাবে সমাহিত হইলে বাহ্যকে যেরূপ দেখেন, তাহাই সুখ, দুঃখ ও মোহ-শূন্য, বাহ্যের চরম-স্বরূপ তন্মাত্রতত্ত্ব। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দুইপ্রকার নিষ্ঠার মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবচ্ছেদ নাই। যিনি যে পথেই যান না কেন, 'তত্ত্বসাক্ষাৎকার'-পর্য্যায়ে কাহারও অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে জ্ঞানযোগের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। তত্ত্বসকল শ্রবণ-মনন করিয়া নিশ্চয় হইলে তাহাদের সাক্ষাৎকারের জন্য সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করাই জ্ঞানযোগ। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" এই শ্রুতিতে তত্ত্বসকল উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যীয় যুক্তির দ্বারা তাহার মননপূর্ব্বক নিশ্চয় করিলে নিঃসংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ধ্যান করিতে হয়। তত্ত্বধ্যানের, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও অস্মিতারূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বধ্যানের, সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও উত্তম কার্য্যকর প্রণালী

* গুরুদেব কর্ত্তৃক লিখিত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পত্র হইতেই প্রধানতঃ সঙ্কলিত। ঈশ্বর-প্রণিধান সম্বন্ধে গুরুদেবের ব্যাখ্যানে এবং 'কাপিলাশ্রমীয় স্তোত্রসংগ্রহে' দ্রষ্টব্য।

নিম্নের শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

> যচ্ছেদ্‌ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
> জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত-আত্মনি॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (শ্রবণ-মনন-জ্ঞানশালী স্মৃতিমান্‌) ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞান-আত্মায় সংযত করিবেন, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় এবং মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন।

সর্ব্বদা বাক্যময় যে চিন্তা চলিতেছে তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে বাগ্‌যন্ত্র সক্রিয় হইতেছে। কণ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি অর্থাৎ মস্তকের ঠিক নিম্নভাগস্থিত অংশই বাগ্‌যন্ত্র। সেই বাক্যসকল সঙ্কল্পের ভাষা, অর্থাৎ চিত্তে যে সঙ্কল্প-কল্পনাদি উঠে তাহা বাক্য অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ উঠে, আর সেই বাক্যের দ্বারাই বাগ্‌যন্ত্র স্পন্দিত হইতে থাকে। (মূক-বধিরদের আকার-ইঙ্গিতমূলক সঙ্কল্প উঠিবে)।

বাগ্‌যন্ত্রকে নিযত করিতে হইলে মনে মনেও বাক্য বলা বোধ করিতে হয়। তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিয়াধীশ মনে যাইয়া রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সঙ্কল্পক ইন্দ্রিয় যে মন তাহাতে, "আমি সঙ্কল্প করিব না" এরূপ ইচ্ছা করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নিবৃত্ত বা রোধ করার নামই বাক্যকে মনে নিযত করা। "আমি বাহ্য বিষয় কিছু চাই না, কোনও কর্ম্ম করিতে চাই না, প্রমাদ-বশতঃ যে বৃথা চিন্তা করিতেছি তাহা করিব না"—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিলে তবেই বাক্যময় চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইবে। সঙ্কল্প অর্থে কর্ম্মের মানস, সঙ্কল্পের রোধ করিতে হইলে মূল স্পষ্ট বাক্যকে রোধ করিতে হইবে, এবং তৎসঙ্গে সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে কর্ম্মাভিমান উঠিয়া যাওয়াতে হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে প্রযত্নশূন্য শিথিলভাব বোধ হইবে। এইরূপে বাক্যকে মনে নিযত করিতে হয়। ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধ্যানমূলক রোধও কথিত হইল। জ্ঞানযোগের ইহা প্রথম সোপান।

বাক্য সম্যক্‌ (মনে মনে বলাও) রোধ করিতে পারিলে তবেই বস্তুতঃ বাক্‌ মনে যায়। তাহাতে সামর্থ্য না জন্মিলে অন্য বাক্য ত্যাগ করিয়া একতান প্রণব-(অর্দ্ধমাত্রা) মাত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া প্রথম প্রথম সেই ভাব আনিতে হয়। ইহাতে বাক্যের স্থান টুকান কেন স্থির অল্পবৎ হয়।

মনকে জ্ঞান-আত্মায় (আত্মা = আমি, জ্ঞান = জান্‌ছি) নিযত করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অর্থাৎ 'আমি আমাকে এবং চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতেছে তাহা জানিতেছি"—এরূপ স্মৃতির প্রবাহ। ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদি বিষয়ও সেই স্মৃতিকে জাগরূক করিয়া দিতে থাকিবে এবং তাহাতেই স্থিতি করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান-আত্মাতে স্থিতি করার নামই মনকে জ্ঞান-আত্মায় নিযত করা। কারণ বাক্যমূলক সঙ্কল্পের রোধ হইলে ক্রিয়ার অভাবে মন সেই আত্ম-স্মৃতিরই অন্তর্গত হইয়া যাইবে। এবিষয়ে শাস্ত্র যথা "তদেবাপোহ্য সঙ্কল্পাৎ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ" অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে উপরত হইয়া বা সঙ্কল্পকে রোধ করিয়া মনকে আত্মাতে (জ্ঞান-আত্মাতে) ধারণ করিতে হয়।

যেমন এক রবারের দড়ীর নীচে ভার ঝুলাইলে দড়ী লম্বা হইয়া যায়, এবং ভার বিযুক্ত করিলে দড়ী গুটাইয়া যায়, সেইরূপ বাগ্‌যন্ত্রের বাক্যরূপ ও মনের সঙ্কল্পরূপ

কার্য্য (কার্যই ভাবস্বরূপ) রুদ্ধ হইলে বাগ্যন্ত্রস্থ অস্মিতা উঠাইয়া মনে যায় ও মন উঠাইয়া জ্ঞান-আত্মায় যায়।

জ্ঞান-আত্মার স্মৃতি, প্রথম প্রথম একতান ধ্বনিসহায়ে উঠাইয়া অভ্যাস করিতে হইবে। পরে তাহাতে স্থিতিলাভ হইলে অশব্দ (উচ্চারিত বাক্যহীন) চিন্তার দ্বারা আত্মবোধকে স্মরণ করিয়া থাকিতে হইবে, সেই বোধের স্থান জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক দেশ, যাহা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অনুভূত হয়।

প্রথম প্রথম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় (বা অন্যরূপ) দেশ ধ্যানের আলম্বন হইলেও, ধ্যানকালে কেবল অভ্যন্তরের দিকে বোধপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়া অবহিত হইতে হইবে; ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদিবিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া তাহাও যেন ঐ আত্মবোধ-স্মরণের সঙ্কেত—এইরূপ স্থির করিয়া আত্মবোধমাত্রের দিকেই অবহিত হইতে হইবে। অন্তে ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কের পশ্চাতে প্রদীপকল্প জ্যোতির মধ্যে বোধকে অশব্দ চিন্তার দ্বারা অনুভবগোচর করিয়া রাখিতে হইবে। প্রদীপকল্প অর্থে দীপশিখার মত নহে, কিন্তু প্রদীপের আলো যেমন ঘরকে প্রকাশ করে সেইরূপ অভ্যন্তরস্থ আত্মস্মৃতিরূপ জ্ঞানালোকই এই প্রদীপস্বরূপ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানাত্মাতে নিঃশব্দ ভাবে থাকিলে অস্মিতা হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে বোধ হয়*। ক্রমশঃ উহা অভ্যস্ত হইলে হৃদয়ব্যাপী অস্মিতা অবলম্বন করিয়া ঐ বোধ উদিত হইতে থাকিবে। এই বোধে স্থিতি করিতে করিতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্যবশতঃ অতীব সুখময় অস্মিভাব ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকিবে, এবং তৎসহ হার্দ্দজ্যোতিও প্রকাশিত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রসৃত) হইতে থাকিবে। ইহাতে সম্যক্ স্থিতিই বিশোকা জ্যোতিষ্মতী। সেই জ্যোতির্ম্ময়-বৎ অসীম আত্মবোধই মহদাত্মা। তাহাতে স্থিতি করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-আত্মার যেরূপ আত্ম-স্মৃতি করিতে হয় সেইরূপ আত্মস্মৃতির প্রবাহ রাখাই জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় নিয়ত করা।

মহদাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশব্যাপ্তিহীন সুতরাং অণু, অতএব তাহার অসীমত্ব অর্থে বৃহৎ নহে কিন্তু অবাধত্ব, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বাধক কোন সীমা না থাকা। অসীমিতিমাত্র মহদাত্মার স্বরূপে স্থিতি হইলে অণুমাত্র বা দেশব্যাপ্তিহীন বা মানমানহীন (কোথায় আছে ও কতখানি এরূপ বোধ হীন) জ্ঞান হয়। তাহাই তাহার স্বরূপ, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ভাব তাহার বাহ্য দিক্ বা বাহ্য অধিষ্ঠান মাত্র। এই বাহ্যের দিক্ হইতে ক্রমশঃ মনঃস্থান অপসারিত করিয়া ভিতরের প্রকৃত অণুস্বরূপে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি করিতে হয়।

বিশোকা জ্যোতিষ্মতী ধ্যানে নির্ম্মল স্থির সাত্ত্বিক আনন্দ হয়। আনন্দ অনেক রকম আছে। সাত্ত্বিকতাও অনেক রকম আছে। বৈষয়িক আনন্দেও বুক ভরিয়া উঠে। সাধন করিতে করিতে নানা প্রকারে আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু তাহা সব বিশোকা নহে।

* এই সময়ে অনেকের প্রথম প্রথম হৃদয়ে এককণ সুখময় উদ্বেগ ভাব আসে, যেন বোধ হয় যে, হৃদয় হইতে সুখময় স্পর্শবোধ উথলিয়া উঠিতেছে। তাহাতে 'আমি' ভাবকে মিশাইয়া 'আমি উন্মুখ হইয়া স্থির শান্ত হইয়া রহিয়াছি' এইরূপ চিন্তা করত ঐ প্রকার চাঞ্চল্যহীন স্থির সুখময় শান্ত আমিত্ব-বোধে স্থিতি করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

নিঃশব্দতাপ্রবণিত যে আনন্দ ও যাহা সূক্ষ্ম আত্মভাবনামাত্রের বা অস্মিতামাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, যাহাতে সমস্ত চাঞ্চল্য আত্মজ্ঞানমাত্রে ডুবিয়া অভিভূত হইয়া যায়, যে আনন্দের কাছে বিষয়াই মাত্র তান মানে, যাহাকে বাহিরে প্রকাশ করার উদ্বেগ আসে না—সেই হৃদয়পূর্ণ, স্থির, সাত্ত্বিক, বিষয়সুখপরিবিরোধী আনন্দই বিশোকার আনন্দ।

সর্ব্বপ্রকার দ্বেষ—যাহাতে হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, সর্ব্বপ্রকার শোক—যাহাতে হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যায়, তথাবিধ সর্ব্বপ্রকার মলিন ভাব—যাহাতে হৃদয় রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হয়, তাহা সমস্তই ঐ সাত্ত্বিক বিশোকার আনন্দে অভিভূত হইয়া যায় এবং দ্বেষ্য, শোচ্য এবং ভয়ের ও বিষাদের বিষয় হইতেও কেবল ঐ সাত্ত্বিক প্রীতি হয় এবং হৃদয়ের সেই পূর্ণ নির্ম্মল সাত্ত্বিক প্রীতি সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়কেও প্রীতিরসে অবসিক্ত করে। সেজন্য ইহার নাম বিশোকা।

প্রথম অভ্যাসের সময় অবশ্য ঐরূপ ক্রমে বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞান-আত্মায়, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় যে নিয়ত করা তাহা ঐ ক্রমানুসারেই করিতে হইবে। মহদাত্মা অধিগত না হইলে, মনকেই জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অধিগত না হইলে কেবল শব্দহীনতা অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা মনের, জ্ঞান-আত্মার ও মহদাত্মার উপলব্ধি হইলে একবারে অক্রমেই মহদাত্মায় স্থিতি করা যাইবে, তাহাতে অন্য সকলও সেই মহদাত্মাতে নিয়ত হইয়া যাইবে (অধিগত হইলে, অর্থাৎ বাগধার ভিতর আসিয়া যাইলে)।

অপর সকল বাক্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্বাত্মক মন্ত্র (একতান অর্দ্ধমাত্রাই উত্তম) মনে মনে উচ্চারণ করিলেও বাক্য মনে নিয়ত হয়, এবং উহার দ্বারা মনকে এবং জ্ঞান-আত্মাকেও মহদাত্মাতে নিয়ত করা যায়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তবেই সবাক্ বাক্যশূন্য ভাবে নিয়ত করা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রযত্নের বা ইন্দ্রিয়াগত বিষয়ের দ্বারাও আত্মস্মৃতি উত্থাপিত করিয়া বাক্যহীন ভাবে ঐ সমস্ত সাধন হইতে পারে। শব্দাদি জ্ঞান যাহা স্বতঃ আসিয়া ইন্দ্রিয়ে লাগিতেছে তাহা মনে যাইয়া মহদাত্মার বা গ্রহীতার উপস্থিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, মহদাত্মাও দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে বিষয়-জ্ঞানের এই প্রক্রিয়া শব্দশূন্য মনে ভাবনা করা ও আত্মস্মৃতি রক্ষা করাই এই অভ্যাসের লক্ষ্য।

মহদাত্মা-মাত্রেতেই যখন ধ্রুবা স্থিতি হইবে তখন তাহাও গুণাকারে জানিয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করতঃ স্বরূপ দ্রষ্টা বা শান্তোপাধিক আত্মাতে বা পুরুষই মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করা।

পরমানন্দময় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ মহদাত্মাও যে প্রকৃত দ্রষ্টা নহে—নির্ব্বিকার দ্রষ্টা যে মহত্তেরও পর, মহদাত্মা যে দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া ইহা সূক্ষ্ম বিচারবলে নিশ্চয় করিয়া, "ন মে, নাহং, নাস্মি" নিরন্তর এইরূপ বিবেক অভ্যাসই জ্ঞানযোগের শেষ অভ্যাস। যাহা 'আমার' বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা পুরুষ নহেন, যাহা 'আমি আমি' (অহঙ্কার) বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাও পুরুষ নহেন এবং যাহা অস্মিমাত্র বা মহান্ আত্মা বা ব্যক্ত আত্মভাবের শেষ এবং যাহা পরা গতি বলিয়া বিবেকহীন দৃষ্টিতে প্রতিভাত (ভ্রান্তিজ্ঞান) হয় তাহাও পুরুষ নহেন এইরূপ বিবেক-জ্ঞানের অপরিশেষ (চরম) জ্ঞানময় অভ্যাসের দ্বারাই ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

প্রবিলাপ করিতে হইলে উহা এইরূপে করিতে হইবে। "যে" বলিয়া বিষয়, ইন্দ্রিয়গত অভিমান ও হৃদয়স্থ শারীর অভিমান চিন্তা করিতে হইবে। হৃদয় হইতে শারীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান (বিশেষত বাগিন্দ্রিয়গত) উপসংহৃত করিয়া জ্ঞানাত্মা-স্থানে লইয়া স্থাপিত করিতে হইবে। তথাকার অহং-মাত্র বোধে (যাহাতে সংহৃত করার প্রযত্ন থাকিবে) নির্ভর করিয়া বাক্যাদিশূন্যভাবে কেবল বোধ লইয়া যতক্ষণ সাধ্য অহংভাবের (যাহার স্বরূপ=আমাকে আমি জানছি) চিন্তা করিতে হইবে। অহংভাবে থাকাতে "যে" সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহাই "ন যে" কিন্তু অহং। এইরূপ অহংভাবে সাবধানে কাল থাকিয়া "নাহং" কিন্তু "অস্মি" বলিয়া জানামাত্র প্রযত্নহীন "অস্মিকে" অনুভব করিতে হইবে। জানামাত্র হওয়াতে উহাতে "অস্মি" অন্তর্গত থাকিবে এবং প্রযত্নহীন হওয়াতে উহা অহংভাবের অতীত হইবে, অতএব উহা নাহং চিন্তা। এই অস্মিভাবে যথাসাধ্য কাল থাকিয়া অস্মির লয়ের দিকে চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বাহ্যিকের দিক্ যথা সম্ভব ঢাকিয়া যাইয়া কেবল "অস্মির" স্মৃতিমাত্র থাকিবে। সম্পূর্ণ নিরুদ্ধতার দ্বারা তাহাও যাইলে কেবল দ্রষ্টা পুরুষ থাকিবেন। এইরূপ গ্রহীতৃ অভিমুখে চিন্তাই আস্মিক চিন্তা। "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঠিক এই সাধন উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহংকারের ভেদ উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ বিশুদ্ধ আমিত্বজ্ঞান বা অস্মীতিপ্রত্যয় আর অহংকার অভিমান। অভিমান অর্থে অহংভাবের নানাভাবে সংক্রান্ত হইয়া অহন্তা ও মমতারূপে পরিণত হওয়া। মমতার দ্বারা 'আমার আমার' জ্ঞান হয়, অহন্তার দ্বারা 'আমি এরূপ ওরূপ' ইত্যাকার প্রত্যয় হয়। অহন্তারূপ অভিমান 'আমি দেহবান্' (শরীরাভিমান) 'আমি কর্তা' (শারীর কর্মের ও মানস কর্মের), 'আমি জ্ঞাতা' (জ্ঞেয়ের), এইরূপ ভাব সকল থাকে।

আমিত্বভাব দেশব্যাপ্তিহীন, কিন্তু তাহা শরীরাদি বাহ্যের অভিমানযুক্ত হইয়া দেশব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। ইহা এক প্রকার অভিমানের উদাহরণ; সেইরূপ, আমিত্ববোধ শারীর-কর্মের ও সংকল্পাদি মানসকর্মের সহিত একীভূত হইয়া কর্তৃত্বাভিমানী হয়।

সঙ্কল্পবোধ এবং শারীরকর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানাত্মায় স্থিতি করিলে তখন ইন্দ্রিয়াধীশ জ্ঞাতাহং অভিমান থাকে। এই সব অভিমান না থাকিলে অর্থাৎ এই সব ভাব বিস্মৃত হইলে যে শুদ্ধ আমিত্ববোধ থাকে, যাহা নিজেকেই-নিজে-জানার মত, তাহাই অস্মিতামাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহানই 'আত্মবুদ্ধি' কারণ তখন অনাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমানসকল থাকে না বা অভিভূত হইয়া থাকে, কেবল আত্মবুদ্ধিই প্রখ্যাত থাকে। যে আত্মা বা গ্রহীতাকে আশ্রয় করিয়া সেই আত্মবুদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত আত্মা বা পুরুষ।

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য: অভিমানহীন আত্মবুদ্ধিকে মহান্ আত্মা বলা হইল। কিন্তু মহান্ অভিমানহীন হইলে আত্মবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ অব্যক্তে লীন হইবে। নিরোধ-ক্ষণে লয়ের সময়েই মন অহংকারে যায়, অহং মহত্তত্ত্বে যায়, ও মহান্ অব্যক্তে যায়। ক্ষণমাত্রেই উহা সাধিত হয়। এরূপে এই তত্ত্বসকলের স্বরূপে যাওয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকার নহে। উহা নিরোধ-কালে ক্ষণমাত্রেই সম্পাদিত হয়।

সাক্ষাৎকারের সময় চিত্ত থাকে এবং চিত্তের দ্বারাই সাক্ষাৎকার হয়। অন্য সব অভিমান ছাড়িয়া (অবশ্য মনের দ্বারা) কেবল আমিত্বজ্ঞানরূপ ভাব লক্ষ্য করিতে

থাকিলে—অন্য সব ভাব ভুলিয়া যাইলে—চিত্তের অন্তঃস্থ ঐ প্রকার অনুভূতিতে স্থিতি লাভ করিতে থাকিলে—চিত্তের যে আমিমাত্র-জ্ঞান হয় তাহাই মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এ সময়ে চিত্ত ও তাহার কার্য্য সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত থাকে কিন্তু কেবলমাত্র অনধ্যস্ত মহদাত্মার স্বরূপানুভবের ক্রিয়ামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ চিত্তকার্য্যই মহদাত্মার সাক্ষাৎকার। নিরোধের সময় সমস্ত চিত্তকার্য্য রুদ্ধ হয় ও ক্ষণমাত্রেই বিলোমক্রমে মহদাদি সমস্তেরই লয় হয়। অহংতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেও এইরূপ চিত্তকার্য্য থাকে। সম্যক্ অহংস্বরূপে গমন বা অহংকার সাক্ষাৎকার বলিলে মন যে একেবারেই থাকিবে না এরূপ বুঝায় না।

বলা বাহুল্য আচার্য্যের নিকট এ সব বিষয়ের সাক্ষাৎ উপদেশ না পাইলে সুস্ফুট ধারণা ও কার্য্যকর জ্ঞান হয় না।

'আমি আমাকে জান্‌ছি'—এই আমি কে?

সাধারণতঃ দেখিতে পাই আমাদের ভিতর 'নিজেকে নিজে জানা' বা 'আমি আমাকে জান্‌ছি' এরূপ ভাব আছে। উহার অর্থ কি?—উহার অর্থ অনেক রকম হইতে পারে। যাহার জ্ঞান শরীরমাত্রই 'আমি', সে মনে করিবে 'আমি শরীরকে জান্‌ছি'। যে মনকে 'আমি' মনে করে, সে 'মনকে জান্‌ছি' মনে করিবে। যে জ্ঞানাত্মা অহংকে 'আমি' মনে করে বা তদ্রূপ উপলব্ধি করিয়াছে সে তাহাকেই 'আমি জান্‌ছি' মনে করিবে। যে অস্মীতিমাত্রকে 'আমি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সে তাহাকে 'আমি' মনে করিবে।

ইহার মধ্যে গ্রাহ্যভাবকে বা স্বদেহকে 'আমি' মনে করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ জানছি এরূপ ভাব আসিতে পারে। কিন্তু গ্রহণ বা গ্রহীতাকে 'আমি' মনে করিলে অন্যরূপ ভাব হইবে। নীচের অবস্থায় গ্রহণ সাক্ষাৎ জ্ঞেয়রূপে উপনতা হইতে পারে কিন্তু উহা যখন গ্রহীতৃরূপে উপনীত হয় তখন স্মরণমাত্রের দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রবাহ চলে। স্মরণজ্ঞানে পূর্ব্বানুভূতির উদয় হয় সুতরাং তখন পূর্ব্ব গ্রহীতাকে বর্তমান গ্রহীতা স্মরণ করে।

ইহা সব আপেক্ষিক 'নিজেকে নিজে জানা', কিন্তু পূর্ণ নহে। এইরূপ ব্যবহারিক জানার যাহা মূল তাহা কিরূপ জানা হইবে?—তাহা পূর্ণ 'নিজেকে নিজে জানা' হইবে। ব্যবহারিক 'নিজেকে নিজে জানাতে' 'নিজে' ও 'নিজেকে' ভিন্ন কিন্তু একবৎ মনে হয়, পূর্ণ স্বপ্রকাশে সুতরাং তাহা হইবে না, দুই-ই এক হইবে। সাধারণ ভাষা যখন ব্যবহারিক অনুভূতির বাচক তখন তাহাতে ঐ পূর্ণ স্বপ্রকাশের বাচক পাওয়া যাইবে না, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে সেখানে বৈকল্পিক পদবিন্যাসের দ্বারা তাহা অভিব্যক্তনীয় হইবে। অর্থাৎ সেখানে বলিতে হইবে তাহা স্বপ্রকাশ (ইহার ব্যবহারিক উদাহরণ নাই) বা যে 'আমি' সে-ই 'আমাকে' ও তাহাই 'জান্‌ছি'। ন্যায়ানুরোধে উহা বিকল্প করিয়া বুঝিতে হইবে।

ধ্যানের বিষয়

১। বিশুদ্ধ 'আমি'-রূপ জ্ঞানের যাহা জ্ঞাতা তাহা দ্রষ্টা বা পুরুষ, তাহা ধ্যানের বিষয় নহে। কেবল স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহা আমিত্ব-জ্ঞানেরও পশ্চাতে আছে। এই আমিত্ব-জ্ঞান বিষয়সম্বন্ধের অভাবে রোধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান বা কৈবল্য হয়

২। 'আমি আমাকে জানিতেছি'—এইরূপ ধ্যানই গ্রহীতার ধ্যান, সুতরাং ইহা একপক্ষে 'জানিতেছির' জ্ঞাতা হইল। ইহা দ্রষ্টার মত গ্রহণ, দ্রষ্টার মত গ্রহণের নামই গ্রহীতা। জানার ধারার মধ্যে এই 'আমি'কে স্মরণারূঢ় রাখিতে হইবে। এই 'আমি'ও যাহা, ধ্যেয় জ্ঞাতাও তাহা, গ্রহীতাও তাহাই। কর্তা-ভর্তা 'আমি'কে ছাড়িয়া নিষ্ক্রিয় প্রকাশক 'আমি'কে স্মরণই গ্রহীতার বিবেকাভিমুখ ধ্যান।

৩। 'আমি জ্ঞাতা' ইহা স্মরণ না করিয়া কেবল 'জানিতেছি'-স্মরণই গ্রহণের ধ্যান।

৪। গ্রাহ্য-গ্রহণের স্মরণের সময় গ্রহীতার স্মরণ পৃথক নহে। গ্রহীতার ধ্যানেও গ্রাহ্য-গ্রহণ লক্ষ্য করিতে নাই। এই দুইয়েতে পৃথকে গোল হইতে পারে।

৫। 'মন নিঃশব্দ থাকুক'—ইহা গ্রাহ্যাভিমুখ ধ্যান, এসময়ে গ্রহীতাকে বা 'আমি আমাকে জানিতেছি' এরূপ ভাবকে স্মরণ করিতে যাইলে গোল হইবে। এ সময়ে কেবল পুনঃ পুনঃ ঐ নিঃশব্দ ভাবকেই স্মরণ করিতে হইবে। সেইরূপ, গ্রহণের ধ্যানের সময় গ্রহণকে ও গ্রহীতার ধ্যানের সময় গ্রহীতাকে মাত্র স্মরণ করিতে হইবে।

গ্রাহ্যধ্যানে গ্রহীতা ও গ্রহণ থাকিলেও তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে না। গ্রহীতা-ধ্যানেও জ্যোতি আদি গ্রাহ্য এবং 'জানছি জানছি' এরূপ গ্রহণ থাকিলেও তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেবল স্থির জ্ঞাতাহং—জ্যোতি আদি হীন, বাক্যহীন অহং—এরূপ ভাব স্মরণ করিতে হইবে। তবে উপরের ভাব আয়ত্ত হইলে নীচের ধ্যানেও সেই ভাবের অনুভাব থাকে।

অস্মিতামাত্রের উপলব্ধি

১। অস্মিমাত্রে সাধারণত তিন প্রকার বৈকল্পিক রূপ থাকে যথা, (১) জ্যোতির্ময়, (২) শব্দ বা নাদ ধারা, (৩) হৃদয়মস্তিষ্কাদি কেন্দ্রস্থ স্পর্শ। প্রথমটিতে বিস্তার বোধ, দ্বিতীয়ে কালব্যাপি-ক্রিয়ারূপ ধারাবোধ ও তৃতীয়ে কেন্দ্রস্থ ভাববোধ। এই তিন প্রকার বৈকল্পিক বোধের সহিত অস্মিতার সংকীর্ণ থাকে। সেই সংকীর্ণতা হইতে আমিত্বকে শুদ্ধ করা অতি কঠিন সাধন। সহস্র সহস্র বার উপযুক্ত বিচারসহ বোধরূপ অস্মিমাত্রের অভিব্যক্তনা করার চেষ্টা করিতে করিতে ভুলে ভুলে উহার অধিগম হয়।

ঐ তিন বিকল্পকে চিনা দিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ভুলিয়া বা অনবহিত হইয়া অস্মির দিকে অবধানের প্রযত্ন করিয়া নিরোধ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহা যাইবে না। তজ্জন্য অনুকূল নিরোধ সাধন (§ ২) একাগ্রতার অভ্যাস করিতে হইবে। জ্যোতির্ময় বিকল্প হইতে অস্মির স্বচ্ছতা ও সর্বব্যাপিত্ব ভাব হয়, কিন্তু অস্মির উহা স্বরূপ

নহে। নাম-ধাতার দ্বারা ব্যাপ্তিভাব করিলেও উহাতে ধাত্বাত্মক ক্রিয়া থাকে, উহাও জ্ঞাতা। স্পর্শ-বিষয়ের দ্বারা (অভ্যাস সহজ হইলে আনন্দ, সুখবোধ আদি হয়, তাহাও ঐ স্পর্শ) দেহভাব থাকে, যদিচ তদ্দ্বারা অরূপ, অশব্দ অবস্থার অনুভাব হয়। এই তিন ভাব লইয়া (যখন যেটা অনুকূল) উহাদের জ্ঞাতার দিকে অবহিত হইয়া উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। তিনেরই ঐ স্থানে একত্ব অর্থাৎ তিনেরই জ্ঞাতা এক। ঐ তিন মিশ্রভাবেও থাকে।

২। নিরোধের সাধন :—"বাহ্যং প্রসন্নং সদেকতানম্" (স্তোত্রসংগ্রহ) অর্থাৎ বিতর্কজাল ছিন্ন করিয়া নির্বাক্ মনকে দেখিয়া যাওয়া। ইহাই একাগ্রভূমিকার প্রধান সাধন। পশ্চাৎ দিকে অশেষ সংস্কাররূপ পথ রহিয়াছে— ঢাকিতে হইবে। তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিচরণ করিয়া ভূত ও ভবিষ্যতের রাগ, দ্বেষ অথবা মোহমূলক জ্ঞান (বা সংকল্প-কল্পনাদি, বিতর্ক স্বরূপ) হইতেছে। তাহা রোধ করিয়া (স্মৃতি, সম্প্রজন্য ও সাবধানতার দ্বারা অনবরত চেষ্টা করিতে করিতে) কেবল বর্ত্তমান চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া যাইতে হইবে।

সংস্কার সমস্তই আছে ও থাকিবে, তাহার সহসা বিনাশ নাই, কেবল তৎপথে জ্ঞানশক্তির না-চলা, 'বর্ত্তমান' মাত্র ভাবনাতেই চলা,—নির্বিকল্পজ্ঞানের লক্ষণ। যত এই একাগ্রতা বাড়িবে ততই অস্মিতার প্রস্ফুটতা বাড়িবে ও তাহাতে স্থিতি করার সামর্থ্য বাড়িবে। সেই জ্ঞানের স্মৃতি রাখিয়া অন্য জ্ঞান ভোলা বা না রাখিতে যাওয়াই উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

সংস্কারক্ষয়ের জন্য নির্বিকল্পবোধ করিতে হইলে যেদিকে সাবধানতা যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ 'শান্ত আমি'-বোধে স্থিতি আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞানবৃত্তি রাখিলে আর সংস্কারের ঘাটে ঘুরিবে না।

৩। আমি নিজেকে ভুলিয়া বিতর্কণ করি—এই ভোলা বা আত্মহারা 'আমি'কে যদি ধরা যাইত তবে উহাকে তাড়ান সহজ হইত, কিন্তু তাহা ধরা যায় না, কারণ যখন ধরিতে যাই তখন স্মৃতিমান্ বা স্বস্থ 'আমি' হয়। তাহা থাকিতে আত্মহারা 'আমি'কে পাইবার উপায় নাই। তবে আত্মহারা হইয়া যে কার্য্য বা চিন্তা করিয়াছিলাম—স্মরণ করিয়া তাহা পাওয়া যাইতে পারে। "সেই সকল চিন্তা আর করিব না, স্বস্থ থাকিব"—এই প্রকার বীর্য্যের দ্বারা আত্মস্মৃতি রক্ষিত করিতে হইবে। সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়িয়া যখন ঐ এক কর্ম্ম দাঁড়াইবে তখনই শান্তি আসন্ন হইবে।

৪। দ্রষ্টার উপদর্শনে কিরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম হয় তাহা নিশ্চয় ভিতরে সাক্ষাৎ (কথায় নহে) উপলব্ধি করিতে হইবে। কোনও জ্ঞানকে দেখিয়া দেখিতে হইবে তাহার উপরে দ্রষ্টা। জ্ঞানের নীচে সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের নীচে বৃত্তি, বৃত্তির নীচে শারীর কর্ম্ম। এই সব অনুভব করিতে হইবে। ইহার এরূপ অভ্যাস চাই যাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মে ঐ ভাব স্মরণ করিতে পারি। সেইরূপ জ্ঞানাবস্থিতেই কর্ম্মক্ষয় হয়। দ্রষ্টার ও কর্ম্মের মধ্যে ঐ যে মোহ আছে যাহাতে কর্ম্ম স্বপ্রধান হইয়া দ্রষ্টাকে অন্তর্গত করে ও দ্রষ্টার ভাবকে ভুলাইয়া দেয় তাহা ঐ উপায়ে ক্ষীণ করিতে হইবে। অবশ্য দ্রষ্টার স্মৃতি হইলে উহা আপনি আসিবে কিন্তু ঐরূপ দ্রষ্টৃত্বের অনুভূতির দ্বারা দ্রষ্টার স্মৃতির অভ্যাস শীঘ্র ফাটিয়া স্মৃতির আনুকূল্য করিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্ম্মের দ্বারা দ্রষ্টার ঐ স্মরণ একধারাক্রমে হয়।

৫। প্রাণায়ামে যে হার্দক্ষেত্রে স্থিতি হয় (শরীরাভিমান ওঠাইয়া) সেই অভিমান-ক্ষেত্রকে তুলিয়া না লইয়া তাহাকে শরীরাতিগভাবে স্থাপিত করত তাহাতে নিশ্চলস্থিতির অভ্যাস করিতে হইবে। অস্মির বিশুদ্ধতর অনুভূতি না হইলে অগ্রগতি হইবে না তজ্জন্য উহাও প্রত্যবেক্ষার (প্রতি=ফিরে, অব=ভিতরে, ঈক্ষা=দেখা) দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যবেক্ষার দ্বারা ধ্রুবা স্মৃতিও আনিতে হইবে।

সাধনের জন্য পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা

'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' (কঠ) এই শ্রুতি-বাক্যোক্ত জ্ঞানের অনুশীলন করিলে এবিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইবে। সাধনের চরম জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা গভীর, সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্য আর নাই। এই বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ উত্তমরূপে বুঝা উচিত।

'হৃদা' বা হৃদয়ের দ্বারা। হৃদয় অর্থে বক্ষের মধ্যস্থিত প্রদেশ, যাহা বোধ শারীরিক আমিত্বের কেন্দ্র; 'আমি শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া আছি'—এরূপ শরীরে অধিষ্ঠান-ভাবের তাহা মূল ক্ষেত্র যথা, 'প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়' (মুণ্ডক)। 'আমি অধিষ্ঠাতা' এরূপ বোধ অনুসরণ করিয়া সেই বোধে স্থিতির চেষ্টা করত বোধ-স্বরূপ অধিষ্ঠাতা আমিত্ব-ভাবের উপলব্ধি করিতে হয়।

'মনীষা' ('মনীষ্' শব্দ) ইহার অর্থ মনীষের দ্বারা বা বশীকৃত সমাহিত মনের দ্বারা (শঙ্কর)।

'মনসা' অর্থাৎ মনের দ্বারা। মনের কার্য্য সঙ্কল্পন বা বাক্যময় চিন্তন অর্থাৎ সবিচার ধ্যানপূর্ব্বক। 'হৃদা' পদের অর্থভূত যে অস্মীতিবোধ তাহা কিছু স্থিরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে পরে যে বিচারের দ্বারা তাহার শুদ্ধি-সাধন করিতে হয় সেই বিবেকরূপ বিচার মনের কার্য্য তাহাই এই মন। তখন বাক্যহীন স্থির মন ছাড়িয়া পুনশ্চ সক্রিয় মনের বা বিচারের দ্বারা পুরুষসম্বন্ধে শুদ্ধতর, গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ভাবের উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হয়। বলা বাহুল্য মন সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয় বলা যায়। কিন্তু সেই চিত্ত নিরোধ বিবেকপূর্ব্বক হওয়া চাই। ইহাই শেষ বিচার বা বিবেক।

'অমৃত' অর্থে যাহার নাশ নাই অর্থাৎ নির্ব্বিকার পদার্থ। যেমন জ্ঞানের উদয় ও লয় হয় তাহা অমৃত নহে। দেশকালব্যাপী পদার্থেরই ঐরূপ বিকার সম্ভব। দ্রষ্টা পুরুষ অমৃত বা নির্ব্বিকার বলিয়া দেশকালাতীত। ঐ সব উপায়ের দ্বারা সাধন করিলে তবেই অমৃত হওয়া যায় বা দ্রষ্টার বিকারিরূপ ব্যাপ্তির নিবৃত্তি হইয়া তাঁহার স্বরূপোপলব্ধিরূপ কৈবল্য হয় [পুরুষের অভিকল্পনা সম্বন্ধে যোগদর্শন ৪।১৪ (১) এবং তত্ত্ব-প্রকরণ § ১৮ দ্রষ্টব্য]।

অতঃপর ইহার সাধনপ্রণালী বলা যাইতেছে। হৃদয়স্থ আমিত্ববোধ ধরিয়া প্রথম প্রথম তাহাতে স্থিতি করার চেষ্টা করিতে হয়। 'আমি শরীরব্যাপী বা শরীরের অধিষ্ঠাতা ও শরীরের জ্ঞাতা' এইরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভাব ধরিয়া প্রথমে উহা আয়ত্ত

করিতে হয়। কিন্তু অভ্যস্ত হইলে আমিত্ব-সংবিৎ সুখময় স্পর্শবোধ যেন বুকে উথলিয়া উঠে ('একজন সাধকের ভাষায় 'বুক ফুলিয়া উঠে') ইহা অধিক প্রকাশ করিয়া বুঝান যায় না। এই পথে চলিলে ইহা অনুভূত হইবে ও বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় আমিত্বের কেন্দ্র মস্তকের মধ্যস্থ; তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র ও মনের স্থান। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দাদি-জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা যে 'আমি' তাহাই এই আমিত্ব। এই উচ্চস্তরের 'আমি' সঙ্কল্পেরও সঙ্কল্পয়িতা। সেই অস্মিতাকে উপলব্ধি করিতে হইলে মনের সঙ্কল্পকে বা মানসিক বাক্যকে জ্ঞানপূর্বক রোধ করত ("যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞঃ"—কঠ) ও আত্মস্মৃতি রক্ষা করিয়া সাধনের অভ্যাসের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ ঐ দুই ভাব অর্থাৎ হৃদয়ে উপলব্ধ ও মস্তকে উপলব্ধ 'আমি' বা অস্মিতা এক হইয়া যায়, তখন মনে হয় যেন মস্তকের আমিত্ব স্থিতিবোধ নীচে নামিয়া আসে এবং হৃদয়ের ঐরূপ স্থিতিবোধ উপরে যায়। সে সময়ে আর হৃদয়-মস্তক আদি অধিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল অস্মিতার দিকে লক্ষ্য করার অভ্যাস করিলে অস্মিতার উপলব্ধি বিশুদ্ধতর হইতে থাকে।

অস্মিতাতে স্থিতি করিতে হইলে প্রথমে 'আমি-আমি' বোধকে স্মরণ করার অভ্যাস করিয়া তাহাকে একতান করিতে হয়। যেমন প্রণবের শেষ বা অর্ধমাত্রা ম্-ম্-ম্ কার ভিতরে একতানভাবে উত্থাপিত করিয়া (উচ্চারণ নহে, মনে মনে) তাহাতে খুব ধ্রুবভাবে স্থিতি করিতে হয়। কিন্তু স্থানবোধ করিয়া বুক হইতে মাথা পর্যন্ত বোধের সহিত উহাকে মিলাইয়া ও দৃঢ়প্রযত্নে ধরিয়া রাখিয়া তাহাতে স্থিতি করার অভ্যাস করিতে হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসেও ঐ বোধ যেন একভাবে রহিয়াছে এরূপ অনুভব-গোচর রাখিতে হইবে। মানসিক প্রযত্ন এবং আভ্যন্তর ঐ শারীরিক প্রযত্ন একত্র মিলাইয়া ইহার সাধন করিতে হয়। এই সাধন সর্বসময়ে যথা, শয্যায়, আসনে অথবা চলিতে চলিতে ('শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা') করা যায় এবং সেইরূপেই করা উচিত। তবে কিছু সময় বিশেষ করিয়া করাও দরকার, তখন স্থির হইয়া আসনে বসিয়া করা কর্তব্য।

বিশুদ্ধ অস্মিতাও চরম পদ বা পরা গতি নহে, কারণ উহার ভিতরেও বিকারের বীজ আছে, যদ্দ্বারা উহা বিকৃত হইয়া সাধারণ অস্মিতা হয়। ইহা বুদ্ধির দ্বারা অনুশীলন করিতে থাকাই বিবেকাভ্যাস এবং ইহার দ্বারা পুরুষতত্ত্বের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ শুদ্ধতর হইতে থাকে।

বিবেকরূপ অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা ('দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'—কঠ) বিচার করিতে করিতে এমন অবস্থা আসে যেখানে সত্ত্বপ্রসাদ বা সত্ত্বশুদ্ধি-হেতু নির্মল পরমানন্দের অনুভূতি হয়। প্রথমে উহা ক্ষণিক হয়, পরে অভ্যাসের দ্বারা সেই আনন্দ রক্ষিত হয়। ইহা পূর্বোক্ত নিম্নস্তরের 'বুক ফোলা' আনন্দ অপেক্ষা অন্যরূপ। বলা বাহুল্য, যম ও নিয়মরূপ (হিংসাদি দুঃশীলতা ত্যাগ ও শৌচাদি সুশীলতা গ্রহণ) যোগাঙ্গসকল নিরন্তর দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে তবেই ধারণা-ধ্যান-সমাধি ক্রমে সম্যক্ নিষ্পন্ন হয় ('যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ'—যোগসূত্র)।

সমস্ত বিক্ষেপনাশের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্য দুইপ্রকার। 'আমি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় চাই না' এইরূপ নিঃসঙ্কল্প-মনোভাব এবং তাহাতে স্থিতি করার অভ্যাস। আর, 'মন বুদ্ধি আদির দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে (সার্বজ্ঞ্যাদি) তাহাও চাই না' এইরূপ মনে করিয়া

যে চিত্তের নিরোধ করিতে থাকা, তাহা। এই শেষোক্ত বৈরাগ্যের নাম পরবৈরাগ্য। ইহার দ্বারা চিত্ত লয় হইলে তবেই পুরুষতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি বা তাহাতে স্থিতি হয়। সাধকেরা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে থাকিলেই সম্যক্ সত্যপথে অগ্রসর হইয়া 'যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্' (মুণ্ডক) তাহা লাভ করেন।

সমনস্কতা বা সম্প্রজন্য সাধন

চিত্তবিক্ষেপের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় প্রমাদ, দ্বিতীয় অন্তরায় অপ্রত্যাহার। প্রমাদ ক্ষীণ হইলে প্রত্যাহারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, উহা আপনিই আসে। আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই প্রমাদ। কল্পনা ও সঙ্কল্প-পূর্ব্বক অতীত ও অনাগত বিষয় লইয়া চিন্তা হয়। অতএব অভীষ্টবিষয়ক স্মৃতির দ্বারা ঐ আত্ম-বিস্মৃতিকে ক্ষীণ করাই প্রমাদনাশের প্রধান সাধন।

স্মৃতির জন্য সমনস্কতা-সাধন আবশ্যক। সমনস্কতা (বৌদ্ধদের ভাষায় সম্প্রজন্য) একপ্রকার চেষ্টা-বৃত্তি, যদ্দ্বারা অভীষ্ট কোন স্থির সাত্ত্বিক ভাবকে বা বিষয়কে চিত্তে উদিত রাখার প্রযত্ন বা বীর্য্য করা হয়। শ্রুতি বলেন, 'সমনস্কঃ সদা শুচিঃ'—(কঠ) সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ' (ছান্দোগ্য) অর্থাৎ সমনস্ক হইয়া শুচিতা বা সাত্ত্বিক ভাব মনের মধ্যে উদিত রাখার চেষ্টা করিতে হয়। চিত্তের শুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল হয় এবং তদ্রূপ স্মৃতিলাভ হইলে সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি হইতে মুক্তি হয়। সেই অভীষ্ট সাত্ত্বিক ভাব যাহাতে চিত্ত হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জন্য মুহুর্মুহুঃ সাবধানতাই সমনস্কতার স্বরূপ। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন অভীষ্ট ভাব নিরায়াসে চিত্তে উদিত থাকে বা ভাসিয়া থাকে, তখনই স্মৃতিরূপ বিজ্ঞানবৃত্তির (বিজ্ঞানের পুনর্বিজ্ঞানরূপ) উপস্থান হয়। অভীষ্ট বৃত্তি সর্ব্বদা উদিত থাকাই স্মৃতি। স্মৃতি = বিজ্ঞান বৃত্তি, আর সমনস্কতা = চেষ্টা-বৃত্তি। সাবধানতারূপ সাধনের ফলে স্মৃতির উপস্থান হয়।

'যোগতারাবলী'তে আছে, 'প্রসহ্য সঙ্কল্পপরম্পরাণাং সংছেদনে সন্ততসাবধানঃ'', ''শনৈরুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সঙ্কল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ'' অর্থাৎ অবধানযুক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক সঙ্কল্পের পরম্পরাকে বা ধারাকে সংছেদন করিবে। উদাসীন-দৃষ্টিতে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে দেখিতে অবধানযুক্ত হইয়া সঙ্কল্পকে উন্মূলিত করিবে। অবহিতচিত্ততার নিরন্তর প্রয়াস বা চেষ্টা যখন নিরায়াস হইয়া স্বাভাবিকের মত হয় তখনই স্মৃতির উপস্থান হয়, অথবা ইচ্ছাকৃত (Voluntary) অবধান যখন স্বতঃস্ফূর্ত (Automatic) জ্ঞানরূপে পরিণত হয় তখনই স্মৃতির উপস্থান হইয়াছে বলা হয়। সমনস্কতার বা সাবধানতার চেষ্টা মাত্র অভীষ্ট জ্ঞানোদয় তখন স্মৃতিরূপ নিরায়াস জ্ঞান-বৃত্তিতে সমাপ্ত হয়। সাবধানতার বা সমনস্কতার এবং স্মৃতির মধ্যে ইহাই ভেদ।

এ বিষয়ে প্রাথমিক সহজ সাধন এইরূপ—শরীরটা (শরীরের স্থিতির অন্তর্বোধ) কিভাবে আছে, মনটা কিভাবে আছে ইত্যাদি বর্তমান বিষয়ে অবধান রাখা এবং অতীত ও অনাগত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান বিষয়মাত্রে মন রাখা এবং যাহাতে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় মনে না আসে তাহাতে লক্ষ্য রাখা। যাহার পক্ষে যখন যেরূপ সুবিধা সেইরূপ করিয়া কৌশলে স্মৃতিরক্ষার অভ্যাস করিতে হইবে, যেমন, পথে চলার সময়ে প্রতিপদক্ষেপরূপ দেহের ক্রিয়াকে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি করিতে থাকা এবং তাহাও আবার 'আমি জাগছি' এইরূপ বোধমাত্র উদিত রাখা। ইহা বাহ্যবিষয়ক সতর্কতার উদাহরণ এবং শারীর-প্রত্যবেক্ষা (= ফিরে ফিরে চিত্তের দেখা)। সেইরূপ শব্দাদি-বিষয় যাহা আসিতেছে এবং মনে যেসব ভাব আসিতেছে তাহার প্রতি অবধান রাখা আভ্যন্তর বিষয়ক সতর্কতা বা করণপ্রত্যবেক্ষা। এই সাবধানতার বা সতর্কতার অভ্যাসের ফলে মনের নিঃসঙ্কল্পতা অভ্যাস হয়—কারণ অতীত ও অনাগত বিষয় লইয়াই সঙ্কল্প হয়।

নিঃসঙ্কল্পতা কিছু অনুভূত হইলে তখন প্রত্যবেক্ষার দ্বারা তাহা মনে রাখিতে হইবে। ইহা মানস প্রত্যবেক্ষার প্রথম অবস্থা। জ্ঞাতা অধিগত হইলে তাহাও প্রত্যবেক্ষার দ্বারা স্মৃতিগোচর রাখিতে হইবে। তদূর্ধ্ব বিষয়েও ঐরূপ সম্প্রজন্যের দ্বারা স্থিতি বা ধ্রুবা স্মৃতি সাধন করিতে হইবে। ইহারা মানস প্রত্যবেক্ষার উপরের অবস্থা।

এইরূপে মহদাদি-বিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করিয়া যে প্রত্যাহৃত ধ্যান হয় তাহাই প্রকৃত চিত্তস্থৈর্য। চিত্তস্থৈর্য না থাকিলেও শরীরের প্রকৃতি-বিশেষের দ্বারা অথবা বলপূর্বক, প্রত্যাহার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দুই প্রকার দোষ হইতে পারে। স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অনিয়ত মন বিষয়ব্যাপার করিতে পারে অথবা মন স্তব্ধবৎ আত্ম-স্মৃতিহীন-ভাবেও থাকিতে পারে। উহা প্রকৃত চিত্তস্থৈর্যের অভাব। সুস্থৈর্যের দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে মহদাদি তত্ত্ববিষয়ে ধ্রুবা স্মৃতি সাধন করাই চিত্তনিরোধের প্রকৃত পথ।

সংক্ষেপে এইগুলি মনে রাখিতে হইবে—১। একভাবে স্থির থাকিতে না পারিলে মনকে বর্তমান অনেক বিষয়ে (অতীতানাগত বিষয়ে নহে) মুহুর্মুহুঃ ঘুরাইতে হইবে, যেমন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গসংস্থানে বা সমাগত শব্দে বা স্পর্শে বা অন্য বিষয়ে ঘুরাইতে হইবে। যাহাদের অনুভূতি হইয়াছে তাহারা বাহ্যস্থানে, মনে ও আত্মভাবে মনকে ঘুরাইতে পারিবে অর্থাৎ ঐ সব স্থানে জপের দ্বারা মনকে রাখিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে একবিষয়েই সম্প্রজন্য করা শ্রেয়।

২। আত্মবিস্মৃতি বা প্রমাদ আসিলে সতর্কতা-পূর্বক তাহা ধরিতে হইবে এবং তাহা 'আর যেন না আসে' এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে। অতীত ও অনাগত বিষয়ের সঙ্কল্পই ত্যাজ্য। 'বর্তমান বিষয় জানিতে থাকিবার' এইরূপ সঙ্কল্প এই সাধনে গ্রাহ্য। আর এক সঙ্কেত এই যে, আমার মনের চিত্তে কখন্ অন্য ভাব আসিল বা তাহা আসিল কি না ইহা দেখিতে থাকা।

৩। গ্রহীতায় বা আমিতে সম্প্রজন্য করিলে প্রত্যবেক্ষক ও প্রত্যবেক্ষা এক মনে হইবে। আমিত্ব-জ্ঞান এবং তাহার স্মরণ অবিরল ধারায় চলিবে।

৪। অস্মিতার অধিগম দুই প্রকার (১) শরীরগত অস্মিতা, (২) উপরের অস্মিতা। শরীরগত অস্মিতা—হৃদয় হইতে মস্তক পর্যন্ত যে নাড়ীমার্গ বা মর্মস্থান (সুষুম্না) তাহার অভ্যন্তরস্থ যে বোধ, যাহা শরীরাভিমানের কেন্দ্রভূত, তাহাই শারীর অস্মিতা। আর,

জ্ঞাতার অধিগম করিয়া তদুপরি যে অস্মীতিমাত্রের অনুভাব তাহাই সর্ব্বোচ্চ অস্মিতামাত্র বা গ্রহীতৃ-ভাব। এই উভয় প্রকার অস্মিতার অধিগম হইলে শারীর অস্মিতাকে সেই উপরের অস্মিতাতে মিলাইয়া 'আমার সমস্ত যাহিরই তাদৃশ গ্রহীতৃ ভাব' এইরূপ অনুভব করিতে হইবে। উহা কিন্তু আয়ত্ত ও স্বচ্ছ হইলে তখন সমনস্কতার দ্বারা উহাই একতান করিতে হইবে। এই সময়ে ভাবিতে হইবে যে মনোগত ও শরীরগত যে চঞ্চল আমিত্ব ভাব যাহা বিক্ষেপ-সংস্কার হইতে হয়, তাহা যেন এই স্বচ্ছ আমিত্ববোধ-স্বরূপ গ্রহীতৃ ভাবকে ঢাকিয়া কলুষিত করিতে না পারে। এই অবস্থাতেও ঐরূপ সমনস্কতা সাধন করিয়া উহা বাড়াইয়া উহাতে স্থিতি করিতে হইবে। তাহাই সম্প্রজ্ঞানের বিরোধী সংস্কারসমূহের ক্ষয় করার প্রকৃষ্ট উপায়।

উপেক্ষা রাখিতে হইবে যে, আমি ঐরূপ অস্মীতিমাত্র গ্রহীতৃবৎ হইয়া গিয়াছি ও হইব, আর তদন্য মলিন কিছু হইব না। কোন ভয়সঙ্কুল বনে চলিতে চলিতে পশ্চাৎ হইতে শ্বাপদাদির আক্রমণের ভয়ে পথিক যেমন সতর্ক থাকে এখানেও সেইরূপ হেয় সংস্কারের আক্রমণের ভয়ে অতিমাত্র সতর্ক হইতে হইবে।

শঙ্কানিরাস

১। **মুক্তি কাহার ?**—যাহার দুঃখ তাহারই দুঃখমুক্তি। আমারই দুঃখ হয়। অনুভব করি, অতএব আমারই মুক্তি।

আমিত্ব বা অহঙ্কার এবং বুদ্ধি আদি 'প্রাকৃত বা জড়', অতএব তাহাদের মুক্তি হইবে কিরূপে ? আর পুরুষ 'মুক্ত-স্বভাব' অতএব তাঁহারও মুক্তি হইতে পারে না। —কে বলিল অহং শুধু জড় বা দৃশ্য পদার্থ ? আমি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এরূপ বোধও তো হয়, অতএব অহং শুধু জড় নহে, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত জড়, সুতরাং আমি শুধুই জড় এরূপ ধরিয়া লওয়া ভুল। জ্ঞাতা আমি যখন জ্ঞেয় দুঃখকে প্রকাশ করে তখনই দুঃখ-বোধ হয়। চিত্তনিরোধে যখন জ্ঞেয় দুঃখ অব্যক্ত হয় তখন জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তাহাই মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের মুক্তি বলা হয় না, কিন্তু কৈবল্য বলা হয়, তাহা রুদ্ধ-মনা হইয়া কেবল শান্তোপাধিক আত্মা এইরূপ ভাবে থাকা।

'মুক্তপুরুষ' এইরূপ কথাও তো ব্যবহৃত হয়। তাহাতে দুঃখ হইতে মুক্ত বা পুরুষের দুঃখহীনতা বুঝায় না কি ? অতএব বলিতে হইবে না কি যে 'পুরুষেরই দুঃখ, পুরুষেরই মুক্তি ?' —উহা বলিলে দোষ নাই, কারণ আমরা সম্বন্ধবাচক 'র' শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহার করি। 'র' বিভক্তির চতুর্বিধ অর্থ, যথা—(১) অলীক অর্থ যেমন, ঘোড়ার

ব্যতীত (নির্ম্মাণ-চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ—যোগসূত্র ৪।৪) চিত্তের সঙ্কল্পাদি প্রত্যয় উঠে না বলিয়া প্রত্যয়ের মূল যে সংস্কার তাহা উহাতে নাই বলিতে হইবে, সেজন্য উহা সংস্কারহীন। পুনরুত্থানের সঙ্কল্প করিয়া রুদ্ধ করিলে সেই সংস্কারমাত্রযুক্ত অস্মিতা থাকে।

৩। **পুরুষ কি ব্যাপারবান্?** কুলাল ব্যাপারবান্ হইলে ঘট হয়, কুলাল ঘটের নিমিত্ত কারণ। অতএব ব্যক্তভাবসমূহের নিমিত্তকারণ পুরুষও ব্যাপারবান্ হওয়া যুক্ত নহে কি?—না, ব্যাপারযুক্ত নিমিত্ত আছে বটে, নির্ব্যাপার নিমিত্তও আছে। একস্থানে আলোক রহিয়াছে, এক দ্রব্য স্বীয় ব্যাপারে তথায় যাইলে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আলোকের ব্যাপারের অপেক্ষা নাই, অথচ তাহা প্রকাশের নিমিত্ত-কারণ। একস্থানে একজন স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, অন্য একজন তাহাকে দেখিতে গেল। আসীন ব্যক্তি অন্যের যাওয়ার নিমিত্তকারণ হইলেও ব্যাপারবান্ নহে। পুরুষ নির্ব্যাপার হইলেও প্রকাশশীল সত্ত্ব স্বব্যাপারে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ হয়। তাহাই ব্যক্তভাবের মূল।

৪। **অনির্ব্বচনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত।** সাংখ্যেরা বলেন, সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত, অন্যেরা মূলকে অজ্ঞেয় বলেন, আর বেদান্তীরা মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলেন—এই তিনটাই কি এক কথা হইল না?

না, অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। অব্যক্ত অর্থে সূক্ষ্মরূপে থাকা, তাহা ব্যক্তরূপে জ্ঞেয় নহে বটে, কিন্তু তাহা 'সমান তিন গুণ' এরূপে জ্ঞেয় ও নির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় অর্থে যাহা 'আছে কি নাই' বা 'সৎ কি অসৎ' বা 'একরূপ কি ওরূপ' এবম্প্রকারে নির্ব্বচন না করা অর্থাৎ ঠিক করিয়া না বলা। অতএব ঐ তিন শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হয়। একের অর্থ 'আছে', অন্যের অর্থ 'আছে কি না ঠিক করিয়া বলিতে পারি না', আর অজ্ঞেয় অর্থে যাহা জানা যায় না। নির্ব্বচন অর্থে নিশ্চয় করিয়া বলা। 'সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মায়া' অর্থে মায়া আছে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কোনও বস্তুকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে তাহা 'নাই' এরূপ বলা হয়। 'আছে' বলিলেই তাহার কিছু-না-কিছু জ্ঞেয় এরূপ বলা হয় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৫। **ত্রৈগুণ্যের অংশভেদ নাই।** যে ত্রিগুণের দ্বারা কোনও এক উপাধি বা মহদাদি নির্ম্মিত সেই ত্রিগুণটুকু কৈবল্যাবস্থায় কি হয়?

ইহাতে ত্রিগুণের 'খানিক' বলা হইয়াছে। খানিক অর্থে যদি দেশতঃ ও কালতঃ 'অংশ' বুঝিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ। কিন্তু নিরবয়ব বস্তুর অংশ কল্পনীয় নহে। 'খানিক' বলিতে গেলে দেশতঃ পরিচ্ছিন্নতা বুঝায়, অথবা কোন পরিণামী বস্তুর বা ধর্ম্মীর বা ধর্ম্মের মধ্যে কতক ধর্ম্ম বুঝায়। ত্রিগুণ যখন দেশব্যাপী নহে এবং ধর্ম্ম-সমাহার নহে, তখন উহার 'অংশ' নাই। যাহার অংশ কল্পনীয় নহে তাহার 'খানিক' কল্পনা করিয়া প্রশ্ন করাই অসমীচীন। প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব মানে প্রকাশ, রজঃ মানে ক্রিয়া ও তমঃ মানে স্থিতি। খানিক প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সত্ত্বাদিগুণ নহে। 'খানিক' হইলেই তাহা বিকার-বর্গে আসে। বিকারে নানা ধর্ম্ম থাকে বলিয়া তাহার কিয়দংশ দৃশ্য ও কিয়দংশ অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহাকে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অতীত বলিতেছ তাহার 'অংশ' কিরূপে কল্পনা করিবে। সত্ত্ব পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব। তাহা পুরুষোপদৃষ্ট হইলে অহংমাত্র জ্ঞান বা মহৎ হয়। সেই মহৎ কিরূপ

প্রকাশ ? তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ যদি না থাকে (মহৎ অপেক্ষা প্রকাশ-গুণক দ্রব্য নাই) তবে তাহা বিকারী প্রকাশের পূর্ণতা। অতএব বলিতে হইবে সব মহান্ আত্মায় পূর্ণ প্রকাশ বা পূর্ণ সত্ত্ব আছে। সেইরূপ মহৎ-এর স্বভাব ক্রিয়া বা রজ। রজ মাত্রের ছোট বড় নাই বলিয়া সব রজই পূর্ণ রজ বা পূর্ণ রজ। রজের কিছু ভেদ নাই কিন্তু যাহা রজ হয় তাহারই ভেদ। অতএব সব মহত্তের রজ পূর্ণ রজ। স্থিতিতেও সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ণ রজের পরে অথবা পশ্চাতে পূর্ণ স্থিতি আছে। এইরূপে সমস্ত মহত্তত্ত্ব সত্ত্ব, রজ ও তম বা প্রকৃতি পূর্ণরূপে থাকে। কোনও মহৎ লীন হইলে কি হয় ? তাহার উপাদানভূত ত্রিগুণের সাম্য হয় এতন্মাত্র ন্যায্য কথা বক্তব্য। মহৎ ত্রিগুণের অংশ কল্পনা করিয়া তাহার কি হয় তাহা বুঝিতে গেলে দৈশিক ও কালিক অবয়বহীন পদার্থের তাদৃশ অবয়ব কল্পনা করিয়া শঙ্কাপুঞ্জের অবতারণা করা হয়। প্রকৃতির বিভাজ্যতা অর্থে বহু পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়া বহু মহৎ হওয়া ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাবমাত্রকেই তিন গুণ বলা হয়। উহাদের সাধারণ অবয়বভেদ নাই কিন্তু বিরুদ্ধতা থাকাতে প্রকাশ্যপ্রদর্শনসাপেক্ষ ব্যক্তিভেদ আছে। প্রকাশ পরস্পরাপেক্ষ হইলে ক্রিয়া ও স্থিতির অভিভব হয়। পরস্পরের অভিভব-প্রাদুর্ভাব হইতে এইরূপে ব্যক্তিভেদ হয়, ইহাই বক্তব্য। ঐরূপ ব্যক্তি-সকলকে সাধারণতঃ অবয়ব বলা যাইতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে উহা দৈশিক ও কালিক অবয়ব নহে। উহা অভিভব ও প্রাদুর্ভাবের তারতম্য মাত্র। অভিভব ও প্রাদুর্ভাব প্রকৃত অবয়ব নহে।

সংক্ষেপে, স্বরূপ সত্ত্ব বা প্রকাশ মানে সত্ত্ব অথবা জ্ঞান-গুণের প্রাধান্য ও অন্যগুণের অপ্রাধান্য। প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অবয়বভেদ নহে, সুতরাং 'সাত্ত্বিক' সত্ত্বাদি গুণ লইয়া এক মহদাদিরূপ উপাধি নষ্ট হয় এরূপ কল্পনা করা অন্যায্য। একটি প্রধান বহুপুরুষের উপদর্শনে বহু বিষম ব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়, কোনও এক পুরুষের কৈবল্যে তাঁহার সেই উপাধিরূপ বিষয় তাঁর উপদৃষ্ট বা প্রকাশিত হয় না—ইহাই প্রকৃত ন্যায্য কথা।

৬। **স্থির ও নির্ব্বিকার।** আমাদের মধ্যে সবই বদলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন্‌টা স্থির ?—স্থির কাহাকে বল ?—যাহা সর্ব্বদাই একরূপ তাহাকে স্থির বলি —তাহার নাম ত নির্বিকার, নির্বিকারকে কি স্থির বল ? তাহ'লে বিকার হইলেও যাহা সমানে আছে বা নিত্যবিকারস্বরূপ তাহাকে কি বল ? তোমার কথা অনুসারে তাহাকেও 'স্থির বিকার' বলিতে হইবে, কারণ তাহা সর্ব্বদাই কেবলমাত্র বিকাররূপ।

বদলাইয়া গেলে বলিতে হইবে 'কিছু' বদলাইয়া যায় সেই কিছুটা অবশ্যই স্থির হইবে, আর বদলানো বা বিকারমাত্রও স্থির হইবে। যাহা বিকৃত হয় তাহা কি ? বলিতে হইবে তাহা বস্তু বা কোনও সত্তা। সত্তা ও জ্ঞান একই কথা (knowing is being) অতএব জ্ঞান বা 'জানা' আছে ইহা স্থির। জ্ঞান বা প্রকাশ থাকিলে তাহার আগে ও পরে যে অপ্রকাশ আছে তাহাও নিশ্চয় ক্রিয়ার পশ্চাতে সেইরূপ জড়তা থাকে। এইরূপে প্রকাশ বা সত্ত্ব, বিকার বা ক্রিয়া বা রজ এবং অপ্রকাশ বা জড়তা বা তম এই তিন বস্তু আমাদের মধ্যে সদাই আছে তাহা নিশ্চয়। ইহারা সব জ্ঞেয়।

ভেদ থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিবে। তাহা আমাদের মধ্যে নির্বিকার স্থির সত্তা। নির্বিকার জ্ঞাতা আছে বলিয়াই আমাদের অনেক বিকার থাকিলেও 'সেই আমিই এই'—এইরূপ অবিকারিত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয় এবং আমি 'অবিভাজ্য এক' এরূপ সাধারণ এককরূপত্ব-বোধ হয়। এইরূপে মৌলিক দৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ মূল সত্তা স্থির এবং দ্রষ্টাও স্থির। ঐ ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্য পদার্থ যাহা আছে তাহাই অস্থির, যেমন স্বরূপ, হার আদিতে সোনা বদলায় না কিন্তু আকার বদলায় সেইরূপ।

৭। **গুণবৈষম্য।** গুণের বৈষম্য কাহাকে বলা যায় এবং সমান তিন গুণ থাকিলে বিষমতার অবকাশ কোথায়?

গুণবৈষম্য অর্থে কোনও এক গুণের সমুদ্রেক বা প্রাধান্যরূপ অবস্থা। গুণত্রয়ের স্বভাব হইতেই উহা (এবং সাম্যও) অবশ্যম্ভাবী। ক্রিয়া অর্থে স্থিতি হইতে প্রকাশের দিকে যাওয়া এবং প্রকাশ হইতে স্থিতির দিকে যাওয়া। তাহাই যখন স্বভাবতঃ হয় তখন বলিতে হইবে যে, যাওয়ার অবস্থাটিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য অর্থাৎ তখন দ্রষ্টার দ্বারা ক্রিয়াই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। আর, যখন প্রকাশরূপ অবস্থায় উপনীত হয় তখন বলিতে হইবে সেই অবস্থাটি প্রকাশপ্রধান অর্থাৎ ক্রিয়ার ও জড়তার অভিভব বা অলক্ষ্যতা, প্রকাশ হইতে পুনরায় স্থিতিতে যাওয়ার সময়ে ক্রিয়াপ্রধান। স্থিতিতে উপনীত হইলে ক্রিয়া অভিভূত হইয়া যায় এবং প্রকাশেরও অভাবপ্রতীতি হয়। অতএব স্বভাবতই এইরূপে গুণবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী (পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইয়া বৈষম্য হইলেই ব্যক্ততা হয়)।

স্থিতি হইতে প্রকাশে অথবা প্রকাশ হইতে স্থিতিতে যাইতে হইলে এমন একটি অবস্থা থাকিবে যেখানে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি তিনই সমান, তাহাই ব্যক্তভাবের ভঙ্গ, সেই ভঙ্গটিই গুণসাম্য। যখন সাধনের কৌশলের দ্বারা গুণসাম্য সাধিত হয় তখন শাশ্বত গুণসাম্যরূপ কৈবল্য হইবে।

৮। **মূলে এক কি বহু**: দেখা যায় যে, এক মাটি বহু মাটির জিনিসের কারণ, এক স্বর্ণ বহু অলঙ্কারের কারণ, সেইরূপ এক দ্রব্য যথা সূক্ষ্মভৌতিক দ্রব্য, পরমাণুসকল পরমাণু জগতের কারণ—এই হেতু মূল কারণকে এক বলিব না কেন?

'এক' শব্দ সংক্ষেপতঃ দুইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়—বহুর সমষ্টিরূপ এক এবং অবিভাজ্য এক। অবিভাজ্য এক হইতে বহু হইতে পারে না। সমষ্টিভূত এক হইতেই বহু হইতে পারে। অবিভাজ্য এক কারণ হইতে বহু হইয়াছে এরূপ বলা অচিন্তনীয় চিন্তা ও যৌক্তিকবিরোধ। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পুরুষ এবং অনাদি কর্ম হইতে পৃথক্ হইয়াছে এরূপ বলিলে বহুকে বহুর কারণ বলা হয়। এক অবিকারী শুদ্ধ চৈতন্য হইতে বহু কিরূপে হয় দেখাও। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত অথবা ত্রিগুণময়ী মায়া কল্পনা করিলে বহুকে বহুর কারণ বলা হয়। এক মাটি হইতে বহু বহু পাত্রাদি হয় বলিলে বহু অবয়বের সমষ্টিভূত উপাদান এবং বহু কুম্ভকার অথবা কুম্ভকারের বহু ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে বহু পাত্রাদি হয় এরূপ বলা হয়। সেইরূপ এক ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও বহু পুরুষের উপদর্শন হইতে পৃথক্ হইয়াছে এরূপ বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

উপসংহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। (১) এক অবিভাজ্য পদার্থ বর্তমান থাকিলে তাহা নিত্যকাল একই থাকিবে, কখনও বহু

হইবে না। (২) বহু হইতেই বহু পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। (৩) যে 'এক' পদার্থ হইতে বহু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা বিভাজ্য বা অংশভেদযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বহুই হইবে। (৪) যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহাদের মূলতঃ বহু কারণ-পদার্থ স্বীকার করা হয়। (৫) যাঁহারা অগুণ চৈতন্যময় আত্মাকে একমাত্র কারণ স্বীকার করেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে যে, এই জগৎজ্ঞান ভ্রান্তি, কিন্তু ভ্রান্তি সিদ্ধ করিবার জন্য তিনপ্রকার বিভিন্ন সত্তা স্বীকার্য, যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি, রজ্জু ও সর্প। অতএব একমাত্র অগুণ চৈতন্যময় আত্মার দ্বারা কখনই ভ্রান্তি সিদ্ধ হয় না। (৬) পুরুষ ও প্রকৃতিকে বিশ্বাদির মূল কারণ বলিলে সেখানেও বহু অনিত্যাত্মা পুরুষ ও এক নিত্যাত্মা প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয়। (পুরুষের বহুত্ব অন্যত্র সাধিত করা হইয়াছে)।

৯ **সাধনেই সিদ্ধি**: অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা যোগসিদ্ধ হয় বটে কিন্তু শুনা যায় ঈশ্বর বা মহাপুরুষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বিনা সাধনেই তাঁহারা যোগক্ষেম বহন করেন ও মুক্ত করিয়া দেন, ইহা কি সত্য নহে?—উত্তরে জিজ্ঞাস্য নির্ভর কাহাকে বল? তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিজে কিছু চেষ্টা না করা যদি নির্ভর হয় তবে তাহা করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে যে তাহা কত দুষ্কর। অনবরত আত্মবিশ্বাসাদি চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা অন্যের উপর নির্ভর নহে; কিন্তু নিজের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টা। সব ব্যাপারে নিজে চেষ্টা করা বাদ দিয়া অন্যকে দিয়া কিছু করিবে না, অন্যকে করাইয়া দিবে। গীতাও বলেন, "ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।" (৫।১৪)। প্রভু ঈশ্বর কর্ম সৃষ্টি করেন না আমাদিগকে কর্তাও করেন না এবং কর্মের ফলও দেন না, স্বভাবতঃ এই সব হয়। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।' (গীতা ৯।২২) অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি আমাকে অনন্যচিত্তে চিন্তা করত পর্যুপাসনা করেন সেই নিত্য অভিযুক্তচিত্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি বহন করি। ভগবানে অনন্যচিত্ত (=অপৃথগ্‌ভূত—শঙ্কর) হইলে এবং নিত্য তৎপর থাকিলে তবেই যোগক্ষেম তিনি সিদ্ধ করেন কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশিষ্ট যোগক্ষেম এবং তাহা ঐ সাধনের দ্বারা স্বভাবতঃই হয়। অনন্যচিত্ত হওয়া যে কত দুষ্কর ও দীর্ঘকালিক সাধনসাধ্য তাহা করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে। 'সমস্ত ধর্ম ছাড়িয়া একমাত্র আমার শরণ লইলে আমি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব'। (গীতা ১৮।৬৬)। সব ছাড়িয়া ভগবানে শরণ লইলে (কত কষ্টে কত কালে তাহা ঘটিবে সম্ভাবনা, এক মিনিট চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবে) স্বভাবতঃই দুঃখমুক্তি হয়। 'অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।' (গীতা ১২।৭)। এখানেও সাধনের দ্বারা সিদ্ধি বলা হইয়াছে বিনা সাধনে সিদ্ধি কুত্রাপি বলা হয় নাই সম্ভবও নহে।

যদি বল তাঁহাকে ডাকিলে পর তিনি কৃপা করিয়া মুক্ত করিয়া দিবেন তাহাতেও সাধন আছে, কারণ তাঁহার মত ডাকা মহা সাধনসাধ্য। আর যদি বল অহৈতুকী কৃপাতে তিনি মুক্ত করিয়া দিবেন (কৃপাযোগ্য হই বা না হই) তবে যখন অনাদিকালে তাহা ঘটে নাই তখন অনন্তকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পরন্তু তাহাতে ভগবানকে পক্ষপাতী করা হয় এবং ঐরূপ সত্য হইলে কেহই ধর্ম চেষ্টা করিবে না। যদি বল যোগ্য হইলেই তিনি কৃপা করিবেন তাহা হইলেও সাধন আসিতেছে, কারণ, সাধন ব্যতীত কিরূপে যোগ্য হইবে?

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥" (গীতা ১২।৮) ইহাতেও সাধনের দ্বারা স্বভাবতঃই সিদ্ধি হয় বলা হইল।

১০। **চরম বিশ্লেষ কাহাকে বলে?** পুরুষ ও ত্রিগুণ এই তত্ত্বত্রয়ে। বিশ্বকে বিশ্লেষ করা যে চরম বিশ্লেষ বা ultimate analysis এরূপ বলা হয় উহা মনুষ্যের বর্তমান জ্ঞানের চরম হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইতে পারেন যিনি উহা অপেক্ষাও উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষ করিতে পারিবেন, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কখনও যে উহা অপেক্ষা উচ্চ বিশ্লেষ আবিষ্কৃত হইবে না তাহার প্রমাণ কি?

তোমার কথাই তাহার প্রমাণ। সব জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ নিয়ম নাই। অনন্ত অপেক্ষা বড় অন্ত বা অপেক্ষা অধিক কি কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে? শূন্য অভাব নাই, অসত্তা ভাব হয় না এবং ইহা কি কেহ কখনও খণ্ডিত করিতে পারিবে? ইহা যেমন কোন ভবিষ্যৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আবিষ্কার করিতে পারিবে না বলিতে হইবে উহাও সেইরূপ। বুদ্ধি থাকিলেই প্রকাশ বা সত্ত্বগুণ আছে আবিষ্কার থাকিলেই ক্রিয়া বা রাজসগুণ থাকিবে, আর ক্রিয়া থাকিলেই তাহার পশ্চাতে ও পরে জড়তা বা তমোগুণ থাকিবে এবং আবিষ্কর্তা ব্যক্তিও থাকিবে। অতএব তোমারই কথায় যখন সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ এবং জ্ঞাতা পুরুষ থাকিবে, তাহাদিগকে এখনও যেমন বিশ্লেষ করিতে পার না তখনও সেইরূপ পারিবে না। যদি পারিবার সম্ভাবনা আছে বল, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে কিরূপ দ্রব্যে বিশ্লেষ করা সম্ভবপর। যদি তাহা না দেখাইতে পার অথচ যদি বল অন্য কিছুতে বিশ্লেষ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই 'অন্য কিছু' একটা সত্তা হইবে, সত্তা অর্থে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহভাবী ক্রিয়া ও জড়তা। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিনগুণ এবং তাহাদের দ্রষ্টাকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি বল 'আমাদের ভাষা নাই বলিয়া আমরা সেই বিষয় বলিতে পারি না' তাহা হইলে তোমার চুপ করিয়া থাকাই উচিত। ভাষা নাই অথচ ভাষা প্রয়োগ করা যে কিরূপ অন্যায় আচরণ তাহা বুঝিয়া দেখ, অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি অপেক্ষা বিশ্বের উচ্চ বিশ্লেষ এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কাহারও করিতে পারার সম্ভাবনা নাই।

১১। **ভাল ও মন্দ** — ঈশ্বরকে শুধু ভাল বলি কেন? তিনি ভাল-মন্দ এই দুইতেই ত আছেন? ভালমন্দের মানেও কি?

উত্তরে জিজ্ঞাস্য, ভাল-মন্দ কাহাকে বল?—বলিতে হইবে আমরা যাহা চাই তাহাই ভাল, আর যাহা চাই না তাহাই মন্দ। আমরা সুখশান্তি চাই, অতএব সুখশান্তি ভাল এবং অসুখ ও অশান্তি মন্দ। একই দ্রব্য ও আচরণ কাহারও কাছে ভাল হইতে পারে ও কাহারও নিকটে মন্দ হইতে পারে, অতএব দ্রব্য ও আচরণের ভিতর ভালমন্দ নাই। যে দ্রব্য ও আচরণ হইতে যাহার সুখ হয় তাহাই তাহার কাছে ভাল এবং যাহা হইতে দুঃখ হয়, তাহাই তাহার কাছে মন্দ। আবার কোনও দ্রব্য ও আচরণ হইতে যদি দুঃখ অপেক্ষা বেশী সুখ হয় তবেই তাহার কাছে তাহা অধিকতর ভাল এবং বিপরীত হইলে অধিকতর মন্দ। এই জন্য আমরা যে-সব আচরণ ও দ্রব্য হইতে অধিকতর সুখ হয় তাহাকে ভাল আচরণ ও ভাল দ্রব্য বলি, আর, যাহা হইতে অধিকতর

ঘটনারূপ কারণ হইতে এই বৈচিত্র্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থ কি?—পারিপার্শ্বিক ঘটনার জ্ঞান হইতে ভাল-মন্দ জ্ঞান হয়, পরে বিচারাদি করিয়া ভালর দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা হয়। তাদৃশ ইচ্ছার নামই পুরুষকার। অতএব পুরুষকার-কৃত এবং পূর্ব্ব-সংস্কারাধীন এই দুইপ্রকার কর্ম্মই আছে।

কোনও এক বিষয়ে পুরুষকার করিলে তাহার অনুভূতি হয় এবং সেই অনুভূতির সংস্কার হয়। সেই সংস্কারের দ্বারা ঐ পুরুষকারের বিরোধী সংস্কার ক্ষীণ হয় তাহাতে সেই বিষয়ক পরবর্ত্তী পুরুষকার অধিকতর স্বাধীনতার ধারণ করে অর্থাৎ তদ্দ্বারা সঙ্কল্পিত বিষয় অধিকতর সিদ্ধ হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পুরুষকার বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অভীষ্টসাধন করে। যেমন, একজনের সঙ্কল্প দশ ঘণ্টা আসনে বসিব। প্রথম দিন সে দুই ঘণ্টা আসন করিল, পরে বারংবার অভ্যাসরূপ পুরুষকার করিতে করিতে সে সঙ্কল্পিত দশ ঘণ্টা সময় একাসনে বসিতে পারিল, তখন বলিতে হইবে তাহার পুরুষকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন বা নিজের অধীন বা সঙ্কল্পানুরূপ হইয়াছে। পরমার্থবিষয়ে পুরুষকারই প্রধান পুরুষকার। চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধ হয়, অতএব ইচ্ছামাত্রই যখন চিত্ত সম্যক্ রোধ করা যায়, তখনই পুরুষকার সমাপ্ত হয়।

আবার যদি এরূপ শঙ্কা করা যায় যে, ভবিষ্যতের কোন কোন ঘটনা যখন ঠিক ঠিক জানা যায় তখন ভবিষ্যৎটা ধ্রুব-স্থায়ী বা বাঁধা আছে, স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকার বলিয়া কিছু নাই।

এই শঙ্কা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভবিষ্যৎটা যদি জানা না যাইত তাহা হইলে তাহা বাঁধা হইত না, অথবা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা পূর্ব্ব হইতে বাঁধা আছে এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে স্বাধীন ইচ্ছার কি কোনও কারণ নাই? উহা যদি নিষ্কারণে হইত তাহা হইলে ঐ শঙ্কা সঙ্গত হইত। কিন্তু কোনও ঘটনা কারণ ব্যতীত ঘটে না, স্বাধীন ইচ্ছারও কারণ আছে—তাহা বিচারাদিপূর্ব্বক হয়। সংস্কারবশে না করিয়া বিচারপূর্ব্বক করাই স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকার। সবই কারণ-কার্য্য-নিয়মেই ঘটে। অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যথাযোগ্য কারণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষকারের অপলাপ করার বাদ আছে। শ্রামণ্যফল-সূত্রে আছে যে, বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবিক গোসাল বলিতেন 'নত্থি অত্তকারে, নত্থি পরকারে, নত্থি পুরিসকারে, নত্থি বলং, নত্থি বীরিযং, নত্থি পুরিসথামো, নত্থি পুরিস পরক্কমো। সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে জীবা অবসা, অবলা, অবীরিযা নিযতি-সঙ্গতি-ভাবপরিণতা * * *" অর্থাৎ আত্মকার পরকার নাই, (নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা কিছু হয় না) পুরুষকার নাই, বলবীর্য্য নাই, প্রাণীর দৈহিক শক্তি ও পরাক্রম নাই। সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বজীব অবশ, অবল, বীর্য্যহীন এবং নিয়তি ও সঙ্গতি (যেমন মিলন) এবং ভাবের দ্বারা পরিণত হইয়া চলিতেছে। জৈন পুস্তক হইতে জানা যায় যে আজীবকদের (ইহাদের মত এখন অল্পই জানা যায়) সাধন এইরূপ ছিল, যথা—ছয় মাস মাটিতে শুইয়া থাকিবে, পরে ছয়মাস কাঠের উপর শুইয়া থাকিবে, পরে ছয় মাস কণ্টকযুক্ত স্থানে শুইয়া থাকিবে, বরফ জল পান করিবে ইত্যাদি। গোসাল এক কুম্ভকার স্ত্রীলোকের বাড়ীতে থাকিয়া ঐসব সাধন করিয়াছিলেন। এখন বিচার্য্য—

কেহ তৃণ মাস শুইয়া থাকিলে তাহার উঠিবার প্রবৃত্তি হয় কি না, এবং সেই প্রবৃত্তিকে ধৈর্য্য-বীর্য্যের দ্বারা দমন না করিলে কেহ তৃণমাস বা দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে পারে কি না—অতএব ইহাতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের নিশ্চিত ঐ পুরুষকার আছে।

কোন কোন ঈশ্বরবাদীও নিজেদের উপপত্তিবাদের জন্য জীবের পুরুষকার স্বীকার করেন না। তন্মধ্যে যাঁহাদের মতে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরের পুরুষকার যদি থাকে (নচেৎ ঈশ্বরকে অদৃষ্টের বশ হইতে হয়) তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বর যখন এক তখন জীবেরও পুরুষকার আছে এবং পুরুষকার ছাড়া আর অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই।

আর, যাঁহারা জীবেশ্বরের ভেদবাদী এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতার ও কৃপার জন্য প্রার্থনা করেন তাঁহাদেরও ঐ কর্ম পুরুষকার ছাড়া আর কি হইবে? (বাহ্যকারণেও কর্ম ও কর্মফল নিয়ন্ত্রিত হয় তদ্বিষয়ে 'কর্মপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য)।

১১। **ঐশ অনুগ্রহ কিরূপ।** যোগশাস্ত্রে না থাকিলেও যোগভাষ্যে (১।২৫) আছে যে অনাদিমুক্ত ঈশ্বর কল্পান্তে সংসারী জীবদের অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার করেন, অতএব অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার মন ও সঙ্কল্প ছিল এবং থাকিবে ইহা বলিতে হইবে-না কি?

অনাদি-অনন্ত কালসম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলে সাবধান করিতে হয়, কারণ চিত্তের এমন এক অবস্থা আছে যেখানে অতীত-অনাগত কালরূপ বৈকল্পিক জ্ঞান থাকে না, যেখানে সবই বর্ত্তমান অনাদি অনন্ত কাল যেখানে একই ক্ষণমাত্র (৩।৫৪)।

মুক্তি অন্যের নিকট হইতে পাইবার জিনিষ নহে, নিজেকেই তাহা অর্জন করিতে হয়। মুক্তি-প্রাপক জ্ঞানই অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য। যিনি সর্ব্বোৎকর্ষযুক্ত তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানই পাওয়া যাইবে—তাহাই বিবেক জ্ঞান (২।২৬), যদ্দ্বারা সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। আর যিনি সেই মহাজ্ঞান ধারণ করিবার উপযোগী হইবেন তিনিও অবশ্যই তদনুযায়ী চিত্তোৎকর্ষযুক্ত সাধক হইবেন। অতএব ভাষ্যোক্ত 'সংসারী' অর্থে কেবলমাত্র বিবেকখ্যাতি যাঁহার অবশিষ্ট আছে এরূপ সাধক। বিবেকের দ্বারা চিত্তনিরোধ না হইলে সংসরণ বা জন্ম-মৃত্যু হইবেই সেজন্য ঐ মহাসাধকও সংসারী।

যোগভাষ্যেই (১।২৯) ঈশ্বরের লক্ষণে তাঁহাকে 'কেবল', অর্থাৎ চিত্ত হইতে মুক্ত, পুরুষ বলা হইয়াছে। অতএব সূত্রকারের ও ভাষ্যকারের অভিমত একই। ঈশ্বরানুগ্রহ কিরূপে প্রাপ্য তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। বিবেকখ্যাতির অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থায় সাধকের অক্রম বা ত্রিকাল-জ্ঞান হয় (৩।৫২ ও ৩।৫৪)। তাঁহার নিকট অতীতানাগত ভেদ থাকে না তাঁহার কাছে সবই বর্ত্তমান। ঐ অবস্থা লাভ করিলেই সাধক অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ঈশ্বরানুগ্রহরূপ বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎ বর্ত্তমান-রূপেই পাইবেন। একজন রুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন পরে চিত্তমুক্ত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞান-দান করিলেন—এরূপ তাঁহার মনে হইবে না। মনের যে স্তরে অতীতানাগতরূপ ভেদজ্ঞান থাকে সেখানেই ঐরূপ ধাঁধা দেখা দেয়। যেমন স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইলে তাহা বর্তমানেই হয়, অন্তর্বর্ত্তী ক্রম লক্ষ্য হয় না ঐ অবস্থাতেও সেইরূপ জ্ঞান হয়।

আরও বুঝিতে হইবে যে 'মুক্ত ঈশ্বরে প্রণিধিপরায়ণ সত্ত্বোৎকর্ষযুক্ত সাধকের বিবেকজ্ঞান লাভ হউক' এইরূপ সঙ্কল্পযুক্ত ঐশ নিয়মন সর্বকালেই ছিল এবং থাকিবে। যে নিয়ম সর্ব-কালেই ঘটে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মেরই সমতুল্য অর্থাৎ ঐরূপ ঈশ্বরপরায়ণ সাধকের ঐরূপ

নিয়মে পরিশেষে বিবেকলাভ হইয়া মুক্তি ঘটিবেই যেমন ভক্তবাদীদের হইয়া থাকে। ১।২৯ ভাষ্যে সেই কথাই আছে।

যখন জগদন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভদেবের ঐশ সঙ্কল্পে চালিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় জীবের চিত্তের উত্থান হয় তখন প্রলয়কালে বাহ্য বিষয় সংহৃত হওয়াতে তাহারা মোক্ষবৎ লীনচিত্ত অবস্থায় থাকিবে, যথা—"স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা।। (মহাভা° শান্তিপর্ব)" কিন্তু বিবেক-জ্ঞান না হওয়াতে উহা শাশ্বত হইবে না, সেইজন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বিবেকজ্ঞান-লাভের অপেক্ষা আছে বলিয়া মুক্ত কারুণিক ঈশ্বরের প্রভাবে বিবেকলাভ করত তাঁহারা (অর্থাৎ যে সাধকেরা ঈশ্বরের নিকট হইতে বিবেকলাভ করিতে সর্গারম্ভিতবুদ্ধি) উদ্ধারা "প্রবিশন্তি পরং পদম্"।

কর্ম্মপ্রকরণ

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।। গীতা।
নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ, কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। সাংখ্যসূত্রম্।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।। শান্তিশতকম্।

অনুক্রমণিকা

শরীরধারণ, তাহার স্থিতিকাল, অবস্থান্তরতা ও মৃত্যু এবং অন্তঃকরণের সঙ্কল্প-কল্পনা, রাগ-দ্বেষ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিক্রিয়া যে সর্বদা ঘটিতেছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষত দেখিতে পাই। শুধু ভৌতিক বাহ্য কারণেই যদি ঐ সব ঘটিত তাহা হইলে প্রাকৃত বিজ্ঞানেই সব মীমাংসিত হইতে পারিত কিন্তু দেহের ও অন্তঃকরণের পরিণাম বাহ্য কারণেও যেমন ঘটে আন্তর কারণেও তেমনি ঘটে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তথ্য। এই সব কারণ কথপ্রকার তাহারা কোথায় কিরূপে থাকে এবং কিরূপেই বা কার্য্য উৎপাদন করে উহাদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব আছে কি না, থাকিলে তাহা কিরূপ প্রণালীতে—এইসকল অত্যাবশ্যক প্রশ্নের মীমাংসাই কর্ম্ম তত্ত্বের প্রতি-পাদ্য বিষয়।

শুধু ঘটনাকে জানিলে, কিন্তু ঘটনার কারণ না জানিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। জ্বর-বিকার সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য ঘটনা, কিন্তু তাহার কারণ

না জানিলে যথেষ্ট প্রতিষেধের ব্যবস্থা হইতে পারে না। কর্মতত্ত্ব হইতে আমরা আমাদের শারীর ও আন্তর বিকারের মূল কারণের সন্ধান পাই, নিয়মভোগ হইতে নির্বাণলাভ পর্যন্ত সবই যে জীবের কর্মসাপেক্ষ তাহারও প্রমাণ পাই।

কারণ-কার্য-নিয়ম যেমন প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তি কর্মবিজ্ঞানের মূলেও যে ঠিক সেই নিয়ম, তাহা অকাট্য যুক্তির দ্বারা সংস্থাপিত করাই কর্মবাদের বিশেষত্ব। সেজন্য ইহাতে অন্ধবিশ্বাস, নাস্তিক্য অথবা ভাগ্যবাদের স্থান নাই।

স্মরণ রাখিতে হইবে সব বিজ্ঞানেই যেমন সাধারণ নিয়ম স্থাপিত করা হয় কর্মবিজ্ঞানেও তেমনি কর্ম ও তাহার বিপাকের সাধারণ নিয়মই বলা হয়। জলীয় বাষ্প হইতে মেঘ হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়—এই সাধারণ নিয়মই বিজ্ঞান হইতে প্রাপ্তব্য। কিন্তু ঠিক কোন্ গ্রামে, কোন্ সময়ে ও কত পরিমাণ বর্ষণ হইবে তাহা বলা অসাধ্য—অর্থাৎ সেজন্য এত বেশি কারণ জানিতে হইবে যাহা জানিতে যাওয়া সময়ের অপব্যবহার মাত্র। তেমনি কর্মতত্ত্বও সাধারণ নিয়মই নির্দেশিত হয়, তবে জীবনপথে চলিবার জন্য তদ্বিষয়ে যতটা জ্ঞান আবশ্যক তাহা আমরা উহা হইতে যথেষ্টই পাইতে পারি।

যে মুমুক্ষুর হৃদয়ে এই প্রকার কর্মবিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই যথার্থ আরণ্যক বা উপনিষদের ভাষার স্পষ্ট হইবার উপযোগিতা লাভ করেন।

১। লক্ষণ

১। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের যে নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে (জ্ঞান, ইচ্ছা, ধৃতি বা চেতনাসপার্শিষ্ট এই করণক্রিয়া) যাহা হইতে তাহাদের অবস্থান্তরতা হয় তাহা কর্ম। এই ক্রিয়া দুই প্রকার—(১) প্রাণী যে চেষ্টা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূর্বক করে, অথবা কোন বলবৃত্তির প্রলোভনায় করে। (২) যে ক্রিয়া অনিচ্ছিত ভাবে হয় অথবা প্রাণী যাহা কোন প্রবল কারণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে অথবা ইচ্ছার অনধীন বাহ্য কারণের দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া প্রাণীর যে করণ-ক্রিয়া হয়। প্রলোভনায় করা কর্মে তথায় প্রবৃত্তিকে দমন করার কিছু চেষ্টা থাকে।

২। প্রথমজাতীয় ক্রিয়ার নাম পুরুষকার। দ্বিতীয়জাতীয় ক্রিয়ার নাম অদৃষ্ট-ফল কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম এবং যদৃচ্ছা (২০ প্রকঃ দ্রষ্টব্য)। যাহা করিলেও করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি তাহা পুরুষকার, আর যে চেষ্টা বলবানের দ্বারা বাধ্য করিলেই করিতে হইবে তাহার নাম প্রারব্ধ বা অদৃষ্টফল কর্ম। মানবের অনেক মানসিক চেষ্টা পূর্বসংস্কার এবং শরীরের অনেক চেষ্টা প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। সমস্ত প্রবৃত্তির প্রতিকূলে করিবার যে চেষ্টা তাহাই পুরুষকার।

ইচ্ছাই প্রধান কর্ম। জ্ঞানপূর্বক কর্মস্থিতি। অর্থাৎ ইচ্ছা হইতে চেষ্টা। ইচ্ছার নিমিত্ত এক জ্ঞেয় ভাবের জ্ঞান (স্মরণজ জ্ঞান বা নূতন জ্ঞান) চাই, সেই মানস বিষয় (কল্পনা) যুক্ত ইচ্ছার নাম সংকল্প। ইচ্ছার দ্বারাও আবার জ্ঞান ও সংকল্প উঠিতে পারে। অন্যদিকে ইচ্ছার দ্বারাও সমস্ত শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সমাধানযোগের নাম অবধান। কর্মেন্দ্রিয়গণ ও প্রাণের সহিত

মনঃসংযোগের দ্বার কৃতি। প্রাণের অপরিদৃষ্ট চেষ্টাও মনঃসংযোগে হয়, শ্রুতিও বলেন "মনোকৃতেনায়াত্যস্মিন্‌শরীরে।"

মনে স্বতঃ যে চিন্তাপ্রবাহ (জ্ঞানকল্পনাদি) চলিতেছে তাহাও যখন যোগজ ইচ্ছার দ্বারা রোধ করা যায় তখন বলিতে হইবে উহারাও ইচ্ছামূলক। কোনও ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাহা অস্বাধীন ইচ্ছায় পরিণত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের স্বতঃ চেষ্টাসকলও হঠযোগের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক রোধ করা যায়, অতএব উহারা অস্বাধীন চেষ্টা হইলেও মূলতঃ ইচ্ছার অনধীন নহে। এইরূপে ইচ্ছাই প্রধান কর্ম্ম। সেই ইচ্ছা পূর্ব্ব সংস্কারবিশেষে যখন যা যতখানি আমাদের অনধীন হইয়া কার্য্য করিতে থাকে তখন তাহাই অদৃষ্ট বা ভোগ-ভূত কর্ম্ম; আর, সেই ইচ্ছা যখন যথবা যতখানি আমাদের অধীন হইয়া অর্থাৎ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে, তাহাই পুরুষকারস্বরূপ কর্ম্ম।

ফলত ইচ্ছাই কর্ম্মের উপাদান বা কর্ম্মস্বরূপ যেমন, মাটি ঘটাদির উপাদান, সেইরূপ। ইচ্ছা নিয়ত কর্ম্মরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রাণীর ন্যায় অনাদি কাল হইতে আছে ('শব্দাদিজ্ঞান' প্রকরণে § ১২ পুরুষকার দ্রষ্টব্য।)

ভোগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক—অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ, আর—সুখ ও দুঃখ-ভোগ। পূর্ব্ব সংস্কারের সম্যক্‌ অধীন চেষ্টাই ভোগরূপ কর্ম্ম তাহার নামও কর্ম্ম কিন্তু পুরুষকারই মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। ভোগরূপ এই ক্রিয়াসকল (হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া) জাতিনামক আরব্ধ কর্ম্মফলের অন্তর্গত, সুতরাং তাহারা কর্ম্মফলের ভোগবিশেষের সহভাগী চেষ্টা।

৩। ত্রিগুণের চলস্বভাব ভূত ও করণ সকলই নিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে, ইহাই পরিণামের মূল কারণ। করণসকল ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ সংযোগ মাত্র, পরিণাম অর্থে সেই সংযোগের পরিবর্ত্তন। তন্মধ্যে অস্বাধীন মানসিক পরিণামই ভোগ বা অদৃষ্ট-ফলা চেষ্টা বা পূর্ব্বাধীন আরব্ধ কর্ম্ম।

দেহধারণের জন্য যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবশ্যকার্য্য চেষ্টাসকল করিতে হয় তাহা এই ভোগ-ভূত আরব্ধ কর্ম্মের উদাহরণ। হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়ার ন্যায় স্বতঃ, ইচ্ছার অনধীন, শারীর ক্রিয়াসকল জাতিরূপ কর্ম্মফলের অন্তর্গত কর্ম্ম।

৪। পুরুষকারের দ্বারা সেই সাংসিদ্ধিক পরিণাম দ্রুত, নিয়মিত অথবা ভিন্ন পথে চালিত হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্ব্বিশেষে নিহিত, সেইরূপ পুরুষকার এবং মানসিক কর্ম্মেরও মধ্যের ব্যবধান অনির্দ্দেশ্য, তবে উভয় পার্শ্ব বিভিন্ন বটে।

৫। ঐ ঐ কর্ম্ম পুনশ্চ দুইপ্রকার দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। এই বিভাগ ফলের সময়ানুযায়ী। যাহা বর্ত্তমান জন্মে কৃত এবং যাহার ফল বর্ত্তমান জন্মে ব্যক্ত হয় তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়। যাহার ফল ভবিষ্যৎ জন্মে ব্যক্ত হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়, এতাদৃশ কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মের অথবা পূর্ব্ব জন্মের হইতে পারে।

৬। সুখ-দুঃখ-রূপ ফলানুসারে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ বিভক্ত, যথা—শুক্ল কৃষ্ণ শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। সুখফল কর্ম্ম শুক্ল, দুঃখফল কর্ম্ম কৃষ্ণ, মিশ্রফল কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম সুখ-দুঃখ-শূন্য শান্তিফল।

প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত এই তিন প্রকারেও কর্ম্ম বিভক্ত হয়। যাহার ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ, যাহা বর্ত্তমান জন্মে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মাণ এবং যাহার ফল বর্ত্তমানে আরব্ধ হয় নাই তাহা সঞ্চিত।

২। কর্ম্মসংস্কার

৭। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের অনুভূতির ছাপ অন্তঃকরণের ধারিণী শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে। কর্ম্মের এই আহিত অবস্থার নাম সংস্কার। মনে কর একটি বৃক্ষ দেখিলে, পরে চক্ষু মুদিয়া সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অনুরূপ ভাব ধৃত হইয়া থাকে। তদ্রূপ চেষ্টারও সেইরূপ আহিত ভাব থাকে। সাধারণতঃ কর্ম্মের সংস্কারও কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

৮। অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ্ম ভাবই সংস্কার। সমস্ত অনুভূত বিষয়ই সংস্কাররূপে থাকে, তাহাতেই তাহাদের স্মরণ হয়। যদি বল, কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হয় না দেখা যায়, উহা ঐ বিষয়ের অপরাধ মাত্র। চিত্তের ধৃতিশক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয়ই ধৃত হয়, বিস্মৃতির কারণ থাকিলে কোন কোন স্থলে সেই ধৃত বিষয়ের স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির কারণ যথা—(১) অনুভবের অতীব্রতা, (২) দীর্ঘকাল, (৩) অবস্থান্তর-পরিণাম, (৪) বোধের অনির্ম্মলতা, (৫) উপলক্ষণাভাব। বিস্মৃতির কারণ না থাকিলে, অর্থাৎ তীব্র অনুভব, অল্প কাল, সদৃশ চিত্তাবস্থা *, বিষয় বিশেষতঃ সমাধি-নির্ম্মল বোধ এবং উপলক্ষণ, এই সকলের এক বা বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলে সমস্ত অন্তর্নিহিত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে (পরে দ্রষ্টব্য)।

৯। জীব যেমন অনাদি তেমনি এই সংস্কারও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ—শুধু স্মৃতিফল বা স্মৃতিহেতু এবং জাতি, আয়ু ও ভোগফল বা ত্রিবিপাক। যে সংস্কারের দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি কোনও এক বিশেষ আকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা আকারিত হইয়া বিশেষ প্রকার জাতি, আয়ু ও ভোগ হয় তাহা স্মৃতিহেতু। আর, যাহা অভিসংস্কৃত করণশক্তিস্বরূপ হইয়া সব চেষ্টার কারণস্বরূপ হয় এবং করণবর্গের প্রকৃতির আমূলিক পরিবর্ত্তন করে তাহাই ত্রিবিপাক।

স্মৃতিমাত্রফল ঐ সংস্কারের নাম বাসনা, তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের অনুভব হইতে হয়। ত্রিবিপাক সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়। পুরুষকার ও ভোগভূত অস্বাধীন কর্ম্ম, এই উভয়ই ত্রিবিপাক। (যোগদর্শন ২।১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

৩। কর্ম্মাশয়

১০। কর্ম্মশক্তি সমস্ত করণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার হয় তদ্দ্বারা পরের কর্ম্ম কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে হয়, এই সংস্কারযুক্ত কর্ম্মশক্তিই কর্ম্মাশয়। তাহা ত্রিবিধ—জাতিহেতু আয়ুর্হেতু ও ভোগহেতু। যেমন এক মানবশরীর, উহার সমস্ত যন্ত্রের কর্ম্ম হইতে শরীরধারণ হয়। কোন এক জন্মে পূর্ব্বানুরূপ অথবা নূতন কিছু কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা যে কর্ম্মসংস্কার হয় তাহা হইতে পরে তদনুরূপ কর্ম্ম হইতে থাকে। অতএব শুধু কর্ম্মশক্তি কর্ম্মাশয় নহে, উহা স্বাভাবিক আছে। প্রত্যেক জন্মে আচরিত নূতন সংস্কারের

* উৎস্বপ্ন বা Somnambulistic অবস্থায় লোকে যাহা কাম করে পরে সেইরূপ অবস্থায় অনেক সময়ে ঠিক সেই রকম কায করে। উহা সদৃশ চিত্তাবস্থার স্মৃতি উঠার উদাহরণ। হঠাৎ বহু পূর্ব্বের কোন ঘটনার স্মরণ হওয়াও এইরূপ সদৃশ চিত্তাবস্থা হইতে হয় কারণ উপলক্ষণাদি না থাকিলে কেন হঠাৎ স্মৃতি উঠিবে।

যাহা অভিসংস্কৃত কর্ম্মশক্তিই কর্ম্মাশয়। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—জল কর্ম্মশক্তি, তাহা বাটি, ঘটি, কলস আদিতে থাকিলে যে তদাকার হয় সেইরূপ ঘটাকার, কলসাকার জলই কর্ম্মাশয়। আর, ঘটি, কলস আদি যাহার দ্বারা জল আকারিত হয় তাহা বাসনা।

১১। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রচিত বাসনার মধ্যে, কতকগুলি বাসনার সহায়ে যে ত্রিবিপাক কর্ম্মসংস্কারসকল কোন একটি জন্মের কারণ হয় তাহা সেই জন্মের কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় একভবিক অর্থাৎ প্রধানতঃ একজন্মে বিশেষত অনন্তরিত পূর্ব্ব জন্মে, সঞ্চিত। কোন একটি জন্মের আচরিত কর্ম্মের সংস্কারসমূহ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মীয় সংস্কারাপেক্ষা স্ফুটতা-নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই তৎপরবর্ত্তী জন্মের বীজস্বরূপ হয়, ঐ বীজই কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় একভবিক ইহা প্রধান নিয়ম। বস্তুতঃ পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারের কিছু কিছু কর্ম্মাশয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মীয় সংস্কার কর্ম্মাশয় হয়, তেমনি যে জন্ম কর্ম্মাশয়ের প্রধান জনক সেই জন্মেরও কিছু কিছু সংস্কার কর্ম্মাশয়ে প্রবেশ করে না; তাহা সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

যাহারা শৈশবে মৃত হয় তাহাদের পূর্ণ বয়সাচিত কর্ম্মের সংস্কার কর্ম্মাশয়রূপে থাকিয়া যায়। তাহা সুতরাং পরজন্মের বীজভূত কর্ম্মাশয় হয়। ইহাতেও একভবিকত্ব নিয়মের অপবাদ হয়।

১২। কর্ম্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্র জাতীয় বহুসংখ্যক সংস্কারের সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান বা সহকারী। যে সমস্ত কর্ম্মাশয় প্রথমে ও প্রকৃষ্টরূপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান। যে কর্ম্মাশয় স্বীয় অনুরূপ এবং প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহকারিরূপে ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম্ম হইতে বা তীব্ররূপে অনুভূত ভাব হইতেও প্রধান কর্ম্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্ম্মাশয় হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিলে সাধারণতঃ কর্ম্মাশয় বুঝায়।

১৩। সমগ্র কর্ম্মাশয় মৃত্যুর সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই জন্মে আচরিত কর্ম্মের সংস্কারসকল চিত্তে যেন যুগপৎ উদিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কারসকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন কোন অনুরূপ সংস্কার আসিয়া যোগ দেয়, এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিরূপ সংস্কার অভিভূত হইয়া থাকে। বহু সংস্কার যেন যুগপৎ এককালে উদিত হওয়াতে তাহা যেন পিণ্ডীভূত হইয়া যায়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারসমষ্টি বা কর্ম্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদিত হইয়া মরণ-সাধনপূর্ব্বক অনুরূপ শরীর উৎপাদন করে, ইহা একটি জন্ম। এইরূপে কর্ম্মাশয় জন্মের কারণ হয়।

১৪। মরণকালে জ্ঞানবৃত্তি বহির্বিষয় হইতে অপসৃত হওয়াহেতু কেবলমাত্র অন্তঃবিষয়ালম্বিনী হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আন্তর বিষয়ালম্বিনী হইলে সেই বিষয়ের প্রতি স্ফুটজ্ঞান হয়। সুতরাং মরণকালে অন্তর্বিষয়-সকলের স্ফুট জ্ঞান হয়। অন্তর্বিষয়ের জ্ঞান অর্থে সংস্কারাহিত বিষয়ের অনুভব বা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। অর্থাৎ জীবনকালে জ্ঞানশক্তি দেহাভিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে, কিন্তু মরণের সময়ে দেহাভিমানের দ্বারা অসঙ্কীর্ণ হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অতীব বিশদ হয়। সেই বিশদ জ্ঞানশক্তি তখন বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য হওয়াতে তদ্দ্বারা অন্তর্বিষয়সকল স্ফুটরূপে অনুভূত হয়। মরণকালে আজীবনের ঘটনার স্মরণ হইবার ইহাই কারণ।

মরণকালে যাহা হয় তদ্বিষয়ে যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন (২।১৩) "তস্মাৎ জন্ম-প্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ * * * প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি।" প্রাচীন এই আর্ষ বাক্যের ঘটনা-প্রমাণ De Quincey তাঁহার Confessions of an English Opium Eater গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়া জলে ডুবিয়া উদ্ধৃত হন। জলমগ্না মৃতবৎ হইলে তাঁহার আজীবনের সমস্ত কার্য্য অল্পকালের মধ্যে যেন যুগপৎ স্মরণ হয় ('She saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten incidents, * * not successively *but simultaneously*")। Night Side of Nature পুস্তকে Seeress of Prevorst নামক এক ব্যক্তি উল্লেখের যোগ্য, যিনি লোকের মৃত্যুকালে ও সকল লোকের দৈহিক ঘটনা যথাযথ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে যথা—'And this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst, and other somnambules of the highest order, namely, that the instant the soul is freed from the body, it sees its whole earthly career in *a single sign*.....and *pronounces its own sentence*" (Chap. X). কর্ম্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ শর্মকগণের উক্তির দ্বারা উক্ত আর্ষ বাক্যের একরূপ সমাক্ পোষণ পাঠকের দ্রষ্টব্য। সকলের মনে রাখা উচিত, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা মরণকালে যথাযথ উদিত হইবে এবং যদি পাশব কর্ম্মের বাসনা সেই কর্ম্মাশয়ে থাকে, তবে পশুপ্রকৃতির আপূরণ হইয়া তিনি পরে পশু হইবেন। যদি দেবপ্রকৃতির উপযোগী কর্ম্মের বাসনা থাকে তবে দৈব, এবং নারক কর্ম্মে নারক শরীর হইবে। অতএব গীতার "যং যং বাপি" ইত্যাদি উপদেশ স্মরণ করিয়া "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" থাকিতে চেষ্টা করা উচিত, যেন মৃত্যুকালে কোন শ্রেয়ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়। শ্রুতিতেও আছে—"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য" (বৃহঃ উপঃ)।

৪। বাসনা

১৫। যেমন চেষ্টারূপ কর্ম্ম করিলে তাহার সংস্কার হয়, সেইরূপ সুখদুঃখ অনুভব করিলে তাহারও সংস্কার হয়, অথবা দেহধারণ করিলে সেই দেহের প্রকৃতির এবং দেহের আয়ুর প্রকৃতিরও সংস্কার হয়—তাহারাই বাসনা।

১৬। সুখদুঃখের স্মরণ হয়। যে সংস্কারবিশেষের দ্বারা আকারিত বোধ সুখাকার বা দুঃখাকার হয় তাহা তাহাদের বাসনা। শারীর ক্রিয়াসকলের দ্বারাও (অর্থাৎ প্রত্যেক শারীর যান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের দ্বারাও) যন্ত্রসকলের আকৃতি-প্রকৃতির যে অস্ফুট বোধ হয় তাহা হইতেও সংস্কার হয়। আর শরীরধারণের যে কাল তদ্ব্যাপী বোধেরও সংস্কার হয়। এই ত্রিবিধ সংস্কারই বাসনা।

১৭। বাসনা হইতে কেবল তদাকার আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মফলাভিব্যক্তি হয় যেমন সুখভোগ হইতে সুখবাসনা। তাহা হইতে নূতন কোন সুখ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না কিন্তু তাহা হইতে নূতন বোধ যাহা হয় তাহা পূর্ব্বানুভূত সুখের অনুরূপ হয়। সেই সুখস্মৃতি হইতে রাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান হয়।

আর সেই স্বর্থময় চিত্তপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া নূতন স্বরূপ কর্ম্মফলও অভিব্যক্ত হয়। অতএব বাসনা কেবল স্মৃতিফল, তাহা জাতি আয়ু ও ভোগ এই ত্রিফল নহে।

১৮। বাসনা ত্রিবিধ—ভোগবাসনা জাতিবাসনা ও আয়ুর্বাসনা। ভোগবাসনা দ্বিবিধ—সুখবাসনা ও দুঃখবাসনা। সুখ ও দুঃখ না একপ্রকার বেদনা বা অনুভব আছে, তাহা ইষ্ট হইলে সুখের অন্তর্গত ও অনিষ্ট হইলে দুঃখের অন্তর্গত যেমন সুষুপ্তি ও মোহ। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় স্ফুট সুখ-দুঃখ-বোধ হয় না, কিন্তু তাহা ইষ্ট। মোহে সুখ-দুঃখ-বোধ না হইলেও তাহা অনিষ্ট। শরীরের সমস্ত বিশেষের বা অণু ও শেষ সমাবেশের যে ছাঁচরূপ ছাপ তাহাই জাতিবাসনা। পূর্ব্বোক্ত জাতিতে সে-দেহের যতদিন স্থিতি হইয়াছে তাহার ছাঁচরূপ ছাপ আয়ুর বাসনা। সুখ-দুঃখরূপ ভোগবাসনা যথা—সুখ-দুঃখ আমাদের শরীরের ও মনের বিশেষপ্রকার ক্রিয়া হইতে হয়, সেই ক্রিয়া যেখানে যাইয়া মনোগত যে ছাঁচরূপ সংস্কারে পড়িয়া সুখ বা দুঃখরূপ বেদনাতে পরিণত হয় বা অনুভবে প্রাপ্ত হয় তাহাই সুখ-দুঃখ বাসনা (ছাপ দুই রকম—ছাঁচরূপ ছাপ হইতে পারে এবং সাধারণ ছাপ হইতে পারে। বাসনা যে ছাঁচরূপ ছাপ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে)।

১৯। জাতিবাসনা মূলতঃ পঞ্চবিধ,—দৈব, নারক, মানব, তৈর্য্যক্ ও ঔদ্ভিদ। ঐ সকল দেহধারণ হইলে সেই দেহের সমস্ত করণ-প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার বিশেষের যে অনুভব হয়, তাহার সংস্কারই জাতিবাসনা।

২০। আয়ুর্বাসনা কল্পায়ু হইতে ক্ষণমাত্র শরীর-ধারণের অনুভূতিজাত অসংখ্য-প্রকার। বাসনাসকল অনাদি, কারণ মন অনাদি, তাহারা সেই কারণে অসংখ্য। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জন্মের (অতএব আয়ুর এবং ভোগেরও) বাসনা সদাই সর্ব্বব্যক্তিতে বিদ্যমান আছে।

২১। বাসনা কর্ম্মাশয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই উদ্বুদ্ধ বাসনাকে আশ্রয় করিয়া তখন কর্ম্মাশয় ফলবান্ হয়। বাসনা যেন ছাঁচের মত, আর কর্ম্মাশয় দ্রবধাতুর মত। বাসনা যেন ক্ষেত্র, আর কর্ম্মাশয় যেন তাহাতে প্রক্ষিপ্ত বীজ।

মনে কর, কোন মানুষ কুকর্ম্মবশে পশু হইল, পশুশরীরের সমস্ত কার্য্য মানবশরীরের দ্বারা হইবার নহে, তবে প্রধান প্রধান পাশবিক কর্ম্ম মানব করিতে পারে। তাদৃশ কর্ম্মের সংস্কার হইতে অবিগত পশুবাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। সেই পাশব বাসনাকে আশ্রয় করিয়া পশুজন্ম হয়। নচেৎ মানব-শরীর-ধারণের সংস্কার হইতে কদাপি পশুশরীর হওয়া সম্ভব নহে। পশুবাসনা থাকাতেই তাহা সম্ভব হয়। (যোঃ দঃ ৪।৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। কর্ম্মফল

২২। কোন কর্ম্মের সংস্কার যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থায় আবদ্ধ হয়, তদ্দ্বারা শরীরের যে বৈশিষ্ট্য হয় এবং শরীরাদিতে যাহা ঘটে, তাহাকে সেই কর্ম্মের ফল বলা যায়, তন্মধ্যে স্মৃতিফল বাসনার দ্বারা স্মরণবোধ তদনুরূপ আকারিত হয়, আর, ত্রিবিপাক কর্ম্মের সংস্কার আরূঢ় অবস্থায় আসিলে সেই কর্ম্মের সেরূপ প্রকৃতি, তদনুগুণ জাতি বা দেহ, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করে। স্মৃতিহেতু ও ত্রিবিপাক, এই উভয়বিধ সংস্কারের মধ্যে যাহা দৃষ্টজন্মেই আরব্ধ হয়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আর যাহা ভবিষ্য জন্মে আরূঢ় হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। চর্ম্মকে অত্যধিক ঘর্ষিলে কড়া হয়, বা ঘর্ষণকর্ম্মের দ্বারা চর্ম্মের

প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, এতাদৃশ কর্মফল দৃষ্টজন্মবেদনীয়ের উদাহরণ হইতে পারে। আর, বর্তমান আরব্ধ কর্মফলের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হওয়াতে যে কর্মের ফল ইহজন্মে ব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

২৩। ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয় হয়, বোধ হইতে বোধাশ্রয় হয় ও সর্ব করণগত প্রাণশক্তি হইতে দেহধারণ হয়। কর্মের দ্বারা সেই উদ্ভূয়মান ইন্দ্রিয়, বোধ ও শরীর বিভিন্ন আকার-প্রকার প্রাপ্ত হয় মাত্র, মূলতঃ সৃষ্ট হয় না। যেমন এক মেঘখণ্ড বায়ুর দ্বারা মূলতঃ সৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার আকার বায়ুর দ্বারা নিয়ত পরিবর্তিত হয়, কর্মরূপ বায়ুর দ্বারাও সেইরূপ অভিমানাধ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিবর্তন হয় মাত্র।

২৪। কর্মের ফল বা [illegible] সংস্কার-জনিত বলিয়া তিনপ্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সংস্কার হইতে করণসকলের যে যে বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকাশ হয়, এবং তৎফলে তদ্দ্বারা আকৃতির ও প্রকৃতির যে ভেদ হইয়া দেহজাত হয় সেই দেহই জাতিফল। সংস্কারের বলানুসারে বা অন্য (বাহ্য) কারণে যত কাল জাতি ও ভোগ ব্যক্ত থাকে, তাহার নাম আয়ু। আর, সংস্কারের প্রকৃতিবিশেষ অনুসারে যে সুখ, দুঃখ বা মোহরূপ বোধ হয়, তাহার নাম ভোগ।

২৫। পুরুষকার ও ভোগভূত এই উভয়বিধ কর্ম হইতেই কর্মাশয় হয়। প্রাণধারণকর্ম সাধারণ অবশ চিত্ত। স্বপ্নাবস্থার চিত্ত এবং সূক্ষ্মশরীরের কার্য ভোগভূত কর্মের উদাহরণ। ঐ সব কর্মেরও সংস্কার হয় এবং তদ্দ্বারা ঐ সব কর্ম চলিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার কর্মাশয়ে পুনঃ স্বপ্নাবস্থা চলে, সূক্ষ্ম শরীরের কর্মাশয়ে পুনঃ সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম চলে, ইত্যাদি।

৩। জাতি বা শরীর

২৬। জাতি বা দেহ প্রধানতঃ শরীরধারণরূপ ভোগভূত অপরিদৃষ্ট কর্ম হইতেই হয়। যদি সেই কর্ম সেই জাতির সমগুণক হয় তবে সেই জাতীয় দেহ হয়। আর পুরুষকার অথবা পারিপার্শ্বিক কারণে যদি সেই কর্ম অন্যরূপ হয় তবে তৎস্থানে অন্যরূপ দেহ হয়।

২৭। জাতির অসংখ্যতার এক হেতু এই যে, জীবনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। সেই হেতু বা ভিন্ন ভিন্ন লোকসকলে অসংখ্যপ্রকার প্রাণী থাকাই সম্ভবপর।

জাতি মূলতঃ দ্বিবিধ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। উদ্ভিজ্জ হইতে মানব পর্যন্ত প্রাণিগণ ইহলৌকিক। স্বর্গ ও নিরয়-বাসিগণ পারলৌকিক জাতি। পার্থিব জাতি তিন প্রকার, উদ্ভিজ্জাতি, পশুজাতি ও মানবজাতি। উদ্ভিজ্জে [illegible] তামসিকতার ও মানবজাতিতে সাত্ত্বিকতার সমধিক প্রাদুর্ভাব। পশুজাতি উদ্ভিদ্-সদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবসদৃশ উন্নত যোনি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোনও জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ শরীর হওয়া বিশেষ কর্মের ফল নহে কারণ উহা জাতিভেদ নহে। উহা পিতৃবীজের বৈশিষ্ট্য বা পারিপার্শ্বিক সংঘটন হইতে জনিত হয়।

২৮। অন্তঃকরণ ও ত্রিবিধ বাহ্যকরণ-শক্তির বিকাশের ভেদানুসারে জাতিভেদ হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জাতিতে প্রাণশক্তির সমধিক প্রবলতা। পশুজাতিতে কোন কোন কর্মেন্দ্রিয়ের ও নিম্নজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমধিক বিকাশ। মনুষ্যজাতিতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ-

শক্তিসকল প্রায় তুল্য-বিকশিত অর্থাৎ তুল্যবল ; পারলৌকিক জাতিতে অন্তঃকরণের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমধিক প্রাবল্য।

২৯। কর্ম্মাশয়ের দ্বারা করণ-শক্তিসকল যেরূপ প্রকৃতির হইয়া বিকাশোন্মুখ হয়, জীব তখন সেইরূপ জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম কর্ম্মাশয় হইয়া বিশেষ বিশেষ করণশক্তিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে বিকাশ করিবার হেতু। এইরূপে কর্ম্ম জাত্যন্তরগ্রহণের হেতু।

অনাদিকাল হইতে আমাদের অন্তঃকরণের অসংখ্য পরিণাম হইয়াছে, তেমনি তাহার অসংখ্য অনাগত পরিণাম বা অভিনব ধর্ম্মোদয়ের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণেই অসংখ্য প্রকার করণ প্রকৃতি বা বাসনা নিহিত আছে। সেই এক এক প্রকার করণপ্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ হইলে তদনুরূপ জাতির অভিব্যক্তি হয়। যেমন এক প্রস্তরপিণ্ডে অসংখ্য প্রকার মূর্ত্তি নিহিত থাকে এবং উপযোগী নিমিত্তের (অর্থাৎ বাহুল্যাংশের কর্ত্তনের) দ্বারা তাহা হইতে যে-কোন মূর্ত্তি অভিব্যক্ত হয় সেইরূপ উপযোগী কর্ম্মরূপ নিমিত্তবশে আমাদের অন্তঃস্থ যে-কোন করণ প্রকৃতি আপূরিত হইয়া জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ," "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—৪র্থ পাদের এই দুই যোগসূত্র দ্রষ্টব্য। আমাদের মধ্যে অসংখ্য-প্রকারের করণ-প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে-কোন প্রকৃতি উপযুক্ত নিমিত্ত পাইলেই (প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায়) অভিব্যক্ত হইতে পারে। প্রস্তরের মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত অননুভূত প্রকৃতির (যেমন সমাধিসিদ্ধ প্রকৃতির বা দৈব প্রকৃতির) পক্ষে ঠিক খাটে, কিন্তু বাসনার পক্ষে ঠিক খাটে না। বাসনার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এক গ্রন্থ। গ্রন্থে যেমন উহাতে সহস্র পৃষ্ঠা আছে, কিন্তু যখন উহা বদ্ধ থাকে তখন সমস্ত একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া নিশ্চেষ্টরূপে থাকে। আর, যখন উহা কোনও স্থানে খোলা যায় তখন বিচিত্র লেখাযুক্ত পৃষ্ঠা বিবৃত হয় এ স্থলে খোলা-রূপ ক্রিয়া নিমিত্ত। অসংখ্য বাসনাও ঐরূপ পিণ্ডীভূত (কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে) থাকে ও তাহারা কোনও একটি উপযোগী কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বিবৃত হয়। বিবৃত বাসনাতে কর্ম্মাশয় আপূরিত হইয়া সেই বাসনা যে জাতিতে অনুভূত হইয়াছিল সেই জাতিকে নির্ব্বর্ত্তিত করে। সমাধিসিদ্ধ প্রকৃতি অননুভূতপূর্ব্ব (যোঃ দঃ ৪।৩ সূত্র), তাহা প্রস্তরের বাহুল্যাংশ-কর্ত্তনের ন্যায় ক্লেশকর্ত্তন করিয়া লাভ করিতে হয়। গো-মনুষ্যাদিপ্রকৃতিতে যেরূপ অসংখ্য বিশেষ আছে উহাতে তাহা নাই। চিত্তের নির্ম্মলতামাত্রই উহার বিশেষ তজ্জন্য উহার সাধনে উপাদান নাই কেবলই হান। অতএব উহা অননুভূতপূর্ব্ব হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান ভাবের (ক্লেশের) হানের দ্বারাই উহা লাভিত হইতে পারে অন্যথা পারে না।

৩০। যদি কোন এক কর্ম্মাশয়ের আধারস্বরূপ করণশক্তিসকল পূর্ব্বজাতির সহিত এক প্রকৃতির হয়, তবে জীব সেই জাতিতে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করে। পশুদের যে যে ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল, মনুষ্য যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির অধিক পরিমাণে পরিচালনা করে, আর পশুদের যে যে ইন্দ্রিয় অবিকশিত মানব যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তির অত্যল্প পরিমাণে পরিচালনা করে তাহা হইলে মানব পশুজাতিতে জন্মগ্রহণ করে।

যেমন যদি কোন মানব জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক কর্ম্ম করে ও আকাঙ্ক্ষা করে, তবে মানবশরীরের তৎসাধনের নিম্নতম তাহার মনোমত হয় না। পরে মৃত্যুকালে জননেন্দ্রিয়-বিষয়ক প্রবল ভাব উদিত হইয়া কর্ম্মাশয়কে অভিব্যক্ত করে তাহাতে অন্তঃস্থ অনুরূপ পাশব বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ, যে পাশব জাতিতে জননেন্দ্রিয়ের অতিপ্রাবল্য, তাদৃশ প্রকৃতির

আপূরণ হইয়া তদনুরূপ করণাভিব্যক্তি হইয়া মানবের পশুজন্ম হয় (সূক্ষ্মশরীরে ভোগের পর)।

৩১। স্থূলশরীর ত্যাগের পর প্রায়শঃ জীব এক সূক্ষ্ম উপভোগ-দেহ ধারণ করে। তাহার কারণ এই—আমাদের চিত্ত শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অনেক চেষ্টা করে। ঐ সঙ্কল্পনরূপ চেষ্টা এবং শরীরচালনের চেষ্টা পৃথক্‌, কারণ, শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চিত্তচেষ্টা চলিতে থাকে। মৃত্যুকালে ঐ সঙ্কল্পনরূপ চেষ্টা হইতেই মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহ হয়, কারণ, সঙ্কল্পন মনঃপ্রধান ক্রিয়া। মৃত্যুকালীন শরীর-নিরপেক্ষ মনের ঐ সঙ্কল্পনস্বভাব হইতে সঙ্কল্পপ্রধান সূক্ষ্মশরীর হয়, যেমন স্বপ্নে বাহ্য শারীরক্রিয়া না থাকিলেও পৃথক্‌ মানস ক্রিয়া হয়, উহাও তাদৃশ মানস কার্য্যের পৃথগ্‌ভাব।

এই উপভোগ-দেহ দৈব ও নারক-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মাশয়ে যদি সাত্ত্বিক সংস্কারের প্রাবল্য থাকে, তবে জীব যে সুখময় সূক্ষ্ম ভোগ-দেহ ধারণ করে তাহা দৈব, আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলে যে দুঃখময় দেহ ধারণ করে, তাহা নারক। সূক্ষ্মদেহের ভোগক্ষয়ে জীব পুনরায় স্থূলদেহে জন্মগ্রহণ করে। সেইকালে সেই স্থূলদেহের কর্ম্মাশয় যাহা উপযোগী দেহেন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই স্থূল জন্মের পূর্ব্বতন বীজস্বরূপ।

৩২। দেহসকল ঔপপাদিক ও সাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ মাতা-পিতার সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। আর সাধারণ দেহ মাতা-পিতার সংযোগে অথবা একই জনকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পিতৃদেহের অংশে 'বীজপ্রাণী' অধিষ্ঠান করিয়া স্বসংস্কারানুরূপ দেহ নির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ জঙ্গম প্রাণীরা পিতৃদেহ হইতে ক্ষুদ্র এক বীজ প্রাপ্ত হয়, আর স্থাবর প্রাণীরা তাদৃশ ক্ষুদ্র বীজও পায় এবং বৃহত্তর শরীরাংশও পাইয়া দেহ ধারণ করে। বীজ হইতে ও শাখা হইতে উদ্ভিদের প্রজনন এ বিষয়ের উদাহরণ। উদ্ভিদের ন্যায় জঙ্গম প্রাণীদের কোন কোন জাতি পিতৃদেহের বৃহৎ খণ্ড লইয়া স্বদেহ নির্ম্মাণ করে, যেমন জঙ্গম মহীলতা(কেঁচো) পুরুভুজ (hydra) প্রভৃতি।

৩৩। উদ্ভিজ্জাতি পশুজাতি ও পারলৌকিক জাতি ইহারা সব উপভোগ-শরীরী-জাতি, মানবজাতি কর্ম্মশরীরী-জাতি। উপভোগ-শরীরী-জাতিসকলে অন্তঃকরণ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকশিত অথবা প্রবল থাকে এবং অপর এক বা দুই শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথবা উক্ত শ্রেণীর পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত থাকে এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে।

ইহার এক অপবাদ আছে। পারলৌকিক জাতির মধ্যে সমাধিসিদ্ধ উচ্চতম জীবগণ, যাঁহাদের সমাধি-বল থাকাতে পুনরায় স্থূলশরীর গ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তাঁহারা অবশিষ্ট চিত্তপরিকর্ম্ম শেষ করিয়া বিমুক্ত হন বলিয়া তাঁহাদিগকে শুধু উপভোগশরীরী না বলিয়া, ভোগ ও কর্ম্ম (বা পুরুষকার) উভয়শরীরী বলা সঙ্গত।

৩৪। ঐরূপ করণ-বিকাশের অসাম্যজন্যই জাতির উপভোগ-শরীরত্বের কারণ। যেহেতু কোন শ্রেণীর কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অন্যান্যাপেক্ষা অতি প্রবল হয়, তবে জীবের করণ-চেষ্টা সেই প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীনতায় নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সেই চেষ্টা ভোগভূত-কর্ম্মমাত্র হইবে। অতএব তাদৃশ অসমঞ্জস-করণ-বিকাশযুক্ত শরীর উপভোগ-শরীর হইবে।

৩৫। দেবগণ অর্থাৎ স্বর্গাদিগণ ও নারকগণ অন্তঃকরণপ্রধান। শাস্ত্রে আছে, দেবগণের ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়, শ্রুতিতেও আছে, "যত্রানুকামং চরণং ত্রিণাকে ত্রিদিবে দিবঃ।" অর্থাৎ তাঁহারা যদি মনে করেন শত ক্রোশ দূরে যাইব, অমনি তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর তথায় উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ—সুতরাং ইচ্ছা—অতি প্রবল)। কিন্তু মানবের সেরূপ হয় না, তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই গমন সিদ্ধ হয় না, কারণ, তাহাদের গমনশক্তি ইচ্ছার মত তুলনায় বিকশিত নহে বলিয়া ইচ্ছার তত অধীন নহে, দেবতাদের গমনশক্তি তাঁহাদের প্রবলবিকশিত ইচ্ছার মত অধীন। সুতরাং মানব মনোরথের পরও সে কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত, তাহা বিচার করিয়া প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণের মনোরথমাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা থাকে না, সেজন্য তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা পূর্ব্বনিয়মানুসারে ভোগ হইবে, স্বাধীন কর্ম্ম হইবে না। যেহেতু তাঁহারা উপভোগশরীরী। তির্য্যক্ জাতিদের কাহারও হয়ত গমনশক্তি অতিবিকশিত, কাহারও জননশক্তি অতিবিকশিত (যেমন পুত্তিকাদির মাছি), তজ্জন্য ঐ প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাহাদের কার্য্য (অর্থাৎ ভোগভূত কর্ম্ম) হয়, আর তজ্জন্য তাহাদের স্বাধীন কর্ম্ম অত্যল্প বা তাহারা উপভোগশরীরী। দেবগণের ন্যায় নারকগণও পূর্ব্বের (দুঃখহেতু) সংস্কারের সম্যক্ অধীন।

৩৬। মনুষ্যশরীরে ও দেহশরীরে সকল করণের বিকাশের সামঞ্জস্যহেতু মানবশরীর কর্ম্মশরীর। মানব-করণসকলের বিকাশের সামঞ্জস্য দৈব ও তৈর্য্যক্ জাতীয় করণ-বিকাশের সহিত তুলনায় জানা যায়। প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ (মহাঃ ভাঃ অনু ৪৩)

৭। আয়ু

৩৭। ভোগপ্রদ যেরূপ কর্ম্মফলের অবস্থিতিকালের নাম আয়ু। ফলের কাল যদি আয়ু হইল তবে উক্ত ফলত্রয়ের উল্লেখে আয়ুও উক্ত হইবে, অতএব তাহা স্বতন্ত্র ফলরূপে গণনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, জাতি ও ভোগের অবস্থিতির সময়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক উপাদান জন্মের সময়েই উদ্ভূত হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে। যেমন কর্ম্মবিশেষের দ্বারা জাতি ও তদনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল, কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ অল্পকাল ও দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত অল্পজীবী বা চিরজীবী শরীর যে সংস্কারবিশেষ হইতে হয়, তাহাই আয়ু।

কর্ম্মের দ্বারা সংস্কার সঞ্চিত হয়, আর সঞ্চিত সংস্কার হইতে কর্ম্মফল হয়। তাহাতে জাতিহেতু কর্ম্মের ফল জাতি হইবে এবং ভোগহেতু কর্ম্মের ফল ভোগমাত্র হইবে। কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীর্ঘকাল বা অল্পকাল থাকিবার যাহা কারণ সেই বিশেষ সংস্কারই আয়ুরূপ কর্ম্মফলের হেতু। ইহা জন্মকালেই প্রাদুর্ভূত হয়।

৩৮। সূক্ষ্মদেহের আয়ু স্থূলদেহের আয়ু অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। নিদ্রা-সংস্কারের উদ্ভবই তাহার পতন। শীঘ্র জন্মগ্রহণের ইচ্ছাদি থাকিলে শীঘ্র জন্ম হইতে পারে যেমন নিদ্রা আনয়নের চেষ্টা করিলে অসময়েও নিদ্রা আনয়ন করা যায়।

৩৯। জন্মকালে আয়ুর প্রাদুর্ভাব সাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। ফলতঃ দৃষ্টজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা আয়ুরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতির এবং ভোগেরও ভেদ হইতে পারে।

প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম করিলে দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ুর্বৃদ্ধিরূপ ফল হয়। সেইরূপ আয়ুঃ-ক্ষয়কর কর্ম্মের ফলও ইহজীবনে দেখা যায়। চিররুগ্ন ব্যক্তিরা দুঃখে পড়িয়া অনেক আয়ুক্ষয়কর কর্ম্ম করে, তাহা ইহজীবনে ফলীভূত হইতে না পারিলে পরজীবনে ফলীভূত হয়। স্বাস্থ্য-বিষয়ে বুদ্ধিদোষ অনেক স্থলে চিররুগ্নতার কারণ।

৪০। অনেক প্রাণীর একই সময়ে একই রূপে মৃত্যু হয় দেখিয়া শঙ্কা হয় যে কিরূপে এত প্রাণীর একই প্রকার ঘটনায় একই কালে আয়ুঃক্ষয় ঘটিল। কোন ভূমিকম্পে হঠাৎ বিশ হাজার বা জাহাজ ডুবিতে দুই হাজার মরিল; পরন্তু প্রলয়কালে (পৃথিবীর পৃষ্ঠ বহুবার বিধ্বস্ত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহু প্রাণী একই কালে মৃত হইয়াছে) সব প্রাণী মৃত হয়।

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সকল বুঝা আবশ্যক। কর্ম্মের ফল প্রবল হইলে তাহা প্রাণীকে ঘটনায়, অর্থাৎ যাহা বিপাকের সাধক তাহার দিকে লইয়া যায়, কিন্তু বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে তাহা আমাদের অপ্রবল কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিপক্ব করায় (লোকদের অপরাধপরীর কর্ম্ম কতকটা এইরূপ)। আমরা সকলে প্রকৃতিবাসী সুতরাং প্রাকৃতের নিয়মেরও অধীন। আমাদের কর্ম্মও সুতরাং কতক পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত। আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পীড়াভোগকে ও সর্ব্বপ্রকারে মৃত্যুকে ঘটাইবার কারণ সর্ব্বদা অপ্রবলভাবে বর্ত্তমান আছে। বিশেষতঃ শরীরাদিতে অস্মিতা থাকায় যেমন ব্যাধি রহিয়াছে তাহাতে সর্ব্ববিধ দুঃখ ঘটার কারণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। যেমন পুত্র নিজের কর্ম্মের ফলে নষ্টায়ু হইয়া মরে, কিন্তু তাহাতে বাৎসল্যজনিত কর্ম্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া মাতা-পিতার দুঃখভোগ ঘটায়। এতাদৃশ স্থলে প্রবল বাহ্য ঘটনায় অপ্রবল কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার ফল ঘটায়; সেরূপ ক্ষেত্রেও সুখ-দুঃখ ভোগ স্বকর্ম্মের ফলেই হয়, কেবল সেই কর্ম্ম অপ্রবল বলিয়া তাহা স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হয় না, প্রবল বাহ্য ঘটনার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়।

মৃত্যুর হেতু বাহ্য ঘটনা (যেমন ভূকম্পাদি) যদি প্রবল না হয় তবেই কর্ম্মের নিয়ত বিপাকে মৃত্যু ঘটায়, আর বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে সেই উপলক্ষণের দ্বারা অনুরূপ কর্ম্ম ব্যক্ত হইয়া বিপক্ব হয়। বাহ্য ঘটনা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা হয় না তাহা প্রবল হইলে আমাদের মধ্যস্থ অপ্রবল কর্ম্মকেও উদ্বুদ্ধ করে। আর অত্যন্ত প্রবল কর্ম্ম থাকিলে তাহা প্রাণীকেই বাহ্য ঘটনার (নিজের বিপাকের অনুকূল) দিকে লইয়া যায় বা স্বতঃই বিপক্ব হইয়া আয়ুঃ-ক্ষয়াদি ঘটায়।

পুরুষকার বা জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হয়। প্রকৃতির অধীনতাও সেইরূপ তাহার দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সমাধির দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলে প্রকৃতিতই জ্ঞান থাকে না সুতরাং তখন প্রকৃতির অধীনতাও থাকে না, তখন "বাধ্যতেহপ্যন্যথা চৈতে।"

অনেকে মনে করে কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া গেলেই কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল কিন্তু তাহারা বুঝে না যে, কর্ম্মভোগকালে পুনরায় অনেক নূতন কর্ম্ম হয়, তাহাতে কর্ম্মাশয় ও বাসনা হইয়া পুনরায় কর্ম্মপ্রবাহ চলিতে থাকে। কেবলমাত্র যোগ ও চিত্তনিরোধের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে "মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্ ভবতি। প্রাণধৃতি যোগী যোগাৎ চিত্ত-কর্ম্মচয়োচ্ছিত্তিঃ॥"

৮। ভোগফল

৪১। সুখ ও দুঃখ-ভোগ, কর্ম্মসংস্কারের ভোগফল। যাহা অভিমত বিষয়ের অনুকূল, সেইরূপ ঘটনায় সুখবোধ হয়, যাহা তদ্বিপরীত বিষয়ের প্রতিকূল, তাহা হইতে দুঃখবোধ হয়।

সুখই জীবের ইষ্ট, অতএব ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের অপ্রাপ্তি সুখের হেতু। সেইরূপ ইষ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি দুঃখের হেতু। প্রাপ্তি অর্থে সংযোগ। ইষ্টের ও অনিষ্টের প্রাপ্তি দুই প্রকার, (১) সাংসিদ্ধিক, (২) আভিব্যক্তিক। যাহা জন্মকাল হইতে আবির্ভূত থাকে, তাহা সাংসিদ্ধিক; আর যাহা পরে অভিব্যক্ত হয়, তাহা আভিব্যক্তিক।

৪২। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্ট ও অনিষ্ট-প্রাপ্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ, স্বতঃ ও পরতঃ। যাহা নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, উদ্যম প্রভৃতির বৈশারদ্য এবং অবৈশারদ্য হইতে হয়, তাহা স্বতঃ। যাহা নিজের প্রকৃতিগত ঈশ্বরতা (যে গুণের দ্বারা ইষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে) নির্মৎসরতা, অহিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা,—অথবা অনীশ্বরতা, মৎসরতা, হিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা, অপর ব্যক্তির মৈত্রী, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি অথবা দ্বেষ অপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা পরতঃ। কোন কোন লোককে সকলেই ভালবাসে আর কাহাকে কেহই দেখিতে পারে না। এইরূপ প্রিয় ও অপ্রিয় হওয়া নৈয়ামিক কর্ম্মের ফল।

৪৩। ইষ্টপ্রাপ্তির প্রধান হেতু উপযুক্ত শক্তি, অতএব শক্তির বৃদ্ধিতে ইষ্টপ্রাপ্তিরও বৃদ্ধি, সুতরাং সুখেরও বৃদ্ধি হয়। শক্তি অর্থে সমস্ত করণশক্তি, যথা—অন্তঃকরণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তির বৃদ্ধি অর্থে প্রকৃতি ও পরিমাণ উভয়তঃ উৎকর্ষ। যেমন গৃধ্রের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও মনুষ্যের মত উৎকৃষ্ট নহে।

৪৪। কর্ম্মকে করণ-চেষ্টা বলা হইয়াছে। করণ-চেষ্টা হইলে তাহার সংস্কার হয়। চেষ্টা পুনঃ পুনঃ হইলে সেই সঞ্চিত সংস্কার শক্তিস্বরূপ হইয়া, তদ্রূপ চেষ্টাকে কুশলতার সহিত নিষ্পন্ন করে, যেমন পুনঃ পুনঃ বর্ণমালা-লিখন-চেষ্টার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া লিখনশক্তি জন্মে, অর্থাৎ তাহাতে হস্তশক্তি লিখনরূপ অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া পরিণত হয়। কর্ম্ম-জনিত এই করণশক্তির পরিণাম সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিপ্রকার। সাত্ত্বিক-পরিণামকারী চেষ্টার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম ও তদ্রূপ পরিণামজনক।

৪৫। বাহ্যকরণসকলের নিয়ন্তৃত্বহেতু অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বাহ্য-করণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

যে জাতিতে যত শ্রেষ্ঠ করণসকলের অধিক বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাতিতে উৎকৃষ্ট শক্তির সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকৃষ্ট-সুখকর ও অভীষ্ট।

৪৬। প্রত্যেক জাতিতে করণশক্তি-বিকাশের একটি সীমা আছে। সুতরাং সেই সকল শক্তি সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুখোৎপাদন করিতে পারে। অতএব যদি সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সুখ ইষ্ট হয়, তবে সেইজাতীয় করণশক্তির অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা কর্ম্মের দ্বারা) ইষ্টপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। গুণসকলের অভিভাব্যাভি-ভাবকত্ব-স্বভাব হেতু কোন এক গুণীয় কর্ম্মের অত্যধিক আচরণ হইলে সেই গুণের অভিভব হইয়া সাক্ষাৎ ফল প্রদান করে না, এই জন্য কোন বিষয়ের অধিক ও অযুক্ত আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করিলে তাহার প্রাপ্তি ঘটে না। আকাঙ্ক্ষা করা অর্থে কেবল ইষ্টপ্রাপ্তি কল্পনা করা মাত্র। কল্পনায় ইষ্টপ্রাপ্তি বা সাত্ত্বিকভাব বা ঈশ্বরভাব অভ্যস্ত হইলে বাস্তবিক (বাহ্য) ইষ্ট-প্রাপ্তির সময়ে উপযোগী সাত্ত্বিকভাব অভিভূত হইয়া প্রাপ্তি ঘটে না। প্রচলিত প্রবাদ আছে, অভীষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কল্পনা করিতে নাই। সাত্ত্বিকভাব লক্ষণ 'ইষ্টানিষ্ট-বিয়োগানাং কৃতানামবিকত্থনা" (মহাভারত) অর্থাৎ ইষ্টবিষয়ের বা অনিষ্টবিষয়ের বা

নিযুক্ত ও পূর্ব্বকৃত বিষয়ের অতিকল্পনা অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের অতিচিন্তাপ্রবাহিতা এইরূপ অতিচিন্তা রাজসিক, ও তাহা ইষ্টপ্রাপ্তির ব্যাঘাতকারী।

আমাদের জীবন প্রধানতঃ আকাঙ্ক্ষা-বহুল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিলে সেই সংযম দ্বারা শক্তি সঞ্চিত হইয়া আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধি করায়। যেমন লাফাইতে হইলে পিছন দিকে সরিয়া বেগ সঞ্চয় করিতে হয়, এ নিয়মও তদ্রূপ। তজ্জন্য আমাদের প্রবৃত্তি-বহুল জীবনে সংযম (দানাদিও একপ্রকার সংযম) কামনাসিদ্ধিকর বা সুখকর।

৪৭। প্রকাশের ও সত্তার অনুগত কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। অতএব যে যুক্তকল্পনাবতী ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে বা যাহা ফলীভূত হয়, তাহা সাত্ত্বিক, সেইরূপ যে বিবেচনা যথার্থ হয়, তাহাও সাত্ত্বিক। প্রকাশের অনুগত অর্থে যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক, সত্তার অনুগত অর্থে ইষ্ট-প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত। সমস্ত চেষ্টা-সম্বন্ধে এই নিয়ম। যে ইচ্ছা কল্পনা-বহুল এবং অল্পপ্রাপ্তিকারী, তাহা রাজসিক। যে ইচ্ছা অযুক্ত-কল্পনাবতী, সুতরাং সফল হয় না, তাহা তামসিক। বিবেচনাদি-সম্বন্ধেও সেইরূপ।

৪৮। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ: (১) সদ্যোবসায়জাত, (২) অনুব্যবসায়জাত, (৩) অব্যক্ত-ব্যবসায়জাত। যে সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষ ও শারীরানুভব-সহগত তাহা সদ্যোবসায়জাত। যাহা অতীতানাগত বিষয়ের চিন্তা-সহগত (শঙ্কা-আশাদিজনিত) তাহা আনুব্যবসায়িক। আর যাহা নিদ্রাদি অব্যক্তাবস্থার অনুগত এবং অস্ফুট ভাবে অনুভূত হয়, তাহা অব্যক্ত-ব্যবসায়িক, যেমন সাত্ত্বিক নিদ্রাজাত সুখ। সাত্ত্বিক শরীরেও স্বচ্ছন্দতাদিও অব্যক্ত-ব্যবসায়িক সুখ। প্রত্যুত সমস্ত বোধই হয় সুখকর, নয় দুঃখকর, নয় মোহকর (মোহও দুঃখের অন্তর্গত)।

৪৯। সদ্যোবসায়িক সুখ যাহা শারীর ও ঐন্দ্রিয়িক বোধসহগত, তাহা ঐ ঐ করণের সাত্ত্বিক ক্রিয়া হইতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাধিক অতএব যে শারীরাদি ক্রিয়ার ফল খুব স্ফুট-বোধ অথচ যাহা অল্পক্রিয়াসাধ্য ও অল্পজড়তাসম্পৃক্ত, তাহাই সাত্ত্বিক শারীরাদি কর্ম্ম হইবে। সুখকর ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্ত লক্ষণযুক্ত কর্ম্ম হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। সকলেই জানেন যে সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তিচালনা করিতে না হয়, তাহা হইতেই সুখ হয়। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ যাহাতে জড়তার অত্যধিক অভিভব করিতে হয়, তাদৃশ রাজস বা জাড্য ও প্রকাশের অল্পতা-যুক্ত করণ-কার্য্যের বোধ হইতে দুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জাড্যের আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অল্পতা, তাদৃশ তামস করণ-কার্য্যের বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজতঃ করা যায় ততক্ষণ সুখবোধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়তার আবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

৫০ যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম-গুণের অপর বৃত্তিসকলও প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া যায়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্ত্বিকতা, তৎপরে রাজসিকতা ও তৎপরে তামসিকতা তৎপরে পুনশ্চ রাজসিকতা ও সাত্ত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্ত্তন হইতেছে। এইজন্য কোন সময়ে চিত্তের প্রসাদাদি, কোন সময়ে বা বিক্ষেপাদি আসে কথায়ও বলে—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।' সাত্ত্বিক কর্ম্মের বহুল আচরণে সাত্ত্বিকতার ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। রাজস ও তামস কর্ম্মেরও তদ্রূপ নিয়ম। শুধু সদ্যোবসায়িক নহে, আনুব্যবসায়িক

ও কল্পনাবসায়িক সুখদুঃখেও উপরি উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। সাত্ত্বিকাদির বৃদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা করিতে হয়, একেবারে উহা সাধ্য নহে।

৫১। সুখদুঃখবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াজনিত সুখ দুঃখ হয়। পূর্ব্বাচিত কর্ম্ম হইতেও তদ্রূপ সুখ দুঃখ হয়, তবে পূর্ব্বসংস্কার হইতে প্রায়শঃ গৌণ উপায়ে সুখদুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে ঐশ্বর্য্য (যে শক্তির দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐশ্বর্য্য) বা অনৈশ্বর্য্য প্রাপক (বা উদিত) হইয়া তন্মূলক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সুখ-দুঃখ সম্পাদিত করায়।

৫২। কোন ঘটনা হইতে যদি কাহারও সুখ ও দুঃখ-বেদনা হয় তবেই তাহাতে কর্ম্ম-ফল ভোগ হইল বলা যায়। কোন বাহ্য ঘটনায় যদি সুখ-দুঃখ-বেদনা না ঘটে তবে তাহাতে কর্ম্মফল ভোগ হয় না। মনে কর তোমাকে কেহ গালি দিল, তাহাতে তুমি যদি নির্ব্বিকার থাক তবে তোমার কর্ম্মফল-ভোগ হইল না। গালিদাতার কুকর্ম্ম মাত্র আচরিত হইল। লোকে ঈশ্বরকেও সময়ে সময়ে গালি দেয়, তাহা ঈশ্বরের কুকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু সেই লোকেরই কুকর্ম্ম মাত্র। সুখ-দুঃখের উপরে উঠিতে পারিলে এইরূপে কর্ম্মক্ষয় বা কর্ম্মফলের ভোগাভাব হয়। জাতি এবং আয়ুর ফলও ঐরূপে অতিক্রম করা যায়। সমাধির দ্বারা শরীরেন্দ্রিয় সম্যক্ নিশ্চল করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না ; কারণ, সম্যক্ নিশ্চলপ্রাণ ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে জন্ম এবং আয়ু-ফলও অতিক্রম করা যায়।

৯। ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম

৫৩। কৃষ্ণ, শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণ, দুঃখ সুখ-ফলানুসারে কর্ম্ম এই চতুর্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্ম্মের নাম পাপ বা অধর্ম্মকর্ম্ম এবং শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধারণতঃ ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহার ফল অধিক দুঃখ তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম। যাহার ফল সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত তাহার নাম শুক্ল-কৃষ্ণ, যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি। আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে সুখ, তাহা শুক্ল কর্ম্ম। যাহার ফল সুখ-দুঃখ শূন্য শান্তি, যাহা গুণাধিকারবিরোধী, তাহাই অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম।

৫৪। "যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম্ম," ধর্ম্মের এই লক্ষণ গ্রাহ্য। তন্মধ্যে যাদৃশ কর্ম্মের দ্বারা অভ্যুদয় বা উভয়লোকের সুখলাভ হয়, তাহা অপর-ধর্ম্ম (শুক্ল ও শুক্ল-কৃষ্ণ) এবং যাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহা পরম-ধর্ম্ম (অশুক্লা-কৃষ্ণ)— "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্" (যাজ্ঞবল্ক্য)।

৫৫। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা বা করণে আত্মতাখ্যাতি, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) সমস্ত দুঃখের মূল কারণ (যোগদর্শন দ্রষ্টব্য), অতএব অবিদ্যার বিরোধি-কর্ম্ম দুঃখনাশক বা ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে। আর অবিদ্যার পোষক কর্ম্ম অধর্ম্মকর্ম্ম হইবে।

সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রশংসনীয় ধর্ম্মসংস্থানকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই এই মূল লক্ষণের অনুগত। সকলধর্ম্মেই এই কয়প্রকার কর্ম্মকে প্রধানতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম বলা হয়, যথা, (১) ঈশ্বর বা মহাত্মার উপাসনা, (২) পরদুঃখমোচন, (৩) আত্মসংযম, (৪) ক্রোধাদির ত্যাগ।

উপাসনার ফল চিত্তস্থৈর্য্য ও সত্ত্বোৎপাদন। চিত্তস্থৈর্য্য = চাঞ্চল্য বা বহির্মুখতা-নাশক = বিষয়গ্রহণনিবৃত্তি = আত্মপ্রকাশকারক = অস্মিতাদির্হান (সুতরাং অবিদ্যার)

সর্ব্বকালস্থায়ী হইতে পারে না। যখন জ্ঞান উদিত থাকে তখন জীব জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে, পরে অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সর্ব্বকালস্থায়ী হয়, কারণ, তখন চিত্তের একরূপ স্বভাব হয় যে, তাহা যাহা ধরিবে তাহাতেই অহরহঃ অনুক্ষণ থাকিতে পারিবে। একরূপ শুদ্ধ-স্মৃতিযুক্ত চিত্তের তত্ত্বজ্ঞানের নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহাই ক্লেশমূলক কর্ম্ম-সংস্কার-নাশকারী প্রজ্ঞা বা জ্ঞান' ('জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা')। কিরূপে সেই জ্ঞান অনাদি-কর্ম্ম-সংস্কার নাশ করে তাহা বলা যাইতেছে। মনে কর, তোমার ক্রোধের সংস্কার আছে, সাধারণ অবস্থায় তুমি ক্রোধ হেয় বলিয়া বুঝিলেও, সেই সংস্কারবশে সময়ে সময়ে ক্রোধের উদয় হয়; কিন্তু একাগ্র-ভূমিকায় যদি তুমি ক্রোধ হেয় 'জ্ঞান' করিয়া অক্রোধভাবকে উপাদেয় 'জ্ঞান' কর, তবে তাহা তোমার চিত্তে নিয়তই থাকিবে, অথবা ক্রোধের হেতু হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্মরণারূঢ় হইয়া ক্রোধকে আসিতে দিবে না। অতএব ক্রোধ যদি কখনও না উঠিতে পারে, তবে বলিতে হইবে, সেই প্রজ্ঞার বা 'জ্ঞানের' দ্বারা ক্রোধ-সংস্কারের ক্ষয় হইল। এইরূপে সমস্ত দুষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম-সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা নষ্ট হয়। সমস্ত প্রকারের সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারও বিবেকখ্যাতির দ্বারা নষ্ট হইলে নিরোধ-সমাধি যখন প্রতিনিয়ত চিত্তে উদিত থাকে, তাহাকে নিরোধভূমিকা বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। তদ্দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইলে তাহাকে কৈবল্য-মুক্তি বলা যায়।

চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ বা প্রত্যয়হীন হয়, তখন তাহাকে নিরোধ-সমাধি বলে। একবার নিরোধ হইলেই যে তাহা সর্ব্বকালের জন্য থাকিবে, তাহা নহে। নিরোধেরও সংস্কার প্রচিত হইয়া পরে সদাস্থায়ী বা নিরোধ-ভূমিকা হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সিদ্ধগণ যদি একবার নিরোধের দ্বারা প্রকৃত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন তবে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। "যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্। তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবত্যসৌ॥" পরে নিরোধ-ভূমিকা আয়ত্ত হইয়া তাঁহাদের বিদেহ-কৈবল্য হয়। যখন চিত্তনিরোধ সম্যক্ আয়ত্ত হয়, তখন সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের ন্যায় ক্রিয়মাণ কর্ম্মের সংস্কারও আর ফলবান্ হইতে পারে না। যেমন চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহা কতকক্ষণ নিজবেগে ঘুরে, সেইরূপ যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে তাহারা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া শেষ হয়। ইহাকে 'ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়' বলে। একাগ্রভূমিক ও নিরোধানুভবকারী যোগী-দেরই একরূপ হয়, সাধারণ মানবের হয় না।

একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলেই তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় নচেৎ হয় না। একাগ্রভূমিতে তত্ত্বাভাসকল সর্ব্বদা উদিত থাকে। তাদৃশ যোগীর কখনও আত্মবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান হয় না সুতরাং নিদ্রারূপ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহারা থাকেন না। স্বপ্নও আত্মবিস্মৃত অবশ চিন্তা তাহাও তাঁহাদের হয় না। দেহধারণ করিলে কতক সময় শরীরের বিশ্রাম চাই। একাগ্রভূমিক যোগীরা একরূপ আত্মস্মৃতিরূপ স্বপ্ন (যে বিষয়ের সংস্কার প্রবল তাহারই স্বপ্ন হয়) দিয়া রাখিয়া দেহকে বিশ্রাম দেন (বুদ্ধদেব ঐরূপ ভাবে ঘণ্টাখানেক থাকিতেন বলিয়া কথিত হয়) এবং ইচ্ছা করিলে বিনিদ্র হইয়া অনেক দিন নিরোধ-সমাধিতেও থাকিতে পারেন।

এই কয়টি সাধারণতত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা সংক্ষেপে উক্ত হইল। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিচার ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইল না। কেবল কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে নানাবিধ জীবনের ঘটনাসকল ঘটে, তাহা এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষ জ্ঞানের জন্য যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক।

সমাবেশ (chance বা fortuitous assemblage of causes)। সঙ্গতি অর্থেও তাহাই। ইহার মধ্যে স্বভাব ও নিয়তি ছাড়া যদৃচ্ছা বা সঙ্গতিরূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক (বাহ্য) নিমিত্ত হইতে শরীরেন্দ্রিয়ে যে কর্ম হইয়া থাকে তাহার যে ফল তাহা নৈমিত্তিক কর্মফল। নিয়তি ও সঙ্গতি কর্মতত্ত্বের 'অদৃষ্ট' জাতীয় কারণের অন্তর্গত (যেহেতু উহারা 'দৃষ্ট' কর্মের দ্বারা সংঘটিত হয় না)।

৫৯। কারণ-কার্য নিয়মে শরীরের কর্ম হইতে যে জাতি আয়ু ও ভোগ ঘটে, তাহা বাস্তব ও সুস্পষ্ট কর্মফল। আর বাহ্যকারণ হইতে শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া যে সেই ক্রিয়ার ফল হয় তাহাও সুস্পষ্ট প্রমিত সত্য। কোন কোন স্থলে বাহ্যকারণ আমাদের কর্মরূপ নিমিত্ত আমাদের দেহেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া ফল দেয়, তাহাও সত্য নিয়ম। কিন্তু সমস্ত বাহ্য ঘটনা যে আমাদের কর্মরূপ নিমিত্ত হইতে সংঘটিত হইয়া আমাদিগকে ফল দেয় এবং ফল দিবার জন্যই যে তাহারা সংঘটিত হয় তাহা কর্মবাদের অপব্যবহার। ইহার কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। কর্মবাদ বুঝিতে এই মত গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

কর্মের "ফল" কথাটি গভীরভাবে না বুঝিলে ভুল হয়। গাছের ফল যেমন স্বগত শক্তি হইতে হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট বা শক্তিরূপ সংস্কার হইতে যাহা ঘটে তাহাই কর্মতত্ত্বের বিপাক নামক পারিভাষিক ফল। "ফল" অর্থে (১) হেতু বা নিমিত্ত হয়, এবং (২) স্বগত শক্তি হইতে কিছুর বিকাশ এরূপ অর্থও হয়, যেমন বৃক্ষের ফল, অদৃষ্ট সংস্কারের জাতি, আয়ু ও ভোগ ফল।

একটা আমগাছের গোড়ায় জল দিলে তাহার "ফলে" আম "ফলে"। গোড়ায় জল দেওয়ারূপ হেতুতে (প্রথম 'ফল' শব্দের অর্থ) আমগাছের স্বগত শক্তিতে আম ফলীভূত হয়। এই শেষোক্ত 'ফলা'ই কর্মের ফলীভাব।

৬০। কর্মের নৈমিত্তিক ফল কেন অনিয়মিত তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখান যাইতেছে। সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করে 'আমি', এই 'আমি'র এক অংশ দেহাত্মবোধমূলক শরীর, অন্য অংশ আত্মানুবিদ্ধ অন্তঃকরণ। 'আমি রোগা, মোটা' এরূপও বলিয়া থাকি; আবার, 'আমি রাগ-দ্বেষযুক্ত পাপ-পুণ্যশীল' এরূপও বোধ করি এবং বলি।

শরীর নির্মাণ করে যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ, কিন্তু তাহার উপাদান বাহ্যভূতজাত। এই কারণে অধিষ্ঠাতা মন যেমন শরীরের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিতে পারে তেমনি শরীর ভূতনির্মিত বলিয়া বাহ্য ভৌতিক পদার্থসকলও উহার উপর ক্রিয়া করিয়া পরিবর্তিত করিতে সমর্থ, এবং দেহাত্মবোধের ফলে এই বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়াও দেহের অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণকে তদনুযায়ী সক্রিয় করিবে। সংস্কারগত আচরণের বা চরিত্রের দ্বারা ইহা সম্যক্ নিয়মিত নহে বলিয়া কর্মের এই নৈমিত্তিক ফলকে অনিয়মিত বলা হয়।

এখানে 'অনিয়মিত' অর্থে কর্মসংস্কারের দিক্ হইতেই অনিয়মিত, অর্থাৎ ইহা স্বগত সংস্কারের সম্যক্ অভিব্যক্তিরূপ ফল নহে। কিন্তু যে বাহ্য ক্রিয়া হইতে উহা ঘটে তাহা যথানিয়ম কারণ-কার্য নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। ঝড়ে মাটি ধুইয়া যাওয়াতে পাহাড়ের একটা পাথর আলগা হইয়া খসিয়া পড়িল ইহা যথাযথ নিয়মে ও কারণেই ঘটিল। কিন্তু একজন ঠিক ঐ সময়ে ঐ পাথরের নীচে যাওয়ায় যে চাপা পড়িল, এই ফলভোগ কর্মসংস্কারের দিক্ হইতে অনিয়মিত; ঐ আঘাতের ফলে হয়ত তাহাকে আজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাকিতে

মানস ক্রিয়া হয় তাহা কাল। অবকাশের লক্ষণের মত কালের লক্ষণ বর্ণিত হইলে বলিতে হইবে—যে অবসরে কোন মানস ক্রিয়া বা মনোভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল। বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞান হয় তদ্দ্বারাই আমরা বাহ্যবস্তু জানি অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান বলেই হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু, অবকাশ ও কাল এই দুই পদার্থ ব্যাপিয়া আছে মনে করি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন পরিমাণের সহিত কালাবস্থানরূপ চতুর্থ পরিমাণও কল্পনা করি।

কাল ও দিক্ শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংহারশক্তির নাম কাল, যথা—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ।" জাগতিক ক্রিয়াসমূহ কালক্রমে প্রলয়ের দিকে চলিতেছে বলিয়া সংহারকে কাল, মহাকাল আদি বলা হয়। আবার উত্থানশক্তিকেও কাল বলা হয়। 'কালে সব হয়', এইরূপ বাক্যের উহাই অর্থ। ঘড়ির কাঁটা নড়া বা সূর্য্যাদির গতিকেও লোকে কাল মনে করে। এই সব কাল ক্রিয়া ও শক্তিরূপ ভাবপদার্থ, উহা শূন্য নহে।

দেশকেও তেমনি লোকে অবকাশ মনে করে। দ্রব্যের অবয়বের সম্বন্ধবিশেষ দেশ অর্থাৎ দ্রব্যের 'এখান ওখান' ই দেশ। ইহাও ভাব পদার্থ, কারণ দ্রব্য লইয়াই ঐ দেশ-জ্ঞান হয়। দ্রব্যের অভাব শূন্য-পদার্থ নহে। লাইব্‌নিট্‌জ্ (Leibnitz) বলেন—"Space is the order of co-existences"। এরূপ existent space = বিস্তৃত দ্রব্য, শুধু বিস্তার মাত্র (দ্রব্য ছাড়া) নহে। কালকেও বলেন—"Time is the order of successions"।

মনে কর একজন এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে আছে। যাহা কোন ক্রিয়া লক্ষ্য করার সম্ভাবনা তাহার নাই। তাহার কালজ্ঞান কিরূপে হয়? চিন্তারূপ মানস ক্রিয়ার দ্বারাই তাহা হয়। স্বপ্নেও এইরূপে একক্ষণে বহু সংবৎসরের জ্ঞান হয়। মনে এতগুলি চিন্তা উঠিল এইরূপ চিন্তার সংখ্যা দ্বারা কাল অনুভূত হয়। চিন্তার সংখ্যা ছাড়া কাল আর কিছু নহে। Silberstein বলেন—"Our consciousness moves along time"।

মনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই ["A monad (মন) has no dimensions, one monad does not occupy more or less space than another"]. সুতরাং মনের বাহ্যবৎ দৈশিক বিস্তার নাই। অতএব মনের কেবল কালিক বিস্তারই আছে সেইজন্য বলা হয় কালব্যাপী দ্রব্য মন অথবা মনোভাব যাহা ব্যাপিয়া হয় তাহা কাল।

দিক্ ও কালের লক্ষণে যে 'যাহা' ব্যাপিয়া বলা হইল, সেই 'যাহা' কি? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা বাহ্যভাব (বাহ্য দ্রব্য ও ক্রিয়া) নহে এবং মনোভাবও নহে এরূপ পদার্থ (পদের অর্থ)। যদি তাহা বাহ্যভাব এবং মনোভাবও না হয় তবে কি হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা অভাবমাত্র বা শূন্য। অতএব দিক্ ও কাল আছে বলিলে বলা হইবে ঐ ঐ ভাবের অভাব বা শূন্য আছে। অভাব অর্থে 'যাহা নাই', অতএব ঐ কথার অর্থ হইবে 'যাহা নাই তাহা আছে'।

দিক্ বা অবকাশ অর্থে শুধু বাহ্য বিস্তার। কিন্তু শুধু বিস্তার কোথায় আছে? বলিতে হইবে কোথাও না; কারণ, সর্ব্বস্থানেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণক (যদ্দ্বারা আমাদের বাহ্যজ্ঞান হয়) দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ। ঐ দ্রব্যশূন্য বিস্তার থাকিলে তবে 'শুধু বিস্তার' আছে বলিতে পারিতে। সুতরাং 'শুধু বিস্তার' নাই বা তাহা অভাব পদার্থ। কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ। এমন অবসর যদি দেখাইতে পারিতে যখন তোমার কোন মনোভাব হয়

না তবে তাহা 'শুদ্ধ অবসর' নামক কাল হইত। কিন্তু 'শুদ্ধ অবসর'কে জানিতে গেলে সেই জানারূপ মনোভাব তখন হইবে, সুতরাং 'শুদ্ধ অবসর' পাইবে কোথায়?

এইরূপে 'শুদ্ধ বিস্তার'ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধ উহার কল্পনা বা মানস ধারণা (imagery) কখনও সম্ভবপর নাই, কারণ, পূর্বানুভূত কোন বাহ্যবস্তু ব্যতীত যাহা স্মৃতি হয় না, স্মৃতি না হইলে যাহা কল্পনাও হয় না, কারণ, কল্পনা অর্থে উদ্বোধিত ও সংযোজিত স্মৃতি মাত্র, তেমনি, মনোভাব নাই ইহা কল্পনা করিতে গেলে তখনও সেই কল্পনারূপ মনোভাব থাকিবে। অতএব মনোভাববিহীন অবসর কিরূপে কল্পনা করিবে* ?

২। যদি বল কাল ও দিক্ একপ্রকার জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুও থাকিবে, অতএব দিক্ ও কাল বস্তু। ইহা কতক সত্য। কাল ও দিক্ জ্ঞান বটে কিন্তু জ্ঞান হইলেই যে তাহার বাস্তব বিষয় থাকিবে এরূপ কথা নাই। জ্ঞান অনেক রকম আছে সব প্রকার জ্ঞানের বাস্তব বিষয় থাকে না। 'অভাব' এই কথা শুনিয়া একপ্রকার জ্ঞান হয়, কিন্তু অভাব নামক কোন বস্তু কি আছে? সর্ব বস্তুর অভাবই শুদ্ধ অভাব। অভাব এই শব্দের শ্রবণ-জ্ঞান বাস্তব, কিন্তু তাহার যে অর্থ সম্বন্ধে একটা জ্ঞান হয় তাহাও বাস্তব এক মনোভাব। কিন্তু যেমন গাভী, বাটী আদি বিষয় বাহিরে পাও বা ইচ্ছা হেতু বাহিরে [illegible] পাও সেরূপ "অভাব" নামক বিষয় কুত্রাপি পাইবে না। উহা বিকল্প জ্ঞানের উদাহরণ।

৩। দিক্ ও কাল এই দুই পদার্থও ঐরূপ বাচী বিকল্পজ্ঞান মাত্র। সাধারণ বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের সহিত বিস্তার-পদার্থের জ্ঞান সহভাবী। বিস্তার-পদার্থকে বিস্তার নাম দিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পরে কল্পনায় পৃথক্ করিয়া বলি যেখানে বিস্তার মাত্র আছে ও বাহ্যদ্রব্য নাই তাহাই "শুদ্ধ বিস্তার" বা অবকাশ। এইরূপ অভাবাত্মক সংজ্ঞা মনে করিয়া, অবিনাশভাবীকে বিনাশভাবী মনে করিয়া, অকল্পনীয়কে কল্পনীয় মনে করিয়া বাক্যমাত্রের দ্বারা লক্ষণ করি যে "যেখানে কিছু নাই তাহা অবকাশ"। সুতরাং উহা অবস্তুবাচী বিকল্প বা ঐ অবকাশ বিকল্পজ্ঞান। কালও ঐরূপ। বাহ্য ক্রিয়ার অভাব বিকল্পন করিয়া মনে করি যাহা ক্রিয়াহীন অবসরমাত্র তাহাই কাল। ক্রিয়াবিযুক্ত অবসর সত্তাহীন অবস্তু পদার্থ। কোনও ক্রিয়া বা জ্ঞান হইতেছে না এইরূপ অবসর ধারণা করা অসম্ভব ও সাধ্য নহে। এইরূপে কাল ও দিক

* Physicistরাও এইরূপ কথা বলেন। তাঁহাদের মতে উহা কাল অন্য কিছু নহে, কেবল গণিতের পরিমাণ। "Time and space and many other quantities such as Number, Velocity, Position, Temperature etc. are not things." Watson's Physics.

Einsteinও বলেন —'According to the general theory of relativity, the geometrical properties of space are not independent but they are determined by matter. Thus we can draw conclusions about the geometrical structure of the universe only if we base our considerations on the state of the matter as being something that is known.' 'In the first place we entirely shun the vague word 'space', of which, we must honestly acknowledge, we cannot form the slightest conception, and we replace it by 'motion relative to a practically rigid body of reference.' অন্যত্রও—'Space without ether is unthinkable.' Relativity, Chapt. 32 and 3. ঈথারই উঁহাদের space, অন্য কিছু ("শূন্য") space নহে। Herbert Spencer কালকে "Sequence of events" মাত্র বলেন।

এই দুই পদার্থ জ্ঞান শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞান হইল (বিকল্পের বিষয় যোগ সূ. ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

৪। কাল এবং অবকাশ অভাব পদার্থ হইলেও অনেক স্থলে আমরা উহা ভাবাত্মক-রূপে ব্যবহার করি। 'আমাকে একটু বসিবার অবকাশ করিয়া দাও' বলিলে ঐ স্থলে 'অবকাশ' এক চৌকী আদিরূপ ভাব পদার্থ বুঝায়, সম্পূর্ণ অভাব পদার্থ বুঝায় না। 'একটু অবসর পাইলে'-অর্থেও সেইরূপ বিশেষ কর্ম্মের নিবৃত্তি বুঝায়, সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি বুঝায় না। খালি চৌকী আদি ও ঘড়ীর কাঁটা নড়া আদি যেখানে অবকাশ ও কালের অর্থ করা হয় সেখানে উহারা ভাব পদার্থ। কাল ও অবকাশ এইরূপ সার্থক হয় বলিয়া উহাতে অনেক স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি বিপর্য্যয় হয়। তাঁহারা একবার ভাবাত্মক ও একবার অভাবার্থক কাল ও অবকাশ ধরিয়া বিচার করে।

৫। আমরা ভাষাব্যবহারে এই কাল ও অবকাশ-রূপ বিকল্পজ্ঞান সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাস্তব ও অবাস্তব ক্রিয়াপদকে তিন কালের সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করি। কালকেও ত্রিকালে—আছে ছিল ও থাকিবে এইরূপ ব্যবহার করি। স্থানমাত্রও বা অবকাশও একস্থানে বা সর্ব্বস্থানে আছে বলি। অধিকরণ-কারক এই অবকাশ ও কাল ধরিয়াই কল্পিত হয়। আছে বলিলে কোথায় ও কোন্ কালে আছে তাহা বক্তব্য হয়। 'কোথা ও কোন্ কালে' এই দুই পদার্থ, অন্য সব অভাব পদার্থের ন্যায় বাস্তবও হয় অবাস্তবও হয়। 'এই দেশে আছে' বলিলে যখন অন্য ভাব পদার্থের সহিত পূর্ব্বাপরতা সম্বন্ধ বুঝায় তখন তাহা বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। 'এই কালে আছে বা ছিল বা থাকিবে' বলিলেও সেইরূপ বাস্তব পদার্থের পূর্ব্বাপরতা যদি বক্তব্য হয় তবে সেই জ্ঞান বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। যেখানে অবাস্তব অধিকরণ বা অধিকরণমাত্র বক্তব্য হয় সেখানেই উহা বিকল্প-জ্ঞান। সর্ব্বদ্রব্যই নিজে নিজে আছে কেহ কাহারও আধার নহে*। জল ও পাত্রের সংযোগবিশেষ থাকিলে তাহাকেই আধার-আধেয়সম্বন্ধ বলা যায়। শূন্যরূপ দেশাধার ও কালাধারই বিকল্পজ্ঞান। দ্রব্যের পরিমাণের সহিত ঐ আধারের পরিমাণ সমান বলিয়া মনে করা হয় সুতরাং দ্রব্য থাকিলে উহা নাই বা শূন্য; অর্থাৎ ক-পরিমাণ দ্রব্য থাকিলে সেখানে যদি ক-পরিমাণ অবকাশ আছে বল তবে দ্রব্য ছাড়া ক-পরিমাণ শূন্য আছে বা ক-পরিমাণ অন্য কিছু নাই এরূপ বলা হইবে।

৬। দ্রব্যের পরিমাণের নাম অবকাশ বা space নহে, তাহা অবয়বের সংখ্যা মাত্র। দ্রব্যের আকার অবকাশ বা অবসর নহে। আকার অর্থে যেখানে ব্যাপ্যমান দ্রব্য

* কাল এবং দিক্ ও বস্তুর আধার নহে, বিকল্পিত অবকাশমাত্র। 'Time and space are not containers, nor are they contents, they are variants.'—Dr W. Carr's Relativity. অর্থাৎ কাল ও দিক্ আধারও নহে আধেয়ও নহে, তাহারা দ্রব্যের পৃথক্ অবস্থান মাত্র।

Minkowski বলেন 'Henceforward space in itself and time in itself as independent things must sink into mere shadows'। বড় বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরের ব্যক্তির একূপ নূতন করিয়া বলিতে হইলেও উহা প্রাচীন দার্শনিক বিচার। Zeno of Elea যে কয়েকটি paradox বা সমস্যা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার একটি এই—যদি সমস্ত দ্রব্য অবকাশে থাকে একথা বল, তবে অবকাশও অবকাশে থাকিবে তাহা ও অন্য অবকাশে থাকিবে এইরূপ অনবস্থা আসিবে। (If all that is, is in space, space must be in space and so on ad infinitum)। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিকল্প-জ্ঞানের বিবরণের দ্বারা এই অবস্তুতা এই সমস্যার দ্বারা দেখান হইয়াছে।

অথবা ঘরা ভরা আছে। তাহার সহিত অবকাশের বা কালের সম্পর্ক নাই। আকাশের উক্ত প্রথম লক্ষণ গুণের নিষেধ, দ্বিতীয় লক্ষণও তাহাই, কারণ, তাহা ঘরা ভরাপরবর্তীর কথা। যে বস্তুসম্বন্ধে তাহা বলা হইতেছে তাহাতে তাহা নাই বলা হইল এবং অন্য প্রত্যেক ঐ স্থানে থাকার নিষেধ করা মাত্র হইল।

অধিকরণ কারক করিয়া ভাষা ব্যবহার করাতে অনেক বিকল্প ব্যবহার করিতে হয়। অতএব ভাষাযুক্ত জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান, সুতরাং তাহা বিধাবিভক্ত জ্ঞান। যতদিন ভাষার চিন্তা ততদিন বিকল্প থাকিবেই; নির্বিকল্প জ্ঞান হইলে তবেই সত্যজ্ঞান হয়, তাহাকে শাস্ত্রকারা প্রজ্ঞা বলে। তাহা কিরূপে হয় যোগশাস্ত্রে তাহা বিবৃত আছে (১।৪৮)।

৭। এখানে জ্ঞানের তত্ত্ব কিছু বলা আবশ্যক নচেৎ দিক্ ও কাল কিরূপ জ্ঞান তাহা বুঝা যাইবে না। আমরা চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা বাহ্য রূপাদি বিষয় জানি এবং আভ্যন্তর প্রত্যক্ষেন্দ্রিয় যে মন, তাহার দ্বারা মনোভাব যে আছে বা হইতেছে তাহা জানি। কেবলমাত্র এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শুধু কোন রূপের বা শুধু কোন শব্দের বা শুধু এক মনোভাবের জ্ঞান হয়, তাহাকে আলোচন জ্ঞান (আধুনিক percept) বলে। যেমন কর নীলরূপ দেখিলে, চক্ষুর দ্বারা তাহার নীল-নাম ও অন্য গুণ দেখিতে পাও না, মাত্র নামজাতিহীন জ্ঞানহীন নীল জ্ঞানই চক্ষুর দ্বারা হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ। নীল দেখার পর উহার নাম নীল, উহা রূপজাতীয় ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতিরিক্তস্বরূপ কল্পনাশক্তির (conception-এর) দ্বারা একত্র করিয়া জ্ঞান হয় যে 'উহা নীল-নামক রূপ' ইত্যাদি। তাদৃশ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। বিজ্ঞান দ্বিবিধ—এক, সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান (perception and consciousness)* ; আর এক, চৈন্তিক বিজ্ঞান (conception) সাধারণ মনুষ্যের শেষোক্ত এই বিজ্ঞান শব্দ পদার্থের (concept-এর) দ্বারা হয়। বধিরদের এই বিজ্ঞান অন্যরূপে এবং অল্প রকম হইতে পারে। শব্দের অর্থ মাত্রই যে পদার্থ তাহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। চিত্তের নানা শক্তির দ্বারা যে মিলিত জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। শব্দজ্ঞানহীন বধিরদের ইহা কিছু হইতে পারিলেও স্বাভাবিক শব্দ-প্রয়োজন থাকায় ইহা ভাষাবিৎ মনুষ্যের প্রকৃষ্টরূপ হয়। তন্মধ্যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ের যে যথার্থ জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রমাণ। ঐরূপ বিষয়ের অযথার্থ জ্ঞান বা একটাকে আর এক জানা বিপর্যয় বা ভ্রান্ত জ্ঞান। যখন আমরা জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলে জানি তখন তাহা ছাড়িয়া দিই আর ব্যবহার করি না, সেইজন্য সত্যজ্ঞান হইলে আর বিপর্যয়ের ব্যবহার্যতা থাকে না। আর একপ্রকার বিজ্ঞান আছে তাহার নাম বিকল্প। দিক্ ও কাল পদের অর্থজ্ঞান এই বিকল্পজ্ঞানের উদাহরণ। সুতরাং ঐ দুই পদার্থ বুঝিতে হইলে বিকল্প-বিজ্ঞান উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। 'শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' (যোগ-সূত্র) অর্থাৎ কেবল শব্দ (নাম অথবা বাক্য) আছে কিন্তু যাহার বাস্তব কোন বিষয় নাই এরূপ শব্দ শুনিয়া যে বিজ্ঞান হয়, তাহার নাম বিকল্প। (Carveth Read বলেন—"We have concepts representing nothing which have perhaps been generated by the mere force of grammatical negation."

* বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অন্তরের অনুভব দুইই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। ইহা perception। External perception এবং internal perception এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ আছে। অন্যেরা consciousness-কে internal perception বলে।

অসংখ্য মনুষ্যের জ্ঞান সম্ভব নহে। এইরূপে পদার্থ লইয়া তাহা ব্যবহারে সর্ব্বদাই বিকল্প ব্যবহার্য্য হয়।

৯। আমরা বর্ত্তমান কালকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থ বলিয়া মনে করি। অতীত ও ভবিষ্যৎ যখন অবর্ত্তমান পদার্থ বা নাই তখন তাহাদের 'মধ্যে' আসিবে কোথা হইতে? অতীত ও অনাগত কাল আছে বলিলে (তাহা হইলে 'বর্ত্তমান' বলা হইল) বলিতে হইবে অনাগতের অব্যবহিত পরেই অতীত। দুইয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তবে বর্ত্তমান থাকিবে কোথায়? বিশেষতঃ বর্ত্তমান কাল কত পরিমাণ? যদি বল ক্ষণ-পরিমাণ, তাহাতে বক্তব্য—ক্ষণ কত পরিমাণ? উত্তর বলিতে হইবে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ, এত অল্প যে তাহার আর বিভাগ করা যায় না। কিন্তু যদি তাহার পরিমাণ নাই ও কল্পনীয় নহে। সুতরাং বলিতে হইবে তাহা অনন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণ। পরিমাণকে যদি অনন্ত সূক্ষ্ম বলা যায় তবে তাহা শূন্য বা নাই। অতএব বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত কাল নাই। উহা কেবল ঐ ঐ শব্দের দ্বারা বিকল্পজ্ঞান মাত্র। তাই যোগভাষ্যকার বলেন—"স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইব অবভাসতে", (যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্য, ৩।৫২), অর্থাৎ এই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্ম্মাণ, শব্দজ্ঞানানুপাতী, তাহা ব্যুত্থিত-দৃষ্টি লৌকিক ব্যক্তিদের নিকট বস্তুস্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়।

১০। আমরা কালের ও অবকাশের পরিমাণ অনন্ত মনে করি। ইহার প্রকৃত অর্থ 'যাহা বস্তু কোন স্থানে নাই' এরূপ বাক্যের এবং 'যে কোন ভাব ছিল না ও থাকিবে না' এরূপ বাক্যের যাহা অর্থ তাহার অচিন্তনীয়তা। বাহ্যজ্ঞান হইতেছে অথচ তাহা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে না এরূপ চিন্তা সম্ভব নহে। যতই দূর, যতই ফাঁক, যতই শূন্য চিন্তা কর না কেন, তাহাতে যে বাহ্য ক্ষেত্রভাব আসিবে তাহাতে আর কিছু না থাক এক রকম রূপ (অন্ততঃ অন্ধকার) থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং বাহ্যজ্ঞানও থাকিবে। বাহ্যের ধর্ম্মের অভাব কুত্রাপি নাই বলিয়া অর্থাৎ তাহা অচিন্তনীয় বলিয়া বাহ্যগুণক জগৎকে অসীম বলি এবং তাহার সহগতরূপে বিকল্পিত বিস্তারমাত্রক বা অবকাশকেও অসীম বলি। অসীম অর্থে সীমার অভাব। তন্মধ্যে সীমা চিন্তনীয় পদার্থ আর অভাব অচিন্তনীয় পদার্থ। অতএব অসীম শব্দের অর্থ এক বিকল্পজ্ঞান, তাহার বাস্তব বাহ্য বিষয় নাই।

এইরূপে কালকেও অনাদি ও অনন্ত বলি। কোনও ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন যদি না হইত তাহা হইলে কোন জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হইত না। তাহাতে, যেসব শব্দের দ্বারা কালের বিকল্পজ্ঞান হয় সেই সব শব্দ থাকিত না। সুতরাং কাল-নামক বিকল্পজ্ঞানও হইত না। কিন্তু ক্রিয়া আছে, এবং যাহা থাকে তাহার কখনও অভাব হয় না, সুতরাং ক্রিয়ার অভাব চিন্তনীয় নহে। বুদ্ধির বা জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন অর্থে এক একটি খণ্ড খণ্ড জ্ঞান। আর জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী, তজ্জন্য আমাদের চিন্তা করিতে ও বলিতে হয় জ্ঞান বা সত্তা পরিবর্ত্তমানভাবে বা অনবচ্ছিন্নতা-প্রবাহরূপে আছে। অর্থাৎ সৎপদার্থ ছিল ও থাকিবে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া চিন্তা করিতে হয়। মানস সত্ত্বের বা স্থির মানস দ্রব্যের* এবং মানস ক্রিয়ার অভাব কল্পনীয় হইতে পারে না বলিয়া আমাদের বলিতে হয় ক্রিয়ার দ্বারা অবচ্ছিন্নতা-প্রবাহাত্মক মানস জগৎ 'ছিল' ও 'থাকিবে'। ক্রিয়া ও স্থির দ্রব্য-সম্বন্ধীয় এই

* এই পদার্থগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। পদার্থ = শব্দের অর্থ যাহা ভাব ও অভাব। দ্রব্য = বস্তু = সত্তা। দ্রব্য দুই প্রকার—স্থির দ্রব্য বা সত্ত্ব এবং ক্রিয়া বা প্রবহমান দ্রব্য।

দুই পদের (ছিল ও থাকিবে) অর্থকে পরিমিত করার হেতু নাই বলিয়া (অর্থাৎ কত দিন ছিল ও থাকিবে তাহা নির্দ্ধার্য্য নহে বলিয়া) বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। অন্য কথায় মনো-দ্রব্যের ও মনঃক্রিয়ার অভাব অচিন্তনীয় বলিয়া তাহার অধিকরণরূপ বৈকল্পিক পদার্থ যে কাল তাহারও অভাব চিন্তা করিতে না পারিয়া বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। ফলে কাল অভাবপদার্থ হইলেও তাহাকে বিকল্পের দ্বারা এক ভাবপদার্থরূপে কল্পনা করি বলিয়া বলি তাহা অন্য ভাব-পদার্থের ন্যায় বরাবর 'ছিল' ও 'থাকিবে'।

১১। যেমন জ্যামিতির বিন্দু, রেখা আদি পদার্থ বৈকল্পিক, কিন্তু তাহা লইয়া যে যুক্তি করা হয় তাহা যথার্থ এবং তাহা হইতে ক্ষেত্রপরিমাণ আদি যথার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, বৈকল্পিক দিক্ ও কালপদার্থের দ্বারাও সেইরূপ অনেক যথার্থ বিষয়ের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। আমরা উৎপত্তি ও লয় সর্ব্বদা দেখি কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে অনুৎপন্ন ভাব আছে বা থাকিবে তাহা দিক্কাল-যুক্ত অতিকল্পনার দ্বারা বুঝি। শব্দ পদের ও বাক্যের দ্বারাই পদার্থ-বিজ্ঞানরূপ অতিকল্পনা করি, সেজন্য তাহাতে বিকল্প মিশ্রিত থাকে। অনুৎপন্ন, নির্ব্বিকার, নিরাধার, অনাদি, অনন্ত, অমেয় প্রভৃতি পদের অর্থজ্ঞান বৈকল্পিক, কিন্তু ওদ্বারা আমরা সত্য পদার্থসকলের অতি-কল্পনা করি। অতএব তাদৃশ সব সত্যজ্ঞান বিকল্পমিশ্রিত বা ব্যবহারিক অথবা তুলনায় সত্য। দিক্ ও কাল যখন শূন্য ও বাঙ্মাত্র তখন তাহাদেরকে ধরিয়া যে সব সত্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় তাহারা অগত্যা ব্যবহারিক সত্য হইবেই।

১২। আমরা নিজেদের অবস্থান পরিমাণ আদি জ্ঞান অনুসারে অন্য দ্রব্যের অবস্থান পরিমাণাদি জানি। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাদি-সাপেক্ষ জ্ঞান ভিন্ন। এক অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান তাহার নিকট সত্য বোধ হইলেও ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা সত্য না হইতে পারে। তুমি এক জনের পূর্ব্বে অবস্থিত ইহা সত্য আবার আর এক জনের পশ্চিমে অবস্থিত ইহাও সত্য। এইরূপ আপেক্ষিক সত্য লইয়া ব্যবহার চলিতেছে। দিক্ ও কাল লইয়া যে সব সত্যভাষণ করা যায় তাহা এইরূপ ব্যবহারসত্য। দার্শনিকদের নিকট পরিদৃশ্যমান ও অনুভূয়মান সবই আপেক্ষিক সত্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞাপনাত্মক যথার্থ জ্ঞানকে মূল করিয়া দিক্ ও কাল পদার্থ স্থাপিত করা হয় সুতরাং বিশ্ববিজ্ঞানের তত্ত্ব বিচার্য্য। ভাব বা বস্তু বা দ্রব্য দুই রকম — (১) স্থির সত্তা ও (২) ক্রিয়া বা প্রবহমাণ সত্তা। যে সকল দ্রব্যের পরিণাম বা অবস্থান্তরতা লক্ষ্য হয় না তাহারা স্থির সত্তা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় শব্দাদি যদি ঐরূপ (অর্থাৎ একই রকম) বোধ হয় তবে তাহাকে স্থির সত্তা মনে হয়। গবাক্ষাগত গোল একখণ্ড আলোককে স্থির সত্তা মনে করি। সেইরূপ শব্দাদিকেও মনে করি। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চাল্য দ্রব্যকেও ঐরূপ স্থির সত্তা মনে করি। চালন করিতে হইলে শক্তিব্যয় করিতে হয়। হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে বোধ আছে তদ্দ্বারা ঐ শক্তিব্যয় জানিতে পারি। কোন দ্রব্যকে চালন করিতে যদি শক্তিব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহাকে অর্থাৎ চাল্য দ্রব্যকে স্থির সত্তা মনে করি। প্রাণ বা শরীরগত যে বোধশক্তি আছে তাহার দ্বারা যে উপষ্টম্ভ-বোধ হয় (কঠিন তরল আদি অনুভবের) তাদৃশ বোধ্য দ্রব্যকেও স্থির সত্তা মনে করি। ঐ ত্রিবিধ বোধশক্তির মিলিত কার্য্য হয় বলিয়া ঐ গ্রাহ্য, চাল্য ও ধার্য্য গুণ যে দ্রব্যে মিলিতভাবে যুক্ত হয় তাহাকে উত্তম স্থিরসত্তা মনে করি। এই বাহ্য স্থির সত্তা ছাড়া মানসিক স্থির সত্তাও আছে। সুখ, দুঃখ ও মোহ নামক মনের যে অবস্থাবৃত্তি আছে—যাহা শব্দাদিজ্ঞানের সহিত মিলিত ও অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে থাকে তাহাদেরকেও স্থির সত্তা মনে করি। অন্যাপেক্ষা স্থির সত্তা আমিত্ব।

আবির্ভাব-জ্ঞান (সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াদি শক্তি লইয়া যে আমিত্ববোধ) অন্য সর্ব্বজ্ঞানে এক বলিয়া বোধ হয় ও তাহাদের জ্ঞাতা বলিয়া বোধ হয়, সেজন্য উহা অতি স্থিরসত্তা।

দ্বিতীয় জাতীয় দ্রব্য—ক্রিয়া। যাহাতে অবস্থার পরিবর্ত্তনের অতি স্ফুট জ্ঞান হয় এবং যাহার পরিবর্ত্তন তাহা তত লক্ষ্য হয় না তাহাই ক্রিয়া দ্রব্য। মূলতঃ বাহ্য ক্রিয়া দেশ ব্যাপিয়া হয় অর্থাৎ "এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাপ্তিবারাই" বাহ্য ক্রিয়া। কিন্তু "এক স্থান হইতে অন্য স্থান" এই স্থানপরিণাম যদি অলক্ষ্য হয়, তবে একই স্থানে পূর্ব্ব শব্দাদি গুণের নিবৃত্তি হইয়া অন্য শব্দাদি গুণ আবির্ভূত হওয়াকেও বাহ্য ক্রিয়া বলি। যেমন এক স্থানে নীল গুণ ছিল পরে লাল হইল এ স্থলে স্থানপরিবর্ত্তন না হইয়া গুণপরিবর্ত্তন হইল। মূলতঃ কিন্তু স্থানপরিবর্ত্তন হইতে উহা ঘটে। সাধারণ ক্রিয়ার ন্যায় শব্দাদির মূলীভূত ক্রিয়া এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও যে মূলতঃ অণুভূত দ্রব্যের "স্থানপরিবর্ত্তন" তাহা বাহ্য বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কথা।

১৩। স্থিরসত্তা যাহাকে মনে করি তাহাও অলক্ষ্য ক্রিয়া। শব্দাকাশাদি যেমন আলোক-খণ্ড যাহাকে এক স্থিরসত্তা মনে করি বস্তুতঃ তাহা আলোক-নামক ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়া এত দ্রুত ও সূক্ষ্ম যে উহার স্থানপরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্র বলেন, 'নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে।' অর্থাৎ হে উদ্ধব। সর্ব্বদাই সমস্ত দ্রব্যের পরিণামরূপ সূক্ষ্ম অংশ অলক্ষ্যবেগে কালের বা ক্রিয়াবচ্ছিন্ন দ্বারা অথবা অতি সূক্ষ্মকালে, একবার হইতেছে ও একবার লয় পাইতেছে, সূক্ষ্মত্বহেতু উহা দৃষ্ট হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এইরূপ কল্পনা। কারণ, রূপাদি দ্রব্য ক্রিয়া বা কম্পনস্বরূপ। কম্পন অর্থে একবার ক্রিয়ার আসা ও একবার প্রাবল্য, একবার থাকা একবার অথাকা। তন্মধ্যে থাকার সময়ে ইন্দ্রিয়ের উদ্রেক পরেই অনুদ্রেক। উদ্রেকে জ্ঞান, অনুদ্রেকে জ্ঞানাভাব। সুতরাং একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লীন হইতেছে। ক্ষণজ্ঞানে এক মুহূর্ত্তে বহু কোটিবার ঐরূপ হওয়াতে তাহা লক্ষ্য না হইয়া রূপকে স্থিরসত্তা মনে হয়। অলাতচক্র অর্থাৎ এক অলন্ত অঙ্গারকে ঘুরাইলে যে চক্রাকার স্থিরসত্তা দৃষ্ট হয় তাহাও ঐরূপ। কাঠিন্য তারল্য আদি যে সব গুণের দ্বারা দ্রব্যকে স্থিরসত্তা মনে হয়, তাহারাও ক্রিয়া বা শক্তি-বিশেষ মাত্র* দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণ-বিশেষ বা ক্রিয়ারই কাঠিন্য। ভারবত্তাও পৃথিবীর সহিত মিলনের শক্তি ইত্যাদি।

এইরূপে দেখা গেল যে যাহাকে স্থিরসত্তা মনে করি তাহাও উদীয়মান ও লীয়মান ক্রিয়াপ্রবাহ। সাধারণ দৃষ্ট ক্রিয়া বা স্থানপরিবর্ত্তন কতকগুলি স্থিরসত্তার তুলনায় অনুভব করি। এই পুস্তকের এই পৃষ্ঠার উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত কাগজময় দেশ এক স্থিরসত্তা। তাহার অবয়বসকলও (যত পরিমাণের যত সংখ্যক অবয়ব বিভাগ কর না কেন) স্থিরসত্তা, তোমার অঙ্গুলিও স্থিরসত্তা। অঙ্গুলিকে পুস্তকপৃষ্ঠের উপর হইতে নীচে টানিয়া আনিতে যে ক্রিয়া ঘটিল তাহা ঐ সব স্থিরসত্তার পূর্ব্বাপরক্রমে সংযোগ-বিয়োগ মাত্র। পূর্ব্বাপর অবয়বের সংযোগ ধরিয়া দেশব্যাপী ক্রিয়া, আর পূর্ব্বাপর ক্ষণব্যাপী ধরিয়া ক্রিয়াকে কাল-ব্যাপী ক্রিয়া বলি।

* "We have found that electrons are constituents of all atoms and that mass is a property of electrical charge."—Millikan's Electron। অতএব বিদ্যুৎকেও আণবিক অবয়বযুক্ত দ্রব্য বা ক্রিয়া (atomic nature) বলা হয় কিন্তু কিসের ক্রিয়া বা কি দ্রব্য তাহা অজ্ঞেয় বলা হয়।

১৪। এইরূপে স্থিরসত্তার তুলনায় আমরা দুই ক্রিয়া বুঝি। কিন্তু ঐ সব স্থিরসত্তাও যখন ক্রিয়াবিশেষ, তখন মূল ক্রিয়াকে কিরূপে লক্ষিত করা যুক্তিযুক্ত? তাহাকে এখান হইতে ওখানে গতি বলিয়া লক্ষিত করিতে পার না, কারণ, 'এ স্থান' এবং 'ও স্থান' এই দুই-ই স্থিরসত্তা। স্থিরসত্তাও যখন মূলীভূত ক্রিয়ারই লক্ষণ করিতে হইবে তখন তাহা কোনও স্থিরসত্তার দ্বারা লক্ষিত করা যুক্ত নহে। অতএব জাগতিক মূল ক্রিয়া যে 'এখানে ওখানে' গতি নহে ইহা ন্যায়ানুসারে বক্তব্য হইবে। তবে তাহা কিরূপ ক্রিয়া? 'এখানে ওখানে' গতিরূপ ক্রিয়াছাড়া যদি অন্য ক্রিয়া থাকে তবে তাহা তাহাই হইবে। সেরূপ ক্রিয়াও আছে। তাহা মনের। এই দুইপ্রকার ক্রিয়া ছাড়া অন্য ক্রিয়া ব্যবহার-জগতে নাই। সুতরাং দৈশিক ক্রিয়া না হইলে মূল বাহ্যক্রিয়া মানস ক্রিয়া হইবে। মনের ক্রিয়ার যেমন স্থানের জ্ঞান হয় না কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, মূল বাহ্যক্রিয়াকেও ন্যায়ানুসারে সেই জাতীয় ক্রিয়া বলিতে হইবে*।

১৫। বাহ্যজ্ঞানের মূলীভূত পদার্থ এইরূপে বিস্তারহীন বলিয়া ন্যায় অনুসারে সিদ্ধ হয়। তবে বিস্তারজ্ঞান আসে কোথা হইতে? পূর্বোক্ত অলাতচক্রের উদাহরণে দেখা গিয়াছে ক্ষুদ্র এক অঙ্গারখণ্ড এক বৃহৎ চক্ররূপ স্থিরসত্তা বোধ হয়। কেন এরূপ হয়? উত্তরে বলিতে হইবে একস্থানে একবস্তুর রূপজ্ঞান হইতে গেলে তথায় তাহার এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু যদি তদপেক্ষা অল্প কাল থাকে তবে চক্ষু তাহাকে সেই স্থানে স্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাতে পূর্বের ও পরের জ্ঞান মিশাইয়া যাইয়া এক চক্রাকার জ্ঞান হয়। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে সময়ের আবশ্যক কোন জ্ঞানহেতু ক্রিয়া যদি তদপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী ক্রিয়া সকলের প্রবাহভূত হয়, তবে স্থানে স্থানেই আমরা সেই খণ্ড খণ্ড প্রবাহাংশভূত ক্রিয়াকে বিবিক্ত করিয়া জানিতে পারি না, কিন্তু বহু ক্রিয়াকে একবৎ জানি। এইরূপ বহু বাহ্য-জ্ঞানহেতু ক্রিয়াকে অবিবিক্তভাবে গ্রহণ করাই বিস্তারজ্ঞানের স্বরূপ। অলাতচক্রের উদাহরণে বিন্দুমাত্র আলোক (স্থিরসত্তা) বৃহৎ চক্রে বিবর্তিত হয় ও তাহার পশ্চাতেও তুলনা করার মত স্থিরসত্তা থাকে। কিন্তু মূল বাহ্য-বিস্তারজ্ঞানের (যাহা বিস্তারজ্ঞানের মূল) অন্য ঐরূপ স্থিরসত্তা কিরূপে সত্তা?

* অণাদি দ্বারা পদার্থ যে অন্তঃকরণজাতীয় তাহা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্ত। পুরাকালের অভিমানবিশেষই সাংখ্য-মতে অণাদি বিষয়ের আদিমূল। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে অণাদি হইয়াছে ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদেরও ঐ কথা বলা হয়, কারণ, ইচ্ছা অভিমানবিশেষ। প্লেটো হইতে অন্যান্য অনেকে বিষয়ের উপাদান করিয়াছেন। Plato বলেন আলোর মূল 'ether is the mother and reservoir of visible creation and partaking somehow of the nature of mind''। আপেক্ষিকতাবাদেও এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। "But there exists in nature an impalpable entity which is not matter but which plays a part at least as real and prominent is a necessary implication of the theory.' Relativity by L. Bolton, p. 175। বাহ্যজগতের এই অদর্শ মূল যদি matter না হয় তবে mind ছাড়া আর কি হইবে? ঐ দুই ছাড়া আর কিছু কল্পনীয় আছে বা নাই।

Julian Huxley বলেন —"There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word "mental is the nearest approach"

চিত্তকার্য্য* । বোধ অথবা বোদ্ধার সহিত সংযোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব ঐ সংস্কাররূপ সূক্ষ্ম বোধও বোদ্ধার সহিত সংযোগে বর্ত্তমান আছে। অর্থাৎ অনেক সংস্কাররূপ বিশেষের দ্বারা অভিসংস্কৃত বোধরূপ আমিত্বের শুদ্ধ অংশ অলক্ষ্য বেগে বোদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইতেছে, তাহাতেই আমাদের অস্ফুট অভিমানজ্ঞান হয় যে আমি সংস্কারবান্ ধর্ত্তা। সংস্কারসকল কিরূপ ভাবে আছে তাহার উত্তম ধারণা থাকা আবশ্যক। মন যেহেতু দৈশিক বিস্তারহীন সেহেতু সংস্কারসকল পাশাপাশি নাই। সংস্কারসকল যখন আছে বা বর্ত্তমান তখন এককালেই সব আছে। অপরিদৃষ্ট আমিত্বজ্ঞানে (চিত্তবৃত্তির সহিত আমি-জ্ঞানে) সব সংস্কার অন্তর্গত আছে। একতাল মাটিতে যদি বহু বহুবার খোঁচান যায় সেইরূপ খোঁচযুক্ত মাটির তালের সহিত সংস্কারযুক্ত আমিত্বের তুলনা করিতে পার। মাটিকে তরল ও খোঁচসকলকে অসংখ্য অথচ নিপুণ (আকারবান্) কল্পনা করিলে তুলনা আরও ভাল হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমিত্ব মানক "জ্ঞান" ক্ষণব্যাপী এক বিস্তারহীন বিন্দু। আর তাহাতে স্থিত সংস্কারসকল আমিত্বের জ্ঞানক্রিয়ারূপে পরিণত হওয়ার সহজ পথমাত্র। পূর্ব্ব অনুভূতি ঘটিতে ঐ সহজ পথ হয়, তাহাই সংস্কার। ঐরূপ অশেষ অন্তর্গত-বিশেষযুক্ত এক বিদ্যুৎ বিন্দু কল্পনা করিলে মনের উপমা আরও ভাল হয়। বিদ্যুতের পুঞ্জ মনের জ্ঞানের উপমা কল্পিত হইতে পারে। ঐরূপ আমিত্ব বোদ্ধা পুরুষের সংযোগে (আমি বোদ্ধা এইরূপ) প্রকাশিত হইতেছে। আমিত্বের বা অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একে একে হয়। এক সময়ে দুইটী জ্ঞান হয় না, সুতরাং সংস্কারসকলও ঐরূপ হয় অর্থাৎ এক সময়ে এক জ্ঞান—এইরূপ ভাবেই সংস্কারের স্মরণ-জ্ঞান হয়। সেইরূপ সংস্কারসমষ্টি অসংখ্য হইতে পারে বলিয়া যুগপৎ স্মরণ করিতে থাকিলে কখনও স্মরণ করা ফুরাইবে না। তাই কালের যোগে বলিতে হইবে আমি অনাদিকাল হইতে আছি এরূপ বলিতে হয়। সেইরূপ আমিত্ব একরূপ না একরূপ ভাবে থাকিবে এই চিন্তা অপরিহার্য্য বলিয়া আমি অনন্তকাল থাকিব বলিতে হয়। বিস্তারহীন মন দ্রষ্টার দিক্ হইতে কাল নাই (কারণ, তাহা কাল জ্ঞানেরও জ্ঞাতা) এবং সংস্কারও সব বর্ত্তমান সুতরাং দ্রষ্টার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটির বোধকালে পরম্পরাক্রমে এক একটি এক ক্ষণে যুক্ত হইতেছে এরূপ হইবে। অসংখ্য সংস্কারসকল প্রত্যেকে পৃথক্ হইলেও সংহত্যকারী এক এক সমষ্টি শক্তির (ধর্ম নামের) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া অসংখ্য জাতীয় নহে। এক এক জাতীয় সংস্কার এক এক সংহত্যকারী মনঃশক্তির অনুগতভাবে থাকে ও দ্রষ্টার সহিত সংযুক্ত হইয়া যুক্ত হয়। তাদৃশ—সংযোগশক্তির সহিত দ্রষ্টার সংযোগ হইতে (ক্রমে ক্রমে হইলেও) অনেক কাল লাগে না, অল্প কালেই হয়। বিদ্যুৎবেগে ঘুরাইতে যুগপতের মত বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুগপৎ বহুজ্ঞান অর্থাৎ যুগপতের মত বহুমান বিস্তারবানের স্বরূপ। এক বোদ্ধার যুগপৎ বহুবোধ অসম্ভব হইলেও পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্রুতবেগ ও অপরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্রুতবেগ এই দুই বেগের পার্থক্য থাকাতে পরিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির নিকট বহু অপরিদৃষ্ট জ্ঞান কিম্বা যুগপতের মত অভিভূত

* অপরিদৃষ্ট চিত্তকার্য্যের উদাহরণ যথা— পূর্ব্বকার্য্যের উপর অবিরত, স্বাভাবিক আত্মচৈতন্য, বিভিন্নবেশ ধারণ লেখা (automatic writing) প্রভৃতি কার্য্য। শেষোক্ত অবস্থায় সেই ব্যক্তি হয়ত পরিদৃষ্টভাবে এক রকম কার্য্য করে আর অপরিদৃষ্টভাবে তাহার দ্বারা অন্য কার্য্য (যেন অন্য এক আমিত্ব করিতেছে) হয়। এক আমিত্বের যুগপৎ বহুজ্ঞান সম্ভব না হওয়াতে ইহাতেও একবার পরিদৃষ্ট ভাব একবার অপরিদৃষ্ট ভাব এইরূপ বোদ্ধার সহিত সংযোগ অলক্ষ্য বেগে হইতে থাকে তাহাতেই বোধ হয় যেন দুইটি আমিত্ব যুগপৎ কার্য্য করিতেছে।

জ্ঞান উৎপাদন করিবে। স্পন্দন বোধের নামই শরীরাভিমান বোধ। তাহা হইতেই আমি শরীরী বা শরীরব্যাপী এই ব্যাপী শরীরগতভাবরূপে স্থির সত্তার বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শরীর প্রবহমাণ সত্তা বা ক্রিয়াপুঞ্জ। অলাতচক্রের ন্যায় তাহা ঐরূপে স্থিরসত্তারূপ ধাঁধা বা বিপর্য্যয় (বা illusion) হয়। যদি সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তির দ্বারা শরীরনামক ক্রিয়াপুঞ্জের প্রত্যেকটিকে বিবিক্ত করিয়া জানা যায় তবে তাহা প্রবহমাণ ব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াত্মক সত্তা বলিয়াই অনুভূত হইবে। যেমন অত্যল্পকালব্যাপী উদ্ঘাটন (exposure) দিয়া অলাতচক্রের ফোটো তুলিলে তাহা চক্রাকার হয় না, ক্ষুদ্র অঙ্গারখণ্ডেরই ফোটো হয়, ইহা ঐ বিষয়ে উপমা। অথবা একটি দ্রুতগামী চক্র যাহার অরসকল একাকার বোধ হয়, তাহাকে ক্ষণপ্রভার আলোকে দেখিলে প্রত্যেক অর স্পষ্ট দেখা যাইবে যেন চক্র স্থির আছে।

১৭। এইরূপে জানা গেল আমাদের বিস্তারজ্ঞানের মূল বা মৌলিক অথবা শারীর বোধ বা স্পন্দন ক্রিয়ার বোধ। এই বিস্তারজ্ঞান অতীব অস্ফুট। ইহাতে আকারজ্ঞান অতি অল্পই থাকে। যদি কেবল শরীরমধ্যে অবস্থিত হইয়া বাহ্য বা পীড়ার বোধ অনুভব করিতে থাক তাহা হইলে ইহা বোধগম্য হইবে। তখন একটা ব্যাপ্তিবোধ থাকিবে বটে, কিন্তু আকারের বা পীড়ার আকারবোধ থাকিবে না। উহা শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানের তত সাপেক্ষ নহে, কারণ, শরীরব্যাপ্ত বোধমাত্রই উহার স্বরূপ। কাহারও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদ না থাকিলেও স্পন্দনবোধের দ্বারা তাহার ঐরূপ বিস্তারবোধ হয়। শরীর বাহ্যদ্রব্য হইতে বাধা পাইলে যে বোধ হয় তাহা কাঠিন্য। তারতম্য অনুসারে তাহা কোমল বায়বীয় আদি হয়। উহারও সহিত এই ব্যাপ্তিবোধ মিলিত হইয়া ব্যাপী বাহ্যবোধ জন্মায়।

১৮। এই মৌলিক বিস্তারবোধকে অন্তর্গত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের যথাযথ ব্যাপ্তিবোধ হয় ও তাহাদের দ্বারা শরীর বা শরীরস্থ দ্রব্য চালিত হইয়া বাহ্য বিস্তারবোধ হয়। তন্মধ্যে গমনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তমরূপ বাহ্য বিস্তারবোধ হয় ও হস্তের দ্বারা আকারবোধ অনেকটা হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলে শুধু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। স্পন্দনবোধজনিত অস্ফুট বিস্তারবোধকে অন্তর্গত করাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে অস্ফুট বিস্তারবোধ থাকে। তাহাকে তুলনা করার বিষয় পাইয়া রূপাদি বিষয় পর্য্যায়ক্রমে বিস্তারযুক্ত ভাবে বা বহু রূপক্রিয়া যুগপতের মত গৃহীত হয়। যেমন প্রাণের মধ্যে বাহ্যের বা সর্ব্বশরীরচালনকারী প্রাণশক্তির দ্বারা সর্ব্বোত্তম শারীর বিস্তারবোধ হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে গমনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বোত্তম চলনজনিত বিস্তারজ্ঞান হয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিস্তার ও আকার জ্ঞান হয়। ত্বগিন্দ্রিয় ও কর্ণের দ্বারা অনেকটা অস্ফুট বিস্তারজ্ঞান হয় (শব্দে দেশব্যাপ্তি অপেক্ষা ক্রিয়াজ্ঞানের প্রাধান্য আছে বলিয়া)।

বাহ্য বিস্তারজ্ঞান এইরূপে ধাঁধা বা বিপর্য্যয় হইলেও উহা অভাব নহে। উহা শব্দাদিরূপ ভাবপদার্থের ক্রমভাবী অবয়বকে যুগপদ্ভাবী জানা মাত্র। তাহাই মাত্র উহাতে বিপর্য্যয়, নচেৎ অবয়বজ্ঞান বিপর্য্যয় নহে অভাবও নহে। বিপর্য্যয়জ্ঞানেও এক ভাবপদার্থের অধ্যাস অন্য ভাবপদার্থে হয়, সেই অধ্যাসটুকু মিথ্যা, কিন্তু দুই ভাবপদার্থ সত্য। রজ্জু ও সৎ পদার্থ, সর্প ও সৎ পদার্থ, একে অন্যের অধ্যাস মিথ্যা। এস্থলেও অবয়বজ্ঞান সত্যজ্ঞান। সুতরাং বিস্তার বা দেশ অর্থে যেখানে অবয়বজ্ঞান সেখানে তাহা বাস্তব। অথবা যেখানে উহা বহু অবয়বের উল্লেখ সেখানেও উহা সত্যজ্ঞান, কিন্তু যেখানে উহা ক্রমভাবী জ্ঞানকে সহভাবী

পরস্পারের উপর আকর্ষণাদি ক্রিয়া করে ইহা কল্পনীয় নহে (অসম্ভব বলিয়া)। এইরূপে সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে গতি কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝা যায় না।

গ্রীক দার্শনিক Zeno কয়েকটি যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে গতি অসম্ভব। যথা— একমুহূর্তে একদ্রব্য যদি একস্থানে থাকে তবে তাহাকে স্থির বলা যায়। এক চলন্ত শর প্রতি মুহূর্তে একস্থানে থাকে, অতএব শর গতিহীন'। ইহা স্যায়াভাস। কোনও দ্রব্য পর পর মুহূর্তে যদি ভিন্ন স্থানে থাকে তবে তাহা গতিশীল, শর তাহা থাকে, অতএব শর গতিশীল। ইহাই শুদ্ধ স্যায়। Zeno র 'প্রতি মুহূর্ত' পর পর মুহূর্ত হইবে। আর এক যুক্তি এই —এক শরকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে প্রথমে তাহা অর্দ্ধেক দূর যাইবে, পরে তাহারও অর্দ্ধেক, পরে তাহারও অর্দ্ধেক এইরূপে অনন্ত অর্দ্ধেক যাইতে হইবে সুতরাং কখনও যাইতে পারিবে না। একটি সসীম পরিমাণকে অসংখ্য ভাগ করা যায় বলিয়া তাহা অসীম (সুতরাং অনতিক্রম্য) এই স্যায়াভাস ইহাতে আছে। ইহার মত এদেশেও প্রবাদ আছে এক টাকা ধার দিয়া, আট আনা, চার আনা ইত্যাদি অর্দ্ধেক ক্রমে যদি শোধ করিতে চাও তবে কখনও শোধ হবে না। ইহা সত্য বটে কিন্তু এরূপ ক্রমে ধার শোধ কেহ দেয় না, ধারও যায় না। একিলিস্ ও কচ্ছপের সমস্যাও এইরূপ। বিশ্বাসের স্যায় গতি এক ধাঁধা হইলেও ঐ সত্যটি Zeno যে উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা স্যায্য, বা বুঝার যোগ্য, নহে।

২১। যাঁহারা বলেন নিজের বিজ্ঞান হইতেই আন্তর্বাহ্য সমস্ত ঘটনা হয়, তাদৃশ বিজ্ঞানবাদীরা বলিবেন স্বপ্নে যেমন একস্থানে থাকিলেও গতির জ্ঞান হয় সব গতিজ্ঞানই সেইরূপ। ইহাতে আসল কথা বুঝা যায় না, কারণ, স্বপ্ন স্মৃতি হইতে (গতিজ্ঞানের স্মৃতি হইতে) হয়, স্মৃতি অনুভূত বিষয়ের সংস্কার হইতে হয়। বিষয়জ্ঞান নিজের বিজ্ঞানমাত্রের দ্বারা সাধ্য নহে, তাহাতে অবিজ্ঞানসাধ্য অন্য উদ্রেক চাই। সেই বাহ্য উদ্রেকের গতি কিরূপে সম্ভব তাহাই বিচার্য্য। বিজ্ঞানস্থান নিজের অবশ্যই বটে তবে তৎতুল্য কল্পনাসাধ্য এক উদ্রেকও স্বীকার্য্য হয়। গতির তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই উদ্রেকের (যাহা বাহ্য সত্তারূপে প্রতিভাত হয়) তত্ত্ব সম্যক্ বিচার্য্য। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত দেহী, সেইরূপ অসংখ্য অন্য মহত্তম দেহী আছে তাহা আমরা জানি। আরও দেখান হইয়াছে যে বাহ্যসত্তা—যাহা দিয়া আমাদের দেহ গঠিত তাহাও মূলতঃ মন (ইহা ছাড়া অন্য সমাধানের আর যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নাই)। রূপাদি বাহ্যসত্তা বহু দেহীর সাধারণ বলিয়া সাধারণ সেই মন বহু দেহীর মনের সহিত মিলিত। আকাশ, উদ্ভিদ আদির দ্বারা সাধারণতঃ এক মনের সহিত অন্য মনের মিলন হয় কিন্তু ভূতাদি মাত্র (বাহ্যসত্তার মূল) মনের মিলন সেরূপ হইতে পারে না। কারণ যাহার দ্বারা আকাশ, উদ্ভিদ আদি সংঘটিত হয় সেই শব্দাদি জ্ঞান হইবার পূর্বেকার সেই মিলন, যেহেতু সেই মিলনের ফলে শব্দাদি জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা মনে মনে ভিতর দিক্ হইতে মিলন। ঐন্দ্রজালিক মনে এমন সির্দ্ধবান আবৃত্তকাদি যাহা তাতে পার্শ্বস্থ লোকে তাদৃশ আবৃত্তকাদি দেখিতে পায়, ইহা ভিতর দিক্ হইতে মিলনের উদাহরণ (যদিচ বাহ্যের দিক্ হইতে ঐন্দ্রজালিক ও দর্শকের কতকটা মিলন থাকে)। যে ভূতাদি মনের দ্বারা আমরা এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি তাহা অযথার্থ শক্তিযুক্ত। সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের শক্তি দ্বারা দেখিতে পাই তাহার সেখানে পরম উৎকর্ষ, সুতরাং তাহা যথার্থ ভাবে বহু বহু মনের উপর ক্রিয়া করিতে সমর্থ। সেই ভূতাদি মনের আরও এক (সাধারণ মন হইতে) বিশেষত্ব থাকিবে যে তাহা দ্বারা উদ্রেক ব্যতিরেকে ভূত-ভৌতিক জগৎ কল্পনার দ্বারা উদ্ভাবিত করিতে পারিবে। অবশ্য জগৎ কল্পনারূপেই সত্তাবান্ হইবে। সাধারণ মনসকলের এরূপ সংস্কার আছে যে

তাহারা আলম্বন পাইলে তাহা গ্রহণ করত শরীরেন্দ্রিয় ধারণ ও বিষয়গ্রহণ করিতে পারে (ইহা দেখাই যায়)। ভূতাদি মনের ভূতরূপ জ্ঞানের (যাহা তাহার স্বতঃই হয়) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মনসকলে ঐ বাহ্য উক্তরূপ আলম্বন পাইয়া সংস্কারে দেহেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া থাকে। আলম্বন সাধারণ হওয়াতে তাহারা পরস্পর সেই আলম্বনের দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করিতে পারে। ভূতাদি নামক ঐশ মনের কল্পনা পূর্বসংস্কার হইতে হয়, তাহাতে পূর্ববৎ শব্দ-স্পর্শাদিযুক্ত ও কঠিন-তরল-বায়বীয়াদি ধর্মযুক্ত প্রতীয় জগৎ কল্পিত বা সম্ভাবিত হয় ('সাংখ্যের ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য)। জগৎ যখন মূলতঃ মনোময় তখন গতি মনোময় হত, অর্থাৎ তাহা ক্রিয়াবজ্ঞানমূলক পার্শ্ব বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তনবিশেষ মাত্র হইবে*। ভূতাদির তাদৃশ মৌলিক কম্পনের (পার্শ্ব বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা-কম্পনের) দ্বারা ভাবিত সাধারণ মন সকল প্রতিবাদ্ রূপাদি বস্তু জানে এবং তাহাতে অভিমান করিয়া দেহাদি গঠন করে ও কাঠিন্যাদির অভিমানী হয়। সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মবেদ্যতার অভিমানই কাঠিন্যাভিমান। তারল্য, বায়বীয়ত্ব, রশ্মিত্ব প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মবেদ্যতার অভিমান। তাপ আলোকাদির যেরূপ সঞ্চার ও যেরূপ ক্রিয়া ভূতাদির রূপ তাপাদি-কম্পনে মুহূর্তে মুহূর্তে তত্তৎ পার্শ্ব বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তন-জ্ঞানরূপ মানস ক্রিয়া হয়। 'পার্শ্ব' বা ক্রিয়াবজ্ঞানও ভূতাদির প্রাণাভিমান হইতে হয়। কারণ, প্রাণব্যতীত মন ক্রিয়া করিতে পারে না। মনের অধিষ্ঠান তখন প্রাণের দ্বারা নির্মিত হয়। স্থূল শরীর সম্বন্ধেও যেমন, সূক্ষ্ম অথবা বিশ্বব্যাপী বিরাট্ শরীরের পক্ষেও সেইরূপ, অধিষ্ঠান (সুতরাং তৎপ্রাণ) ব্যতীত মনের কার্য কল্পনীয় নহে। এইরূপে গতির বা স্থান পরিবর্তনের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

২২। প্রাণাভিমানই বিশ্বপ্রাণ, যদ্দ্বারা সমস্ত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন—"প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।" উদ্ভিজ্জাদি যাবৎ প্রাণীর ন্যায় ধাতুপাষাণাদির প্রাণ আছে। ইহা কেবল বৈদিক মত নহে, পাশ্চাত্যদের মধ্যেও যাঁহারা সূক্ষ্ম চিন্তা করেন তাঁহারাও ইহা বলেন। প্রাণী ও অপ্রাণীদের ভেদ কোথা তাহাও তাঁহারা অনির্দেশ্য বলেন। ধাতুসকলের অবসাদ, শর্করাবন্ধন (crystallization) প্রভৃতি হইতেই ঐ বিশ্বপ্রাণ সিদ্ধ হয়।

* দার্শনিক দৃষ্টিতে মূল বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে গতি নাই তাহা নিম্নোক্তি হইতেও বুঝা যাইবে —
"We can reduce matter to motion, and what do we know of motion save that it is a complex perception or a mode of thought * * * For of motion we know nothing except that it represents a continuous change of certain perceptions in their relations with those of space and time * * * Hence one form of thought—our own minds—runs parallel to and is concomitant with another form of thought, perhaps more permanent—though that we cannot say—which we call matter, electricity or ether. And it resolves itself into mind perceiving mind" J. B. Burke's *Origin of Life*, p. 337 et seq। বর্তমানে ভিন্ন যাহা যে another form of thoughtকে স্বীকার করিতে হয় তাহাই সাংখ্যের ভূতাদি অভিমান। তাহা ঈশ্বর ভিত্তিক পূর্বগতি। Julian Huxley বলেন—"There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach".

২৩। যে শক্তির দ্বারা সমস্ত বিধৃত রহিয়াছে তাহা সঙ্কর্ষণ নামক ক্রিয়াশক্তি। সঙ্কর্ষণের লক্ষণ যথা—"দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণম্ অহমিত্যভিমানলক্ষণম্" অর্থাৎ গ্রহীতার ও গ্রাহ্যের যে আভিমানিক আকর্ষণ তাহাই সঙ্কর্ষণ। বাহ্যের দিক্ হইতে পৃথিব্যাদির আকর্ষণ শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পৃথিবী 'স্বশক্ত্যা আকৃষ্টমাকর্ষতি' বলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে ও গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ এই আকর্ষণের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নিউটনই উহার নিয়ম ও সার্ব্বভৌমতা বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। জগতে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যই নিয়মবিশেষে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তি যে কি তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কিছু বলিতে পারেন না, পরন্তু উহা অজ্ঞেয় বলেন। কেন যে বাহ্যের সমস্ত দ্রব্য পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট তাহা বাহ্যের দিক্ হইতে অসাধ্য সমস্যা। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা যখন পুরুষবিশেষের মনই জগতের মূল বলিয়া স্বীকার্য্য হয় তখন বাহ্যাকর্ষণের মূল বুঝা যায়। যেমনও মন যে অভিমান পদার্থের দ্বারা তাহার সকল সঙ্গতি হয়।

প্রাণশক্তি বিধৃতি বা ধারণশীল তামস অভিমান, তাহার দ্বারা দেহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ভূতাদির বা বিশ্বপ্রাণ সেই শক্তির দ্বারাও সেইরূপ বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। বিধৃত থাকা অর্থে সমস্ত অবয়ব এক নিয়মে নিয়মিত বা আবদ্ধ থাকা। অভিমানের দ্বারা ধাতুদের সহিত যে সমস্ত বাহ্য ও শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবদ্ধ (চক্র ভিতে অরের মত) তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অতএব বিশ্বধৃক্ ক্রিয়াশক্তি মূলতঃ প্রজাপতির ভূতাদিরূপ অভিমান, তদ্দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অবিচ্ছ-অংশ সমস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। বাহ্যের দিক্ হইতে তাই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দ্রব্য সম্বদ্ধ বোধ হয়। যেমন মনে কল্পনারূপ বিক্ষেপশক্তির দ্বারা সংস্কারাদি মানস দ্রব্যসকল বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ও পরে পুনশ্চ আসিয়া মিলাইয়া যায়, বাহ্যেও সেইরূপ বিক্ষেপশক্তির দ্বারা দ্রব্য পৃথগ্ভূত হয় (যাহা পৃথিব্যাদির উৎপত্তির কারণ) ও পরে পুনশ্চ মিলাইয়া এক হয়। ইহাই সৃষ্টি ও লয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামক বাহ্য শক্তিও এইরূপে ভূতাদির মানস ক্রিয়ার গ্রাহ্যের দিকের ভাব।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বাহ্যশক্তি (energy) অক্ষয় বটে কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ (degradation) হইলে আর তাহা কার্য্যকারী হয় না। উত্তাপে পরিণত হওয়াই বিশ্লিষ্ট হওয়া বা degradation তাহা ক্রমশই ঘটিতেছে। যখন সমস্ত একরূপ তাপে পরিণত হইবে তখন শীতোত্তাপের ভেদ থাকিবে না, তখন আর শক্তির কার্য্যকারিতা থাকিবে না বা কোন প্রাণী থাকিবে না। তখন পাশ্চাত্ত্য মতে জগৎ অবিক্ষেপ্য হইবে। কিরূপে পুনশ্চ জগৎ উঠিবে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের উত্তর—পুনশ্চ প্রজাপতির সঙ্কল্প হইতে ব্যক্ত হইবে।

২৪। বড় ও ছোট জ্ঞান আপেক্ষিক। আমাদের নিজেদের তুলনায় বড় ও ছোট পরিমাণ স্থির করি। তোমার কাছে যেমন হিমালয় তুমিও এক জীবাণুর নিকট হিমালয়, তোমার নিকটে যেমন এই দিনটি ক্ষুদ্র তুমিও এক জোনাকির নিকট সেইরূপ। কাল সম্বন্ধেও এই কথা। দিনটি পুরুষের নিকট যাহা এক মনোবৃত্তির উদয়লয়ের কাল তোমার নিকট তাহা কোটি কোটি কল্প হইতে পারে। শাস্ত্র এইরূপে ব্রহ্মার দিন-বৎসরাদির মহা পরিমাণ দেখাইয়া এ বিষয়ের সংকীর্ণ ধারণা প্রসার করিয়া দিয়াছেন। তোমার শরীর যদি শত গুণ বড় হয় এবং সেই অবস্থায় তুমি যদি এমন এক বনে নীত হও যেখানের বৃক্ষাদিও তোমা অপেক্ষাও বৃক্ষাদি হইতে শতগুণ বৃহৎ, তবে তুমি কখনও স্থির করিতে পারিবে না তোমার শরীর শতগুণ বড় হইয়াছে।

বাস্তব বা দ্রব্যের অবয়বক্রমের পরিমাণ। তাহা ছাড়া যে অনাদি অনন্ত অসংখ্য আদি বৈকল্পিক পরিমাণ আছে তাহা কেবল ভাষানিশ্রিত অবাস্তব পদার্থ। এইজন্য অনন্তের অঙ্ক সকল গবলাকরণ হয়, মীমাংসা হয় না। ৩ × অসংখ্য = অসংখ্য ; সেইরূপ ৪ × অসংখ্য = অসংখ্য ; অতএব ৪ = ৩ একরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়! বিকল্প ছাড়িয়া বাস্তব ভাবে দেখিলে কি দেখিবে? দেখিবে এক তিন-হাত কাঠির ও এক চারি-হাত কাঠির দ্বারা যদি মাপিতে থাক তবে যতদিন মাপ না কেন, প্রত্যেক মাপই সান্ত হইবে ও দুইটি মাপ বড় ছোট হইবে। ব্যাকরণের নঞ্ উপসর্গই ওখানে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। কোন সংখ্যাকে অন্ত সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিলে বা তাহার সহিত গুণ বা ভাগ বা যোগ করিলে যাহা ফল হয় অনন্ত সম্বন্ধে তাহা খাটে না, কারণ, উহাতে সব ফলই অনন্ত হইবে। বৈকল্পিক সংখ্যা লইয়া অসংখ্যকে সাধ্য মনে করিয়া তাহা করাতে ঐরূপ বিরুদ্ধ ফল হয়। অনন্ত অর্থে যাহার অন্ত খুঁজিতে গেলে পাই না ; কিন্তু সব সময়েই যে জ্ঞান থাকিবে তাহার একটা অন্ত থাকে। অসংখ্যও সেইরূপ। সুতরাং অসংখ্যের সহিত গুণ ও বা সাধ্য যোগবিয়োগাদি করার সম্ভাবনা নাই। যাহারা বলে একহাত জমীতে অসংখ্য অণুভাগ আছে, সুতরাং অসংখ্য × অণুপরিমাণ = অনন্ত পরিমাণ, অতএব তাহা পার হওয়া সাধ্য নহে ; তাহাদেরকে বক্তব্য যে এক পদক্ষেপেও অসংখ্য ভাগ আছে (একিলিস্ ও কচ্ছপ সমস্যা) সুতরাং অসংখ্যের দ্বারাই অসংখ্য কাটিয়া পার হওয়া যাইবে। বৈকল্পিক পদার্থ অনন্ত হইলেও ব্যবহার্য্য*। যেমন জ্যামিতির বিন্দু ও রেখা কাল্পনিক হইলেও তদ্দ্বারা অনেক যুক্তিযুক্ত বিষয় নিশ্চিত হয় সেইরূপ অসংখ্য, অনন্ত আদি বৈকল্পিক পদার্থ লইয়া অঙ্কাদি বিদ্যায় অনেক যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়। কাল ও অবকাশ সম্বন্ধীয় পরিমাণতত্ত্ব এইরূপে মীমাংস্য।

পরিমাণতত্ত্ব লইয়া আরও অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। এই বিশ্ব সান্ত কি অনন্ত? ইহার সাধারণভাবে উত্তর দিতে হইলে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি দেওয়া যায় (Kant এর বিচার দ্রষ্টব্য)। সংক্ষেপতঃ—আমরা বিশ্বের অন্ত কল্পনা করিতে পারি না বলিয়া বলিতে হয় বিশ্ব অন্তহীন। আবার বলিতে হয় যত দেখিতে দেখিতে যাইবে তত অন্তই দেখিবে। সর্বদাই যদি অন্ত দেখ তবে বিশ্ব সান্ত, অনন্ত নহে। তাহার দ্বারা বৈকল্পিক 'অনন্ত' পদ সৃষ্টি করিয়া তাহার অর্থকে এক বাস্তব পদার্থ মনে করিয়া বিচার করিতে যাওয়াতেই এরূপস্থলে বিচার অপ্রতিষ্ঠ হয়। যোগভাষ্যকার এরূপস্থলে সুমীমাংসা করিয়া বিচারদোষ দেখাইয়াছেন (৪।৩৩)। তিনি বলেন, ওরূপ প্রশ্ন ঠিক নহে। ওরূপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। তুমি ভাত খাও নাই তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন করে "কি চাউলের ভাত খাইয়াছ" তাহাতে যেমন ঐ প্রশ্নের উত্তর হয় না, এস্থলেও সেইরূপ। 'বিশ্ব অনন্ত কি সান্ত'—এরূপ প্রশ্নের প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাস্য—'অনন্ত' মানে কি? তাহাতে বলিতে হইবে

* Kantও ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন "The eternal present" অর্থাৎ শাশ্বত বর্তমান কাল। ইহা বিকল্পমাত্রের ব্যবহার্যতার উদাহরণ। শাশ্বত বা eternal অর্থে ত্রিকালব্যাপী অতএব ইহার অর্থ ত্রিকালব্যাপী 'বর্তমান' কাল। এইরূপে এই বাক্যের অর্থ অবাস্তব হইলেও উহা সত্য বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার্য্য হয়।

"যাহার অন্ত খুঁজিতে গেলে কখনও স্থির অন্ত পাই না, যত দেখি ততই অন্ত সরিয়া যায় (কিন্তু সর্ব্বদাই অন্ত থাকে) তাহাই অনন্ত"। সান্ত কাহাকে বলে? সেক্ষেত্রেও বলিতে হইবে—যাহার অন্ত সর্ব্বদাই আছে বলিয়া জানি তাহাই সান্ত। অতএব উভয়পক্ষই এক হইল। প্রকৃত প্রশ্ন হইবে 'যদি বিশ্বের অন্ত দেখিতে দেখিতে চলি তবে কি কখন স্থির অন্ত পাইব?' উত্তর—না। 'অনন্ত' নামক অবাস্তব বৈকল্পিক পদ না জানিয়া যদি কেহ প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বের অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে চলে তবে তাহার ঐরূপ কল্পনাহীন যথার্থ অনুভব হইবে। বাক্যব্যবহারের সুবিধার জন্য আমরা 'অনন্ত' আদি অবাস্তব শব্দ রচনা করিয়া ব্যবহার করি এবং উহার ঐরূপ অর্থে অপব্যবহার করি।

২৬। আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। বিশ্বের সমস্ত দ্রব্য ও ক্রিয়া সসীম। অণু, অণুপুঞ্জ পৃথিবী, সৌর জগৎ প্রভৃতি সবই সসীম। কিন্তু শাস্ত্রমতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডও সসীম। এইরূপ অসংখ্য (গণিয়া শেষ করার নহে) ব্রহ্মাণ্ড আছে। আলোকাদির ক্রিয়াও সসীম বা স্তোকে স্তোকে (by quanta) হয়। ব্রহ্মাণ্ড সসীম হইলে তদন্তর্গত সসীম ক্রিয়ার সমষ্টিও সসীম। একটা সকেন্দ্র অসীম বিশ্বজগৎ আছে এরূপ কল্পনা ন্যায়সঙ্গত নহে। বাহ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে দেখিলে ওরূপ সকেন্দ্র অসীম জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞেরা দেখান। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ যে সসীম তাহাও স্বীকার্য্য হয়। শাস্ত্রমতে এই ভৌতিক জগৎ সসীম এবং ইহা অহঙ্কারের দ্বারা আবৃত। ইহা সর্ব্বথা ন্যায্য, কারণ, তাপ-আলোকাদি ক্রিয়া প্রসারিত হইয়া অহঙ্কারে প্রাপ্ত হইবে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য আবরণ তাহা শব্দ ও অশব্দ (অরূপ শব্দ), তাপ বা অতাপ (অরূপ তাপ বা শীত), আলোক বা অন্ধকার (অরূপ কৃষ্ণবর্ণ আলোক) এই সব তাহাতে কল্পনা না করিয়া ('অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ম্' 'নাস্তমদীয় নো সদাসীৎ' ইত্যাদিরূপ) অব্যক্ত বলিয়া দার্শনিক ভাষায় সত্যভাষণ করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের পরিচ্ছিন্ন গেলে কোনও স্থানই থাকিবে না এইমাত্র বলা সঙ্গত। সুতরাং তখন দিকেরও স্থান থাকিবে না। অতএব সাধারণতঃ যে কল্পনা আসে 'তাহার পর কি' এবং সেই সঙ্গে দিক্ ও দেশের কল্পনাও আসে তাহা "ন্যায়ানুসারে কর্ত্তব্য নহে" ভাবিয়া ইহামাত্র বলাই ন্যায্য।

কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অত তাহাদেরও বলিতে হইবে প্রয়া গুণিয়া শেষ করা অসাধ্য। তাহারা কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় না পর পর স্থানে আছে, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচ্ছিন্ন পরস্পর স্থান কল্পনীয়যোগ্য নহে। যখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহাভূতের রচনা, তখন ইহা বলা ন্যায্য হইবে যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মহাভূতসকলে আছে। ব্রহ্মাণ্ড দেশব্যাপ্তিহীন বলিয়া 'পাশাপাশি থাকে' এরূপ কল্পনা অন্যায্য। শাস্ত্রও বলেন অসংখ্য ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড আছে যথা, "কোটি-কোটি-অযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু। তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥" প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড একটি একটি অখণ্ড (unit) জগৎ। তাহা অন্য এক বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত বলিয়া ন্যায়ানুসারে কল্পনীয় নহে, তাহাতে অনবস্থা-দোষও আসিয়া পড়ে।

ইহার দ্বারা দৈশিক ব্যাপ্তির কথা বলা হইল। কালিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার্য্য। যখন মানস ও বাহ্য সমস্ত ক্রিয়াই স্তোকে স্তোকে বা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া হয়—একতানে হয় না, এবং তাদৃশ ক্রিয়াই যখন কাল-পরিমাণের হেতু, তখন সমস্ত কালব্যাপী পদার্থ উদয়লয়শীল। উদয়লয়শীল কালব্যাপী পদার্থ কি অনাদি অনন্ত? এই প্রশ্নও দিগ্ব্যাপী পদার্থের ন্যায় সমাধেয়। কালব্যাপী পদার্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বা পর পর অবস্থা দেখিতে থাকিলে কখনও সে

কালের শেষ হইবে না—মাত্র এইরূপ সত্তাই ভাবনা করা যাইতে পারে। অনাদি অনন্ত মানেই তাহা। নচেৎ অনাদি-অনন্তকে এক বাস্তব নির্দিষ্ট পরিমাণ বলিয়া চিন্তা করিলে পূর্ব্ববৎ সমস্যার মধ্যে আসিয়া পড়ে (যথা—সাদি সান্তের সমষ্টি সাদি সান্তই হইবে, কিরূপে অনাদি অনন্ত হইবে)।

যে বস্তু (ব্যবহারিক) আছে তাহা কোন না কোন অবস্থায় অনাদি কাল হইতে আছে ও অনন্তকাল থাকিবে ইহা ন্যায়সঙ্গত চিন্তা। এই তথ্য অনুসারে ম্যাটারবাদীরা ম্যাটারকে অনাদি-অনন্ত-কাল স্থায়ী মনে করেন। মনকেও সেই কারণে অনাদি অনন্ত বলা ন্যায্য।

২৭। দৈশিক ও কালিক দূরত্ব ও নিকটত্ব-জ্ঞান কিরূপে হয় তাহাও এস্থলে বিচার্য্য। দূরত্ব অর্থে ব্যবধান। ব্যবধান অর্থে ব্যবধায়ীভূত অন্য পদার্থের জ্ঞান। কোনও দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্য ঘটনার জ্ঞান থাকাই কালিক দূরত্বের জ্ঞান। তেমনি দুইটি বাহ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে বা তাহার জ্ঞান থাকিলে, মনে হয় দুই দ্রব্য দেশ-ব্যবহিত। যদি কোনও এক ঘটনামূলক বৃত্তির পর ব্যবধানভূত ঘটনা থাকিলেও তন্মূলক জ্ঞান না হইয়া অর্থাৎ তাহা লক্ষ্যভূত না হইয়া, অন্য ঘটনা জানা যায় তাহা হইলে সেই দুই ঘটনা অব্যবহিত কালে ঘটিল এরূপ মনে হইবে। তেমনি একস্থানস্থিত দ্রব্য দেখিবার পর ব্যবহিত অন্য দ্রব্য না দেখিয়া, পরস্থিত দ্রব্য দেখিলে মনে হইবে দুই দ্রব্য অব্যবহিত। সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞের পক্ষে ব্যবহিত ঘটনার ও দ্রব্যের জ্ঞান অক্রমে হয় সুতরাং তাঁহার দূর-নিকট জ্ঞান থাকিবে না।

২৮। পরিদৃশ্য কাল ও অবকাশরূপ বিকল্পজ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে হয় তাহা বিচার্য্য। যোগ বা চিত্তস্থৈর্য্যের দ্বারাই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হয়। অভ্যাসের দ্বারা কোন এক বিষয়ের জ্ঞান যদি মনে উদিত রাখিতে পারা যায় ও অন্য সব ভুলিতে পারা যায় তবে তাদৃশ স্থৈর্য্যকে সমাধি বলে। ঐ ধ্যেয় বিষয় বাহিরের শব্দাদিও হয় অভ্যন্তরের আনন্দাদিও হয়। জ্ঞান আবার দ্বিবিধ—'ভাষাসহিত' ও 'ভাষাহীন'. "নীল নীল, নীল," এইরূপ ভাষার সহিত নীলরূপের যে জ্ঞান হয় তাহা সবিকল্প। কিন্তু 'নীল' নাম ছাড়িয়া কেবল নীলরূপমাত্র যখন জ্ঞানে ভাসে তাদৃশ ভাষাহীন জ্ঞানই, ভাষাদি-বিকল্পজ্ঞানরহিত নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। কর্ত্তা, কর্ম্ম আদি কারক ও অভ্যাসাদি পদার্থ—যাহা ভাষার দ্বারা বিকল্প করা যায়—তাহা হইতে নির্মুক্ত হওয়াতে উহা সাক্ষাৎ সত্তা বা তত্ত্বের জ্ঞান। তখন নীলমাত্রের জ্ঞান হয়, "আছে-ছিল-থাকিবে" বা "শূন্য ভরিয়া আছে" ইত্যাদি কাল ও অবকাশের বিকল্প থাকিবে না। (Plato বলেন The past and future are created species of time which we unconsciously but wrongly transfer to the eternal essence. We say 'was' 'is' 'will be', but the truth is that 'is' can alone properly be used—Timæus. কিন্তু যেখানে 'ছিল' ও 'থাকিবে' এরূপ ব্যবহার চলে না সেখানে 'আছে' ব্যবহারও চলে না। মূল ভাব তাই ত্রিকালাতীত, ব্যবহারে অবশ্য কাল যোগ করিয়া বলিতে হয়)।

উপযুক্ত কোন বাহ্যভাবে (যেমন আবেশে) যদি ঐরূপ সমাহিত হওয়া যায় তবে বাহ্য বিস্তার বা দেশজ্ঞান থাকে না কেবল কালিক ধারাক্রমে জ্ঞান হইতেছে বোধ হয়। সেই কালিক জ্ঞানেরও দ্বারা জ্ঞাতার অভিমুখে লক্ষ্য করিয়া যদি সর্ব্বজ্ঞানকে নিরোধ করা যায়, তবে দিক্কালাতীত বা দিক্ ও কালের দ্বারা অপদিষ্ট হইবার অযোগ্য এরূপ যে পদার্থ

তাহাতেই স্থিতি হয়। ইহাই সাংখ্যযোগের (এবং অন্য নির্ব্বাণ-মোক্ষবাদীদের) লক্ষ্য। শ্রুতি বলেন "কালঃ পচতি ভূতানি সর্ব্বাণ্যেব মহাত্মনি। যস্মিংস্তু পচ্যতে কালো যস্তং বেদ স বেদবিৎ" (মৈত্র্যু.উপ.) অর্থাৎ কাল সমস্ত বস্তুকে মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্বরূপ অগ্নিমাত্রে আত্মবোধে পাক করে, আর যাঁহাতে সেই কালও পাক হয় যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্তই বিকার তাহার উপরিস্থ পুরুষতত্ত্ব নির্ব্বিকার, "মহচ্চানাৎ ত্রিকালাতীতম্" (মাণ্ডুক্য শ্রুতি)—এই কথাই চরম লক্ষ্য।

থাকে অবিদ্যা প্রনষ্ট হইবে সংযোগও বিযুক্ত হইবে এবং সংযোগের ফলে যে গুণ-বৈষম্য হইতেছিল, অর্থাৎ সাধকের অন্তঃকরণ ও তদাশ্রিত দেহের যে অনাদি জন্ম-পরম্পরা চলিতেছিল, তাহার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাই ত্রিগুণের সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা এবং তাহার অবিনাভাবী ফল দ্রষ্টা পুরুষের কৈবল্য।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির একত্ব ও সামান্যত্ব। সাংখ্যাচার্যেরা প্রধান বা প্রকৃতির লক্ষণ দিয়াছেন 'সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি'—প্রকৃতি সামান্য অর্থাৎ বহু জ্ঞাতার দ্বারা সমান বা সাধারণ ভাবে (as common perceptible) জ্ঞেয়, তাহা অচেতন, এবং বহু ব্যক্ত ভাবের উৎপাদনকারী সুতরাং বিকারযোগ্য ও বিভাজ্য বা বিভক্ত হওয়ার যোগ্য। তবে মূল ত্রিগুণের অংশভেদ কল্পনীয় নহে, কারণ দেশকালের দ্বারাই অংশভেদ করা যায় এবং ব্যক্ত বস্তুই দেশকালাশ্রিত, কিন্তু ব্যক্ত বস্তুর উপাদান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দেশকালের অতীত ও অব্যক্ত।

উক্ত লক্ষণে দ্রষ্টা পুরুষ হইতে প্রকৃতি পৃথক্। দ্রষ্টা প্রত্যক্ (১।২৯, ২।২৪ যোগসূত্র ও ভাষ্য) বা প্রতিসংক্রিগত অর্থাৎ প্রতিব্যক্তির নিজস্বরূপেই উপলব্ধিযোগ্য, সুতরাং সামান্যের বিপরীত, উপনিষদ্‌ও বলেন 'প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ' (কঠ)। একের চিৎস্বরূপ দ্রষ্টা অন্যের দ্বারা অনুমিতই হইতে পারে কিন্তু কদাপি সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইতে পারে না এই কারণে জীব বহু বলিয়া তাহাদের আত্মা বা দ্রষ্টাও বহু। প্রাকৃত পদার্থ একই কালে বহু জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় হওয়ার যোগ্য, শুধু বাহ্য বস্তু নহে অন্তঃকরণও তদ্রূপ। তবে যতই আমরা বাহ্য হইতে আন্তর ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি ততই তাহাতে প্রত্যক্ত্ব (individual self-consciousness) লক্ষণ স্ফুটতর এবং সামান্যের লক্ষণ অস্ফুট হইতে থাকে। বাহ্য ভৌতিক পদার্থ যেমন সকলের কাছে সাধারণভাবে 'সামান্য' রূপে জ্ঞেয়, একের মন অন্যের কাছে ঠিক সেইরূপ সামান্য না হইলেও একেবারে অপ্রত্যক্ষ নহে, 'প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্'—যোগসূত্র ৩।১৯।

মন নিজের কাছে যেমন প্রত্যক্‌স্বরূপে উপলব্ধির যোগ্য তেমনি সামান্যরূপেও জ্ঞেয়, তাহার ফলে 'আমিই মন' এবং 'আমার মন' এই দুই প্রকার জ্ঞানই হয়। মন পরিবর্তিত হইতে থাকিলেও তাহার কোনও এক অতীত অবস্থাকে আমরা পরেও ইচ্ছামত বার বার পৃথক্ জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারি, ইহাও নিজের কাছে মনের সামান্যতা। সাধারণ পর-চিত্তজ্ঞতা প্রভৃতিও (thought-reading, thought-transference ইত্যাদি) চিত্তের সামান্যতার পরিচায়ক।

সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের ত্রিগুণরূপ একই উপাদান, তাহা বহুর নিকট জ্ঞেয় বলিয়া সামান্য, পরন্তু তাহা বিভাজ্য ও বিকারশীল—এই সব কারণে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এক, তাহাকে বহু বলা ব্যর্থ। অ-সামান্য, অবিভাজ্য এবং অবিকারী হইলেই প্রকৃতি বহু হইত।

ত্রৈগুণিকের প্রত্যক্ষ। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিই বাহ্যমূল পদার্থ। সেই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিকে আমরা দুইরূপে জানি—(ক) স্থূল ও সূক্ষ্ম-করণ (ইন্দ্রিয়) বা গ্রহণরূপে, এবং (খ) করণবাহ্য গ্রাহ্যরূপে। অতএব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি লক্ষণযুক্ত বস্তুকে গ্রাহ্যরূপে জানাই বাহ্য পঞ্চভূতরূপে জানা এবং পঞ্চভূতকে একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া স্থূলভাবে জানাই ভৌতিক মাটি-পাথররূপে জানা।

আর একটু বিশ্লেষ করিলেই বুঝা যাইবে যে শব্দাদি পঞ্চভূতের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষের ফলে আমাদের এক এক প্রকার মনোভাব। শব্দাদি জ্ঞান

আমাদের মনে, জ্ঞানোৎপাদক ক্রিয়াই আছে বাহ্য বিষয়ে। ক্রিয়া দুই প্রকার—দেশাশ্রিত ভৌতিক এবং কালাশ্রিত মানস। শব্দভূতের জ্ঞানেই দৈশিক জ্ঞান হয়, অতএব ভূতজ্ঞানের পূর্বে দৈশিক ক্রিয়া বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না সুতরাং যে বাহ্য ক্রিয়া ভূতজ্ঞান উৎপাদন করে তাহা অবশ্যই কালিক ক্রিয়া হইবে, আর, কালিক ক্রিয়া বলিলেই মনের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে, এই যুক্তিতেও বাহ্য পদার্থের মূল উপাদান মানস। মনে প্রত্যক্ষ এবং সামান্যত্ব আছে অতএব বাহ্য শব্দভূতেও ঐ দুই লক্ষণ আছে।

ইহা দার্শনিক দৃষ্টি, এই দৃষ্টিতে মূল কারণ হইতে যথাক্রমে স্থূল ভূত-ভৌতিকে উপনীত হইলে জড়বিজ্ঞানের অভিমতও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণেও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বাহ্য বস্তুর মূল এক মনোময় পদার্থ।*

উপনিষদ বলেন 'অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্---প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্' অর্থাৎ রথচক্রের নাভিতে অর বা শলাকা সমূহ যেমন গ্রথিত থাকে তেমনি সমস্ত বাহ্য বস্তুই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহলোকের এবং স্বর্গলোকের সমুদয় বাহ্য বস্তু প্রাণেরই বশীভূত (প্রশ্ন উপঃ)। প্রাণ অন্তঃকরণমূলক বলিয়া সবই চিৎ-প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক জীবদেহের উপাদান কারণ প্রাণশক্তির অন্তঃকরণাত্মক শব্দভূত বা পূর্বোক্ত গ্রাহ্যাকৃত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি, এবং গ্রাহ্যাকৃত হওয়ার মূল কারণ ত্রৈগুণ্য সংযোগ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও জৈব-অজৈবগত ভেদ অস্পষ্টপ্রায় এবং বাহ্য পদার্থও মনোময় বলিয়া স্বীকৃত, অতএব প্রতিক্রমবিদ্ধ সাংখ্যীয় দার্শনিক দৃষ্টির সহিত এবিষয়ে আর কোনও ভেদ থাকিতেছে না। উন্নত জীব তদপেক্ষা নিম্নস্তরের জীবের উপর বর্দ্ধিত বস্তুতঃ

* এডিংটন বলেন—Consciousness is not sharply defined, but fades into subconsciousness and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature This I take to be the world stuff

—The Nature of the Physical World Sir A Eddington

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যামো বলেন যে ভাইরাস পদার্থ জৈব অজৈবের সংযোজক সেতু স্বরূপ· These virus particles must be considered as ordinary chemical molecules and as living organisms at the same time, thus representing the missing link between living and non-living matter

—The Riddle of Life. George Gamow.

উক্ত গ্রন্থও বলিতেছে—At the larger protein level the words 'living'and 'non-living' have lost their conventional meanings. It is difficult even in science to avoid the common solecism of attempting to force new facts into a conception that has no reality as such and it is time for us to realise that our concept of 'life' is too crude to be used in relation to the infinitely small

—Principles of Bacteriology and Immunity Vol I P 1102

জীনস্ বলেন যে এক সূক্ষ্ম অন্তঃকরণমূলক মনস্তত্ত্বে কল্পিতও অধিক দৃষ্টিতে ভ্রম নাই This brings us very near to those philosophical systems which regard the Universe as a thought in the mind of its creator.

—The Universe around us. Sir J. Jeans

তাহাকে আবশ্যকমত সঙ্কুচিত করিয়া স্বদেহ নির্মাণ করে, কিন্তু কোন জীবই তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। উন্নত জীবও তন্নিম্নস্থ জীবের জীবত্বকে (যাহা প্রত্যক্) অনুমানের দ্বারাই জানে, এবং তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানে ভূত-ভৌতিকরূপে (যাহা পরাক্)— স্ব-মনের দ্বারা ভাবিত হওয়ায়। নিম্ন জীবও উন্নত জীবকে ঠিক ঐরূপেই জানে, তাহার বোধশক্তি অনুযায়ী।

উক্ত দৃষ্টিতে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে আমরা যেমন পূর্ব সংস্কারানুযায়ী রক্তমাংসল দেহ নির্মাণ করিয়াছি তেমনি শর্করা (crystal) প্রাণীও তাহার সংস্কারে পাষাণাদিরূপ দেহ নির্মাণ করিয়াছে, জলীয় অণু তাহার তরল দেহ নির্মাণ করিয়াছে। এইরূপেই বিশ্বের বৈচিত্র্য।

অতএব উন্নত প্রাণী এবং পরমাণুর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে পারাক্ত্বও যেমন আছে তেমনি প্রত্যক্ত্বও আছে যেহেতু সবই চিৎ-জড় সংযোগে উৎপন্ন।

ত্রৈগুণিক সৃষ্টি ও জীব। বাহ্য ভৌতিক জগতের মূল কারণ যে ত্রিগুণ তাহা বলা হইয়াছে কিন্তু তাহার বাহ্যতার কারণ বলা হয় নাই। শুধু জড় উপাদানেই কিছু সৃষ্ট হয় না, তাহার চেতন নিমিত্ত কারণও থাকা চাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিশ্ব মনোমূলক। পঞ্চভূতরূপে বিশ্বের অভিব্যক্তির চেতন নিমিত্তকারণ (efficient cause) প্রজাপতির অন্তঃকরণ। বিশ্বাসী কোনও সাধক তাঁহার চিত্তকে লয় করিয়া কৈবল্যসিদ্ধ হইলেও বাহ্য জগৎ অন্য সকলের নিকট বাহ্যই থাকিবে—'কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ' (যোগসূত্র ২।২২)।

অন্তঃকরণকেই জীবের নিজস্ব বলা যাইতে পারে। দেহ-ধারণের সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ নিয়া জীব জন্মায় ও পঞ্চভূতের উপাদানে স্বদেহ নির্মাণ করিয়া কর্ম করিতে থাকে। এই পঞ্চভূতের সাক্ষাৎ কারণ বিশ্বস্রষ্টার অন্তঃকরণ অর্থাৎ বিশ্বাধীশের মনের দ্বারা জীবের যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত মন ভাবিত হওয়ার ফলেই জীবের ভৌতিকের জ্ঞান ও দেহধারণ ঘটে, 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ'—ঋগ্বেদ ('সাংখ্যের ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য)। যখন কল্পান্তে প্রজাপতি তাঁহার ঐশ চিত্ত সংহরণ করিবেন তখন এই জগৎ এবং তদাশ্রিত জীবও লীন হইবে। তবে ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, বদ্ধ জীবগণ স্বীয় সংস্কারানুযায়ী অন্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিবে, কখনও বাহ্য আশ্রয়ের অভাব হইবে না।

প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতি ব্যতীত চিত্ত কল্পনীয় নহে, অতএব পঞ্চভূতের অব্যবহিত কারণকে স্রষ্টার অন্তঃকরণ বলিলে সে দৃষ্টিতেও পঞ্চভূত ত্রিগুণাত্মক। ত্রৈগুণিক চিত্তযুক্ত বলিয়া জগৎ-স্রষ্টা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভদেবকে সগুণ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। যিনি কোনকালে এই চিত্তের সহিত অবিদ্যা-ক্লেশের দ্বারা সম্বন্ধিত নহেন সেই অনাদিমুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষই নির্গুণ ঈশ্বর।

জড়-চেতনের দৃষ্টিতে ত্রৈগুণিকের ভেদ। জড় ও চেতন শব্দদ্বয় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা লক্ষ্য না করিলে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

যাহার পরিদৃষ্ট চেষ্টাযুক্ত কর্ম দেখা যায় না তাহাকে জড় বলা হয় যেমন মাটি পাথর প্রভৃতি। বাহ্য জ্ঞেয় তাহাকেও জড় বলা হয়। যদি বলা যায় এক জঙ্গম প্রাণী ও আমার নিকট জ্ঞেয় অতএব সেও কি জড়? উত্তরে বলিতে হইবে তাহার যাহা প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞেয় অংশ তাহা মাটি-

পাথরের ন্যায়ই জড়। তাহার চেতন অংশটা আমার নিজের চেতনতার (অনুভবের) উপমায় অনুমানের দ্বারাই (সাক্ষাৎভাবে নহে) জ্ঞেয়, এই কারণে চৈতন্যের অধিষ্ঠিত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবকে আমরা চেতনই বলি।

জীবকে যখন চেতন বলা হয় তখন বস্তুত তাহার অন্তঃকরণকে চেতন বলা হইলেও তাহা চিন্মাত্র দ্রষ্টা নহে। অন্তঃকরণের এক অংশ যে জ্ঞাতা এবং এক অংশ যে জ্ঞেয় তাহা অনুভূত সত্য, তাই তাহা দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগজাত। অতএব অন্তঃকরণযুক্ত জীবে যেমন চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃত্ব আছে তেমনি দৃশ্য বা জ্ঞেয়রূপ জড়ত্বও আছে। পুরুষাকারা বুদ্ধিও যেমন চিন্মাত্র পূর্ণ দ্রষ্টা নহে তেমনি ব্যক্ত দৃশ্য বুদ্ধিও দ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত জড় দৃশ্য-মাত্র নহে, উভয়ই চিৎজড় সংযোগজাত। তবে চিতিমাত্র দ্রষ্টৃপুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত জড় কি? তাহা দ্রষ্টার উপদর্শনহীন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অব্যক্তা প্রকৃতি।

চেতন-অচেতনের লক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিতে সমগ্র জ্ঞেয় পদার্থের এইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে—

১। চেতনতার মূল পূর্ণ চিন্মাত্র দ্রষ্টা পুরুষ।

২। চিৎ-বিপরীত সম্পূর্ণ জড়...প্রকৃতি বা গুণসাম্য অবস্থা।

৩। চেতন...পরিদৃষ্ট কর্মযুক্ত জীব।

৪। অচেতনরূপ জড়...পরিদৃষ্ট দেহকর্মহীন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ (স্থাবর)।

৫। জড়-চেতন সংঘাত...জীব এবং পাঞ্চভৌতিক জগৎ, অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্তঃকরণাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ ইহার অন্তর্গত। ভৌতিক পদার্থও পূর্বোক্তলক্ষণে সম্পূর্ণ চেতনও নহে এবং সম্পূর্ণ জড়ও নহে, কারণ চেতন জীবের ন্যায় ইহাও চিদ্রূপ পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সংযোগজাত।

৬। যাহা চিন্মাত্র দ্রষ্টা নহে তাহা জড়... এই লক্ষণে বুদ্ধিতত্ত্বকেও তাহার জড় উপাদানের দৃষ্টিতে অনেক স্থলে অচেতন জড় বলা হয়। এই দৃষ্টিভেদ লক্ষ্য না করিয়া বুদ্ধিকে মাটি-পাথরের মত জড় বুঝিলে জীবই জড় হইবে, চেতন বলিয়া কিছু থাকিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে 'জড়' ও 'চেতন' শব্দদ্বয়ের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই, কোথায় কোন্ দৃষ্টিতে উহারা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া অর্থ স্থির করিতে হইবে।
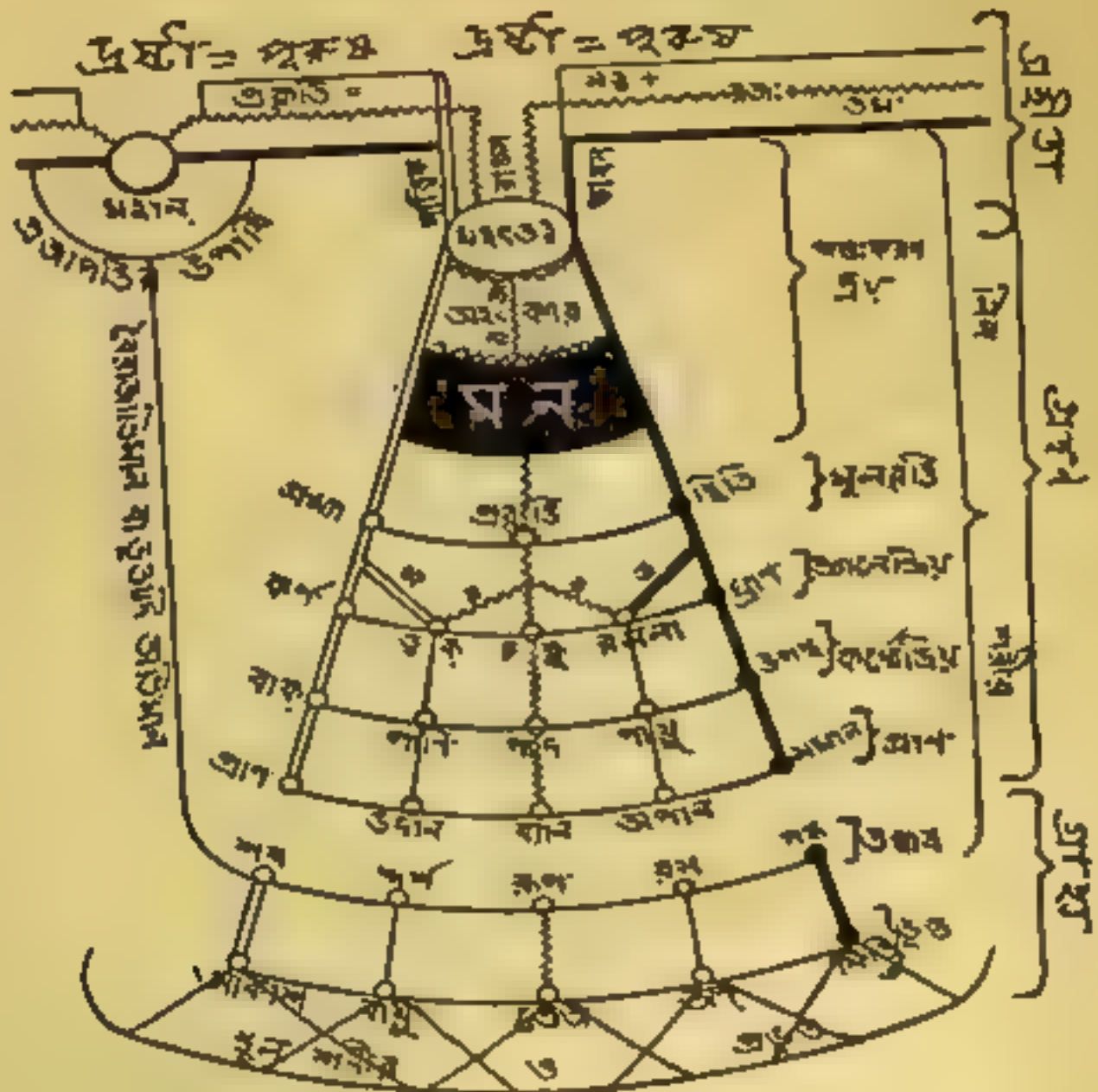
সাল ১৩৭৩। ইং ১৯৬৬ ধঃ আঃ

পরিশিষ্ট

তত্ত্বাঙ্কিত

(সাংখ্যতত্ত্বালোক ও তত্ত্বপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)

শ্বেত = সাত্ত্বিক, রক্তাসিত = রাজস, কৃষ্ণ = তামস।

	সাত্ত্বিক	সাঃ-রাঃ	রাজস	রাঃ-তাঃ	তামস
প্রখ্যাভেদ	প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তি বিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্য্যয়
প্রবৃত্তিভেদ	সঙ্কল্প	কল্পন	কৃতি	বিকল্পন	বিপর্য্যস্ত চেষ্টা
স্থিতিভেদ	প্রমাণ সং	স্মৃতি সং	চেষ্টা সং	বিকল্প সং	বিপর্য্যয় সং

তত্ত্বেঙ্গিতের ব্যাখ্যা

সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

মূল কারণ—পুরুষ বা দ্রষ্টা (মূল নিমিত্তকারণ) এবং প্রকৃতি বা দৃশ্য (মূল উপাদান-কারণ)।

দৃশ্যসকল ২৪ তত্ত্বরূপে আছে, তাহা যথা—

পঞ্চ স্থূল ভূত—(১) ক্ষিতি (২) অপ্, (৩) তেজ, (৪) মরুৎ বা বায়ু, (৫) ব্যোম বা আকাশ। ক্ষিতির গুণ গন্ধ। অপের গুণ রস যাহা জিহ্বার দ্বারা জানা যায়। তেজের গুণ রূপ যাহা চক্ষুর দ্বারা জানা যায়। বায়ুর গুণ শীত ও উষ্ণ স্পর্শ; আকাশের গুণ শব্দ।

পঞ্চ তন্মাত্র—(৬) শব্দতন্মাত্র, (৭) স্পর্শতন্মাত্র, (৮) রূপতন্মাত্র, (৯) রস-তন্মাত্র, (১০) গন্ধতন্মাত্র। তন্মাত্রসকল শব্দাদি গুণের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—(১১) কর্ণ, (১২) ত্বক্, (১৩) চক্ষু, (১৪) জিহ্বা, (১৫) নাসা।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—(১৬) বাক্, (১৭) পাণি, (১৮) পাদ, (১৯) পায়ু, (২০) উপস্থ। ইহাদিগের সহিত পঞ্চ প্রাণও আছে। প্রাণের দ্বারা শরীরধারণ হয় অর্থাৎ শ্বাস, প্রশ্বাস, রস-রক্তাদি চালন ও পরিপাকাদি হয়।

(২১) মন—মনের দ্বারা সঙ্কল্প বা চিন্তা, ইচ্ছা আদি হয়। (যাহা সুখবাধ্য হয় তাহা সংস্কারাধার)।

(২২) অহংকার—অহংকারের গুণ অভিমান। ইহা দ্বারা "আমি এরূপ, ওরূপ" এই প্রকার বোধ হয়। অহংকারের দ্বারা "ইহা আমার" এরূপ বোধও হয়।

(২৩) বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব—ইহা কেবল "আমি" মাত্র জ্ঞান।

(২৪) প্রকৃতি বা প্রধান—ইহা ব্যক্তক্রিয়াহীন সত্ত্ব, রজ ও তম ছাড়া আর কিছু নহে। অন্য সমস্ত দৃশ্য ইহাতে লয় হয় এবং ইহা সকলের মূল উপাদান কারণ।

এই চব্বিশ তত্ত্ব এবং নির্বিকার দ্রষ্টা পুরুষ, মোট ২৫ তত্ত্ব হইল। অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ ধর্ম প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। সমস্ত করণের সাধারণ বৃত্তি পঞ্চপ্রাণ। তন্মাত্র ও ভূতের বাহ্যমূল = দৃশ্যাপতির ভূতাদি নামক অভিমান। মহত্তত্ত্ব ও তদন্তর্গত দ্রষ্টা পুরুষের নাম গ্রহীতা। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত করণের নাম গ্রহণ এবং ভূত ও তন্মাত্র গ্রাহ্য। মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্যন্তের নাম লিঙ্গ-শরীর। প্রভূত বা ঘট পটাদি অচেতন দ্রব্য এবং স্থূল শরীর ইহারা ভূতনির্মিত বা ভৌতিক। এই পঁচিশ তত্ত্বের দ্বারা সব নির্মিত, ইহাদের মধ্যে চব্বিশটি বিকারী দৃশ্য পদার্থকে ত্যাগ করিয়া নির্বিকার দ্রষ্টা পুরুষকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই কৈবল্যমুক্তি হয়।

101—2045B

পারিভাষিক শব্দার্থ

এই গ্রন্থ পাঠকালীন পাঠকগণ নিম্নলিখিত শব্দার্থগুলি স্মরণ রাখিবেন।

পদার্থ = পদের অর্থ বা পদের দ্বারা যাহা অভিহিত হয় = ভাব ও অভাব।

ভাব পদার্থ = বস্তু = দ্রব্য ও গুণ।

দ্রব্য = ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম গুণের যাহা আশ্রয়। দ্রব্য আন্তর হয় এবং বাহ্যও হয়।

গুণ (সত্ত্বাদি ব্যতিরিক্ত) = ধর্ম = দ্রব্যের যুক্তভাব অর্থাৎ যে যে ভাবে আমরা দ্রব্যকে জানি বা জানিতে পারি। ব্যক্ত গুণ = বর্তমান। সূক্ষ্ম গুণ = অতীত বা যাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল, এবং অনাগত বা যাহা পরে ব্যক্ত হইবে। গুণসকল বাহ্য ও আন্তর। মূল বাহ্যগুণ = বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জড়ত্ব। মূল আন্তর গুণ = প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি।

বিষয় = বাহ্য করণের ও অন্তঃকরণের ব্যাপার।

বিষয়সকল = বোধ্য বিষয়, কার্য্য বিষয় ও ধার্য্য বিষয়। বোধ্য বিষয় = বিজ্ঞেয় ও আলোচ্য। কার্য্য বিষয় = চেষ্টা কার্য্য বিষয় ও স্বতঃ কার্য্য বিষয়। ধার্য্য বিষয় = শরীরাদি দ্রব্য এবং শক্তিসকল (করণ শক্তি এবং সংস্কার)। বিজ্ঞেয় বিষয় = গৃহ্যমাণ বা প্রত্যক্ষ বিষয় এবং অগৃহ্যমাণ বা অনুমেয় এবং স্মার্য্য কথা আদি বিষয়। চেষ্টা ক্রিয়া-বিষয় = অঙ্গক্রিয়াদির কার্য্য। স্বতঃ কার্য্য বিষয় = প্রাণাদির কার্য্য। বিষয়সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর।

বোধ = 'জ্ঞ' রূপ বা জানাভাব। তাহা ত্রিবিধ যথা—প্রবোধ, বিজ্ঞান এবং আলোচন। প্রবোধ = চৈতন্য। চিতি, চিৎ, জ্ঞাতা, দৃক্, স্বপ্রকাশ ইত্যাদি ইহার নামভেদ। বিজ্ঞান উহনাদি চিত্তক্রিয়ার দ্বারা নিজ-চিত্তস্থিত যে তত্ত্ববোধ। শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের এবং ইচ্ছাদি মানস বিষয়ের নাম, জাতি, সংখ্যা আদির সহিত যে জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান। আলোচন = বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের নাম, জাতি আদি হীন যে প্রাথমিক সংজ্ঞামাত্র-বোধ।

করণ = বুদ্ধি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম শক্তিসকল। ইহারা ভোগ এবং অপবর্গ ক্রিয়ার সাধক যন্ত্র। করণের সমষ্টির নাম লিঙ্গ শরীর।

শক্তি = কোনও বস্তুর কারণ—যাহা দৃষ্ট নহে কিন্তু অনুমেয়। শক্তি যথা—চিতিশক্তি বা দৃক্শক্তি এবং দৃশ্যশক্তি। চিতিশক্তি = নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বপ্রকাশ-স্বভাবের দ্বারা আমিত্ব-রূপ প্রকাশের হেতু। দৃশ্য শক্তি = ক্রিয়ার যে সূক্ষ্ম পূর্ব্ব এবং পর অবস্থা। আন্তর শক্তি = মনোভাব রূপ, যাহার নাম সংস্কার। বাহ্যশক্তি = বাহ্যক্রিয়ার উদয় দেখিয়া তাহার অনুমেয় পূর্ব্বের বা পরের অক্রিয় অবস্থা।

ক্রিয়া = শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। তাহা বাহ্য ও আন্তর। আন্তর ক্রিয়া শুধু কাল ব্যাপিয়া হয়, বাহ্যক্রিয়া দেশ ও কাল ব্যাপিয়া হয়।

ফ

ব

ব

হ

প্রকরণমালার বিষয়সূচী

হ

যোগদর্শনের বর্ণানুক্রমিক সূত্রসূচী

দ

ধ

ন

শ

স

হ

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

১। **সরল সাংখ্যযোগ** (৪র্থ সং)—বহু সাংখ্যসূত্র এবং সমগ্র সাংখ্যকারিকা অন্বয় ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ ব্যাখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে যথার্থ বিজ্ঞান ও পরমার্থ তত্ত্ব ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং পঞ্চশিখাদীনাং সাংখ্যসূত্রম্—ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সমেত। যোগভাষ্যে উদ্ধৃত সর্বপ্রাচীন দার্শনিক সূত্রগুলি সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য—১.২০ প.

২। **যোগকারিকা** (৩য় সং)—সমগ্র যোগসূত্র, কারিকা, অন্বয়, 'সরলা' টীকা ও বাংলায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সমেত। পাতঞ্জল দর্শন-শিক্ষার্থীর পক্ষে পরম সহায়ক। মূল্য—৩.০০ প.

৩। **যোগ সোপান** (৩য় সং)—সমগ্র পাতঞ্জল যোগসূত্র, সূত্রের অন্বয় ও সরল ব্যাখ্যা সহিত শ্রীমৎ ধর্মমেঘ আরণ্য কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য। মূল্য—৮০ প.

৪। **শ্রুতিসারঃ** (পরিবর্ধিত নূতন সং)—বেদ ও উপনিষদের বহু শ্লোক মূল ও অন্বয় সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বিস্তৃত ভূমিকায় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য করা হইয়াছে। মূল্য—৮০ প.

৫। শিবধাম ব্রহ্মচারীর **অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত** (৩য় সং)—ধর্মরাজ্যের প্রকৃত আদর্শ, যোগের গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং সাধন প্রণালী সুন্দররূপে গল্পচ্ছলে বিবৃত। মূল্য—৮০ প.

৬। **ধর্মচর্যা ও মনুসার** (সানুবাদ)—সনাতন ধর্মনীতির সার-সংগ্রহ। শ্লোকগুলি প্রধানত মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে সংগৃহীত এবং বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত। হৃদয়গ্রাহী উপদেশের একত্র সমাবেশ। মনুসারের শ্লোক মনুসংহিতা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য—৫০ প.

৭। **ধর্মপদম্** (৩য় সং)—শ্রীমৎ ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ ভাষিত মূল পালি, তাহার সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদ এবং বঙ্গানুবাদ সমেত অপূর্ব গ্রন্থ। দুরূহ শব্দাবলী পৃথক্ টীকায় ব্যাখ্যাত। ভূমিকায় বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা। মূল্য ১.৫০ প.

৮। শান্তিদেব কৃত **বোধিচর্যাবতার** (সানুবাদ নূতন সং)। বুদ্ধত্বলাভ করিবার আচরণ ও সাধন সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। মৈত্রী করুণা আদি শীল আচরণ এবং স্মৃতি-সম্প্রজন্য সম্বন্ধে সাধকোচিত উপদেশ [illegible] সমেত। মূল্য ২.৬০ প.

৯। **কর্মতত্ত্ব** (পরিবর্ধিত ২য় সং)—আর্য ও বৌদ্ধ দর্শন যে কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার যুক্তিসহ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কর্ম ও তাহার পরিণামরূপ ফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিক মত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রভৃতির সহিত সাংখ্যীয় কর্মবাদের তুলনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য ২.৬০ প.

১০। **নিবন্ধগ্রন্থাবলি**—সম্পূর্ণ দার্শনিক নিবন্ধাবলী, সাংখ্যীয় প্রশ্নোত্তরমালা, গীতার নীতি ও মত, পরমার্থসারম্ (সানুবাদ), শিবোক্তযোগযুক্তিঃ (সানুবাদ) ইত্যাদি বহুবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তকের সংগ্রহ পুস্তক। মূল্য ২.৪০ প.

প্রাপ্তিস্থান—কাপিল মঠ, পোঃ—মধুপুর, (বিহার)।

শ্রীমৎ সত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, ২২৯ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ১৯

কলিকাতার মহেশ লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে।

Samkhya Catechism

Compiled from the works of Samkhya Yogacharya Srimad Hariharananda Aranya. A lucid exposition of the Samkhya Philosophy—Price Re 1-40.

MARQUESS OF ZETLAND, YORKS, says—" * * * At a first glance the book gives one the impression of being a lucid exposition of the Samkhya system which should make the main principles of that philosophy clear to the Western readers."

Mahamahopadhyaya GANGANATH JHA of *Allahabad University*, says—"Many thanks for your Samkhya Catechism It appears to be a most useful compilation I hope it will find readers and appreciators."

DR B L ATREYA, D LITT *Professor of Philosophy, Hindu University, Benares*, says—"I am very grateful to you for your kind gift of the Samkhya Catechism which I have glanced through with great interest and pleasure It is indeed a manual of great value Your exposition of the doctrines of Samkhya, one of the most ancient and reputed system of Indian thought, is very clear, exhaustive and convincing I wish such manuals were available on all the systems of Indian Philosophy I will recommend it to my B A students who have to study the Samkhya system in outlines for their examination."

Samkhya Sutras of Panchasikha and other Ancient Sages

Text and commentary by Samkhya yogacharya Srimad Hariharananda Aranya and English translation by Rai JAJNESHWAR GHOSH Bahadur, Ph.D. Price Re. 1-50.

Dr L D BARNETT, *British Museum*—"It is a very able and interesting exposition of Samkhya from a modern standpoint and deserves to be widely known."

Dr. M WINTERNITZ, *Prague, Czechoslovakia*—"It is a very interesting and valuable contribution to the study of Samkhya."

Dr STEN KONOW, *Acta Orientalia Christiana University*—"It is so seldom that we have access to such good samples of the teaching of living Samkhya teachers like the Swami Hariharananda Aranya Especially to Europeans, it is important to read such treatises, because we are often apt to look on systems like the Samkhya through European spectacles, and in that way we do not easily reach a full understanding of the problems Your edition of the Swami's work and your own introduction and translation are, therefore, very welcome."

Dr BERREIDALE KEITH *Edinburgh University* – I have now had time to read through your introduction It is a most interesting sketch * * * I have also read with interest the Sutras as translated and commented upon and have to express my appreciation of the interesting and helpful addition to our knowledge of the Samkhya system."

Apply—Manager, The Kapil Muth MADHUPUR, *E Ry*

কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ (প্রিন্সিপ্যাল, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশী)—" * * * বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় যোগভাষ্য ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ ও আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটিই ব্যাখ্যাবৈশদ্য, প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণ এবং গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদন সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যাখ্যার সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহে। * * * বিচার ও স্বানুভূতির সহিত শাস্ত্রের সমন্বয়ের এরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল একান্তই দুর্লভ। * * * "

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্য ও যোগের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অন্নদা-চরণ তর্কচূড়ামণি—" * * * গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মোক্ষসাধনে উৎসর্গীকৃতজীবন, তীব্র বৈরাগ্যবান্, অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং সুদীর্ঘকাল-ব্যাপি-সাধনবান্, একনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী যোগী বলিয়াই তিনি এইরূপ সাধনসম্বন্ধীয়, অজ্ঞাতপূর্ব্ব-তত্ত্বযুক্তিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাংখ্য-যোগ সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ " * * * অত্র মহানুভাবেন সঙ্কলয়িতুর্গভীরার্থ প্রকাশনে অসাধারণং প্রাবীণ্যমুপলক্ষিতম্। ভাষা চাস্য প্রসাদমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্য-সমলঙ্কৃতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়ৈব। পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রমবগন্তুং প্রবর্ত্তমানানাং বঙ্গীয়পাঠকানামিদং গ্রন্থো মহতে খলূপকারায় প্রভবিষ্যতীতি অত্র নাস্তি বিপ্রতিপত্তিরিতি।"

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী—" * * * সঙ্কলয়িতু-র্যোগানুষ্ঠানপরিষ্ঠত্বাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যদর্শন-নিষ্ণাতত্বাচ্চ গ্রন্থোঽয়ং পণ্ডিতানামপি কিমুত বিদ্যার্থিনাং নিতরামুপকরিষ্যতীতি মে সুদৃঢ়ো বিশ্বাসঃ সমুৎপদ্যমানো বিদ্যতে।

* * * সুবহুগহনযোগারণ্যে ব্যাপারেণানেন বর্ত্মাপথনির্দ্দেশমনুষ্ঠিতবানমহোদয়েনেতি ন খলু কিঞ্চিৎ বচঃ। কস্যামপি ভাষায়াং যোগদর্শনস্যৈতাদৃশঃ সর্ব্বোপযোগী সন্দর্ভো নাদ্যাপি প্রকাশিত ইতি গ্রন্থস্যাস্যানুশীলনেনৈব সুষ্ঠ্বনুভবিষ্যন্তি শাস্ত্ররসিকাঃ।"

কাশীর সাহিত্যদর্শনাচার্য্য গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী তর্করত্ন ন্যায়রত্ন—

"* * * কাপিলমঠমধ্যাসীনৈঃ পরিব্রাজক-শ্রীমৎস্বামি-হরিহরানন্দারণ্য-মহোদয়ৈর্বঙ্গভাষয়া যোগভাষ্যমনুবদদ্ভিষ্টীকয়দ্ভিশ্চ বৈশদ্যেন টিপ্পনয়দ্ভিশ্চ প্রকাশিতঃ নিবন্ধঃ বহুশ আলোচ্য সমধিগতো চৈনেনোক্ত-স্থানিনাং গ্রন্থোপপাদনশৈলীং লোকভাষয়া দুরূপপাদবিষয়াণামপি অবগমনাসরণিং অনপূর্ব্বাভিরপি প্রতীচ্যপ্রক্রিয়াভিরপূর্ব্বামরণী-কৃতা প্রদর্শিতাভিঃ স্বানুভবেপক্ক-প্রকারোপকৃতিপারিপাট্যোনানিতরসাধারণেন জিজ্ঞাসুসংশয়মুষ্টিকযুক্তিনিকরেণ চ প্রসাদমাধ্যম-মানসশ্চিরং লোকানুপকুর্ব্বন্ গ্রন্থঃ নিবন্ধো জগদীশ্বরানুকম্পয়া জয়তাদিতি কাময়মানো বিরমতি বুধো বিস্তরাদিতি শম্।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ভাটপল্লী—"পণ্ডিতপ্রবরস্য স্বামিনো গভীরবিদ্যাবুদ্ধিনৈপুণ্যমনুভূয় সুপ্রীতেন ময়া তাবদিদমুচ্যতে গ্রন্থোঽয়ং যোগজিজ্ঞাসূনাং পণ্ডিতানামুপকারিতয়াতীবসমাদরভাজনং ভবিতুমর্হতি।"

ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি—
"*** যোগদর্শন (বা যেকোন দর্শন) এমন আকারে এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন নাই, যোগতত্ত্ব বুঝাইতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল। অধিক কি বলিব অন্যানিরপেক্ষ হইয়াও এ গ্রন্থ আয়ত্ত করা যাইতে পারে, এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাবিশেষণাদি করা হইয়াছে। এ গ্রন্থের আদর না করিবেন এমন পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নাই। যদি থাকেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহার মঙ্গল মঙ্গলময়ের সাধ্য।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—" * * * ইদানীন্তন কালে যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দানুবাদ, শব্দানুবাদ দ্বারা মূলের তাৎপর্য্যাবগতির সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে। ইহা প্রকৃতই অর্থানুবাদ; * * * বলা বাহুল্য, আপনার এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।"

যোগদর্শনস্থ সাংখ্যতত্ত্বালোক পড়িয়া পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ—"যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি যে সাংখ্যদর্শনানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট।"

কাল ও দিক্ বা **অবকাশ** নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বলেন—
"* * * লেখক স্বয়ং শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে দিক্ ও কালের স্বকীয় সিদ্ধান্তকে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির সহিত সুদৃঢ় যুক্তিপরম্পরায় প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সুমহৎ ঐক্যে বাঙ্গলা ভাষায় যে এই জাতীয় মৌলিক দর্শনগ্রন্থের উদ্ভব হইতে পারে পূর্ব্বে তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। * * * পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গুণের ইয়ত্তা নাই।"

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচী, LL. D. Bar-at-Law—"পুস্তিকাখানি আকারে ছোট, কিন্তু এত অল্পপরিসর পুস্তকে এরূপ দুরূহ ব্যাপারের এমন সরল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহা ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কেহই করিতে পারেন নাই। * * * এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

YOGA PHILOSOPHY OF PATANJALI যোগদর্শনের ইংরাজী অনুবাদ (৪র্থ পাদ পর্য্যন্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২০·০০

Dr. Leo M. A. Fleischer, M. D. (Prague) (To Cal. Univ.)—

"...I am told that there is a book...on Patanjali's Yoga Darshana by Hariharananda Aranya...I would like to know whether this book is

translated in English. If not, please try to have it translated by a proper man, so that such an important and valuable work can be made use of by all people knowing English...I am told by learned people who have studied that book that it is an excellent commentary on Patanjali's Yoga Darshana, far superior to any other book on this subject.."

Sirdar Umraosingh Sher Gil—

"Permit me to say that the Calcutta University has done a very meritorious thing in publishing the monumental work of the Samkhya Yogacharya..in Bengali.—The revered author does not stand in need of appreciation from any one, but as one who has devoted over fifty years to the study of Yoga Philosophy...you will let me say that his work based on a deep contemplation of the subject has far surpassed anything written by the great commentators of olden times...

For this reason I would beg to suggest that this great work on Yoga deserves to be translated into the English language through which it can be of use to many scholars ..all over the world..."